শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

(ভাগবতসন্দর্ভস্যাপরনাম্নঃ ষট্সন্দর্ভস্য পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদগণানুচরবৃন্দাশ্রিত-শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-
পূজাভাজনেন শ্রীরূপানুগপ্রাণবিনোদেন

শ্রীমতা জীবগোস্বামিপাদেন বিরচিতঃ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ তথা
তচ্ছাকা শ্রীগৌড়ীয় মঠানাম আচার্য্য পাদেন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামিনা
শ্রীমতা ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজেন সম্পাদিত।

(৪১৯ গৌরাব্দ)

মূল্য - ২০০ টাকা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ

(ভাগবতসন্দর্ভস্যাপরনাম্নঃ ষট্‌সন্দর্ভস্য পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপার্ষদগণানুচরবৃন্দাশ্রিত-শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-
পূজাভাজনেন শ্রীরূপানুগপ্রাণবিনোদেন

শ্রীমতা জীবগোস্বামিপাদেন বিরচিতঃ

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ তথা
তচ্ছাকা শ্রীগৌড়ীয় মঠানাম আচার্য্য পাদেন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামিনা
শ্রীমতা ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজেন সম্পাদিত।

(৪১৯ গৌরাব্দ)

মূল্য - ২০০ টাকা

সম্পাদকের নিবেদন

পুণ্যভূমি ভারতের পরমার্থানুশীলনকারী সজ্জনগণ বেদ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন ও গায়ত্রীর শিক্ষাসমূহ অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শিরে ধারণ করিয়া থাকেন। অমল প্রমাণ পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে এই সকল শিক্ষার সার গ্রথিত হইয়াছে। তজ্জন্য গরুড়-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥"

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে "সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্" (ভাঃ ১।৩।৪২)। শ্রীমদ্ভাগবতকে সর্ববেদান্তসার বলা হয়। ভাগবতরসামৃততৃপ্ত ব্যক্তির অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না। যথা, শ্রীমদ্ভাগবত (১২।১৩।১৫)—

"সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের পূর্ণতম প্রকাশের নিত্যকল্যাণ-কর শাব্দিক অবতার। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটী স্কন্ধ দ্বাদশটী অঙ্গস্বরূপ—প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ উরুদ্বয়, পঞ্চমস্কন্ধ নাভিদেশ, ষষ্ঠস্কন্ধ ভুজান্তর অর্থাৎ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ দুইটী বাহু, নবমস্কন্ধ কণ্ঠদেশ, দশমস্কন্ধ প্রফুল্ল মুখপদ্ম, একাদশ স্কন্ধ ললাট এবং দ্বাদশস্কন্ধ মস্তক। পদ্মপুরাণ এই শ্রীমদ্ভাগবতের বন্দনা করিতেছেন,—

"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥"

শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত ভক্ত-ভাগবতের কৃপাব্যতীত গ্রন্থ-ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কখনও সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণ—সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, কৃষ্ণপ্রেমা—প্রয়োজনতত্ত্ব; শ্রীমদ্ভাগবতের এই সিদ্ধান্ত আমরা ভক্ত-ভাগবতগণের কৃপায় অবগত হই। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাজন-ভাজন শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'ভাগবতসন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভ' প্রণয়ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরস্পর সঙ্গতিসম্পন্ন সংগ্রহ-গ্রন্থ 'সন্দর্ভ'-নামে খ্যাত। সন্দর্ভ—সম্+দৃভ্+ভাবে অল্। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় লিখিয়াছেন,—

গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।
নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"

পণ্ডিতগণকর্তৃক গূঢ়ার্থের প্রকাশ, সারোক্তি, শ্রেষ্ঠতা, নানার্থ-বিশিষ্টতা ও বেদ্যত্ব (যে সংগ্রহ-গ্রন্থে আছে তাহা) সন্দর্ভ-নামে অভিহিত।

শ্রীল জীব গোস্বামী—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও কৃষ্ণ-নামক সন্দর্ভচতুষ্টয়ে সম্বন্ধতত্ত্ব, ভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়তত্ত্ব এবং প্রীতিসন্দর্ভে প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন। প্রত্যেকটী সন্দর্ভের প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-প্রচারের জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদ্বয় শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীব্রজমণ্ডলে বাস করিয়া ভক্তিতত্ত্বশাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। এই আচার্যদ্বয়ের সন্তোষবিধানার্থ দাক্ষিণাত্য-কাবেরীতটস্থ শ্রীরঙ্গম্প্রবাসী মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্টের তনয় শ্রীগোপালভট্ট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে ভক্তিতত্ত্ব-বিচারশাস্ত্র লিখিতে থাকেন। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীল গোপাল-ভট্টের পুরাতনগ্রন্থ কোনস্থলে ক্রমপদ্ধতি-অবলম্বনে, কোথাও বা বিপর্যস্তভাবে অসম্পূর্ণরূপে লিখিত ছিল। শ্রীল জীব গোস্বামী সেই গ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা করিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-সহযোগে বিশদ্ভাবে ধারাবাহিক 'ভাগবতসন্দর্ভ' বা 'ষট্সন্দর্ভ' প্রণয়ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রয়াগে এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে বেদান্তদর্শনের যে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের পরমস্নেহপাত্র শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে আলোকিত করিয়াছিলেন এবং সেই আলোক অনুসরণেই শ্রীল ভট্ট গোস্বামী তাঁহার কারিকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য শ্রীপাদ মধ্বমুনি শ্রীমদ্ভাগ-

বতের গূঢ়ার্থ বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী সেই সংগ্রহ-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলোকে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের মহিমাত্মক সার সিদ্ধান্তসকল সংগ্রহপূর্বক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের আনন্দ-বিধানে যত্নপর হইয়াছিলেন। শ্রীভট্ট-পাদের সেই সাধু প্রযত্ন ধারাবাহিক বিন্যাস এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন-সহযোগে সম্পূর্ণতা-লাভ করিয়াছে 'শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন-ভারতীগর্ভে' শ্রীল ভট্ট গোস্বামীর সহিত সমাশয়যুক্ত শ্রীল জীব গোস্বামীর 'ভাগবতসন্দর্ভে'।

ভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্ সন্দর্ভের প্রথম **তত্ত্ব-সন্দর্ভে**—শ্রীমদ্ভাগবতের সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ও তত্ত্বনিরূপণ; দ্বিতীয় **ভগবৎসন্দর্ভে**—ব্রহ্ম পরমাত্ম-ভগবদ্ বিচার, বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-নিরূপণ, স্বরূপের স্বশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যাশ্রয়ত্ব, শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব-স্থাপন; অন্তরঙ্গাদিভেদ, মায়া-শক্তি, স্বরূপশক্তি, গুণগণের স্বরূপভূতত্ব, শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্বাশ্রয়তা, স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ততা, স্ব-প্রকাশত্ব, রূপগুণলীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব; পরিচ্ছদসমূহের স্বরূপাংশত্ব; বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদ-বিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগ-বত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তিবিবরণ, ভগবানের বেদভক্তৈকগম্যত্ব; তৃতীয় **পরমাত্মসন্দর্ভে**—প র মা ত্মা, তদ্ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরি-ণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত-সমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব, জগতের সত্যতা ও শ্রীধর-স্বামীর মত, নির্গুণ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-যোজনা, লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্বিধ চিহ্নদ্বারা ভগবানেরই তাৎপর্যত্ব; চতুর্থ **কৃষ্ণসন্দর্ভে**—কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, কৃষ্ণ-লীলাগুণ, পুরুষাব-তারের কর্তৃত্ব, সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সমন্বয়, বলদেবাদির মহা-সংকর্ষণত্ব, কৃষ্ণে সর্বাংশপ্রবেশ-বিচার ও তাঁহাতে নিত্য-স্থিতি, দ্বিভুজত্ব, গোলোক-নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্য-কৃষ্ণধামত্ব, গোলোক ও বৃন্দাবন একই বস্তু, যাদব ও গোপ-গণের নিত্য কৃষ্ণপরিকরত্ব, প্রকটাপ্রকট-লীলা-ব্যবস্থা, প্রকটাপ্রকট-লীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রকাশাতি-শয়ত্ব, পট্টমহিষীগণের স্বরূপ-শক্তিত্ব, তদপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ, তাঁহাদিগের নাম ও শ্রীরাধিকার সর্বোৎকর্ষতা; পঞ্চম **ভক্তিসন্দর্ভে**—ভগবদ্ভক্তির সাক্ষাৎ অভিধেয়ত্ব, অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভক্তিতত্ত্বনিরূপণ, সর্বশাস্ত্র-শ্রবণ, বর্ণাশ্রমাচার ও অন্তর্ভূত জ্ঞানদ্বারা অন্বয়ভাবে, কর্মের অনা-দর, হরিবিমুখ বিপ্রের নিন্দা, ভগবদনর্পিত কর্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞানের প্রমত্ত-প্রদর্শনপূর্বক অন্যাশ্রয়-স্বাতন্ত্র্যের অনাদরদ্বারা তদীয়গণের আদরবিধান, অভক্ত-মাত্রের অনাদর, জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত শিবাদি পর্যন্ত ভক্তের ভক্তির নিত্যতা ও অভিধেয়ত্ব, ভক্তির সর্বফলদাতৃত্ব, নির্গুণতা, স্বপ্রকাশতা ও পরম-সুখরূপতা, ভগবৎ-প্রীতি-হেতুবৈশিষ্ট্য, ভজনাভাসেরও ফললাভ, নিষ্কামভক্তির প্রশংসা, অধিকারি-ভেদে পুনরায় নিষ্কামভক্তি-স্থাপন, সাধুসঙ্গের নিদানত্ব, মহাভাগবত-ভেদ ও বিশেষ, সর্বাশ্রয়-বিবেক, ভক্তিভেদনিরূপণে জ্ঞানের লক্ষণ, অহংগ্রহোপা-সনার লক্ষণ, ভক্তিলক্ষণ, আরোপসিদ্ধাদির লক্ষণ, বৈধী ভক্তিতে শরণাপত্তি, গুরুসেবা, মহাভাগবত-প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্যা, সাধারণ বৈষ্ণবসেবা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, অপরাধ ও তদুপশমন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, রাগানুগাভক্তিবিচার, কৃষ্ণভজনবৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধির ক্রম; ষষ্ঠ **প্রীতিসন্দর্ভে**—প্রীতির পরমপুরুষার্থ-নিরূপণ, মুক্তিতে সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত-মুক্তিভেদ, সকল মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎপ্রীতির আধিক্য, পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পরমপুরুষার্থ-লাভ-সত্ত্বক্রম, মুক্তি, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, লক্ষণারূপা জী ব ন্মু ক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি। অন্তর্বহির্ভেদে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারলক্ষণার দ্বিবিধত্ব, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, বহিঃসাক্ষাৎকার-লক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি, সালোক্যাদি-ভেদ, সামীপ্যের আধিক্য, ভক্তির মুক্তিদত্ব ও উপাদেয়ত্ব, তদুপপত্তি, প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ, গুণাতীত প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ ও আবির্ভাবভেদ, প্রীতিরত্যাদিভেদ, ব্রজদেবীগণের কামের শুদ্ধপ্রেমত্ব-স্থাপন, জ্ঞানভক্ত্যাদি মিশ্রত্ব, পরিকরাভিমানিগণের প্রীত্যুৎকর্ষ। ঐশ্বর্য-মাধুর্যানু-ভাবের তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠতা; দাসগণের, সখাগণের, পিতৃগণের, গোপীগণের ও রাধিকার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব, অনুকরণ-কার্যে রসত্ব, লৌকিক রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, আলম্বন-বিভাগ, উদ্দীপন-বিভাগ, গুণ, ধীরোদাত্তাদি ভেদ,

অনুভাব, সঞ্চারী ভাব, রসের পঞ্চবিধত্ব, গৌণরসের সপ্তত্ব; রসাভাস, শাস্ত, দাস্য, প্রশ্রয়, বাৎসল্য ও উজ্জ্বলে বল্লভভেদ, স্থায়ী সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভভেদ, পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ও শ্রীরাধিকাদেবীর মহিমা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল জীব গোস্বামিপাদকৃত **'সর্বসম্বাদিনী'** নামক দার্শনিক গ্রন্থসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা কর্তব্য। এই গ্রন্থটী ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত সম্বন্ধতত্ত্বাত্মক তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম ও শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-ন্যায়-সাংখ্য-পাতঞ্জল-স্মৃতি-পু রা ণা দি সর্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও পূর্বাচার্যগণের মতসমূহ মন্থন করিয়া সংবাদ অর্থাৎ সমন্বয় (প্রত্যেকটীকে যথাযোগ্যস্থানে বিন্যাস) করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম সর্বসম্বাদিনী হইয়া থাকিবে। উক্ত সন্দর্ভচতুষ্টয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ ও সিদ্ধান্তাদি-সম্বন্ধে যে যে স্থল অসম্পূর্ণ বিবেচনা করিয়াছেন, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার সর্ব-সম্বাদিনীতে সেই সেই অংশেরই পূরণার্থ বহু অভিনব শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তি সন্নিবেশ করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের কোন্ অঙ্কের সহিত কোন্ প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত সংযুক্ত হইবে, তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহাতে ১১৭ টী ব্রহ্মসূত্রের সূচনা আছে এবং ৭৯ টী আকর গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতারিত্ব, দশবিধপ্রমাণ-মধ্যে শব্দপ্রমাণের সর্বশ্রেষ্ঠতা, শব্দ-শক্তি, স্ফোটবাদ, মহাবাক্যার্থ জানিবার উপায়, ভগবৎস্বরূপ-নির্ণয়, সর্গাদিবিচার, ভগবদ্বিগ্রহত্বে অদ্বৈতবাদীর পূর্বপক্ষ এবং শ্রীপাদ মধ্বাচার্য ও শ্রীপাদ রামানুজের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি; ভগবৎ-সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শক্তিবাদ-স্থাপন, নির্বিশেষবাদ-খণ্ডন, ভগবানের ত্রিবিধা শক্তি, ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যতা ও পূর্ণত্ব, শ্রীকৃষ্ণে সর্বশাস্ত্রসমন্বয় প্রভৃতি; পরমাত্মসন্দর্ভের অনু-ব্যাখ্যায় অহংপ্রত্যয়, একজীববাদ-খণ্ডন, জীবের অণুত্ব, ব্রহ্ম হইতে জীবচৈতন্যসমূহের ভেদ, বিবর্তবাদ নিরাস, শক্তিপরিণামবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত, চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব, পঞ্চরাত্রমত-সমর্থন প্রভৃতি; শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় অবতারতত্ত্বালোচনা, শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্ব-খণ্ডন, শ্রীকৃষ্ণ-নামের সর্বশ্রেষ্ঠতানিবন্ধন তাঁহার স্বয়ংভগবত্তা, শ্রীকৃষ্ণভজন-রহস্য, শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্ন, শ্রীগোপীগণের ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রভৃতির সুষ্ঠু আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভে অভিধেয়-তত্ত্ব এবং প্রীতি-সন্দর্ভে প্রয়োজন-তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে, বিশেষতঃ শ্রীল রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামিকৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতে অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বের বিশদ আলোচনা আছে; তজ্জন্য শ্রীল জীবপাদ 'সর্বসম্বাদিনী'তে এই দুইটী সন্দর্ভের কোন ব্যাখ্যান প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বিষয়সূচীতে আলোচ্য ভক্তিসন্দর্ভের বিচারিত বিষয়-সমূহের নির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে; তজ্জন্য এস্থলে তাহার আর পৃথগ্‌ভাবে বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ আলোচনার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের যে-সকল শ্লোক ক্রমিক অঙ্কে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল শ্লোকের পৃথক্ বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রদত্ত হইল; প্রত্যেকটী শ্লোকের ভাগবতস্থ স্কন্ধ, অধ্যায় ও শ্লোকাঙ্ক প্রদত্ত হইল; ভক্তিসন্দর্ভের অঙ্ক-সংখ্যা ত' প্রদত্ত হইয়াছেই। শ্লোকাঙ্ক থাকায় এই সকল শ্লোকের পত্রাঙ্ক প্রদত্ত হইল না। গ্রন্থধৃত অন্যান্য শ্লোক-সমূহের পত্রাঙ্কসহ বর্ণানুক্রমিক সূচী পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও 'সর্বসম্বাদিনী'তে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্বদর্শন-শিরোমণি, সন্দেহ নাই। দর্শন-শাখা ব্যতীত তিনি অন্যান্য শাস্ত্র-শাখায়ও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা, ব্যাকরণ-শাখায়—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ (ইহাতে ব্যাকরণানুশীলন প্রসঙ্গেও সর্বপাপহর নিত্যকল্যাণকর প্রেমানন্দপ্রদ শ্রীহরি-নাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়; অন্য কোন ব্যাকরণে এই সুযোগ নাই), সূত্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ। কাব্যশাখায়—সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, গোপালবিরুদাবলী, গোপাল-চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর খণ্ডদ্বয়), মাধব-মহোৎসব। অলঙ্কার-শাখায়—ভক্তি-রসামৃতশেষ। প্রকরণ-শা খা য়—শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকা-কর-পদ-চিহ্ন। টীকা—গোপাল-তাপনী, ব্রহ্মসংহিতা, পদ্মপুরাণোক্ত যোগসারস্তব, অগ্নি-পুরাণের গায়ত্রী-মাহাত্ম্য, শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্রদ্বাদশস্কন্ধের টীকা ক্রমসন্দর্ভ ও দশম স্কন্ধের টীকা লঘুবৈষ্ণবতোষণী; এই লঘুবৈষ্ণবতোষণীই এখন বৈষ্ণবতোষণীনামে খ্যাত।), শ্রীল

সনাতন গোস্বামী দশম স্কন্ধের যে টীকা করিয়াছেন, তাহার নাম বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী), ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (টীকার নাম দুর্গমসঙ্গমনী), উজ্জ্বলনীলমণি (টীকার নাম লোচনরোচনী)। এই সকল গ্রন্থ অনুশীলন করিলে জানা যায়, পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীল জীবগোস্বামী সর্ব শাস্ত্রেই পরম পণ্ডিত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুজ শ্রীঅনুপমের (এই নামটী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রদত্ত ; পূর্ব-নাম—বল্লভ) আত্মজরূপে শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন অতীব দৈন্যভরে আত্মপরিচয়সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, নীচের কুর্পর।" তাঁহারা পুরীতে অবস্থানকালে দৈন্যভরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরেও প্রবেশ করেন নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারা নীচকুলে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ধারণা যে সর্বৈব মিথ্যা, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের তদ্রচিত বৃহদ্-ভাগবতামৃতের তাঁহারই লিখিত টীকায় শ্রীরূপপাদ-সম্বন্ধীয় এই উক্তিতে সুস্পষ্ট—"পক্ষে চ শুক্তঃ স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশবিখ্যাতবিপ্রকুলাচার্য্য-শ্রীজগদ্গুরুবংশজাত-শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশীয়ঃ শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরস্তেন সহেত্যর্থঃ।"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধের তদ্রচিত 'লঘুবৈষ্ণবতোষণী'-টীকার অন্তে তাঁহাদের বংশাবলীর যে-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

উৎসচ্চাঙ্গপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বা কল্পলতা ত্রয়ী মধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্বজ্ঞো জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ।
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্ধিযশোঽঙ্করঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্বজ্ঞাপতি পূজিতোঽখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-
শ্রীমাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ লব্ধবান্।
মহিষ্যোর্দ্বয়োস্তস্য প্রথিতযশসস্তত্র তনয়ৌ
প্রজাতৌ রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরতামাপ বহুবিধে
জঘন্যঃ শস্ত্রে চ নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া।
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বর-হরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজশ্রেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদ্যাত্যার্য্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভি-র্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌলস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্॥
যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ॥
বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণী-তটনিবাস-পর্য্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দন-ক্ষিতিপ-পূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী॥
মূর্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্মুকুন্দঃ কৃতী॥
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কিঞ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সংকুলজনি র্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-প্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চিতম্॥
আদিঃ শ্রীল-সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়-বলিতো নির্বিঘ্ন যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ি॥
যঃ সর্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্বত্র সংবর্ধিতা॥

এই সকল শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি, পুরাকালে জগদ্গুরু সর্বজ্ঞ নামক একজন যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কর্ণাটের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র অনিরুদ্ধ কর্ণাটের রাজা হন। তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভে দুইপুত্র—জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর ও কনিষ্ঠ হরিহর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় রাজ্য পুত্রদ্বয়কে সমভাবে ভাগ করিয়া দিয়া যান। রূপেশ্বর শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সাধুস্বভাব এবং হরিহর শাস্ত্রে নিপুণ ও কুটিলস্বভাব ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠের সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিবার দুরভিপ্রায় দেখিয়া রূপেশ্বর যাহাতে গৃহবিবাদ উপস্থিত না হয় তজ্জন্য রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বর্ধমান জেলায় শিখর ভূমিতে বাস্তব্য স্থাপন করেন। তথাকার রাজা শিখরেশ্বর তাঁহার পরম সুহৃৎ ছিলেন। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে নৈহাটীতে আলয় নির্মাণ করেন। তাঁহার পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র মহাসদাচারশীল কুমারদেব যশোহর জেলার অন্তর্গত ফতেয়াবাদনামক স্থানে বাস্তব্য স্থাপন করেন। এই কুমারদেবের অপত্যরূপেই শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ (শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম অনুপম) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বল্লভাত্মজ—শ্রীজীব।

'সপ্তগোস্বামী'-গ্রন্থমতে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর প্রকট কাল ১৪৩৩ শকাব্দ হইতে ১৫১৮ শকাব্দ পর্যন্ত ৮৫ বৎসর। তাঁহার আবির্ভাবের কিছু পরেই তাঁহার পিতৃদেব শ্রীঅনুপম অগ্রজ শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং পথে প্রয়াগে দশদিবস শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত-শ্রবণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'ন। তৎপরে শ্রীবৃন্দাবন দর্শনান্তে বঙ্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন শ্রীরূপগোস্বামীর সহিত নীলাচলে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে গঙ্গাতীরে নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। 'সপ্তগোস্বামী'-মতে ১৪৩৭ শকাব্দে তাঁহার প্রয়াণ হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীজীব গোস্বামী মাত্র ৪ বৎসর বয়সে পিতৃহারা হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনোহরমূর্তি, অপরিমিত তেজস্বিতা, অলৌকিক প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ এবং বিনয়নম্র-ব্যবহার-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। শৈশব হইতেই তিনি শ্রীভগবানে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, বাল্যক্রীড়া না করিয়া পুষ্প-চন্দনাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপূজা করিতেন। ব্যাকরণাদি কিছু শাস্ত্র-অধ্যয়নের পরেই তিনি বাল্যকালেই শ্রীনবদ্বীপে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন পান। বালক জীবের ভগবদ্ভক্তিতে প্রবল অনুরক্তি দর্শনে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ১৬-ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করেন। এই পরিক্রমার বিবরণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্‌রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম'-গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীজীব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে বারাণসীতে শ্রীল মধুসূদন বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে বেদান্তাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎপরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের চরণাশ্রয় করেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদকে তিনি দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া একান্তভাবে গুরু-সেবা এবং গুরুদেবের গ্রন্থরচনায় সাহায্য করিয়াছেন।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অপ্রকট লীলার পরে তিনি ক্ষেত্রমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্যপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রদ্ধালু জনগণের নিকটে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত বাস্তবসত্যেরবাণী কীর্তনপূর্বক তাঁহাদিগকে হরিভজন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে ইনি ভক্তগণসহ ৮৪-ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিতেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইঁহাকে অন্যতম-শিক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার প্রকটকালেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী গৌড়দেশ হইতে আগত শ্রীশ্রীনিবাস, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীদুঃখী কৃষ্ণদাসকে গোস্বামিশাস্ত্রসমূহে সুপণ্ডিত করিয়া যথাক্রমে 'আচার্য' ও 'ঠাকুর'-উপাধি এবং 'শ্যামানন্দ'-নাম প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীলজীবগোস্বামিপাদকর্তৃক শাস্ত্রাদিসহ প্রেরিত হইয়া তাঁহার আদেশে বঙ্গ, আসাম ও ওড়িষ্যায় নামপ্রেম প্রচার করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের অনুজ গোবিন্দকে এবং আচার্য প্রভুর শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকেও শ্রীল জীবপাদ 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালেই শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী কতিপয় ভক্তসহ শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলে

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহাদের জন্য প্রসাদ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন।

একদিন শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে গ্রন্থ লিখিতেছিলেন এমন সময়ে পণ্ডিত শ্রীবল্লভ ভট্ট তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীরূপপাদ প্রয়াগে—ত্রিবেণীতে মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান-কালে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর সহিত ভট্টের আড়াইলস্থিত আলয়েও গিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীধামে শ্রীভট্টের পাণ্ডিত্যের অভিমান দূর করাইয়া তৎপ্রতি স্নেহের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করেন এবং শ্রীভট্ট মহাপ্রভুর অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যত্ব বরণ করেন। স্বভাবতঃ দৈন্যগুণে বিভূষিত শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবল্লভ ভট্টের আগমন মাত্র তাহাকে অতিশয় যত্নের সহিত সম্বর্ধনা করিয়া পণ্ডিতোচিত সম্মান প্রদান করেন। শ্রীরূপের লিখিত গ্রন্থ কিয়দংশ দেখিয়া তিনি বলেন—"লিখিতে থাকুন, আমি পরে সংশোধন করিব।" শ্রীরূপ তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করিলেন। গুরুসেবৈকব্রত শ্রীজীব তখন আজ্ঞানুবর্তী হইয়া শ্রীরূপপাদের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীভট্টের ঐ উক্তি তাঁহার কর্ণে শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে কিছু বলিতে পারেন না। শ্রীভট্ট যখন স্নানার্থ যমুনায় গমন করিলেন তখন শ্রীজীব তাঁহার সহিত যাইয়া যমুনার তীরে ভট্টকে বলিলেন—"আপনি আমার গুরুদেবের লিখিত গ্রন্থের কোন্ অংশ সংশোধন করিতে চাহেন? আমার গুরুপাদপদ্মের ন্যায় সর্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত আর কেহ নাই বলিয়াই আমি জানি।" তখন উভয়ের মধ্যে শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা হইল। শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীজীবপাদের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরূপপাদের নিকটে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। শ্রীভট্ট চলিয়া যাইবার পরে শ্রীরূপপাদ শ্রীজীবকে বলিলেন,—"শ্রীভট্ট স্নেহ-পরায়ণতায় আমার লিখিত গ্রন্থ সংশোধন করিতে চাহিয়াছিলেন; তাহা তুমি সহ্য করিতে পারিলে না, সুতরাং আমার নিকটে তোমার আর থাকা হইবে না, অন্যত্র গমন কর।" শ্রীজীব তখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণতি বিধান পূর্বক বহু দূরে যমুনার তীরে নন্দঘাটে গমন করিয়া তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিতে থাকেন। এই ঘটনা অবগত হইয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীজীবকে তথা হইতে আনয়নপূর্বক পূর্ববৎ শ্রীরূপপাদের গ্রন্থরচনা-সাহায্যসেবায় নিযুক্ত করেন। এই ঘটনায় একদিকে শ্রীরূপপাদের অমানিত্ব ও নিজজনকে উপলক্ষ্য করিয়া 'তরোরপি সহিষ্ণুতা'-শিক্ষা-প্রদান এবং অপর দিকে শ্রীজীবের গুরুসেবা-নিষ্ঠা, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-প্রচার ও অতুলনীয় শ্রীগুরু-সেবাবৃত্তি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের তীব্র শাসনেও তিনি গুরুসেবানিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিয়া শ্রীগুরুদেবের আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাহা লক্ষ্য না করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিচরণে দাম্ভিকতা নিক্ষেপ পূর্বক অপরাধ করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ব্রজগোপীগণের পরকীয় রসের কথা বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার 'গোপালচম্পূ'তে স্বকীয়রসের বিচার প্রদর্শন করিলেও তিনি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদকে স্বীয় গুরুরূপেই চিরকাল পূজা করিয়াছেন। প্রকটকালে স্বীয় অনুগত জনগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয় তাঁহাদের মঙ্গল নিমিত্ত এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরমচমৎকারময় পরকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুকরণে ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্য গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীজীব গোস্বামিপাদ স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পরকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না, কেননা তিনি স্বয়ং শ্রীরূপানুগবর—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম। শ্রীজীব গোস্বামী ব্রজলীলায় বিলাসমঞ্জরী। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদর-সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধা-দামোদর-ঘেরায় শ্রীল রূপ গোস্বামীর ও শ্রীল জীব গোস্বামীর সমাধি-মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের অবদান-বৈশিষ্ট্যের দিকে দর্শকবৃন্দের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

যাঁহার কৃপাশক্তি আমাদিগকে গোস্বামিগ্রন্থ-প্রকাশে পুনঃ পুনঃ উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, সেই গুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নিত্যকাল জয়-যুক্ত হউন।
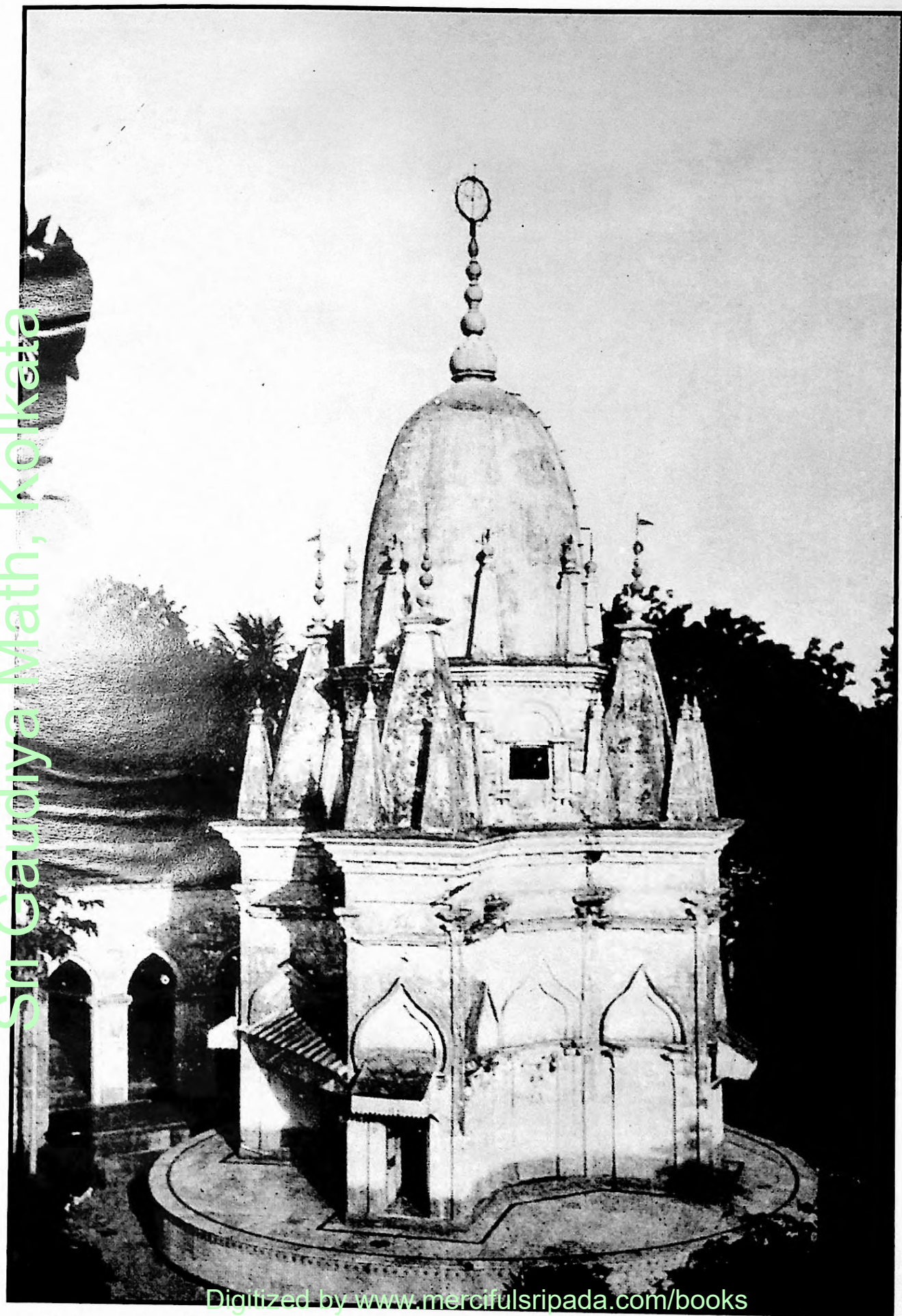
আকরমঠরাজ – শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, (নদীয়া)

(শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান)
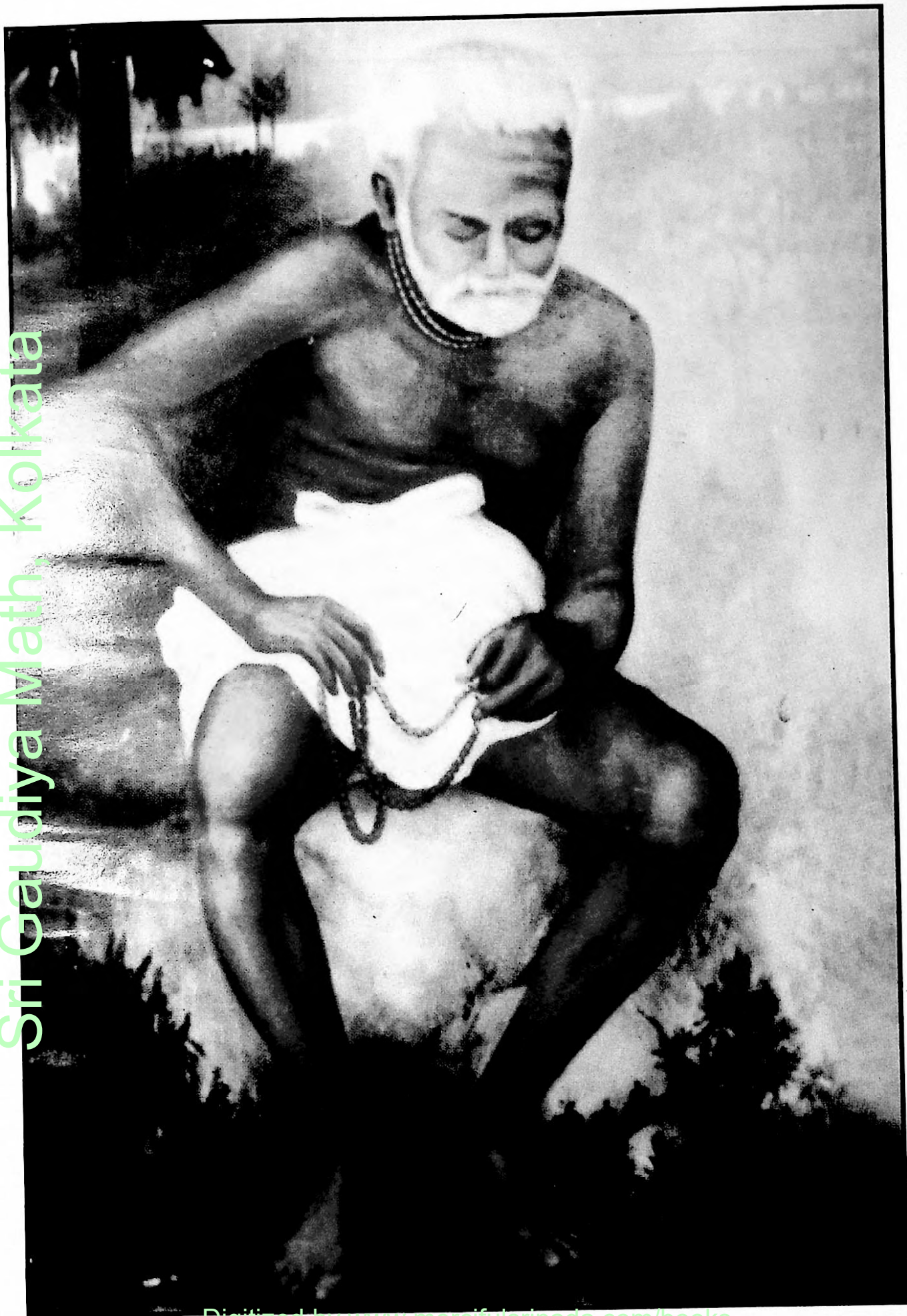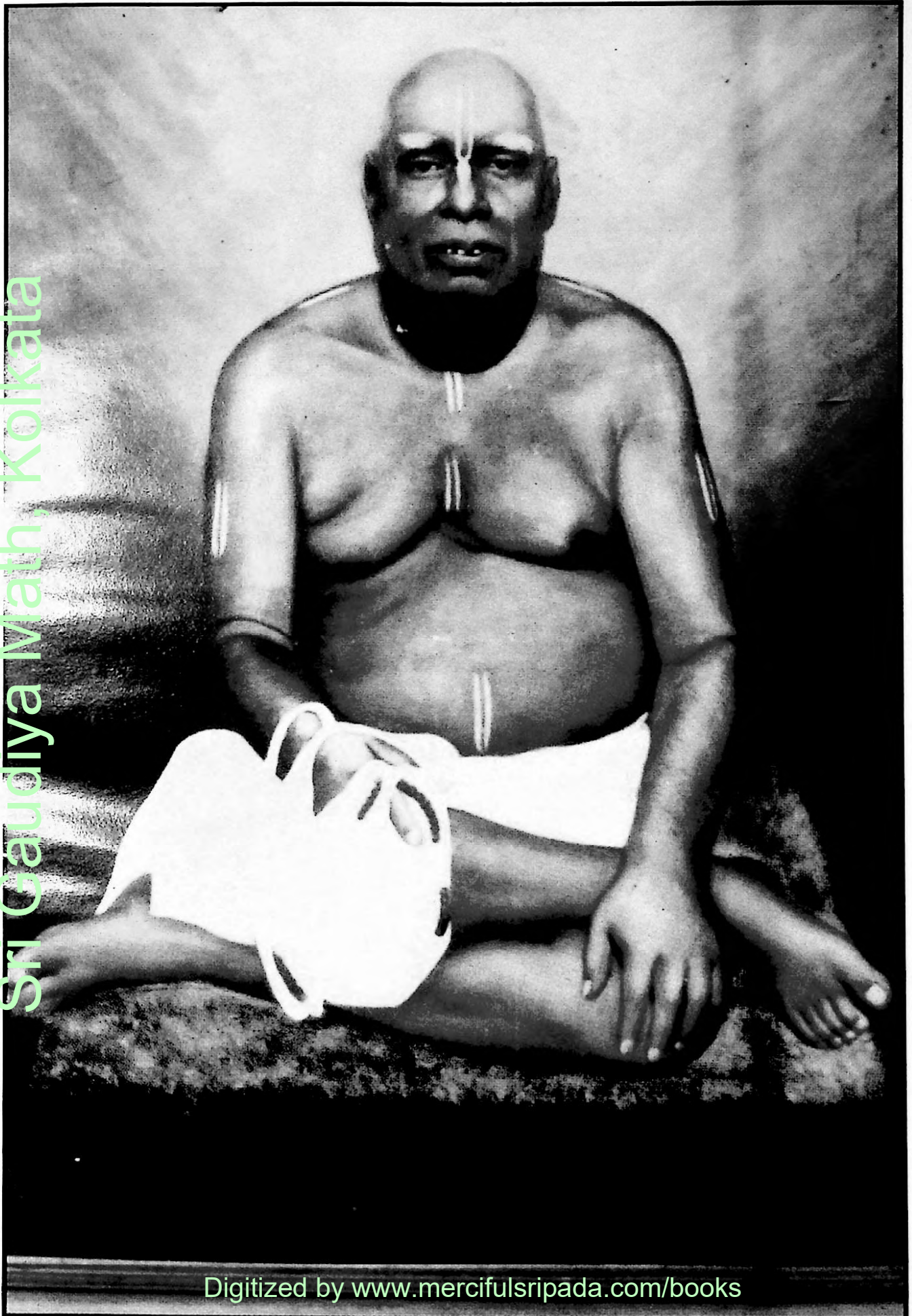
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ
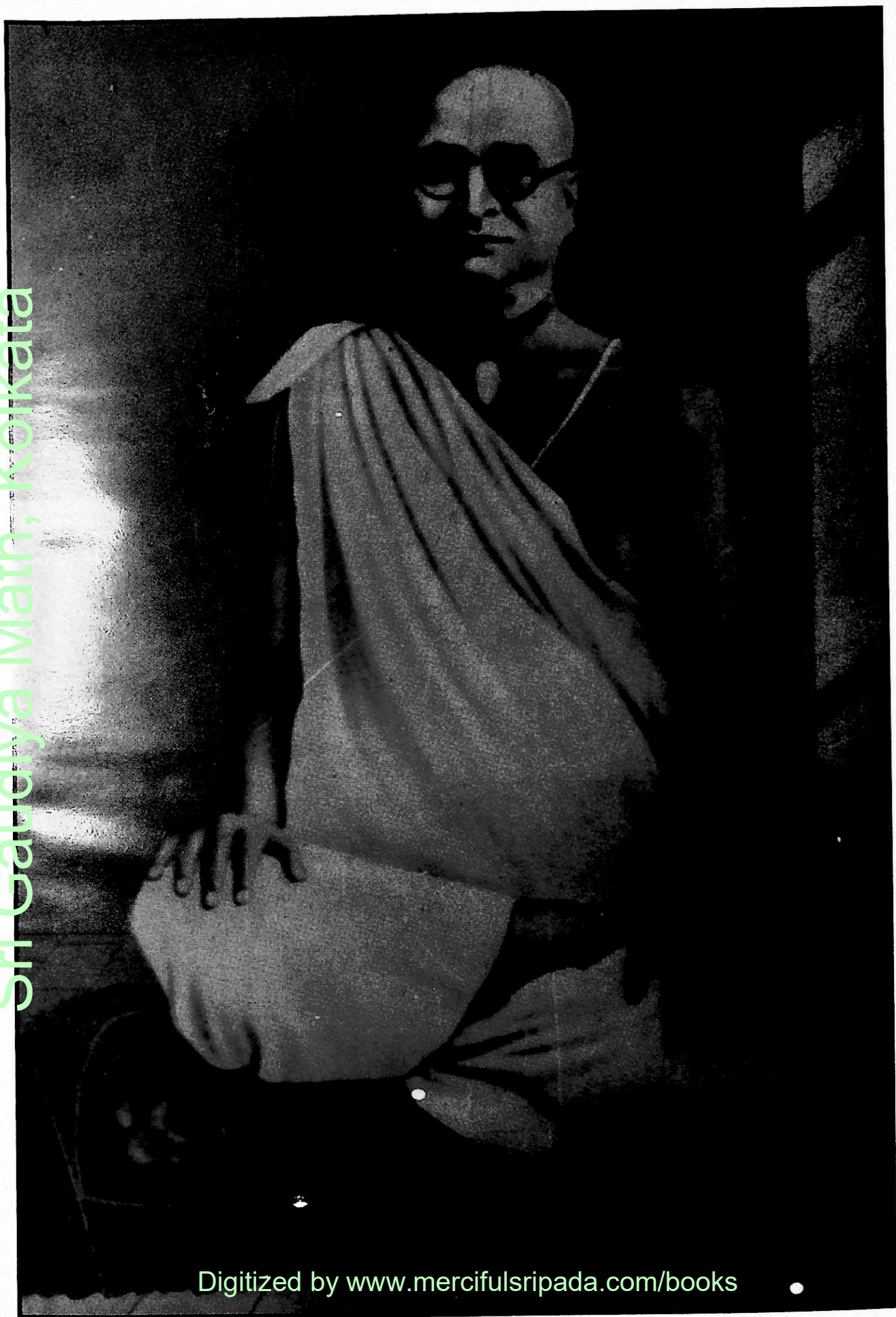
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর
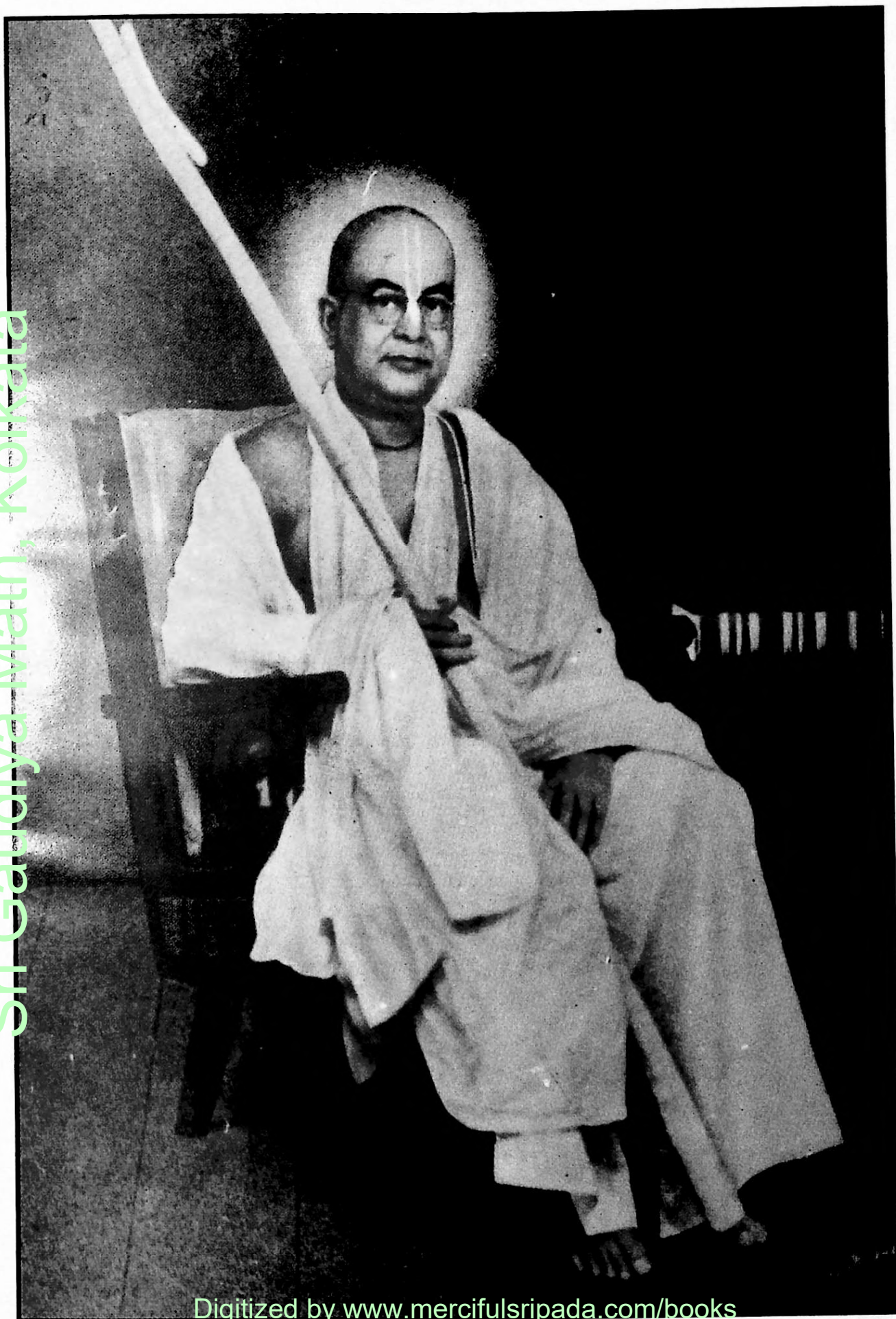
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ

উৎসর্গ

"তব কৃপাকণ্ আমার সম্বল্"

হে শ্রীল গুরুদেব! আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধে অপরাধী হয়েও আপনার সম্পাদিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভ আপনার শ্রীকর কমলে অর্পণ করিলাম।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
অমৃতানন্দ

বিষয়সূচী

(শ্লোকসংখ্যানুক্রমিক)

ভক্তিসন্দর্ভে সংখ্যাকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকসমূহের সূচী

[পার্শ্বস্থ অঙ্কত্রয়ের প্রথমটী স্কন্ধ, দ্বিতীয়টী অধ্যায় ও তৃতীয়টী শ্লোকসংখ্যাজ্ঞাপক প্রান্তস্থ অঙ্কটী ভক্তিসন্দর্ভকৃত সংখ্যা]

অন্যান্য শ্লোকসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

—শ্রীল-রূপগোস্বামী।

জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তির্যদঙ্ঘ্রিং
নিখিলনিগমতত্ত্বং গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজন-তপস্যা-ন্যাস-নিষ্ঠাং বিহায়॥

—শ্রীল-সনাতনগোস্বামী।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

—শ্রীল-বাসুদেব-সার্বভৌম-ভট্টাচার্যঃ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভঃ

(ভাগবতসন্দর্ভস্যাপরনাম্নঃ ষট্সন্দর্ভস্য পঞ্চমসন্দর্ভঃ)

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥
তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ॥ (১ ক*)

অত্র পূর্ব্বং সন্দর্ভচতুষ্টয়েন সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র পূর্ণসনাতনপরমানন্দলক্ষণপরতত্ত্বরূপং সম্বন্ধি চ, ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানিতি ত্রিধাবির্ভাবতয়া শব্দিতমিতি নিরূপিতম্। তত্র চ ভগবত্ত্বেনৈবাবির্ভাবস্য পরমোৎকর্ষঃ প্রতিপাদিতঃ। প্রসঙ্গেন বিষ্ণ্বাদ্যা (১ খ*) শ্চতুঃসনাদ্যাশ্চ (১ গ*) তদবতারা দর্শিতাঃ। স চ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি নির্দ্ধারিতম্। পরমাত্মবৈভবগণনে চ তত্তটস্থশক্তিরূপাণাং চিদেকরসানামপি অনাদিপরতত্ত্বজ্ঞান-সংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যলব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃতস্বরূপজ্ঞানানাং তয়ৈব সত্ত্বরজোস্তমোময়ে জড়ে প্রধানে রচিতাত্মভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্ (১ঘ*)। যথোক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা (ভা ১১।২২।২৩)—

"আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো, হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং, মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥" ইতি॥

ততস্তদর্থং পরমকারুণিকং শাস্ত্রমুপদিশতি। তত্র চ তে জীবা যে কেচিৎ জন্মান্তরাবৃত্ততদর্থানুভব-সংস্কারবন্তো যে চ তদৈব বা লব্ধমহৎকৃপাতিশয়দৃষ্টিপ্রভৃতয়ঃ, তেষাং তাদৃশপরতত্ত্বলক্ষণ-সিদ্ধবস্তূপদেশশ্রবণারম্ভ-মাত্রেণৈব তৎকালমেব যুগপদেব তৎসাম্মুখ্যং তদনুভবোঽপি জায়তে যথোক্তম্ (ভা ১।১।২) "কিংবাপরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ" ইতি। ততস্তেষাং নোপদেশান্তরাপেক্ষা। যাদৃচ্ছিকমুপ-দেশান্তরশ্রবণং তু তত্তলীলাশ্রবণবত্তদীয়রসস্যোবোদ্দীপকম্। যথা শ্রীপ্রহ্লাদাদীনাম্। অথান্যেষাং তচ্ছ্রবণ-মাত্রেণ তাদৃশত্বং বীজায়মানমপি কালাদিবৈগুণ্যেন তদৈব দোষেণ প্রতিহতং তিষ্ঠতি। (ভা ৭।৯।৩৮)—

"নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ, সংপ্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ॥"

---

* এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয় ও তথ্যসমূহ ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ইতি দীনম্মন্যশ্রীমৎপ্রহ্লাদবচনানুসারেণান্যেষামেব তৎপ্রাপ্তেঃ। এবমেবোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥" ইতি॥

ততো মুখ্যেন তাৎপর্য্যেণ পরতত্ত্বে পর্য্যবসিতেঽপি তেষাং পরতত্ত্বাদ্যুপদেশস্য কিমভিধেয়ং প্রয়োজনঞ্চেত্যপেক্ষায়াং তদবান্তরতাৎপর্য্যেণ তদ্দ্বয়মুপদেষ্টব্যম্। তত্রাভিধেয়ং তদ্বৈমুখ্যবিরোধিত্বাত্তৎসাম্মুখ্যমেব। তচ্চ তদুপাসনলক্ষণং, যত এব তজ্‌জ্ঞানমাবির্ভবতি। প্রয়োজনঞ্চ তদনুভবঃ। স চান্তর্বহিঃসাক্ষাৎকারলক্ষণঃ, যত এব স্বয়ং কৃৎস্নদুঃখনিবৃত্তির্ভবতি। তদেতদ্দ্বয়ং যদ্যপি পূর্ব্বত্র সিদ্ধোপদেশ এব অভিপ্রেতমস্তি, যথা, তব গৃহে নিধিরস্তীতি শ্রুত্বা কশ্চিদ্দরিদ্রস্তদর্থং প্রযততে লভতে চ তমিতি (১ ঙ), তদ্বৎ, তথাপি তচ্ছৈথিল্য-নিরাশায় পুনস্তদুপদেশঃ। তদেবং তান্ প্রত্যনাদিসিদ্ধতজ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাবময়-তদ্বৈমুখ্যাদিকং দুঃখহেতুং বদদ্-ব্যাধিনিদানবৈপরীত্যময়-চিকিৎসানিভং তৎসাম্মুখ্যাদিকমুপদিশতি (ভাগবতে ১১।২।৩৫)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ ১॥

টীকা চ যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেত্ততো বুদ্ধিমান্ তমেব ভজেদুপাসীত। ননু ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতো ভবতি, স চ স্বরূপাস্ফুরণাৎ; কিমত্র তস্য ময়া করোতি, অত্র আহ—ঈশাদপেতস্যেতি। ঈশবিমুখস্য তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তির্ভবতি। ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽস্মীতি। ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাদ্ভয়ং ভবতি, এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াসু। উক্তঞ্চ ভগবতা (গী ৭।১৪)—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" ইতি॥

একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ। কিঞ্চ, গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা ঈশ্বর আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ, ইত্যেষা। ১১।২।৩৫। কবির্বিদেহম্॥ ১॥

শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্য

শ্রীগৌর নিতাই, অদ্বৈত গদাই, শ্রীবাসাদি পঞ্চতত্ত্ব।
নমি রূপানুগে, জীব রঘুযুগে, তাঁরা সব শুদ্ধসত্ত্ব॥
শ্রীভক্তিবিনোদ, কৃষ্ণরসে মোদ, দাসের গৌরব-নিধি।
শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তিরসে ভোর, পতিতের ভক্তি-বিধি॥

ভাগবত-গেয়, সম্বন্ধাভিধেয়, প্রয়োজন তিন সার।
সম্বন্ধে শ্রীতত্ত্ব, ভগবৎসত্ত্ব, পরমাত্ম, কৃষ্ণ—চার॥
ভক্তিসারগর্ভ, পঞ্চম সন্দর্ভ, তাহার গৌড়ীয় ভাষ্য।
অভক্ত-প্রয়াস, দেখিয়া না হাস, ইহা গুরু-গৌর-দাস্য॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পরম প্রিয় সজ্জনদ্বয় শ্রীল রূপ-সনাতন। তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-প্রচারের জন্য মথুরাভূমিতে বাস করিয়া ভক্তিতত্ত্বশাস্ত্র রচনা করেন। দাক্ষিণাত্য-কাবেরী-তটনিবাসী শ্রীব্যেঙ্কটেশ ভট্টের তনয় শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীগৌরাভীষ্ট ভক্তিতত্ত্বপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের সন্তোষবিধানার্থ পুনরায় ভক্তিতত্ত্ব-বিচারশাস্ত্র লিখিলেন। সেই শ্রীগোপালভট্টের পুরাতন গ্রন্থ কোন স্থলে ক্রমপদ্ধতি-অবলম্বনে, কোথাও বা বিপর্য্যস্তভাবে অসম্পূর্ণরূপে লিখিত ছিল। সম্প্রতি শ্রীজীবগোস্বামী সেই গ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা করিয়া বিশদভাবে ধারাবাহিক এই ভক্তিসন্দর্ভ প্রণয়ন করিতেছেন।

এই গ্রন্থের পূর্ব্বে 'তত্ত্ব', 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'কৃষ্ণ'-নামক চারিটী সন্দর্ভে সম্বন্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সেই সন্দর্ভে সম্বন্ধ-তত্ত্ব পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণ পরমতত্ত্বরূপে নির্দ্ধারিত আছে। আর সম্বন্ধ-পর্য্যায়ে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন প্রকার আবির্ভাব বলিয়া কথিত, ইহাও নিরূপিত হইয়াছে। সন্দর্ভ চারিটীতে ত্রিবিধ আবির্ভাবের মধ্যে ভগবত্তারই পরম শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে স্বাংশ-বিষ্ণু প্রভৃতি নৈমিত্তিক অবতার, তদেকাত্ম-তত্ত্ব ও চতুঃসনাদি আবেশাবতার-তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধ বস্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরমাত্ম-বৈভবগণনাকালেও জীবসমূহ তটস্থ-শক্তিরূপ ও একমাত্র চিন্ময়রসবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপিত হইলেও অনাদি-পরতত্ত্বজ্ঞানসংসর্গের অভাবময় হরিবিমুখতাবশতঃ ছিদ্র পাইয়া ভগবানের মায়া জীবের স্বরূপজ্ঞান আচ্ছাদন করিয়াছে। সেই মায়ার প্রভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় প্রাকৃত (মায়াকার্য্য) স্থূলদেহকেই 'আমি', এরূপ নিজে অনুভব করিয়া জীবগণ সংসার-দুঃখ লাভ করিতেছে। একাদশস্কন্ধে ২২শ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"আত্মবস্তু সর্ব্বতোভাবে চিন্ময়। আত্মা হইতে বিভিন্নবুদ্ধি অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মভ্রমরূপ ভেদ-বাদী আত্মবিষয়ের অস্তিত্বের প্রতি সন্দিগ্ধ হন, অর্থাৎ আত্মা আছে বা নাই—এরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তাদৃশ বিবাদ ব্যর্থ (অর্থশূন্য) হইলেও মদ্বহির্ম্মুখ জীবগণ স্বরূপভূত আত্মতত্ত্ববিস্মৃতিফলে বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হন না।"

অতএব পরতত্ত্বজ্ঞাননিমিত্ত পরম কারুণিক শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন। সেই শাস্ত্রের উপদেশমতে কোন কোন জীব জন্ম-জন্মান্তর-লাভে পরেশানুভব-সংস্কারবিশিষ্ট, আর যাঁহারা এই জন্মেই মহতের অতিশয় কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের সেরূপ পরতত্ত্বলক্ষণবস্তুর উপদেশ শুনিবামাত্রেই তৎকালেই যুগপৎ ভগবৎসাম্মুখ্য এবং তদনুভব ঘটে। যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"অথবা সদ্যসদ্যই শ্রবণকারী যোগ্য শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হন সুতরাং অপরশাস্ত্রশ্রবণের কি প্রয়োজন?" অতএব তাঁহাদিগের অন্য উপদেশ-লাভের অপেক্ষা নাই। যদৃচ্ছাক্রমে অপর উপদেশ-শ্রবণও তত্ত্বলীলা-শ্রবণের ন্যায় তদীয় রসেরই উদ্দীপক হয়; যেমন শ্রীপ্রহ্লাদ প্রভৃতির চরিত্রে তাহা দৃষ্ট হয়। অন্যেরও তাহা শুনিবামাত্র সেরূপভাবে বীজায়মান হইলেও কালাদি-বৈগুণ্যবশতঃ তাৎকালিক দোষদ্বারা প্রতিহত হইয়া বাধক হয়।

"হে বৈকুণ্ঠনাথ, তোমার নামরূপগুণলীলাকথায় আমার এই মন সম্যগ্‌রূপে প্রীত হয় না, যেহেতু পিত্তদুষ্ট রসনায় যেরূপ মিশ্রি ভাল লাগে না, তদ্রূপ বহির্মুখপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট দুর্ব্বার হর্ষশোকভয়দ্বারা চালিত হইয়া আমার ধনাদি-লাভ-বাসনাময় কামাতুর মন সর্ব্বদা খিন্ন। তাদৃশ মনদ্বারা আমি তোমার তত্ত্ব কিরূপে বিচার করিতে সমর্থ হইব ?"

শ্রীপ্রহ্লাদের এইরূপ দীনজনোচিত-বাক্যানুসারে অন্যের তাদৃশ অভাবপ্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও উক্ত হইয়াছে—

"যেকালে হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকালে শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্‌গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রশ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়।"

তৎপর মুখ্যতাৎপর্য্যদ্বারা সম্বন্ধ পরতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইলেও শাস্ত্রসমূহের পরতত্ত্ব প্রভৃতি উপদেশের অভিধেয় ও প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া গৌণতাৎপর্য্যদ্বারা অভিধেয়-প্রয়োজনদ্বয়েরও উপদেশ দেওয়া বিহিত। পরতত্ত্ববিষয়ে ভগবৎ-সাম্মুখ্যই অভিধেয়। উহাই হরিবৈমুখ্যের বিরোধী। সেই 'অভিধেয়' উপাসনলক্ষণাত্মক, যেহেতু উপাসনাপ্রভাবেই সম্বন্ধ-জ্ঞান আবির্ভূত হয়। আর 'প্রয়োজন' বলিলে ভগবদনুভবকেই বুঝায়। সেই ভগবদনুভব [প্রয়োজন] ভিতরে ও বাহিরে বস্তু-সাক্ষাৎকার-প্রদর্শক। প্রয়োজন হইতেই আপনা আপনি সমগ্রদুঃখ নিবৃত্ত হয়। অভিধেয় ও প্রয়োজন যদিও পূর্ব্বেই শাস্ত্রসিদ্ধ উপদেশ বলিয়াই অভিপ্রেত, এবং যেমন 'তোমার গৃহে নিধি আছে' শুনিয়া কোন দরিদ্র সেই নিধি-লাভের জন্য যত্ন করে এবং তাহা লাভ করে, সেইরূপ অভিধেয় ও প্রয়োজন। তাহা হইলেও তৎসাধনে শৈথিল্য-নিরসনের জন্য পুনরায় তাদৃশ উপদেশ। সুতরাং বদ্ধজীবের প্রতি এইপ্রকার ভগবৎসাম্মুখ্যাদি উপদেশ বলিবার অভিপ্রায়ে প্রথম শ্লোকের অবতারণা। জীব অনাদিসিদ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট। সেই কৃষ্ণজ্ঞান-সংসর্গের অভাববৈশিষ্ট্যই তাঁহার হরিবিমুখতা ; তাহাকেই দুঃখের হেতুরূপে বলিতেছেন। এক্ষণে ব্যাধির নিদান-বিচারে বিপরীত চিকিৎসার ন্যায় নিম্নোক্ত শ্লোকে ভগবদ্বৈমুখ্য-বিপরীত ভগবৎসাম্মুখ্যই উপদেশ করিতেছেন।

"হরিবিমুখজনের ভগবন্মায়াদ্বারাই আত্মভিন্ন স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয়, সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ স্মৃতিভ্রংশ। অদ্বয়-জ্ঞান হইতে পৃথক্ হইয়া দ্বিতীয়-অভিনিবেশ-ক্রমে ভেদবুদ্ধি হইতে ভয়ের উৎপত্তি। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে অপ্রাকৃতদিব্যজ্ঞানলব্ধ শিষ্য মিশ্রভক্তি বর্জ্জন করিয়া অব্যভিচারিণী ভক্তিকে অভিধেয় জানিয়া সেই ভগবানের ভজন করিবেন।"

ভগবন্মায়া হইতে ভয়ের সৃষ্টি হয় বলিয়া বুদ্ধিমান্ ভগবানেরই ভজনা বা উপাসনা করিবেন। যেহেতু, দ্বিতীয়-অভিনিবেশ হইতেই ভয়ের উদয় হয়, এবং তাহা স্বরূপ-অস্ফুরণহেতু জাত হয়। এই মায়িক জগতে হরির মায়া কি করেন, তদুত্তরে হরিবিমুখের দশা বর্ণন করিতেছেন। ঈশ্বরবিমুখের মায়া-প্রভাবেই অস্মৃতি অর্থাৎ স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি ঘটে। তৎপরে বিপর্য্যয় অর্থাৎ 'দেহই আমি' এইরূপ বুদ্ধি হয়। তৎপরে আত্মব্যতীত দ্বিতীয়বস্তু দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই ভয় হয়। লৌকিকী মায়াতেও মায়াবীর আশ্রয়ব্যতীত রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না, এইরূপই খ্যাতি আছে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"এই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী আমার দুস্পারা মায়া দৈবী। আমাতে প্রপন্ন ব্যক্তিগণই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন।" 'একমাত্র'-শব্দে কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা ভজন করিবে না অর্থাৎ কেবলা বা শুদ্ধভক্তিই আশ্রয়ণীয়া। আরও 'গুরুদেবতাত্মা'-শব্দে গুরুই দেবতা ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ প্রেষ্ঠ যাহার, তাদৃশ দৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া ভজন করিবে। কবি বিদেহকে এই শ্লোক বলিয়াছেন॥ ১॥

(১ ক) শ্রীগৌরসুন্দরের পরম প্রিয়পাত্র শ্রীরূপগোস্বামী কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হন। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ রূপেশ্বর* কর্ণাট-সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বাংলায় আসিয়া বাস করেন। কয়েক পুরুষ বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিয়া পরিশেষে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে অবস্থান-কালে গৌড়-নরপতির রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন তাঁহার সহিত রামকেলিতে অবস্থান করিয়া রাজসংসারে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন। ইঁহার অনুজ অনুপম বা বল্লভ রামোপাসক ছিলেন। বল্লভের পুত্রই শ্রীজীবগোস্বামী জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীরূপের সহিত প্রয়াগে শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধভক্তিবিষয়ক কথোপকথন হয়। সেইকালে শ্রীরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ভক্তিপথের সন্ধান লাভ করেন। শ্রীসনাতনের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বারাণসীতে কিছুদিন পরে সাক্ষাৎকার হয়। তথায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনমূলক বেদতাৎপর্য্য বিশেষতঃ সম্বন্ধ-জ্ঞানের সকল কথা, সনাতন শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসরণ করিয়া এই ভ্রাতৃদ্বয় রাজসংসারের মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করেন। পরে একান্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া বহু ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য যাহা এই ভ্রাতৃযুগল সংগ্রহ করেন, তাহাই শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী-শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট অধ্যয়নসূত্রে তাঁহাদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীগোপালভট্টের কারিকা-গ্রন্থই ভাগবতসন্দর্ভের আকর বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

(১ খ) কৃষ্ণসন্দর্ভ (১)—পুরুষাবতারত্রয় ও বিষ্ণুর নৈমিত্তিক অবতারসমূহ।

(১ গ) কৃষ্ণসন্দর্ভ (৬)—কৌমার ও চতুঃসনরূপ। কৃষ্ণসন্দর্ভ (৮)—ঋষিসর্গ নারদত্ব। ঐ (৯) নরনারায়ণ ঋষি। ঐ (১০)—কপিল। ঐ (১১)—আত্রেয়। ঐ (১২)—ইন্দ্র। ঐ (১৩)—ঋষভ। ঐ (১৪)—পৃথু। ঐ (২১)—পারাশর ব্যাস। ঐ (২৪)—বুদ্ধ।

(১ঘ) শ্রীমদ্ভাগবত ১।৭।৫ যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

(১ঙ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পঃ ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।

'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥ ১২৭॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥ ১২৮॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥ ১২৯॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥ ১৩০॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥ ১৩১॥
'এই স্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥ ১৩২॥

* রূপেশ্বর—দ্বাদশ-শক-শতাব্দীতে কর্ণাটের ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-নৃপতি জগদ্গুরু সর্ব্বজ্ঞের আত্মজ নৃপতি অনিরুদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে, ধনে হাত না পড়য় ॥ ১৩৩ ॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥ ১৩৪ ॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥ ১৩৫ ॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥ ১৩৬ ॥
অতএব 'ভক্তি' কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ১৩৯ ॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥ ১৪০ ॥
তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ॥ ১৪১ ॥
দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥ ১৪২ ॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥ ১৪৩ ॥

কিঞ্চ, ভাগবতে ২।২।৬—এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োহর্থো ভগবাননন্তঃ।
তং নির্বৃতো নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতুপরমশ্চ যত্র ॥ ২ ॥

টীকা চ—তদনেন কিং কর্ত্তব্যং, হরিস্তু সেব্য'ইত্যাহ—এবং বিরক্তঃ সন্ তং ভজেত। ভজনীয়ত্বে হেতবঃ, স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধঃ। যত আত্মা, অতএব প্রিয়ঃ। প্রিয়স্য চ সেবা সুখরূপৈব। অর্থঃ সত্যঃ, ন ত্বনাত্মবন্মিথ্যা। ভগবান্ ভজনীয়গুণশ্চ। অনন্তশ্চ নিত্যঃ। য এবম্ভূতস্তং ভজেত। নিয়তার্থশ্চ নিশ্চল-স্বরূপঃ। ভগবদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃ সন্নিতি স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতম্। কিঞ্চ, যত্র যস্মিন্ ভজনে সতি সংসারহেতোরবিদ্যায়া উপরমো নাশো ভবতীত্যেষা। অত্র চকারাত্তৎপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া ॥ ২।২।৬ শ্রীশুকঃ ॥ ২ ॥

আরও, এই প্রকার ভগবদিতর বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ চিত্তে আপনা হইতেই সিদ্ধ, চিত্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেব পরমাত্মার সেবা কর্ত্তব্য। তিনি প্রেমাস্পদ, সত্য অর্থাৎ অনাত্মবস্তুর ন্যায় অনর্থময় নহেন, সৌন্দর্য্যাদি সকলগুণরাজিভূষিত, এবং সর্ব্বব্যাপী দেশনিয়মাতীত বস্তু। এই চারি বিশেষণগুণযুক্ত বস্তু সুখাত্মক এবং নিশ্চিতস্বরূপ বলিয়া তাঁহার ভজনে কোন প্রকার শ্রম হয় না। জীব তাদৃশ ভজনানন্দমগ্ন হইয়া নিয়ম করিয়া হরিনাম-গ্রহণ, হরিকথা-শ্রবণ, নির্ব্বন্ধ করিয়া প্রণতি প্রভৃতি ভজন করিলে আনুষঙ্গিক ফলে সংসারহেতুরূপা অবিদ্যা-নিবৃত্তি-ফলও লাভ করেন।

ভগবদিতর বস্তুর অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া কি কর্ত্তব্য তদুত্তরে হরিই সেব্য—ইহা বলিতেছেন। এই প্রকার ভোগ-বিরক্ত হইয়া সেই হরিকেই ভজন করিতে হইবে। ভজনীয়ত্ব বিষয় ভগবানে এই কারণগুলি বর্ত্তমান—তিনি নিজ চিত্তে আপনা হইতে প্রকটমান। যেহেতু তিনি আত্মা, অতএব 'প্রিয়'। প্রিয়ের সেবা সুখরূপাই। 'অর্থ'-শব্দে সত্য, অনাত্মার ন্যায় মিথ্যা নশ্বর নহে। 'ভগবান্' ভজনীয় সর্ব্বসদ্‌গুণবিশিষ্ট। এবং 'অনন্ত' শব্দে নিত্য। এই প্রকার শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের ভজন কর্ত্তব্য। 'নিয়তার্থ'-শব্দে নিশ্চলস্বরূপ। ভক্ত ভগবানের অনুভবানন্দে আনন্দমগ্ন হইয়াই ভজন করিবেন। এইরূপে স্বতঃ সুখাত্মকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও, যে ভগবদ্ভজন হইলে সংসার-হেতু অবিদ্যারও নিবৃত্তি বা নাশ হয়। 'চ'-কার শব্দদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তিও বুঝিতে হইবে। শ্রীশুক পরীক্ষিৎকে বলিলেন ॥ ২ ॥

তত্র যদ্যপি শ্রবণমননাদিকং জ্ঞানসাধনমপি তৎসাম্মুখ্যমেব, ব্রহ্মাকারস্যানুভবহেতুত্বাৎ, অতএব তৎপরম্পরোপযোগিত্বাৎ সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগকর্ম্মাণ্যপি তৎসাম্মুখ্যান্যেব, তথা তেষাং কথঞ্চিদ্ভক্তিত্বমপি জায়তে,—কর্ম্মণস্তদাজ্ঞাপালনরূপত্বেন তদর্পিতত্বাদিনা চ করণাৎ, জ্ঞানাদীনাঞ্চান্যত্রানাসক্তিহেতুত্বাদিদ্বারা ভক্তিসচিবতয়া বিধানাৎ; তথাপি পূর্ব্বং ভক্ত্যা ভজেতেত্যনেন কর্ম্মজ্ঞানাদিকং নাদৃতং, কিন্তু সাক্ষাদ্ভক্ত্যা শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণয়ৈব ভজেতেত্যুক্তম্। তথৈব সহেতুকং শ্রীসূতোপদেশোপক্রমত এব দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাবিংশত্যা, "স বৈ" (ভা ১।২।৬) ইত্যাদিনা "অতো বৈ কবয়ঃ" (ভা ১।২।২২) ইত্যন্তেন গ্রন্থেন (ভা ১।২।৬)—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে (৩ ক)।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩ ॥

যৎ খলু মহাপুরাণারম্ভে পৃষ্টং "সর্ব্বশাস্ত্রসারমৈকান্তিকং শ্রেয়ো ব্রূহি" ইতি (৩ খ), তত্রোত্তরং "স বৈ" (ভা ১।২।৬) ইত্যাদি। যতো ধর্ম্মাদধোক্ষজে ভক্তিস্তৎকথাশ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি; "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ" (ভা ১।২।৮) ইত্যাদৌ ব্যতিরেকেণ দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। "স বৈ" (ভা ১।২।৬) "স এব" (ভা ১।২।২৯) "স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্" (ভা ১।২।১৩) ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎসন্তোষার্থমেব কৃতো ধর্ম্মঃ পরঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ, ন নিবৃত্তিমানলক্ষণোঽপি, বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তথাচ শ্রীনারদবাক্যম্ (ভা ১।৫।১২)—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্" ইত্যাদৌ "কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্" ইতি। অতো বক্ষ্যতে—(ভা ১।২।১৩) "অতঃ পুংভিঃ" ইত্যাদি। ততঃ স এবৈকান্তিকং শ্রেয় ইত্যর্থঃ। অনেন ভক্তেস্তাদৃশধর্ম্মতোঽপ্যতিরিক্তত্বমুক্তম্। তস্যা ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ,—স্বত এব সুখরূপত্বাদহৈতুকী ফলান্তরানুসন্ধানরহিতা। অপ্রতিহতা তদুপরি সুখদুঃখপদার্থান্তরাভাবাৎ কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা চ। জাতায়াং তস্যাং রুচিলক্ষণায়াং ভক্ত্যাং তয়ৈব শ্রবণাদিলক্ষণো ভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

যদিও শ্রবণমননাদি জ্ঞানসাধনকেও ব্রহ্মের আকারানুভবহেতুমূলে ভগবৎসাম্মুখ্যই বলা হয়, এবং পরাম্পরা উপযোগী বলিয়া সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও কর্ম্মসমূহকেও ভগবৎসাম্মুখ্যের উপকরণ বলা যায়, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদির মধ্যে কর্ম্মের ভগবদাজ্ঞাপালনরূপ ভগবানে অর্পণাদি কার্য্য থাকায় এবং জ্ঞানাদির অন্যত্র অনাসক্তিহেতুমূলে ভক্তির সাহায্যকারী হওয়ায় কিয়ৎপরিমাণে ভক্তিত্ব আছে বলা হয়, তথাপি পূর্ব্বে একমাত্র অব্যভিচারিণী কেবলা ভক্তির দ্বারা ভজন করার ঔচিত্য উক্ত হওয়ায় কর্ম্ম বা জ্ঞানাদির আদর হয় নাই। কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি-লক্ষণা সাক্ষাৎ অবিমিশ্র

ভক্তিদ্বারাই ভজন করা কর্ত্তব্য—ইহাই উক্ত হইয়াছে। হেতুসহ তাদৃশ ভজনকর্ত্তব্যতা শ্রীসূতের উপদেশামৃত হইতেই দৃষ্ট হয়। শ্রীসূত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক হইতে উনত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত চব্বিশ শ্লোকের মধ্যে পরমাত্মসন্দর্ভোদ্ধৃত দুই শ্লোক বাদে বাইশটী শ্লোকে শৌনকাদি মুনিবৃন্দকে বলিতেছেন। তন্মধ্যে 'স বৈ পুংসাং' হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতান্তর-ভজনের অকর্ত্তব্যতা-জ্ঞাপক সাতটী শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সপ্তদশশ্লোকে 'অতো বৈ কবয়ঃ' শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রথিত করিয়াছেন। পরে সপ্তশ্লোকের 'সত্ত্বং রজস্তমঃ' ও পার্থিবাদ্দারুণঃ' শ্লোকদ্বয় বাদে পাঁচটী একত্র হইয়া 'বাসুদেবং পরং জ্ঞানং' শ্লোক পর্য্যন্ত ২২টী হইয়াছে।

ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ভেদে ভোগপর ও ভগবৎপর। জীবের ঐকান্তিক-মঙ্গল-জিজ্ঞাসার ফলে ভোগপর ধর্ম্মকে অপর ও ভগবৎপর ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই পরধর্ম্ম অহৈতুকী অর্থাৎ অনাত্ম দেহ ও মনের কামতৃপ্তিরূপ ফলাভিসন্ধানরহিত। পরধর্ম্ম অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। পরধর্ম্মের বাধক অভক্তি; তাহাই বিঘ্নকারক ভোগপরতা সুতরাং প্রবৃত্তিমূলা। ভগবান্ অধোক্ষজে অহৈতুকী ও সর্ব্ববিঘ্নশূন্যা নিত্যভক্তিরূপ পরধর্ম্মদ্বারাই আত্মা সুপ্রসন্ন হন, তাহাই মানবগণের পরম ধর্ম্ম। এই ভক্তিই পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেম'। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি অপক্কদশায় সাধনভক্তি, প্রপক্কাবস্থায় তাহাই প্রেমভক্তি-শব্দবাচ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের প্রথমেই 'সর্ব্বশাস্ত্রের সার ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি' তাহা বলুন—শৌনকাদি মুনিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসূতকর্ত্তৃক এই শ্লোকের অবতারণা। যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজে ভক্তি হয় অর্থাৎ ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে রুচি হয়, তাহাই পরধর্ম্ম। "সুষ্ঠুভাবে অপর ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও অধোক্ষজে ভক্তি ব্যতীত ফল লাভ ঘটে না" প্রদর্শিত হওয়ায় ব্যাতিরেক ও অন্বয়ভাবে ভক্তিরূপ পরধর্ম্মই সর্ব্বশাস্ত্র-সার এবং ঐকান্তিক মঙ্গলের আকর হইতেছে। "সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে যদি হরিতোষণ হয় তাহা হইলেই তাদৃশ ধর্ম্মের সংসিদ্ধি অর্থাৎ ফললাভ হয়"—এই বাক্যদ্বারা ভগবৎসন্তোষের জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। 'পর'-শব্দে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। উহা কেবল নিবৃত্তিমাত্র লক্ষণবিশিষ্ট নহে। নিবৃত্তিতেও হরিবিমুখতা থাকিতে পারে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীনারদ-বাক্যও তাহাই—"কর্ম্মরহিত কেবলজ্ঞান পর্য্যন্তও যখন বিষ্ণুভক্তিরহিত হইলে শোভা পায় না, তখন সেস্থলে দুঃখরূপ প্রবৃত্তিপর অভদ্র কর্ম্ম সাধনকালে ও ফলকালে কিরূপে শোভা পাইবে? এমন কি "নিবৃত্তিপর কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে তাহার পর্য্যন্ত সফলতা নাই।" এজন্য "অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! বর্ণাশ্রম-বিভাগপূর্ব্বক উত্তমরূপে তাহা পালন করিয়া হরিতোষণরূপ উদ্দেশ্যরহিত ও তুচ্ছফলোদ্দেশ্যযুক্ত হইলে তাহাও অতীব অযুক্ত" ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। অতএব তাহাই ঐকান্তিক কল্যাণজনক পরধর্ম্ম। এই শ্লোকদ্বারা ভক্তির তাদৃশ বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইল। সেই ভক্তির স্বরূপগুণ-বর্ণনে বলিতেছেন, আপনা হইতে সুখরূপা বলিয়া 'অহৈতুকী'-হরিতোষণব্যতীত অপর-ফল-অনুসন্ধানরহিত। 'অপ্রতিহতা'-শব্দে তদ্ব্যতীত সুখদুঃখপদার্থের অনবস্থান জন্য অন্য কাহারদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবারও অযোগ্য। রুচিলক্ষণা ভক্তি উপজাত হইলে সেই জাতরুচি ব্যক্তির শ্রবণাদি-লক্ষণবিশিষ্ট ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হয়॥ ৩॥

(৩ ক) জড় জগতে মানবের বা প্রাণিমাত্রের জড়ীয় ইন্দ্রিয়গুলিই জ্ঞানলাভের যন্ত্র। ভোগপর জড়ীয় অক্ষ বা ইন্দ্রিয়দ্বারা যে চেতনের ক্রিয়া তাহাই অক্ষজ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত ভোগ্য। জীব ভগবদ্বিমুখ হইয়া জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগ্যবস্তু আপনাকে ভোক্তা ভগবান্ মনে করে, কিন্তু ভগবান্ কখনই অণুচিৎ জীবের ইন্দ্রিয়গম্য সান্ত বস্তু নহেন। তিনি জড়াতীত অনন্ত ও জীবের জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। জীবের অক্ষজজ্ঞান ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ্য-রতন বস্তুর প্রভুত্ব করিয়া ফেলে। অধোক্ষজ বস্তু কখনই ভোক্তৃজ্ঞানাভিমানীর ভোগ্য বস্তু হইতে পারেন না।

জীবের ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের ভোক্তা। অবিমিশ্র অণুচিৎ জীব ভোগময়ী বাসনা পরিত্যাগ করিলে অধোক্ষজের সেবা করিতে সমর্থ হন। অণুচিৎ বা শুদ্ধজীবের উপাধিদ্বয় চিদাভাস সূক্ষ্ম ও অচিৎ জড়শরীর হৈতুক ভোগে প্রমত্ত হইলে তাহার আত্মবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং রুচিমূলা ভগবৎসেবা ব্যতীত প্রভু ভগবানের ও বৈষ্ণব জীবের যুগপৎ প্রসন্নতার সম্ভাবনা নাই। নিত্য সেবকের নিত্য সেবাই পরম ধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারাই সাফল্যলাভ হয়।

(৩ খ) নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ সূতবর্ণজাত রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন —(ভাঃ ১।১।৯,১১)—"পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি।" "অতঃ সাধোঽত্র যৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া। ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥" ৩॥

ততশ্চ (ভাঃ ৫।১৮।১২) "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ॥" ইত্যনুসারেণ ভগবৎস্বরূপাদিজ্ঞানং ততোঽন্যত্র বৈরাগ্যঞ্চ তদনুগাম্যেব স্যাদিত্যাহ (ভাঃ ১।২।৭)—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ৪॥

অহৈতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরম্ (৪ ক) ঔপনিষদং জ্ঞানমাশু ঈষৎশ্রবণমাত্রেণ জনয়তীত্যর্থঃ॥ ৪॥

তাহার পর "যাঁহার ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, তাঁহাতেই সকলগুণ ও সকলদেব বাস করেন"—প্রহ্লাদের এই উক্তি অনুসারে জাতরুচি ভক্তের ভগবৎস্বরূপাদি জ্ঞান এবং স্বরূপজ্ঞান হইলেই বিরূপজ্ঞান-বিতৃষ্ণা বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরাগ ভক্তিযোগের অনুগামীই হয়, তাহার উদাহরণে বলিতেছেন :—

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযুক্ত হইলে অত্যল্পকালের মধ্যেই অল্প শ্রবণ-ফলেই বৈরাগ্য এবং অহৈতুক ঔপনিষদ্ জ্ঞান উদিত হয়।

'অহৈতুক'-শব্দে শুষ্কতর্কাদির অগোচর বেদের শিরোভাগ-উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য জ্ঞান। আশু 'অর্থাৎ' ঈষৎ শ্রবণমাত্রেই তাদৃশ ভক্তিযোগ হইতে ভগবজ্‌জ্ঞান ও ইতর প্রতীতিতে স্বাভাবিকী বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে, জানিতে হইবে।

(৪ ক) জ্ঞান দ্বিবিধ—অবরোহ-পথাগত অর্থাৎ গুরু-পারম্পর্য্যলব্ধ জ্ঞান ও আরোহ-পথালব্ধ অক্ষজ-জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগমূলক খণ্ডজ্ঞান। শুষ্ক তর্ক অনাত্মপর। আত্মবস্তুবিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধ। ভোগময়ী ধারণাকে আদর্শ করিয়া যে প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, উহাতে শুষ্কতর্কের অবস্থান। অনাত্ম-জগতেই তাহার যোগ্যতা। কাল্পনিক ব্রহ্মজ্ঞান দেহ ও মনের বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। উহার মূলে অচিদনুভূতি বর্ত্তমান, এজন্য অধোক্ষজ বাস্তববস্তু-জ্ঞানের কোন সন্ধান তাহাতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা ঔপনিষদ ব্রহ্মবস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞানের অক্ষজ বিচারের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী। শুদ্ধচিদ্বিলাসরসের অভাবই শুষ্কতা, তাহা জড়েই আবদ্ধ॥ ৪॥

ব্যতিরেকেণাহ—(ভাঃ ১।২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বাসুদেবকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ৫॥

বাসুদেবালম্বনাভাবেন (৫ ক) যদি তৎকথাসু তল্লীলাবর্ণনেষু রতিং রুচিং নোৎপাদয়েৎ, তদা শ্রমঃ স্যান্ন

তু ফলং (৫ খ)। কথারুচেঃ সর্ব্বত্রৈবাদ্যত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তররুচিরপ্যুপদিষ্টা। 'এব'-শব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণকর্ম্মফলস্য স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষ্ণুত্বম্। 'হি'-শব্দেন তত্রৈব চ (ছাঃ উঃ ৮ প্র, ১খ ৬অ) "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (৫গ) ইতি সোপপত্তিকশ্রুতিপ্রমাণত্বং, 'কেবল'-শব্দেন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণধর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্যাসাধ্যত্বং সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বং, তত্রাপি তেনৈব 'হি'-শব্দেন (শ্বেঃ উঃ ৬ অ, ২৩ মন্ত্র) "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" (৫ঘ) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণত্বং, "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং" (ভা ১।৫।১২) ইত্যাদি, "শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে" (ভা ১০।১৪।৪) ইত্যাদি, "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" (ভা ১০।২।৩২) ইত্যাদি বচনপ্রমাণঞ্চ সূচিতম্। শ্লোকদ্বয়েন ভক্তিনিরপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে। তদেবং ভক্তিফলত্বেনৈব ধর্ম্মস্য সাফল্যমুক্তম্ ॥ ৫ ॥

এক্ষণে ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন—পুরুষগণের ধর্ম্ম সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরিকথায় তাহাদের রতি না জন্মে, তাহা হইলে উহা কেবল শ্রমেই পর্য্যবসিত হয়।

বিষয় ও আশ্রয়কে আলম্বন বলে। বাসুদেব বিষয় ও বাসুদেবভক্ত আশ্রয়। বিষয়াশ্রয়-সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে যদি হরিকথায় অর্থাৎ ভগবল্লীলাবর্ণনাদিতে রতি (রুচি) উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে পরিশ্রমই সার হইল ; ফল-লাভ ঘটিল না। হরিকথায় রুচি সর্ব্বতোভাবে মূল প্রয়োজন বলিয়া এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহাই কথিত হইল। তাহার উপলক্ষণরূপে অপর-ভজন অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে রুচিও উপদিষ্ট হইয়াছে। 'এব'-শব্দ প্রয়োগ করায় প্রবৃত্তিলক্ষণ স্বর্গাদি-ভোগময় ফলের নশ্বরতা ; 'হি'-শব্দে কাম্য-কর্ম্মসকল অনিত্যফলপ্রদ—উদ্দেশ্য করিয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন "এই পৃথিবীতে কর্ম্মার্জ্জিত ফল যেরূপ ক্ষয় লাভ করে, তদ্রূপ পরলোকে স্বর্গাদি ফলও ধ্বংসশীল" এই উক্তি সে স্থলে উপপত্তিযুক্ত বৈদিক প্রমাণস্বরূপ। 'কেবল'-শব্দ দ্বারা নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণ ধর্ম্মের ফল জ্ঞানের সাধনযোগ্যতা অর্থাৎ নিবৃত্তিলক্ষণ ফলত্যাগময় ধর্ম্ম নশ্বরসাধন বলিয়া উহা নিত্যসিদ্ধ নহে। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল মুক্তিলাভ করিলেও তাহা ক্ষয়িষ্ণু। সে স্থলেও সেই 'হি'-শব্দ দ্বারাই "যাহার অভীষ্টদেবে পরমা ভক্তি আছে এবং তাদৃশ ভক্তি গুরুদেবে বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার নিকটেই এই অর্থ (কথিত পরমার্থবস্তু) প্রকাশিত ও অভিব্যক্ত হয়—এই শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিপ্রমাণ-সিদ্ধ। "অচ্যুতভক্তিরহিত নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ অমল জ্ঞানও শোভা পায় না" এই ভাগবতকথিত নারদবাক্য, "কল্যাণ-কর পথ ভক্তি ছাড়িয়া যাঁহারা 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ বোধলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের শ্রম অন্তঃশস্যহীন ধান্যের খোসা পেষণ করার ন্যায় ব্যর্থ হয়"—এই ভাগবতকথিত ব্রহ্মবাক্য, "বিমুক্তাভিমানী জন ভক্তিহীন হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধিবলে অক্ষজ-জ্ঞানাবলম্বনে বহুক্লেশে মায়াতীত পরব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছি, মনে করিলেও ভগবৎপাদপদ্মের অনাদরক্রমে উক্ত পদবী হইতে অধঃপতিত হয়"—এই ভাগবতকথিত দেবস্তুতি প্রভৃতি বচনপ্রমাণ ইহার নিদর্শনস্বরূপ। "বাসুদেবে ভগবতি" এবং "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ" এই শ্লোকদুইটীদ্বারা ভক্তির নিরপেক্ষতা এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্য উভয়ই যে ভক্তির অপেক্ষাযুক্ত, তাহা জানা যাইতেছে। তজ্জন্য ভক্তিই ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে ধর্ম্মের সফলতা ঘটে বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(৫ ক) আলম্বন—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ-বিভাগ, ১ম লহরী, ৭ শ্লোক—"কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ॥ অত্র কৃষ্ণঃ। নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ। সোঽন্যরূপস্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ॥"

(৫ খ) অনেকে হরিনাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেছেন দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণরতি-ফল উৎপন্ন না হইলে, জানিতে হইবে যে, আলম্বনের অভাবহেতু প্রাকৃত ফলভোগময় রাজ্যে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে জড়িত হইয়া স্থূল শরীর ও মনের সাহায্যে নশ্বর সাধনরূপ অভক্তিকে আশ্রয় করার জন্য দেহ-মনেরই পরিশ্রম করা হইল—হরিসান্নিধ্যলাভ হইল না। প্রাকৃত-সহজিয়াসম্প্রদায় আলম্বনের অভাবে যে স্মরণাদি করিয়া থাকেন, তাহা ভোগ-ভূমিকায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মাত্র। উহা হরিলীলাস্মরণের ব্যাঘাতমাত্র। লীলাস্মরণ বলিয়া যাঁহাদের রাগাত্মিক ভাবের কপট অনুকরণ বা অনুসরণই ধর্ম্মের সাধন, তাঁহারা নশ্বর ভোগময় ভূমি অতিক্রম করিতে অসমর্থ। আলম্বন (সম্বন্ধ)-জ্ঞানাভাবে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম কোন বস্তুরূপে কৃষ্ণকে জ্ঞান করিলে ভোগ আসিয়া দেহ ও মনকে গ্রাস করে, উহা কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অন্তর্গত।

(৫ গ) "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

(৫ ঘ) "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ৫॥

তত্র যদন্যে মন্যন্তে—ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলং তস্য কামস্তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিস্তৎপ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মাদি-পরম্পরেতি, তচ্চান্যথৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ১।২।৯-১০)—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ ৬॥

আপবর্গস্য—"যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি, যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বাত্মন্যনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিরন্ধনদ্বারেণ যদা হি মহাপুরুষ-পুরুষ-প্রসঙ্গঃ" (ভাঃ ৫।১৯।১৯-২০) ইতি পঞ্চমস্কন্ধগদ্যানুসারেণ অপবর্গো ভক্তিঃ, তথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

"নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন। মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥" ইতি।

—ততঃ উক্তরীত্যা ভক্তিসম্পাদকস্যেতার্থঃ। টীকা চ—"অর্থায় ফলত্বায়। তথা অর্থস্যাপ্যেবম্ভূতধর্ম্মা-ব্যভিচারিণঃ কামো লাভায় ফলত্বায় ন হি স্মৃতস্তত্ত্ববিদ্ভিঃ। কামস্য বিষয়ভোগস্যেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি, কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব কামস্য লাভঃ—তাদৃশজীবনপর্য্যাপ্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। জীবস্য জীবনস্য চ পুনর্ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মভির্য ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোঽর্থো ন ভবতি। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈব" ইতি। তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং যস্যা ভক্তেরবান্তরফলমুক্তং সৈব পরমফলমিতি ভাবঃ। কিন্তত্তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়াং পদ্যমেকং তুদাহৃতম্ (ভাঃ ১।২।১১)—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ইতি।

অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং নির্দ্দিশ্যান্যস্য তদনন্যত্ববিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। তত্র শক্তিবর্গ-লক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে, অন্তর্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি, পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি (৬ ক)। বিবৃতঞ্চৈতৎ প্রাক্তন-সন্দর্ভত্রয়েণ॥ ৬॥

এ বিষয়ে যে অভক্ত ভোগিগণ মনে করেন—ধর্ম্মের অর্থই ফল, অর্থের কামই ফল, কামের ইন্দ্রিয়প্রীতিই ফল, ইন্দ্রিয়-প্রীতির পুনরায় ধর্ম্মই ফল অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামপরম্পরাই প্রয়োজনীয় ত্রিবর্গ, বাস্তবিক তাহা নহে, এই কথা বলিবার জন্যই এক্ষণে দুইটী শ্লোকের অবতারণা।

ত্রৈবর্গিক ও আপবর্গিক-ভেদে ধার্ম্মিকগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত। কর্ম্মিগণের বিচারে ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল পুনরায় ধর্ম্ম। কিন্তু জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের বিচারে ধর্ম্মের ফল পরপর শমদমাদি, যমনিয়মাদি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি। জ্ঞানী ও যোগীর মতে অপবর্গ বলিতে 'মোক্ষ' বুঝায়। ভক্তের মতে 'প্রেম-ভক্তি'ই অপবর্গ। ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধোক্ত ১৯ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে এবং প্রথমস্কন্ধ ১৮ অধ্যায় ১৬ শ্লোকের তাৎপর্য্যমতে 'অপবর্গ'-শব্দ হরিভক্তিতেই পর্য্যবসিত। স্কান্দ রেবাখণ্ডেও নিশ্চলা হরিভক্তিকেই অপবর্গ বলিয়াছেন। এই আপবর্গ্য-ধর্ম্মের ফল 'অর্থ'—এরূপ কখনও হইতে পারে না। অব্যভিচারী অর্থের কাম বা বিষয়ভোগ ফল নহে। কাম বা বিষয়-ভোগের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। যেকাল পর্য্যন্ত জীব বাঁচিয়া থাকে, তৎকালাবধিই ইন্দ্রিয়প্রীতি লাভ করে। জীবের কর্ম্মানুষ্ঠানে যে প্রসিদ্ধ স্বর্গাদি-লাভ কথিত হয় তাহা কখনই উদ্দেশ্য নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাহার মুখ্য লাভ।

অপবর্গ-স্বরূপ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ ১৯ অধ্যায় ১৯ শ্লোকে এরূপ বর্ণিত আছে—"ভারতবর্ষে যে বর্ণের যেরূপ বিধান বা মোক্ষপ্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস-বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে, তাহার ব্যতিক্রম না করিয়া অথবা নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মের অর্পণাদি-ক্রমে নরমাত্রের অপবর্গ লাভ ঘটে। যে কালে মহাপুরুষ বিষ্ণুর জন অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়, তৎকালে নানাগতি-লাভের কারণরূপ জীবের অজ্ঞানগ্রন্থির ছেদনদ্বারা অপবর্গ লাভ হয়। সেই অপবর্গই বাসুদেবে অনন্যনিমিত্ত অর্থাৎ অহৈতুক ভক্তিযোগস্বরূপ। বাসুদেব পরমকল্যাণসৌন্দর্য্যাদি-গুণবান্, সর্ব্বভূতচিত্তাকর্ষক, জীবাত্মার সেব্য প্রাকৃত রাগাদি-রহিত; বাক্যদ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য অলভ্য, মহাপ্রলয়কালে তাঁহার রূপ ও গুণের অনস্তিত্ব ঘটে না এবং প্রাকৃত তত্ত্বের ন্যায় তাঁহার লয় নাই ও তিনি পরমাত্মা এবং ভজনীয়ত্বের পরমোৎকর্ষ। যিনি ভক্তের বিশেষ সঙ্গপ্রভাবে নানাগতি-লাভরূপ বন্ধনের হস্ত হইতে মুক্ত হন, তিনি ভগবান্ বাসুদেবে অহৈতুকভক্তিযোগলক্ষণযুক্ত অপবর্গ লাভ করিবেন।" এই পঞ্চমস্কন্ধোক্ত গদ্যানুসারে অপবর্গই ভক্তিরূপে কথিত হইয়াছে। আরও স্কন্দপুরাণ-রেবাখণ্ডে—"হে জনার্দ্দন, তোমার প্রতি নিশ্চলা সেবাই 'মুক্তি' পদবাচ্য; যেহেতু হে হরে, হে বিষ্ণো, মুক্তগণই কেবল তোমার ভক্তসমূহ।"

তাহা হইলে উক্তরীতি অনুসারে ভক্তিসম্পাদনই অপবর্গের স্বরূপ, জানা যাইতেছে। স্বামিটীকা—"'অর্থ' শব্দে ফলত্ব। এই প্রকার ধর্ম্মের অব্যভিচারী ফল যে অর্থ, তাহার ফল কাম নহে—তাহাই তত্ত্ববিদ্গণ স্থির করেন। কাম বা বিষয়ভোগের ইন্দ্রিয়প্রীতি ফল নহে, কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত জীবন থাকে, তৎকাল পর্য্যন্তই বিষয়ভোগ লাভ ঘটে অর্থাৎ কাম জীবনাবধিই সেব্য এবং জীবের জীবনের পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যে কর্ম্মফলপ্রসিদ্ধ স্বর্গাদি-লাভ, তাহা জীবের জীবনের ফল হইতে পারে না, বাস্তবিকতত্ত্বজিজ্ঞাসাকেই ফল বলিতে হইবে। সেই তত্ত্বজ্ঞানই যে ভক্তির গৌণ ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই ভক্তিই প্রকৃত পরম ফল। তত্ত্ব কাহাকে বলে, তাহার উদাহরণ দিতে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী পদ্য এখানে আহৃত হইল—

"তত্ত্ববিদ্গণের কেহ সেই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তুকে 'ব্রহ্ম', কেহ 'পরমাত্মা' এবং কেহ বা 'ভগবান্'-শব্দে সংজ্ঞিত করেন।"

'অদ্বয়'-শব্দদ্বারা তাঁহার অখণ্ডিত ভাব নির্দ্দেশ করিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—প্রত্যেককে অপরটীর সহিত একই বস্তু বলিতে গিয়া তাঁহার শক্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। সেই ত্রিবিধ আবির্ভাবে 'ব্রহ্ম'-শব্দে শক্তিবর্গলক্ষণ-শক্তি-ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞান; 'পরমাত্মা'-শব্দে অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তিপ্রচুর অপ্রাকৃত সম্বিৎ-শক্তির অংশবিশেষ এবং 'ভগবান্'-শব্দে পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট প্রকাশভেদ বর্ত্তমান। এই সকল কথা 'ভগবৎ', 'পরমাত্ম' ও 'কৃষ্ণ' এই পূর্ব্ব সন্দর্ভ তিনটীতে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে।

(৬ক) যথা ভগবৎসন্দর্ভ-প্রারম্ভে—"এবঞ্চানন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতম্। তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্। ব্রহ্ম তু স্ফুটমপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব ইত্যাগতম্।" * * * "ইদং ব্রহ্মাখ্য-কেবল-বিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠম্। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবল-বিশেষণনিষ্ঠম্। বিভুং সর্ব্বগতমিত্যাদিকন্তু বিশিষ্টনিষ্ঠম্।"

'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মেতর' এই দুই শব্দের পার্থক্য এই যে, 'ব্রহ্ম' বৃহৎ, 'ব্রহ্মেতর' অণু এবং সগুণ। 'ব্রহ্ম' পালক, 'ব্রহ্মেতর' পাল্য; ব্রহ্মেতরকে কার্য্যের কারণশক্তি বলিলে, ব্রহ্মবস্তু নিষ্ক্রিয় হওয়ায় শক্তিজাত নহে, কিন্তু শক্তিও নহে, নির্দ্দিষ্ট হয়। সেজন্য ব্রহ্মেতর বস্তুকে শক্তি বলিলে ব্রহ্মকে শক্তিমান্ বলা যায় না। ব্রহ্মেতর ও ব্রহ্মকে যদি একই বস্তু বলা হয়, তাহা হইলে শক্তিমান্ ও শক্তির বিচিত্রতা থাকে না এবং তাদৃশ শব্দদ্বয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। 'ব্রহ্ম' কেবল-বস্তু, তাহা যদি শক্তিমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে 'বৃহৎ'-শব্দের পরিমাণগত পার্থক্যের সার্থকতা হয় না। শক্তি-তারতম্যে জগতে বৃহত্ত্ব বা অণুত্ব সিদ্ধ। ব্রহ্ম যদি তাহাই হন, তাহা হইলে শুদ্ধব্রহ্মবাদের পরিবর্ত্তে মায়াবাদই বেদের স্থাপ্য হইয়া পড়ে। এজন্য বিবর্ত্তবাদিগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিতে বাধ্য হন। নতুবা তাঁহারা আপনাদিগকে মায়াবাদী বলিতেই বাধ্য হন। মায়াবাদীর মতে 'স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-শক্তিবৈচিত্র্য সকলই মায়াশক্তির ক্রিয়া, সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মবাদিগণ তাহা বলেন না। মায়াবাদীর বিবর্ত্তবাদই একমাত্র অবলম্বনীয়। এজন্য বিবর্ত্তবাদীকে ভাগবতগণ মায়াবাদী বলিয়া থাকেন। কেবল জ্ঞানে কেবল-চিৎসত্তা ও কেবলানন্দের পরিচয় নাই। উহা কেবল-সম্বিতের অধিষ্ঠান মাত্র।

পরমাত্ম-বস্তুতে কেবল-জ্ঞানের সহিত যে অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহা মিশ্র। মায়াশক্তি-পরিণত জগতে ব্যাপকরূপে অন্তর্য্যামিসূত্রে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। প্রাকৃত জগতে অবস্থিত মায়াবাদী পরমাত্মায় মায়াশক্তির কর্ত্তৃরূপে ভূমা বা ঈশ্বর দর্শন করেন এবং তাঁহার অস্তিত্ব সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, জানেন। অনন্ত বিস্তৃতি অক্ষজজ্ঞানেরই সমষ্টিমাত্র; তদন্তর্গত সূক্ষ্মতায় যে বস্তু-প্রতীতি প্রতিষ্ঠিত এবং স্বতঃ কর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাই পরমাত্মা এবং অসংখ্য ব্যষ্টি-আত্মার সমগ্রতা। পরমাত্মার বিশেষণ-নিষ্ঠা প্রবল; নিঃশক্তিক ব্রহ্মে বিশেষ্য-নিষ্ঠার প্রাধান্য; আর শ্রীভগবানে বিশিষ্ট-নিষ্ঠা বর্ত্তমান।

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি কেবল মায়াশক্তির কারণমাত্র নহেন, পরন্তু নির্ম্মায়া-শক্তিরও কারণ। তিনি অণুচিৎ জীবশক্তির কারণ এবং অচিৎ-শক্তিরও কারণ। শ্রীমদ্ভাগবত মায়ার পরিচয়ে বলেন—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

আর ভগবানের পরিচয়ে বলেন—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥"

ভগবান্ সম্যক্-প্রকাশ বস্তু, ব্রহ্ম অসম্যক্-আবির্ভাবমাত্র। ভগবান্ পূর্ণচিন্ময়-প্রকাশ বস্তু, পরমাত্মা মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট জ্ঞান। শ্রীদামোদর-স্বরূপ এজন্যই স্বীয় কড়চায় লিখিয়াছেন—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা, য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং, ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

শক্তিবর্গলক্ষণের শ্রুতি-প্রমাণ—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" (শ্বেঃ উঃ ৬অঃ ৮মঃ)

"কৃষ্ণের স্বাভাবিকী তিন শক্তি পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পঃ, ১১১) ।৬ঋ

তচ্চ ত্রিধাবির্ভাবযুক্তমেব তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদপি ক্রিয়ত ইত্যাহ (ভা ১।২।১২)—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ৭ ॥

ভক্ত্যা তৎকথারুচেরেব পরাবস্থারূপয়া প্রেমলক্ষণয়া। 'তৎ' পূর্ব্বমেবোক্তং তত্ত্বম্। আত্মনি শুদ্ধে চেতসি পশ্যন্তি চ। জ্ঞানমাত্রস্য কা বার্ত্তা সাক্ষাদপি কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কীদৃশং তদাত্মানং স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তীনামাশ্রয়ম্। জ্ঞানবৈরাগ্যয়া স্বাত্মজাভ্যাং (৭ক) তাভ্যাং সেবিতয়া। অতএব তে মুনয়ঃ পৃথক্ চ বিশিষ্টঞ্চ স্বেচ্ছয়া পশ্যন্তীত্যায়াতি। তদেবং 'শ্রুতগৃহীতয়া' 'মুনয়ঃ' 'শ্রদ্দধানাঃ' ইতি পদত্রয়েণ তস্যা এব ভক্তের্দৌর্লভ্যং দর্শিতম্। সদ্গুরোঃ (৭খ) সকাশাৎ বেদান্তাদ্যখিলশাস্ত্রার্থবিচারশ্রবণদ্বারা যদি স্বাবশ্যকপরমকর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে, পুনশ্চ (ভা ২।২।৩৪)—

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥"

ইতিবৎ যদি বিপরীতভাবনাত্যাজকৌ মননযোগ্যতামননাভিনিবেশৌ স্যাতাং, ততঃ শ্রদ্দধানৈঃ সা ভক্তি-রূপাসনাদ্বারা লভ্যত ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্ণাতি (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অঃ ৫ ব্রাঃ ৬ অনু) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (৭গ) ইতি। অত্র নিদিধ্যাসনমুপাসনং দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে ॥ ৭ ॥

সেই ত্রিবিধ আবির্ভাবযুক্ত তত্ত্ব ভক্তিদ্বারাই সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতদুদ্দেশে পরশ্লোকের অবতারণা। সেই ত্রিবিধ আবির্ভাবময় তত্ত্বের রূপত্রয় অনুভব করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট মুণিগণ জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিবলেই শ্রীগুরুমুখ হইতে বেদান্তাম্নায় শ্রবণ করিয়া তাহা গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে স্বরূপ, জীব ও মায়ানামক শক্তিত্রয়ের আশ্রয় পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ভক্তির পুত্রস্বরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ভক্তি বিনা তাহাদের দর্শনে যোগ্যতা হয় না। 'মননশীল মুনি' বলিতে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত বুঝায়। জ্ঞানিগণ 'তৎ' পদার্থ ঈশ্বরে 'ত্বং' পদার্থ জীবের দর্শন করেন; যোগিগণ অন্তর্হৃদয়ে অন্তর্য্যামিকে ধ্যানদ্বারা অবলোকন করেন এবং ভক্তগণ বাহ্যাভ্যন্তরে প্রেমচক্ষুদ্বারা ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করেন।

'ভক্তি'-শব্দে হরিকথারুচিজাতা পরাবস্থারূপা প্রেমলক্ষণা জানিতে হইবে। 'তৎ'-শব্দবাচ্য তত্ত্বের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। আত্মায় অর্থাৎ দেহ-মনোদ্বারা অনাবৃত শুদ্ধচিত্তে দর্শন করেন। কেবল জ্ঞানের কি কথা, সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। পরমাত্মা কিরূপ, তদুত্তরে পরমাত্ম বস্তু স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয় শক্তিমত্তত্ত্ব। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির পুত্রদ্বয়; তাহাদের দ্বারা সেবিতা ভক্তিজননী। অতএব সেই মুনিগণ পৃথক্ এবং বিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে স্বেচ্ছায় দর্শন করেন, এরূপ প্রতিপন্ন হইল। 'শ্রুতগৃহীত', 'মুনি' ও 'শ্রদ্দধান' এই পদত্রয়ের দ্বারা সেই ভক্তির দুর্ল্লভত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। সদ্গুরুর নিকট হইতে উপনিষদ্-ব্রহ্মসূত্রাদি নিখিলশাস্ত্রতাৎপর্য্য বিচার শ্রবণপূর্ব্বক যদি নিজের ভক্তি-সাধনের আবশ্যকতা ও সর্ব্বাপেক্ষা কর্ত্তব্যতা জানিতে পারা যায়, আরও—

"ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া সমগ্র বেদশাস্ত্র বারত্রয় বিচারপূর্ব্বক ভগবান্ হরিতে কিরূপে রতি হইতে পারে তাহা স্বীয়বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন।" এই প্রকার যদি মনন ও অভিনিবেশদ্বয় বিপরীত ভাবনা পরিহার করে, তাহা হইলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপাসনাদ্বারা সেই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক

শ্রুতিও সেই তাৎপর্য্য বলিতেছেন—"হে মৈত্রেয়ি, পরমাত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।" এখানে 'নিদিধ্যাসন'-শব্দে উপাসনা ও 'দর্শন'-শব্দে সাক্ষাৎকার বুঝাইতেছে।

(৭ক) ভোগময় প্রাপঞ্চিক দর্শনে জড়াহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ জ্ঞানকে ভক্তির জনক বলিয়া মনে করেন এবং কর্ম্মবিরক্তিকে ভক্তির প্রসূতি বলিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হ'ন। কিন্তু 'জ্ঞান' ও 'বিরক্তি' এই দুইটী ভক্তির পূর্ব্বপুরুষ নহে। ভক্তি হইতেই শুদ্ধজ্ঞান ও ভগবদিতর ব্যাপারে বিরাগ উৎপত্তি লাভ করে।

গীতায় বলিয়াছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্ দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ। মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

(৭খ) শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত ব্যক্তিই সদ্গুরু। বেদে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠকেই সদ্গুরু বলা হইয়াছে। নিরস্তকুহক সত্য কোন অজ্ঞানদ্বারা আবরণ-যোগ্য নহে। সেই নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে অভিব্যক্ত ছিল। ব্রহ্মা সেই অবিসংবাদিত সত্য নারদকে প্রদান করেন। শ্রীদেবর্ষি উহাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়াছিলেন। শ্রীব্যাস তাহা বৃদ্ধ তত্ত্ববাদাচার্য্য শ্রীআনন্দতীর্থকে দান করেন। ইহার অষ্টাদশ আধস্তনিক পরিচয়ে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণের স্বায়ত্তীকৃত ধনরূপে তাহাই প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন। প্রপঞ্চে কোন অজ্ঞান আবরণই তাহাকে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত করিতে পারে না। ইহাই অবরোহবাদ বা শিষ্যপারম্পর্য্য-ক্রম। যেখানে ইহার বিপরীত-ক্রমে গুরু নির্ণীত হইয়াছে, সেই স্থলে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবের প্রতি অসূয়া লক্ষিত হয়। যেখানে গুরুর প্রসাদই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ, সেখানেই ভক্তিলতা-বীজ দৃষ্ট হয়। আরোহ-বাদীর সম্বল প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি। আরোহ-বাদী অতি ক্লেশে বাস্তব-সত্য নিরূপণ করিতে গিয়া গুরুদ্রোহী। সুতরাং বিষ্ণু বা বৈষ্ণব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াই অচিরে স্নিগ্ধশিষ্যকে নিত্য অবিমিশ্র নিরস্তকুহক সত্য প্রদান করেন। যেখানে কাপট্য বা কুহক বর্ত্তমান, তথায় গুরুশিষ্যের অভিনয়টী অধিরোহ-বাদাশ্রিত। তথায় বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরমক্লেশে অর্জ্জিতপ্রায় সত্যপ্রতিম উপলব্ধি গুরুনামধারী ও তচ্ছিষ্যকে অধঃপাতিত করে। সেখানেই গুরু ও শিষ্যের অভক্তি-পন্থা প্রবল। আরোহ-বাদীর ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়ে সর্ব্বদাই দূষিত। শ্রীগুরুমুখে কীর্ত্তনশ্রবণকারীর বাস্তব-বস্তুর ধারণায় ঐগুলি নাই। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"—ইহাই সদ্গুরুপদাশ্রয়, নতুবা নিজ ভ্রমাদি-দোষচতুষ্টয়মাত্র সম্বল করিয়া ভাগবত পড়িতে গেলে কোন ফলই হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ভাগবতবিরোধী কৃত্রিম শারীরক-ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ জড়াভিনিবেশক্রমে যে-সকল সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করিয়া ভগবদ্ভক্তগণকে বিপথগামী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা 'কুহকাবৃত সত্য' নামে পরিচিত হইলেও প্রাকৃত ভোগী ও ত্যাগীর উপযোগিমাত্র। উহা আত্মার নিত্যবৃত্তি নহে, অনাত্মার মিশ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত জানিতে হইবে এবং উহাদের ক্রিয়া-কলাপ প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম-ভূমিকায় অবস্থিত। অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুমায়ায় প্রতারিত হইয়া ভজনীয় বস্তু বিষ্ণুকে ও বিষ্ণুভক্তিকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন। আত্মবিদের সেরূপ দুঃসঙ্গ করিবার নিত্যবৃত্তি নাই।

(৭গ) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" (বৃঃ আঃ ৪অঃ ৫ব্রাঃ ৬ অনু)।

আত্মা বাহ্য-ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণদ্বারা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য বা নিদিধ্যাসিতব্য নহে। যেস্থলে ঐরূপ অসমঞ্জস ক্রিয়া লক্ষিত হয়, সেই স্থানে অনাত্ম চক্ষু, অনাত্ম কর্ণ প্রভৃতিকে আত্মচক্ষু, আত্মকর্ণ, আত্মমন বলিয়া ভ্রমক্রমে স্বীকৃত হয়। তৎকালে নির্ব্বিশিষ্টবাদী, বিশিষ্টনিষ্ঠ ভগবানের নিত্যোপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হন এবং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকেই বেদ-মন্ত্রের তাৎপর্য্য বলিয়া জানিতে গিয়া আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি হইতে চ্যুত হন। অনাত্মপ্রতীতিতে আত্মভ্রান্তিই মায়ার ক্রিয়া—মায়াবাদিগণ তাহাই করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসংহিতায় যথা—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।" ॥ ৭ ॥

সা চৈবং দুর্ল্লভা ভক্তিঃ হরিতোষণে প্রযুক্তাৎ স্বাভাবিকধর্ম্মাদপি লভ্যতে। তস্মাৎ হরিতোষণমেব তস্য পরমফলমিত্যাহ (ভা ১।২।১৩)—

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥ ৮ ॥

স্বনুষ্ঠিতস্য বহুপ্রযত্নেনাচ্ছিদ্রমুপার্জ্জিতস্য ইতি তুচ্ছে স্বর্গাদিফলে (৮ক) তৎ-প্রয়োগোঽতীবাযুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

এই প্রকার সেই দুর্ল্লভা ভক্তি হরিতোষণ-তাৎপর্য্যময় স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতেও লাভ করা যায়। সেই কারণে হরিতোষণই তাহার (ধর্ম্মের) পরম ফল বলিবার জন্য পর শ্লোকের অবতারণা।

"ভক্তিবলেই আত্মদর্শন হয়। ভক্তি হইতে জাত জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অভীষ্টফলপ্রদানে অসমর্থ। হে মুনিগণ, এই কারণে পুরুষগণ বর্ণাশ্রম-বিভাগ অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হইয়া যথাবিহিত সুষ্ঠুভাবে যে ধর্ম্মাচরণ করেন, শ্রীহরির সন্তোষ-লাভই তাহার মুখ্য ফল।"

'সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত' শব্দে বহুপ্রয়াসদ্বারা অনিন্দিতভাবে উপার্জ্জিত। ইহাদ্বারা স্বর্গাদি ভোগময় রাজ্যলাভের উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রয়োগ নিতান্ত অযুক্ত বুঝিতে হইবে।

(৮ক) স্বর্গাদি ফল নশ্বর অনাত্মপ্রতীতির ভোগমাত্র। ভগবদ্দাস নিজ নিত্য স্বভাবে মায়াদ্বারা অভিভূত হইয়া সেবা করিবার অযোগ্য হইলে তাহার স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণদ্বয়কে আত্মপ্রতীতিতে গ্রহণ করে। এরূপ অজ্ঞানের চেষ্টাকে নশ্বর উপলব্ধি বা হরিবিমুখতা বলে। দেহের পুষ্টির জন্য খাদ্য গ্রহণ করিলে যেমন উদরস্থিত ক্রিমিকুল সেই খাদ্যে পুষ্টিলাভ করে এবং ফলে, দেহের পুষ্টিবিষয়ে খাদ্যের যোগ্যতা থাকে না, সেইরূপ নশ্বর স্বর্গাদি-সুখ নিত্য আত্মার স্বাভাবিক-বৃত্তির উদ্দীপনের পরিবর্ত্তে অনাত্ম-প্রতীতিদ্বারা ভোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। নশ্বরতাহেতু স্বর্গফল তুচ্ছ। আত্মসুখের উদ্দীপনায় নশ্বর স্বর্গাদি-সুখ মলিন ও অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। অধিরোহ-বাদাশ্রয়ে মায়াবদ্ধ জীবের অতিশয় ক্লেশে উপার্জ্জিত নশ্বর সুখভোগকেও আত্মবিৎ অকিঞ্চিৎকর জানেন ॥ ৮ ॥

যদ্যেবং শ্রীহরিসন্তোষকস্যাপি ধর্ম্মস্য ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণা ভক্তিরেব, ভক্তেশ্চানুগতাঃ তৎ-প্রবর্ত্তিতাশ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণা ইত্যায়াতং, তদা সাক্ষাৎশ্রবণাদিরূপা ভক্তিরেব কর্ত্তব্যা, কিং তত্তদাগ্রহেণেত্যাহ (ভা ১।২।১৪)—তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ৯ ॥

একেন কর্ম্মাস্যাগ্রহশূন্যেন। শ্রবণমত্র নামগুণাদীনাং, তথা কীর্ত্তনঞ্চ ॥ ৯ ॥

শ্রবণাদি-রুচিলক্ষণা ভক্তিই যদি হরিসন্তোষোৎপাদক ধর্ম্মের ফল হয় এবং জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণসমূহ যদি রুচিলক্ষণা ভক্তির আশ্রিত ও প্রবর্ত্তিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ শ্রবণাদিরূপা ভক্তিই কর্ত্তব্য। বৃথা ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের আগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন? তদুত্তরে পরশ্লোকের অবতারণা।

শ্রবণাদিরুচি-রহিত ভক্তিহীন ধর্ম্ম কেবল শ্রম বলিয়া ধর্ম্মাদি-আগ্রহশূন্য হইয়া একাগ্রমনে ভক্তবৎসল ভগবানের নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান ও পূজন কর্ত্তব্য।

'এক' শব্দ দ্বারা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বৈরাগ্য প্রভৃতির আগ্রহরাহিত্য জানিতে হইবে। 'শ্রবণ'-শব্দে ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির 'শ্রবণ' উদ্দিষ্ট। 'কীর্ত্তন'-শব্দেও নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥

তত্র চান্তিমভূমিকাপর্য্যন্তাং সুগমাং শৈলীং বক্তুং ধর্ম্মাদিকষ্টনিরপেক্ষেণ যুক্তিমাত্রেণ তৎপ্রথমভূমিকাং শ্রীহরিকথারুচিমুৎপাদয়ন্ তস্য গুণং স্মারয়তি (ভা ১।২।১৫)—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম্ ॥ ১০ ॥

কোবিদা বিবেকিনঃ যুক্তাঃ সংযতচিত্তা যস্য হরেঃ অনুধ্যা অনুধ্যানং চিন্তনমাত্রমেবাসিস্তেন খড়্গেন গ্রন্থিং (১০ ক) নানাদেহেষহঙ্কারং নিবধ্নাতি যত্তৎ কর্ম্ম ছিন্দন্তি। তস্যৈবম্ভূতস্য পরমদুঃখাদুদ্ধর্ত্তুঃ কথায়াং রতিং কো ন কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহে ভক্তির অন্তিম-ভূমিকা পর্য্যন্ত সুখসাধ্যত্ব ও সুখভাবত্ব বলিবার জন্য ধর্ম্ম-অর্থ-কামের ক্লেশাপেক্ষা-রহিত হইয়া যুক্তিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক হরিকথারুচিরূপা প্রথম ভূমিকা প্রকটিত করাইয়া তাঁহার গুণ স্মরণ করিতেছেন—

সংযতচিত্ত বিবেকিগণ যে হরির চিন্তারূপ খড়্গামাত্রদ্বারা নানাদেহে অহঙ্কারবন্ধনরূপ কর্ম্ম ছেদন করেন, সেই হরির কথায় কে না রতি করিবে?

'কোবিদ' বলিতে বিবেকী এবং যুক্ত শব্দে সংযতচিত্ত। যে হরির অনুধ্যা অনুধ্যান অর্থাৎ চিন্তামাত্রই অসি-স্বরূপ। নানাদেহে অহঙ্কাররূপ গ্রন্থি-বন্ধনই কর্ম্ম। সেই খড়্গদ্বারা তাদৃশ কর্ম্ম বিখণ্ডিত করেন। এইপ্রকার পরম দুঃখ কর্ম্মবাদে আবদ্ধ। তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার কথায় কে না রতি করি?

(১০ক) জীব ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ভোগের কর্ত্তা মনে করে এবং ভোগবৃত্তিক্রমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই কর্ম্মই গ্রন্থিস্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তাকে ছাড়িতে চাহে না, আবদ্ধ করিয়া রাখে। সে আত্মধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই বিপথগামী হইয়া নিজ নিজ ফলভোগ-তাৎপর্য্যে আবদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

নম্বেবপি তস্য কথারুচির্মন্দভাগ্যানাং ন জায়ত ইত্যাশঙ্ক্য তত্র সুগমোপায়ং বদন্ তামারভ্য নৈষ্ঠিকী-পর্য্যন্তাং ভক্তিমুপদিশতি পঞ্চভিঃ (ভা ১।২।১৬)—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ ১১ ॥

"ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যযয়ো বিমদাঃ" (ভা ১০।৮৭।৩৫) ইত্যাদ্যনুসারেণ "প্রায়স্তত্র মহৎসঙ্গো ভবতি" ইতি তদীয়টীকানুমত্যা চ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ হেতোর্লব্ধা যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেবা তয়া বাসুদেবকথারুচিঃ স্যাৎ। কার্য্যান্তরেণাপি তীর্থে ভ্রমতো মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাং তিষ্ঠতাং বা দর্শনস্পর্শনসম্ভাষণাদিলক্ষণা সেবা স্বত এব সম্পদ্যতে। তৎপ্রভাবেণ তদীয়াচরণে শ্রদ্ধা ভবতি। তদীয়-স্বাভাবিক-পরস্পর-ভগবৎকথায়াং কিমেতে সংকথয়ন্তি তৎশৃণোমীতি তদিচ্ছা জায়তে। তচ্ছ্রবণেন চ তস্যাং রুচির্জায়ত ইতি। তথা চ মহদ্ভ্য-এব শ্রুতা ঝটিতি কার্য্যকরীতি ভাবঃ। তথা চ কপিলদেববাক্যম্ (ভা ৩।২৫।২২)—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।" ইতি ।। ১১ ।।

হতভাগ্যগণের এবংবিধ হরিকথায়ও রুচি জন্মে না, এই আশঙ্কায় তৎপ্রাপ্তির সুলভ উপায় বলিতে হরিকথা-রুচি-বিষয় আরম্ভ করিয়া "শুশ্রূষোঃ" হইতে "এবং প্রসন্নমনসঃ" পর্য্যন্ত পরের পাঁচটী শ্লোকে নৈষ্ঠিকী ভক্তি পর্য্যন্ত উপদেশ করিতেছেন—

"হে বিপ্রগণ, ভগবদ্ধাম-সেবা-ফলে দৈবাৎ সুকৃতিক্রমে মহৎকৃপাজনিত মহতের সেবা হয়। সেই মহতের সেবা-ফলে জাতশ্রদ্ধ পুরুষ সদ্গুরু-চরণ আশ্রয় করিতে সমর্থ হন। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণফলেই বাসুদেব-কথায় রুচি উৎপন্ন হয়।

"নিরহঙ্কার মুনিগণ গুরূপদেশক্রমে তত্ত্ব ও সারাসার-বিবেক অবগত হইয়া সকল বিষয় পরিহারপূর্ব্বক মহৎসঙ্গে সেই সকল কথা দৃঢ়রূপে জানিবার উদ্দেশে পৃথিবীতে অবস্থানকালে পুণ্যতীর্থক্ষেত্রসমূহ পর্য্যটন করেন।" এই শ্রুতি-স্তবানুসারে "তথায় প্রায় মহৎ-সঙ্গই হইয়া থাকে।" শ্রীস্বামিপাদের এই টীকানুসারে পুণ্যতীর্থনিষেবণমূলে যথেচ্ছা-প্রাপ্ত যে মহৎসেবা, তদ্দ্বারা বাসুদেবকথায় রুচি হয়। কেহ অন্যকার্য্যে তীর্থে ভ্রমণ করিলেও তাহার তীর্থভ্রমণকারী বা তীর্থ-বাসকারী সাধুগণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি-লক্ষণযুক্ত সেবা স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। তৎপ্রভাবফলে মহতের আচরণে শ্রদ্ধা হয়। হরিজনগণের স্বাভাবিক পরস্পর ভগবৎকথায় তচ্ছ্রবণকারিজনের "ইঁহারা কি বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন তাহা আমি শ্রবণ করিব" এরূপ ইচ্ছা হয়। সাধুগণের পরস্পরের হরিকথা কর্ণে প্রবেশ করিলে শ্রবণকারীর হরিকথায় রুচি জন্মে এবং মহতের নিকট হইতেই শ্রবণ করিলে অত্যল্পকালের মধ্যেই উহা কার্য্যকরী হয়। এতৎ-প্রসঙ্গে কপিলদেবের বাক্য—"সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে কৃষ্ণেতর-অনর্থ-নাশিনী কথা শ্রবণ হয়। অনর্থনাশিনী হরিকথা শ্রবণ হইতে নিষ্ঠার উৎপত্তিক্রমে ভগবন্মাহাত্ম্যের পরিজ্ঞান হয়, আর রুচির উৎপত্তিহেতু হরিকথায় হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন হয়। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ প্রকৃষ্টসঙ্গের পূর্ব্বে শ্রবণক্রিয়া। শ্রদ্ধা হইতে সঙ্গ। হৃৎকর্ণরসায়নী কথা প্রীতির সহিত আস্বাদন করিতে করিতে আসক্তি, রতি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ক্রমপন্থায় উদিত হয়॥ ১১ ॥

ততশ্চ (ভা ১।২।১৭)—শৃণ্বতঃ স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।। ১২ ।।

কথাদ্বারা অন্তঃস্থো ভাবনাপদবীং গতঃ সন্ হৃদি অভদ্রাণি (১২ক) বাসনাঃ॥ ১২ ॥

তাহার পর বাসুদেব-কথায় রুচি হইলে সাধুগণের সুহৃৎ, হরিকথার শ্রবণ ও পরে কীর্ত্তনকারীর সুকৃতিপ্রদ কৃষ্ণ নিজ কথা-শ্রবণকারিজনের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদয়ের অসৎ-বাসনা বিনষ্ট করেন অর্থাৎ জীবের হরিকথা ক্রমপন্থায় শ্রবণফলে কীর্ত্তন, কীর্ত্তনফলে অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইলে তৎপরে ভগবান্ স্মরণীয়বস্তুরূপে উদিত হন।

কৃষ্ণ স্বীয় কথাদ্বারা জীবের অন্তঃস্থিত হইয়া অর্থাৎ চিন্তাপথে আসিয়া হৃদয়ের অভদ্র অর্থাৎ বাসনাসমূহ ধ্বংস করেন।

(১২ক) কামদেব কৃষ্ণের বাসনা পূরণ করাই আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নাংশের (জীবের) একমাত্র কৃত্য। তাহাই জীবের একমাত্র কল্যাণপ্রদ; সুতরাং ভদ্র। 'অভদ্র' শব্দে অমঙ্গল অর্থাৎ বাসুদেবের বাসনার প্রতিকূলে অভক্ত বদ্ধজীবের নশ্বর কামচরিতার্থতা। শুদ্ধ জীবাত্মা নিজ সেবাবৃত্তিরোধক কামনাসমূহকে প্রতিকূল জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে বহুমান করিলে আপনার বদ্ধাভিমান-ফলে অভদ্রসমূহ উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারক হয়। হরিবিমুখতাই অভদ্রসমূহ বা অনর্থ। ভজনপ্রভাবেই সেই অনর্থের নিবৃত্তি হয়। ভগবানের নিত্যবাসনার অনুকূলে জীবের নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত না হইলে জীব বদ্ধাভিমানে অহংগ্রহোপাসক বা ভোগপর অক্ষজবাদী হইয়া পড়েন। যে কালে নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবৎসেবাপর থাকে না, সেই সময় তথায় অচিৎপর ভোক্তৃরূপে অণুচিদ্বস্তু সুপ্ত হইয়া অচিদ্বিকার-সমুদ্রে মগ্ন থাকে॥ ১২॥

ততশ্চ (ভা ১।২।১৮)—**নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।**
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ ১৩॥

নষ্টপ্রায়েষু ন তু জ্ঞানমিব সম্যঙ্নষ্টেষ্বেবেতি (১৩ক) ভক্তেনির্রগলস্বভাবত্বমুক্তম্। ভাগবতানাং ভাগবতশাস্ত্রস্য বা সেবয়া ভক্তিরনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী (১৩খ) সন্ততৈব ভবতি॥ ১৩॥

তদনন্তর "হরিকথা প্রভাবে সর্ব্বদা গ্রন্থ ও ভক্ত ভাগবত-সেবাক্রমে নামাপরাধ-লক্ষণ অভদ্রসমূহ বিনষ্টপ্রায় হইলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে একাগ্রচিত্তময়ী ভক্তির উদয় হয়।"

'নষ্টপ্রায়' বলিতে জ্ঞানের মত সম্যক্ নষ্ট বুঝিতে হইবে না। এই বাক্যে ভক্তির বাধাশূন্য স্বভাব উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের শুশ্রূষা অথবা ভাগবতশাস্ত্রের শ্রবণ-পঠন-বিচারণাদি সেবাদ্বারা চিন্তা, স্মরণ ও অনুধ্যানরূপা নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি হয়।

(১৩ক) যেরূপ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান অজ্ঞানের অস্তিত্ব থাকা-কালে অর্গলযুক্ত দেখা যায় অর্থাৎ নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানের সিদ্ধি হয় না, ভক্তি তাদৃশ নহে। ভক্তি বিরোধী অভদ্র কামনাসমূহ ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইলে ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

(১৩খ) ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্বলহরী পূর্ব্ববিভাগ ১১শ শ্লোক—
"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥"
নিষ্ঠা—'অবিক্ষেপেন সাতত্যম্' ইতি দুর্গমসঙ্গমনী-টীকা॥ ১৩॥

তদৈব "ত্রিভুবনবিভব-হেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ" (ভা ১১।২।৫৩) ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা সর্ব্ববাসনানাশাৎ চিত্তং শুদ্ধসত্ত্বমগ্নং সৎ ভগবৎ-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারযোগ্যং (১৪ক) ভবতীত্যাহ (ভা ১।২।১৯)—

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ১৪॥

রজস্তমশ্চ যে চ তৎপ্রভবা ভাবাঃ কামাদয় এতৈরিত্যন্বয়ঃ॥ ১৪॥

"ত্রৈলোক্যরাজ্যার্থলাভের জন্য ক্ষণার্দ্ধকালও যিনি অকুণ্ঠস্মৃতি অর্থাৎ যিনি ভগবৎপাদ ব্যতীত অন্যত্র সার নাই, এরূপ অচঞ্চলমতিবিশিষ্ট, তিনিই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য" এই শ্লোককথিত রীতি-অনুসারে—তৎকালেই যে সকল বাসনা বিনষ্ট হওয়ায় চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া ভগবৎ-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারযোগ্য হয়, তাহা নিম্নশ্লোকে বলিতেছেন—

তখন রজস্তমোভাবময় বিক্ষেপলয়াদি ও কামলোভাদি ছয় রিপুকর্তৃক অনাক্রান্ত হইয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বগুণে অবস্থানপূর্ব্বক প্রসন্ন হয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠানের পূর্ব্বদশায় কামাদিরূপ তীক্ষ্ণশরবিদ্ধ চিত্ত, ব্যথা-জর্জ্জরিত ব্যক্তির অন্নাদি-গ্রহণের ন্যায় কীর্ত্তনাদিতে আস্বাদ লাভ করে না।

রজঃ এবং তমোগুণ হইতে জাত যে সকল ভাব এবং কামাদি রিপু—তাহাদিগের দ্বারা অনভিভূত চিত্ত, এই প্রকার অন্বয়।

(১৪ক) অনর্থনিবৃত্তির পর কামলোভাদি রজস্তমোগুণ-প্রসূত বৃত্তিসমূহ নিষ্ঠাবান্ ভক্তকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। সেই কালে ভক্ত মিশ্রসত্ত্ব অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব-বাসুদেবাশ্রিত হন এবং তাঁহার নির্ম্মলচিত্তেই ভগবদাবির্ভাব হয়। বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করিলেই বাসুদেবে সেবাপ্রবৃত্তি উচ্ছ্বসিত হয়।

ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬ সংখ্যা—"তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি॥" ১৪॥

(ভা ১।২।২০)—এবং প্রসন্নমনসঃ ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥ ১৫॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ প্রসন্নমনসস্ততো মুক্তসঙ্গস্য (১৫ক) ত্যক্তকামাদি-বাসনস্য ভক্তিযোগতঃ পুনরপি ক্রিয়মাণাৎ তস্মাদ্বিজ্ঞানং সাক্ষাৎকারো মনসি বহির্ব্বা ভাবনাং বিনৈবানুভবো (১৫খ) যঃ স জায়তে॥ ১৫॥

এই প্রকার ভগবদ্ভক্তি-যোগ হইতে মুক্তসঙ্গ প্রসন্নচিত্ত জাতরুচি জনের ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান লাভ হয়। রতিব্যতীত বিষয়স্পৃহা ত্যক্ত হয় না এবং মনও প্রসন্ন হয় না। 'তত্ত্ববিজ্ঞান'-শব্দের অর্থ ভগবানের স্বরূপ-গুণ লীলার ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যানুভূতি।

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারদ্বারা প্রসন্নমনা মুক্তসঙ্গের অর্থাৎ কামাদি-বাসনাবিহীন ব্যক্তির ভক্তিযোগবলে পুনরায় ভাগবত-সেবা প্রভৃতি ভজনক্রিয়ানুষ্ঠান হইতে বিজ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার জন্মে। অন্তর বা বাহ্যভাবনা ব্যতীত যে স্বতঃই অনুভব, তাহাই সাক্ষাৎকার।

(১৫ক) অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান—এই তিনটী জীবের বন্ধনের কারণ। যে সকল বদ্ধজীব মুক্তির অনিচ্ছাক্রমে ভুক্তি আহ্বান করেন, তাঁহারা যথেচ্ছাচারিতার বন্ধনে এবং পুণ্যবন্ধনে ধর্ম্মার্থকাম-লাভাশায় আবদ্ধ হন। আর যাঁহারা এই ফলভোগ-বাসনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন বা হইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারাও হরিবিমুখতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে পুণ্যকামী ফলভোগী কর্ম্মী যে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন, তাহা ভোগবৃদ্ধির উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়। আবার, জ্ঞানীর যে নশ্বর ভোগবাসনায় বিরাগ, তাহাতেও ভগবৎসেবার প্রতি বিরাগ প্রবল থাকায় তাহাও বন্ধনের কারণ। কর্ম্মজ্ঞানাদি উভয়প্রবৃত্তি অনাত্মচেষ্টার বিশৃঙ্খলতা, আত্মবৃত্তি ভক্তির উদয়ে ভজনব্যতীত অন্যসকল উদ্দাম চেষ্টার নিত্য অকর্ম্মণ্যতা প্রসিদ্ধ। নশ্বর ভোগ ও ত্যাগানুভূতি হইতে মুক্ত হইলেই জীব আত্মধর্ম্ম-ভক্তিতে অবস্থিত হন। প্রকৃত মুক্তপুরুষ ব্যতীত বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না।

(১৫খ) ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান—ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান বিষয়-বাসনামুক্ত ভগবৎসেবানিরত ব্যক্তিগণেরই লভ্য। এই সাক্ষাৎকার বাহ্যভোগময় জড়জগতের অনুভূতিমাত্র নহে। জড়জগতের অন্যতম-জ্ঞানে বদ্ধজীব নিজমনে ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহাতে জড়ভোগময় ভোক্তৃসম্বন্ধ অধিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মভূমিতে অবস্থিত বদ্ধজীবের নশ্বর ভোগ 'ইন্দ্রিয়-সেবা' শব্দ-বাচ্য। ইহাকে 'অক্ষজ-জ্ঞান' বা ইন্দ্রিয়তর্পণ বলে। যে কালে নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয় অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রীতিস্থাপনে নিযুক্ত হয়, সেই কালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির অধিষ্ঠান দেখা যায় না। হৃষীকেশ প্রত্যেক জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা নিরুপাধিক সেবা গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা জীবের কামলাভ-মাত্র-ফলের লাভ হয় না। চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম একবৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয়তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা হরিসেবন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি ক্রিয়া, তাহাই সাক্ষাৎকার। উহার সহিত বহিঃপ্রজ্ঞার প্রতিকূল সম্বন্ধ। সাক্ষাৎকারের অভাবেই বদ্ধ জীবের বাহ্যদর্শন ॥ ১৫ ॥

তস্য চ পরমানন্দৈকরূপত্বেন স্বতঃ ফলরূপস্য সাক্ষাৎকারস্যানুষঙ্গিকং ফলমাহ (ভা ১।২।২১)—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ১৬ ॥

হৃদয়গ্রন্থিরূপোঽহঙ্কারঃ। সর্ব্বসংশয়াশ্ছিদ্যন্ত ইতি শ্রবণমননাদিপ্রধানানামপি (১৬ক) তস্মিন্ দৃষ্ট এব সর্ব্বে সংশয়াঃ সমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র শ্রবণেন তাবজ্জ্ঞেয়গতাসম্ভাবনা (১৬গ) ছিদ্যতে। মননেন তদ্গতবিপরীতভাবনা, সাক্ষাৎকারেণ ত্বাত্মযোগ্যতাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনে (১৬গ) ইতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষীয়ন্তে তদিচ্ছামাত্রেণৈব ন কিঞ্চিদেব তেঽবশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

একমাত্র পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সেই স্বভাবতঃ ফলরূপ (প্রয়োজন) সাক্ষাৎকারের আনুসঙ্গিক ফল কথিত হইতেছে—আত্মস্বরূপভূত ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইলে অবিদ্যাহঙ্কার ধ্বংস হয়, অসম্ভাবনাদিরূপ সংশয়সমূহ ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধ কর্ম্মফলসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

হৃদয়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার। 'সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়' এই বাক্যে তাঁহাকে দেখিলেই শ্রবণমননাদি প্রধানভক্ত্যঙ্গ-সম্বন্ধীয় সকল সংশয়ই সমাপ্ত হয়, বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে শ্রবণদ্বারা জ্ঞেয় ভগবৎসম্বন্ধে যাবতীয় অসম্ভাবনারূপ সন্দেহ বা অযোগ্যতা দূরীভূত হয় এবং মননদ্বারা জ্ঞেয়গত বিপরীত ভাবনার অস্ফূর্ত্তি, আর সাক্ষাৎকারক্রমে আত্ম-যোগ্যতাগত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা এই উভয়ই বিনষ্ট হয়, জানিতে হইবে। ভগবদিচ্ছামাত্রেই কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়, তাহার মধ্যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

(১৬ক) বদ্ধজীবের ভক্তির প্রতিকূল ধারণাসমূহ বর্ত্তমান থাকাকালে শ্রবণমননাদিপ্রধান ভক্ত্যঙ্গসমূহেও নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে সেইসকল সন্দেহের উপযোগিতা থাকে না। দৃশ্যজগৎ নশ্বর, নশ্বর জড়ানুভূতি, নশ্বর ও অসম্পূর্ণ করণসাহায্যে শ্রবণাদির অপটুতা এইরূপ নানা প্রকার সংশয় উদিত হয়। ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইলেই সেই সংশয়গুলি অনাত্মার ভক্তিবাধিকা চেষ্টারূপে প্রতীত হয়। তখন আর সেই সকল সংশয় থাকিতে পারে না। সসীম অবচ্ছিন্ন বস্তুধারণার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তুর তাদৃশ কীর্ত্তনের অসম্ভাবনাহেতু শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা

বুঝিবা ফললাভ ঘটিবে না, জানিয়া তাহাদের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গানুশীলন হইতে বিরত হওয়া সংশয়ের ফল হইয়া পড়ে। কিন্তু হরিসম্বন্ধিবস্তুর ধারণায় তাদৃশী চেষ্টা নিতান্ত দুর্ব্বলা ও অযোগ্যা জানা যায়।

"প্রাপঞ্চিকতা বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

(১৬খ) জ্ঞেয়গতাসম্ভাবনা—জ্ঞাতা জ্ঞানের সাহায্যে যাহা উপলব্ধি করেন, তাহাই জ্ঞেয়। মায়িক জগতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ত্রিবিধ অবস্থায় পরস্পরের মায়িক ভেদ বর্ত্তমান থাকে এবং পরস্পরকে অসম্পূর্ণ ভেদযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এইরূপ বিচার অনুসরণ করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুকেও জ্ঞাতা ও জ্ঞানের সহিত ভেদভাবাপন্ন জানিলে জ্ঞেয়বস্তুতে অদ্বয়জ্ঞান-বিষয়ক নানা প্রকার অসম্ভাবনার উদয় হয়। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষাৎকারে জ্ঞেয়গত কর্তৃসত্তা সেইসকল সংশয় ছেদন করে। যেখানে জ্ঞেয়বস্তুতে কর্তৃত্ব বা চৈতন্যের অভাব, সেই বস্তুই অপূর্ণ, অচিদাবৃত, নানাপ্রকার সন্দেহের আকর, কিন্তু বৈকুণ্ঠবস্তুতে সদ্য-সাক্ষাৎকারজনিত মায়িক বস্তুর ন্যায় সংশয় উৎপন্ন করে না। বরং অনুষঙ্গফলে যাবতীয় সংশয় ছিন্ন হয়। শ্রুতিতেও আছে—

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥" "যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"
"তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

(১৬গ) 'তদ্‌গত' অর্থাৎ 'জ্ঞেয়গত'। এস্থলে শ্রবণদ্বারা 'অসম্ভাবনা' এবং মননদ্বারা 'বিপরীত ভাবনা'র পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে। 'আত্মযোগ্যতাগত-অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা' শব্দের অর্থ 'জ্ঞাতৃগত দ্রষ্টৃসম্বন্ধীয় বিপরীত-ভাবনা'। 'ভজনীয় বস্তু প্রভু নহেন' ইহাই জ্ঞেয়গত বিপরীতভাবনা; এবং আত্মযোগ্যতাগতসম্ভাবনা বিপরীত ভাবনা' শব্দের অর্থ এই যে, 'জ্ঞাতা জীব দাস নহেন, তিনি স্বয়ং অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্মবস্তু'। এই দ্বিবিধ বিপরীতভাবনারূপ যে সংশয়দ্বয়, তদুভয়ই মননদ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়। সুষ্ঠুমননপ্রভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের বিপরীতভাবনা যে নির্ব্বিশিষ্ট ভাব, তাহা বিদূরিত হয় এবং প্রভুদর্শনে দাসের প্রভু হইবার অযোগ্যতা দৃঢ়ীভূত হয়। শ্রবণ-মননাদি সাক্ষাৎকারের অভেদত্ব-প্রতিপাদক। উহা প্রতিকূল বা পৃথক্ নহে॥ ১৬॥

অত্র প্রকরণার্থে সদাচারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি (ভা ১।২।২২)—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্॥ ১৭॥

আত্মপ্রসাদনীং মনসঃ শোধনীং ন কেবলমেতাবদ্‌গুণত্বং তস্যাঃ, কিঞ্চ পরময়া মুদেতি, কর্ম্মানুষ্ঠানবৎ ন সাধনকালে সাধ্যকালে বা ভক্ত্যনুষ্ঠানং দুঃখরূপং (১৭ক) প্রত্যুত সুখরূপমেবেত্যর্থঃ। অতএব নিত্যং সাধকদশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চৈতাবৎ কুর্ব্বন্তীত্যুক্তম্। শ্রীসূতঃ॥ ১৭॥

এই প্রকরণ-উদ্দেশে সাধুগণের আচার-প্রদর্শনমুখে উপসংহারে এই শ্লোকের অবতারণা—

এই কারণেই কবিগণ পরম আনন্দ সহকারে সাধন ও সিদ্ধ উভয় দশায়ই ভগবান্ বাসুদেবে আত্মপ্রসাদনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

আত্মপ্রসাদনী অর্থাৎ মনঃশোধনী। মন কৃষ্ণেতর-প্রতীতিদ্বারা বাহ্যজগৎ ভোগ করে, সুতরাং হরিসেবাদ্বারাই মনের শুদ্ধি হয়—ভক্তির কেবলমাত্র ইহাই গুণ নহে, পরন্তু 'পরম সুখে' এই পদে কর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় সাধনসময়ে অথবা ফলকালেও ভক্তির অনুষ্ঠান মিশ্রদুঃখরূপ নহে, কিন্তু তদ্‌বিপরীত অমিশ্র, নিত্য, কেবল-সুখরূপ। অতএব ভক্তগণ নিত্যকাল

সাধক-দশায় এবং সিদ্ধদশায় তাদৃশী ভক্তিই করিয়া থাকেন—ইহাই কথিত হইল। শ্রীসূত শৌনকাদি মুনিগণকে ৩ হইতে ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত এই কথা বলিলেন।

(১৭ক) মায়াবৃত অণুচিৎ জীব ভগবানের তটস্থশক্তিপরিণত বলিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল আবরণকেই 'আমি' বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রান্তিই বেদোল্লিখিত বিবর্ত্তবাদ। বিবর্ত্তবাদী আপনাকে কোন সময় পাপিষ্ঠ ও অন্যাভিলাষী, কোন কোনও সময় আপনাকে পুণ্যবান্ কর্ম্মী, কখনও বা অপরাধী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু, কখনও বা উন্মত্ত, বিশৃঙ্খল অহংগ্রহোপাসক প্রভৃতি জ্ঞানে কর্ম্মবন্ধনে হরিবিমুখতাকে প্রজ্ঞা বলিয়া মনে করে। তখন তাহার ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সুপ্ত থাকে মাত্র; স্থূল-সূক্ষ্মদেহাভিমানী হরিবিমুখ জীব কর্ম্মালানে বদ্ধ হইয়া ত্যাগ ও গ্রহণ—এই অনিত্য কর্ম্মদ্বয়ের আহ্বান করে। গ্রহণ করিবার পিপাসা বিবর্ত্তাশ্রিত জীবকে পথভ্রষ্ট করিয়া ত্রিগুণময়ী মায়ার ভূমিকায় নাসিকাবদ্ধ বলদের ন্যায় ভ্রমণ করায়। এই ভ্রমণের পথই কর্ম্মমার্গ। বাস্তব-জ্ঞানলব্ধ কৃষ্ণদাসের সেবারহিতা ভোগময়ী কর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। ভগবানের আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কবলে পতিত হইয়া জীবের স্বরূপবিস্মৃতিফলে কর্ম্মফলবাধ্যতা জন্মে। তাহাতে চতুরশীতি লক্ষ বিভিন্ন যোনিলাভ ও ভোগময়ী চেষ্টা বর্ত্তমান থাকে। চতুর্দ্দশভুবনে ভ্রমণকালে ব্রততপস্যাযোগাদি কৃচ্ছ্র চেষ্টাকে সাধনজ্ঞান ও খণ্ডকালের অভ্যন্তরে নানাবিধ স্থাবর, অস্থাবর, জঙ্গম, খেচর, জলচরাদি প্রাণিদেহ লাভ করিয়া বহুপ্রকার সাধন কল্পনা করে। তাদৃশ সাধনের সিদ্ধিতে হরিপাদপদ্মে অবস্থিত না হইলে তাহাতে চিদ্বৈচিত্র্যাভাব, চিন্মাত্র অথবা মায়িক ভোগ অবস্থান করে। মায়িক ভোগের উন্নতাংশে নশ্বর আনন্দ ও অবরাংশে ক্লেশাধিক্য বর্ত্তমান। ভক্তি-ব্যতীত কর্ম্মচেষ্টার অন্তরালে সচ্চিদানন্দ ভগবৎসাক্ষাৎকারের অভাবে নশ্বর অজ্ঞান ও ক্লেশ বর্ত্তমান আছে। কর্ম্মফল-ভোগ-চেষ্টাকে অভিধেয় জানিলে নশ্বরতা, আংশিকতা প্রভৃতি নানাপ্রকার অবরতা সাধককে কেবল কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করায়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ যে কি বস্তু, তাহা তাঁহাকে নিত্যকালই বুঝিতে দেয় না ॥ ১৭ ॥

তদেবং কর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যযত্ন-পরিত্যাগেন ভগবদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি মতম্। কর্ম্মবিশেষরূপং দেবতান্তর-ভজনমপি (১৮ক) ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ। তত্রান্যেষাং কা বার্ত্তা, সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাৎপরব্রহ্মত্বাভাবাৎ সত্ত্বমাত্রোপকারত্বাভাবাচ্চ, প্রত্যুত রজস্তমোপবৃংহণত্বাচ্চ, ব্রহ্মশিবাবপি শ্রেয়োঽর্থিভির্নোপাস্যাবিত্যত্র দ্বৌ শ্লোকৌ পরমাত্মসন্দর্ভ (১৮খ) এবোদাহৃতৌ (ভা ১।২।২৩)—

> **"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।**
> **স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ ॥"**
> **পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।**
> **তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥"** [১৮গ] ইতি।

সত্ত্বতনোঃ সত্ত্বশক্তেঃ। ত্রয়ীময়স্ত্রয়্যুক্তকর্ম্মপ্রচুরঃ। দারুস্থানীয়ং তমঃ। ধূমস্থানীয়ং রজঃ। অগ্নিস্থানীয়ং সত্ত্বম্। ত্রয়্যুক্তকর্ম্মস্থানীয়ং ব্রহ্ম। ত্রয়্যুক্তকর্ম্ম যথাগ্নাবেব সাক্ষাৎ প্রবর্ত্ততে নান্যয়োস্তদ্বৎ পরব্রহ্মভূতো ভগবানপি সত্ত্ব এবেত্যর্থঃ। দেবতান্তরপরিত্যাগেনাপি ভগবদ্ভক্তৌ সদাচারং প্রমাণয়তি (ভা ১।২।২৫)—

> **ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।**
> **সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনুতানিহ ॥ ১৮ ॥**

অথ অতো হেতোঃ। অগ্রে পুরা। সত্ত্বং বিশুদ্ধং বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমূর্ত্তিং ভগবন্তম্। প্রাকৃতসত্ত্বাতীতত্বঞ্চ তস্য বিবৃতং ভগবৎসন্দর্ভে। সপ্তদশাধিকশততমবাক্যমারভ্য (১৮ঘ) দ্রষ্টব্যম্। অতো যে তানন্নুবর্ত্তন্তে তে ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে॥ ১৮॥

তাহা হইলে কর্ম্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যের যত্ন পরিহার করিয়া ভগবানের সেবা করাই কর্ত্তব্য—ইহা স্থির হইল। এক্ষণে বক্ষ্যমাণ সাতটী শ্লোক অবতারণা করিয়া অন্যদেবতার ভজন কর্ত্তব্য নহে, বলিতেছেন। অন্যদেবের ভজন কর্ম্ম-বিশেষের রূপান্তর বা কামনা-মিশ্রিত। অন্যদেবের কথা দূরে যাউক্, ব্রহ্মা ও শিব ভগবানের যে গুণাবতারদ্বয়, তাঁহারাও বিষ্ণুর ন্যায় সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম নহেন বলিয়া এবং কেবল-সত্ত্বগুণমাত্রের উপকারক নহেন বলিয়া অথচ তদ্বিপরীত রজস্তমোগুণের পোষ্টা বলিয়া মঙ্গলপ্রার্থিগণের সেই দেবদ্বয়েরও উপাসনা করা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে দুইটী শ্লোক পরমাত্মসন্দর্ভে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"প্রকৃতির তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। একই পরম পুরুষ যথাক্রমে তত্তদ্গুণযুক্ত হইয়া স্থিতি, জন্ম ও প্রলয়ের উদ্দেশে 'হরি', 'ব্রহ্মা' ও 'হর' তিনটী সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলেও সত্ত্বতনু ভগবান্ বিষ্ণুই মানবের সকল কল্যাণের আকর।"

"যেরূপ স্ববৃত্তিপ্রকাশপ্রবৃত্তিরহিত অর্থাৎ জড়ধর্ম্মময় কাষ্ঠ অপেক্ষা প্রবৃত্তিস্বভাব গতিবিশিষ্ট ধূম শ্রেষ্ঠ, এবং সেই ধূম অপেক্ষা বেদোক্ত কর্ম্মসাধনপর অগ্নি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তমোগুণ হইতে রজোগুণ শ্রেষ্ঠ এবং রজোগুণঅপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। এই সত্ত্বগুণসংযোগেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়।" 'সত্ত্বতনু' শব্দে সত্ত্বাধিষ্ঠানশক্তিবিশিষ্ট। 'ত্রয়ীময়' শব্দে ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্ সাম ও যজুঃ-লিখিত কর্ম্ম-প্রাগলভ্য, তৎফলে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গ-লাভ। উত্তমারণি, মধ্যমারণি ও অধমারণি-যোগে অগ্নি। অগ্নির সাহায্যে যাবতীয় যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। দারু তমঃ, ধূম রজঃ ও অগ্নি সত্ত্বস্থানীয়। ত্রয়ী-কথিত তিনটীর সংযোগে কর্ম্মস্থানীয় ব্রহ্মা। ত্রয়ী-কথিত কর্ম্ম যেরূপ অগ্নিতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, তদ্রূপ দারু ও ধূমে বর্ত্তমান নহে। সুতরাং পরব্রহ্ম ভগবান্ বিষ্ণুই সত্ত্বতনু জানা গেল। অন্যদেব পরিত্যাগ করিয়াও ভগবদ্ভক্তিতে সাধুগণের আচার নিম্নের শ্লোক অবতারণা করিয়া প্রমাণ করিতেছেন—

এই কারণে পুরাকালে মুনিগণ বিশুদ্ধসত্ত্ব অধোক্ষজ ভগানের ভজন করিতেন। এই সংসারে যাঁহারা তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া ভজন করেন, তাঁহারাও মোক্ষরূপ কল্যাণ লাভ করেন।

'অথ' শব্দে এই হেতুমূলে। 'অগ্রে' শব্দের অর্থ পুরাকালে। 'বিশুদ্ধ সত্ত্ব' শব্দে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমূর্ত্তি ভগবান্ এবং তাঁহার প্রাকৃত-সত্ত্বাতীতত্বের বিবরণ ভগবৎসন্দর্ভে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিবেন তাঁহারা এই সংসারে কল্যাণ লাভ করিবেন।

(১৮ক) কৃষ্ণদাসই জীবের স্বরূপ। শুদ্ধজীব চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রকৃতির অতীত রাজ্যে হৃষীকেশের সেবা করিয়া থাকেন। হরিবিমুখ জীব যেকালে ঈশ-ভজনে উদাসীন হন, তৎকালেই তিনি বিবর্ত্তবাদাশ্রিত হইয়া মায়িক সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহদ্বয়কে আত্মবোধ করেন। এই সময়ই তাহার কর্ম্মভূমিতে বিচরণ বা ফললাভৈষণা। দরিদ্র বদ্ধজীব ফলাকাঙ্ক্ষা-যুক্ত হইয়াই কর্ম্মের আবাহন করেন। কর্ম্মযজ্ঞের অধিপতিসূত্রে বিষ্ণুকে যজ্ঞাধিপতি জানিলেও তাঁহার বিষ্ণুসেবা ব্যতীত ইতর কামনা প্রবলা হয়। তখন ভজনীয় বস্তু কাম্যফলপ্রদাতা বিষ্ণুব্যতীত দেবতান্তর হইয়া পড়ে। বিষ্ণুপ্রীতি-কামনা বাহ্যানুষ্ঠানে কর্ত্তব্য স্থির হইলেও অন্তরে হৃদ্গতকাম অন্য দেবতার কল্পনা করায়, সুতরাং বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতার ভজন কর্ম্মেরই প্রকারভেদমাত্র। বিষ্ণুর উপাসনা তাহা নহে। বৈষ্ণবের সকাম কর্ম্মকাণ্ডের

আবাহন কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণদাস স্বরূপবিস্মৃতিফলে আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বিবর্ত্তবাদী জানিলে তাঁহার ভজনীয় বস্তুকেও গুণাধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে কল্পনা করিতে হয়।

(১৮খ) পরমাত্মসন্দর্ভ—১২।১৩ সংখ্যা। এই শ্লোকদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত সার (১৮গ) দেখুন।

(১৮গ) ব্রহ্মদর্শন সাক্ষাত্ ও অসাক্ষাত্-ভেদে দুই প্রকার। অগ্নিস্থানীয় সত্ত্বে সাক্ষাৎ দর্শন। নিরগ্নিক সমিধ্ ও অগ্নিসংযুক্ত ধূমে অসাক্ষাৎ দর্শন। বিষ্ণুদর্শনে সত্ত্বগুণের প্রকাশে শান্ত স্বচ্ছ স্বভাবকত্ব সাক্ষাত্। অপর গুণাবতারদ্বয়ে অসাক্ষাত্ সিদ্ধ। ব্রহ্মা ও শিবরূপদ্বয় বিষ্ণুরই বিভিন্ন রূপ। কিন্তু বিষ্ণু স্বয়ং ঐ রূপদ্বয় হইতে পৃথক্ হইয়া নিত্যকাল অবস্থিত। বিষ্ণুসূর্য্যের সূর্য্যকান্তমণিস্থানীয় ব্রহ্মার প্রকাশে বিষ্ণুরই কিঞ্চিৎ প্রকাশ। বিষ্ণুদুগ্ধের দধিস্থানীয় শিবের প্রকাশ বৈকারিক প্রকাশ। বিষ্ণুদীপের দশান্তররূপ অপরদীপস্থানীয় বিষ্ণুর অবতারগণ তাঁহারই পূর্ণপ্রকাশ।

ব্রহ্মতত্ত্ব:—"ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ, স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

শিবতত্ত্ব:—"ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ, সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

বিষ্ণুতত্ত্ব:—"দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য, দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(১৮ ঘ) ভগবৎসন্দর্ভ—১১৭ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সারঃ—শক্তিমান্ ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরূপে শ্রী, পুষ্টি, বাক্, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, জয়া এই অষ্ট শক্তি জাগতী ও ভাগবতী-ভেদে দুই প্রকার। বিদ্যা ও অবিদ্যা-শক্তি অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগতে দুই প্রকার বৃত্তিতে অবস্থিত। সন্ধিনী শক্তি যোগমায়া। সম্বিৎই শুদ্ধসত্ত্ব জানিতে হইবে। বাহ্য বস্তুর ভোক্তা ভগবৎসেবা হইতে বহুদূরে অবস্থিত। অপ্রাকৃত রাজ্যে অন্তরঙ্গা মহাশক্তি তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ সচ্চিদানন্দ ভগবানে অবস্থিত। সর্ব্বশক্তিমান্ নির্গুণ বলিয়া তাহাতে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মিশ্রভাব অবস্থান করিতে পারে না। সম্বিৎ বিদ্যাশক্তি, সন্ধিনী বিস্তার শক্তি, এবং হ্লাদিনী আহ্লাদিনী শক্তি। ভগবানে এই শক্তিত্রয় সর্ব্বদা অবস্থিত। জীব তটস্থা শক্তি বলিয়া তাহাতে অণু সচ্চিদানন্দ-বৃত্তি পূর্ণভাবে প্রবল হইতে না পারিয়া গুণত্রয় দ্বারা আচ্ছাদন-যোগ্য। সাত্ত্বিকী মন-প্রসাদোত্থা হ্লাদিনী। বিষয়-বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাই তাপকরী তামসী। তদুভয়ের সংযোগে বিষয়জনিত রাজসী। ভগবান্ ত্রিগুণাতীত। জীব ভগবদ্বিমুখ হইলে গুণত্রয়াভিভূত হন। সর্ব্বজ্ঞসূক্তিতে কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ, তিনি সর্ব্বদা হ্লাদিনী ও সম্বিৎসমন্বিত বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্ট এবং জীব ভগবানের অবিদ্যাশক্তিসংযুক্ত হইয়া ক্লেশে মগ্ন হইবার যোগ্য। যে শক্তি দ্বারা সত্তা ধৃত হয় তাহাই সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রকরী সন্ধিনী, যে শক্তিদ্বারা উপলব্ধি ঘটে, তাহাই সম্বিৎ, যে শক্তিদ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষক্রমে আনন্দের ধারণা হয়, তাহাই হ্লাদিনী জানিতে হইবে। সেই মূলশক্তির তিন প্রকারে অবস্থিতি সিদ্ধ হইলে স্বপ্রকাশতা-লক্ষণ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা স্বয়ং স্বরূপ বা স্বরূপশক্তি আবির্ভূত হন। তাহাই বিশুদ্ধ সত্ত্ব। মায়াকর্ত্তৃক স্পর্শাভাব-হেতু ইহার বিশুদ্ধসত্ত্বত্ব। বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সত্ত্বময়লীলাধিষ্ঠাতৃ-মূর্ত্তিময় বিষ্ণুকেই ভজনকুশলগণ সেবা করেন। তাহারা ব্রহ্মা ও রুদ্রের সেবা করেন না। স্বরূপভূত প্রকাশশক্তিই ধাম। প্রাকৃত সত্ত্বগুণ দ্বারা যে ভগবদনুভব হয় তাদৃশ অনুভব অনুমান মাত্র, কখনই সাক্ষাৎকার নহে। 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' বলিতে জাড্যাংশরহিত শুদ্ধসত্ত্বই কথিত হয়॥ ১৮॥

নম্বন্যান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্ভজন্তো দৃশ্যন্তে, সত্যং, যতস্তে সকামাঃ (১৯ক), কিন্তু মুমুক্ষবোঽপ্যন্যান্ন ভজন্তে (১৯খ) কিমুত তদ্ভক্ত্যেক-পুরুষার্থা ইত্যাহ (ভা ১।২।২৬)—

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥ ১৯॥

ভূতপতীনিতি পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণম্। অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ॥ ১৯॥

সত্যবটে, কাহাকে কাহাকে রুদ্রাদি দেবতাকেও ভজন করিতে দেখা যায়, যেহেতু তাদৃশ ভজনকারিগণ সকাম উপাসক; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিই যাঁহাদের একমাত্র পুরুষার্থ, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, যাঁহারা কেবল মুক্তিকামী, তাঁহারাও অন্য দেবের ভজন করেন না। এই জন্যই বলিতেছেন—অন্যদেবনিন্দারূপ অসূয়া এবং মূর্ত্তিমান্ প্রচণ্ডস্বরূপ ভূতপতি-পিতৃ-প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণের পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষপ্রার্থিগণ নারায়ণেরই বিভিন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তিসমূহের ভজন করেন। 'ভূতপতিসমূহ'-শব্দে পিতৃগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবতাও উপলক্ষিত হন। 'অনসূয়ু'-শব্দে অন্যদেবতার নিন্দাবিহীন॥ ১৯॥

(১৯ক) সাত্বত পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মকামী ব্যক্তি সূর্য্যের উপাসক, অর্থকামী ব্যক্তি গণেশের উপাসক, কামকামী ব্যক্তি মায়াশক্তির উপাসক, মোক্ষকামী ব্যক্তি শিবের উপাসক এবং কামরহিত ব্যক্তি কামদেব বিষ্ণুর উপাসক। বিষ্ণুর অপরাপর কামময়ী মূর্ত্তি বিষ্ণুভক্তিরহিত কামোপজীবিগণের আরাধ্য। বদ্ধজীব বিষ্ণুকামরহিত হইয়া ইতরকামে কামুক হওয়ায় বিষ্ণুব্যতীত নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপ্রপত্তিক্রমে তাঁহাদের ইতর কামবাসনা বা ভোগপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়। সংসারে হরিবিমুখ হইয়া চতুর্ব্বর্গকামী বদ্ধজীবসমূহ সেবার ছলনায় অবৈধভাবে ভোগ্যজ্ঞানে বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতার দাস্যের নামে তাঁহাদের উপর প্রভুত্বে যত্নপর। তাহাতেই তাহাদের সংসার-ক্লেশ।

(১৯ খ) শিবভক্ত মুমুক্ষুগণ অনর্থের মধ্যে অবস্থানকালে মোক্ষকামনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা জড় গুণসম্বন্ধিবিচারে অবস্থিত হইয়া যে মুক্তির কল্পনা করেন, তাহা অনর্থমুক্ত মুক্তির স্বরূপ নহে। অনর্থমুক্ত জীব পূর্ব্বোক্ত মুক্তির কাল্পনিক ধারণা হইতে মুক্ত হইলে শিবাদি দেবতার কামযুক্ত ভজন পরিহার করেন। নিত্য চিদানন্দময় কামদেব বিষ্ণুর চরণে প্রপত্তিলাভ করিলেই জীবের বিকৃতবাসনা ধ্বংস হইয়া আত্মস্বরূপবৃত্তি হরিসেবা উদিত হয়। মুমুক্ষু বিষ্ণুভক্ত উপায়-উপেয়ের অর্থাৎ সাধ্য-সাধনের সমতা দর্শন করায় অনিত্য কালগত দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ।

শ্রীচরিতামৃতে—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥" ১৯॥

নমু কামলাভোঽপি লক্ষ্মীপতিভজনে ভবত্যেব তর্হি কথমন্যাংস্তে ভজন্তে, তত্রাহ (ভা ১।২।২৭)—

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূত-প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥ ২০॥

রজস্তমঃপ্রকৃতিত্বেনৈব পিত্রাদিভিঃ সমং শীলং যেষাম্ (২০ ক)। সমশীলত্বাদেব তদ্ভজনে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ॥ ২০॥

নারায়ণের ভজনেই যদি কামলাভ হয়, তাহা হইলে কি কারণে অন্যদেবের ভজন অনুষ্ঠিত হয়, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—

রূপ, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি-কামিগণ তাহাদের রজস্তমঃ-স্বভাবহেতু নিজ প্রকৃতির অনুরূপ জানিয়া পিতৃগণের, ভূতগণের ও প্রজাপতিগণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

রাজসিক ও তামসিক-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট বলিয়া যাহাদের পিত্রাদি দেবতার সহিত সমান স্বভাব, তাহাদের তত্ত ন্য স্বভাব বলিয়াই তাদৃশ-দেবতা-ভজনে প্রবৃত্তি ॥ ২০ ॥

(২০ক) সত্ত্বপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সত্ত্বতনু ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন করেন। রজস্তমঃ বা মিশ্রসত্ত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গুণময়ী প্রকৃতির অনুকূলে গুণাধিষ্ঠাতৃদেবগণকে স্বজাতীয়াশয়ের আশ্রয় জানেন। সাত্বত-সংহিতা বলেন, সত্ত্বরজোমিশ্রগুণযুক্ত ব্যক্তি সূর্য্যের, সত্ত্বতমোগুণমিশ্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি গণেশের, রজস্তমঃস্বভাবসম্পন্ন জন মায়াশক্তির, এবং তমঃস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি রুদ্রের আশ্রয়ে মায়াবাদ আবাহন করেন। নির্ব্বিশেষবাদী গুণত্রয়-সাম্যাবস্থা লাভ করিয়া আপনাকে তটস্থ ব্রহ্মজ্ঞ মনে করেন। বিশুদ্ধসত্ত্বগুণময় ব্যক্তি অনর্থমুক্ত নিশ্মল নিগুণতার আশ্রয়ে কামদেব কৃষ্ণের গান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা বিষ্ণুপ্রীতিকামনা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন, তাঁহাদিগের ভূতপূজা হইয়া যায়। তাদৃশ পূজকগণ ভূতাদি দেবগণের সহিত সমস্বভাববিশিষ্ট। যাঁহাদিগের পিতৃবর্গকে প্রাকৃতস্থূলশরীর-কারণরূপী জনক বলিয়া ধারণা হয়, যাঁহারা জীবস্বরূপের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া নিত্যধর্ম্ম হরিসেবা পরিহারপূর্ব্বক প্রত্যক্ষজ্ঞানের একমাত্র পক্ষপাতী হন এবং যাঁহারা অক্ষজপ্রতীতির ভোক্তৃস্বরূপে কর্ম্মফল ভোগ করেন, তাঁহারাই পিতৃলোকের স্বতন্ত্র-ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুপ্রসাদদ্বারা পিতৃবর্গের বা অপরাপর দেবতার পূজা করেন। শ্রীনারায়ণের পূজা হইলে তাহাতেই সকল পিতৃ ও দেবগণেরই পূজা হইয়া যায় এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের পুত্র তাঁহার পিতাকে বিষ্ণুপ্রসাদাদি শ্রদ্ধার সহিত দিতে পারেন। কোন দেবভক্ত বিষ্ণুপ্রসাদ স্বীয় প্রিয়দেবতাকে দিতে পারেন, কিন্তু পিতৃবর্গ ও দেববর্গকে বিষ্ণুব্যতীত স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান মনে করিলে পূজকের প্রাকৃত অভিমানই প্রবল আছে জানিতে হইবে ॥ ২০ ॥

অতো বাসুদেব এব ভজনীয় ইত্যুক্তম্। সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যঞ্চ তত্রৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্ (ভা ১।২।২৮-২৯)

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরো যোগো বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ২১ ॥

টীকা চ—"বাসুদেবঃ পরস্তাৎপর্য্যগোচরো যেষাং তে। নন্বু বেদা মখপরা দৃশ্যন্তে ইত্যাশঙ্ক্য তেঽপি তদারাধনার্থত্বাৎ তৎপরা এবেত্যুক্তম্। যোগা যোগশাস্ত্রাণি। তেষামপ্যাসন-প্রাণায়ামাদি-ক্রিয়াপরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বাৎ তৎপরত্বমুক্তম্। জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রম্। নন্বু তজ্জ্ঞানং পরমেবেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্যাপি তৎপরত্বমুক্তম্। তপোঽত্র জ্ঞানম্। ধর্ম্মো ধর্ম্মশাস্ত্রং দানব্রতাদিবিষয়ম্। নন্বু তৎ স্বর্গাদি-পরমিত্যাশঙ্ক্য তস্যাপি তদধীনত্বাৎ তৎপরত্বম্। গম্যতে ইতি গতিঃ স্বর্গাদিফলং, সাপি তদানন্দাংশপ্রকাশ-রূপত্বাৎ তৎপরৈবেত্যুক্তম্। যদ্বা বেদা ইত্যনেনৈব তন্মূলত্বাৎ সর্ব্বাণি অপি বাসুদেবপরাণীত্যুক্তম্। নন্বু তেষাং মখযোগক্রিয়াদিনানার্থপরত্বান্ন তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদীনামপি তৎপরত্বমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্" ইত্যেষা। অত্র যোগাদীনাং কথঞ্চিদ্ভক্তিসচিবত্বেনৈব তৎপরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২১ ॥

সেই জন্য বাসুদেবই একমাত্র ভজনীয়, ইহাই কথিত হইল। সর্ব্বশাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য্য। তৎকথনোদ্দেশে দুইটী শ্লোকের অবতারণা।

সকল বেদ বাসুদেবেরই উদ্দেশে রচিত, সকল যজ্ঞ বাসুদেবেরই উদ্দেশে বিহিত। সকল যোগ বাসুদেবতাৎপর্য্যময়, এবং সকল ক্রিয়া বাসুদেবেই প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্র বাসুদেবেরই সেবাতাৎপর্য্যময়। বাসুদেবই সমস্ত তপস্যার উদ্দেশ্য। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বাসুদেবকেই উদ্দেশ করে এবং সমস্ত ফলভোগ বাসুদেবেই প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীস্বামিটীকা—"'বাসুদেবপর' অর্থাৎ বাসুদেবই যাঁহাদিগের প্রতিপাদ্য পরম বিষয়। বেদসমূহকে বাহ্যতঃ যজ্ঞোপদেষ্টা দেখিয়া আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই, সেই বেদসমূহও ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনাকেই উদ্দেশ করে বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'যোগ'-শব্দে যোগশাস্ত্রসমূহ। যোগশাস্ত্রসমূহে বাহ্যতঃ আসন-প্রাণায়ামাদি ক্রিয়ার বাহুল্য দেখিয়া আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই,—তাদৃশ ক্রিয়াগুলিও ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া বাসুদেবকেই উদ্দেশ করে, উক্ত হইয়াছে। 'জ্ঞান'-শব্দে জ্ঞানশাস্ত্র। বাহ্যতঃ সেই জ্ঞানশাস্ত্রে নির্ব্বেদব্রহ্মানুসন্ধানই উদ্দেশ্য দেখিয়া আশঙ্কা করিতে হইবে না, প্রকৃতপক্ষে সেই জ্ঞান সেব্য-বাসুদেবসেবাকেই উদ্দেশ করে বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'তপ'-শব্দে জ্ঞান উদ্দিষ্ট। 'ধর্ম্ম'-শব্দে দান-ব্রতাদি-বিষয়ক ধর্ম্মশাস্ত্র। তাহা স্বর্গাদিকে উদ্দেশ করে, এরূপ আশঙ্কা করিয়া যদি বলা যায়—স্বর্গাদির আশ্রয় বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র স্বর্গাদিকেই উদ্দেশ করে, কেন না, যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গতি অর্থাৎ স্বর্গাদি-লাভই ধর্ম্মের ফল; তদুত্তরে তাদৃশী গতি অর্থাৎ স্বর্গাদি-প্রাপ্তিও তাঁহার আনন্দাংশপ্রকাশরূপ বলিয়া বাসুদেবকেই উদ্দেশ করে, কথিত হইয়াছে। অথবা 'বেদসমূহ' এই বাক্যের দ্বারা বেদসমূহেরই বাসুদেব মূলস্বরূপ বলিয়া সকল কর্ম্মই বাসুদেবকে উদ্দেশ করে, এরূপ বলা হইয়াছে। সেই বেদাদিশাস্ত্রের যজ্ঞযোগানুষ্ঠানাদি নানাফল উদ্দেশ্য জানিয়া সেইগুলি একান্তভাবে বাসুদেবকে উদ্দেশ করে না, এরূপ আশঙ্কার নিরসন জন্য দেখিতে হইবে যে, যজ্ঞাদিরও বাসুদেবপরত্ব কথিত হইয়াছে।" ইহাই স্বামিপাদের টীকা। এস্থলে যোগাদি কতকটা ভক্তির সহায়স্বরূপ বলিয়াই তাহাদের প্রধান তাৎপর্য্য বাসুদেবই, ইহা দেখিতে হইবে॥ ২১॥

তদেবং দ্বাবিংশত্যা তদ্ভজনস্যৈবাভিধেয়ত্বং (২২ক) দর্শয়িত্বা পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়মেব স্থাপয়তি (ভা ১।২।২৯)— স এবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌ গুণময্যাঽগুণো বিভুঃ॥ ইত্যাদি (২২খ)॥ ২২॥

টীকা চ—"নন্বু জগৎসর্গপ্রবেশনিয়মনাদিলীলাযুক্তে বস্তুনি সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো দৃশ্যতে, কথং বাসুদেবপরত্বং সর্ব্বস্য? তত্রাহ 'স এব' ইতি চতুর্ভিঃ" (২২গ) ইত্যেষা। ইদং মহদাদি বিরিঞ্চিপর্য্যন্তম্। এবং প্রবেশাদিকাপি উত্তরশ্লোকেষু দ্রষ্টব্যা। ১।২।৩০-৩৩॥ শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকম্॥ ২২॥

এই প্রকারে বাইশটী শ্লোকদ্বারা ভগবদ্ভজনকেই অভিধেয় দেখাইয়া পূর্ব্বকথিত সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ই স্থাপন করিতেছেন—সেই নির্গুণ বিভু ভগবান্ প্রথমে কার্য্যকারণরূপিণী গুণময়ী নিজমায়াদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

শ্রীস্বামিটীকা—"জগতের সৃষ্টি, তাহাতে প্রবেশ, স্থিতি ও বিধানাদি-লীলাময় বস্তুতেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দেখা যায়, তাহা হইলে সকল শাস্ত্রের বাসুদেবপরত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হইল, তাহা বলিতে গিয়া 'স এব' হইতে 'ভূতেষু তদ্গুণান্' পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিটী শ্লোক বলিলেন।" ইহাই স্বামিপাদের টীকা। 'ইদং'-শব্দে মহত্তত্ত্বপ্রমুখ বিরিঞ্চিপর্য্যন্ত। এই প্রকার জগতে ভগবানের অনুপ্রবেশাদি 'তয়া বিলসিতেষু' হইতে 'দেব তির্য্যঙ্-নরাদিষু' পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে দেখিতে হইবে।১।২।৩০-৩৩॥ শ্রীসূত শৌনককে এই সকল কথা বলিলেন॥ ২২॥

(২২ক) "স বৈ পুংসাং" শ্লোক অর্থাৎ ৩য় শ্লোক হইতে "বাসুদেবপরা গতিঃ" পর্য্যন্ত উদ্ধৃত ২২টী শ্লোকদ্বারা ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্ম-জ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত ব্রত-তপস্যা-যোগাদি ভগবৎসম্বন্ধীয় অভিধেয় হইতে পারে

না। ভক্তিব্যতীত অপর অভিধেয়দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ অনুভব বা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। জীবের স্বরূপে কৃষ্ণদাস্ত ব্যতীত অন্যপ্রকার নিত্য বৃত্তি নাই। তাহাই অভিধেয় হওয়ায় ভক্তিস্বরূপের সহিতই কৃষ্ণের সম্বন্ধ।

(২২খ) ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মব্যতীত অন্য কোন বস্তু জগতের কারণ নহে। সেই পরমাত্মার মায়া তাঁহার শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি করিতে সমর্থা। মায়াবাদিগণ বলেন, প্রকৃতি হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন প্রকৃতিবাদী বৌদ্ধগণ দৃশ্যজগৎকে প্রাকৃত বলিবার পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক বা নিঃশক্তিক ব্রহ্মে বিলীন মনে করেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিশেষত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ত্রিবিধ বিভাগে অদ্বয়-জ্ঞান বিভক্ত হইয়া পড়ে; এজন্য বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় ব্যতীত মায়াবাদীর নিকট সৃষ্টির অন্যকারণ প্রতিভাত হয় না। প্রকৃতিকে ব্রহ্মবাদিগণ 'অজাগলস্তন' বলিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। পরন্তু শক্তিমান্ হইতেই ব্রহ্মেতর শক্তির শক্তিলাভের একমাত্র কারণ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। সেই উপাদান-কারণ ভগবানের ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে প্রকৃতিতে ন্যস্ত হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্মবিদ্গণ উদাহরণস্থলে বলিয়াছেন—"লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে কয়য়ে জারণ।" সেইরূপ প্রকৃতি শক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃতির উপাদান-কারকত্বের স্বকীয় স্বতন্ত্রতা নাই। প্রকৃতি-পুরুষ-যোগ বা উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি।

ব্রহ্মসূত্রের ষষ্ঠপাদের শেষ ভাগে যে উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ আলোচিত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মবাদের বিরোধী বা স্বতন্ত্র শক্তিবাদ-নিরসনোদ্দেশেই লিখিত। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ পর পর ব্যূহ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যাঁহারা বলিয়াছেন, সেই মতবাদীদিগকে নিরাস করিবার জন্যই উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ লিখিত হইয়াছে। সেই ভ্রান্তমতবাদিগণ মনে করেন, পঞ্চরাত্রে বাসুদেব হইতে যে সঙ্কর্ষণ উদ্ভূত হন, তিনি জীবতত্ত্ব। সেই জীবতত্ত্ব সঙ্কর্ষণ হইতে মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন উদ্ভূত হইয়াছেন। মনস্তত্ত্ব প্রদ্যুম্ন হইতে অহঙ্কার-তত্ত্ব অনিরুদ্ধ সৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ একটী অপরের সৃষ্ট নহে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন :—

"আদ্যন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

পুরুষাবতারগণ সঙ্কর্ষণবৈভব হইতে নিত্যকাল প্রকটমান। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনি জীবতত্ত্বের মূল-কারণ সেব্য মহাবিষ্ণু। তিনি স্বয়ং জীব নহেন। জীবের স্বরূপে জড়ত্বের পরিবর্ত্তে অণুচেতনধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় ভগবানের তটস্থ-শক্তি জীব, তাঁহার কালের অধীন সৃষ্ট বস্তুমাত্র নহেন। চেতন বস্তু নিত্যসিদ্ধ, স্বতঃ-প্রকাশবিশিষ্ট। মন ও অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়গুলি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর সহিত একবস্তু নহেন। দীপ হইতে যেরূপ অন্য দীপ প্রজ্বালিত হয় এবং পরবর্ত্তি-দীপে পূর্ব্ব দীপের ন্যায় সমান ধর্ম্মের অবস্থান, সেইরূপ চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরসমুদ্রত্রয়ে অবস্থিত ভগবদ্ব্যূহগণের পুরুষাবতারসকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব। উৎপত্তিযোগ্যতা তাঁহাদের প্রতি আরোপ করা যায় না। এই বিষ্ণুব্যূহচতুষ্টয় জানিতে পারিলেই জীব সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয় অবগত হইয়া প্রকৃতি-ভোগ হইতে মুক্ত হন।

(১২ গ) ভা—১।২।৩০-৩৪ তন্মধ্যে "স এব" শ্লোকবাদে অপর চারিটী—

"তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব। অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥
যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু। নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥
অসৌ গুণময়ৈর্ভাবৈর্ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ। স্বনির্ম্মিতেষু নির্ব্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্॥
ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ-লোকভাবনঃ। লীলাবতারানুরতো দেবতির্য্যঙ্‌নরাদিষু॥

শ্রীভাগবতাবির্ভাব-কারণে শ্রীনারদ-ব্যাস-সংবাদেঽপি (ভা ১।৫।১২)—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥" ২৩॥

ইত্যাদাহৃতম্। টীকা চ—"নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম (২৩ক) তদেকাকারত্বা ন্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যম্। অজ্যতে অনেনেত্যঞ্জন-মুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনমেবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যক্ অপরোক্ষায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ, তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতঞ্চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে? বহির্ম্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ" ইত্যেষা॥ ২৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতাবির্ভাব-কারণ-বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীনারদব্যাসসংবাদেও এরূপ উদাহৃত হইয়াছে—

"যখন উপাধিরহিত নির্ম্মল জ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে অপবর্গসাধনে অসমর্থ হয়, তখন ফলকালে ও সাধন-কালে উভয়ত্র দুঃখরূপ কর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্মও যদি সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবে সমর্পিত না হয়, তাহা হইলে উহা যে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?"

স্বামিটীকা—"একাকার বলিয়া নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম। যাহাদ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা অঞ্জন বা উপাধি, তাহার নিবর্ত্তক নিরঞ্জন। এই প্রকার নিরুপাধিক জ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে অনাবশ্যক বলিয়া কিছুমাত্র শোভা পায় না অর্থাৎ সম্যগ্রূপে মুক্তির কারণ হয় না। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞানকে পরোক্ষ এবং পরোক্ষের অতীত (সাক্ষাৎ) জ্ঞানকে অপরোক্ষ বলা হয়। অপরোক্ষজ্ঞানে জড়ীয় উপাধি বা জড়ীয় নিরুপাধি উভয়েরই অভাব থাকে, উহা অবিমিশ্র চিন্ময় সাক্ষাৎপ্রতীতিমূল। শশ্বৎ অর্থাৎ সাধনকালে উভয়ত্র অভদ্র বা দুঃখরূপ যে কাম্য কর্ম্ম এবং যাহা অকারণ অর্থাৎ অকাম্য বা নিষ্কাম কর্ম্ম তাহাও 'চ'-কারে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তবে উহার সফলতা কোথায়? কেননা তাদৃশ কর্ম্ম কৃষ্ণোন্মুখ-কর্ম্ম নহে বলিয়া সত্ত্বশুদ্ধির অভাবহেতু তাহাতে বহির্ম্মুখতা বর্ত্তমান।"

(২৩ক) কর্ম্ম অনাদি হইলেও বিনাশী। ব্রহ্ম অনাদি ও অবিনাশী, তজ্জন্য ব্রহ্ম কর্ম্মমাত্র নহেন, তিনি 'নিষ্কর্ম্ম'-শব্দবাচ্য। ফলভোগিকর্ম্মিগণ ঈশ্বরের অন্ত আছে নির্ণয় করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। যখন তাঁহারা অন্তরূপ ফললাভ করেন, তখন তাঁহারাই কর্ম্মের ঈশ্বরত্বে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কর্ম্মাবসানে কর্ম্মী নিষ্কর্ম্ম হন অর্থাৎ তাঁহার ফলভোগ-পিপাসা লক্ষিত হয় না; ইহাই ফলভোগ হইতে বিরাগ। কর্ম্মের বিচিত্রতায় নানাপ্রকার আকার পরিদৃষ্ট হয়। কর্ম্ম-রাহিত্যে সেই সকল আকার থাকে না। জড়ীয় ভোগের আকারসমূহ নিরস্ত হইলে তথায় বস্তুভাব বিদূরিত হইয়া ঈশ্বরত্বই অবস্থান করে॥ ২৩॥

তদেবং জ্ঞানস্য ভক্তিসংসর্গং বিনা কর্ম্মণশ্চ তদুপপাদকত্বং বিনা ব্যর্থত্বং ব্যক্তম্। কিঞ্চ "জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ" (ভা ১।৫।১৫) ইত্যাদিকমুক্ত্বাহ (ভা ১।৫।১৭)—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ২৪॥

টীকা চ—"ইদানীন্তু নিত্যনৈমিত্তিকস্বধর্ম্মনিষ্ঠামপ্যনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেবোপদেষ্টব্যেত্যাশয়েনাহ ত্যক্ত্বেতি। নন্বু স্বধর্ম্মত্যাগেন ভজন্ ভক্তিপরিপাকেন যদি কৃতার্থো ভবেৎ তদা ন কাচিচ্চিন্তা যদি পুনঃ

অপক্ব এব ম্রিয়েত ততো ভ্রশ্যেদ্বা তদা তু স্বধর্ম্মত্যাগনিমিত্তোঽনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ, ততো ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিদ্ ভ্রশ্যেৎ ম্রিয়েত বা যদি তদাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারাৎ নানর্থাশঙ্কা অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ। বা শব্দঃ কটাক্ষে, যত্র ক্ব বা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিং নাভূদেবেত্যর্থঃ ভক্তিবাসনা-সদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলস্বধর্ম্মতঃ কো বার্থ আপ্তঃ প্রাপ্তঃ। অভজতামিতি "ষষ্ঠী তু সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া" ইত্যেষা (১ম-স্কন্ধঃ, ৫ম-অধ্যায়ঃ) শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্॥ ২৪ ॥

এইরূপে জ্ঞানের ভক্তিসংসর্গ এবং কর্ম্মের ভক্তি-আবাহনের সামর্থ্য ব্যতীত উভয়েরই অকর্ম্মণ্যতা প্রকটিত হইয়াছে।

"নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদিতে স্বভাবতঃ অনুরক্ত ব্যক্তির নিকটে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম রূপ ফলভোগ হইবে বলিয়া তুমি যে নিন্দ্য কাম্যকর্ম্মাদির উপদেশ দিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে বিশেষ অন্যায় হইয়াছে" ব্যাসের প্রতি গুরু শ্রীনারদকথিত ইত্যাদি বাক্যসমূহ কথনানন্তর আরও বলিতেছেন—

"নিত্যনৈমিত্তিক বর্ণাশ্রমাদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে যদি কেহ ভজনে পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় কি ? অর্থাৎ হয় না। আর স্বধর্ম্মে থাকিয়া তাদৃশ ধর্ম্মা-চরণ করিয়া যদি হরিভজন না হয় তাহা হইলেই বা তাহার কি লাভ ? অর্থাৎ কিছুই লাভ হয় না।"

শ্রীস্বামিটীকা—"এক্ষণে নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠা পর্য্যন্তও অনাদর করিয়া কেবল হরিভজনই উপদেশ করা কর্ত্তব্য —এই অভিপ্রায়ে 'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং' শ্লোকের অবতারণা। যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভজন করিতে করিতে ভক্তি পরিপাক-ক্রমে ফলোদয় হয়, তাহা হইলে ত' কোন চিন্তাই নাই, কিন্তু যদি পুনরায় অপক্কদশায়ই মৃত্যু বা বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে ত' নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ-জন্য অনর্থ হইবে, এই আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,—যদি ভজনে পারঙ্গত না হইয়া ভক্তি হইতে পতন হয়, অথবা যদি কোন প্রকারে বিচ্যুতি বা মৃত্যু ঘটে তাহা হইলেও ভক্তিরসপরায়ণ ব্যক্তির কর্ম্মে অনধিকার-হেতু অনর্থাশঙ্কা করিতে হইবে না। ভজন হইতে যদি পতন বা বিচ্যুতিও হয়, তবে তাহা অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন। 'বা'-শব্দ কটাক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে কোন অবস্থায় বা নীচ যোনিতেও জন্ম হউক না কেন, সেই ভক্তি-রসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি ? অর্থাৎ ভক্তিবাসনার বর্ত্তমানতা হেতু তাহার কোন অমঙ্গল নাই— ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু যাঁহারা আদৌ ভজনে প্রবৃত্ত হন নাই, অথচ কেবল স্বধর্ম্ম-পালনে ব্যস্ত, তাঁহারাই বা কি ফল লাভ করিলেন ? 'অভজতাং' এই ষষ্ঠীর পদ সম্বন্ধমাত্র-বিবক্ষা-হেতু জানিতে হইবে।" শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে এই কথা বলিয়াছিলেন॥ ২৪ ॥

তদেবং ভক্তিরেবাভিধেয়ং বস্তু ইত্যুক্তম্। তথৈব শ্রীশুকপরীক্ষিৎ-সংবাদোপক্রমেঽপি (ভা ২।১।২)—

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্॥ ইত্যাদি ॥ ২৫ ॥

গৃহেষ্বিত্যাদিকমুপলক্ষণং বহির্মুখানাম্। আত্মতত্ত্বং ভগবত্তত্ত্বং তথা নিগময়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৫ ॥

তাহা হইলে ভক্তিই অভিধেয় বস্তু, ইহা কথিত হইল। শ্রীশুকপরীক্ষিৎসংবাদারম্ভেও শুকদেব তাহাই বলিতেছেন—

"হে রাজশ্রেষ্ঠ ! গৃহাসক্ত গৃহগত পঞ্চসূনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভগবদ্ভক্তি এবং তদন্তর্গত জীবতত্ত্ব আলোচনা করেন না। 'আমরা কে ? আমাদের কর্ত্তব্য কি ? আমাদের গতি কি ? কিরূপে উদ্ধার পাইব ?' ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধানরহিত মানবগণের সহস্র সহস্র শ্রোতব্য বিষয় আছে।"

বহির্ম্মুখ গৃহব্রত সাংসারিকগণের উপলক্ষণে 'গৃহেষু' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ। পশ্চাৎ তাহাই নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া 'আত্মতত্ত্ব'-শব্দে ভগবত্তত্ত্ব উদ্দিষ্ট।

নিগময়তি (২।১।৫)

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ২৬ ॥

টীকা চ —"সর্ব্বাত্মেতি (২৬ক) শ্রেষ্ঠত্বমাহ, ভগবানিতি সৌন্দর্য্যম্ (২৬খ), ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বং (২৬গ), হরিরিতি বন্ধহারিত্বং (২৬ঘ), অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা" (২৬ঙ) ইত্যেষা। মোক্ষস্তু সর্ব্বক্লেশশান্তিপূর্ব্বক-ভগবৎপ্রাপ্তিরেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৬॥

এক্ষণে এরূপ নিশ্চয় করিতেছেন—অতএব হে ভরতকুলোদ্ভূত পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণেতর দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশজাত ভয়নিবারক সর্ব্বানন্দময় পুরুষার্থাভিলাষী ব্যক্তির পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির প্রথমে শ্রবণ, পরে কীর্ত্তন এবং শেষে স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীস্বামিটীকা—'সর্ব্বাত্মা'-শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, 'ভগবান্'-শব্দে সৌন্দর্য্যময়, 'ঈশ্বর'-শব্দে আশ্রয়ের আবশ্যকত্ব, 'হরি'-শব্দ বন্ধন-বিনাশিতা, এবং 'অভয়'-শব্দে মোক্ষ; তাহার অভিলাষী। 'মোক্ষ'-শব্দে সকল ক্লেশ উপশম করাইয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিকেই বুঝিতে হইবে ॥ ২৬॥

(২৬ক) 'সর্ব্বাত্মা'-শব্দে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'বিষ্ণুসহস্রনামে' 'সর্ব্ব'-শব্দে বিষ্ণু অভিহিত হইয়াছেন। "আত্মা ও পরমাত্মা"-শব্দে তিনি লক্ষিত হ'ন। যেখানে 'আত্মা'-শব্দে সর্ব্বাত্মা ভগবান্‌কে লক্ষ্য করা হয় না, তথায় অণুচিৎ জীবকে লক্ষ্য করিয়াই অসর্ব্বাত্মা বলা হয়। বিভুচিৎ ভগবান্ যাবতীয় অণুচিৎ জীবাত্মকুলের সর্ব্বাত্মা। ভগবান্ স্বয়ংবস্তু। জীবাত্মা তাঁহার তিন প্রকার শক্তির অন্যতম মাত্র। জীবাত্মার সহিত স্বরূপ-বিগ্রহের একত্ব-প্রয়াস ভক্তিবিরুদ্ধ অনাত্ম-ধর্ম্ম মাত্র। কৃষ্ণবপু ভগবৎস্বরূপভূত বস্তু। কৃষ্ণদাস জীবাত্মা অসর্ব্বাত্মা হওয়ায় সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণই জীবশ্রেষ্ঠ, এবং জীবও আশ্রয়জাতীয় শ্রেষ্ঠের বিভিন্নাংশ তত্ত্ব বলিয়া ভগবান্ সকল জীবেরই শ্রেষ্ঠ।

(২৬খ) 'ভগবৎ'-শব্দে 'সৌন্দর্য্য' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ স্বীয় সৌন্দর্য্যে ভক্তগণকে আকর্ষণ করেন। ভক্তগণের ভজন-সৌন্দর্য্যই ভগবান্‌কে আকৃষ্ট করে। সৌন্দর্য্যবিহীন বস্তুতে জীবের রুচি হয় না। সৌন্দর্য্য-দর্শনের অভাবেই জীবগণ অসুন্দর-বস্তুদর্শন-বিচারে অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়াই তথায় ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী সমৃদ্ধিকে জড় ভোগে আবদ্ধ করে এবং এই ছয় প্রকার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে বিস্মৃত হন। যে কালে তিনি এই ছয়টী সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ভগবানেই লক্ষ্য করেন, সেই সময়ে ভোগের অসৌন্দর্য্য তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হয়। ভগবানের সৌন্দর্য্য-দর্শনাভাবে জীবগণ মায়িক জগতে ষড়ৈশ্বর্য্যকে সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া ভ্রান্ত হন। ভগবৎসৌন্দর্য্য-দর্শনে জীবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলি সেবনোন্মুখ হইলে ভগবান্‌ই একমাত্র সুন্দর, এইরূপ নিত্য উপলব্ধি হয়।

(২৬গ) জীবের স্বরূপ-জ্ঞান হইলে তিনি নিজে দাস এবং ভগবান্ প্রভু—এই বুদ্ধি প্রবল হয়। হরিবিস্মৃতিফলে জীব স্বয়ং মায়িক বস্তুর ভোক্তা হইয়া আপনাকে বিবর্ত্তবাদী করিয়া তুলেন। যে কালে জীবের বিবর্ত্ত বিদূরিত হয়, তখনই তিনি আপনাকে বশ্য শক্তিতত্ত্ব বুঝিতে পারেন এবং শক্তিমানের আশ্রিত বলিয়া জানেন।

(২৬ঘ) হরি জীবের অবিদ্যাবৃত্তি হইতে মুক্তি দিতে সমর্থ। তিনি মুকুন্দ বলিয়া জীবের অবিদ্যাবাসনাক্রমে কর্ম্ম ও জ্ঞান-বন্ধ অপসারিত করিয়া নিজ-সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্তিবিহীন স্বরূপবিস্মৃত জীব—কেহ বা কর্ম্মালানে আবদ্ধ, কেহ বা ভোগরজ্জু হইতে মুক্ত হইয়াও স্বীয় স্বরূপবিস্মৃতিক্রমে বিবর্ত্তবাদাশ্রিত জ্ঞানী। এতদুভয়েই সেবাবিমুখ বদ্ধজীব।

(২৬ঙ) হরিবিমুখ হইলেই জীব দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভগবদ্বিমুখতারূপ ভীতির অধীন হন। অব্যভিচারিণী কেবলা ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকে নিত্য হরিসেবায় অধিষ্ঠিত করায়। শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে অনাত্ম-প্রতীতি-বশে ভীতির সঞ্চার হয়। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবেরই ভীতি, কৃষ্ণোন্মুখ মুক্ত-সেবকের অভয়-চরণ-সেবাই সম্পূর্ণ নিত্যমুক্তি। অসম্পূর্ণ মুক্তিতে হরিসেবা নাই। কর্ম্মফলভোগ ও ফলত্যাগ এই দ্বিবিধ ভুক্তি ও মুক্তি-বাঞ্ছা হইতে মুক্ত না হইলে জীব অভয়পদসেবারূপ ভক্তিতে অবস্থিত হন না। যেকালে ভগবান্‌কে অভয়পদ বলিয়া বোধ না হয়, তৎকালাবধি তাঁহাকে মায়িকভীতিপ্রদ বস্তুবিশেষ-জ্ঞানে জীবগণ প্রেষ্ঠবুদ্ধি করিতে অসমর্থ হন, যেহেতু সেকালে তাঁহাদের অধিষ্ঠানে তাঁহারা যে হরির প্রেষ্ঠ, একথা আদৌ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না ॥ ২৬ ॥

এতদনন্তরং বিরাড়্ধারণাং (২৭ ক) উক্ত্বা তদপবাদেনাপি পূর্ব্বোক্তাং তাং ভক্তিমেবাহ (ভা ২।১।৩৯)

স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব, আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত, নান্যত্র সজ্জেদ্‌যত আত্মপাতঃ ॥ ২৭ ॥

টীকা চ—“সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরনুভূতং সর্ব্বং যেন স এক এব সর্ব্বান্তরাত্মা। তমেব সত্যং ভজেত। অন্যত্রোপলক্ষণে ন সজ্জেত। যত আসঙ্গাদাত্মনঃ পাতঃ সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ—স্বপ্নজনানামীক্ষিতা যথেতি। স্বপ্নেঽপি কদাচিদ্বহূন্ দেহান্ প্রকল্প্য জীবস্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বং পশ্যতি তদ্বৎ। ঈশ্বরস্য তু বিদ্যাশক্তিত্বান্ন বন্ধঃ” ইত্যেষা। অত্র স্বধীবৃত্তিভিঃ পশ্যন্নেব সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরপি সর্ব্বং পশ্যতীত্যেব তথোক্তম্। “স ঐক্ষত” (ঐতরেয়ে ১।১) ইত্যত্র সর্ব্বধীবৃত্তিসৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি তচ্ছ্রবণাৎ। তথা স্বপ্নদেহানামীশ্বরকর্ত্তৃকত্বেঽপি জীবকর্ত্তৃকপ্রকল্পনকথনং তৎসঙ্কল্পদ্বারৈবেশ্বরঃ করোতীত্য-পেক্ষায়ামুক্তম্। যঃ সর্ব্বধীত্যনুক্তত্বাৎ সত্যং ভজেতেতি যোজয়িতব্যস্য কর্ত্তু্র্বিদ্যমানত্বাদয়মেবার্থঃ। স তথাভূতবিরাড়্ধারণাসিদ্ধো যোগী বিরাড়্গতাভিঃ সর্ব্বাভির্ধীবৃত্তিভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরনুভূতং সর্ব্বং বিরাড়্গতং যেন তথাভূতোঽপি সন্ তং সত্যমানন্দনিধিং বিরাড়ন্তর্যামিনং শ্রীনারায়ণমেব ভজেত। অন্যত্র বিরাড়্গতে কুত্রাপি ন সজ্জেত, যতঃ সজ্জনাদাত্মপাতঃ সংসার এব স্যাৎ। তস্য সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ—আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা জীবো যথা স্বপ্নগতানাং সর্ব্বেষাং জনানাং তদুপলক্ষিতানাং বস্তূনাঞ্চ য এক এব ঈক্ষিতা ভবতীতি তদ্বৎ। অত্র তমিত্যনেন “স ঐক্ষত” (ঐতরেয়ে ১।১), “স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” (শ্বেতাশ্বতরে ৬।৮) ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধপরানপেক্ষ-জ্ঞানাদিসিদ্ধেস্তথা “সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি” (ব্রহ্মসূত্রে ৩।২।১), “মায়ামাত্রং তু কার্ৎস্নেন অনভিব্যক্তস্বরূপাৎ” (ব্রহ্মসূত্রে ৩।২।৩) ইতি ন্যায়প্রাপ্তেন স্বপ্নস্যাপি কর্ত্তৃত্বেন জাগ্রদাদিময়-জগৎকর্ত্তৃত্বস্য পূর্ণত্বপ্রাপ্তের্বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্। সত্যাদিদ্বয়েন পরমপুরুষার্থত্বঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্ ।২৫-২৭। শ্রীশুকঃ ॥ ২৭ ॥

ইহার পর স্থূল বিরাট্‌মূর্ত্তির ধারণার কথা বর্ণন করিয়া তাহাও গর্হণ (নিন্দা) করিয়া পূর্ব্বকথিত সেই ভক্তির কথাই বলিতেছেন—

স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্রমিত্রসৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজসৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু জন্মের দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দনিধি বিরাট্ অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজনা করিবে। অন্যবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অঙ্গ ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসার-প্রবৃত্তি ঘটিবে।

শ্রীধরটীকা—"সকলের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহদ্বারা যিনি সমস্ত অনুভব করেন, তিনি একমাত্র হইয়াও সর্ব্বান্তরাত্মা। সেই সত্য-পুরুষকে ভজন করিবে। তদ্ব্যতীত অপর উপলক্ষণাক্রান্ত বস্তুতে আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাদৃশ আসক্তিবশে নিজের সংসার-লাভ ঘটে। এক হইয়াও তাঁহার তত্তদিন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সর্ব্বানুভূতির দৃষ্টান্ত, যেমন বহু স্বপ্নজনের ঈক্ষণকারী একজন অর্থাৎ কোন সময় স্বপ্নেও জীব যেমন বহু দেহ কল্পনা করিয়া তত্তদিন্দ্রিয়দ্বারা সকল বস্তু দর্শন করেন, তদ্রূপ। এই সর্ব্বদর্শনে বিরাট রূপী ঈশ্বরের বিদ্যাশক্তিপ্রভাবে জীবের ন্যায় অবিদ্যাবন্ধন ঘটে না।"

এ স্থলে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিসমূহদ্বারা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহদ্বারাও সকল বস্তুকে দর্শন করেন, ইহাই কথিত হইতেছে। "তিনি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন"—এই বচনে সকল বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টির পূর্ব্বেও তাঁহার অপ্রাকৃত দর্শনের অস্তিত্ব ছিল, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ বিদ্যমান। তদ্রূপ স্বপ্ন-দেহসমূহের ঈশ্বর-কর্ত্তৃকতা হইলেও জীবকর্ত্তৃক প্রকল্পিত, এরূপ বলা—তাহার (জীবের) সঙ্কল্পদ্বারাই ঈশ্বর করেন, এই উদ্দেশে উক্ত হইয়াছে। যিনি সকলবুদ্ধিসম্পন্ন, এইরূপ না বলায় 'সত্যবস্তুর ভজন কর', এই যোজয়িতব্য কর্ত্তার বিদ্যমানতাহেতু ইহাই অর্থ হইতেছে। তিনি তাদৃশ বিরাড় ধারণাসিদ্ধ যোগী। বিরাড়্গত সকল বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা সমস্ত বিরাড়্গত বস্তু অনুভব করিয়াও তিনি সেই সত্য আনন্দনিধি বিরাড়ন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণকেই ভজন করেন, অন্যান্য বিরাড়্গত বস্তুতে আসক্ত হন না, যেহেতু তাদৃশ আসক্ত হইলে আত্মার পতন হইয়া সংসারপ্রাপ্তি ঘটিবে। তাঁহার সর্ব্বানুভূতি-বিষয়ে উদাহরণ, যথা—

জীবাত্মা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনকারী জীব যেরূপ স্বপ্নগত সকল ব্যক্তির এবং তদুপলক্ষিত বস্তুসমূহের একমাত্র দ্রষ্টা, তদ্রূপ। এখানে 'তাঁহাকে' এই পদদ্বারা "তিনি দর্শন করিয়াছিলেন" এবং "স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া"—এই তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অপরের অপেক্ষারহিত জ্ঞানাদির সিদ্ধি হইতে এবং ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয়পাদের প্রথমসূত্রে "বেদে স্বাপ্নিকী সৃষ্টি ঈশ্বরকর্ত্তৃক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়" ও ঐ পাদের তৃতীয় সূত্রে "সর্ব্বতোভাবে অনভিব্যক্তিরূপত্বহেতু কেবল মায়াই উক্ত সৃষ্টির উপকরণ" এই দুইটী ন্যায়ানুসারে স্বপ্নেরও কর্ত্তৃত্বদ্বারা জাগ্রৎ প্রভৃতি বিশেষময় জগৎকর্ত্তৃত্বের পূর্ণত্বপ্রাপ্তির বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। 'সত্য' ও 'আনন্দনিধি' এই দুইটী পদদ্বারা পরম-পুরুষার্থও জানিতে হইবে। দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের এই ২৫, ২৬ ও ২৭-সংখ্যক শ্লোকত্রয় পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি॥ ২৭॥

(২৭ ক) স্বয়ংরূপ বস্তুর প্রকাশ শ্রীবলদেব হইতে মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিটী ব্যূহ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই চতুর্ব্যূহই মূল নারায়ণ। বাসুদেবপ্রভুর বিভুসঙ্কর্ষণ-রূপ কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরসমুদ্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রকাশবিশেষ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুত্রয়ের লীলাপ্রাকট্য। প্রদ্যুম্নের অবতার গর্ভবারিতে মহাবিষ্ণুই জগতে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত থাকিয়া এই বিরাট্ বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। গর্ভোদকশায়ী ভগবান্ অন্তর্য্যামী। তাঁহার বাহ্য অঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন বা ব্রহ্মাণ্ড। তিনি জগতের অঙ্গিরূপে তাঁহার বিরাট্ অঙ্গ নশ্বর জীবের নিকট ভূমা বা ব্যাপকরূপে অভিব্যক্ত করেন। মায়াবদ্ধ জীব ভোগপরতন্ত্র হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সুবৃহৎ বিরাট্ ভাব দর্শন করেন তাহা বদ্ধজীবোচিত। ঐ বস্তুতে নিত্যা ভক্তি বলিয়া কোন চেষ্টা হইতে পারে না—উহা বদ্ধজীবের নশ্বর বৃহৎপ্রতীতিমাত্র এবং প্রাপঞ্চিক ভোগময় দর্শনের অন্তর্গত। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী কারণার্ণবশায়ী ভগবানের

নিমিত্ত ঈক্ষণশক্তির সহবাসে এবং তাঁহারই উপাদান-শক্তিবলে জগতের প্রসূতিসূত্রে প্রাকৃত অভিব্যক্ত জগৎ কালের অন্তরালে প্রসব করেন এবং তাঁহারই শক্তিবলে লালনপালনাদি এবং সংহার প্রভৃতি কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া নির্গুণতা লাভ করেন। বিরাটের সগুণধারণারূপ বদ্ধজীবভোগ্য বৃহত্ত্ব বা পূজ্যত্বের নিত্যতা নাই। ইহা মায়িক দর্শনের তাৎকালিক দৃষ্টি মাত্র। ভগবদ্ভক্তি নিত্যা, তাহা নিত্যমুক্তজীবের একমাত্র সম্পত্তি ॥ ২৭ ॥

এতদনন্তরাধ্যায়েঽপি তথৈবাহ (২।২।১৪)—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্, বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং, ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ২৮ ॥

পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে যস্মাৎ। কুতঃ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি, ন তু দৃশ্যে চৈতন্যঘনত্বাৎ। ভক্তিযোগঃ—"কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং বসন্তম্। চতুর্ভুজং" (ভা ২।২।৮) ইত্যাদিনোক্তসাধনলক্ষণাভিনিবেশঃ। ক্রিয়াবসানে আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্। অনেন কর্ম্মাপি ভক্তিযোগপর্য্যন্তমিত্যুক্তম্॥ ২৮ ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় অধ্যায়েও সেই প্রকার বলিতেছেন,—যে কাল পর্য্যন্ত পরাবর, সাক্ষী বিশ্বেশ্বর ভগবানে প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ না হয়, তৎকালাবধি আবশ্যকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের পর যত্নপূর্ব্বক বিরাট্ পুরুষের স্থূলরূপ স্মরণ করিবে ॥ ২৮ ॥

'পরাবর'-শব্দে যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ, তিনি। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তিনি বিশ্বেশ্বর এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষী, সান্দ্রচৈতন্য বলিয়া দৃশ্য নহেন। "কোন কোন ব্যক্তি নিজ নিজ দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশে বাসকারী প্রাদেশমাত্র-পরিমিত পুরুষের চতুর্ভুজরূপ স্মরণ করেন" এই প্রকার বর্ণিত সাধনলক্ষণাভিনিবেশকে ভক্তিযোগ বলে। 'ক্রিয়াবসানে'-শব্দে আবশ্যকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানের পর। এতদ্দ্বারা কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ পর্য্যন্ত এইরূপ কথিত হইল॥ ২৮ ॥

অনন্তরং পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ, নচেৎ নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। তথৈব নিদিধ্যাসনমপি তেষাম্। তথা চ "স্থিরং সুখং চাসনম্ (ভা ২।২।১৫) ইত্যাদিনা", "যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং" (ভা ২।২।২২) ইত্যাদিনা চ, ক্রমেণ সদ্যোমুক্তি-ক্রমমুক্ত্যুপায়ৌ জ্ঞানযোগাবুক্ত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠত্বং ভক্তিযোগহেতু-ভগবদর্পিতকর্ম্মণোঽপ্যুক্ত্বা সাক্ষাদ্ভক্তিযোগস্য তু কৈমুত্যং এবানীতম্। যথা (ভা ২।২।৩৩)—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

টীকা চ—"সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাস্তপোযোগাদয়ঃ, সমীচীনস্ত্বয়মেবেত্যাহ ন হীতি। যতোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ, অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেব।" ইত্যেষা। যচ্ছব্দেনাত্র ভগবৎসন্তোষার্থকং কর্ম্মোচ্যতে, "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" (ভা ১।২।৬) ইত্যুক্তেঃ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর পূর্ব্বের ন্যায় মহতের বিশেষ কৃপায় যদি অপ্রাকৃত দৃষ্টি লাভ হয়, তাহা হইলে ভগবানের বিশেষ উপলব্ধি ঘটিবে, নতুবা তিনি নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অনুভব দ্বারা তাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবেন। তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানিগণের নিদিধ্যাসনও ঐরূপ। অনন্তর—"যোগীপুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া যে কোন সময়ে সুখকর

আসনে অবস্থিত হইয়া প্রাণায়াম করিবেন" এই শ্লোকে এবং "যদি পরমেষ্ঠিব্রহ্মার পদবী, সিদ্ধগণের ক্রীড়াস্থলী বা **অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যলাভের অভিলাষ হয়,** তাহা হইলে মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সঙ্গেই তত্তল্লোক-**ভোগের জন্য গমন করিবে"** এই শ্লোকে যথাক্রমে সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তির উপায় জ্ঞানযোগদ্বয় বর্ণন করিয়া তদপেক্ষাও **ভক্তিযোগের কারণ** ভগবদর্পিত কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বলিয়া তদপেক্ষা সাক্ষাদ্ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা যে নিঃসন্দেহ, তাহাই এক্ষণে **নিরূপিত করিলেন।** যথা—

এই সংসারে প্রবেশকারিজনের অপবর্গের নানা পথ থাকিলেও ভগবানের সন্তোষমূলক কর্ম্মাপেক্ষা মঙ্গলময় **পথ** আর নাই, যেহেতু ইহা হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমোদয় হয় ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা—"সংসারে বিচরণশীল পুরুষের তপস্যা যোগ প্রভৃতি অনেক মুক্তিমার্গ আছে। কিন্তু ভগবৎসন্তোষ-**মূলক ভক্তিযোগই সমীচীন,** তজ্জন্য "ন হি" শ্লোকের উক্তি। যতঃ অর্থাৎ যে অনুষ্ঠান হইতে ভক্তিযোগ হয়, তদ্ব্যতীত **সুখজনক নির্ব্বিঘ্ন অন্য পথ নাই।"** 'যৎ' শব্দে এখানে ভগবৎসন্তোষার্থক কর্ম্ম উদ্দিষ্ট হইয়াছে, কেননা, "যাহা হইতে **অধোক্ষজে ভক্তি হয়,** তাহাই মানবের পরমধর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকে উহা উক্ত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

স হি ভক্তিযোগঃ সর্ব্ববেদসিদ্ধ ইত্যাহ (২।২।৩৪)—

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা। কূটস্থো নির্ব্বিকার একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। ত্রিস্ত্রীন্ বারান্ (৩০ ক) কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন। ব্রহ্ম বেদমন্বীক্ষ্য বিচার্য্য। যত আত্মনি হরৌ রতির্ভবেৎ, তদেব ভক্তিযোগাখ্যং বস্তু মনীষয়া অধ্যবস্যৎ নিশ্চিতবান্। (ত্রিরন্বীক্ষ্যেতি কর্ম্মজ্ঞানভক্তিপ্রতিপাদকতয়াভিপ্রেত্যেতি জ্ঞেয়ম্)। অত্রাপ্যুপ-সংহারানুরোধেন আত্মশব্দস্য হরিবাচকতা। নিরুক্তঞ্চ—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" (৩০ খ) ইতি। অথবা ভগবান্ স্বপ্রকাশসার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণঃ পরমেশ্বরোঽপি সর্ব্ববেদাভিধেয়-সারাকর্ষণলীলার্থং ত্রিরন্বীক্ষ্য তত্র শাস্ত্রবিদন্তরাণামীক্ষণমনুকৃত্য। অনন্তবৈকুণ্ঠবৈভবাদিময়ানামনন্তবিরিঞ্চপাঠ্যভেদানাং বেদানাং তথেক্ষণঞ্চ তেনৈব সম্ভবতীত্যাহ (৩০ গ) 'কূটস্থঃ' একরূপতয়ৈব কালব্যাপীতি। অতএবোক্তং স্বয়মেব (ভা ১১।২১।৪০)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥ ইতি ॥
শ্রীশুকেন চ—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্‌" ...

সেই ভক্তিযোগই যে সকলবেদসিদ্ধ, তাহা পরশ্লোকে বলিতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া সকল বেদ-**শাস্ত্র তিনবার** স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা বিচারপূর্ব্বক ভগবান্ হরিতে কিরূপে রতি হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিলেন।

'ভগবান্' শব্দে ব্রহ্মা। কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও একাগ্রচিত্ত হইয়া। 'ত্রি'-শব্দে তিনবার। কার্ৎস্ন্য অর্থাৎ **সমগ্র।** 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ। 'অন্বীক্ষ্য'-শব্দে বিচার করিয়া। যাহা হইতে পরমাত্মা হরিতে রতি হয় সেই ভক্তিযোগ **নামক বস্তুই** গবেষণাফলে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এখানে উপসংহার করিতে গিয়া 'আত্ম'-শব্দ হরিকে উদ্দেশ **করিতেছে।** নিরুক্তেও কথিত আছে—সম্যক্‌ব্যাপকতা ও সর্ব্বপ্রসূত্ব-হেতু হরিই পরমাত্মা। অথবা ভগবান্ শ্রীহরি **স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বজ্ঞাদি** গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর হইলেও সকল বেদের অভিধেয়সার আকর্ষণলীলার উদ্দেশ্যে তিনবার বিচারপূর্ব্বক অর্থাৎ সেই অভিধেয় বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রবিদ্‌গণের দর্শন তিনবার অনুসরণপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়াছিলেন।

বেদসমূহ অনন্ত বৈকুণ্ঠবৈভবাদিবিশিষ্ট এবং অনন্ত ব্রহ্মার পাঠ্য-বিষয়বিচিত্রতাময়। তাদৃশ বেদসমূহের ঐরূপ দর্শন ও বিচার কেবল তৎকর্ত্তৃকই সম্ভব, এজন্য 'কূটস্থ'-শব্দের উক্তি। 'কূটস্থ' অর্থাৎ একই রূপবিশিষ্ট বলিয়া তিনি কালব্যাপী। অতএব ভগবান্ স্বয়ংই তাহা বলিয়াছেন—

"কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য কি বিধান করিতেছে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যদ্বারা কি প্রকাশিত হইয়াছে, এবং জ্ঞান-কাণ্ডে এই জড় এক বস্তু, এই জড় অন্য বস্তু প্রভৃতি বস্তুজ্ঞানে নানাত্ব-নির্দ্দেশমূলে তর্কাদি-প্রসূত নানাপ্রকার তাৎপর্য্য ইহলোকে আমা ব্যতীত অপর কেহ জানে না।"

শ্রীশুকও বলিয়াছেন—"বেদকর্ত্তা ভগবান্ ভৃঙ্গের ন্যায় বেদের সারসমূহ আহরণ করিয়াছিলেন॥" ৩০॥

(৩০ ক) ব্রহ্মা বেদশাস্ত্রের ত্রিবিধ আলোচনা দ্বারা অবিমিশ্রা ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা স্থির করিয়াছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অধ্বর্য্যু, হোতা ও উদ্গাতা এই তিনটী ব্যতীত চতুর্থ ব্রহ্মা কর্ম্মযজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠাতা। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুই যজনকারীর একমাত্র উপাস্য বস্তু, তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডের শেষফল ভগবদুপাসনা বা ভক্তিই স্থিরীকৃত হয়। জ্ঞান-কাণ্ডে ব্যাপ্য হইতে ব্যাপকের উদ্দেশে আরোহবাদ অবলম্বন করিয়া পরমপদপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অধঃপতন ঘটে, ইহা জানিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানের উচ্চপদবী অপেক্ষা ভক্তিপথেরই শ্রেষ্ঠতা নিরূপিত হইয়াছে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকেই জ্ঞানপথ অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানই কৃষ্ণসেবন-জ্ঞান। যেখানে ব্রহ্মার হৃদয়ে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অভিমান প্রবল, তত্তৎস্থলে ব্রহ্মা বিচার করিয়া ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াছেন। গোবৎস-হরণ ও দ্বারকায় নিজাপেক্ষা বহু আননবিশিষ্ট ব্রহ্মাগণকে দেখিয়া তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি ছলভক্তির অকর্ম্মণ্যতা উপলব্ধি করেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও মিশ্রাভক্তি অপেক্ষা কেবলা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবিচারে শেষ মীমাংসায় সাধন-পরাকাষ্ঠারূপে ভক্তিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৩০ খ) অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীবের দর্শনে বিষ্ণুমায়াশক্তিতেই বিস্তার ও পালন শক্তি আছে। পরাবিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মে বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বের অধিষ্ঠান বলেন। পরমাত্মবিচারে বিভুত্ব ও মাতৃত্ব সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ শ্রীহরিই পরব্রহ্ম ও পরমাত্মা। তিনি জড়ীয় গুণত্রয়রহিত নিগুর্ণ ও বিষ্ণুশক্তি-মায়ার শক্তিমত্তত্ত্ব। তিনি মায়াধীশ, সে জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই ত্রিশক্তির লীলাবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তিতে নশ্বর সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় দেখা যায়। মায়ামুগ্ধ জীব বৈকুণ্ঠদর্শনে বিমুখ হইয়া গুণত্রয়কে তাঁহার একমাত্র শক্তিরূপে অবগত হইয়া ভ্রান্ত হন। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ শ্রীহরি জীবের সর্ব্বাবস্থায় সেবাবৃত্তির প্রকটন, সেব্য-সেবক-জ্ঞান-প্রদান ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দবিধান করেন। যেখানে বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া জীব অবিদ্যা-গ্রস্ত, সেখানেই তাঁহার স্বরূপানুভূতির বা স্বপ্রকাশধর্ম্মের বিপর্য্যয় বৃদ্ধি হয়।

(৩০ গ) ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাকে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধামের বিধাতা করাইয়া এবং সঙ্কর্ষণ-বিভুদ্বারা অনন্ত বৈকুণ্ঠগোলোকাদি প্রকট করাইয়াছেন। স্বয়ং দ্রষ্টৃস্বরূপে বৈকুণ্ঠ, গোলোক এবং স্ব-ঈক্ষণ সামর্থ্যের দর্শন তাঁহাতেই সম্ভব। বিরিঞ্চিরচিত ব্রহ্মাণ্ডে ঈক্ষণ একদেশমাত্র। বৈকুণ্ঠ-ঈক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডদর্শনাভাব। ভগবান্ বিষ্ণুই আপনার, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ ও ধামাদির নশ্বর প্রতিবিম্ব দেবীধাম প্রভৃতি সকলেরই বেত্তা। তাঁহাকে জানিবার অপর কাহারও সামর্থ্য নাই। তিনি সর্ব্বদৃক্ বা ত্রিদৃক্। তাঁহার দর্শনেই দৃশ্যাদি সম্যক্ দর্শন। সেই পুনঃ পুনঃ দর্শন দ্বারা তিনিই সকল দৃশ্যের একমাত্র উপাস্য বস্তু। দৃশ্যজগতে হরিভজনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈচিত্র্য—ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার বারত্রয় ঈক্ষণ॥ ৩০॥

অথ কিং তৎ যতস্তত্র রতিঃ স্যাৎ তথৈব যচ্ছ্রোতব্যং ইত্যাদি-প্রশ্নস্যোত্তরত্বেনোপসংহরতি (ভা ২।২।৩৬)—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্॥ ৩১॥

চকারাৎ পাদসেবাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে।

অনন্তরঞ্চ শ্রবণাদিফলং যদ্দর্শিতং তত্তূদাহৃতং (ভা ২।২।৩৭)—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং, কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং, ব্রজন্তি তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকম্॥" ইতি॥

অত্র পুনন্তীত্যনেন পূর্ব্বোক্তঃ স্থূলধারণামার্গঃ পরিহৃতঃ। ভক্তিযোগস্যৈব স্বতঃপাবনত্বাদলং তৎ-প্রয়াসেনেতি॥ ২৮-৩১ শ্রীশুকঃ॥ ৩১॥

অতঃপর যাহা হইতে সেই ভগবানে রতির উদয় হয়, তাহা কি? তদ্রূপ যাহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য তাহা কি? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন—

অতএব হে রাজন্, সকল সময় সর্ব্বত্র মানবমাত্রেরই সর্ব্বাত্ম (সর্ব্বপ্রযত্ন বা সর্ব্বেন্দ্রিয়) দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরিই অবশ্য শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয় বস্তু॥ ৩১॥

'চ'কার-শব্দে পাদসেবনাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। অনন্তর শ্রবণাদি-ফল যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এখানে উদাহৃত হইল।

"যাঁহারা ভগবানের এবং ভক্তগণের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয়বিদূষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং ভগবানের পাদপদ্মসমীপে গমন করেন।"

এখানে 'পবিত্র করেন' শব্দে পূর্ব্বকথিত স্থূল-ধারণামার্গ পরিত্যক্ত হইল। একমাত্র ভক্তিযোগেরই স্বতঃ পবিত্রতাহেতু তৎপ্রয়াসে কোন আবশ্যকতা নাই। শ্রীশুকের উক্তি ২৮-৩১ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্লোকচতুষ্টয়॥ ৩১॥

এবং প্রাক্তনাধ্যায়াভ্যাং কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্ত্বা তদুত্তরাধ্যায়েঽপি সর্ব্বদেবতোপাসনেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বপ্রবচনেন ভগবদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বমাহ (ভা ২।৩।২) "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্" ইত্যাদ্যনন্তরম্ (২।৩।১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ৩২॥

টীকা চ—"অকামঃ (৩২ ক) একান্তভক্তঃ। উক্তানুক্ত-সর্ব্বকামো বা। পুরুষং পূর্ণং পরং নিরুপাধিম্" ইত্যেষা। তীব্রেণ দৃঢ়েন স্বভাবত এবানুপঘাত্যেন (৩২ খ) ইতি বিঘ্নানবকাশতোক্তা। কামনা তু যাদৃচ্ছিকেনাপি স্যাৎ। যথোক্তং ভারতে—

ভক্তক্ষণঃ ক্ষণো বিষ্ণোঃ স্মৃতিঃ সেবা স্ববেশ্মনি।
স্বভোগ্যস্যার্পণং দানং ফলমিন্দ্রাদি-দুর্ল্লভম্॥

তদুক্তং শ্রীকর্দ্দমং প্রতি (ভা ৩।২১।২৪) "ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণমিতি।" যথা বা, যত্তৎ কামস্তীব্রেণৈব যজেত। ততশ্চ শুদ্ধভক্তিসম্পাদনায়ৈবান্তে পর্য্যবসিষ্যত্যভিপ্রায়েণ সবিশেষ-মুপদিষ্টম্। তদনেনৈকান্তভক্তেষু মুমুক্ষৌ বা তদ্ভক্তিযোগস্যৈবাভিধেয়ত্বং কিং বক্তব্যং, অপি তু সর্ব্বকামেষ্ব-পীতি তদেব সর্ব্বথাপি নির্ণীতম্॥ ৩২॥

এই প্রকার দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান হইতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা বলিয়া দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও সকল দেবতার উপাসনা হইতে তৎ-শ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচনপূর্ব্বক ভগবানে ভক্তিযোগেরই অভিধেয়ত্ব বলিতেছেন,—"ব্রহ্মতেজঃকামনাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বেদপতি ব্রহ্মার যজন করিবেন।" ইত্যাদি শ্লোকের পর— সর্ব্বকামনাযুক্ত অথবা নিষ্কাম, উদার (অপ্রাকৃত) বুদ্ধিবিশিষ্ট ও অপবর্গকামী তীব্র ভক্তিযোগদ্বারাই পরম পুরুষের যজন করিবেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরটীকা—" 'অকাম'-শব্দে একান্ত ভক্ত। কথিত বা অকথিত সকল-কামনা-বিশিষ্ট। পূর্ণপুরুষ পর অর্থাৎ নিরুপাধিক, বা দেহ ও মনের অগম্য।" 'তীব্র'-শব্দে দৃঢ় অর্থাৎ স্বভাবতঃ অনুপঘাত বা বিঘ্নের অবকাশরহিত। কামনা যেমন ইচ্ছা হউক না কেন। শ্রীমহাভারতে ঐরূপ কথিত হইয়াছে—

"ভক্তের সহিত যাপিত কালই বিষ্ণুকাল। নিজগৃহে বিষ্ণুসেবাই স্মৃতি বা আচার, এবং নিজ ভোগ্যের অর্পণই দান; তাদৃশ ফল ইন্দ্রাদিরও দুষ্প্রাপ্য।" শ্রীকর্দ্দমের প্রতি তাদৃশ উক্তি—"হে প্রজাপতি কর্দ্দম, আমার পূজা কখনই নিষ্ফলা হয় না। অথবা যে কোন কামী হইয়া দৃঢ়ভাবে যজন কর, তাহা হইলে ফলকালে শুদ্ধভক্তি-সম্পাদনোদ্দেশেই উহা পর্যাবসিত হইবে, এইরূপ অভিপ্রায়ক্রমে সবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দ্বারা একান্ত ভক্তগণের বা মোক্ষকামিজনের সেই ভক্তিযোগের অভিধেয়ত্বের কথা কি বলিব ? সর্ব্ববিধকামতাৎপর্য্যপরেরও সেই ভক্তিই অভিধেয়রূপে সর্ব্বথা নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

(৩২ ক) 'সর্ব্বকাম'-শব্দে যদৃচ্ছাজাত কামনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ অন্যাভিলাষী। 'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থ ভগবান্ বিষ্ণু। যেখানে বিভু বিষ্ণুর ধারণা নাই, সেই স্থানেই খণ্ডিত বস্তুর প্রার্থনা এবং অখণ্ড ব্যাপক বিষ্ণুর বিভিন্ন অঙ্গসমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতিযোগি-ধারণাবশে খণ্ডিত বস্তুতে বিষ্ণু বা ভোগ্যজ্ঞান। কামনাবশেই জীব ভোগপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হন। যে কালে তিনি খণ্ডজ্ঞানের বশীভূত, সেই বদ্ধাবস্থায় অসংখ্য খণ্ডকামনার পরিতৃপ্তি-বাসনায় যথেচ্ছাচারী হন। যে কালে 'সর্ব্ব'-শব্দের উদ্দিষ্ট বিষ্ণুই কামের বিষয় হন, সেইকালে ইতর বাসনা থাকে না, সেই কালেই তিনি অকাম বা একান্ত ভক্ত। বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অপর বৃত্তি হইতে অবসর গ্রহণ করার নাম মোক্ষকাম। বদ্ধজীব নিজ সঙ্কীর্ণতাবশে আপনাকে যথেচ্ছাচারী বা যথেচ্ছাচার-ত্যাগী অভিমান করেন। তখন তাঁহার অনুদার বুদ্ধি প্রবলা। যখন তিনি বুভুক্ষু বা মুমুক্ষুর ধর্ম্ম অতিক্রম করেন, তখনই তিনি অকাম বা একান্ত ভক্ত। তাদৃশ একান্ত ভক্ত সকল প্রকার বিঘ্নরহিত হইয়া পরমপুরুষের সেবা করিয়া থাকেন। যিনি অকাম ভক্ত, তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তিহেতু অনুদারতা নাই।

(৩২ খ) ভক্তিকে যাঁহারা অভিধেয়সার বলেন না, তাঁহারা স্বাভাবিক বিঘ্নসমূহের বশীভূত। যেখানে দৃঢ়শ্রদ্ধা বা তীব্রতার অধিষ্ঠান, তথায় বিঘ্নের যোগ্যতা নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণই বিঘ্নসমূহ। যেখানে কেবলা ভক্তি, তথায় বিঘ্নাভাবই স্বাভাবিক। অতীব্র সাধনে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করেন না। স্বভাবক্রমে ভক্তিবিরোধী কর্ম্ম বা জ্ঞান না থাকিলেই দৃঢ়া সেবাপ্রবৃত্তি ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ, (ভা ২।৩।১১)—এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।

ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবত-সঙ্গতঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা চ—"পূর্ব্বোক্ত-নানাদেবতাযজনস্যাপি সংযোগপৃথক্ত্বেন ভক্তিযোগফলত্বমাহ—এতাবানিতি। ইন্দ্রাদীনপি যজতামিহ তত্তদ্‌যজনে ভাগবতানাং সঙ্গতো ভগবত্যচলো ভাবো ভক্তির্ভবতীতি যদেতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয়ো লাভঃ। অন্যত্তু সর্ব্বং তুচ্ছমিত্যর্থঃ" ইত্যেষা। অত্র ইন্দ্র-

মিন্দ্রিয়কামস্ত ইত্যাদ্যুক্তমিন্দ্রিয়পাটবাদিকং পৃথক্ত্বেন ফলম্। ভাগবতেন সংযোগে তু ভাবঃ ফলম্। খাদিরয়ূপসংযোগে যাগস্য ফল-বৈশিষ্ট্যবদিতি জ্ঞেয়ম্। ৩২-৩৩। শ্রীশুকঃ ॥ ৩৩ ॥

আরও ইন্দ্রাদি নানাদেবোপাসকগণের এই পৃথিবীতে ভাগবত-সঙ্গক্রমে যে ভগবান্ অচ্যুতে অচলা ভক্তি হয়, তাহাতেই সকলকল্যাণ লাভ হয় ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর-টীকা—"পূর্ব্বকথিত নানাদেবতাযজনের ও সংযোগের পার্থক্য বশতঃ তাহাদের ভক্তিযোগফলত্ব বলিতেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতার যজনকারিগণেরও ইহলোকে সেই সেই দেবতার যজনক্রমে বৈষ্ণবসঙ্গপ্রভাবে শ্রীভগবানে যে নিশ্চলা ভক্তি হয়, তৎপরিমাণই পরমপুরুষার্থের লাভ। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সকলই তুচ্ছফল প্রসব করে।" এখানে ইন্দ্রিয়কামী ইন্দ্রকে যজন করেন ইত্যাদি শ্লোকে যে ইন্দ্রিয়পটুতাদি কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ভক্তি হইতে পৃথক্‌রূপ ফল। কিন্তু বৈষ্ণবসঙ্গক্রমেই ভাব বা ভক্তিফল। উহা খদির-কাষ্ঠনির্ম্মিত যূপসংযোগে যাগের ফলবিশেষ-লাভের ন্যায় জানিতে হইবে। ৩২-৩৩ সংখ্যার শ্লোকদ্বয় শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৩৩ ॥

অনন্তরং শ্রীশৌনকেনাপি ব্যতিরেকোক্ত্যা তস্যৈবাভিধেয়ত্বং দৃঢ়ীকৃতম্। যথাহ (ভা ২।৩।১৭)—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ৩৪ ॥

টীকা চ—"অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্ হরতি বৃথাগামিত্বাৎ বলাদাচ্ছিনত্তীব। যৎ যেন ক্ষণোঽপি নীতঃ উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া, তস্য আয়ুঃ ঋতে বর্জ্জয়িত্বা", তাবতৈব সর্ব্বসাফল্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর শ্রীশৌনকঋষিকর্ত্তৃক ব্যতিরেক-বিচারমুখে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে; যথা শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনকোক্তি—

এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথাহীন বৃথা আয়ু হরণ করিতেছেন; কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কালযাপিত হয়, তাঁহারই আয়ু তিনি হরণ করেন না ॥ ৩৪ ॥

"অসৌ-শব্দে ঐ সূর্য্য। তিনি ক্ষিতিজমণ্ডলের ঊর্দ্ধে উঠিয়া ও নিম্নে গমন করিয়া মানবগণের আয়ু বৃথা যাপিত হওয়ায় উহা যেন বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন, কিন্তু যিনি উত্তমঃশ্লোকের কথায় মুহূর্ত্তকালও যাপন করেন, তাঁহারই আয়ু তিনি বর্জ্জন করেন মাত্র", কেননা, সেই মুহূর্ত্তকাল-পরিমাণ হরিকথাতেও সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥ ৩৪ ॥

নন্বু জীবনাদিকমেব তেষামায়ুষঃ ফলমস্তু, তত্রাহ (ভা ২।৩।১৮)—

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ৩৫ ॥

ন মেহন্তি ন মৈথুনং কুর্ব্বন্তি। তানপি নরাকারান্ পশূন্ মত্বাহ—অপর ইতি ॥ ৩৫ ॥

যদি বল, জীবনধারণাদিতেই অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস-গ্রহণ-ত্যাগ, আহার-বিহার, প্রতিষ্ঠা-লাভ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মস্তক ও পদাদি ইন্দ্রিয়-চালনাতেই তাহাদের আয়ুর সার্থকতা হইতেছে, তদুত্তরে বলিতেছেন—

তরুগণ কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রা কি বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্য পশুগণ কি আহার-বিহারাদি করে না? ইন্দ্রিয়তর্পণ ও জীবনধারণাদি-বিষয়ে নৈপুণ্য ও আধিক্যই যদি লক্ষ্য বা কাম্য হয়, তাহা হইলে তরুর জীবন ত' মানবজীবন অপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী, মানবের শ্বাসপ্রশ্বাস অপেক্ষা ভস্ত্রার ত' বায়ু গ্রহণ ও

ত্যাগে অধিকতর সামর্থ্য, আহারবিহারে মানব অপেক্ষা পশুগণের ত' অধিকতর দক্ষতা দেখা যায়॥ ৩৫ ॥

'মেহ্' ধাতুর অর্থ মৈথুন করা। তাদৃশ মানবগণকে নরাকৃতি পশু মনে করিয়াই 'অপর'-শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন॥৩৫॥

তদেবাহ (ভা ২।৩।১৯)—শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥ ৩৬ ॥

শ্বাদিতুল্যৈস্তৎপরিকরৈঃ সম্যক্স্তুতোঽপ্যসৌ পুরুষঃ পশুঃ। তেষামেব মধ্যে শ্রেষ্ঠশ্চেত্তর্হি মহাপশুরেবেত্যর্থঃ॥ ৩৬ ॥

সেই কথাই পুনরায় বলিতেছেন—

যাহার কর্ণকুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভতুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সে ব্যক্তি কুকুরের ন্যায় অকারণে ক্রোধযুক্ত, সুতরাং নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র, শূকরের ন্যায় অমেধ্য-বিষয়বিষ্ঠা-ভোজী, উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকতুল্য বিষয়-ভোগে আসক্ত ও মহাভারবাহী এবং গর্দ্দভের ন্যায় স্ত্রীপাদ-তাড়িত, সুতরাং হরিকথাহীন পুরুষ পশুধর্ম্মাবলম্বী॥ ৩৬ ॥

কুকুরাদি পশুতুল্য নিজ বন্ধুগণ তাহাকে সম্যক্ পূজা করিলেও সেই হরিকথাহীন নরপশু তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় মহাপশুই বুঝা যাইতেছে॥ ৩৬ ॥

তস্যাঙ্গানি নিষ্ফলানীত্যাহ পঞ্চভিঃ—

(ভা ২।৩।২০)—বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে, ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত, ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ৩৭ ॥

ন শৃণ্বতো নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে ইত্যর্থঃ। অসতী দুষ্টা॥ ৩৭ ॥

তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকলই যে ব্যর্থ, তাহা বলিবার উদ্দেশে পরবর্ত্তী পাঁচটি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন—

হে সূত! মানবের যে কর্ণদ্বয় উরুক্রম শ্রীহরির লীলাকথা শোনে না, হায়, উহারা বৃথা ছিদ্রমাত্র; যে জিহ্বা শ্রীহরির যশঃ গান করে না, সেই দুষ্টা জিহ্বা ভেকজিহ্বাসদৃশ॥ ৩৭ ॥

মানবের যে কর্ণদ্বয় শ্রীহরির মহিমা শ্রবণ করে না, তাহা বিল অর্থাৎ বৃথাছিদ্র মাত্র। 'অসতী' শব্দে দুষ্টা॥ ৩৭ ॥

(ভা ২।৩।২১)—ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥ ৩৮ ॥

পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ কিরীটেন বা জুষ্টমপি। অপ্যর্থে বা-শব্দঃ॥ ৩৮ ॥

যে মস্তক মুকুন্দকে প্রণাম করে না, তাহা পট্টবস্ত্র বা মুকুট-পরিশোভিত হইলেও দেহের উপর বৃথা ভার অর্থাৎ বোঝা মাত্র; যে হস্তদ্বয় শ্রীহরির সেবা করে না, তাহা স্বুবর্ণ-বলয়শোভিত হইলেও মৃত ব্যক্তির হস্ততুল্য॥ ৩৮ ॥

রেশমবস্ত্রনির্ম্মিতউষ্ণীষে অথবা মুকুটে ভূষিত হইলেও। 'বা' শব্দ 'অপি' (গর্হণ) অর্থে ব্যবহৃত॥ ৩৮ ॥

(ভা ২।৩।২২)—বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং, লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ, ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥ ৩৯ ॥

দ্রুমবজ্জন্ম ভজেতে ইতি বৃক্ষমূলতুল্যাবিত্যর্থঃ॥ ৩৯ ॥

মানবগণের যে চক্ষুর্দ্বয় শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহসমূহ দর্শন করে না, তাহা ময়ূরপুচ্ছের দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষুসদৃশ নিরর্থক;

যে পাদদ্বয় শ্রীহরিধাম ভ্রমণ করে না, তাহা বৃক্ষতুল্য স্থাবর ॥ ৩৯ ॥

দ্রুমবৎ জন্মভাক্ অর্থাৎ বৃক্ষমূলতুল্য গতিধর্ম্মহীন ॥ ৩৯ ॥

(ভা ২।৩।২৩)—জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং, ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ, শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুপদ্যাস্তৎপদলগ্নায়াঃ ॥ ৪০ ॥

যে মরণশীল দেহী বৈষ্ণবচরণরেণু সর্ব্বতোভাবে দেহে ধারণ করে না, সে জীবনবিশিষ্ট দেহধারী হইয়াও মৃতদেহ-তুল্য, এবং যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুপদী তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করে না, সে শ্বাসপ্রশ্বাসবিশিষ্ট হইলেও শবের ন্যায় তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস নিরর্থক ॥ ৪০ ॥

'শ্রীবিষ্ণুপদী'-শব্দে শ্রীবিষ্ণুপদলগ্না ॥ ৪০ ॥

(ভা ২।৩।২৪)—তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪১ ॥

অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়া-লক্ষণমথেতি। যদা তদ্বিকারো ভবেত্তদা নেত্রাদৌ জলাদিকং ভবতীত্যর্থঃ। ইদমেবান্বয়েন শ্রীমতা রাজ্ঞা দৃঢ়ীকরিষ্যতে, (ভা ১০।৮০।৩-৪) "সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে" ইত্যাদিভ্যাম্। তদেবং শ্রীশুকবাক্যারম্ভাধ্যায়ত্রয়াভিধেয়ত্বেন শ্রীভক্তিরেব লব্ধা। টীকা চ—

"তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে কীর্ত্তনশ্রবণাদিভিঃ। স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে ॥
দ্বিতীয়ে তু ততঃ স্থূলধারণাতো জিতং মনঃ। সর্ব্বসাক্ষিণি সর্ব্বেশে বিষ্ণৌ ধার্য্যমিতীর্য্যতে ॥
তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতো মুনেঃ। ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎকর্ম্মশ্রবণাদর ঈর্য্যতে ॥"

ইত্যেষা। (২।৩) শ্রীশৌনকঃ শ্রীসূতম্ ॥ ৪১ ॥

হরিনামগ্রহণ সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দ-পুলকিত হয় না, হায়, তাহার হৃদয় লৌহসদৃশ কঠিন। কপটতাক্রমে অথবা পিচ্ছিল-ভাবযুক্ত ব্যক্তির বাহ্য বিকার প্রদর্শিত হইলেও তাহার হৃদয় যদি ভগবৎপ্রেমে দ্রবীভূত না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ হৃদয় লৌহসদৃশ কঠিন জানিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

'অশ্মসার'-শব্দে যাহার হৃদয় লৌহবৎ কঠিন। 'অথ'-ইত্যাদিদ্বারা বিকারের লক্ষণগুলি বর্ণিত হইতেছে। যে সময়ে তাদৃশ বিকার হইবে, তখন নেত্রাদিতে অশ্রু-পুলকাদি হয়। "ভগবৎসেবায় নিযুক্ত বাক্য, হস্ত, মন, শির, চক্ষু ও অঙ্গই সার্থক," ইত্যাদি শ্লোক-দ্বইটীতে শ্রীমন্মহারাজ পরীক্ষিৎ এই কথাই দৃঢ় করিবেন। এইরূপে দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীশুকদেবের বাক্যারম্ভ হইতে প্রথম তিনটি অধ্যায়ে ভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রাপ্ত হওয়া গেল। শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা—

"দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীহরির শ্রবণকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবানের স্থূলরূপে মনের ধারণা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই স্থূল ধারণা হইতে মনকে জয় করিয়া সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুতে মনোধারণের কর্ত্তব্যতা, তৃতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্য এবং শ্রবণকারী মুনির রাগভক্তির উদ্রেক দ্বারা ভগবৎপর ক্রিয়ার ও শ্রবণাদরের বিষয় কথিত হইয়াছে ॥" ৪১ ॥
শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনকের উক্তি ॥ ৪১ ॥

শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদেঽপি (ভা ২।৫।৯)—

সম্যক্কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে ॥

অগ্রে চ সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়েন (ভা ২।৫।১৫-১৬)—

নারায়ণপরা বেদা ইতি দ্বয়ম্ * ॥ ৪২ ॥

শ্রীনারায়ণ এবোপাস্যত্বেন পরঃ তাৎপর্য্যবিষয়ো যেষাং তে বেদাঃ। নন্বন্যেঽপি দেবাস্তত্রোপাস্যত্বেনাভিধীয়ন্তে, সত্যং, তেঽপি নারায়ণাঙ্গপ্রভবত্বেনৈব তথা বর্ণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যেঽপি তদাশ্রয়া লোকাস্তেঽপি তৎপ্রাপ্তিহেতবে। মখাশ্চ তৎপরা এব, তদানন্দাংশাভাসরূপত্বাত্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। তথা, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ সাংখ্যঞ্চ। তৎসাধ্যং তপশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্। তৎসাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ তৎপরং, তদীয়-সামান্যাকার-প্রকাশকত্বাত্তজ্জ্ঞানস্য যোগতপসোস্তৎসাধনত্বাচ্চেতি ভাবঃ। কিং বহুনা, গতিস্তৎপ্রাপ্যং ব্রহ্মাপি তৎপরং, তৎসামান্যাকারপ্রকাশত্বেন তদধীনাবির্ভাবত্বাৎ। তদুক্তং মৎস্যদেবেন সত্যব্রতং প্রতি—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি" ইতি। (২। ৫।)

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদম্॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মনারদ সংবাদেও এরূপ দেখা যায়—"ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন,—"হে বৎস, হে সৌম্য, তুমি পরমকারুণিক; তোমার জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্ন সুষ্ঠুই হইয়াছে, যেহেতু ইহার উত্তরে আমাকে ভগবানের লীলা-মহিমা-প্রদর্শনে ও বর্ণনে প্রবৃত্ত করাইতেছে।"

পূর্ব্বেও এই সন্দর্ভের ২১শ সংখ্যায় এবং পরে সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়-পূর্ব্বক 'বেদসকল নারায়ণ তাৎপর্যময়, দেবতাসমূহ নারায়ণেরই অঙ্গসম্ভূত, লোকসমূহ নারায়ণ-সেবার জন্য বর্ত্তমান, যজ্ঞসকলের উদ্দেশ্য নারায়ণই এবং যোগ, তপস্যা, জ্ঞান, এবং তাঁহাদের প্রাপ্য প্রয়োজনও নারায়ণপর।' এই দুইটী শ্লোকে বেদ, দেবতা, লোক, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা ও গতি প্রভৃতি সমস্তই যে নারায়ণতাৎপর্যময়, তাহা প্রদর্শিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

শ্রীনারায়ণই উপাস্যরূপে যাঁহাদিগের পর অর্থাৎ তাৎপর্য্য-বিষয় হইয়াছে, সেই শাস্ত্রগুলিই বেদ। সেই বেদে অপর দেবগণকেও উপাস্য বস্তু বলিয়া কথিত হইয়াছে, সত্য, কিন্তু তাঁহারাও নারায়ণের অঙ্গপ্রভব বলিয়াই সেরূপ উপাস্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তদাশ্রিত যে লোকসমূহ, তাহারাও শ্রীনারায়ণের পদপ্রাপ্তিহেতু বর্ত্তমান, জানিতে হইবে। যজ্ঞাদিরও তাৎপর্য্য সেই নারায়ণই, কেননা, উহাদিগকেও তাঁহার আনন্দাংশাভাসরূপ ও সাধনরূপ জানিবে। 'যোগ'-শব্দে অষ্টাঙ্গযোগ এবং সাংখ্য; উহারাও নারায়ণ-তাৎপর্য্যময়। উহাদের প্রাপ্য প্রয়োজন চিত্তের একাগ্রতারূপ তপস্যা, তাহারও উদ্দেশ্য শ্রীনারায়ণই। সেই তপস্যার প্রাপ্য প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানও নারায়ণসেবাতাৎপর্য্যময়, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান নারায়ণসম্বন্ধি শুদ্ধজ্ঞানের সামান্যাকার-প্রকাশক এবং যোগ ও তপস্যা সেই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন—ইহাই তাৎপর্য্য। অধিক কি, তাহাদের চরম প্রাপ্য বা গতি ব্রহ্মও সেই বাসুদেবপর, যেহেতু সেই নারায়ণের সামান্যাকার-প্রকাশরূপে তদন্তর্গত আবির্ভাব-বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মেরও নারায়ণপরত্ব সিদ্ধ। সত্যব্রতের প্রতি মৎস্যদেবও তাহাই বলিয়াছেন—"হে সত্যব্রত, পরব্রহ্ম-সংজ্ঞায় শব্দিত মৎসম্বন্ধিনী মহিমাও আমার অনুগ্রহে তুমি জানিতে পারিবে। আমার অনুগ্রহ-বলে তোমার প্রশ্নসমূহের উত্তরে তোমার হৃদয়েই সেই মহিমা বিবৃত হইবে।" শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মোক্তি ॥ ৪২ ॥

শ্রীবিদুরমৈত্রেয়সংবাদেঽপি, তত্র প্রশ্নো যথা (ভা ৩।৫।৪)—

* শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বিতীয়স্কন্ধ-পঞ্চম অধ্যায়ের ১৫শ ও ১৬শ শ্লোক—

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ। নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরন্তপঃ। নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥

তৎ সাধুবর্য্যাদিশ বর্ত্ম শং নঃ, সংরাধিতো ভগবান্ যেন পুংসাম্।
হৃদি স্থিতো যচ্ছতি ভক্তিপূতে, জ্ঞানং সতত্ত্বাধিগমং পুরাণম্॥ ৪৩॥

অত্র "শং সুখরূপং বর্ত্ম" ইতি টীকা চ। ভক্তিপূতে প্রেমবিমলে। সতত্ত্বং জ্ঞানম্। তচ্চ ব্রহ্ম-ভগবৎ-পরমাত্মেত্যাত্মাবির্ভাবম্। শ্রীবিদুরো শ্রীমৈত্রেয়ম্॥ ৪৩॥

শ্রীবিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদেও তাদৃশ প্রশ্ন যথা—

হে সাধুশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়, মানবগণের যে প্রকার আরাধনায় ভগবান্ ভক্তিপূত-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বিষয়ক সনাতন অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসাদি অর্ব্বাচীন ও নবীন শাস্ত্রের বিপরীত অনাদি-বেদলভ্য জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, সেই সুখময় ভক্তিপথের কথা আমাদিগকে বলুন্॥ ৪৩॥

এখানে "শং-শব্দে সুখরূপ পথ"—ইহা শ্রীধরস্বামিপাদও বলিয়াছেন। ভক্তিপূত-হৃদয়ে অর্থাৎ প্রেমনির্ম্মল-চিত্তে। তত্ত্বের সহিত জ্ঞান। তাহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই আবির্ভাব-ত্রয়াত্মক। মৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরোক্তি॥ ৪৩॥

তত্রাজানজ-দেবস্তুতিদ্বারৈবোত্তরম্ (ভা ৩।৫।৪৬-৪৭)—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ, প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং, যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্॥
তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাম্।
ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি, তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে॥ ৪৪॥

"অকুণ্ঠধিষ্ণ্যং বৈকুণ্ঠলোকম্" ইতি টীকা। বিশদাশয়াঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবাঃ সেবৈকপুরুষার্থাঃ। যে তু জ্ঞানসঙ্গিনস্তেষাং সাধনসাধ্যয়োঃ কনিষ্ঠত্বমাহ—তথেতি। অপরে মোক্ষমাত্রকামাঃ। তন্মাত্রপুরুষার্থেঽপি তেষাং শ্রমঃ স্যাৎ। যে তু সেবৈকপুরুষার্থাস্তেষাং সেবয়া শ্রমো ন স্যাৎ। সদৈব সেবয়া পরমানন্দমনুভবতামানুষঙ্গিকতয়া মোক্ষশ্চ স্যাদিত্যর্থঃ। (৩।৫।) অজানজদেবাঃ শ্রীমহৎস্রষ্টৃ-পুরুষম্॥ ৪৪॥

সেই অধ্যায়-মধ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এবং অপর দেবগণের স্তুতিদ্বারাই ইহার উত্তর হইয়াছে—

'হে দেব, তোমার কথামৃত পান করিয়া ভক্তিবৃদ্ধিক্রমে যাঁহারা শুদ্ধচিত্ত হন, তাঁহারা বৈরাগ্যময় ব্রহ্মসাযুজ্যোপরিস্থিত পরম উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভক্ত্যুত্থ ভগবন্মাধুর্য্যানুভব প্রাপ্ত হইয়া মায়াতীত বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। তদ্ব্যতীত অপর অভক্ত পণ্ডিতাভিমানী জীবগণ মনঃস্থৈর্য্যরূপ আত্মসমাধি-যোগবলে বলবতী মায়াকে জয় করিয়া পুরুষ-স্বরূপ তোমাতেই প্রবিষ্ট হন। ফলতঃ তোমার সেবায় জীবের শ্রম নাই, কিন্তু জ্ঞানযোগাদি শ্রমময় সাধনে তাঁহাদের বহু ক্লেশ॥ ৪৪॥

শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, "অকুণ্ঠধিষ্ণ্য-শব্দে বৈকুণ্ঠলোক অর্থাৎ যেখানে সীমাজনিত মায়িক কুণ্ঠধর্ম্মের অবস্থান নাই, সেই পরব্যোম।" 'বিশদাশয়'-শব্দে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বিশেষতঃ মোক্ষাদি-ছলনারহিত অর্থাৎ কেবলসেবাময় পুরুষার্থ-সমন্বিত। যাঁহারা জ্ঞানসঙ্গী, তাঁহাদের সাধন ও সাধ্যের অবরতা পরশ্লোকে বলিতেছেন—'অপর'-শব্দে মোক্ষাভিলাষী চিন্মাত্রবাদী। তাঁহারা চিদ্বিলাস বুঝিতে পারেন না। চিদ্বিলাসের বিরোধী বলিয়া তাদৃশ মোক্ষ তাঁহাদের পুরুষার্থ হইলেও বৃথা শ্রমই তাঁহাদের সার হয়। একমাত্র ভক্তিই যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সেবাপথে শ্রম নাই—সর্ব্বদা সেবানিরত থাকিয়া তাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করেন এবং আনুষঙ্গিক ফলে তাঁহাদের নিজভোগময় জড় সংসারবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ৩৫। মহৎস্রষ্টৃ-পুরুষের প্রতি ব্রহ্মার সহিত অপর দেবগণের স্তব॥ ৪৪॥

অতএব স্বয়ং তৎ শ্লাঘতে (ভা ৩।৮।১)—

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো, যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ।
বভূবিথেহাজিত-কীর্ত্তিমালাং, পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্॥ ৪৫॥

তস্মাৎ কথোপলক্ষিতা ভক্তিরেব পরমশ্রেয় ইতি ভাবঃ। (৩।৮।১) শ্রীমৈত্রেয়ঃ॥ ৪৫॥

এই কারণে মৈত্রেয় নিজেই তাঁহার শ্লাঘা করিতেছেন,—

অহো! পুরুবংশ সাধুদিগেরও সেবনীয়, যেহেতু তোমার ন্যায় লোকপাল এবং ভগবজ্জ্ঞান-প্রধান ভাগবত সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমা হইতে অজিতের কীর্ত্তিসমূহ প্রতিক্ষণে প্রতিপদেই নূতন হইতেছে। 'ভগবৎ-প্রধান'-শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই আবির্ভাবত্রয়ের মধ্যে ভগবৎ-প্রতীতিই প্রধান বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস॥ ৪৫॥

সেই জন্য হরিকথাকীর্ত্তনোপলক্ষিতা ভক্তিই পরমশ্রেয়স্করী জানিতে হইবে। শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি॥৪৫॥

শ্রীকাপিলেয়েঽপি যথাহ (ভা ৩।২৫।১৯)—

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ ৪৬॥

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ পরতত্ত্বাবির্ভাবঃ॥ ৪৬॥

শ্রীকপিল-দেবহূতি-সংবাদেও উহা উক্ত হইয়াছে—

যোগিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অখিলাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগ-সদৃশ অন্য মঙ্গলময় পথ আর নাই॥ ৪৬॥

'ব্রহ্মসিদ্ধি'-শব্দে পরতত্ত্বাবির্ভাব॥ ৪৬॥

তথা (ভা ৩।২৫।৪৪)—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥ ৪৭॥

তীব্রেণ দৃঢ়েন যোগকর্ম্মাদিভিরভঙ্গুরেণ শুদ্ধেনেত্যর্থঃ। তেনৈব ভক্তিযোগেন শ্রবণাদিনা ময্যর্পিতং সৎ মনঃ স্থিরং ভবতীতি যদেতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্যাবির্ভাবঃ। (৩।২৫।) শ্রীকপিলদেবঃ॥ ৪৭॥

পুনরায় বলিতেছেন—দৃঢ় অর্থাৎ যোগকর্ম্মাদিদ্বারা অপ্রতিহত শুদ্ধভক্তিযোগাবলম্বনে আমাকে সমস্ত অর্পণ করিলে জীবের চঞ্চল মন স্থির হয়। ইহলোকে ইহাতেই পুরুষগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গলের উদয় হয়॥ ৪৭॥

'তীব্র'-শব্দে দৃঢ় অর্থাৎ যোগকর্ম্মাদিদ্বারা অভঙ্গুর, শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণময় শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা আমাতে মন সমর্পিত হইলে তাহা যে স্থির বা শান্ত হয়, তাহাতেই পরমপুরুষার্থের আবির্ভাব বা উদয়। (৩।২৫।) দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি॥ ৪৭॥

শ্রীকুমারোপদেশেঽপি জ্ঞানোপদেশান্তরং (ভা ৪।২২।৩৯-৪০)—

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা, কর্ম্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং, ষড়্ বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।
তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং, কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্॥ ৪৮॥

টীকা চ—"তমবেহীতি জ্ঞানমুপদিষ্টম্। তস্য দুষ্করত্বেন ভক্তিমুপদিশতি দ্বাভ্যাম্। যস্য পাদপঙ্কজয়োঃ পলাশানি অঙ্গুলয়ঃ তেষাং বিলাসঃ কান্তিস্তস্য ভক্ত্যা স্মৃত্যা কর্ম্মাশয়ং অহঙ্কাররূপং হৃদয়গ্রন্থিং কর্ম্মভিরেব গ্রথিতম্। রিক্তা নির্ব্বিষয়া মতির্যেষাম্। নিরুদ্ধঃ প্রত্যাহৃতঃ স্রোতোগণঃ ইন্দ্রিয়বর্গো যৈঃ। অরণং শরণম্। নমু "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি শ্রুতেঃ কথং যতয়ো নোদ্‌গ্রথয়ন্তীত্যুচ্যতে ? তত্রাহ—কৃচ্ছ্র ইতি। অপ্রবেশাং ন প্লবস্তরণহেতুঃ ঈট্ ঈশো যেষাং তেষামিহ তরণে মহান্ কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশঃ। তে হি অসুখেন যোগাদিনা ইন্দ্রিয়-ষড়্‌বর্গ-গ্রাহং ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি। তৎ তস্মাৎ উড়ুপং প্লবম্। দুস্তরার্ণং দুস্তরার্ণবম্" ইত্যেষা।

সমান-প্রাপ্যয়োরপি পথোরেকস্য দুর্গমত্বকথনেনান্যস্যাভিধেয়ত্বং স্বত এব সিধ্যতি। অত্র তিতীর্ষন্তি-মাত্রং, ন তু তরন্ত্যাত্যর্থোঽপি জ্ঞেয়ঃ (৪।২২।) শ্রীসনৎকুমারঃ শ্রীপৃথুম্॥ ৪৮॥

পৃথুরাজার প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশেও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবার পর ভক্তির শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে—

যাঁহার পাদপদ্মস্থিত অঙ্গুলিকান্তির স্মরণপ্রভাবে সাধুগণ যেমন অনায়াসে কর্ম্মগ্রথিত অহংকার ছেদন করিতে সমর্থ হন, নির্ব্বিষয়বুদ্ধি, সংযতেন্দ্রিয়বেগ যতিগণ তদ্রূপ নিজ চেষ্টায় অক্লেশে তাদৃশ ফললাভে সমর্থ হন না, সেই শরণ্য বাসুদেবকে ভজন কর। ঈশ্বর শ্রীহরিই প্লব অর্থাৎ উত্তরণ-হেতু, যাঁহাদের এই বিশ্বাস নাই, তাদৃশ অভক্ত যতিগণ মহাক্লেশকর উপায়ে ইন্দ্রিয়তর্পণাত্মক কামাদি ষড়্‌বর্গসঙ্কুল ভবার্ণব পরম আয়াসে উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী হইলেও তাহাতে অসমর্থ হন। অতএব হে রাজন্, তুমি একমাত্র ভজনীয় ভগবচ্চরণকে ভেলা বা নৌকারূপে স্বীকার করিয়া ব্যসনরূপ দুস্তর-সমুদ্র উত্তীর্ণ হও॥ ৪৮॥

শ্রীধরটীকা—"এই অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত ৩৫শ শ্লোকস্থিত "তাঁহাকে জ্ঞাত হও" এই বাক্যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের দুষ্করতাহেতু বক্ষ্যমাণ দুইটী শ্লোকে সুলভ ভক্তির উপদেশ করিতেছেন—যাঁহার পাদপদ্মস্থিত অঙ্গুলিকান্তির স্মরণপ্রভাবে ভোগমূলক-কর্ম্ম-গ্রথিত-অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়। 'রিক্ত'-শব্দে বিষয়ভোগশূন্য। যাঁহারা স্রোতগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বেগকে নিরুদ্ধ বা প্রত্যাহৃত করিয়াছেন। 'অরণ'-শব্দে শরণ। যদি বল, শ্রুতিগণ যখন বলিতেছেন,—'ব্রহ্মবিদ পরতত্ত্ব লাভ করেন', তখন যতিগণ কর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করিতে অসমর্থ কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যতিগণের প্রয়াস মহাকষ্টসাধ্য। যাহারা পরমেশ্বর শ্রীহরিকে ভেলা বা উত্তরণ-হেতু বলিয়া মানে না, সেই যতিগণের ইহলোক উত্তীর্ণ হইতে নিশ্চয়ই মহাক্লেশ হয়। অর্থাৎ তাহারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবার পরিবর্ত্তে যোগাদি ইতর উপায়ে পরমকষ্টে কামাদি-ষড়্‌বর্গরূপ মকরাদি-বেষ্টিত ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী হন মাত্র ; 'তৎ' শব্দে সেইজন্য (হরিপাদপদ্মকে) 'উড়ুপ' শব্দে ভেলা। 'দুস্তরার্ণ'-শব্দে সুদুস্তর সমুদ্র।"

প্রাপ্যবিষয় সমান হইলেও পথদ্বয়ের তুল্যত্ব-বিচারে একের দুর্গমত্ব কথিত হওয়ায় অপর পথটীর (ভক্তির) অভিধেয়ত্ব আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে। এখানে ভক্তি ব্যতীত ইতর যোগিগণকে উত্তরণ-কামিমাত্র বলা হইল, তাঁহারা যে উত্তীর্ণ হন না, ইহাও জানিতে হইবে (৪।২২।) এই কথা শ্রীসনৎকুমার শ্রীপৃথুকে বলিয়াছেন॥ ৪৮॥

অতো যচ্চ জ্ঞানমুপদিষ্টং তদপি তদুপদেশাব্যর্থতা সম্পাদনেচ্ছামাত্রেণানুষ্ঠীয়মানত্বেন ভক্তিসাদেব কৃতমিত্যাহ (ভা ৪।২৩।৭)—

সনৎকুমারো ভগবান্ যদাহাধ্যাত্মিকং পরম্।
যোগং তেনৈব পুরুষমভজৎ পুরুষর্ষভঃ॥
ভগবদ্ধর্ম্মিণঃ সাধোঃ শ্রদ্ধয়া যততস্তদা।
ভক্তির্ভগবতি ব্রহ্মণ্যনন্যবিষয়া ভবেৎ॥ ৪৯॥

স্পষ্টম্। (৪।২৩) শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

অতএব যে জ্ঞান উপদিষ্ট হইল, সেই জ্ঞানোপদেশের সফলতা সম্পাদন করিবার ইচ্ছা মাত্র তাহা অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে তদ্দ্বারা তাহাকেও যে ভক্তিরই অন্তর্গত করা হইল, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন—

ভগবান্ সনৎকুমার মহারাজ পৃথুকে যে আধ্যাত্মিক পরম-জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানযোগদ্বারা তৎকালে শ্রদ্ধা-সহকারে তিনি ভগবদ্ভজনে যত্ন করিতে থাকিলে তখন পরব্রহ্ম ভগবানে তাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হইল ॥ ৪৯ ॥

এই শ্লোকার্থ সুস্পষ্ট। ৪।২৩। শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীরুদ্রগীতেঽপি (ভা ৪।২৪।৬৫)—

ইদং জপত ভদ্রং বো বিশুদ্ধা নৃপনন্দনাঃ। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো ভগবত্যর্পিতাশয়াঃ ॥ ইত্যুক্ত্বাহ—

তমেবাত্মানমাত্মস্থং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্।
পূজয়ধ্বং গৃণন্তশ্চ ধ্যায়ন্তশ্চাসকৃদ্ধরিম্ ॥ ৫০ ॥

অথ তমেব পূজয়ধ্বং ন তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাগ্রাহাদিকমপি কুরুধ্বমিত্যেবকারার্থঃ। আত্মস্থং স্বান্তর্যামিত্বেন স্থিতং তদ্বদপরেষ্বপি ভূতেষ্ববস্থিতমাত্মানং গৃণন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তশ্চেত্যন্যত্র মনো-বচো-ব্যাপারোঽপি নিষিদ্ধঃ। অসকৃদিত্যেকস্যাং পূজায়াং সমাপ্যমানায়ামেবান্যারব্ধব্যা ন তু কর্ম্মাদ্যাগ্রহেণ বিচ্ছেদঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। (৪।২৪) শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীরুদ্রগীতেও এরূপ দৃষ্ট হয়। শ্রীরুদ্র উপাস্য-বস্তু বর্ণন করিয়া প্রচেতাগণকে বলিলেন—"হে নৃপতনয়গণ, তোমরা ভগবানে চিত্তবৃত্তি সমর্পণপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই স্তোত্র জপ কর, তোমাদের মঙ্গল হউক্।" এই কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তির কথা বলিয়া পরে শুদ্ধভক্তির কথা বলিলেন,—

যে পরমাত্মা হরি সর্ব্বভূতে অবস্থিত, তাঁহাকে আত্মস্থ জানিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার নাম গ্রহণ এবং ধ্যান করিতে করিতে পূজা কর ॥ ৫০ ॥

'এব'-শব্দে তাঁহাকেই পূজা কর, কিন্তু নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে আগ্রহ প্রভৃতিও করিও না। 'আত্মস্থ'-অর্থে নিজের অন্তর্যামিরূপে তিনি যেরূপ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে অবস্থিত, সেই প্রকার অন্য প্রাণীর মধ্যেও অবস্থিত। 'পরমাত্মা শ্রীহরির নাম গ্রহণ অর্থাৎ কীর্ত্তন ও ধ্যান কর'—এই বাক্যদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য বিষয়ে মন ও বাক্যের নিয়োগ নিষিদ্ধ। 'অসকৃৎ' বলিতে একপ্রকার পূজা সমাপ্ত হইলেই অন্যবিধ পূজা আরম্ভ করিতে হইবে, কর্ম্মজ্ঞানাদির আগ্রহদ্বারা সেবার বিচ্ছেদ কর্ত্তব্য নহে। শ্রীরুদ্র প্রচেতাগণকে এই কথা বলিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

এতদেব শ্রীনারদেনাপি স্ফুটীকরিষ্যতে অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং, যথাহ (ভা ৪।৩১।৯-১৩)—

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র-যাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়-রাধসা ॥

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥ ৫১॥

"যতো জন্মাদের্হরিসেবৈব ফলং অতস্তদ্বিহীনং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যর্থঃ। শুক্রসম্বন্ধি-জন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যা-মুৎপত্তিঃ। সাবিত্রমুপনয়নেন। যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। বিবুধানামিব দীর্ঘায়ুষাপি। বচোভির্বাগ্‌বিলাসৈঃ। চিত্তবৃত্তিভিঃ নানাবধানসামর্থ্যৈঃ। ইন্দ্রিয়-রাধসা তৎপাটবেন। যোগেন প্রাণায়ামাদিনা। সাংখ্যেন দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রেণ। অন্যৈরপি ব্রতবৈরাগ্যাদিভিঃ শ্রেয়ঃসাধনৈঃ" ইতি টীকা। অথ শ্রেয়সামিত্যাদি টীকা চ—"নন্বেষাং নানাফলসাধনানাং হরিসেবনাভাবমাত্রেণ কুতো বৈয়র্থ্যং? তত্রাহ—শ্রেয়সাং ফলানামাত্মৈবাবধিঃ পরাকাষ্ঠা। অর্থতঃ পরমার্থতঃ। আত্মার্থত্বেনৈবান্যেষাং প্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ভবত্বাত্মাবধির্হরেঃ কিমায়াতং? তত্রাহ—সর্ব্বেষামপীতি। আত্মা, আত্মদশ্চ অবিদ্যানিরাসেন স্বরূপাভিব্যঞ্জকঃ। ঐশ্বরেণাপি রূপেণ বলিপ্রভৃতিভ্য ইব আত্মপ্রদঃ, প্রিয়শ্চ পরমানন্দরূপত্বাৎ" ইত্যেষা। অত্র সর্ব্বেষাং ভূতানাং শুদ্ধজীবানামপি আত্মা পরমাত্মেতি জ্ঞেয়ম্। রশ্মিস্থানীয়ানাং জীবানাং সূর্য্যস্থানীয়ত্বাত্তস্য তদুক্তং (ভা ১০।১৪।৫৪-৫৫)—

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

ইত্যাদি। আত্মানৌ জীব-তাদাত্ম্যাপন্নব্রহ্মেশ্বরাখ্যৌ, দদাতি যথাযথং স্ফোরয়তি বশীকারয়তি চ যঃ স আত্মদ ইতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫১॥

এই কথাই অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে শ্রীনারদের বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

মানবগণের সেই জন্ম, সেই কর্ম্মসমূহ, সেই আয়ু, সেই মন ও সেই বাক্যই যথার্থ অর্থাৎ জন্ম, কর্ম্ম, আয়ু, মন ও বাক্য-পদবাচ্য—যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর শ্রীহরির সেবা হয়। বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে যে জন্ম, তাঁহাকে 'শৌক্র জন্ম' বলে, আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে যে দ্বিতীয় জন্ম, তাহাকে 'সাবিত্র জন্ম', আর গুরুদেব ও দীক্ষা হইতে যে তৃতীয় জন্ম, তাহাকে 'যাজ্ঞিক বা দৈক্ষ জন্ম' বলে। তাদৃশ তিনপ্রকার জন্মে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে, দেবতার সদৃশ আয়ুলাভে; বেদপাঠ, তপস্যা ও শাস্ত্রব্যাখ্যান-চাতুর্য্যে, নানাশাস্ত্রার্থের অবধারণ-সামর্থ্যে, নিপুণ-বুদ্ধিলাভে, বল-প্রাপ্তিতে, ইন্দ্রিয়পটুতায়; যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস ও স্বাধ্যায় এবং ভক্তি ব্যতীত এতাদৃশ অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন প্রভৃতিতেই বা কি ফল, যদি তৎসমুদয়দ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরির সেবা না হয়? (অর্থাৎ, এই সকল উপায়ে শ্রীহরিকে পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তিতেই তিনি আপনাকে ধরা দেন)। সকল শ্রেয়ঃফলের পরাকাষ্ঠাই আত্মা। পরমার্থতঃ সকল ভূতগণের আত্মাই শ্রীহরি। তিনি জীবের অবিদ্যা নিরসন করাইয়া স্ব-স্বরূপ অভিব্যক্ত করেন অর্থাৎ আপনাকে ধরা দেন। আবার পরমানন্দরূপ বলিয়া তিনি সকলের প্রিয়॥ ৫১॥

শ্রীধরটীকা—"যেহেতু শ্রীহরিসেবাই জন্মাদির একমাত্র ফল, তজ্জন্য হরিসেবাহীন হইলে সমস্তই ব্যর্থ। বিশুদ্ধ মাতাপিতা হইতে উৎপত্তির নাম 'শুক্রসম্বন্ধি জন্ম'। উপনয়ন-সংস্কারদ্বারা 'সাবিত্র জন্ম', দীক্ষাদ্বারা 'যাজ্ঞিক জন্ম'। দেবগণের ন্যায় দীর্ঘায়ুলাভে, বাক্যের বিলাসে, চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ নানাবিষয়-ধারণসামর্থ্যে, 'ইন্দ্রিয়রাধঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-

পটুতায়, 'যোগ' অর্থাৎ প্রাণায়ামাদিতে, 'সাংখ্য' অর্থাৎ দেহাদির অতিরিক্ত আত্মজ্ঞানমাত্রে এবং ব্রত-বৈরাগ্যাদি শ্রেয়োলাভের অন্যান্য কাল্পনিক উপায়সমূহেই বা কি ফল ?" অনন্তর পর শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধর-স্বামিপাদ বলেন,—

"যদি বল, এই নানাফল-সাধনসমূহ হরিসেবন ব্যতীত কিরূপে ব্যর্থ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—'অর্থতঃ' অর্থাৎ পরমার্থতঃ আত্মাই শ্রেয়ঃফলসমূহের অবধি বা পরাকাষ্ঠা ; কেননা, অন্যান্য শ্রেয়ঃসমূহ স্বার্থরূপ হওয়াতেই প্রিয় হয়। আচ্ছা, আত্মা ত' পরাকাষ্ঠা হইল, কিন্তু হরির সহিত কি সম্বন্ধ পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন,—হরি সমস্ত ভূতের আত্মা; তিনি 'আত্মদ' অর্থাৎ অবিদ্যা নাশ করিয়া জীবের আবৃত-স্বরূপকে প্রকাশ করেন। ঐশ্বরিক রূপ প্রকট করাইয়াও যেমন বলি প্রভৃতিকে নিজেই ধরা দিয়াছেন, তদ্রূপ আত্মপ্রদ ; আবার পরমানন্দরূপ বলিয়া তিনি প্রিয়ও বটেন।" এখানে তাঁহাকে সর্ব্বভূতের, এমন কি, শুদ্ধজীবগণেরও আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা জানিতে হইবে, কেননা, রশ্মিস্থানীয় জীবসমূহের পক্ষে পরমাত্মরূপী তিনি সূর্য্যস্থানীয়। এই কথাই পুনরায় কথিত হইয়াছে—

সেজন্য সকল দেহীর নিকটই নিজ আত্মা প্রিয়তম, যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় জীর্ণ এবং অবসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবতী থাকাই জীবের স্বভাব, অতএব দেহ প্রিয় বা প্রিয়তর হইলেও উহার নশ্বরতা-নিবন্ধন আত্মাই প্রিয়তম। এই চরাচর জগৎ আত্মার জন্যই প্রিয় হয়। শ্রীকৃষ্ণকেই সেই নিখিল আত্মসমূহের পরমাত্মা জানিবে। জগতের মঙ্গলের জন্য স্বরূপশক্তিবলে তাঁহার প্রকট-লীলা। মূর্খ জীব অবিদ্যাবশে তাঁহার চিন্ময়-বিগ্রহকে স্বীয় প্রপঞ্চাবৃতদৃষ্টিতে মায়িক বিগ্রহ মনে করে, কিন্তু তিনি সকল আত্মার পরমাত্মা। জীবের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—এই দুই বস্তুই আত্মদ্বয়। 'তিনি আত্মদ্বয় প্রদান করেন'—এই 'প্রদান করেন' ক্রিয়ার অর্থ এই যে, যিনি ব্যক্তিভেদে স্বরূপদ্বয় স্ফুরিত করান, এবং যিনি বশীকরণে সমর্থ, তিনিই আত্মদ– ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের অভিপ্রায় ॥ ৫১ ॥

কিঞ্চ, (ভা ৪।৩১।১৪)—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ৫২ ॥

টীকা চ—"কিঞ্চ, নানাকর্ম্মভিস্তত্তদ্দেবতা-প্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরিপ্রীত্যা ভবন্তি। কেবলং তত্তদ্-দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি"। (৪।৩১।) শ্রীনারদঃ প্রচেতসঃ ॥ ৫২ ॥

আরও, যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা প্রভৃতি সঞ্জীবতা লাভ করে এবং যেরূপ প্রাণে উপকরণাদি-যোগে অর্থাৎ অন্নাদি-ভোজনদ্বারা প্রাণরক্ষা হইলেই ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি হয়, সেই প্রকার অচ্যুতের পূজাদ্বারাই অন্যান্য দেবগণের পূজা সম্পন্ন হয়। বৃক্ষের এক একটী শাখায় জলসেচনে যেরূপ সমস্তবৃক্ষের উপকার হয় না, এক একটী ইন্দ্রিয়ের সেবায় যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় না, আবার মূলে জল ঢালিলে যেমন সকল বৃক্ষেরই উপকার হয়, ভোজনাদিদ্বারা একমাত্র প্রাণ রক্ষিত হইলেই যেমন সকল ইন্দ্রিয় বল লাভ করে, তদ্রূপ দেবগণের কোন একটীর উপাসনায় সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনা হয় না, আবার একমাত্র বিষ্ণুর কেবল-উপাসনায় সকল দেবতারই উপাসনা হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

শ্রীধর-টীকা—"আরও, নানা কর্ম্মদ্বারা তত্তদ্দেবতার প্রীতিনিমিত্ত কর্ম্মফলসমূহ একমাত্র হরিপ্রীতিদ্বারাই সাধিত হয়। পরন্তু বিষ্ণুর উপাসনা না করিয়া কেবল স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবোপাসনায় কোন ফলই হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তসহ এই শ্লোকের অবতারণা।" প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ৫২ ॥

শ্রীঋষভদেবকৃত-স্বপুত্রশিক্ষণেঽপি "যে বা ময়ীশে" (ভা ৫।৫।৩) ইত্যাদিকং, "মত্তোঽপ্যনন্তাৎ" (ভা ৫।৫।২৫) ইত্যাদিকঞ্চাগ্রে দর্শনীয়ম্। ভরত-রহূগণসংবাদান্তেঽপীদমস্তি (ভা ৫।১৩।২০)—

রহূগণ ত্বমপি হ্যধ্বনোঽস্য, সংন্যস্তদণ্ডঃ কৃতভূতমৈত্রঃ।
অসজ্জিতাত্মা হরিসেবয়া শিতং, জ্ঞানাসিমাদায় তরাতিপারম্॥ ৫৩॥

জ্ঞানমত্র ভক্ত্যাশ্রয়মেব। যথোক্তমেতদনন্তরং শ্রীরহূগণেনৈব (ভা ৫।১৩।২১-২২)—

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং, কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং, মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ॥
ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি, র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্যস্য সমাগমাচ্চ মে, দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ॥

ইতি। (৫।১৩।) শ্রীভরতো রহূগণম্॥ ৫৩॥

"আমার প্রতি সৌহৃদ্য বা প্রীতিই যাঁহাদের পরমপুরুষার্থ, এবং দেহপোষক ভোগ্যবিষয়-কথায় বা স্ত্রী-পুত্রধন-বান্ধবাদিযুক্ত গৃহে যাঁহাদের প্রীতি নাই, তাঁহারাই মহৎ" ইত্যাদি এবং "আমি অনন্ত, পরাৎপর ও স্বর্গাপবর্গাদির অধিপতি; আমার প্রতি ভক্তিমান্ নিষ্কিঞ্চন ভাগবতগণের আমা ব্যতীত অন্য কোন ইতর পার্থিব বিষয়াদিই প্রার্থনীয় নাই" ইত্যাদি ঋষভদেবকর্তৃক নিজপুত্র-শিক্ষাদান-সম্পর্কে কথিত বাক্যগুলি অগ্রে দ্রষ্টব্য। ভরত-রহূগণসংবাদের শেষেও এইরূপ আছে—

হে রহূগণ, তুমিও সংসারপথে নিবিষ্ট হইয়াছ, অতএব নিজ রাজদণ্ড সম্যক্‌রূপে অন্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সর্ব্ব-প্রাণীর সহিত মিত্রতা কর এবং ভোগ্য-বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবা করিতে করিতে সম্বন্ধ-জ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসিদ্বারা জড়াভিনিবেশ ছেদনপূর্ব্বক অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া সংসারপথের পরপারে উত্তীর্ণ হও॥ ৫৩॥

এখানে 'জ্ঞান'—ভক্তির আশ্রয় অর্থাৎ কৃষ্ণকে সেব্য-জ্ঞান এবং আপনাকে কৃষ্ণদাস-জ্ঞান। ইহার পরে রহূগণও তাহা বলিয়াছেন—

হে মহাত্মন্, অখিল জন্ম অপেক্ষা মানব জন্মই শ্রেষ্ঠ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দেবাদি-জন্মে কি লাভ? যেহেতু, হৃষী-কেশের পবিত্র যশোগানে শুদ্ধচিত্ত আপনাদের তুল্য মহাত্মগণের তথায় প্রচুর সমাগম ঘটে না। মানবগণের নিখিল পাপ আপনার পাদপদ্মরেণুদ্বারা বিনিষ্ট হইয়া অধোক্ষজ ভগবানে তাহাদের অমল সেবা-প্রবৃত্তি হইবে—ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; এমন কি, আপনার স্বল্পক্ষণ সঙ্গপ্রভাবেই কুতর্কদ্বারা বদ্ধমূল আমার অবিবেক সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। (৫।৩।) রহূগণ রাজার প্রতি শ্রীভরতের উক্তি॥ ৫৩॥

তথা চিত্রকেতুং প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণোপদেশান্তেঽপি (ভা ৬।১৬।৬২) "দৃষ্টশ্রুতাভিঃ" ইত্যাদৌ "মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ" ইত্যত্রৈত উদাহার্য্যম্। অসুরবালকানুশাসনেঽপি (ভা ৭।৬।১-২)—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্॥
যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥ ৫৪॥

ইহৈব মানুষ-জন্মনি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ আচরেৎ ; যত অর্থদমেতজ্জন্ম, দেবাদি-জন্মনি মহাবিষয়াবেশাৎ—পশ্বাদি-জন্মনি বিবেকাভাবাচ্চ। তত্রাপি ন বিলম্বেতেত্যাহ—কৌমারে কৌমারমারভ্যেত্যর্থঃ। যতস্তদপি জন্মাধ্রুবং পুনর্দুর্লভঞ্চ। শাস্ত্রস্য চ প্রাধান্যেন মনুষ্যমধিকৃত্য প্রবৃত্তত্বাত্তদনুবাদেনোক্তিরিয়ং, তদ্‌বুদ্ধ্যাদি-সাম্যেন মানুষত্বমারোপ্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র ভাগবত-ধর্ম্মাচরণস্যৈব যুক্তত্বং দর্শয়তি—যথাহীতি। ইহ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণমেব যথা অনুরূপং যোগ্যমিত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাদেষ ভূতানাং স্বভাবত এব প্রিয়ঃ প্রীতি-বিষয়ঃ প্রেমকর্ত্তা চ। তত্র হেতুঃ—আত্মা পরমাত্মা। পাদোপসর্পণে হেত্বন্তরং—যস্মাচ্চৈষ ঈশ্বরঃ কর্ত্তুম-কর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ। সুহৃৎ সর্ব্বেষাং হিতং চিকির্ষুশ্চেতি॥ ৫৪ ॥

চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের উপদেশ-শেষেও, "স্বীয় বিবেকবলে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়বিমুক্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্যক্-তৃপ্তি-লাভ করিয়া" ইত্যাদি শ্লোকে "সকল মানবই আমার ভক্ত হইতে পারেন" ইহা পরে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইবে। অসুরবালকদিগের প্রতি প্রহ্লাদের অনুশাসনেও কথিত আছে—

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কৌমার অবস্থা হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মসমূহ আচরণ করিবেন, যেহেতু এই মনুষ্যজন্ম পরমার্থপ্রদ, অথচ অতীব দুর্ল্লভ এবং তাহাতে আবার ক্ষণভঙ্গুর ; অতএব এই জন্মেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর চরণতলে আত্মসমর্পণ করা উচিত, যেহেতু তিনিই সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয়, আত্মা, প্রভু বা ঈশ্বর ও বন্ধু॥ ৫৪ ॥

এই মনুষ্যজন্মেই ভাগবত-ধর্ম্মসমূহের আচরণ কর্ত্তব্য, কেন না, দেবাদি জন্মে বিষয়ভোগ-প্রচুরতা এবং পশু প্রভৃতি জন্মে বিবেক-রাহিত্যহেতু এই নরজীবনই পরমার্থপ্রদ জন্ম। সেই মনুষ্যজন্মেও হরিভজনে বিলম্ব করা উচিত নহে ; তজ্জন্য, 'কৌমার'-শব্দে শিশুকাল হইতে আরম্ভ বুঝায় ; যেহেতু এই মানবজন্ম নিত্য নহে, তাহাতে আবার দুর্ল্লভ অর্থাৎ বিশেষ-সুকৃতিসাপেক্ষ। শাস্ত্র প্রধানতঃ মনুষ্যকেই অধিকার করিয়া বক্তব্যবিষয়-বর্ণনে প্রবৃত্ত, সেই শাস্ত্রব্যব-হারের অনুগমন করিয়া এই উক্তি ; এই জন্য মানবোচিত বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সমতাহেতু অসুরবালকগণের প্রতি মনুষ্যতা আরোপ করিয়াই ইহা কথিত, জানিতে হইবে। তন্মধ্যে আবার ভাগবতধর্ম্মাচরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত, তাহা পরশ্লোকে দেখাইতেছেন। এই জন্মে পরমপুরুষ বিষ্ণুর সেবা করাই উচিত। 'যথা'-শব্দে অনুরূপ বা যোগ্য, যেহেতু এই বিষ্ণুই প্রাণিগণের স্বাভাবিক প্রিয় অর্থাৎ প্রীতির বিষয় ও প্রেম-কর্ত্তা, তাহার কারণ এই যে, তিনি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। বিষ্ণু পরিচর্য্যার অন্য হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—যেহেতু, এই বিষ্ণুই ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে অথবা অন্যরূপ করিতে সমর্থ ; এবং তিনি সকলের সুহৃৎ অর্থাৎ সকলের মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক॥ ৫৪ ॥

তদেতদুপক্রম্য উপসংহরতি (ভা ৭।৬।২৬)—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ, ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং, স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ॥ ৫৫ ॥

ঈক্ষা আত্মবিদ্যা। তদেতৎ সর্ব্বং নিগমস্যার্থজাতং স্বসুহৃদঃ স্বান্তর্যামিণঃ পরমস্য পুংসঃ তস্মৈ স্বাত্মার্পণ-সাধনঞ্চেত্তর্হি সত্যং মন্যে সত্যফলত্বাৎ। (৭।৬।) শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্॥ ৫৫ ॥

এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিয়া নিম্নশ্লোকে তাহার উপসংহার করিতেছেন—

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—যাহা শাস্ত্রে 'ত্রিবর্গ' বলিয়া অভিহিত, এবং আত্মবিদ্যা, তথা ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই ত্রিবেদের

বিষয় যে কর্ম্মবিদ্যা, তর্ক, দণ্ডনীতি ও বিবিধ জীবিকা প্রভৃতি সকলই ত্রিগুণ-বিষয় বেদের অন্তর্গত বলিয়া সত্য মনে করি ; কিন্তু জীবের নিত্যবান্ধব পরমপুরুষ বিষ্ণুর পাদপদ্মে যদি তদ্দ্বারা আত্মসমর্পণ হয়, তবেই সত্য বা নির্গুণ ॥ ৫৫ ॥

'ঈক্ষা'-শব্দে আত্মবিদ্যা। এই সমস্তই ত্রৈবর্গিক-বেদান্তর্গত বিষয়। 'স্ব-সুহৃদ্' অর্থাৎ নিজের অন্তর্যামী পরমপুরুষ বিষ্ণুর চরণে যদি আত্মসমর্পণরূপ কার্য্য সাধিত হয়, তবেই সত্যফল হওয়ায় তাহাকে প্রকৃত বা সার্থক বলিয়া মনে করি। অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥ ৫৫ ॥

অগ্রে চ (ভা ৭।৭।২৯)—তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ৫৬ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তে ত্রিগুণাত্মকর্ম্মণাং বীজনির্হরণেঽপি উপায়সহস্রাণাং মধ্যে অয়মেব উপায়ঃ ভগবতা শ্রীনারদেন মাং প্রত্যুপদিষ্টঃ। যৈরুপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাদ্ যদ্ যস্মাদুপায়াৎ যথা যথাবৎ ঈশ্বরে ভগবতি অঞ্জসা ব্যবধানানন্তরং বিনৈব রতিঃ প্রীতির্ভবতি ; অতঃ কর্ম্মবীজনির্হরণমপি তস্যানুষঙ্গিকমেব ফলমিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

এই অধ্যায়ের পরেও উক্ত হইয়াছে—হে বালকগণ! সেই সংসার-বীজরূপ অজ্ঞান বিনষ্ট হইবার সহস্র উপায় থাকিলেও ভগবানের প্রতি যাহাতে শীঘ্র রতি উৎপন্ন হয়, তাহাই ভগবান্ শ্রীনারদের কথিত প্রকৃষ্ট উপায় ॥ ৫৬॥

পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসমূহের মূল বীজ ধ্বংস করিবার সহস্র উপায় থাকিলেও এই উপায়ই ভগবান্ শ্রীনারদ আমার প্রতি উপদেশ করিয়াছেন। সেই সব সহস্র উপায়ে সিদ্ধ-ফলস্বরূপ যে উপায় হইতে যে ভাবে ভগবান্ পরমেশ্বরে অব্যবহিত রতি বা প্রেমের উদয় হয়; অতএব কর্ম্মবীজ-ধ্বংসও তাদৃশ উপায়ের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র— ইহাই ভাবার্থ ॥ ৫৬॥

অগ্রে চ "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা" (ভা ৭।৭।৩০) ইত্যাদিভিস্তস্যৈবোপায়স্যাঙ্গান্যুক্ত্বাহ (ভা ৭।৭।৩৩)—

এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৫৭ ॥

এবং পূর্ব্বোক্ত-গুরুশুশ্রূষাদি-প্রকারেণৈব, ন তু তদর্থপৃথক্‌প্রযত্নেন নির্জ্জিত-কর্ম্মবীজলক্ষণ-কামক্রোধ-লোভমোহমদমাৎসর্য্যোর্জ্জনৈঃ পুনরপি ভক্তিঃ ক্রিয়ত এব। (৭। ৭।) শ্রীপ্রহ্লাদস্তান্ ॥ ৫৭ ॥

ইহার পরেই "গুরু-শুশ্রূষারূপা ভক্তিদ্বারা এবং গুরুর প্রতি সমস্ত লব্ধবস্তুর সমর্পণদ্বারা" ইত্যাদি শ্লোকে সেই প্রেমভক্তিযোগের উপায়ের অঙ্গসমূহ বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন—

এই প্রকারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতারূপ ছয়টী রিপুকে গুরুশুশ্রূষাদিদ্বারা দমনপূর্ব্বক ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন, যে ভক্তির ফলে ভগবান্ বাসুদেবে রতি লভ্য হয় ॥ ৫৭ ॥

এইপ্রকার গুরুশুশ্রূষাদি উপায়দ্বারাই ভগবদ্রতিলাভ হয় ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কর্ম্মবীজের লক্ষণসমূহ যাঁহাদের নির্জ্জিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই রতিলাভের জন্য উক্ত ভক্তি ব্যতীত অন্য পৃথক্-চেষ্টাদ্বারা আর ভক্তি করেন না। অসুরবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের এই উক্তি ॥ ৫৭ ॥

বর্ণাশ্রমাচারকথনারম্ভে নরমাত্র-ধর্ম্মকথনেঽপি (ভা ৭।১১।৭)—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৫৮ ॥

ধর্ম্মস্য মূলং প্রমাণং ভগবান্, যতঃ সর্ব্ববেদময়ঃ। স্মৃতং স্মৃতিশ্চ তদ্বিদাং বেদময়-ভগবদ্বিদাং তস্য প্রমাণম্। আভ্যাং তদ্বহির্ম্মুখধর্ম্মস্যাপার্থত্বং ভগবদ্ধর্ম্মস্যৈবাবশ্যকত্বঞ্চোক্তম্। অতএব "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্। আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" (মনু ২।৬) ইতি মনুস্মৃতিবাক্যাদপ্যত্র বিশিষ্টতয়োপদিষ্টম্। তচ্চ যুক্তম্, "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং, বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।" (১।১।২) ইত্যুক্তত্বাৎ। যেনৈব ধর্ম্মেণ 'আত্মা মনঃ প্রসীদতি' ইত্যনেন 'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি' (ভা ১।২।৬) ইতিবৎ সু-শব্দবিশিষ্টতয়ানুক্তত্বাৎ তচ্ছ্রবণাদিলক্ষণসাক্ষাদ্ভক্তেরেব প্রশস্তত্বঞ্চ বোধিতম্। তত্তৎসর্ব্বধর্ম্মকথনান্তে তু স্বয়মেব স্বস্য প্রথমে গন্ধর্ব্বজাতৌ জন্মন্যানুষঙ্গিকঃ ভগবদ্গানমাত্রং সংকর্ম্মোক্ত্বা দ্বিতীয়ে চ শূদ্রজাতৌ জন্মনি সংসঙ্গজ-শ্রবণাদিমাত্রং তদুক্ত্বা স্বস্য তাদৃশভগবৎপার্ষদত্ব-পর্য্যন্তফলপ্রাপ্তৌ তথাবিধমপি স্বধর্ম্মলক্ষণং কারণান্তরং নাদৃতবান্। তথাহি তত্রৈব (ভা ৭।১৫।৬৮) "যথা হি যূয়ম্" ইত্যস্য টীকা চ—"এতচ্চ সর্ব্বসাধারণমুক্তং, ভক্তস্য তু ভক্তিরেব সর্ব্বপুরুষার্থহেতুরিতি পাণ্ডবানেব লক্ষীকৃত্যাহ—'যথা হি' ইত্যেষা। তস্মাদত্রাপি সাক্ষাদ্ভক্তাবেব তাৎপর্য্যম্। অথাত্র "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি" (ভা ১।৫।১৭) ইত্যাদৌ ভক্তের্ধর্ম্মাতিরিক্তত্বেঽপি "শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ" (ভা ৭।১১।১১) ইত্যাদিনোত্তরগ্রন্থে ধর্ম্মত্ববিধানং সর্ব্বেষ্বপি প্রাণিষ্বাবশ্যকত্বাপেক্ষয়া পরমশ্রেয়োরূপত্বাদ্যপেক্ষয়া চ লাক্ষণিকমেব। বস্তুতস্তু পঞ্চমে 'তত্রাপি' (ভা ৫।৯।৩) ইত্যাদি-গদ্যে "ভগবতঃ কর্ম্মবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণ॥" ইত্যাদিনা শ্রীজড়ভরতস্য যা ভক্তিনিষ্ঠোক্তা, তস্যাঃ "পিতর্য্যুপরতে" (ভা ৫।৯।৮) ইত্যাদি-গদ্যে "ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব পর্যবসিতমতয়ো ন পরবিদ্যায়াম্" ইত্যাদিনা তদবজ্ঞাতৄণাং তদ্‌ভ্রাতৄণামজ্ঞত্ববোধনেন ধর্ম্মাতিরিক্তত্বং পরবিদ্যাত্বঞ্চ বোধিতম্। অতএবোক্তং শ্রীনারসিংহে—

"সনকাদয়ো নিবৃত্ত্যাখ্যে তেন ধর্ম্মে নিয়োজিতাঃ।
প্রবৃত্ত্যাখ্যে মরীচ্যাদ্যা ভক্ত্যৈকং নারদং মুনিম্॥" ইতি।

'তেন' ব্রহ্মণেতি প্রাকরণিকম্। তথা লক্ষণাময়-কষ্টকল্পনয়া শ্রবণাদীনাং স্বধর্ম্মান্তর্গণনা বহির্ম্মুখানামপি সাক্ষাদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনায়ৈব। এবমন্যত্রাপি অন্যমিশ্রভক্ত্যুপদেশবাক্যেষু জ্ঞেয়ম্। তস্মাদপি ভক্তাবেব তাৎপর্য্যমিতি। (৭।১১।৬) শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্॥ ৫৮॥

বর্ণাশ্রমাচার-কথন-প্রারম্ভে মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণধর্ম্ম-বর্ণনপ্রসঙ্গেও তাহাই বলিতেছেন—

হে রাজন্, যাহার অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মা (মন) প্রসন্ন হয়, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ; তিনিই ভগবৎতত্ত্ববিদ্‌গণের বিধানমূলক স্মৃতি অর্থাৎ একমাত্র বিধি॥ ৫৮॥

ভগবান্‌ই ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ, যেহেতু ভগবান্ সর্ব্ববেদময় এবং 'তদ্বিদাং' অর্থাৎ বেদময়-ভগবদ্‌বিদ্‌গণের 'স্মৃত' বা স্মৃতিও তাঁহার সম্বন্ধে প্রমাণ; 'বেদ' ও 'স্মৃতি' এই দুইটী-শব্দে ভগবদ্বহির্ম্মুখধর্ম্মের অকর্ম্মণ্যতা ও ভগবদ্ধর্ম্মের আবশ্যকতা বর্ণিত হইল। অতএব মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও ইহা বিশিষ্টভাবে উপদেশ করা হইয়াছে, যথা—"নিখিল বেদ, বেদজ্ঞগণের স্মৃতি (ব্যবস্থা) ও ব্রহ্মণ্যতাদিরূপ স্বভাব, সাধুগণের আচার এবং আত্মার সন্তোষ—এই কয়েকটী ধর্ম্মের মূল।" এই মনুবাক্যের সারকথা নারদোক্ত এই শ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। "সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি এই শ্রীমদ্ভাগবতে যে

ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বিজিত-ষড়্‌বর্গ নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরম ধর্ম্ম, তাহাতে 'ধর্ম্মার্থকামবাঞ্ছা' নামক ত্রৈবর্গিক ফলভোগময় কোন ছলনা নাই, বিশেষতঃ 'মুক্তিবাঞ্ছা'-নামক ছল-ধর্ম্মের উৎসাদন আছে এবং এই গ্রন্থে জীবের একমাত্র জ্ঞাতব্য, পরম-মঙ্গলপ্রদ এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ ক্লেশের ধ্বংসকারী বাস্তব বস্তুর কথা বর্ণিত হইয়াছে", ভাগবতে এইরূপ কথিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মনুবচন-সঙ্গতও বটে। "যে ধর্ম্মদ্বারা আত্মা বা মন প্রসন্ন হয়" এই বাক্যে ভাগবত-কথিত "যে ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে আত্মা সুপ্রসন্ন হয়" এই বচনের ন্যায় 'সু'-শব্দ বিশেষ-ভাবে কথিত না হওয়ায় ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণলক্ষণাত্মক সাক্ষাদ্‌ভক্তিরই প্রশস্ততা বুঝা গেল। সেই সমস্ত ধর্ম্ম-বর্ণনের শেষেও (ভাঃ ৭।১৫।৬৯, ৭৩ শ্লোকে) নারদ স্বয়ং নিজের গন্ধর্ব্বকুলোদ্ভূত প্রথম জন্মে আনুষঙ্গিকক্রমে কেবলমাত্র ভগবানের কথা-গানরূপ সদনুষ্ঠানের কথা বলিয়া এবং দ্বিতীয় শূদ্রকুলোদ্ভূত জন্মে কেবলমাত্র সাধুসঙ্গোত্থ শ্রবণাদিরূপ সৎকর্ম্ম বর্ণন করিয়া নিজের তাদৃশ ভগবৎপার্ষদত্বলাভ পর্য্যন্ত ফলপ্রাপ্তিকালেও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মলক্ষণ-যুক্ত কারণ সেই প্রকার শ্রবণকীর্ত্তনাত্মক হইলেও, তাহা আদর করেন নাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ঐ ৭ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়েই "যথা হি য়ূয়ং" শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"(প্রাগুক্ত) এই সর্ব্বসাধারণধর্ম্ম বলা গেল,কিন্তু ভক্তের ভক্তিই যে সর্ব্বপুরুষার্থের হেতু, তাহা পাণ্ডবদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।" সেইজন্য এখানেও সাক্ষাদ্-ভক্তিতেই সেই ভগবদ্ধর্ম্মের তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। অতঃপর এস্থলে "স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়া যদি কেহ অপক্কাবস্থায় পতিত হন" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে ভক্তি সাধারণ নৈমিত্তিক ধর্ম্মের অতিরিক্ত হইলেও "মহৎ সাধুগণের গতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ প্রভৃতিলক্ষণময় যে ধর্ম্ম পরবর্ত্তী শ্লোকে ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে", তাহা সকল প্রাণীর মধ্যে আবশ্যকতার এবং পরম মঙ্গলময়ত্বের অপেক্ষা করে বলিয়া লক্ষণা বৃত্তিদ্বারাই বোধিত, জানিতে হইবে ; অর্থাৎ সাধারণ ধর্ম্ম ও ভক্তিধর্ম্ম বাহ্যলক্ষণে একপ্রকার দৃষ্ট হইলেও দেহ ও মনঃসম্বন্ধীয় নশ্বর অনিত্যধর্ম্ম এবং নিত্য আত্মধর্ম্মস্বরূপ ভক্তিতে ভেদ আছে। বস্তুতঃ, শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে ৯ম অধ্যায় ৩য় শ্লোক "তত্রাপি" ইত্যাদি গদ্যে "মহাত্মা ভরত জীবের কর্ম্মবন্ধবিনাশি ভগবানের গুণ শ্রবণ ও স্মরণ এবং হরিপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোকের নিকট আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন" ইত্যাদি শ্লোকে জড়ভরতের যে ভক্তিনিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনিত্য নৈমিত্তিকধর্ম্মের অতিরিক্ত এবং পরা বিদ্যা। "পিতার পরলোকগমনের পর" ইত্যাদি পরবর্ত্তিগদ্যস্থিত "ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই ত্রয়ী বিদ্যায় পর্য্যবসিতবুদ্ধি এবং পরা বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ভরতাগ্রজগণ ভরতের মহিমা না জানিয়া 'তিনি জড়মতি' ইহা ঠিক করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন" এই সব বাক্যদ্বারা ভরতের অবজ্ঞাকারী ভ্রাতৃবৃন্দের অজ্ঞতা প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত হইল। অতএব শ্রীনৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—'তিনি (ব্রহ্মা) সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার—এই মুনিচতুষ্টয়কে নিবৃত্তি-ধর্ম্মে, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে, আর একমাত্র নারদমুনিকে ভক্তিধর্ম্মে, নিযুক্ত করিলেন।' এইস্থলে 'তিনি' শব্দে ব্রহ্মা—ইহা প্রকরণ হইতে জানা যায়। তাদৃশ লক্ষণাময় কষ্টকল্পনাদ্বারা শ্রবণাদি-ভক্তিকে যে নৈমিত্তিক ধর্ম্মান্তর্গত বলিয়া গণনা করা হইয়াছে, তাহা ভগবানের প্রতি বহির্ম্মুখগণকে সাক্ষাদ্‌ভক্তিতে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে বর্ণিত। অন্যত্রও অপর মিশ্রভক্তির উপদেশবাক্যাদিতেও জীবকে এই প্রকার শুদ্ধভজনে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্যই বলা হইয়াছে, জানিতে হইবে। তাহা হইতেও জানা যায় যে, ভক্তিতেই ভগবদ্ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে "ধর্ম্মমূলং" শ্লোক বলিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

জায়ন্তেয়োপাখ্যানেঽপি "অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামঃ" (ভা ১১।২।৩০) ইত্যস্যোত্তরম্—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য, পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥ ৫৯ ॥

টীকা চ—"প্রথমমাত্যন্তিকং ক্ষেমং কথয়তি—মন্যে ইতি" ইত্যাদিকা। পুনশ্চ "ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত" (ভা ১১।২।৩১) ইত্যস্যোত্তরত্বেন "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে" (ভা ১১।২।৩৪) ইত্যাদি-পদ্যত্রয়মুক্ত্বা "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" (ভা ১১।২।৩৭) ইত্যাদিপদ্যে "বুধ আভজেৎ তং, ভক্ত্যৈ-কয়েশম্" ইত্যত্র "ভক্ত্যা" ইত্যনেন তস্যা জ্ঞানাদ্যমিশ্র-শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণত্বম্, "একয়া" ইত্যনেন নৈরন্তর্য্য-লক্ষণমব্যভিচারিত্বং চোপদিষ্টম্ ॥ ৫৯ ॥

ঋষভপত্নী জয়ন্তীর গর্ভজাত নবযোগেন্দ্রের নামান্তর 'জায়ন্তেয়'। সেই জায়ন্তেয়োপাখ্যানেও "অতএব, হে নিষ্পাপ সাধুবৃন্দ, আপনাদের নিকট আত্যন্তিক মঙ্গলের কথা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি" নিমিরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে কবি কহিলেন,—

আমার মনে হয়, অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনায় জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলোদয় হয়। অপর সকলপ্রকার অনিত্য উপাসনায় ভয় আছে, কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনায় কোন বস্তু হইতে ভীত হইতে হয় না। এই সংসারে অচ্যুতের উপাসনাপ্রভাবে অনিত্যদেহে ও মনে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ভবভয়োদ্বিগ্নজনের ভয় সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামি-টীকা—"নিমিরাজের নয়টী প্রশ্নের মধ্যে আত্যন্তিক মঙ্গলবিষয়ক আদি প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক বলিতেছেন।" পুনরায় "ভাগবতধর্ম্ম বলুন" এই প্রশ্নের উত্তরে "মূঢ়লোকের পক্ষেও অনায়াসে নিজস্বরূপ ও ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশে স্বয়ং ভগবান্ যে সকল উপায় বলিয়াছেন, সেই সকলকেই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি তিনটী শ্লোক বলিয়া "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" এই ৩৭ শ্লোকে "বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই ভগবানকে কেবলা, অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা সম্যক্‌রূপে ভজন করিবেন" এই বাক্যস্থিত 'ভক্তি' কথাটী যে জ্ঞানকর্ম্মদ্বারা অবিমিশ্রা ও শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণযুক্তা, এবং 'কেবলা' শব্দদ্বারা ভক্তি যে নৈরন্তর্য্যলক্ষণযুক্তা ও অব্যভিচারিণী, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

তত্র যদ্যপি "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা" (ভা ১১।২।৩৬) ইত্যাদি-প্রাক্তনবাক্যে লৌকিকস্যাপি কর্ম্মণো ভগবদর্পণাদ্ভাগবতধর্ম্মত্বং সিধ্যতীতি যথোক্তং নৈরন্তর্য্যমপি সম্ভবতি, তথাপি শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণ-মাত্রত্বং ব্যাহন্যেত তস্মাত্তত্রাব্যভিচারিত্বং তন্মাত্রত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথোপায়ং তদনন্তরমাহ দ্বাভ্যাম্। তত্র প্রথম-মব্যভিচারিত্বোপায়মাহ প্রথমেন (ভা ১১।২।৩৮)—

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো, ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো, বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্বয়ঃ প্রধানাদি-দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ যদ্যপ্যবিদ্যমান আত্মনি শুদ্ধে ন বিদ্যত এবেত্যর্থঃ, তথাপি ধ্যাতুরবিদ্যাময়-ধ্যানযুক্তস্য সতস্তস্য ধিয়া অবভাতি তস্মিন্ শুদ্ধেঽপি কল্প্যত এবেত্যর্থঃ, যথা স্বপ্নো মনোরথশ্চ তথেত্যর্থঃ। 'তৎ' তস্মাৎ, কর্ম্মাণি সঙ্কল্পয়তি বিকল্পয়তি চ যন্মনস্তন্নিযচ্ছেৎ ততশ্চাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজনাদভয়ং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥

সে স্থলে যদিও "কায়মনোবাক্য, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দ্বারা জীব যাহা যাহা করে, তাহা সমস্তই নারায়ণকে সমর্পণ করিবে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্য তৎসমুদয় কর্ম্ম লৌকিক হইলেও ভগবানে অর্পিত হইলে উহা ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ এবং তাহাতে যথাবর্ণিত নৈরন্তর্য্যেরও সম্ভাবনা হয়। তাহা হইলেও তাহাতে ভক্তি যে কেবলমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণময়, তাহার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তজ্জন্য ভক্তির অব্যভিচারিতা ও কেবলমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণময়তা যেরূপে প্রকট হয়, সেই উপায় পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকে ভক্তির অব্যভিচারিতা বলিতেছেন—

ধ্যানকারীর বুদ্ধিতে স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায় দ্বৈত-প্রপঞ্চ বস্তুতঃ নিত্য না থাকিলেও যেরূপ প্রকাশমান হয় তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তি সঙ্কল্প ও বিকল্পকারী মন নিরোধপূর্ব্বক ভজন করিলে ভজনপ্রভাবেই অভয়প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬০ ॥

যদিও (ভোগময়দর্শনের ন্যায়) শুদ্ধাত্মায় দ্বৈত প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নাই, তথাপি ধ্যানকারীর হৃদয় বস্তুতঃ শুদ্ধ হইলেও অবিদ্যার ধ্যানযুক্ত হওয়ায় তাহার বুদ্ধিতে সেই ভোগময় দ্বৈতপ্রপঞ্চ কল্পিত বা প্রতীয়মান হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন স্বপ্ন ও অভিলাষ, তদ্রূপ। 'তৎ' অর্থাৎ সেই হেতু যে মন কর্ম্মসকলকে সম্যক্ কল্পনা করে এবং কল্পনা করিয়া উহা পরিত্যাগ করে, সেই মনকেই সংযত করিবে এবং তাহা হইতেই অব্যভিচারিণী-ভক্তিবলে অভয়প্রাপ্তি ঘটিবে ॥ ৬০ ॥ *

নন্থ তথাপি মনোনিরোধরূপেণ যোগাভ্যাসেন ভক্তিকৈবল্যব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ভক্ত্যৈব ক্রিয়মাণয়া তদাসক্তত্বেন স্বত এব মনোনিরোধোঽপি স্যাদিতি তন্মাত্রতোপায়মাহ দ্বিতীয়েন (ভা ১১।২।৩৯)—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ৬১ ॥

টীকা চ—"তদর্থকানি তানি জন্মানি কর্ম্মাণি চ অর্থো যেষাং তানি নামানি। এতান্যপি সাকল্যেন জ্ঞাতুমশক্যানি ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যানি লোকে গীতানি প্রসিদ্ধানি তানি শৃণ্বন্ গায়ংশ্চ বিচরেৎ। অসঙ্গো নিস্পৃহঃ।" ইত্যেষা। (১১।২।) শ্রীকবির্বিদেহম্ ॥ ৬১ ॥

যদি বল, মনোনিরোধ-কার্য্যরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা ভক্তির কেবলতার (বিশুদ্ধতার) ব্যভিচার বা হানি ঘটিতে পারে, তজ্জন্য বলিতেছেন—ভগবদ্ভজনে আসক্তিনিবন্ধন আপনা হইতেই মনেরও নিরোধ ঘটিবে। ইহা বলিবার উদ্দেশে দ্বিতীয় শ্লোকে ভক্তি যে কেবলমাত্র শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণময়ী, সেই উপায় বর্ণন করিতেছেন—

মনোনিরোধদ্বারা ভজন দুঃসাধ্য ও কষ্টকর আশঙ্কা করিয়া সহজ পথ বলিতেছেন, তাহা এই, যথা—চক্রপাণি ভগবানের জন্ম ও বিবিধ লীলা এবং 'যশোদানন্দন', 'দেবকীনন্দন' ইত্যাদি জন্মবাচক মঙ্গলময় নামসমূহ, 'কংসারি,' 'মুরারি,' 'মধুসূদন' প্রভৃতি লীলাবাচক মঙ্গলময় নামসমূহ শ্রবণপূর্ব্বক তাহাই অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া ও লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিতে করিতে বিচরণ করিবে ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—'তদর্থক'-শব্দে যাহাদের অর্থ ভগবানের জন্ম ও লীলাসূচক, তাদৃশ নামসমূহ। যদি বল, তাঁহার ঐ সকল অনন্ত নাম ও অনন্ত লীলা সমগ্রভাবে কেহই জানিতে সমর্থ নহে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, লোকপ্রসিদ্ধ যে নামসমূহ সঙ্কীর্ত্তিত হয়, সেই সকলই শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিবে। 'অসঙ্গ'-শব্দে স্পৃহাশূন্য। বিদেহের প্রতি কবির উক্তি ॥ ৬১ ॥

অগ্রে চ কর্ম্মাদীন্ পরিহরন্ সাক্ষাদ্ভক্তিমেব বিধত্তে (ভা ১১।৩।৪৪-৪৭)—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥
নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনা চ যজেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥ ৬২ ॥

পরোক্ষেতি-টীকা চ—"যত্রান্যথা স্থিতোঽর্থঃ সংগোপয়িতুমন্যথা কৃত্বোচ্যতে স পরোক্ষবাদঃ। তথা চ শ্রুতিঃ (ঐত ১।৩।১৪)—"তং বা এতং চতুর্হুতং সন্তং চতুর্হোতেত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া এব হি বেদাঃ" ইতি। পরোক্ষবাদমেবাহ—কর্ম্মমোক্ষয়েতি। ননু স্বর্গাদ্যর্থং কর্ম্মাণি বিধত্তে, ন কর্ম্মমোক্ষার্থং, তত্রাহ—বালানামনুশাসনং যথা তথা। অত্র দৃষ্টান্তঃ—অগদমৌষধং ; যথা পিতা বালং অগদং পায়য়ন্ খণ্ডলড্ডু-কাদিভিঃ প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দদাতি চ তানি, নৈতাবতা অগদস্য তল্লাভঃ প্রয়োজনং অপি ত্বারোগ্যম্, তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ কর্ম্মমোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে" ইত্যেষা। নাচরেদিতি-টীকা চ—"ননু কর্ম্মমোক্ষশ্চেৎ পুরুষার্থস্তর্হি প্রথমমেব কর্ম্ম ত্যাজ্যতাম্, অত আহ নাচরেদিতি" ইত্যেষা। 'অজ্ঞঃ' ন বিদ্যতে 'জ্ঞা' শ্রীভগবতঃ কথাশ্রবণাদৌ শ্রদ্ধা লক্ষণা ধীবৃত্তির্যস্য সঃ ; অতএব তস্মিন্ ন প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তথৈবা-জিতেন্দ্রিয়ঃ ব্রহ্মাজিজ্ঞাসুঃ সন্ পারমেষ্ঠ্যপর্য্যন্ত-ভোগে বিরক্তো বা ন ভবতীত্যর্থঃ ; "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" (ভা ১১।২০।৯) ইত্যাদৌ পরস্পর-নিরপেক্ষয়োঃ শ্রদ্ধা-বিরক্ত্যোর্দ্বয়োরেব তত্তন্মর্য্যাদাত্বেনোক্তেঃ। বিকর্ম্মণা বিহিতাকরণরূপেণ মৃত্যোরনন্তরং মৃত্যুং মরণতুল্যং যাতনামুপৈতি পুনঃপুনর্মরণমুপৈতি যাতনাঞ্চোপৈতী-ত্যর্থঃ। অতস্তেষাং বিহিতকর্ম্মত্যাগে কথঞ্চিন্ন নিস্তারঃ। ঈশ্বরপ্রয়োজক-কর্ত্তৃকস্য কর্ম্মণ ঈশ্বরার্পণ-লক্ষণ-যথার্থানুষ্ঠানেন তৎপ্রসাদে ত্বসৌ সুতরাং মৈবং স্যাদিত্যাহ—বেদোক্তমিতি। তস্মাদ্বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো ন তু নিষিদ্ধং, নৈষ্কর্ম্ম্যাং কর্ম্মবন্ধাগোচরতাং সিদ্ধিং লভতে। ননু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে তস্মিন্নাসক্তি-স্তৎফলঞ্চ স্যাৎ, ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা সিদ্ধিরত আহ—নিঃসঙ্গঃ অনভিনিবেশবান্। ঈশ্বরে তন্নিমিত্তমেব তত্রার্পিতং, ন তু ফলোদ্দেশেন। ননু ফলস্য শ্রুতত্বাৎ কর্ম্মণি কৃতে ফলং ভবেদেব ? ন ; রোচনার্থেতি। কর্ম্মণি রুচ্যুৎপাদ-নার্থা অগদপানে খণ্ডলড্ডুকাদিবৎ। ততশ্চ কর্ম্মাভিরুচ্যা বেদার্থং সম্যগ্বিচারয়তি। তদা চ, (বৃঃ আঃ ৩।৮।১০) "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইত্যনেনাব্রহ্মজ্ঞস্য কৃপণতাং, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ব্রহ্মচর্য্যেণ" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা যজ্ঞাদীনাং জ্ঞানশেষতাঞ্চাবধার্য্য নিষ্কামেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্ততে। ততঃ "স্বর্গকামো যজেত" (যজুঃ ২।৫।৫) ইত্যাদিভিঃ

কামিতস্যৈব স্বর্গাদেঃ ফলত্বেনাবগমাৎ অকামিতোঽসৌ ন ভবতীতি নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ স্বত এব ভবতীতি স্থিতে কিমুত শ্রীমদীশ্বরার্পণেন তৎপ্রসাদে সতীত্যর্থঃ। তদেবং বিলম্বেনৈব নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধের্হেতুমুক্ত্বা, "যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" (ভা ৪।৩১।১৪) ইতি ন্যায়েন সর্ব্বধর্ম্মপর্য্যাপ্তিহেতুং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিসাধ্য-হৃদয়গ্রন্থিভেদনস্যাপি শীঘ্রোপায়ং স্বাতন্ত্র্যেনাহ—য আশ্বিতি। য আশু শীঘ্রমেব দেহদ্বয়াৎ পরস্যাত্মনো জীবস্য হৃদয়গ্রন্থিং দেহাহঙ্কারং নির্হর্ত্তুমিচ্ছুর্ভবতি স ত্বন্যৎ কর্ম্মাদিকং স্বরূপত এব ত্যক্ত্বা তন্ত্রোক্তেনাগম-মার্গেণ, চকারাৎ বেদোক্তেন চ বিধিনা প্রকারেণ কেশবং দেবমর্চ্চয়েৎ অন্যদেবদৃষ্টিপরিত্যাগার্থঃ ॥ ৬২ ॥

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে কর্ম্মপ্রভৃতি পরিহারপূর্ব্বক সাক্ষাদ্‌ভক্তিরই বিধান করিতেছেন—

সত্য অর্থকে সংগোপন করিবার জন্য উহাকে অন্যপ্রকার করিয়া বর্ণনের নাম 'পরোক্ষবাদ'। বেদতাৎপর্য্য দুর্জ্ঞেয়, এই কর্ম্মময় বেদ পরোক্ষবাদপূর্ণ এবং অজ্ঞ অশান্ত বালস্বভাবতুল্য জীবগণের অনুশাসন। যেরূপ পিতা আময়গ্রস্ত সন্তানের আরোগ্যজন্য লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য-প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া ঔষধ সেবা করান, পরে রোগ বিগত হইলে মিষ্টাদি প্রদান করেন, তদ্রূপ কর্ম্মসমূহের বিধানে ফলের প্রলোভন দেখাইয়া পরে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বিধানই বেদ-তাৎপর্য্য। যে মূর্খ ব্যভিচারী, বেদকথিত কর্ম্মকাণ্ডের আচরণ করে না, সে ব্যক্তি বেদবিহিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় অধর্ম্মানুষ্ঠানহেতু মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। আরও, অনাসক্ত হইয়া বেদকথিত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যিনি স্বয়ং ফলভোগ না করিয়া ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্ম্যরূপসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ ক্রমশঃ তাঁহার কর্ম্মফলভোগ-নিবৃত্তি হয়। কর্ম্মের ফলশ্রুতি-বর্ণন কেবল বেদবিহিত কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য জানিতে হইবে। যিনি জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি শীঘ্র মোচন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈদিক বিধানের সহিত পঞ্চ-রাত্রাগমোক্ত বিধিদ্বারা ভগবান্ কেশবের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীধর-টীকা—"যে স্থলে একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট অর্থ সংগোপন করিবার উদ্দেশে অপর প্রকার করিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহাকে 'পরোক্ষ-বাদ' বলে। বেদের উক্তি—'তং বা এতং' অর্থাৎ সেই বা এই প্রসিদ্ধমন্ত্র, অথবা সেই মন্ত্রাভিমানে মন্ত্রদ্বারা আত্মভূত কোন পুরুষ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। সেই পুরুষ চতুর্হূত, তদীয় নামযুক্ত মন্ত্রও চতুর্হূত বলিয়া কথিত; অথবা যে চারিপ্রকার হোতার কথা শুনা যায়, তাদৃশ যাজ্ঞিককে চতুর্হোতা বলে—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা; তন্মধ্যে পৃথিবী হোতা, দ্যৌ অধ্বর্য্যু, আকাশ উদ্গাতা এবং বায়ু ব্রহ্মা। পরোক্ষ অবলম্বনহেতু বেদগণ নিশ্চয়ই পরোক্ষপ্রিয়"—এই বলিয়া পরচরণে পরোক্ষবাদই বলিতেছেন। যদি বল, স্বর্গাদি-কামনার উদ্দেশেই কর্ম্মসমূহের বিধান, মোক্ষের জন্য বা নৈষ্কর্ম্ম্যের উদ্দেশে কর্ম্ম নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞ বালকগণকে যেরূপ প্রলোভন দেখান যায়, তদ্রূপ। তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'অগদ'-শব্দে ঔষধ; পিতা যেরূপ বালককে ঔষধ পান করাইতে গিয়া মিষ্টলাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া পান করান ও প্রদান করেন, অথচ ঔষধের জন্য তাদৃশ প্রলোভনের বস্তুর তত প্রয়োজনীয়তা নহে, কেবলমাত্র আরোগ্যই ঔষধের মুখ্য প্রয়োজন, তদ্রূপ বেদও গৌণ বাহ্য তুচ্ছ ফলদ্বারা প্রলোভন দেখাইয়া কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উদ্দেশেই কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।" পরশ্লোকের শ্রীধর-টীকা—"যদি কর্ম্ম হইতে মুক্তিই পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথমেই কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না, তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা।" শ্রীভগবানের কথা-শ্রবণাদিতে যাহার 'জ্ঞা' অর্থাৎ শ্রদ্ধা-লক্ষণা বুদ্ধিবৃত্তি নাই, তিনি অজ্ঞ, সুতরাং তাহাতে প্রবৃত্ত হন না; অথবা সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু না হইয়া ব্রহ্মার পদবী পর্য্যন্ত ভোগ করিতে বিরক্ত হন না; কেননা, "বিরক্তির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অথবা ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে" ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর-নিরপেক্ষ 'শ্রদ্ধা,

ও 'বিরক্তি' এই দুয়ের নিজ নিজ মর্য্যাদাজ্ঞাপক উক্তি দেখা যায়। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্ম না করিলে মৃত্যুর পর মৃত্যু অর্থাৎ মরণতুল্য যাতনা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ পুনঃপুনঃ মরণ ও যাতনা ভোগ করে। অতএব তাহাদের বেদবিহিত-কর্ম্মপরিহারফলে কোন প্রকারেই নিস্তার নাই। ঈশ্বর কর্ম্মের প্রয়োজক কর্ত্তা, ঈশ্বরে অর্পণলক্ষণযুক্ত কর্ম্ম যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইলে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে সুতরাং আর কর্ম্মবন্ধন হইবেনা, তজ্জন্য বেদোক্ত-কর্ম্মেরই কর্ত্তব্যতা 'বেদোক্ত' শ্লোকে বলিতেছেন। সেই কারণে নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদকথিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে থাকিলে জীব নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধসম্বন্ধরহিত সিদ্ধি লাভ করে। যদি বল, কর্ম্ম করিলেই তাহাতে আসক্তি এবং কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়,—নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা সিদ্ধি হয় না, এজন্য বলিতেছেন, 'নিঃসঙ্গ' অর্থাৎ অভিনিবেশ বা স্পৃহাহীন হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। ঈশ্বরে সমর্পণ অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্যই কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়—নিজভোগময় ফললাভোদ্দেশে নহে। যদি বল, ফলশ্রুতি থাকাহেতু কর্ম্ম করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল হইবে, তদুত্তর—তাহা নহে। 'রোচনার্থা'-শব্দে কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্য, ঔষধ পান করাইবার কালে খণ্ড-লড্ডুকাদি দ্বারা প্রলোভন দেখাইবার ন্যায়। তাহার পর কর্ম্মে অভিরুচিক্রমে বেদার্থ সম্যক্ বিচার করিতে থাকেন। তখন "হে গার্গি, এই অচ্যুতকে না জানিয়া (শোকমোহভয়াক্রান্ত হইয়া) যে ব্যক্তি ইহ সংসার হইতে পরলোকে গমন করে, সে কৃপণ বা অব্রাহ্মণ"—এই শ্রুতি-বাক্যে অব্রহ্মজ্ঞের দীনতা এবং "বেদ-বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা তাঁহাকে জানেন" ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞ, দান, তপস্যাদির জ্ঞানেই পরাকাষ্ঠা অবধারণ-পূর্ব্বক নিষ্কামকর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর "স্বর্গকামী হইয়া যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা প্রার্থিত হওয়ার ফলে স্বর্গাদি ভোগ প্রভৃতি কার্য্যকে কর্ম্মফলরূপে জানা যায়, সুতরাং নিষ্কাম হইলে স্বর্গভোগাদি-ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, অতএব আপনা হইতেই যখন নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধিলাভ ঘটে, তখন ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মার্পণ-দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহ হইলে ত' কথাই নাই। এইরূপে বহু বিলম্বে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ঘটিবার কারণ বর্ণন করিয়া "তরুর মূলে জলসেচন করিলেই যেমন তাহার স্কন্ধ-শাখাপ্রশাখাদির তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের তুষ্টিতেই সমস্ত তুষ্ট হয়" এই ভাগবতবচনপ্রমাণাবলম্বনে সকল ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তির কারণ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির সাধনভূত হৃদয়গ্রন্থি বা অহঙ্কার বিনাশ করিবার শীঘ্র উপায় পৃথগ্ভাবে 'য আশু' শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। যিনি শীঘ্রই স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়ের অতিরিক্ত জীবাত্মার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ দেহাহঙ্কার সমূলে উৎপাটন করিতে অভিলাষী হন, তিনি স্বরূপতঃ ভক্তিব্যতীত অন্য কর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাগম এবং বেদবিহিত মার্গে অন্যদেবের দর্শন ও পূজা পরিত্যাগার্থী হইয়া কেশবদেবেরই অর্চ্চন করিবেন ॥ ৬২ ॥

তথোপসংহারশ্চ (ভা ১১।৩।৫৫)—

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥ ৬৩ ॥

আত্মানং পরমাত্মানম্। (১১।৩।) শ্রীমদাবির্হোত্রো বিদেহম্ ॥ ৬৩ ॥

একাদশের তৃতীয় অধ্যায়ের উপসংহার-শ্লোকও এই প্রকার দেখা যায়—পাঞ্চরাত্রিক ও বৈদিকমার্গে যিনি অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে, অতিথিতে এবং হৃদয়ে ঈশ্বরের পূজা করেন, তিনি অচিরেই মুক্ত হন ॥ ৬৩ ॥

'আত্মা'-শব্দে পরমাত্মা। আবির্হোত্র বিদেহরাজকে এই শ্লোককয়টী বলিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

অগ্রে চ ব্যতিরেক-মুখেন (ভা ১১।৫।১)—

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্॥

ইত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরম্ (ভা ১১।৫।২-৩)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥ ৬৪॥

পূর্ব্বং শ্রীদ্রুমিলোপদেশেঽপি দেবকৃত-শ্রীনারায়ণস্তুতৌ (ভা ১১।৪।১০)—

"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ, স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্, ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি॥" ইত্যুক্তম্।

তত্র চ যজ্ঞে স্বভাগান্ দদতঃ সুরকৃতা বিঘ্না ন ভবন্তি ত্বাং সেবমানানাং তু মাৎসর্য্যেণ তৎকৃতাস্তে ভবন্তি; কিন্তু 'যদি' ইতি নিশ্চয়ে—'যদি বেদাঃ প্রমাণম্' ইতিবৎ নিশ্চিতমেব, ত্বং তেষামবিতেতি ত্বাং সেবমানো বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি পদঞ্চ ধত্তে, প্রত্যুত তমেবং সোপানমিব কৃত্বা ব্রজতীত্যর্থঃ। তদেবং শ্রুত্বা সংসার এব তিষ্ঠতাং যৎ পর্য্যবসানং ভবেত্তৎ পৃষ্টং 'ভগবন্তং' ইত্যাদিনা। তত্রোত্তরয়ন্ প্রথমং তেষাং প্রত্যবায়িত্বমাহ—'মুখ' ইতি পাদোনদ্বয়েন; পর্য্যবসানমাহ—'স্থানাৎ' ইতি পাদেন। (১১।৫।) শ্রীচমসো বিদেহম্॥ ৬৪॥

পরবর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়েও ব্যতিরেকভাব অবলম্বনে বলিতেছেন,—হে আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, যে সকল ব্যক্তি ভগবান্ হরিকে ভজন করে না, তাহাদের মন প্রায়ই সংযত হয় না এবং তাহাদের কামনাও শান্ত হয় না; তাহাদের প্রাপ্য গতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নশ্লোকের অবতারণা।

বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে আশ্রমচতুষ্টয়ের সহিত এবং প্রাকৃতগুণতারতম্যের সহিত বিপ্রাদি-বর্ণ-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ মুখ হইতে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্বরজোগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজস্তমোগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমোগুণে শূদ্র এবং জঘনদেশ হইতে গার্হস্থ্য, হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং মস্তক হইতে ভৈক্ষ্য (সন্ন্যাস) আশ্রম উৎপত্তিলাভ করিয়াছিল। এই আশ্রমচতুষ্টয়ে যথাযোগ্যভাবে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মকারণ পরম পুরুষের ভজন করে না—অবজ্ঞা করে, তাহারা নিজ নিজ স্থান হইতে (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে) ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়॥ ৬৪॥

ইহার পূর্ব্বে বিদেহরাজের প্রতি দ্রুমিলের উপদেশেও দেবগণকৃত নরনারায়ণের স্তববর্ণনপ্রসঙ্গে কথিত আছে—"হে বিভো, আপনাকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি-দেবগণের দ্বারা বহু বিঘ্ন প্রাপ্ত হন, যেহেতু আপনার ভজনকারিগণ যে পরমপদ লাভ করেন, তাহা ইন্দ্রাদি-দেবতার আবাসস্থল স্বর্গাদি হইতে বহু উন্নতলোকে অবস্থিত। কৃষকগণের রাজাকে কর প্রদান করিবার ন্যায় যে সকল ভগবদ্‌ভজনরহিত মানব কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞে ইহাদিগকে পুরোডাশাদি যজ্ঞভাগ প্রদান করে, তাহাদের কোন বিঘ্ন হয় না। কিন্তু আপনি যাঁহাদিগের রক্ষা কর্ত্তা, তাদৃশ

ভক্তগণ নিশ্চয়ই বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হন।" কর্ম্মানুষ্ঠানময় যজ্ঞে যে ব্যক্তি ইন্দ্রাদিকে নিজ ভাগসকল প্রদান করিতে থাকে, ইন্দ্রাদি দেবতাকর্ত্তৃক তাহার বিঘ্ন হয় না, অথচ আপনার সেবানিরত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মৎসরতাবশে দেবগণকর্ত্তৃক বহু বাধা উৎপাদিত হয়। 'যদি' শব্দে নিশ্চয়ই। 'যদি-বেদ প্রমাণ হয়' এই বাক্যে 'যদি'-শব্দ যেমন নিশ্চয়ার্থক, তদ্রূপ, হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদের রক্ষক হন বলিয়া তাঁহারা আপনার সেবানিরত থাকাকালে কেবল যে বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদক্ষেপই করেন, তাহা নহে, প্রত্যুত সেই বিঘ্নকেই সোপানরূপে লাভ করিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। এই কথা শুনিয়া সংসারে বাসকারিগণের চরম গতি কি, তাহাই পূর্ব্বোক্ত 'ভগবন্তং' শ্লোকে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। তাহার উত্তর প্রদান করিতে গিয়া প্রথমে তাদৃশ সংসারাভিনিবিষ্ট জীবগণের প্রত্যবায় বা অনর্থের কথা 'মুখবাহু' হইতে 'অবজানন্তি' পর্য্যন্ত একপাদ-কম পূর্ব্বোক্ত দুইটী শ্লোকে বর্ণন করিয়া, পরে 'স্থানাৎ' হইতে 'অধঃ' পর্য্যন্ত শ্লোকের শেষ পাদে তাহাদের চরম গতি বর্ণন করিয়াছেন; অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু রূপ আশ্রমচতুষ্টয়ে যথাযোগ্যভাবে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে যদি কেহ আত্মার আত্মা ঈশ্বর অচ্যুতের ভজন না করে, বা অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তাহাই তাহাদের প্রত্যবায় বা অনর্থ, এবং তৎফলে তাহাদের স্বস্থানবিচ্যুতি বা অধঃপতনই চরমগতি, বুঝাইয়াছেন। শ্রীচমস বিদেহরাজকে এই শ্লোকদ্বয় বলিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥

অগ্রে চ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ভক্তেরেবাভিহিতত্বে, ভবেত্তস্য তদ্বিশেষপ্রশ্নোঽপি যুক্তঃ। 'কস্মিন্ কালে' (ভা ১১।৫।১৯।) ইত্যাদিনা। তথৈবোত্তরিতম্। (ভা ১১।৫।২০)—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ৬৫ ॥

নানৈব বিধিনা বিবিধেন মার্গেণ। (১১।৫।) শ্রীকরভাজনো বিদেহম্ ॥ ৬৫ ॥

এই শ্লোকের পর (১৯ শ্লোকে) পূর্ব্বকথিত প্রকারে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব নিশ্চয় করিতে গিয়া নিমিরাজ ভগবদ্ভক্তি-সম্বন্ধে যে বিশেষ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বটে। অর্থাৎ "সেই ভগবান্ কোন্ কালে, কিরূপ বর্ণে, কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ নামে, কোন্ বিধিদ্বারা পূজিত হ'ন?" ইত্যাদি। নিমিরাজের প্রশ্নে করভাজন ঋষি সেইরূপই উত্তর প্রদান করিয়াছেন, যথা—

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ভগবান্ কেশব নানা বর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারে, নানা বিধিদ্বারা পূজিত হন ॥ ৬৫ ॥

'নানা বিধিদ্বারা' অর্থাৎ বিবিধ পন্থায়। শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে এই শ্লোক বলিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদেঽপি (ভা ১১।৭।৬)—

ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃক্ বিচরস্ব গাম্ ॥ ৬৬ ॥

'নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ' (ভা ৩।৫।৩১) ইত্যাদিভিঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাৎ তং লক্ষী-কৃত্য তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোঽয়ম্। এবমন্যত্র জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহল্লক্ষণয়া (ক) ত্বং—ত্বদীয়মার্গানু-গতো ভক্তো বিচরস্ব—বিচরত্বিত্যেবার্থঃ। সমদৃক্ত্বঞ্চ মাং বিনান্যত্র হেয়োপাদেয়ত্বাভাবাৎ। 'তু'-শব্দো

বহির্মুখনিবৃত্ত্যর্থঃ। তেনাপি পূর্ব্বমিদমভিপ্রেতম্ (ভা ১১।৬।৪৬-৪৯)—

ত্বয়োপভুক্ত-স্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥
মুনয়ো বাতবসনা শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥
বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু। ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥
স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি চ। গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনম্॥

ইতি। (১১।৭।) শ্রীভগবানুদ্ধবম্॥ ৬৬॥

শ্রীভগবদুদ্ধব-সংবাদেও—হে উদ্ধব, তুমি স্বজন-বন্ধুবর্গের সকল স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতে মন সম্যগ্‌ভাবে অর্পণপূর্ব্বক সমদর্শন হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ কর॥ ৬॥

"বিষয়দ্বারা অক্ষুব্ধচিত্ত, সুতরাং গোস্বামী উদ্ধব আমা অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহেন" ইত্যাদি ভগবদুক্তিসমূহে উদ্ধবের নিত্যসিদ্ধরূপে প্রসিদ্ধি থাকায়, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ অন্যান্য ভগবদ্ভজনাভিলাষী ব্যক্তিকেও ভগবদ-ভিনিবিষ্টচিত্ত ও সমদর্শন হইয়া বিচরণ করিবার জন্য এই শিক্ষা দিলেন। এইরূপ অন্যত্রও জানিবে। তৎপরে জহল্লক্ষণা (ক) দ্বারা 'তুমি বিচরণ কর' এই বাক্যের অর্থ "তোমার অনুগত ভক্তও তোমার প্রদর্শিত পথে সমদর্শন হইয়া বিচরণ করুক্"—এইভাবেই বুঝিতে হইবে। 'সমদৃক্'-পদের অর্থ আমা বিনা অন্য সমস্ত মায়িক বিষয়ে জড়ীয় হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব-বুদ্ধিশূন্য। 'তু'-শব্দ বহির্ম্মুখনিবৃত্তি অর্থাৎ দুঃসঙ্গ-পরিহারের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেই উদ্ধব পূর্ব্বেও এইরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলেন—

হে ভগবন্, তোমার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, পরিধেয় বসন এবং অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব। দিগ্বসন (নগ্ন) মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা শ্রমণ এবং শান্ত (নিষ্কাম) নির্ম্মলচিত্ত সন্ন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্, আমরা কিন্তু তথায় যাইব না, আমরা (প্রাক্তন) কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে দুস্পার সংসার উত্তীর্ণ হইব। নরলোকের ন্যায় অভিনয়কারী আপনার গতি, হাস্য, দৃষ্টি, পরিহাস এবং বিবিধ লীলা ও শ্রীমুখনিঃসৃত কথা কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে আমরা এই সংসার উত্তীর্ণ হইব। ১১। ৭। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে "ত্বং তু" শ্লোক বলিয়াছিলেন॥ ৬৬॥

(ক) জহল্লক্ষণা—জহৎস্বার্থা। শ্রীল জীবপ্রভু তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় তদীয় 'সর্ব্বসম্বাদিনী'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"তত্র মুখ্যা-লক্ষণা-গৌণীভেদেন ত্রিধা শব্দবৃত্তিঃ। * * * লক্ষণা—তেনৈব সঙ্কেতেন (সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সঙ্কেতেন) অভিহিতার্থসম্বন্ধিনী ; যথা—গঙ্গায়াং ঘোষঃ। ইয়ং (লক্ষণা) পুনস্ত্রিধা—'জহৎস্বার্থা', 'অজহৎস্বার্থা', 'জহদজহৎস্বার্থা' চ ; যথা—শ্বেতো ধাবতি, গঙ্গায়াং ঘোষঃ, সোঽয়ং দেবদত্তঃ ইতি।" নব্যন্যায়গ্রন্থ 'তর্কদীপিকা', 'ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী', 'ন্যায়বোধিনী', 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' প্রভৃতি বহুগ্রন্থে এই ত্রিবিধা লক্ষণার উল্লেখ আছে।

পদসমূহের মুখ্য অর্থের বাধা ঘটিলে শব্দের যে বৃত্তিদ্বারা মুখ্যার্থসহ সম্বন্ধ হইয়াও অন্য অর্থবোধ হয়, তাহাকে 'লক্ষণা' বলে। তন্মধ্যে কেবল 'জহৎস্বার্থা' লক্ষণার কথাই বলা যাইতেছে—

'জহতি পদানি স্বার্থং যস্যাং সা জহৎস্বার্থা'—(বৈয়াকরণভূষণসার), অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদসমূহ নিজ অর্থ পরিত্যাগ করে, তাহা 'জহৎস্বার্থা-লক্ষণা'; 'যত্র বাচ্যার্থস্যান্বয়াভাবস্তত্র জহতী'—(তর্কদীপিকা); "শক্যাবৃত্তিরূপেণ বোধকতয়া জহৎস্বার্থা ইত্যুচ্যতে"—(শব্দশক্তিপ্রকাশিকা); "স্বার্থ-পরিত্যাগেন পরার্থলক্ষণা"—(তর্কপ্রদীপ); "জহৎ-স্বার্থা চ তত্রৈব যত্র রূঢ়িবিরোধিনী"—(ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী)। দৃষ্টান্ত যথা—(১) উপনিষদুক্ত "আয়ুর্ঘৃতম্" অর্থাৎ

'ঘৃতই আয়ু' (আয়ুবৃদ্ধির উপায় বা সাধন); এস্থলে 'আয়ুঃ' পদটী নিজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তাহার সাধন অর্থাৎ বর্দ্ধনোপায় বা কারণকে বুঝাইতেছে; (২) "মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি"—ইতি বাচ্যার্থস্য ক্রোশনকর্তৃত্বস্য মঞ্চেষু অন্বয়াসম্ভবাৎ 'মঞ্চ' পদং মঞ্চস্থ-পুরুষে লাক্ষণিকমিতি নীলকণ্ঠঃ; অর্থাৎ 'মঞ্চ (মঞ্চস্থিত পুরুষ) চিৎকার করিতেছে'—এই বাক্যে মঞ্চে চিৎকারের অন্বয় সম্ভব হয় না বলিয়া মঞ্চ-বস্তুটী চিৎকারের কর্ত্তা হইতে পারে না। 'মঞ্চাঃ'-পদে মঞ্চস্থিত পুরুষগণকেই বুঝায়; (৩) "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ "গঙ্গায় (গঙ্গাতীরে) গোপের বাস"—এই বাক্যে গঙ্গা পদে গঙ্গাপ্রবাহ বুঝায়, কিন্তু গঙ্গাপ্রবাহে কোনও গোপ বাস করে না, সুতরাং লক্ষণাদ্বারা গঙ্গা-পদে 'তীর' অর্থ বুঝাইতেছে। তীরের সহিত প্রবাহের সম্বন্ধ এবং তৎস্মরণে শাব্দবোধ জন্মিলেও গঙ্গা-পদে তাহার শক্য গঙ্গাপ্রবাহের সর্ব্বসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইয়া 'তীর'মাত্রই বুঝাইতেছে, সুতরাং উহা 'জহৎস্বার্থা লক্ষণা'।

এস্থলেও 'হে উদ্ধব, আমার অপ্রকট হইবার পর তুমি আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ কর' এই বাক্যে 'তুমি' পদে অজহল্লক্ষণাদ্বারা 'তোমার অনুমোদিত ভক্তিপথে অনুগমনকারী ভক্তও হরিনামগুণ-কথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করুক্,' এই অর্থ বুঝাইতেছে—ইহাই শ্রীভগবানের অনুজ্ঞা ॥ ৬৬ ॥

অগ্রে চ জ্ঞানযোগস্য কেবলস্যাসাধ্যত্বং ভক্তিযোগস্য তু সুখসাধ্যত্বমানুষঙ্গিকতয়া জ্ঞানজনকত্বং স্বয়মপি পুরুষার্থত্বঞ্চেতি। যথা (ভা ১১।১১।১৭)—

ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিৎ ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা। আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ ॥

ইত্যন্তেন গ্রন্থেন জ্ঞানযোগমুক্ত্বা ভক্তিযোগমুদ্ভাবয়িতুমাহ (ভা ১১।১১।১৮)—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥ ৬৭ ॥

তত্র পরব্রহ্ম-পদেন পরতত্ত্বমাত্রমুচ্যতে, ন তু ব্রহ্মত্ব-ভগবত্ত্বাদিবিবেকেনেতি জ্ঞেয়ং, সর্ব্বত্র তৎসামান্যাৎ। তদেবং শব্দব্রহ্মাভ্যাসস্য পরব্রহ্মাভ্যাসঃ প্রয়োজনমিত্যুক্তম্। তত্র সর্ব্বেষ্বেবাংশেষু, বিশেষতঃ উপনিষদ্ভাগে শব্দ-ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিপাদকত্বে স্থিতেঽপি তদ্বিচারকোটিভিরপি পরব্রহ্মনিষ্ঠা ন জায়তে, কিন্তু তস্মিন্ যস্মিন্নংশে শ্রীভগবদাকারপরব্রহ্মলীলাদিকং প্রতিপাদ্যতে, তদভ্যাসেনৈব ভগবদাকারে ব্রহ্মাকারে চ নিষ্ঠা জায়তে। তদুক্তম্ (ভা ১২।৪।৩৯ ও ১০।১৪।৪)—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষোর্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ, পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥
শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ইত্যাদি চ ॥ ৬৭ ॥

ইহার পরবর্ত্তী ১১শ অধ্যায়ে কেবল-জ্ঞানযোগের অসাধ্যতা এবং একমাত্র ভক্তিযোগই যে সুখসাধ্য ও আনু-ষঙ্গিকক্রমে দিব্যজ্ঞান উৎপাদন করে, আবার স্বয়ংও পরমপুরুষার্থ, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

"মুনি ব্যক্তি ভাল, মন্দ, কিছুই করিবেন না, বলিবেন না, বা চিন্তাও করিবেন না, তিনি আত্মারাম হইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি (নিস্পৃহ ভাব) অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন" এই অন্তিম শ্লোক পর্য্যন্ত অধ্যায়োক্ত সব শ্লোকে জ্ঞানযোগ বর্ণন করিয়া ভক্তিযোগ অবতারণা বা প্রকটিত করিবার জন্য বলিতেছেন—

যিনি শব্দব্রহ্ম বা বেদশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও অর্থাৎ কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের শ্লাঘা করিয়া পরতত্ত্বানুশীলনরূপ ভগবদ্ভজনে নিপুণ হইতে পারেন না, তাঁহার শাস্ত্রশ্রম বন্ধ্যা বা চিরপ্রসূতা গাভীর রক্ষকের ন্যায় কেবলমাত্র বৃথা ক্লেশেই পর্য্যবসিত ॥ ৬৭ ॥

এ স্থলে 'পরব্রহ্ম' পদে পরতত্ত্বমাত্র কথিত (উদ্দিষ্ট) হইতেছে ; সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম' ও 'ভগবান্'—এই উভয় শব্দই সমান-ধর্ম্মা অর্থাৎ একার্থবাচক বলিয়া ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা প্রভৃতির দার্শনিক বিচারদ্বারা তাহা উদ্দেশ করিতেছেন না, জানিবে। এইরূপে পরতত্ত্বের অনুশীলন অর্থাৎ ভগবদ্ভজনই যে-বেদশাস্ত্রানুশীলনের একমাত্র প্রয়োজন বা চরম উদ্দেশ্য, তাহা কথিত হইল। বেদের সকল অংশেই, বিশেষতঃ শিরোভাগ উপনিষৎসমূহে শব্দব্রহ্ম বা বেদানুশীলনের প্রতিপাদন থাকিলেও অসংখ্য শ্রুতিবিচারদ্বারা পরতত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে না, কিন্তু বেদের যে অংশে শ্রীভগবদাকারবিশিষ্ট পরব্রহ্মের লীলাদির কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সব অংশের অনুশীলনদ্বারাই ভগবানের রূপে নিষ্ঠা জন্মে, যথা—

নানা দুঃখদাবানলে দগ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি অতিশয় দুস্পার সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারস-সেবন ব্যতীত অন্য কোন সংসারোত্তরণের উপায় (তরণী) নাই।

হে বিভো, যেরূপ শস্যহীন ধান্যের তুষকে পরমযত্নে নিষ্পেষণ করিলেও তাহা হইতে শস্য (তণ্ডুল) লাভের সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ যাহারা কল্যাণপথ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যজ্ঞান-লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে, তাহাদের উহা ক্লেশেই পর্য্যবসিত হয়—জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহা লব্ধ হয় না ॥ ৬৭ ॥

অতএব মদীয়লীলাশূন্যাং বৈদিকীমপি বাচং নাভ্যসেদিত্যাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা ১১।১১।১৯)—

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং, দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং, হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥ ৬৮ ॥

ময়া শ্রীভগবতা, হীনাং মম লীলাদিশূন্যাম্ ॥ ৬৮ ॥

অতএব মৎসম্বন্ধিনী-লীলারহিত বাক্য যদি বৈদিকও হয়, তথাপি তাহার যে অনুশীলন কর্ত্তব্য নহে, তাহা শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে দুইটী শ্লোকে বলিতেছেন—

যাহার ভাগ্যে দুঃখের পর দুঃখ অবশ্যম্ভাবি, সে ব্যক্তিই নিঃশেষিত-দুগ্ধা গাভি, অসতী স্ত্রী, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সুপাত্রে অপ্রদত্ত ধন এবং আমার নামরূপগুণলীলাদিশূন্য গ্রাম্যকথার আশ্রয় প্রদান করে ॥ ৬৮ ॥

আমি শ্রীভগবান্ ; আমা বিহীন অর্থাৎ আমার নামরূপগুণলীলাদি-রহিত ॥ ৬৮ ॥

ময়া হীনাং বাচমিত্যুক্তং বিবৃণোতি (ভা ১১।১১।২০)—

যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম, স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণ-নিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্, বন্ধ্যাং গিরন্তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকা চ—"যস্যাং মে জগতঃ শোধকং চরিতং ন স্যাৎ। কিন্তৎ ? অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিরূপং তদ্ধেতু-রিত্যর্থঃ। ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমত্বেন বিমৃশ্যাহ—লীলাবতারেষু ঈপ্সিতং জগতঃ প্রেমাস্পদং শ্রীকৃষ্ণরামাদিজন্ম বা ন স্যাত্তাং নিষ্ফলাং গিরং বেদলক্ষণামপি ধীরো ধীমান্ ন ধারয়েৎ। তদুক্তং শ্রীনারদেন (ভা ১।৫।২২)—"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা" ইত্যাদি। অতএব গীতং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ। যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্ত-কম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ ॥ ইতি ॥ ৬৯ ॥

উক্ত নিজসম্বন্ধহীন বাক্যের দোষ পরশ্লোকে ব্যাখ্যা করিতেছেন—হে উদ্ধব, যে বাক্যে বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ জগৎশোধক ভগবচ্চরিত-বিষয় অথবা যাবতীয় লীলাবতারগণের মধ্যে রামকৃষ্ণাদির জন্মের ন্যায় জগদ্বাঞ্ছিত প্রকটলীলার কথা না থাকে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ নিষ্ফল বন্ধ্যা বাক্য কদাপি পালন করেন না ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরটীকা—'যে বাক্যে আমার জগৎশোধক চরিত-কথা না থাকে, তাহা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী যে লীলা, তাহাই জগৎশোধনের কারণ। তাদৃশ জগৎসৃষ্টিস্থিতিধ্বংস প্রভৃতি সমুদায় লীলা অপেক্ষাও জন্মলীলাকে উৎকৃষ্টতম বলিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক কহিতেছেন, অথবা যাবতীয় লীলাবতারগণের মধ্যে জগতের অতিপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণাদির জন্মকথা যদি কোন বাক্যে না থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ বাক্য বেদলক্ষণময় অর্থাৎ বৈদিক হইলেও তাহাকে পোষণ করিবে না। শ্রীনারদও তাহাই বলিয়াছেন—উত্তমঃশ্লোক ভগবানের যে গুণকীর্ত্তন, তাহাই, মানুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, সুষ্ঠু অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সুষ্ঠু উচ্চারিত বেদমন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান ও উত্তম দান প্রভৃতি মহৎকর্ম্মের নিত্যফল।

অতএব কলিযুগ-পাবনাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও এরূপ গান করিয়াছেন, যথা—

হরিকথামৃত হইতে শুদ্ধজীবহৃদয়ে যে চিত্তদ্রবতা, কম্প ও অশ্রু-পুলকাদি অপ্রাকৃত সাত্ত্বিকভাব-বিকারাদি প্রকটিত হয়, সেই সব লক্ষণ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানে না থাকায় উহা দূরে অথবা পরোক্ষে থাকুক্ অর্থাৎ তাহার আর প্রয়োজন নাই ॥ ৬৯ ॥

তদেবং ভক্ত্যৈব জ্ঞানং সিদ্ধাতীত্যুক্ত্বা তচ্চ জ্ঞানমার্গমুপসংহরতি (ভা ১১।১১।২১)—

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্ব্বগে ॥ ৭০ ॥

জিজ্ঞাসয়া "বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ" (ভা ১১।১১।১) ইত্যাদি-পূর্ব্বোক্ত প্রকারক-বিচারেণ। আত্মনি শুদ্ধজীবে ; নানাত্বং দেবত্বমনুষ্যত্বাদি-ভেদমপোহ্য এবং মল্লীলাদিশ্রবণেন মনো ময়ি ব্রহ্মাকারে সর্ব্বগে অর্প্য ধারয়িত্বা উপারমেত ॥ ৭০ ॥

এইরূপে ভক্তিপ্রভাবেই যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তাহা বলিয়া সেই জ্ঞানমার্গের উপসংহার করিতেছেন—

এইভাবে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিচার-বলে আত্মায় অনাত্ম দেহ ও মনের বহু প্রকার ভ্রমময় অধ্যাস পরিহারপূর্ব্বক মৎকথা-শ্রবণাদিদ্বারা শোধিত মন পরিপূর্ণস্বরূপ আমাতে সমর্পণ করিয়া বিষয়ভোগ হইতে বিরত হইবে ॥ ৭০ ॥

"আত্মার বন্ধন বা মোক্ষ-বিচার—আমার বহিরঙ্গা-শক্তি মায়ার ধর্ম্ম সত্ত্বাদি-গুণরূপ উপাধি হইতে উৎপন্ন, বস্তুতঃ তাদৃশ বিচার নাই"—ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিচার 'জিজ্ঞাসা' শব্দে বুঝিতে হইবে। 'আত্মায়' অর্থাৎ শুদ্ধজীবে। 'নানাত্ব' অর্থাৎ দেবত্ব ও মনুষ্যত্বাদি ভেদ—এই সব পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার লীলা-কথাদি শ্রবণদ্বারা চিত্ত ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে ধারণা করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইবে ॥ ৭০ ॥

তদেবং জ্ঞানমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য তদনাদরেণ অনুষঙ্গসিদ্ধজ্ঞানগুণাং শুদ্ধামেব ভক্তিমুপদিশতি চতুর্ভিঃ (ভা ১১।১১।২২)—

যদ্যনীশো ধারয়িতুং মনো ব্রহ্মণি নিশ্চলম্।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর ॥ ৭১ ॥

যদীতি নিশ্চয়ে। টীকায়াং—"ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি" (ভা ১১।৪।১০) ইতিবৎ। অত্র খলু জ্ঞানেচ্ছুরেব প্রাকৃতঃ। শ্রীমদুদ্ধবং প্রতি তাদৃশত্বমারোপ্যৈবেদমুচ্যতে। ততশ্চ "শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে তেষামসৌ" (ভা ১০।১৪।৪) ইত্যাদি-প্রমাণেন ভক্তিং বিনা কেবল-জ্ঞানমার্গেণ ব্রহ্মণি মনো ধারয়িতুং নিশ্চিতমেবানীশো ভবসি, ততোঽপি স্বতঃজ্ঞানাদি-সর্ব্বগুণ-সেবিতং ভক্তি-মার্গমেবাশ্রয়েতেতি তৎসোপানমুপদিশতি—ময়ীত্যাদিনা। অথবা, প্রাক্তনভক্তিবলাভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছুর্যদি তত্র মনো ধারয়িতুমনীশঃ স্যাৎ তদাধুনাপ্যেবং কুর্বিতি যোজ্যম্। সমাচর অর্পয়। নিরপেক্ষঃ বাঞ্ছান্তর-রহিতঃ ॥ ৭১ ॥

এইরূপে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উপদেশ করিয়া তাহাও অনাদরপূর্ব্বক অনুষঙ্গক্রমে সিদ্ধ (সম্বন্ধ)-জ্ঞানময়ী শুদ্ধভক্তি চারিটী শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে যখন মন স্থির করিয়া ধারণা করিতে অসমর্থই হইতেছ, তখন ইহামূত্রফলভোগ-বাঞ্ছারহিত হইয়া যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া অর্থাৎ আমার ভক্ত্যুদ্দেশক কর্ম্মসমূহ সম্যক্ আচরণপূর্ব্বক আমার ভক্তিদ্বারাই কৃতার্থ হও ॥ ৭১ ॥

'যদি' শব্দ নিশ্চয়ার্থে ব্যবহৃত—'সর্ব্বদেবতাধীশ্বর তুমি যখন রক্ষাকর্ত্তা, তখন তোমার সেবক নিশ্চয়ই বিঘ্নসমূহের মস্তকে পদক্ষেপ করেন"—এই (ভাঃ ১১।৪।১০ শ্লোকে) শ্রীধরস্বামি-টীকায় নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত 'যদি' শব্দের ন্যায় এই 'যদি' শব্দ জানিতে হইবে। এ স্থলে নিশ্চয়ই জ্ঞানাভিলাষিমাত্রেই প্রাকৃত; আর (যদিও শ্রীউদ্ধব নিত্যসিদ্ধ উত্তম ভক্ত, তথাপি) শ্রীউদ্ধব যেন তাদৃশ জ্ঞানাভিলাষী প্রাকৃত মুমুক্ষু, তাঁহাতে এইরূপ আরোপ করিয়াই এই শ্লোকটী কথিত হইয়াছে। তদনন্তর "হে বিভো, একমাত্র মঙ্গল-পন্থা ভক্তিযোগ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল বোধলাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের অবশেষে ক্লেশই লাভ হইয়া থাকে" এই প্রমাণবলেও ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিতে তুমি অসমর্থ হইবে। অতঃপরও ভগবান্ স্বয়ংই 'স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানাদি সকলগুণের পরিসেবিত আশ্রয় ভক্তিমার্গকেই অবলম্বন কর'—ইহা বলিতে গিয়া 'ময়ি' ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে ভক্তিমার্গের সোপান বর্ণন করিতেছেন। অথবা প্রাক্তন ভক্তিবলের অভাবহেতু ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তি যদি ব্রহ্মে মনঃসংযোগ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলেও এখনই 'এইরূপ কর' অর্থাৎ 'ভগবানে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ কর'—এইরূপ অর্থই প্রযোজ্য। 'সমাচরণ কর' অর্থাৎ অর্পণ কর; 'নিরপেক্ষ' শব্দে অন্যবাঞ্ছারহিত ॥ ৭১ ॥

ততশ্চ (ভা ১১।১১।২৩-২৪)—

শ্রদ্ধালুর্ম্মৎকথাঃ শৃণ্বন্ সুভদ্রা লোকপাবনীঃ।
গায়ন্ননুস্মরন্ জন্ম কর্ম্ম চাভিনয়ন্ মুহুঃ ॥
মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে ॥ ৭২ ॥

টীকা চ—"মদর্পণেন কর্ম্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ—শ্রদ্ধালুরিতি" ইত্যেষা। অভিনয়ন্ জন্মকর্ম্ম-লীলয়োর্মধ্যে যেঽংশা নিজাভীষ্ট-ভাবভক্তগতাস্তান্ স্বয়মনুকুর্ব্বন্ ভগবদগতান্ ভক্তান্তরগতাংশ্চ তানন্যদ্বারানু-কুর্বন্নিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যো ধর্ম্মো গোদানাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়জন্মাদিমহোৎসবাঙ্গত্বেনৈব; যশ্চ কামো

মহাপ্রাসাদবাসাদিলক্ষণস্তমপি মদর্থে মদীয়সেবাত্বর্থং মন্মন্দিরবাসাদিলক্ষণত্বেনৈব ; যশ্চার্থো ধনসংগ্রহস্তমপি মদর্থে মৎসেবামাত্রোপযোগিত্বেনৈবাচরন্ সেবমানঃ মদপাশ্রয় আশ্রয়ান্তরশূন্যচেতাশ্চ সন্ তামেব কথাশ্রবণাদিলক্ষণাং ভক্তিং ময়ি নিশ্চলাং সর্ব্বদাব্যভিচারিণীং লভতে, তৎসুখেন কৈবল্যাদাবপ্যনাদরাৎ। ন চ ভজনীয়স্য চলতয়া বা সা চলিষ্যতীতি মন্তব্যমিত্যাহ—সনাতন ইতি॥ ৭২ ॥

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়েও বলিতেছেন—'হে উদ্ধব, আমি সনাতন পুরুষ ; আমার প্রতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার লোকপাবনী মঙ্গলময়ী কথা শ্রবণপূর্ব্বক সেই কথা গান ও অনুস্মরণ এবং আমার জন্ম ও লীলাদি অভিনয় অর্থাৎ অনুকরণ করিয়া আমার একান্ত আশ্রিত হইয়া আমার উদ্দেশে ধর্ম্মার্থকামসমূহ আচরণ করিতে করিতে আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করেন॥ ৭২ ॥

শ্রীধরটীকা—"শ্রদ্ধালু ইত্যাদি শ্লোকে আমাতে অর্পিত কর্ম্মসমূহদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের অন্তরঙ্গা ভক্তিলাভের কথা বলিতেছেন।" 'অভিনয় করিয়া' অর্থাৎ আমার জন্ম-কর্ম্ম-লীলার মধ্যে যে সকল অংশ নিজ অভীষ্টভাবভক্তগত, সেইগুলি স্বয়ং অনুকরণ এবং ভগবদ্গত ও অপর ভক্তগত যে সকল অংশ, তাহা অন্যের দ্বারা অনুকরণপূর্ব্বক।

আরও গাভিপ্রদানাদি লক্ষণযুক্ত যে ধর্ম্ম, তাহাও আমার উদ্দেশে অর্থাৎ আমার জন্মমহোৎসবাদির অঙ্গরূপে আচরণ করিয়া ; বৃহৎ অট্টালিকায় বাস প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত যে কাম, তাহাও আমার মন্দির-বাসস্থাননির্ম্মাণাদি লক্ষণময়ী আমার সেবার উদ্দেশেই আচরণ করিয়া ; ধনসংগ্রহরূপ যে অর্থ, তাহাও কেবলমাত্র আমার সেবার উপযোগিরূপে আমার উদ্দেশেই আচরণ পূর্ব্বক আমার সেবা করিতে করিতে এবং আমি ব্যতীত অপর সকলেরই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে আমাতে শ্রবণাদি লক্ষণময়ী ও সর্ব্বদা অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন, তখন তাদৃশ ভক্তিসুখ লাভ করিয়া কৈবল্যাদি মুক্তিতেও আমার শুদ্ধভক্তের অনাদর হয়। ভজনীয় বস্তুকে অনিত্য বোধ করিয়া ভক্তিকে অনিত্যা মনে করিতে হইবে না ; এইজন্য 'সনাতন' শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ ভজনীয় বস্তু ভগবান্ সনাতন, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিও সনাতনী বা নিশ্চলা॥ ৭২ ॥

নন্বেবম্ভূতভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিনিষ্ঠা বা কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্র হেতুমাহ (ভা ১১।১১।২৫)—

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥ ৭৩ ॥

ভক্তিরুচ্যা স ভক্তো মামুপাসিতা ভজমানো ভবতি। তস্য চ ভক্তস্য মদীয়ং ব্রহ্মাকারং ভগবদাকারঞ্চ সর্ব্বমপি স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেনৈব ভবতীত্যাহ—'স বৈ' ইতি। অঞ্জসা ভক্ত্যনুসঙ্গেনৈব। পদং স্বরূপম্॥ (১১।১১) শ্রীভগবান্॥ ৭৩ ॥

যদি বল, এই প্রকার ভক্তিপথে কি প্রকারে প্রবৃত্তি বা নিষ্ঠা হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি সাধুসঙ্গলব্ধ ভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করিতে থাকেন, অবশেষে সাধু অর্থাৎ ভক্তগণের প্রদর্শিত আমার পরমপদ শীঘ্রই লাভ করেন॥ ৭৩ ॥

ভক্তি অর্থাৎ ভজনরুচি ক্রমে সেই ভক্ত আমার ভজন করিতে থাকেন। ফলে সেই ভক্ত যে আমার ব্রহ্মাকার, ভগবদাকার ইত্যাদি সমস্ত স্বরূপবিজ্ঞানই লাভ করেন, তাহা 'স বৈ' শ্লোকার্দ্ধে বলিতেছেন। 'অঞ্জসা' অর্থাৎ ভক্তির অনুষঙ্গক্রমেই। 'পদ' শব্দে স্বরূপ॥ ৭৩ ॥

অগ্রে চ ভক্তিযোগস্যৈব প্রাক্‌সিদ্ধতা, সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎপ্রবর্ত্তিততা, স্বয়মেব মুখ্যতা ; পরেষান্ত্বর্বাচীনতা, যথারুচি নানাজনপ্রবর্ত্তিততা, তুচ্ছতা চেতি ; যথা শ্রীউদ্ধব উবাচ (ভা ১১।১৪।১-২)—

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥
ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোঽনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ ॥ ৭৪ ॥

টীকা চ—"শ্রেয়াংসি শ্রেয়ঃসাধনানি। কিং বিকল্পেন প্রাধান্যম্ উতাহো কিংবা একস্যৈব মুখ্যতা ? একমুখ্যতাপক্ষোত্থাপনে কারণং—ভবতেতি। নাপেক্ষিতমপেক্ষা যস্মিন্ স অহৈতুকঃ। অয়মর্থঃ—ভবতা যো ভক্তিযোগঃ উক্তঃ, অন্যে চ যানি নিঃশ্রেয়স-সাধনানি বদন্তি, তেষাং কিং ফলসাধনত্বেন প্রাধান্যমেব সর্ব্বেষাম্ উত অঙ্গাঙ্গিত্বম্। প্রাধান্যেঽপি কিং বিকল্পেন সর্ব্বেষাং তুল্যফলত্বং ; যদ্বা, কশ্চিদ্ বিশেষঃ ?" ইত্যেষা ॥ ৭৪ ॥

অতঃপর ভক্তিযোগ যে পূর্ব্বেই সিদ্ধ, (অপর কিছুর সাহায্যে পরে সিদ্ধ হয় না), ভগবৎকর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত (অপর কোন ব্যক্তির সৃষ্ট নহে), এবং স্বয়ংই মুখ্য (অন্য কোন পন্থার অনুগত নহে), আর ভক্তি ব্যতীত অপরাপর যাবতীয় পন্থাই যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন বা নবীন, এবং স্ব-স্ব অর্থাৎ ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী নানাজন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সৃষ্ট, সুতরাং নিতান্ত তুচ্ছ, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বলিতেছেন ; যথা শ্রীউদ্ধব কহিলেন,—

হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বহুবিধ মঙ্গলপন্থার কথা বলিয়াছেন ; এখন জিজ্ঞাসা করি, উহাদের সকলগুলিই কি প্রধান, কিংবা, একটী মাত্র সর্ব্বপ্রধান ? হে প্রভো, আপনার উপদিষ্ট বা কথিত ভক্তিযোগ কাহাকেও অপেক্ষা করে না ; ঐ ভক্তিযোগদ্বারা সকল জড়সঙ্গ নিরস্ত হইয়া আপনাতেই মন আবিষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

শ্রীধরটীকা—"'শ্রেয়সমূহ' অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধনসমূহ। উহাদের সকলেরই কি পৃথগ্‌ভাবে প্রাধান্য, কিংবা কেবলমাত্র একটীরই মুখ্যতা ? এই উভয় পক্ষের মধ্যে যে পক্ষে একের মুখ্যতা স্বীকৃত হয়, সেই পক্ষ উত্থাপন করিবার কারণ পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন। 'অনপেক্ষিত' শব্দে যাহাতে অন্যের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ অহৈতুক। ভাবার্থ এই—আপনি যে ভক্তিযোগ বর্ণন করিয়াছেন, এবং অপর লোকেরা যে সকল মঙ্গলের উপায় বলিতেছেন, তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ফলসাধনরূপে সকলেরই কি সমান প্রাধান্য, অথবা পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বিদ্যমান ? আবার প্রাধান্য থাকিলেও পৃথগ্‌ভাবে সকলেরই কি তুল্যফল অথবা কাহারও কোন বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান ?" ॥ ৭৪ ॥

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ (১১।১৪।৩)—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥ ৭৫ ॥

টীকা চ—"তত্র ভক্তিরেব মহাফলত্বেন মুখ্যা, অন্যানি তু স্ব-স্ব-প্রকৃত্যনুসারেণ খপুষ্পস্থানীয়-স্বর্গাদিফলবুদ্ধিভিঃ প্রাণিভিঃ প্রাধান্যেন পরিকল্পিতানি খুল্লকফলানীতি বিবক্ষুঃ প্রকৃত্যনুসারেণ বহুধা

বেদার্থ-প্রতিপত্তিমাহ—কালেনেতি সপ্তভিঃ। মদাত্মকঃ ময্যেবাত্মা চিত্তং যেন সঃ” ইত্যেষা ; যদ্বা, মদাত্মকঃ মৎস্বরূপভূতঃ নির্গুণত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৭৫ ॥

এই প্রশ্নের উত্তরে তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে উদ্ধব, ভগবদাত্মক ধর্ম্ম ‘বেদ’ নামক ভগবদ্বাক্যেই বর্ত্তমান ; কালক্রমে উহা প্রলয়ে নষ্ট হইয়াছিল, পরে সর্ব্বপ্রথমে আমি উহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধরটীকা—“সেই শ্রেয়ঃসাধনসমূহের মধ্যে মহাফল প্রদান করে বলিয়া ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর যে সকল জীব আকাশপুষ্পতুল্য স্বর্গাদি-ফলে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহারা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি ব্যতীত ইতর পথসমূহকে প্রধান বলিয়া গণনা করিলেও ঐগুলি যে নিতান্ত তুচ্ছফলবিশিষ্ট, তাহা বলিবার জন্য এই ‘কালেন’ শ্লোক হইতে সাতটী শ্লোকে জীবের প্রকৃতি অনুসারে বহুপ্রকার বেদার্থনিষ্পত্তি বর্ণন করিতেছেন। ‘মদাত্মক’ শব্দে যদ্দ্বারা আমাতেই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত সংলগ্ন হয়, তাহা” ; অথবা ‘মদাত্মক’ শব্দে আমার স্বরূপভূত ; উহা যে নির্গুণ, তাহা পরে প্রতিপাদন করা যাইতেছে ॥ ৭৫ ॥

তদেবং সতি তস্যামেবানেকবিধশ্রেয়োবদনে হেতুমাহ (ভা ১১।১৪।৯)—

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথা কর্ম্ম যথা রুচিঃ ॥ ৭৬ ॥

তৎপ্রকৃতীনাং মায়াগুণমূলত্বাৎ মন্মায়া-মোহিতধিয়ঃ। অনেকান্তং নানাবিধং শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং তৎসাধনঞ্চ যতঃ ॥ ৭৬ ॥

এইরূপ হইলে (অর্থাৎ ভক্তির প্রাধান্যসত্ত্বেও) একমাত্র এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পন্থা ভক্তিকে অনাদরপূর্ব্বক ভক্তি ব্যতীত যে অপরাপর বহুবিধ তথাকথিত মঙ্গলোপায়-নির্দ্ধারণ, তাহার কারণ উল্লেখ করিতেছেন—

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, আমার দৈবী মায়ায় মোহিতবুদ্ধি পুরুষগণ নিজ নিজ কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে মঙ্গলের নানাপ্রকার উপায়ের কথা বলিয়াছেন ॥ ৭৬ ॥

সেই জীবগণের প্রকৃতি বা নিসর্গ মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণমূলক হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধি আমার মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত। ‘অনেকান্ত’ শব্দে যাহা হইতে নানাবিধ সুবিধা বা পুরুষার্থ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় হয়, তাহা ॥ ৭৬ ॥

(ভা ১১।১৪।২০)—ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥ ৭৭ ॥

ন সাধয়তি ন বশীকরোতি ; তপো জ্ঞানং ; ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ ॥ ৭৭ ॥

হে উদ্ধব, তীব্র সাধনভক্তিদ্বারা আমাকে যেরূপ বশ করা যায়, আসন-প্রাণায়ামাদিরূপ যোগ, তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য, অহিংসাদিরূপ ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা ও সন্ন্যাস—এই সকল উপায়দ্বারা আমাকে সেরূপ পাওয়া যায় না ॥ ৭৭ ॥

‘ন সাধয়তি’ অর্থাৎ বশীভূত করে না ; ‘তপ’ শব্দে জ্ঞান ; ‘ত্যাগ’ শব্দে সন্ন্যাস ॥ ৭৭ ॥

তথা (ভা ১১।১৪।২২)—

ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥ ৭৮ ॥

ধর্ম্মো নিষ্কামঃ ; বিদ্যা শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মজ্ঞানং ; তপস্তদীক্ষণম্ ॥ ৭৮ ॥

আবার, সত্য ও দয়া-বৃত্তিবিশিষ্ট ধর্ম্ম এবং বৈরাগ্য বা তপস্যামূলক বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিহীন চিত্তকে সম্যক্ শুদ্ধ বা পবিত্র করিতে পারে না ॥ ৭৮ ॥

'ধর্ম্ম' শব্দে নিষ্কাম ধর্ম্ম ; 'বিদ্যা' শব্দে শাস্ত্রীয় ব্রহ্মজ্ঞান ; 'তপঃ' শব্দে ব্রহ্মদর্শন ॥ ৭৮ ॥

ভক্তিলক্ষণৈস্তু (ভা ১১।১৪।২৬)—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং, চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্ ॥ ৭৯ ॥

টীকা চ—"নন্থ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" (তৈঃব্রঃ—১), "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" (শ্বেঃ৩।৮,৬।১৫) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো জ্ঞানাদেবাবিদ্যানিবৃত্ত্যা তৎপ্রাপ্তিরবগম্যতে, কুতো ভক্তিযোগেনেত্যুচ্যতে, তত্রাহ—যথা যথেতি। আত্মা চিত্তং পরিমৃজ্যতে শোধ্যতে মৎপুণ্যকথানাং শ্রবণৈরভিধানৈশ্চ। ভক্তেরেব অবান্তরব্যাপারো জ্ঞানং ন পৃথগিত্যর্থঃ" ইত্যেষা ॥ ৭৯ ॥

কিন্তু ভক্তিলক্ষণসমূহ দ্বারা আমাকে লাভ করা যায়, যথা—

যেমন অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষু সূক্ষ্মবস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীবচিত্তের ভোগবাসনা-মল আমার পুণ্যকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনপ্রভাবে পরিমার্জ্জিত হইবার পর শুদ্ধজীব আমার স্বরূপ দর্শন করেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীধরটীকা—"যদি বল, 'ব্রহ্মবিৎই পরব্রহ্ম লাভ করেন', 'সেই পুরুষোত্তমকে জানিয়াই জীব মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হন' ইত্যাদি শ্রুতিবচনে জ্ঞান হইতেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয় ও তদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, জানা যায় ; সুতরাং ভক্তিযোগের আবশ্যকতা কোথায় ? তদুত্তরে এই শ্লোকটী বলিতেছেন। আমার পবিত্র কথাসমূহের শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ চিত্ত পরিমার্জ্জিত অর্থাৎ শোধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর (গৌণ) ব্যাপার—উহা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্ নহে ॥" ৭৯ ॥

অগ্রে চ, কর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগান্ তত্তদধিকারিতায়াং পৃথক্ হেতূংশ্চোক্ত্বা জ্ঞানকর্ম্মানাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বমাহ—পঞ্চভিঃ। তত্র জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বক্তুং তদধিকারহেতুবৈরাগ্যাভ্যাসানাদরং বিধত্তে (ভা ১১।২০।২৯)—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৮০ ॥

মা মাম্ ॥ ৮০ ॥

পরবর্ত্তী ২০শ অধ্যায়ে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের বিষয় এবং তত্তদধিকারে বিভিন্ন কারণসমূহ বর্ণন করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনাদরপূর্ব্বক পাঁচটী শ্লোকে ভক্তিযোগই সে একমাত্র অভিধেয়, তাহা বলিতেছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বলিতে গিয়া জ্ঞানাধিকারের কারণস্বরূপ বৈরাগ্যাভ্যাসের অনাদর করিতেছেন—

হে উদ্ধব, আমার কথিত ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক যে মুনি নিত্যকাল আমার ভজন করিতে থাকেন, আমি তাঁহার হৃদয়মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিত সমস্ত কাম বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮০ ॥

'মা'-শব্দে আমাকে ॥ ৮০ ॥

জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বিধত্তে (ভা ১১।২০।৩০)—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৮১ ॥

ভক্ত্যৈব দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে ॥ ৮১ ॥

পরশ্লোকে জ্ঞানাভ্যাসের অনাদর বিধান করিতেছেন—হে উদ্ধব, আমি নিখিল বস্তুর আত্মা; আমাকে দেখিলে হৃদয়স্থ অহঙ্কারগ্রন্থি নির্ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ-কর্ম্মফলভোগ ক্ষীণ হয় ॥ ৮১ ॥

'দৃষ্টে' অর্থাৎ কেবলমাত্র ভক্তিযোগপ্রভাবে আমার সাক্ষাৎকার হইলে। (১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) ॥ ৮১ ॥

তথৈবাহ (১১।২০।৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৮২ ॥

টীকা চ—"তদেবং ব্যবস্থয়াধিকারত্রয়মুক্তম্। তত্র ভক্তেরন্যনিরপেক্ষত্বাদন্যস্য চ তৎসাপেক্ষত্বাদ্ ভক্তি-যোগ এব শ্রেষ্ঠ ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি ত্রিভিঃ। মদাত্মনো ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য। শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ-সাধনম্" ইত্যেষা। তত্র প্রায়োগ্রহণস্যায়ং ভাবঃ—ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব; তত্র যথা স্থিতেঽপি সদ্যো-মুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিমার্গে প্রবৃত্তির্জায়তে, তথা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (গী ১৮।৫৪) ইত্যাদি-শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, তদা ভবত্বিতি। তদেবং ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্ব্ব-ফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা ॥ ৮২ ॥

ঐরূপ কথাই আবার বলিতেছেন—অতএব, ইহলোকে যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত এবং আমাতে সমর্পিতচিত্ত, সেই ভক্তিযোগীর পক্ষে কর্ম্ম ত' দূরের কথা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যও প্রায়ই মঙ্গলকর হয় না ॥ ৮২ ॥

শ্রীধরটীকা—"এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা তিন প্রকার অধিকার কথিত হইল; তন্মধ্যে ভক্তিই তদিতর কর্ম্ম ও জ্ঞানের অপেক্ষাশূন্য, এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিযোগের অপেক্ষাযুক্ত বলিয়া ভক্তিযোগই যে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয় 'তস্মাৎ' হইতে তিনটী শ্লোকে উপসংহার করিতেছেন। 'মদাত্মনঃ' শব্দে আমাতে আত্মা অর্থাৎ চিত্ত যাঁহার, তাঁহার। 'শ্রেয়ঃ' শব্দে মঙ্গলোপায়।"

এস্থলে 'প্রায়ঃ' শব্দ-গ্রহণের এই ভাবার্থ—ভগবদ্ভজনকারিগণের ভজনাবস্থায় জ্ঞান ও বৈরাগ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। সেই স্থলে সদ্যোমুক্তিপথে অবস্থিত হইলেও কাহারও কাহারও যেমন ক্রমমুক্তিপথে প্রবৃত্তি জন্মে, তদ্রূপ "তিনি ব্রহ্মভূত ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া অবশেষে আমার পরা ভক্তি লাভ করেন" এই গীতাবাক্যানুসারে যদি ক্রম-ভক্তিযোগে প্রবৃত্তি হয়, হউক্, ক্ষতি নাই। এইরূপে দেখা গেল, যাবতীয় ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠফল যে কৃষ্ণপ্রেম, সেই প্রেমলক্ষণই ভক্তির নিজস্ব ফল; ভক্তির সেই প্রেমলক্ষণ ফল লাভ করিতে জ্ঞানাদির কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই ॥ ৮২ ॥

পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানাদিফলেঽপি সাধ্যে নাস্তীত্যাহ (১১।২০।৩২-৩৩)—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ৮৩॥

ইতরৈস্তীর্থযাত্রাব্রতাদিভিরপি যদ্ভাব্যং, তৎ সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতে। তত্রাপ্যঞ্জসা অনায়াসেনৈব। কিং তৎ সর্ব্বম্? তদাহ—স্বর্গাপবর্গমিতি। স্বর্গঃ প্রাপঞ্চিকসুখং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমেণাপবর্গো মোক্ষসুখঞ্চ। তদতিক্রমিসুখঞ্চ ভবতীত্যাহ—মদ্ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চেতি। কথঞ্চিদ্ভক্ত্যুপকরণত্বেনৈব যদি বাঞ্ছতি কশ্চিৎ। তত্র শ্রীচিত্রকেত্বাদিবৎ স্বর্গবাঞ্ছা; তস্য ভক্ত্যুপকরণত্বঞ্চোক্তং (ভা ৬।১৭।২-৩)—"স লক্ষং বর্ষলক্ষাণামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ। রেমে বিদ্যাধরস্ত্রীভির্গাপয়ন্ হরিমীশ্বরম্॥" ইতি। শ্রীশুকাদিবদপবর্গবাঞ্ছা; তৎপ্রার্থনয়া শ্রীকৃষ্ণেন দূরীকৃতায়াং মায়ায়াং মাতৃগর্ভাদ্ বহির্বভূবেতি হি ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়-কথা। তত্র চ ভক্ত্যুপকরণত্বং—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (গী ১৮।৫৪) ইত্যাদি-গীতা-বচনাৎ। তথা প্রাপ্তভগবৎপার্ষদপদ-তদীয়বৃন্দবিশেষবদ্বৈকুণ্ঠেচ্ছা। তে হি প্রেম্না সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দসেবেচ্ছয়ৈব তৎপ্রার্থ্যং প্রাপ্তবন্তঃ। "যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা" (ভা ৭।১৫।২৫) ইত্যাদিবৎ। (১১।২০।) শ্রীভগবানুদ্ধবম্॥ ৮৩॥

জ্ঞানাদি ফল যদি পৃথক্ পৃথক্ সাধ্য হয়, তাহা হইলেও জ্ঞানাদির অপেক্ষা নাই; যথা—

যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, যোগ, দান-ধর্ম্ম এবং তীর্থযাত্রা-ব্রতাদি অপরাপর কল্পিত মঙ্গলোপায়সমূহদ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, সেই সমস্তই এবং স্বয়ং অন্যাভিলাষরহিত হইয়াও কখনও যদি তুচ্ছ স্বর্গাদি-ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষ-সুখ অথবা আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম ইত্যাদি কোনপ্রকার বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগপ্রভাবে সেই সকল অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন॥ ৮৩॥

ইতর উপায় অর্থাৎ তীর্থযাত্রা-ব্রতাদি-দ্বারাও ভবিষ্যতে যে যে ফললাভ হইবে, তাহা সমস্তই আমার ভক্ত ভক্তিযোগপ্রভাবে পাইতে পারেন। এস্থলেও 'অঞ্জসা' শব্দে অনায়াসেই। সেই সমুদায় কি?—তদুত্তরে, স্বর্গ ও অপবর্গ ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিতেছেন। 'স্বর্গ' শব্দে প্রাপঞ্চিক সুখ, এবং সত্ত্বের শুদ্ধতাক্রমে অপবর্গ বা মোক্ষসুখ। এই স্বর্গ ও মোক্ষসুখ অতিক্রম করিয়া আমার যে বৈকুণ্ঠধাম-সুখ, তাহাও লাভ করেন। 'কথঞ্চিৎ' অর্থাৎ যদি কোন ভক্ত ভজনোপকরণরূপে বাঞ্ছা করেন—যেমন, (১) শ্রীচিত্রকেতু প্রভৃতির ন্যায় স্বর্গাদি-বাঞ্ছা; যথা ষষ্ঠ স্কন্ধে, তাঁহার ভজনোপকরণের বিষয় কথিত আছে—'সেই অপ্রতিহত-বলবীর্য্যশালী চিত্রকেতু (কুলপর্ব্বতের গুহাসমূহে) বিদ্যাধরস্ত্রীগণের দ্বারা হরিগুণ গান করাইয়া লক্ষ বৎসর রমণ করিতে লাগিলেন'; (২) শ্রীশুকাদির ন্যায় মোক্ষবাঞ্ছা; যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কথিত আছে যে 'শুকদেবের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ মায়া দূর করিলে পর শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে বহির্ভূত হন'। গীতোক্ত "ব্রহ্মভূত ও প্রসন্নাত্মা" বচন হইতেও ঐস্থলে ভক্ত্যুপকরণ সিদ্ধ। ভগবানের পার্ষদপদপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দবিশেষের ন্যায় বৈকুণ্ঠাভিলাষসম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। তাঁহারা প্রেমবলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবনেচ্ছাপ্রভাবে তাঁহাদের প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত যেমন (ভা ৩।১৫।২৫)—"যাঁহারা দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সেবাপ্রভাবে প্রভাববিশিষ্ট, তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মরাজ যমও গমন করিতে সমর্থ হন না—ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিকতর যোগী ও নিরহঙ্কার ভক্তগণই সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিতে সমর্থ"—ইত্যাদি উক্তির ন্যায়। এই (১১।২০।২৯-৩৩) শ্লোকপাঁচটি শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥ ৮৩॥

অন্তে চ (ভা ১১।২৯।২২)—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ৮৪ ॥

টীকা চ—"অতো মদ্ভজনমেব বুদ্ধের্বিবেকস্য মনীষায়াশ্চাতুর্য্যস্য চ ফলমিত্যাহ—এষেতি। তামেব দর্শয়তি—সত্যমমৃতঞ্চ মা মাম্ অনৃতেনাসত্যেন মর্ত্ত্যেন বিনাশিনা মনুষ্যদেহেন (ক) ইহ অস্মিন্নেব জন্মনি প্রাপ্নোতীতি যৎ, সৈব বুদ্ধির্মনীষা চেতি। বুদ্ধির্বিবেকঃ মনীষা চাতুর্য্যম্" ইত্যেষা। (ভা ১০।৭২।২১)—"হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্বলিঃ। ব্যাধঃ কপোতো (খ) বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥" পূর্ব্বং ভক্তিপ্রকরণগতত্বাদত ইতি হেতূপন্যাসঃ কৃতঃ ॥ (১১।২৯।) শ্রীভগবান্ ॥ ৮৪ ॥

একাদশ স্কন্ধের শেষভাগেও এইরূপ লিখিত আছে—

এই নশ্বর মনুষ্যশরীরে থাকিয়াও মানব যে এই জন্মেই সত্য ও অবিনশ্বরস্বরূপ আমাকে লাভ করিতে পারেন, ইহাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি ও মনীষা অর্থাৎ বিবেক ও চাতুর্য্যের চরম ফল ॥ ৮৪ ॥

শ্রীধরটীকা—"অতএব আমার ভজনই যে বুদ্ধির অর্থাৎ বিবেকের এবং মনীষার অর্থাৎ চাতুর্য্যের ফল, তাহা বলিতেছেন। সেই বুদ্ধি ও মনীষা প্রদর্শন করিতেছেন—সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে জীব অসত্য, মর্ত্ত্য অর্থাৎ বিনাশি-মনুষ্যদেহদ্বারা (দেহে অবস্থানকালে) এই জন্মেই যে লাভ করে, তাহাই বুদ্ধি এবং মনীষা। 'বুদ্ধি' শব্দে বিবেক, 'মনীষা' শব্দে চাতুর্য্য।

১০ম স্কন্ধ ৭২ অধ্যায় লিখিত আছে—হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল, শিবি, বলি, কপোত ও ব্যাধ ইত্যাদি বহু জীব এই অনিত্য শরীর ধারণ করিয়াও ধ্রুবলোকে গমন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই ভক্তিপ্রকরণ-প্রাপ্তিনিবন্ধন অর্থাৎ ভক্তি-প্রকরণের অন্তর্গত হইয়াছে বলিয়া 'অতঃ' এই কারণোল্লেখ করা হইল ॥ ৮৪ ॥

(ক) প্রাপঞ্চিক মর্ত্ত্যদেহ ধারণ করিয়াও অপ্রাকৃত ভগবদ্ভজনবুদ্ধি-বলেই পরিবর্ত্তনশীল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধদেহের নিত্য-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবৎসেবা লাভ করা যায়। যাহারা প্রাকৃত দেহ ও বুদ্ধি সম্বল করিয়া প্রাকৃত নশ্বর বস্তুর সেবায় ব্যগ্র, তাহাদিগকে বুদ্ধিমান্ বা চতুর বলা যায় না—কেননা, তাহারা সমগ্র চাতুর্য্যের একমাত্র চরমফল যে, ভগবৎসেবা তাহা লাভ করিতে পারে না। তাহারা 'প্রাকৃত সাহজিক'—অপ্রাকৃত ভগবদ্ভজনশীল 'ভক্ত' নহে।

(খ)—১। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত স্বীয় ভার্য্যা ও পুত্রাদি সমুদায় বিক্রয় করিয়া স্বয়ং চণ্ডালতা লাভ করিয়াও দুঃখ বোধ না করিয়া অযোধ্যাবাসি-প্রজাবৃন্দের সহিত স্বর্গে গমন করেন।

২। রাজা রন্তিদেব কুটুম্বগণের সহিত আটচল্লিশ দিবস নিরম্বু উপবাসী থাকিয়াও পরে যৎকিঞ্চিৎ অন্নজল লাভ করিয়া উহা প্রার্থিগণকে প্রদান করায় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

৩। উঞ্ছবৃত্তি মুদ্গল কুটুম্বগণের সহিত ছয়মাস-কাল অন্নাভাবে অবসন্ন হইলেও আতিথ্য দান করায় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

৪। উশীনর-তনয় মহারাজ শিবি শরণাগত কপোতকে রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মাংস শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

৫। প্রহ্লাদপৌত্র বলি ব্রাহ্মণবেশধারী বামনদেবকে সর্ব্বস্ব এবং আত্মসমর্পণ করিয়া সেই ভগবানকেই আত্ম-সাৎ করিয়াছিলেন।

৬। কপোত স্বীয় অতিথি ব্যাধকে সহধর্ম্মিণী কপোতীর সহিত নিজমাংস প্রদান করিয়া দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করেন।

৭। ঐ ব্যাধও তাহাদের সত্ত্বগুণ দেখিয়া স্বয়ং অতিশয় বিরাগী হইয়া মহাপ্রস্থান করিয়া অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন-পূর্ব্বক দাবাগ্নিতে নিজদেহ ভস্মীভূত করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে আরোহণ করেন।

(১) হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান—মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৭ম-৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) রন্তিদেবোপাখ্যান—ভাগবতে ৯ স্কন্ধ, ২১ অধ্যায় এবং মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধের-পূর্ব্বে ৬৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৩) মুদ্গলোপাখ্যান—মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে ২৫৯-২৬০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৪) শিবির উপাখ্যান—মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ১৩০-১৩১ অধ্যায় এবং অনুশাসনপর্ব্বে ৩২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৫) বলির উপাখ্যান—ভাগবতে ৮ম স্কন্ধে ২২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৬-৭) ব্যাধ ও কপোতোপাখ্যানদ্বয়—মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ১৪৩-১৪৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

শ্রীশুকোপদেশোপসংহারে চ শ্রবণমুপলক্ষ্য (ভা ১২।৪।৩৯)—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো, র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ, পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ৮৫ ॥

টীকা চ—"অন্যঃ প্লব উত্তরণসাধনং ন ভবেৎ, উপায়ান্তরাসম্ভবাৎ; তৎ কথাশ্রবণমেব যথাশক্তি নিষেব্যম্" ইত্যেষা। অন্যাসামপি ভক্তীনাং তৎপূর্ব্বকত্বেনৈব প্রবৃত্তেরুপায়ান্তরাসম্ভবত্বং যুক্তম্। এতদনন্তরাধ্যায়শ্চ তাদৃশোপক্রমোপসংহারময় এব। (ভাঃ ১২।৫।১)—

"অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥" ইত্যুপক্রমে, (ভা ১২।৫।১৪)—

"এতত্তে কথিতং তাত যদাত্মা পৃষ্টবান্ নৃপ। হরেবিশ্বাত্মনশ্চেষ্টাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥"

ইত্যুপসংহারেঽপি, তাদৃশমহিমত্বেন পূর্ব্বোক্তলীলাকথাশ্রবণস্যৈব প্রধান্যাৎ তত উপক্রমোপসংহার-নির্দ্দিষ্টত্বাৎ শ্রবণোপলক্ষিতভক্তেরেবাত্রাপি প্রাধান্যম্। যস্তু তন্মধ্যে, "ত্বন্তু রাজন্ মরিষ্যেতি" (ভা ১২।৫।২) ইত্যাদিনা জ্ঞানোপদেশঃ, স চ তস্য যা প্রাগেব গতা ভক্তিনিষ্ঠা, তস্যাঃ সম্প্রত্যপি স্থৈর্য্যপ্রকটনার্থ এব, একান্তভক্তেষু ভগবতা মোক্ষবরচ্ছন্দনবৎ পূর্ব্বমপি তন্নিষ্ঠয়া স্বত এব মরণভয়পরিত্যাগাৎ, অনন্তরঞ্চ শ্রুত্বাপি তং জ্ঞানোপদেশং স্বস্য ভক্তিনিষ্ঠায়া এব স্বয়ং দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। তত্র প্রাচীনা তন্নিষ্ঠা ; যথা প্রথমে —"কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমানঃ" (ভা ১।১৯।৫) ইতি, "দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্যভাবঃ" (ভা ১।১৯।৭) ইত্যাদি চ। তন্নিষ্ঠয়ৈব মরণভয়পরিত্যাগো যথা তদ্বাক্যে—"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং

গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ" (ভা ১।১৯।১৫) ইতি। তজ্জ্ঞানোপদেশশ্রবণানন্তরমপি তাদৃশস্বনিষ্ঠায়াঃ স্থৈর্য্যদর্শনং যথা—তত্র তাবৎ পদ্যত্রয়েণ জ্ঞানোপদেশমবহুমত্বা শ্রবণলক্ষণয়া ভক্ত্যৈব স্বকৃতার্থত্বমুক্তম্ (ভা ১২।৬।২-৪)—

"সিদ্ধোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা করুণাত্মনা। শ্রাবিতো যচ্চ মে সাক্ষাদনাদিনিধনো হরিঃ॥
নাত্যদ্ভুতমহং মন্যে মহতামচ্যুতাত্মনাম্। অজ্ঞেষু তাপতপ্তেষু ভূতেষু যদনুগ্রহঃ॥
পুরাণসংহিতামেতামশ্রৌষ্ম ভবতো বয়ম্। যস্যাং খলূত্তমঃশ্লোকো ভগবাননুবর্ণ্যতে॥" ইতি॥

পুনশ্চৈকেন পদ্যেন তদ্বাক্যগৌরবমাত্রেণাঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য তক্ষকাদিভয়ানিবৃত্তিহেতুত্বমুক্ত্বাপ্যন্যেন তদূর্দ্ধমধোক্ষজ এব বাক্‌চেতসোস্তন্নামকীর্ত্তনধ্যানাবেশানুজ্ঞা প্রার্থিতা (ভা ১২।৬।৫-৬)—

"ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো ন বিভেম্যহম্। প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ বাচং যচ্ছাম্যধোক্ষজে। মুক্তকামাশয়ং চেতঃ প্রবেশ্য বিসৃজাম্যসূন্॥" ইতি॥

অথ পুনরন্যেন পদ্যেনাজ্ঞাননিরাসক-জ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিশ্চ ভগবৎপদারবিন্দদর্শন-সুখানুভূত্যৈব মম স্ফুরতীতি বিজ্ঞাপিতম্। যথা (ভা ১২।৬।৭)—

"অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞানবিজ্ঞাননিষ্ঠয়া। ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥" ইতি॥

অত্র পদ-শব্দস্য চরণারবিন্দবিধায়কত্বে "জ্ঞানেন বৈয়াসকি-শব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্" (ভা ১।১৮।৬) ইত্যেবাস্তি প্রথমে সাধকম্। তদেতৎপ্রকরণার্থস্তত্র শ্রীসূতেনৈব স্পষ্টীকৃতঃ। (ভা ১।১৮।২,৪)—

"ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্ যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাৎ। ন সংমুমোহোরুভয়াদ্ ভগবত্যর্পিতাশয়ঃ॥
নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্। স্যাৎ সংভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্॥" ইতি॥

তথা পূর্ব্বং দ্বাদশস্যৈব তৃতীয়ে, প্রথমস্কন্ধান্তঃস্থস্য (ভা ১।১৯।৩৭)—

"অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্। পুরুষস্যেহ যৎ কার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা॥"

ইত্যস্য রাজপ্রশ্নস্যোত্তরত্বেন ভগবদ্ধ্যানকীর্ত্তনে এব স্বয়ং শ্রীশুকদেবেনাপ্যুপদিষ্টে (১২।৩।৪১-৪৩)—

'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্। ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥
ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ। আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসম্ভবঃ॥
কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥' ইত্যাদিনা।

ততস্তত্র কেশবে ; অবহিতঃ কৃতাবধানঃ ; আত্মভাবমাত্মনো ভক্তিম্। অস্তু তাবদায়াস-সাধ্যং ধ্যানং, হি যস্মাৎ, অনায়াস-সাধ্যাৎ কীর্ত্তনাদেবেত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়স্কন্ধেঽপি "ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ" (ভা ২।২।৩৩) ইত্যাদিনা "এবমেতন্নিগদিতম্" (ভা ২।৩।১) ইত্যন্তেন গ্রন্থেন নানাঙ্গবান্ শুদ্ধভক্তিযোগ এব তত্রোত্তরত্বেন পর্য্যবসিতঃ। তত্রাপি "পিবন্তি যে ভগবতঃ" (ভা ২।২।৩৭) ইত্যাদিনা লীলাকথাশ্রবণ এব পরমপর্য্যবসানং দৃশ্যতে। তস্মাৎ সাধূক্তং "ত্বং তু রাজন্ মরিষ্যেতি" (ভা ১২।৫।২) ইত্যাদিকং তদ্ভক্তিনিষ্ঠাপ্রকটনার্থমেবেতি ; যতো ভক্তাবেব তদুপদেশস্য তাৎপর্য্যম্। অতএব দ্বিতীয়স্যাষ্টমে রাজপ্রার্থনা চ নান্যথা স্যাৎ—"কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং

মনস্তক্ষ্যে কলেবরম্” (ভা ২।৮।৩) ইতি। তদেবং “পিবন্তি” (ভা ২।২।৩৭) ইত্যাদ্যুপক্রমবাক্যসংবাদে-নাপি সাধ্বেব স্থাপিতম্—“সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরম্” (ভা ১২।৪।৩৯) ইত্যাদি ॥ (১২।৪।) শ্রীশুকঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উপদেশের উপসংহারেও শ্রবণাখ্য ভক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

বিবিধ দুঃখদাবানলপীড়িত, অতি দুস্তর সংসার সাগরের পরপারে গমনাভিলাষী ব্যক্তির ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা রস (কর্ণপুটে) সেবন ব্যতীত এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৮৫ ॥

শ্রীধরটীকা—“অন্য প্লব অর্থাৎ উত্তরণোপায় থাকিতে পারে না, অতএব সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য উপায়ের অসম্ভাবনাহেতু হরির কথাশ্রবণই যথাশক্তি পালন বা যাজন করা কর্ত্তব্য।”

অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসমূহেরও শ্রবণাখ্যা ভক্তিমূলেই প্রবৃত্তি বলিয়া শ্রবণাখ্যা ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য উপায়ের দ্বারা সংসারোত্তরণের অসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত। পরবর্ত্তী ৫ম অধ্যায়েও তাদৃশ উপক্রম ও উপসংহার তাৎপর্য্যবিশিষ্ট, যথা—‘যাঁহার প্রসাদ হইতেই ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি এই ভাগবতগ্রন্থে সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হইতেছেন’—এই আরম্ভ শ্লোকে এবং ‘হে বৎস, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, তুমি যে পরমাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই সেই শ্রীহরির কথা তোমার নিকট বলিলাম ; সেই বিশ্বাত্মা শ্রীহরির লীলাকথা আরও কি অধিক শুনিতে চাও ? বল।’ এই শেষ শ্লোকেও, তাদৃশ মহিমাপ্রভাবে পূর্ব্বোক্ত শ্রীহরির লীলাকথাশ্রবণেরই শ্রেষ্ঠতাহেতু এবং বক্তব্য বিষয়ের আরম্ভ ও শেষ নির্দ্দিষ্ট থাকাহেতু এস্থলে শ্রবণ লক্ষণে উপলক্ষিতা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্তগণকে মুক্তিবরদ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ বশীভূত করাইবার ন্যায়, ‘হে রাজন্, তুমি ‘মরিয়া যাইব’—এইরূপ পশুবুদ্ধি ত্যাগ কর’ ইত্যাদি বাক্যে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের যে জ্ঞানোপদেশ তাহা, মহারাজ পরীক্ষিতের সম্প্রতি আসন্ন মৃত্যুকালেও তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ ভক্তিনিষ্ঠার স্থিরতা উৎপাদনের জন্যই জানিতে হইবে, কেননা, ভগবন্নিষ্ঠা প্রভাবে পূর্ব্বেও পরীক্ষিৎ স্বয়ংই মরণভয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং পরেও সেই জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং নিজের ভক্তিনিষ্ঠাই প্রদর্শন করিতেছিলেন। এস্থলে ভগবন্নিষ্ঠা তাঁহার পূর্ব্বেই ছিল, যথা ১ম স্কন্ধ ১৯শ অধ্যায়ে—“মহারাজ পরীক্ষিৎ মুনিশাপশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকের হেয়ত্ব বিচারপূর্ব্বক কৃষ্ণের চরণ-ভজনকেই পরমপুরুষার্থ মানিয়া গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন করিলেন।” এবং “মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, মুনিব্রত ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ভোগ্য সমস্ত অসৎবস্তুসঙ্গ নির্ম্মুক্ত হইয়া একান্তভাবে ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন।” ভগবন্নিষ্ঠাপ্রভাবেতাঁহার মরণ ভয়পরিত্যাগের কথা তাঁহার নিজবাক্য হইতেই জানা যায়—“হে ঋষিগণ, আমি যে ভগবান্ শ্রীহরিতে একান্ত সমর্পিতচিত্ত ও শরণাগত, তাহা আপনারা অবগত হউন্ ; দ্বিজপ্রেরিত তক্ষকই হউক্ বা কুহকই হউক্, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক্—আমি তাহাতে ভীত নহি, পরন্তু আপনারা বিষ্ণুগীতি গান করুন্।” শ্রীশুকদেব কর্ত্তৃক সেই জ্ঞানোপদেশের পরেও পরীক্ষিতের তাদৃশী নিজ ভগবন্নিষ্ঠার দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। তন্মধ্যে তিনটী শ্লোকের দ্বারা সেই জ্ঞানোপদেশের বহুমানন না করিয়া কেবল শ্রবণলক্ষণময়ী ভক্তিদ্বারাই নিজের কৃতকৃতার্থতা ব্যক্ত করিয়াছেন।

হে প্রভো, আপনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, কেননা, আপনি আমাকে সাক্ষাৎ অনাদি ও অনন্তদেব ভগবান্ শ্রীহরির কথা শ্রবণ করাইয়াছেন। ত্রিতাপদগ্ধ অজ্ঞ প্রাণিগণের প্রতি মহৎ ও অচ্যুতাত্ম অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তগণের যে অনুগ্রহ, তাহা আমি অত্যাশ্চর্য্য মনে করি না, অর্থাৎ তাহা নিতান্তই

স্বাভাবিক; যাহাতে ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই সাত্বত পুরাণসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিলাম।"

পুনরায়, উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শ্লোকটীতে পরীক্ষিৎ কেবলমাত্র তাঁহার বাক্যের গুরুত্বদ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানকে তক্ষকাদি সর্পভয় নিবৃত্তির হেতুরূপে বর্ণন করিয়াও অর্থাৎ তাহাই যে একমাত্র চরম কথা, তাহা না বলিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সেই ব্রহ্মজ্ঞানেরও ঊর্দ্ধস্থিত অধোক্ষজ শ্রীহরির প্রতি যাহাতে-নাম-সংকীর্ত্তন ও ধ্যানের প্রভাবে স্বীয় বাক্য ও চিত্ত আবিষ্ট হয়, তজ্জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। যথা—"হে ভগবন্, মৃত্যুর কারণ তক্ষকাদি সর্পকে আমি আর ভয় করি না; যেহেতু, যাঁহা হইতে পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষলাভ হয়, সেই ভবৎপ্রদর্শিত অভয় ব্রহ্মধামে আমি প্রবেশ করিয়াছি অর্থাৎ অপ্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছি; হে ব্রহ্মন্, আপনি অনুমতি প্রদান করুন, আমি অধোক্ষজ শ্রীহরিতে বাক্য অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় সমর্পণ করি এবং ভোগবাসনাযুক্ত এই চিত্ত তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।" অতঃপর পুনরায় পরবর্ত্তী অন্য শ্লোকে পরীক্ষিতের অজ্ঞান-নিরাসক জ্ঞান ও বিজ্ঞান সিদ্ধিও যে ভগবানের পাদপদ্মদর্শন সুখের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই তাঁহাতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, তাহা জ্ঞাত করা হইয়াছে; যথা—'জ্ঞান-বিজ্ঞান নিষ্ঠাক্রমে আমার অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে, যেহেতু আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ভগবানের পরম-মঙ্গলময় পাদপদ্ম প্রদর্শন করিয়াছেন'। এস্থলে 'পদ'-শব্দের পাদপদ্ম বাচকত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য ভাগবতের প্রথমে 'ব্যাসতনয় শ্রীশুকদেবের কথিত ভগবজ্জ্ঞানপ্রভাবে পরম ভাগবত পরীক্ষিৎ গরুড়ধ্বজ-শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন' এই বাক্য বর্ত্তমান্। এই অংশের অর্থ সেই স্থলে শ্রীসূতই স্পষ্টীভূত করিয়াছেন, যথা—'ভগবানে সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পিত ছিল বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ কোপোত্থিত প্রাণনাশক মহাসর্প হইতেও মোহ প্রাপ্ত হন নাই; তাঁহার এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ, যাঁহারা ভগবান্ উত্তমঃশ্লোক বিষ্ণুর কথায় নিবিষ্ট এবং সর্ব্বদা ভগবৎকথামৃত পান ও তাঁহার চরণকমল স্মরণ করেন, তাঁহাদের অন্তিম কালেও মোহ আসে না।' এইরূপ প্রথম স্কন্ধের শেষস্থিত—"হে প্রভো, আপনি যোগিগণেরও পরম গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—এই সংসারে সম্যক্ সিদ্ধিলাভের উপায় কি? এবং যাহাদের মৃত্যু আসন্ন, তাহাদেরই বা সর্ব্বতোভাবে কি করা কর্ত্তব্য?"—মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ (এই দ্বাদশ স্কন্ধেরই) পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীশুকদেব ভগবানের কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্ত্যঙ্গ উদ্দেশ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত শ্লোকে উপদেশ করিয়াছেন; যথা—"অতএব, হে রাজন্, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে ভগবান্ কেশবকে হৃদয়ে স্থাপন কর, কেননা, মুমূর্ষু ব্যক্তিও ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তৎস্মরণপ্রভাবেই পরম গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়; হে মহারাজ, মুমূর্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ধ্যান করিলে সেই সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বসাধ্যসাধনকারণ পরমেশ্বর শ্রীহরি তাঁহাদিগকে নিজ স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন; হে রাজন্, নিখিল দোষের আকর কলিযুগের এই, একটী মহাগুণ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনপ্রভাবেই লোক বন্ধনমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়।"

এই শ্লোকসমূহে 'অবহিতস্ততঃ' পদদ্বয়ে 'ততঃ' পদের অর্থ 'সেই কেশবের প্রতি'; 'অবহিতঃ' পদের অর্থ 'মনঃসংযোগপূর্ব্বক'; 'আত্মভাবং' পদের অর্থ 'ভগবানের নিজের প্রতি ভক্তি'। এই প্রকার শ্রমসাধ্য ভগবদ্ধ্যানের কথা দূরে থাকুক্, অনায়াস সাধ্য হরিকীর্ত্তন হইতেই যখন বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হয়, তখন আর কথা কি?

দ্বিতীয় স্কন্ধেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৩শ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পর্য্যন্ত ছয়টী শ্লোকে (ক) বিবিধ অঙ্গসম্পন্ন শুদ্ধভক্তিযোগই ১।১৯।৩৭ শ্লোকের (খ) উত্তরস্বরূপে পর্য্যবসিত; তন্মধ্যে আবার

(ক) এই সংসারে প্রবেশকারিজনের মঙ্গল লাভের নানা পথ থাকিলেও ভগবান্ শ্রীহরির সন্তোষমূলক কর্ম্ম অপেক্ষা

৩৭ শ্লোকে ভগবানের লীলাকথা শ্রবণেই মুমূর্ষু জীবের কর্ত্তব্যতার চরম পর্য্যবসান অর্থাৎ হরিলীলাকথা শ্রবণই যে মুমূর্ষু জীবের শেষ কর্ত্তব্য, তাহা দেখা যাইতেছে।

"হে রাজন্, 'আমি মরিয়া যাইব' এই পশুবুদ্ধি তুমি পরিত্যাগ কর" ইত্যাদি শ্লোকে পরীক্ষিতের ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা উদয় করাইবার জন্য—পূর্ব্বোক্ত এই বাক্য এই কারণে উত্তমই বলা হইয়াছে, যেহেতু ভগবদ্ভজনই শুকদেবের সেই উপদেশের তাৎপর্য্য। অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়স্থিত 'আমি দুঃসঙ্গরহিত মন শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্ট করিয়া যাহাতে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি' মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রার্থনারও অন্যথা হইতে পারে না। এই কারণে 'যাঁহারা সাধুমুখে সাধুর হৃদয়স্থিত হরির লীলা-কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করেন' এই উপক্রম বাক্যের বর্ণনাদ্বারাও 'নানাদুঃখদাবানলদগ্ধ ভবসিন্ধু-উত্তরণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথারস পান অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায়ই নাই'—এই শ্লোকটী অতি সুষ্ঠুভাবেই স্থাপিত হইল অর্থাৎ হরিলীলাকথা শ্রবণাখ্য ভক্তিই যে জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা কথিত হইল ॥ ৮৫ ॥

সূতোপদেশান্তেঽপি পঞ্চভিঃ (ভা ১২।১২।৫৩)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ৮৬ ॥

টীকা চ—"ইদানীং জ্ঞানকর্ম্মাদরাদপি ভগবৎকীর্ত্তনাদিষ্বেবাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—নৈষ্কর্ম্ম্যং ব্রহ্ম, তৎপ্রকাশকং যজ্জ্ঞানং যতো নিরঞ্জনমুপাধিনিবর্ত্তকং তদপ্যচ্যুতভক্তিবর্জ্জিতং চেৎ, ন শোভতে নাপরোক্ষপর্য্যন্তং ভবতীত্যর্থঃ" ইত্যাদিকা ॥ ৮৬ ॥

শ্রীসূতের ভাগবত উপদেশের শেষেও পাঁচটী শ্লোকে এ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ২৩ সংখ্যার অনুবাদ (৩০ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬ ॥

শ্রীধরস্বামিটীকা—"অধুনা জ্ঞানকর্ম্মের আদর অপেক্ষাও ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তনাদিতেই যে আদর করা

শ্রেষ্ঠ মঙ্গলময় পথ আর নাই; যেহেতু উহা হইতেই ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধভক্তিযোগ বা প্রেমের উদয় হয় (২।২।৩৩) সর্ব্ববেদার্থবিৎ ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া কি প্রকারে জীবাত্মার প্রভু পরমাত্মা শ্রীহরির প্রতি জীবের রতি হইতে পারে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছিলেন (২।২।৩৪)। সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীহরি দৃশ্য অনুমাপক বুদ্ধ্যাদি-লক্ষণদ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন (২।২।৩৫)। অতএব হে রাজন্, মানবগণের সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সেই শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য (২।২।৩৬)। যাঁহারা ভক্তগণের হৃদয়ে প্রকাশমান ভগবান্ শ্রীহরির কথামৃত কর্ণরন্ধ্রে রাখিয়া পান করেন, তাঁহারা বিষয় বিষাক্ত অন্তঃকরণকে শোধন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করেন (২।২।৩৭)। শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে মহারাজ, জীবগণের মধ্যে যাহারা মানব, মানবগণের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা তোমার ন্যায় মুমূর্ষু, তাহাদের কৃত্যসম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তরে, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরিকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদিই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইল (২।৩।১)।

(খ) শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের প্রশ্ন—হে প্রভো, আপনি যোগিগণেরও পরম গুরু, অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সংসারে সিদ্ধিলাভের উপায় কি ? এবং মৃত্যু-সংসারগ্রস্ত ব্যক্তিগণেরই বা সর্ব্বথা কি করা কর্ত্তব্য ?

কর্ত্তব্য, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। 'নৈষ্কর্ম্ম্য' শব্দে ব্রহ্ম; 'নিরঞ্জন' অর্থাৎ উপাধি-নিবর্ত্তক যে ব্রহ্ম-প্রকাশক জ্ঞান, তাহাও যদি অচ্যুতভাব অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তিবিহীন হয়, তাহা হইলে শোভা পায় না অর্থাৎ তাহা অপরোক্ষজ্ঞান পর্য্যন্ত পৌঁছায় না—অপরোক্ষজ্ঞানে উহা পর্য্যবসিত হয় না।" ইত্যাদি ॥ ৮৬ ॥

তথা (ভা ১২।১২।৫৪)—

যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো, বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়োঃ, গুণানুবাদশ্রবণাদিভির্হরেঃ ॥ ৮৭ ॥

টীকা চ—"কিঞ্চ বর্ণাশ্রমাচারাদিষু যঃ পরো মহান্ পরিশ্রমঃ, স যশোযুক্তায়াং শ্রিয়ামেব কীর্ত্তৌ সম্পদি বা কেবলং, ন পরমপুরুষার্থঃ। গুণানুবাদাদিভিস্তু শ্রীধরপাদপদ্ময়োরবিস্মৃতির্ভবতি" ইত্যেষা ॥ ৮৭ ॥

বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম স্বীকার করা হয়, তাহা কীর্ত্তি ও সম্পদেই আবদ্ধ বা পর্য্যবসিত; অর্থাৎ হেয় নশ্বর প্রতিষ্ঠা ও অর্থই তাহার ফল, নিত্য পরমপুরুষার্থ নহে। কিন্তু শ্রীহরির লীলাকথাশ্রবণাদিতে যে পরিশ্রম, তৎফলে শ্রীধরের পাদপদ্মের বিস্মৃতির বিনাশ অর্থাৎ নিত্য স্মৃতি প্রকটিত হয় ॥ ৮৭ ॥

শ্রীধরটীকা—"আরও বর্ণাশ্রমাচারাদিতে যে পরম অর্থাৎ মহান্ পরিশ্রম, তাহা কেবল যশোযুক্ত শ্রী অর্থাৎ কীর্ত্তি বা সম্পদেই পর্য্যবসিত—তাহা পরম পুরুষার্থ নহে, কিন্তু ভগবানের লীলাকথনাদি দ্বারা জীবের শ্রীধরপাদপদ্মদ্বয়ের বিস্মৃতি বিলুপ্ত হয় ॥ ৮৭ ॥

তথা, (ভা ১২।১২।৫৫)—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রানি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৮৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ ৮৮ ॥

আবার, কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ের অবিস্মৃতি অর্থাৎ নিত্য স্মরণ যাবতীয় অভদ্র নাশ করে, নিত্য কল্যাণ বিস্তার করে, জীবহৃদয়ের সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্ম-ভক্তি এবং শুদ্ধবিজ্ঞান ও বিরাগবিশিষ্ট শুদ্ধ-ভগবজ্জ্ঞান প্রকটিত করে ॥ ৮৮ ॥

এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই ॥ ৮৮ ॥

তথা, (ভা ১২।১২।৫৬)—

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা, যৎ শশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্।
নারায়ণং দেবমদেবমীশ,-মজস্রভাবা, ভজতাবিবেশ্য ॥ ৮৯ ॥

টীকা চ—"তদেবং শ্রোতৄনাত্মানঞ্চাভিনন্দন্নাহ—তথা, হে দ্বিজাগ্র্যাঃ যদ্ যস্মাদাত্মন্যন্তঃকরণে শ্রীনারায়ণমাবিবেশ্য শশ্বৎ ভজত, সম্ভাবনায়াং লোট্, অতো ভূরিভাগা বহুপুণ্যাঃ। কথম্ভূতম্? অখিলাত্মভূতং সর্ব্বান্তর্যামিণম্, অতএব দেবং সর্ব্বোপাস্যম্, অদেবং ন দেবোঽন্যো যস্য তম্। কুত? ঈশম্; যদ্বা, যস্মাদ্ যূয়ং ভূরিভাগাস্তপআদিসম্পন্নাস্ততো নারায়ণং ভজতেতি বিধিঃ" ইত্যেষা। অত্র তপআদিসম্পত্তেঃ সার্থকত্বং নারায়ণভজনেন ভবতীতি স্বাম্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

আবার হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা যখন সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বদেব-দেব, পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণকে নিত্যকাল নিরন্তরভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভজন করিয়া থাকেন, তখন আপনারা অতি সৌভাগ্যবান্ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীধরটীকা—"এইরূপে শ্রোতৃবর্গকে ও আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, যেহেতু আপনারা অন্তঃকরণে শ্রীনারায়ণকে আবিষ্ট করিয়া নিত্যকাল ভজন করিয়া থাকেন (সম্ভাবনায় লোট্ বিভক্তি), অতএব আপনারা বহু পুণ্যবান্ ; সেই নারায়ণ কিদৃশ ? তাহা বলিতেছেন,—তিনি সর্ব্বান্তর্যামী, অতএব তিনি দেবতা অর্থাৎ সকলের উপাস্য, তিনি অদেব অর্থাৎ তাঁহার দেবতা অপর কেহ নাই, কেননা, তিনি ঈশ্বর ; অথবা, যেহেতু আপনারা তপআদিসম্পন্ন, তজ্জন্য আপনারা 'শ্রীনারায়ণকে ভজন করুন্'—এই বিধি পালন করুন্।" এ স্থলে নারায়ণ-ভজনেই তপ প্রভৃতি সম্পত্তির সার্থকতা,—ইহাই স্বামিপাদের অভিপ্রায় ॥ ৮৯ ॥

তথা, (ভা ১২।১২।৫৭)

অহঞ্চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং, শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ, সদস্যৃষীণাং মহতাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৯০ ॥

এতৎপ্রসঙ্গেনাহঞ্চাত্মতত্ত্বম্ অখিলাত্মভূতং শ্রীনারায়ণং স্মারিতঃ, তং প্রতি পরমোৎকণ্ঠিতীকৃতোঽস্মীত্যর্থঃ। যদাত্মতত্ত্বং মে ময়া মহর্ষিমুখাৎ শ্রুতম্ ॥ (১২।১২।) শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকাদীন্ ॥ ৯০ ॥

আবার, আপনারা প্রশ্নাদি দ্বারা আমাকেও আত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব স্মরণ করাইলেন ; এই হরিকথা পূর্ব্বে আমি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনাবস্থায় ঋষিশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে শ্রোতৃমণ্ডলী ঋষিগণের সভায় শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৯০ ॥

এই প্রসঙ্গে আমারও সর্ব্বাত্মস্বরূপ শ্রীনারায়ণস্মরণ সংঘটিত হইল অর্থাৎ আমিও তৎপ্রতি পরমোৎকণ্ঠান্বিত হইলাম। এই আত্মতত্ত্ব আমি মহর্ষি শ্রীশুকমুখে শ্রবণ করিয়াছি। (১২।১২।) শ্রীশৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতের উক্তি ॥ ৯০ ॥

তদেবমস্মিন্ শ্রীমতি মহাপুরাণে গুরুশিষ্যভাবেন প্রবৃত্তানামুপদেশশিক্ষাবাক্যেষু ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং সাধিতম্। তথা, (ভা ১।১৬।৬)—

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দলিহাং সতাম্ ॥

ইত্যনুসারেণ সর্ব্বেষামিতিহাসানামপি তন্মাত্রতাৎপর্য্যত্বং জ্ঞেয়ম্। বিস্তরভিয়া তু ন বিব্রিয়তে। অন্যত্র চ তদেব দৃশ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা (ভা ৬।৩।১২)—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ৯১ ॥

পুংসাং জীবমাত্রাণাং পরঃ ধর্ম্মঃ সার্ব্বভৌমো ধর্ম্ম এতাবান্ স্মৃতঃ, নৈতদধিকঃ। এতাবত্ত্বমেবাহ,—তন্নাম-গ্রহণাদিভির্যো ভক্তিযোগঃ সাক্ষাদ্ভক্তিরিতি। এব-কারেণান্যব্যাবৃত্তত্বং স্পষ্টয়তি—ভগবতীতি। নামগ্রহণাদীন্যপি যদি কর্ম্মাদৌ তৎসাদ্গুণ্যাদ্যর্থং প্রযুজ্যন্তে, তদা তস্য পরত্বং নাস্তি তুচ্ছফলার্থং প্রযুক্তত্বেন তদপরাধাদিত্যর্থঃ। তথৈব ক্ষয়িষ্ণুফলদাতৃত্বঞ্চ ভবতীতি ভাবঃ। (৬।৩।) শ্রীযমঃ স্বভটান্ ॥ ৯১ ॥

এইভাবে এই শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণে গুরুশিষ্যভাবে কীর্ত্তনশ্রবণে প্রবৃত্ত শ্রীসূত ও শ্রীশৌনকাদির পরস্পরের উপদেশ ও শিক্ষাবাক্যাদিতে ভক্তিই যে অভিধেয়, তাহা সাধিত হইল। অপর প্রথমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়েও—"হে মহাভাগ্যবান্ সূত, যদি এই বৃত্তান্তের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অথবা তাঁহার চরণকমলমকরন্দলেহী সাধুবৃন্দের কোনরূপ সংস্রব থাকে, তবেই বর্ণন কর" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে সমস্ত ইতিহাসাদিরও কেবলমাত্র ভক্তির

অভিধেয়ত্বই যে তাৎপর্য্য, তাহা বুঝিতে হইবে। বিস্তারের ভয়ে এস্থলে বর্ণন করা যাইতেছে না। অন্যত্রও তাহা দেখা যায় ; তন্মধ্যে অন্বয়ক্রমে, (দূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজের উক্তি)—

ভগবানের শুদ্ধনামগ্রহণাদি দ্বারা তাঁহাতে যে ভক্তি যোগ, এই জগতে জীবের পরমধর্ম্ম তৎপর্য্যন্তই বিহিত ॥ ৯১ ॥

পুরুষ অর্থাৎ জীবমাত্রেরই পরম বা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এতদূর পর্য্যন্ত বিহিত—ইহার অপেক্ষা অধিক বা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। 'এতদূর' কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন—ভগবন্নামগ্রহণাদি দ্বারা যে ভক্তি যোগ অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবদ্‌ভক্তি, তত্দূর অবধি ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট। 'এব' শব্দে অন্যসাধন যে নিষিদ্ধ তাহা স্পষ্টই বলিতেছেন। 'ভগবানে' এই কথা প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, নামগ্রহণাদিও যদি কর্ম্ম ও জ্ঞানের সদ্‌গুণভাবাদি অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ, কাম ও মোক্ষলাভের জন্য প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ধর্ম্মের কিছুতেই শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেন না ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য তুচ্ছ ফললাভের জন্য প্রযুক্ত হওয়ায় তাদৃশ নামগ্রহণ চেষ্টা নামাপরাধ মাত্র। এই প্রকারে নামাপরাধযুক্ত নামগ্রহণাদি নশ্বর, ক্ষয়শীল অনিত্য ফল প্রদান করে—ইহাই ভাবার্থ ॥ ৯১ ॥

তথা (ভা ৬।১।১৫)—সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ।। ৯২ ।।

অয়ং পন্থাঃ শ্রীনারায়ণভক্তিমার্গঃ। (৬। ১।) শ্রীশুকঃ ॥ ৯২ ॥

আবার বলিতেছেন,—জগতে এই ভগবদ্ভক্তিমার্গই সমীচীন পথ, ইহা পরম মঙ্গল ও অভয়প্রদ, নারায়ণপরায়ণ কৃপালু নিষ্কাম ভক্তগণ এই ভক্তিপথেই বিচরণ করেন ॥ ৯২ ॥ এই পথ অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ ভজন পথ ॥ ৯২ ॥

তত্রৈবান্বয়েন সর্ব্বশাস্ত্রফলং সকৈমুত্যমাহ (ভা ৩।১৩।৪)—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ,-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্ ॥ ৯৩ ॥

পুংসাং শ্রুতস্য বেদার্থাবগতেরয়মেবার্থ ঈড়িতঃ শ্লাঘিতঃ। কোঽসৌ মুকুন্দস্য পাদারবিন্দং যেষাং হৃদয়েষু বর্ত্ততে তেষাং তত্তদ্‌গুণানাং ভগবত্তক্ত্যাত্মকানামনুশ্রবণং যৎ সোঽয়মিতি। ততঃ সুতরামেব শ্রীমুকুন্দস্যেত্যর্থঃ। এবমেবোক্তং "বাসুদেবপরা বেদাঃ" (ভা ১।২।২৮) ইত্যাদি, "ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন" (ভা ২।২।৩৪) ইত্যাদি (৯৩ক)। তথাচ পাদ্মবৃহৎসহস্রনাম্নি—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ইতি ॥

তথা চ স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গপুরাণে চ—

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেব সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ইতি ॥

অতএব বেদার্পণমন্ত্রঃ—

ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ।
ব্রহ্মজ্ঞস্তপতে দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দনঃ ॥ (৩।১৩।) শ্রীবিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ॥ ৯৩ ॥

এই ভক্তিমার্গেই যে অন্বয়ভাবে সর্ব্বশাস্ত্রফল অন্তর্নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, যথা (শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি শ্রীবিদুরের উক্তি)—

হে মুনিবর, যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের পাদপদ্ম বিরাজিত, সেই সকল ভক্তগণের গুণকথার পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু আয়াসসাধ্য বেদাধ্যয়নের ফল—ইহা পণ্ডিতগণ শ্লাঘাসহকারে বলিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

যাঁহাদের হৃদয়ে মুকুন্দের পাদপদ্ম বিরাজিত, তাঁহাদের ভগবদ্‌ভক্ত্যাত্মক সেই সেই গুণরাশির যে অনুশ্রবণ, মানবগণের বেদার্থজ্ঞানের তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য বলিয়া পণ্ডিতগণ শ্লাঘা করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তের গুণশ্রবণ দ্বারা মুকুন্দেরই গুণানুশ্রবণ—সমগ্র বেদাধ্যয়নের ফল কথিত হইল—ইহাই ভাবার্থ। "বাসুদেবপরাঃ" ও "ভগবান্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যদ্বয়ে (৯৩ক) এইরূপই কথিত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে বৃহৎসহস্র নামেও যথা—'বিষ্ণুকে সর্ব্বদাই স্মরণ করিবে, ইহাই বিধি, 'কখনও তাহাকে ভুলিবে না'—ইহাই নিষেধ ; অন্যান্য যাবতীয় বিধি ও নিষেধ এই মূলবিধি ও নিষেধদ্বয়ের অনুগামী কিঙ্কর। আবার স্কন্দ পুরাণান্তর্গত প্রভাসখণ্ডে এবং লিঙ্গপুরাণেও দেখা যায়—সমস্ত শাস্ত্র আলোড়ন এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া শ্রীনারায়ণই যে সর্ব্বদা জীবের ধ্যানের বিষয়, তাহা সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব বেদার্পণ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে—'এই বিদ্যা ও তপস্যার মূল, সর্ব্বকারণকারণ যে বিষ্ণুকে সকলে স্তব করিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞ যাঁহার তপস্যা করিয়া থাকেন, সেই জনার্দ্দনদেব আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন্ ॥ (৩।১৩।) শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি বিদুরের উক্তি ॥ ৯৩॥

(৯৩ক) ২১ সংখ্যার (২৭-২৮ পৃষ্ঠা) ও ৩০ সংখ্যার অনুবাদ (৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা) যথাক্রমে দ্রষ্টব্য।

যতো যশ্চ শাস্ত্রে বর্ণাশ্রমাচারো বিধীয়তে তস্যাপ্যনুপমচরিতং ফলং ভক্তিরেব। যথা (ভা ১০।৪৭।২৪)—

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥ ৯৪ ॥

দানাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণার্পিতৈরিতি জ্ঞেয়ম্। "তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ" (ভা ৪।৩১।৭) ইত্যাদি। বৃহন্নারদীয়ে—

জন্মকোটিসহস্রেষু পুণ্যং যৈঃ সমুপার্জ্জিতম্। তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছুদ্ধা দেবদেবে জনার্দ্দনে ॥ ইতি ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াম্—

ব্রতোপবাসনিয়মৈর্জন্মকোট্যাপ্যনুষ্ঠিতৈঃ। যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ সম্যগ্ ভক্তির্ভবতি মাধবে ॥ ইতি ॥

এতদেব ব্যতিরেকেণোক্তম্ (৯৪ক) "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাম্" (ভা ১।২।৮) ইত্যাদৌ, "যশঃ শ্রিয়ামেব" (ভা ১২।১২।৫৪) ইত্যাদৌ চ (১০।৪৭।) শ্রীউদ্ধবঃ শ্রীব্রজদেবীঃ ॥ ৯৪ ॥

যেহেতু শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রমাচারের বিধান আছে, তাহারও অতুলনীয় ফল এই ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, যথা—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম ইত্যাদি অন্যান্য নানাবিধ ভগবদুদ্দেশক মঙ্গলজনক উপায় দ্বারা কৃষ্ণভক্তিই সাধিত বা প্রকটিত হয় অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিই ঐ সব ভগবদুদ্দেশক কর্ম্মের ফল ॥ ৯৪ ॥

'দানাদি কর্ম্ম' অর্থে শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত কর্ম্মই জানিতে হইবে ; যথা—'মানবগণের জন্মকর্ম্মাদি যাহা যাহা শ্রীহরির সেবায় নিয়োজিত হয়, সেই জন্মকর্ম্মাদিই প্রকৃতপক্ষে সার্থকনামা।' বৃহন্নারদীয় পুরাণেও কথিত আছে—'যাঁহারা সহস্রকোটীজন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি সম্যগ্‌ভাবে অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই দেবদেব জনার্দ্দনে শুদ্ধভক্তি উদিত হয়।' অগস্ত্য সংহিতায়ও দেখা যায়—"কোটি কোটি জন্ম ব্যাপিয়া যে সকল ব্রত, উপবাস ও নিয়ম পালিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এবং বিবিধ যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ মাধবে সুষ্ঠু ভক্তি হয়।"

এই কথাই ব্যতিরেকভাবে "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ" ইত্যাদি ও "যশঃ শ্রিয়ামেব" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে কথিত হইয়াছে ॥ ৯৪ ॥

(৯৪ক) ৫ম সংখ্যায় অনুবাদ ৯-১০ পৃষ্ঠা, এবং ৮৭ সংখ্যায় ৭৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥

যচ্চ তত্র জ্ঞানমভিধীয়তে তদপি ভক্ত্যন্তর্ভূততয়ৈব লভ্যম্। যথা (ভা ১০।১৪।৫)—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া, প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥ ৯৫॥

হে ভূমন্, ইহলোকে পূর্ব্বং যোগিনোঽপি সন্তঃ যোগৈর্জ্ঞানমপ্রাপ্য পশ্চাত্ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিক্যপি চেষ্টা তথার্পিতানি যানি নিজানি কর্ম্মাণি তৈর্লব্ধয়া 'কথারুচিরূপয়া' পুনশ্চ 'কথোপনীতয়া'—কথয়া তৎসমীপং প্রাপিতয়া কথনীয়রুচিরূপয়া ভক্ত্যৈব অঞ্জঃ সুখেন বিবুধ্য আত্মতত্ত্বমারভ্য শ্রীভগবত্তত্ত্বপর্য্যন্তমনুভূয় তব পরমান্তরঙ্গাং গতিং প্রাপ্তাঃ। শ্রীগীতোপনিষৎসু চ, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" ইত্যাদিভিঃ শুদ্ধাং ভক্তি-মুপদিশ্যাহ (গী ১০।১১)—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ইতি। (১০।১৪।)

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্॥ ৯৫॥

এস্থলে যে জ্ঞান অভিহিত হইতেছে, তাহাকেও ভক্তির অন্তর্ভুক্তরূপেই লাভ করিতে হইবে ; যথা—

হে অপরিচ্ছিন্ন পুরুষ, পূর্ব্বকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমার জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া শেষে তোমার প্রতি সমস্ত কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক তৎফলে রুচির সহিত তোমার কথাশ্রবণজনিত ভক্তিবলে তোমার স্বরূপতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া সুখে পরমগতি অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম লাভ করিয়াছিলেন॥ ৯৫॥

হে ভূমন্, ইহ অর্থাৎ এই জগতে পুরা বা পূর্ব্বকালে যোগিগণ যোগ অবলম্বন করিয়াও যোগাদিদ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া পরে তোমাতে তাহাদের লৌকিকী চেষ্টা এবং নিজ নিজ কর্ম্মসমূহ অর্পণপূর্ব্বক, তৎফলে একবার 'কথারুচিরূপা' অর্থাৎ ভগবৎকথায় রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিল ; আবার 'কথোপনীতা' বা 'কথনীয় রুচিরূপা' অর্থাৎ ভগবৎকথাপ্রভাবে ভগবৎসান্নিধ্যকারিণী (নিত্য) কীর্ত্তনীয়া রুচিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিল, এই উভয়বিধ ভক্তিদ্বারা তাঁহারা সুখে আত্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত তত্ত্ব অনুভব করিয়া তোমার পরম অন্তরঙ্গা গতি লাভ করিয়াছিল। গীতোপনিষদেও "আমিই সকলের মূল কারণ" ইত্যাদি বাক্যে শুদ্ধভক্তির কথা উপদেশ করিয়া বলিতেছেন—"আমি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পার নিমিত্তই আমার প্রতি ভক্তিবলে তাঁহাদের অন্তর্যামিরূপে আমার জ্ঞানরূপ উজ্জ্বল দীপালোক দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত কৈতবতমো বিনাশ করিয়া থাকি॥" (১০।১৪।)

শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার স্তব॥ ৯৫॥

যান্যন্যানি সর্ব্বাণি তত্র পুরুষার্থসাধনান্যুচ্যন্তে তান্যপি তথৈব ভক্তিমূলান্যেব। যথা (ভা ১০।৮১।১৯)—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্॥ ৯৬॥

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রম্" ইত্যাদিন্যায়েন "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদ্যুক্তনিত্যত্বেন চ সর্ব্বথা তদ্বহির্মুখানাং তু তত্তদলাভ এব স্যাদিত্যর্থঃ। যথা স্কান্দে—

বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ। কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণী ব্যভিচারবৎ॥ ইতি॥

তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ (ভা ১০।৭২।৪)—

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি, ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ,-মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে॥ ইতি॥

অত উক্তং বৃহন্নারদীয়ে—"যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্। তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥ ইতি॥ (১০।৮১।) শ্রীদামবিপ্রঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ৯৬॥

সে স্থলে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ বা চতুর্ব্বর্গলাভের অন্য যে সকল উপায় কথিত হইতেছে, সেগুলিও তদ্রূপই ভক্তিমূলক, যথা—মানবগণের স্বর্গ ও মোক্ষের মধ্যে এবং ভূতলে ও পাতালে যে সমস্ত সম্পদ্ আছে, সেই সমস্ত সিদ্ধিরও মূল—তাঁহার পাদপূজা॥ ৯৬॥

"হে যজ্ঞেশ্বর, স্বরাদি ভ্রংশক্রমে মন্ত্র ও ক্রম বৈপরীত্যক্রমে তন্ত্র হইতে এবং দেশ, কাল, পাত্র ও দক্ষিণা প্রভৃতি বস্তু হইতে যে কোন ছিদ্র উৎপন্ন হয়, আপনার কথা-কীর্ত্তনমাত্রেই তৎসমুদয় নিচ্ছিদ্র হইয়া যায়" ইত্যাদি বিচার ক্রমে, এবং "বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে গুণবিভাগক্রমে আশ্রমচতুষ্টয়ের সহিত বিপ্রাদি বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন হইল, এই বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে যাঁহারা জীবাত্মার কারণভূত সেই পরমেশ্বর পরমপুরুষ বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ ভজন করে না বা অবজ্ঞা করে, তাহারা নিজ নিজ বর্ণাশ্রমাদি রূপ স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়" এই শ্লোকোক্ত বিধির নিত্যতা হেতু ভগবদ্বহির্ম্মুখ অর্থাৎ ভগবৎসেবাবিহীন ব্যক্তিগণের ঐ সব মন্ত্রতন্ত্রাদি ও আশ্রমাদি সমস্ত ব্যাপারেই কেবলমাত্র ক্ষতিই সাধিত হয়—প্রয়োজন কোন প্রকারেই সিদ্ধ হয় না—ইহাই ভাবার্থ। যথা স্কন্দ পুরাণে—ব্যভি-চারিণী কামিনী যেরূপ বহু পরপুরুষের মনোরঞ্জন করিতে গেলেও কোন পুরুষেরই মনোবাঞ্ছা পূরণ বা সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তিগণের যে সকল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়া দেখা যায়, সেই সমস্ত ক্রিয়ার ফল বৃথা দৈহিক পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছু নহে। এজন্য শ্রীযুধিষ্ঠির বলিতেছেন—হে পদ্মনাভ, হে পরমেশ্বর, যে সকল শুদ্ধাত্মা পুরুষ তোমার অবিদ্যানাশক পাদুকাদ্বয় নিরন্তর পরিচর্য্যা ও ধ্যান এবং কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই সংসার হইতে মোক্ষলাভ করেন, যদি কিছু কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই উহা লাভ করিতে সমর্থ, অন্যান্য লোক রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইলেও তাহা লাভ করিতে সমর্থ নহেন।

এজন্য বৃহন্নারদীয় পুরাণে কথিত হইয়াছে,—জল যেমন সমস্ত লোকের 'জীবন' বলিয়া প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ ভক্তিই যাবতীয় সিদ্ধির প্রাণ বলিয়া কথিত॥ (১০।৮১। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীদামের উক্তি॥ ৯৬॥

তদেবং তানি সাধনানি ভক্তিজীবনান্যেবেতি ভক্তেরেব সর্ব্বত্রাভিধেয়ত্বম্। তানি বিনাপি চ ভক্তেরেব তত্র সাধকত্বমপি দর্শিতং তত্র "অকামঃ সর্ব্বকামো বা" (ভা ২।৩।১০) ইত্যাদৌ। যথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে পুলহবাক্যম্,

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্। তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে॥

অতএব মোক্ষধর্ম্মে—যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥ ইতি॥

তস্মাৎ সাধূক্তং সর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণফলত্বেন তদভিধেয়ত্বম্। অতএব প্রথমং স্বয়ং ভগবতা সৈব প্রবর্ত্তিতেত্যুক্তম্ "কালে নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ম্" (ভা ১১।১৪।৩) ইত্যাদিনা। তদেবং সতি যে তু নাতিকোবিদাস্তে তত্তদর্থং কর্ম্মাদ্যঙ্গত্বেনৈব শ্রীবিষ্ণূপাসনাং কুর্ব্বতে। ততস্তদপরাধেন নিজকামনামাত্রফলপ্রদত্বং তত্রানিয়তত্বঞ্চ, তস্যাস্তদর্থমপি স্বতন্ত্রত্বেন ক্রিয়মাণায়া ভক্তেস্ত্ববশ্যং তত্তৎফলপ্রদত্বং, ন চ তত্তন্মাত্রদানেন পর্য্যাপ্তিঃ,

কিন্তু পর্য্যবসানে পরমফলপ্রদত্বমেবেতি। ততস্তস্যা এব পরমহিতত্বেনাভিধেয়ত্বমাহ, (৫।১৯।২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা,-মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ ৯৭ ॥

অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ নৃণামর্থিতং সত্যমেব দদাতি ; ন তত্র কদাচিদ্ব্যভিচার ইত্যর্থঃ। কিন্তু তথাপি তন্মাত্রেণার্থদো ন ভবতি, তন্মাত্রং দত্বা নিবৃত্তো ন ভবতীত্যর্থঃ ; যত উপাসকস্তত্রাপূর্ণত্বাৎ ভোগক্ষয়ে সতি তদেব পুনরর্থিতা ভবতি, "ন জাতু কামঃ কামানাম্" (ভা ৯।১৯।১২) ইত্যাদেঃ। তদেবমভিপ্রেত্য স তু পরম-কারুণিকস্তৎপাদপল্লবমাধুর্য্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতামিচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদপল্লবমেব বিধত্তে তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি, তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তম্—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা" (ভা ২।৩।১০) ইত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে—

"যদ্দুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ ॥" ইতি ॥

এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া ॥ (৫।১৯।) দেবাঃ পরস্পরম্ ॥ ৯৭ ॥

এইরূপে ভক্তিই সেই সমস্ত সাধনের জীবন সুতরাং ভক্তিরই সর্ব্বত্র অভিধেয় রূপে প্রসিদ্ধি। ঐ সকল ব্যতীতও ভক্তিই যে সে স্থলে স্বয়ংই সাধন, তাহা "উদার বুদ্ধি ব্যক্তি কামনা হীন হইয়াই হউক, অথবা সর্ব্বকামনাযুক্ত বা মোক্ষ-কামী হইয়াই হউক্, তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষের যজন করিবেন" ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা—বিষ্ণুপুরাণে পুলহ বাক্য—"যজ্ঞে যিনি 'যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু', এবং যোগে যিনি 'পরমাত্মা' নামে প্রসিদ্ধ, সেই জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইলে আর কি অপ্রাপ্য আছে ?" অতএব 'মোক্ষধর্ম্মে' কথিত হইয়াছে,—"ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ, এই চারিটী পুরুষার্থ লাভ করিবার জন্য যে সাধনসম্পত্তির (কায়িক-চেষ্টার) প্রয়োজন, তাহা ব্যতীতও মানব কেবল নারায়ণের আশ্রয় করিয়া তৎসমুদায় অর্থাৎ-ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।" এই কারণে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব যে সমস্তশাস্ত্রের শ্রবণ-ফলস্বরূপ, তাহা যথার্থ ই কথিত হইয়াছে।

অতএব প্রথমে স্বয়ং ভগবান্ই যে এই ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা—"কালপ্রভাবে এই বেদাখ্যা বাণী বিনষ্ট হইয়াছিল ; এই বেদবাণীতেই ভগবৎসম্বন্ধী ধর্ম্ম উপদিষ্ট, আমি উহা সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম" ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকে—শ্রীভগবানের শ্রীমুখেই কথিত হইয়াছে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, যাহারা পণ্ডিত নহে, তাহারা সেই সেই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ পুরুষার্থলাভের জন্য কর্ম্ম জ্ঞানাদির অঙ্গ স্বরূপেই শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকে ; তৎফলে, সেই অপরাধে তাহাদিগকে ভক্তীতর তুচ্ছ কামনা ফল মাত্র প্রদান করে, তাহাতেও আবার অনিত্য ; কিন্তু ধর্ম্মার্থকাম উদ্দেশ্য থাকিয়াও সেই ভগবদ্ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানাঙ্গরূপে পরিগণিত না হইলে অবশ্যই সেই সেই (ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ) ফল প্রদান করিতে সমর্থ। কেবল যে ধর্ম্মার্থকাম ফলমাত্র প্রদান করিয়াই সেই ভক্তি পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ নিরস্ত বা নিবৃত্ত হয়, তাহা নহে, পরন্তু পর্যবসানেও অর্থাৎ পরিণত বা পক্ক দশায়ও তাদৃশী ভক্তি পরাবস্থা লাভ করিয়া অবশেষে পরম ফল ভগবৎপ্রেমা পর্য্যন্ত প্রদান করে। অতএব ভক্তি কল্যাণরূপিণী হওয়ায় তাহার অভিধেয়ত্ব নিম্ন-শ্লোকে বলিতেছেন—

যদিও ভগবান্ শ্রীহরি প্রার্থনা ফলে মানবগণের প্রার্থিত দ্রব্যাদি প্রদান করেন, সত্য, তথাপি তিনি তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন না ; কেননা, (ঐরূপ প্রার্থিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইবার পর) ভোগান্তে পুনরায় তাহারা ভগবানের নিকট যাচ্ঞা

করিবে; কিন্তু হরিভক্তগণ কিছুই কামনা না করিলেও, তিনি স্বয়ংই তাঁহাদের সর্ব্বকামপরিপূরক নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন (এই অর্থ শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার অভিপ্রায়মতে)॥ ৯৭ ॥

'অর্থিত' অর্থাৎ প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ মানবগণের প্রার্থিত দ্রব্য সত্য সত্যই প্রদান করেন, তাহাতে কখনই ব্যভিচার অর্থাৎ অন্যথা ঘটে না। কিন্তু তথাপি কেবলমাত্র প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান করিলেই তিনি অর্থ অর্থাৎ পরমার্থপ্রদ হন না, অর্থাৎ কেবলমাত্র প্রার্থিত দ্রব্য দান করিয়াই নিবৃত্ত হন না; যেহেতু "কামের উপভোগ দ্বারা কাম উপশমিত না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়।" এই দৃষ্টান্তে কামনার ফল অপূর্ণ থাকে বলিয়া ভোগক্ষয় হইলে তখনই সকাম উপাসকগণ ভগবানের নিকট পুনরায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে সেই পরম কারুণিক ভগবান্,—যাঁহারা তাঁহার পাদপল্লবের মাধুর্য্য না জানা হেতু তাহা লাভ করিতে তত ইচ্ছা বা আগ্রহবিশিষ্ট নহেন, অথচ ভজনরত, তাঁহাদিগকে—তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা পরিপূরক নিজ পাদপল্লব প্রদান করেন; দৃষ্টান্ত—যেমন, মাতা মৃত্তিকা- চর্ব্বণরত বালকের মুখ হইতে মৃত্তিকা নিষ্কাসিত করিয়া মুখে গুড় প্রদান করেন, তদ্রূপ "অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষ বিষ্ণুর যজন করিবে"—এই শ্লোকেও ভক্তির তীব্রত্বেরই কথা উক্ত হইয়াছে। যথা গারুড়ে—"যাহা দুর্ল্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, মনেরও যাহা অগোচর, মধুসূদনকে ধ্যান করিলে এরূপ বস্তু যদি কেহ প্রার্থনা নাও করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে তিনি উহা প্রদান করেন।" এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী সনকাদি ঋষিগণেরও যে ভজনানুরক্তিক্রমেই ভগবৎপাদপদ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহাই এস্থলে জানিবার বিষয়। (৫।১৯।২৬) দেবগণের পরস্পরের প্রতি উক্তি॥ ৯৭ ॥

অথ ব্যতিরেকেণ কর্ম্মানাদরেণাহ—তত্র কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তাবনিশ্চয়বত্ত্বং দুঃখরূপত্বঞ্চ, ভক্তেস্তু তস্যামাবশ্যকত্বং সাধকদশায়ামপি সুখরূপত্বঞ্চেত্যাহ (ভা ১।১৮।১২)—

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥ ৯৮ ॥

অস্মিন্ 'কর্ম্মণি'—সত্রে, 'অনাশ্বাসে'—অবিশ্বসনীয়ে, বৈগুণ্যবাহুল্যেন কৃষিবৎ ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। অনেন ভক্তের্বিশ্বসনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ধূমেন ধূম্রৌ বিরঞ্জিতৌ আত্মানৌ শরীরচিত্তে যেষাং (কর্ম্মণি ষষ্ঠী), তানস্মান্ ইত্যর্থঃ। পাদপদ্মস্য যশোরূপমাসবং মকরন্দং; মধু মধুরম্। অত্র 'সত্র'বৎ কর্ম্মান্তরং যশঃশ্রবণবদ্ভক্ত্যন্তরঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং ভক্তিং বিনা ভূতানাং কর্ম্মাদিভিরস্মাকং দুঃখমেবাসীদিতি ব্যতিরেকত্বমত্র গম্যতে। তদুক্তম্—"যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরঃ" (ভা ১২।১২।৪০) ইত্যাদি; "অতো বৈ কবয়ো নিত্যম্" (ভা ১।২।২২) ইত্যাদি চ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে চ শিবং প্রতি বিষ্ণুবাক্যম্—

"যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্ত্যেব নান্যথা।
কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথায়ুঃপ্রভৃতীনি চ।
ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনাম্॥" ইতি॥ (১।১৮।) শ্রীঋষয়ঃ সূতম্॥ ৯৮ ॥

অনন্তর ব্যতিরেক ভাবে কর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক বলিতে গিয়া ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে কর্ম্মের অনিশ্চয়তা, সুতরাং অনাবশ্যকতা এবং দুঃখরূপত্ব, আর ভক্তিরই ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে আবশ্যকতা এবং সাধকদশাতেও অর্থাৎ সাধনভক্তিকার্য্যেও সুখরূপত্ব বলিতেছেন—

অনিশ্চয় ফলজনক এই যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মকাণ্ডে ধূম্ররাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনি কিন্তু (কৃপাপূর্ব্বক) আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম-মকরন্দরূপ সুধা অর্থাৎ শ্রীহরিকথামৃত পান করাইতেছেন॥৯৮॥

এই কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান; 'অনাশ্বাস' শব্দে অবিশ্বাস্য; বিঘ্নবাহুল্যনিবন্ধন কৃষি কার্য্যে যেমন ফলপ্রাপ্তির (শস্যলাভের) নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি বিষয়েও সংশয় বর্ত্তমান বলিয়া উহা নির্ভরতার অযোগ্য—এতদ্দ্বারা ভক্তির সাধন ও ফল, উভয়স্থলেই নিশ্চয়তা হেতু যে নির্ভর করিতে পারা যায়, তাহা কথিত হইল। 'ধূমধূম্রাত্মা' সমাস বদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য—যথা, ধূমের দ্বারা ধূম্র (বিরঞ্জিত) আত্মা (দেহ ও মন) যাহাদের,—(কর্ম্মে ৬ষ্ঠী বিভক্তি,) সেই আমাদিগকে; 'পাদপদ্মাসব'-শব্দে পাদপদ্মের যশঃ অর্থাৎ গুণরূপ আসব বা মকরন্দ; 'মধু' শব্দে মধুর। এস্থলে 'কর্ম্ম' শব্দে যেমন 'যজ্ঞ', তদ্রূপ অন্যান্য কর্ম্মসমূহও বুঝিতে হইবে এবং 'হরিপাদপদ্ম মকরন্দ'-শব্দে হরিযশঃ শ্রবণের ন্যায় অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসমূহও বুঝিতে হইবে। এইরূপে ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানদ্বারা আমাদিগের ন্যায় জীবের কেবল দুঃখই লব্ধ হইয়াছিল—এই ব্যতিরেক সিদ্ধান্ত এস্থলে পাওয়া যাইতেছে। "বর্ণাশ্রমাদিতে যে মহাপরিশ্রম, তাহার ফল—প্রাকৃত নশ্বর কীর্ত্তিময় সম্পৎ, কিন্তু ভগবদ্‌গুণানুবাদ-শ্রবণ-ফলে নিত্যসত্য বস্তু সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্মৃতি লাভ ঘটে।" এবং "এই কারণে পণ্ডিতগণ অতিসুখের সহিত ভগবান্ বাসুদেবের মনঃশোধিনী সেবা করিয়া থাকেন" ইত্যাদি ভাগবতে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও শিবের প্রতি বিষ্ণুর বাক্য, যথা—"আমাকেই যাঁহারা পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন, ইহার অন্যথা হয় না। কলিকালে কলুষিতচিত্ত বর্ণাশ্রমিগণেরই আয়ুঃপ্রভৃতি (জীবন ধারণাদি)—বৃথা, কিন্তু আমার শরণার্থিজনগণের জীবনধারণাদি কখনই নিরর্থক হয় না॥" (১।১৮।১) শ্রীসূতের শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি উক্তি॥ ৯৮॥

তথা, "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মম্" (ভা ১।৫।১৭) ইত্যাদিকমনুসন্ধেয়ম্। এবং মহাবিত্তমহায়াসসাধ্যেন কর্ম্মাদিনা তুচ্ছং স্বর্গাদিফলং, স্বল্পায়াসস্বল্পবিত্তাদিসাধ্যয়া ভক্ত্যা তদাভাসেন চ পরমমহৎফলং তত্র তত্রানুসন্ধায় ভক্তাবেব শাস্ত্রতাৎপর্য্যং পর্য্যালোচনীয়ম্। তস্মাৎ তত্তচ্ছাস্ত্রাণামপি ভক্তিবিধেয়কতত্তদনুবাদেন প্রবৃত্তত্বান্ন বৈফল্যমিত্যপি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, (ভা ৭।৯।১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ৯৯॥

টীকা চ—"ভক্ত্যৈব কেবলয়া হরেস্তোষঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিত্তোষ-হেতুরিত্যাহ—বিপ্রাদিতি। "মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজস্তেজঃ-প্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধি-যোগাঃ" (ভা ৭।৯।৯) ইত্যাদৌ পূর্ব্বোক্তা যে ধনাদয়ো দ্বিষট্ দ্বাদশ গুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে; যদ্বা, সনৎসুজাতোক্তা (মহাঃ ভাঃ উঃ পঃ ৪৩ অ, ২০) দ্বাদশধর্ম্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ—

"ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চ, অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া।
যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ, ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য॥" ইতি।

কথম্ভূতাদ্বিপ্রাৎ?—অরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচম্?—তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তম্। ঈহিতং কর্ম্ম। বরিষ্ঠত্বে হেতুঃ—স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি।

ভূরিমানো গর্ব্বো যস্য স তু বিপ্রঃ আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলম্? যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণাঃ গর্ব্বায়ৈব ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে; অতো হীন ইতি ভাবঃ" ইত্যেষা।

মুক্তাফলটীকা চ—"দ্বিষট্ দ্বাদশ গুণাঃ ধনাভিজনাদয়ঃ; যদ্বা,—

"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্ত্যার্জ্জববিরক্তয়ঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তোষাঃ সত্যাস্তিক্যে দ্বিষড়্গুণাঃ॥"

ইত্যপ্যুক্তা" ইত্যেষা।

স্কান্দে শ্রীনারদবাক্যম্—

"কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিত্তকঃ।
ভক্তিহীনো দ্বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতির্ধার্ম্মিকস্তথা।"

কাশীখণ্ডে চ—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥"

বৃহন্নারদীয়ে—

"বিষ্ণুভক্তিবিহীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। চাণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ॥"

নারদীয়ে চ—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো দ্বিজাতিঃ শ্বপচাধিকঃ॥" ইতি॥

অত্র মূলপদ্যে 'কুলং পুনাতি' ইত্যুক্তেঃ স্বং পুনাতীতি সুতরামেব সিদ্ধম্; যথোক্তম্ (ভা ২।৪।১৮)—

"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা, আভীরকঙ্কা * যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

ইতি (৭।৯।) প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্॥ ৯৯॥

'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মম্' ইত্যাদি শ্লোকার্থ এস্থলে অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এবং বহু অর্থ ও বহুপরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা তুচ্ছ স্বর্গাদি ফললাভ হয়, আর অতি অল্প পরিশ্রম ও অতি সামান্য অর্থাদিদ্বারা ভক্তির সাধনফলে, এমন কি, সেই ভক্তির আভাসফলেও পরম মহৎ ফল লাভ ঘটে। এইসব ফলতারতম্যের কথা সেই সেই স্থলে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া ভক্তিতেই যে সমস্ত শাস্ত্রতাৎপর্য্য নিহিত, তাহা বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। সেইজন্য যেসকল শাস্ত্র ভক্তিকেই মূল বিধেয় অর্থাৎ সকলের পরিজ্ঞাততাৎপর্য্যরূপে স্বীকার করিয়া আপাত দৃষ্টিতে ভক্তির অনুবাদকার্য্যে (ভক্তিমাহাত্ম্যকে পশ্চাৎ স্থাপন বা প্রতিপাদন করিতে) প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রও যে তজ্জন্য ব্যর্থ বা বিফল হইয়া যায় নাই, ইহাও জানিবার বিষয়। আরও—

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যাহার মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ—এই সমস্তই অর্পিত, এতাদৃশ চণ্ডালকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; যেহেতু, ভক্ত চণ্ডাল সমস্তকুলই পবিত্র করেন, আর ঐ গর্ব্ববিশিষ্ট ব্রাহ্মণ—কুল পবিত্র করা দূরে যাউক, আপনাকেই পবিত্র করিতে অসমর্থ॥ ৯৯॥

* 'কঙ্কা'-স্থানে 'শুঙ্গা' পাঠান্তর।

শ্রীধরটীকা,—"কেবলা ভক্তিদ্বারাই যে শ্রীহরির সন্তোষ সম্ভব হয়, তাহা কথিত হইল। সম্প্রতি এই শ্লোকে শুদ্ধ-ভক্তিব্যতীত অন্য কিছুই যে ভগবৎসন্তোষের কারণ হইতে পারে না, তাহা বলিতেছেন। "ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ যোগ" ইত্যাদি শ্লোকটীতে পূর্ব্বে এই যে ধনাদি দ্বাদশটী গুণ কথিত হইল, তাদৃশ গুণসম্পন্ন বিপ্র অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্ত শ্বপচকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; অথবা সনৎসুজাত (সনৎকুমার)-কথিত ধর্ম্মাদি দ্বাদশটী গুণ মহাভারতে দ্রষ্টব্য; যথা—

'ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, ঈর্ষ্যারাহিত্য, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, দ্বেষরাহিত্য, যজ্ঞ, দান, ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান—ব্রাহ্মণের এই দ্বাদশটী ব্রত।'

যদি বল, কোন্ প্রকার বিপ্র অপেক্ষা ভক্তচণ্ডালের শ্রেষ্ঠতা? তদুত্তর এই যে, পদ্মনাভের পাদপদ্মবিমুখ বিপ্র অপেক্ষাও চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। যদি বল, তিনি—কিদৃশ চণ্ডাল? তদুত্তর এই যে, যাঁহার মন ইত্যাদি সমুদয়ই সেই ভগবান্ পদ্মনাভে অর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ চণ্ডালকুলোদ্ভব ব্যক্তিকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। 'ঈহিত' শব্দে কর্ম্ম। শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে,—(ভগবদ্ভক্ত) শ্বপচ সমস্তকুলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন; আর প্রচুরগর্ব্ববিশিষ্ট বিপ্র আপনাকেই পবিত্র করিতে পারে না, কুলের ত' কথাই নাই; যেহেতু, ঐ গুণসমূহ ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তির পক্ষে গর্ব্বেরই কারণ হয়, তাহার নিজের শুদ্ধিলাভের কারণ হয় না; অতএব সে ব্যক্তিই অধম,—ইহাই ভাবার্থ।"

'মুক্তাফল'-টীকাও এইরূপ—"দ্বিষট্-শব্দে ধন, আভিজাত্য প্রভৃতি দ্বাদশটী গুণ; অথবা—

'শম, দম, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ও ঈশ্বরবিশ্বাস,—এই দ্বাদশটী গুণ'ও কথিত আছে।"

স্কন্দপুরাণেও শ্রীনারদবাক্য, যথা—

'জিতেন্দ্রিয় এবং ভগবানে দৃঢ়ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সৎকুল ও সদাচারবিহীন হইলেও সর্ব্বলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অষ্টাদশবিদ্যাবিশিষ্ট, শান্ত, সৎকুলোৎপন্ন এবং ধার্ম্মিক হইলেও ভগবদ্ভক্তিবিহীন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নহেন।'

কাশীখণ্ডেও—

'ব্রাহ্মণই হউক, ক্ষত্রিয়ই হউক, বৈশ্যই হউক, শূদ্রই হউক, অথবা তদিতর অন্ত্যজই হউক, বিষ্ণুভক্তিসংযুক্ত হইলে তাঁহাকে সর্ব্বোত্তমোত্তম বলিয়া জানিবে।'

বৃহন্নারদীয় পুরাণেও—

'যাহারা—বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তাহারাই 'চণ্ডাল'-নামে কথিত, আর যাঁহারা—হরিভক্তিপরায়ণ, তাঁহারা চণ্ডাল-কুলোৎপন্ন হইলেও শ্রেষ্ঠ।'

নারদীয় পুরাণেও—

'হে মহারাজ, বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও দ্বিজ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তি দ্বিজাতি হইয়া বিষ্ণুভক্তিবিহীন হয়, সে শ্বপচ অপেক্ষাও অধিকতর হীন।'

এস্থলে মূলশ্লোকে "ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল সকল কুলকে পবিত্র করেন" এই যে বাক্যটী কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আপ-নাকেও যে তিনি পবিত্র করেন,— ইহাও সুতরাং সিদ্ধ। যথা ভাগবতে—

"কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি যাহারা—জাতিগত পাপে দূষিত এবং অপর যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপাচারিরূপে দৃষ্ট হয়, তাহারাও যাঁহার শরণাগত (বা আশ্রিত) শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয়মাত্রেই ঐ জাতিগত ও কর্ম্মগত পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করে, সেই স্বাভাবিক প্রভাববিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার।" শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি ॥ ৯৯ ॥

অতএবাহুঃ (ভা ১০।২৩।৩৯)—

ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্‌।
ধিক্‌ কুলং ধিক্‌ ক্রিয়া দাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ১০০ ॥

টীকা চ—"ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যম্‌। ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি, দাক্ষ্যঞ্চ" ইত্যাদিকা। তথোক্তম্‌ (ভা ৪।৩১।১০)—"কিং জন্মভিস্ত্রিভিঃ" ইত্যাদি ॥ (১০।২৩।) যাজ্ঞিকবিপ্রাঃ ॥ ১০০ ॥

এইজন্য যাজ্ঞিক বিপ্রগণ বলিয়াছেন,—

যাহারা—অধোক্ষজে বিমুখ, তাহাদের ত্রিবিধ জন্মে, তাহাদের ব্রতে, তাহাদের বহুদর্শিতায়, তাহাদের কুলে, তাহাদের ক্রিয়ায় ও নৈপুণ্যে ধিক্‌ ॥ ১০০ ॥

শ্রীধরটীকা—"'ত্রিবৃৎ'-শব্দে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিগুণ জন্ম ; 'ব্রত'-শব্দে ব্রহ্মচর্য্য ; 'ক্রিয়া' অর্থাৎ কর্ম্ম এবং দক্ষতা ইত্যাদিতে ধিক্‌।" এবিষয়ে আরও উক্ত হইয়াছে—"হরিভক্তি না থাকিলে শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই জন্মত্রয়ে প্রয়োজন কি ?" ইত্যাদি। যাজ্ঞিক বিপ্রগণের অনুতাপোক্তি ॥ ১০০ ॥

শ্রীভগবৎসমর্পিতকর্ম্মণোঽপ্যনাদরেণ তু দর্শিতম্‌ (ভা ১।২।১৪)—"তস্মাদেকেন মনসা" ইত্যাদি। গীতোপনিষৎসু চ ভক্ত্যসামর্থ্য এব তদ্বিহিতম্‌ (গীঃ ১২।৮-১১)—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্‌। অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥" ইতি ॥

অত্র পাদ্মকার্ত্তিকমাহাত্ম্যেতিহাসোঽনুসন্ধেয়ঃ—"চোলদেশরাজস্য কস্যচিদ্বিষ্ণুদাসনাম্না বিপ্রেণ শুদ্ধমর্চ্চনমেব কুর্ব্বতা সহ কস্য পূর্ব্বং ভগবৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি স্পর্দ্ধয়া বহূন্‌ যজ্ঞান্‌ ভগবদর্পিতানপি সুষ্ঠু বিদধতো ন ভগবৎপ্রাপ্তিরভূৎ। কিন্তু বিপ্রস্য ভগবৎপ্রাপ্তৌ দৃষ্টায়াং তান্‌ পরিত্যজ্য—

"যৎস্পর্দ্ধয়া ময়া চৈতদ্‌যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্‌।
স বিষ্ণুরূপধৃগ্‌বিপ্রো যাতি বৈকুণ্ঠমন্দিরম্‌ ॥
তস্মাদ্‌যজ্ঞৈশ্চ দানৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
ভক্তিরেব পরং তস্য নিদানং তোষণে মতম্‌ ॥"

ইতি মুদ্‌গলং প্রত্যুক্ত্বা,

"বিষ্ণৌ ভক্তিং স্থিরাং দেহি মনোবাক্‌কায়কর্ম্মণা।
ত্রিরুচ্চৈর্ব্যাজহারাসৌ হোমকুণ্ডাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥"

ততঃ শুদ্ধভক্তিশরণতামেব মুহুর্দৈন্যেনাঙ্গীকৃত্য হোমকুণ্ডে দেহং ত্যজতঃ পশ্চাদেব তৎপ্রাপ্তিরিতি।

যোগানাদরেণাহ (ভা ১০।৫১।৪১)—

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে কচিদুত্থিতম্॥ ১০১॥

উত্থিতং বিষয়াভিমুখম্॥ (১০।৫১।) শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দম্॥ ১০১॥

"অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায়, একাগ্রচিত্তে অহরহঃ ভক্তবৎসল ভগবানের শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন এবং অর্চ্চনই কর্ত্তব্য" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানে সমর্পিত কর্ম্মেরও অনাদরপূর্ব্বক কেবলা ভক্তি বিহিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থাবস্থাতেই ভগবানে কর্ম্মার্পণ বিহিত হইয়াছে, যথা—

শ্রীভবান্ কহিলেন,—"হে ধনঞ্জয়, আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপে মনকে স্থির করতঃ আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবৎতত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও; তাহা হইলে সেই সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল নিরুপাধিক প্রেম লাভ করিবে।"

"যদি সহজ অনুরাগদ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাস যোগদ্বারা আমাকে পাইবার ত্বর কর।"

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও; তাহা করিলেও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।"

"যদি মৎকর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে সংযত চিত্তে সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।"

এস্থলে পদ্মপুরাণস্থ কার্ত্তিক মাহাত্ম্যবিষয়ক এই ইতিহাসটী অনুসন্ধেয়:—

"বিষ্ণুদাস নামক শুদ্ধ অর্চ্চনকারী কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এককালে চোলরাজ, ঐ ব্রাহ্মণ ও নিজের মধ্যে কাহার অগ্রে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, এ বিষয়ে উৎসুক হইয়া স্বয়ং স্পর্দ্ধাসহকারে বহু যাগাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াও যখন নিজে ভগবানকে লাভ করিতে পারিলেন না এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই ভগবৎপ্রাপ্তি দর্শন করিলেন, তখন ঐসমস্ত যাগাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুদ্গলের নিকটে বলিয়াছিলেন—

'আমি স্পর্দ্ধাসহকারে যাগাদির অনুষ্ঠান করিলাম, সেই জন্যই আমার কোন ফল হইল না। আর সেই ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরূপ ধারণ করতঃ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতেছেন। অতএব যজ্ঞ বা দানে বিষ্ণু প্রসন্ন হন না, পরন্তু একমাত্র ভক্তিই তাঁহার তুষ্টিবিধানে সমর্থা।'

অনন্তর ঐ রাজা হোমকুণ্ডের সম্মুখস্থ হইয়া 'ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি আমার কায়মনোবাক্যে অচলা ভক্তি প্রদান করুন' এই কথা তিনবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি পুনঃ পুনঃ দীনতার সহিত শুদ্ধভক্তিরই শরণাগত হইয়া হোমকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করিয়া পরে ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ যোগেরও অনাদরপূর্ব্বক কেবলা ভক্তির বিধান করিতেছেন—

হে রাজন্, অভক্তযোগিগণ প্রাণায়ামাদিদ্বারা মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলেও বাসনাক্ষয়াভাবে তাহাদের চিত্ত কখনও কখনও বিষয়াভিমুখে পুনরায় ধাবিত হইতে দেখা যায়॥ ১০১॥

উত্থিত শব্দের অর্থ বিষয়াভিমুখী। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী মুচুকুন্দের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১০১॥

তথা, (ভা ১।৬।৩৫)—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ ১০২॥

ততঃ সুতরামেব "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" (ভা ১১।১৪।১৯) ইত্যাদিকমিতি ভাবঃ॥ শ্রীনারদো ব্যাসম্॥১০২॥

সেইরূপ অন্যত্রও কথিত হইয়াছে যে—পুনঃ পুনঃ কামলোভাদির বশীভূত মন মুকুন্দসেবা দ্বারা যেরূপ সাক্ষাদ্ভাবে শান্ত হয়, যমাদি যোগমার্গদ্বারা সেরূপ শমতা লাভ করে না॥ ১০২॥

অতএব "যোগাদি দ্বারা আমাকে লাভ করা যায় না" ইত্যাদি শ্লোক সুষ্ঠুতরই উক্ত হইয়াছে,—ইহাই ভাবার্থ। এই শ্লোকটী ব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের বাক্য ॥ ১০২ ॥

অথ জ্ঞানানাদরেণাভ্যুদাহ্রিয়তে। তত্র তস্য কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বেনানাদরো দর্শিত এব—"পানেন তে দেব কথা-সুধায়াঃ" (ভা ৩।৫।৪৫-৪৬) ইত্যাদিভ্যাম্। তথোক্তং শ্রীকুমারোপদেশে, "কৃচ্ছ্রো মহান্" (ভা ৪।২২।৩৮) ইত্যাদি। শ্রীগীতাসু চ (১২।১১৫)—

"অর্জ্জুন উবাচ এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ইতি॥

ভক্তিমার্গে তু শ্রমো ন স্যাৎ। তদ্বশীকারিতারূপং ফলঞ্চাপূর্ব্বমিত্যাহ (ভা ১০।১৪।৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব, জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০৩॥

'উদপাস্য' ঈষদপ্যকৃত্বা ; 'স্থানে' সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ ; 'সন্মুখরিতাং' সদ্ভির্মুখরিতাং স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাম্ ; ভবদীয়বার্ত্তাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত এব 'শ্রুতিগতাং' শ্রবণং প্রাপ্তম্ ; 'প্রায়শো' বাহুল্যেন তনুবাঙ্মনোভিঃ 'নমন্তঃ' সৎকুর্ব্বন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি, তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈর-জিতোঽপি ত্বং 'জিতোঽসি' বশীকৃতোঽসি। অতএবোক্তং শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে-ষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে, মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥" ইতি॥ ১০৩॥

অনন্তর জ্ঞানের অনাদরপূর্ব্বক কেবলা ভক্তির উৎকর্ষবিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন, তন্মধ্যে জ্ঞান কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে তাহার অনাদর প্রদর্শিত হইতেছে—

"হে দেব, তোমার কথারূপ সুধাপান ও বর্দ্ধিত ভক্তিদ্বারা যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যের সার জ্ঞানকে লাভ করিয়া যেরূপ অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তদ্রূপ ধীর জ্ঞানিগণ আত্মসমাধিবলে দুস্পারা প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে গিয়া বিপুল পরিশ্রমেরই আবাহন করেন মাত্র, কিন্তু তোমার সেবাপর ব্যক্তি-গণের তাদৃশ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না।"

শ্রীকুমারোপদেশেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে,—"যাঁহারা ইন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গস্বরূপ গ্রাহসঙ্কুল ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভগবদ্ভক্তিকে তরণীরূপে স্থির করেন না, তাদৃশ যোগিগণের পক্ষে যোগাদি অসুখদায়ক মার্গ—মহাকষ্টসাধ্য,তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীহরির নিত্য ভজনীয় চরণযুগলকে তরণী করিয়া সুদুস্তর ভবার্ণবরূপ ব্যসন উত্তীর্ণ হও।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও তাহাই উক্ত হইয়াছে ; যথা—

অর্জ্জুন কহিলেন,—(হে কৃষ্ণ,) 'এইরূপ সততযুক্ত যে সকল ভক্ত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরস্বরূপের উপাসনা করেন,—এই উভয়বিধ যোগিগণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?'

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—'যাঁহারা পরমশ্রদ্ধাসহকারে নিত্যযুক্ত হইয়া আমাতে মনোনিবেশপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠযোগী বলিয়া আমার সম্মত ; কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অব্যক্ত, অক্ষর (জীবাত্ম) স্বরূপের উপাসনা করেন, সেইসকল সর্ব্বভূতহিতরত ব্যক্তিগণও আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; পরন্তু, অব্যক্তাসক্তচিত্ত তাদৃশ ব্যক্তিগণের দুঃখই অধিকতর, যেহেতু দেহিগণ কষ্টের সহিত অব্যক্তস্বরূপ লাভ করিয়া থাকে।'

কিন্তু ভক্তিমার্গে কোন পরিশ্রম নাই এবং তদনুশীলনকারীর ভগবান্‌কে বশীভূত করিবার উপযোগিতারূপ অপূর্ব্ব-ফললাভও হইয়া থাকে ; এইজন্য বলিয়াছেন,—

যাঁহারা জ্ঞানমার্গানুসরণে প্রয়াস না করিয়া সৎসঙ্গে বাস করতঃ সর্ব্বদা প্রণতিসহকারে সাধুগণের মুখোচ্চারিত শ্রুতিপথগত ভবদীয় কথাকেই কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করতঃ জীবন ধারণ করেন, হে অজিত, তাঁহারাই একমাত্র এই ত্রিভুবনে অন্যের অজিত আপনাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

(এই টীকা প্রায় সমস্তই শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার অনুরূপ)। 'উদপাস্য' শব্দে—কিছুমাত্র না করিয়া ; 'স্থান' শব্দে —সাধুগণের যে আবাস, তাহাতে স্থিত ; 'সন্মুখরিত' অর্থে—সাধুগণের রসনায় আপনা হইতেই নিত্যপ্রকাশমান ; 'ভবদীয়বার্ত্তা' (ভগবল্লীলাকথা)—সাধুসন্নিধিবশতঃ আপনা হইতেই 'শ্রুতিগতা' অর্থাৎ শ্রবণপথে প্রাপ্তা (আবির্ভূতা); 'প্রায়শঃ' অর্থাৎ বহুলরূপে, তনুবাঙ্মনোদ্বারা প্রণামপূর্ব্বক অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সমাদর করিতে করিতেই যাঁহারা কেবল জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা আর অন্য কিছুই যদি নাও করেন, তথাপি হে ভগবন্ অজিত, ত্রিলোকে আপনি অন্যকর্ত্তৃক অজিত হইলেও সেইসকল ব্যক্তিগণই আপনাকে বশীভূত করিতে পারেন। অতএব নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"সর্ব্বদাই যখন পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি বিনামূল্যলভ্য উপকরণরাজি বিদ্যমান, এবং পুরাণপুরুষ ভগবান্‌ও যখন একমাত্র ভক্তিলভ্যরূপেই বর্ত্তমান, তখন লোকসকল কিজন্য মুক্তিলাভে প্রয়াস করিয়া থাকে ?" ১০৩ ॥

বস্তুতস্তু (ভা ১০।১৪।৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ১০৪ ॥

টীকা চ—"ভক্তিং বিনা চ জ্ঞানং ন সিধ্যতীত্যাহ—শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সামভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্মৃতিঃ স্মরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং তাম্ ; তে তব ভক্তিমুদস্য ত্যক্ত্বা শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা। তেষাং ক্লেশল ক্লেশ এব অবশিষ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যথা অল্পপ্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসান্ তুষানেব যেঽবঘ্নন্তি, তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ; এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধায় প্রযতন্তে, তেষামপি" ইত্যেষা।

শ্রীগীতাসু চ (১৩।৭) "অমানিত্বমদম্ভিত্বম্" ইত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য, মধ্যে (১৩।১০) "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" ইত্যপ্যুক্ত্বা, প্রান্তে (১৩।১১)—"তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্" ইতি সমাপ্যাহ, (১৩।১১)—"এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা" ইতি। ততো ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। অন্তেঽপ্যুক্তম্ (গী ১৩।১৮)—"মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে" ইতি। তত্রান্যত্র চ (গী ৯।৩)—

"অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ। অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥" ইতি।

'অস্য'—"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ" (গী ৯।১৪) ইত্যাদ্যগ্রিমোক্তলক্ষণস্য ইত্যর্থঃ। অতএবাস্ফুটভক্তীনাং মুদ্গলাদীনামপি কৃতচরী সাধনভক্তিরনুসন্ধেয়া। (১০।১৪।) ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৪ ॥

বস্তুতঃ—হে বিভো, যাঁহারা কল্যাণপদবী ত্বদীয়ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি) লাভের জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহারা অন্তঃসারশূন্য স্থূল তুষরাশির অবহনন (পেষণ) কারীর ন্যায় শেষে কেবল ক্লেশই লাভ করেন (অর্থাৎ ভক্তিব্যতিরেকে জ্ঞানের প্রয়াস—নিরর্থক) ॥ ১০৪ ॥

শ্রীধরস্বামীর টীকা—"ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান সিদ্ধ হয় না; এই জন্যই 'শ্রেয়ঃসৃতিং' ইত্যাদি শ্লোকটী বলিয়াছেন। 'শ্রেয়ঃসৃতি' শব্দে—শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ অভ্যুদয় (ভোগ) ও অপবর্গ (মোক্ষ), তাহাদের সৃতি অর্থাৎ গতি যাহার, তাহা (অর্থাৎ ভক্তিমার্গই ভোগ ও মোক্ষের শেষ গতি);—যেমন, কোন বৃহৎ সরোবরই ঝরণা অর্থাৎ জলপ্রবাহসমূহের শেষ-গম্যস্থান বা আশ্রয় হয়, তদ্রূপ; অথবা মঙ্গলনিচয়ের পথস্বরূপ তোমার সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া (যাঁহারা জ্ঞানের প্রয়াস করেন, তাঁহাদের) অবশেষে কেবল ক্লেশলাভই হয়। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই:—অন্তঃকণাবিশিষ্ট অল্প পরিমাণ ধান্যকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃকণাহীন স্থূলধান্য বলিয়া প্রতীয়মান তুষসমূহকে যাহারা অবঘাত (কুট্টিত) করে, তাহাদের যেমন কোন ফল (তণ্ডুল)-লাভ হয় না, কেবল বৃথা শ্রম বা কষ্টই লাভ হয়, তদ্রূপ ভক্তিকে তুচ্ছ মনে করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানের (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতির) যত্ন করেন, তাঁহাদেরও কোন ফললাভ হয় না, কেবলমাত্র দুঃখই লাভ হয়।"

শ্রীগীতায়ও (১৩শ অঃ) পূর্ব্বে "অমানিত্ব অদম্ভিত্ব" ইত্যাদি জ্ঞানযোগমার্গের কথা বলিতে উপক্রম করিয়া, সেই উক্তির মধ্যস্থলে 'অনন্যযোগাবলম্বনপূর্ব্বক ভগবানের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি'র কথা বলিয়া, সর্ব্বশেষে "তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন" এই কথাদ্বারা (প্রসঙ্গ) সমাপনপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, ইহাই 'জ্ঞান', এতদ্ভিন্ন বিপরীত যাহা, তাহাই 'অজ্ঞান'। অতএব ভক্তিযোগ বিনা কখনই জ্ঞান লাভ হয় না,—ইহাই ভাবার্থ। শ্রীগীতায় ঐ অধ্যায়ের শেষেও বলিয়াছেন যে, 'আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাবলাভে উপযোগী হন।' শ্রীগীতার অন্যত্রও (৯।৩) আছে,—

"হে পরন্তপ, ভক্তিধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করে।" 'ধর্ম্মস্যাস্য' পদান্তর্গত 'অস্য' শব্দের অর্থ—"সতত আমার কীর্ত্তনকারী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার জ্ঞানলাভবিষয়ে যত্নকারী" ইত্যাদিরূপ পশ্চাৎ কথিত লক্ষণময় ধর্ম্মের। অতএব এস্থলে অস্ফুটভক্তিযুক্ত মুদ্গলাদিরও * পূর্ব্বকৃত সাধনভক্তির অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই "জ্ঞানে প্রয়াসম্" ও "শ্রেয়ঃ সৃতিং" শ্লোকদ্বয়—শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ॥ ১০৪ ॥

আশ্রয়ান্তরস্বাতন্ত্র্যানাদরেণাহ (ভা ৬।৯।২০)—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং, স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ, শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥ ১০৫ ॥

অবিস্মিতং ততোঽন্যস্যাপূর্ব্ববস্তুনোঽসদ্ভাবাদ্বিস্ময়রহিতম্। অতঃ স্বেনৈব স্বীয়েনৈব স্বস্মৈব কর্ম্মভূতস্য ক্রিয়াভূতেন লাভেন পরিপূর্ণকামং নান্যস্যেত্যর্থঃ। যদুক্তং "রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ" (ভা ১।২।২৭) ইত্যাদি; স্কান্দে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে চ—

"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ ॥"

তত্রৈবান্যত্র চ—"বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে। ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হালাহলং বিষম্ ॥"

* মুদ্গলোপাখ্যান—মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত ঘোষযাত্রাপর্ব্বে ২৫৯-২৬০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে—

"যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে। স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥" ইতি॥

অতএবোক্তং শ্রীসত্যব্রতেন (ভা ৮।২৪।৪৯)—

"ন যৎপ্রসাদাযুতভাগলেশমন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে॥" ইতি॥

শ্রীব্রহ্মশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত, (ভা ২।৯।৫)—"স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ", (ভা ১২।১৩।১৬)—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। অতএব দ্বাদশে শ্রীশিবং প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়বচনম্ (ভা ১২।১০।৩৪)—

"বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণকামাভিবর্ষণাৎ। ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥" ইতি॥

ত্বয্যপি তৎপর ইত্যর্থঃ। অতএবাষ্টমে প্রজাপতিকৃতশিবস্তুতৌ (ভা ৮।৭।৩৩)—"যে ত্বাত্মারামগুরুভির্হৃদিচিন্তিতাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বম্" ইতি। চতুর্থে শ্রীমদষ্টভুজং প্রতি প্রচেতোভিরপি (ভা ৪।৩০।৩৮)—"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন" ইতি।

বৈষ্ণবস্য সতঃ সমদর্শিনস্তু ন ভক্তিলাভঃ প্রত্যবায়শ্চ ; যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥"

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" ইতি॥

অতএবাভেদদৃষ্টিবচনং শমভক্তজ্ঞান্যাদিপরমেব ; যথা শ্রীমার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে দ্বাদশএব শ্রীশিববাক্যম্ (ভা ১২।১০।২০-২২)—

"ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ। একান্তভক্তা অস্মাসু নির্বৈরাঃ সমদর্শিনঃ॥
সলোকা লোকপালাস্তান্ বন্দন্ত্যর্চ্চন্ত্যুপাসতে। অহঞ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ॥
ন তে মষ্যচ্যুতে যে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে। নাত্মনশ্চ পরস্যাপি তদ্যুষ্মান্ বয়মীমহি॥" ইতি॥

তত্তোঽপি তানতিক্রম্য যুষ্মান্ মার্কণ্ডেয়াদীন্ শুদ্ধবৈষ্ণবান্ বয়মীমহি ভজেমেত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীশিবেনৈব প্রচেতসং প্রতি (ভা ৪।২৪।২৬)—

"অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা। ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥" ইতি॥

অন্যত্র (ভা ৮।৭।৪৭)—"প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ" ইতি চ।

তস্য শুদ্ধবৈষ্ণবত্বঞ্চোক্তমেতৎপূর্ব্বম্ (ভা ১২।১০।৬)—

"নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত। ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে॥"

ইতি মার্কণ্ডেয়মুদ্দিশ্য শ্রীশিবেন। তথা শ্রীশিবস্য তচ্চেতস্যাবির্ভাবাৎ সমাধিবিরামেণ চ তদেব ব্যঞ্জিতম্ ; যথা (ভা ১২।১০।১৩)—"কিমিদং কুত এবেতি সমাধের্বিরতো মুনিঃ" ইতি। কিঞ্চ, (ভা ১২।১০।২০) "ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ" ইত্যাদাবভেদদৃষ্টিবচনেঽপি "স্বয়ঞ্চ হরিরীশ্বরঃ" (ভা ১২।১০।২১) ইত্যনেন তস্যৈব প্রাধান্যমুক্তম্। তস্যৈব স্বয়মীশ্বরত্বঞ্চোক্তং—"পার্থিবাদ্দারুণঃ" (ভা ১।২।২৪) ইত্যাদিনা। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যমপি তথৈব—

"যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্। দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥" ইতি॥ পরব্রহ্মস্বরূপস্য তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিতি ভাবঃ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তম্।

কেচিত্তু বৈষ্ণবাস্তৎপূজনমাবশ্যকত্বেনোপস্থিতং চেত্তর্হি তস্মিন্নধিষ্ঠানে শ্রীভগবন্তমপি পূজয়ন্তি, যথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরান্তিমেঽয়মিতিহাসঃ—

"বিশ্বক্সেননামা কশ্চিদ্‌বিপ্র একান্তভাগবতঃ পৃথিবীং বিচরন্নাসীৎ। স কদাচিদেক এব বনান্তে উপবিষ্টঃ। তত্রাথ গ্রামাধ্যক্ষসুতঃ কশ্চিদাগতস্তমুবাচ—কোঽসীতি। ততঃ কৃতস্বাখ্যানং পুনস্তমুবাচ,—মম শিরঃপীড়াদ্য জাতেতি নিজেষ্টং দেবং শিবং পূজয়িতুং ন শক্নোমীত্যতো মম প্রতিনিধিত্বেন ত্বমেব তং পূজয়েতি। এতদনন্তরঞ্চ তত্রত্যং সার্দ্ধং পদ্যম্—

'এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ॥

চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবগতোঽথবা। পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরম্॥' ইতি॥

ততস্তস্মিংস্তদনঙ্গীকৃতবতি স খড়্গামুন্নমিতবান্ শিরশ্ছেত্তুম্। ততশ্চাসৌ বিপ্রস্তেনাস্তেন মৃত্যুমনভীপ্সন্ বিচার্য্যোক্তবান্,—'ভদ্র, ভদ্রং ভবতু, তত্রৈব গচ্ছামঃ' ইতি। গত্বা চেদং মনসি চিন্তিতম্,—'অয়ং রুদ্রঃ প্রলয়-হেতুতয়া তমোবর্দ্ধনত্বাত্তমোভাবঃ; শ্রীনৃসিংহদেবশ্চ তামসদৈত্যগণবিদারকতয়া তমোভঞ্জনকর্তৃত্বাৎ তদ্-ভঞ্জনার্থমেব তত্রোদয়তে সূর্য্য ইব তমোরাশেঃ; অতো রুদ্রাকারাধিষ্ঠানেঽপি তদুপাসকানামেষাং তমোভঞ্জন-কৃতে শ্রীনৃসিংহপূজামেবাস্মিন্ করিষ্যামীতি। অথ 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' ইতি গৃহীতপুষ্পাঞ্জলৌ তস্মিন্ পুনঃ ক্রোধাবিষ্টেন গ্রামাধ্যক্ষপুত্রেণ খড়্গঃ সমুদ্যমিতঃ। ততশ্চাকস্মাত্তদেব লিঙ্গং স্ফোটয়িত্বা শ্রীনৃসিংহদেবঃ স্বয়মা-বির্ভূয় তং গ্রামাধ্যক্ষপুত্রং সপরিকরং জঘান। দক্ষিণস্যাং দিশ্যতিপ্রসিদ্ধো 'লিঙ্গস্ফোট'নামা তত্র স্বয়ং স্থিতবানিতি।"

অতোঽনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি; কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা। অত-এবোক্তমাদিবারাহে—

"জন্মান্তরসহস্রেষু সমারাধ্য বৃষভধ্বজম্॥ বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ে সতি॥" ইতি॥

অতএব শ্রীনৃসিংহশিবভক্ত্যোরন্তরং বৃহদেব। শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং শ্রুতৌ—"অনুপনীতশতমেকমেকে-নোপনীতেন তৎসমম্। উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমম্। গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমম্। বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎসমম্। যতীনান্তু শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন। রুদ্রজাপক-শতমেকমথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকেন তৎসমম্। অথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপকশতমেকমেকেন মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন তৎ-সমম্।" ইতি। মন্ত্ররাজশ্চ তত্র শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এবেতি।

স্বতন্ত্রত্বেন ভজনে তু ভৃগুশাপো দুরত্যয়ঃ, যথা চতুর্থে (ভা ৪।২।২৭-২৮)—

'ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্।

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিণস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥" ইত্যাদি।

বেদবিহিতমেবাত্র ভবব্রতমনূদ্যতে; অন্যবিহিতত্বে পাষণ্ডিত্ববিধানাযোগঃ স্যাৎ, পূর্ব্বত এব পাষণ্ডিত্বসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনায়াময়ং দোষঃ; যতশ্চ তত্রৈব তেন শ্রীজনার্দ্দনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তম্ (ভা ৪।২।৮)—

"এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ। যং পূর্ব্বে চানুসংতস্থুর্যৎপ্রমাণং জনার্দ্দনঃ॥" ইতি॥

'এষঃ' বেদলক্ষণঃ, 'যৎপ্রমাণং' যত্র মূলমিত্যর্থঃ। অতএবান্বয়েনাপি শ্রীবিষ্ণুভক্তির্দ্দৃঢ়ীকৃতা "সত্ত্বং রজস্তমঃ" (ভা ১।২।২৩) ইত্যাদিনা। তথা শ্রীহরিবংশে শিববাক্যমেব—

"হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবদ্ভিঃ সত্ত্বসংস্থিতৈঃ। বিষ্ণুমন্ত্রং সদা বিপ্রাঃ পঠধ্বং ধ্যাত কেশবম্॥" ইতি॥

তস্মাৎ শ্রীশিবভক্তেরপ্যেবম্ভূতে স্থিতে পরাণামপি দেবতানাং বৈষ্ণবাগমাদৌ তদ্বহিরঙ্গাবরণসেবকত্বেনা-প্রাকৃতানামেব পূজাবিধানম্। শ্রীভগবল্লোকসংগ্রহপরাণাং তল্লীলোপয়িকনরলীলাপার্ষদানাং বা ভগবৎপ্রীণন-যজ্ঞাদৌ তু শ্রীযুধিষ্ঠিররাজসূয়বৎ অন্যাসামপি তদ্বিভূতিত্বেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্; যথানুষ্ঠিতং শ্রীপ্রহ্লাদেন (ভা ৭।১০।২৬)—

"ততঃ সংপূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্। ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ॥" ইতি॥

তদুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণৈব (ভা ১০।৭২।৩)—

"ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ। যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥" ইতি॥

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ শ্রীসত্যভামাং প্রতি শ্রীভগবতা—

"সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ। মামেব প্রাপ্নুবন্তীহ বর্ষাপঃ সাগরং যথা॥
একোঽহং পঞ্চধা জাতঃ ক্রীড়য়া নামভিঃ কিল। দেবদত্তো যথা কশ্চিৎ পুত্রাদিজননামভিঃ॥" ইতি॥

বস্তুতস্তু সর্ব্বাপেক্ষয়া শ্রীবৈষ্ণবা এব শ্রেষ্ঠাঃ। তদুক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে; তত্রৈবান্যত্র প্রহ্লাদ-সংহিতায়ামেকাদশীজাগরণপ্রসঙ্গে চ—

"ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ। ন চান্যদেবতাভক্তো ভবেদ্ভাগবতোপমঃ॥" ইতি॥

তাদৃশসৌরাদীনাং তৎপ্রাপ্তিশ্চ ন কেবলং তদ্ধেতুকৈব, কিন্তু ভগবৎপ্রীত্যর্থকৃততজ্জাতশুদ্ধভক্তিদ্বারা বা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রমরণাদিপ্রভাবেণ বা; যথা তত্রৈব বর্ণিতয়োর্দ্দেবশর্ম্মচন্দ্রশর্ম্মনাম্নোঃ সূর্য্যমারাধয়তোঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতা—

"তৎক্ষেত্রস্য প্রভাবেণ ধর্ম্মশীলতয়া পুনঃ। বৈকুণ্ঠভবনং নীতৌ মৎপরৌ মৎসমীপগৈঃ॥
যাবজ্জীবন্তু যত্তাভ্যাং সূর্য্যপূজাদিকং কৃতম্। তেনাহং কর্ম্মণা তাভ্যাং সুপ্রীতো হ্যভবং কিল॥" ইতি॥

'তৎক্ষেত্রং' মায়াপুরী। তৌ চ কৃষ্ণাবতারে সত্রাজিদক্রূরাখ্যৌ জাতাবিতি চ তত্র প্রসিদ্ধিঃ। এবং পুণ্ডরীকস্য পিতৃসেবয়া তৎপ্রাপ্তিশ্চ যোজনীয়া।

স্বতন্ত্রোপাসনায়াং তৎপ্রাপ্তিঃ শ্রীগীতোপনিষৎস্বেব নিষিদ্ধা (গী ৯।২৩-২৪)—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥"ইতি॥

তস্মাৎ তদীয়ত্বেনোপাসনায়াং ক্বচিদ্গুণোঽপি ভবতি। অবজ্ঞাদৌ তু দোষঃ—"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি" (ভা ১১।৩।২৭) ইতিবৎ; যথা পাদ্মে—

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥" ইতি॥

গৌতমীয়ে চ—

"গোপালং পূজয়েদ্‌যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্। অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি ॥" ইতি ॥

অতএব "হয়শীর্ষা মাং পথি দেবহেলনাৎ" ইতি শ্রীনারায়ণবর্ম্মণি তদাগঃ প্রায়শ্চিত্তম্। বিষ্ণুধর্ম্মে চায়মিতিহাসঃ—

"পূর্ব্বং শ্রীমদম্বরীষো বহুদিনং ভগবদারাধনং তপোঽনুষ্ঠিতবান্। তদন্তে চ ভগবানেবেন্দ্ররূপেণৈরাবতী-কৃতং গরুড়মারুহ্য তং বরেণ চ্ছন্দয়ামাস। স চেন্দ্ররূপং দৃষ্ট্বা তং নমস্কারাদিভিরাদৃত্যাপি তস্মাদ্বরং নেষ্টবান্, উক্তবাংশ্চ,—মমারাধ্যাকারো যঃ, স এব মম বরদাতা ভবেন্নান্য ইতি। অথ তদ্দেয়ং বরমহমেব দাস্যামীতি পুনরুক্তবত্যপীন্দ্রে নেষ্টবন্তং তং প্রতি স বজ্রং সমুদ্যতবান্। তথাপি তং বরং নাঙ্গীকৃতবতি তস্মিন্ সুপ্রসন্নো ভূত্বা তদ্রূপমন্তর্দ্ধাপ্য স্বরূপমাবির্ভাবয়ন্ননুজগ্রাহেতি।

তত্র চ শিবাবজ্ঞাদৌ মহান্ এব দোষঃ ; যথা চতুর্থ এব নন্দীশ্বরশাপঃ (ভা ৪।২।২৪)—"সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্ব্বাবমানিনম্" ইতি। ইদমপি যৎকিঞ্চিদেব, শ্রীশিবস্য মহাভাগবতত্বেন দোষস্য স্বয়মেব সিদ্ধত্বাৎ। "হেলনং গিরিশভ্রাতুর্ধনদস্য ত্বয়া কৃতম্" (ভা ৪।১১।৩২) ইতি স্বায়ম্ভুবোক্তরীত্যা নূনং তৎসখ্যং-মনুস্মৃত্যৈব কুবেরাদপি শ্রীধ্রুবেণ ভগবদ্ভক্তিস্বভাবকৃতসর্ব্ববিষয়কবিনয়পুনঃপুনর্ভক্ত্যভিলাষাভ্যাং যুক্তেন সতা কৃতং ভগবদ্ভক্তিবরপ্রার্থনমিতি চতুর্থাভিপ্রায়ঃ। অতএবোক্তম্—

"যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ। বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥" ইতি ॥ দৃষ্টঞ্চ তথা চিত্রকেতুচরিতে।

শ্রীকপিলদেবেন সাধারণানামপি প্রাণিনামবমানাদিকং নিন্দিতং, কিমুত তদ্বিধানাম্; তথাহি (ভা ৩।২৯।১৭)

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা। তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্ ॥"

'ভূতেষু' বক্ষ্যমাণরীত্যা অপ্রাণভৃজ্জীবমারভ্য ভগবদর্পিতাত্মজীবপর্য্যন্তেষু ; 'ভূতাত্মা' তদন্তর্যামী, তং মামবজ্ঞায়—তেষামবজ্ঞয়া তদধিষ্ঠানকস্য মমৈবাবজ্ঞাং কৃত্বেত্যর্থঃ। ততস্তাং কৃত্বা যোঽর্চ্চাং মৎপ্রতিমাং কুরুতে, স 'তদ্বিড়ম্বনং' তস্যা অবজ্ঞামেব কুরুতে ইত্যর্থঃ। যতঃ, (ভা ৩।২৯।১৮)—

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্। হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।"

'মৌঢ্যাৎ' শৈলীদারুময়ী বা কাচিৎ প্রতিমেয়মিতি মূঢ়বুদ্ধিত্বাৎ, যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু বর্ত্তমানং পরমাত্মান-মীশ্বরং মাং হিত্বা তস্যা ময়ৈক্যমবিভাব্য 'অর্চ্চাং' মদীয়াং প্রতিমাং ভজতে কেবললোকরীতিদৃষ্ট্যা তস্যৈ জলাদিক-মর্পয়তি, তস্য চ মূঢ়স্য মদ্দৃষ্ট্যভাবাৎ সর্ব্বভূতাবজ্ঞাপি ভবতি। যথাগ্নিপুরাণে দশরথমারিতপুত্রস্য তপস্বিনোবিলাপে—

"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া। কিং ময়া পথি দৃষ্টস্য বিষ্ণুভক্তস্য কর্হিচিৎ ॥

তন্মুদ্রাঙ্কিতদেহস্য চেতসা নাদরঃ কৃতঃ। যেন কর্ম্মবিপাকেন পুত্রশোকো মমেদৃশঃ ॥" ইতি ॥

যথা চোক্তং পাদ্মে—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি,-র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি,-র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥

ততস্তদ্দোষেণ ভস্মনি যথা জুহোতি কশ্চিৎ, তথা তস্যাশ্রদ্দধানস্য ফলাভাব ইত্যর্থঃ। "যে শাস্ত্রবিধি-

মুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ” (গী ১৭।১) ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা লোকপরম্পরামাত্রজাতযৎকিঞ্চিচ্ছ্রদ্ধাসম্ভাবে তু কনিষ্ঠভাগবতত্বমেব, (ভা ১১।২।৪৫)—

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥” ইত্যুক্তেঃ।

যদ্যপি যথা কথঞ্চিদ্ভজনস্যৈবাবশ্যং ফলাবসানতাস্ত্যেব, তথাপি ঝটিতি ন ভবতীত্যেব। তথোক্তং বক্ষ্যতে চ সাফল্যম্ (ভা ৩।২৯।২০)—“অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবৎ” ইত্যাদিনা। অবজ্ঞামাত্রস্য তাদৃশত্বে সুতরাস্তু (ভা ৩।২৯।১৮)—

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ। ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥” ইতি॥

'ভিন্নদর্শিনঃ' সর্ব্বত্রান্তর্যাম্যেকদৃষ্টিরহিতস্য, অতএব মানিনঃ, অতএব বদ্ধবৈরস্য চ। তথা চ মহাভারতে,

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তস্য তূর্ণং প্রসীদতি ॥” ইতি॥

কিঞ্চ, (ভা ৩।২৯।১৯)—

"অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে। নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥”

'অবমানিনো' নিন্দাকর্ত্তুঃ। নিন্দাপি—দ্বেষসমা ; কিংবা (১১।২৩।৩)—

"ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান্ বাণৈর্হি মর্ম্মগৈঃ। যথা তুদন্তি মর্ম্মস্থা হ্যসতাং পরুষেষবঃ ॥”

ইত্যুক্তরীত্যা ততোহধিকেতি ; নায়ং ব্যুৎক্রম ইত্যভিপ্রেত্য ন দ্বেষাৎ পূর্ব্বমসৌ পঠিতা।

তদেবমীশ্বরজ্ঞানাভাবাৎ ভক্তাবশ্রদ্দধানস্য দোষ উক্তঃ। অথ তচ্ছ্রদ্ধাহেতুতজ্জ্ঞানস্য স্বধর্ম্মসংযুক্তং তদর্চ্চনমেব কারণমুপদিশন্ তাদৃশার্চ্চনস্যাপ্যব্যর্থতামঙ্গীকরোতি (ভা ৩।২৯।২০)—

"অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ। যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥”

তাবদেব স্বকর্ম্মকৃৎ সন্ অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ যাবৎ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ঈশ্বরং মাং ন বেদ ন জানাতি ; অত্র স্বকর্ম্মসহায়ত্বমজাতশ্রদ্ধস্য, শুদ্ধভক্তাবনধিকারাৎ। তৎ প্রতিপাদয়িষ্যতে (ভা ১১।২০।২৭)—“জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু” ইত্যাদিনা। অতো ভগবজ্জ্ঞানাদূর্দ্ধং জাতশ্রদ্ধস্তু স্বকর্ম্মকৃৎ সন্ ন অর্চ্চয়েৎ, কিন্তু শুদ্ধমর্চ্চাদিকমেব কুর্ব্বীতেত্যায়াতম্। তচ্চ প্রতিপাদয়িষ্যতে “তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত” (ভা ১১।২০।৯) ইত্যাদিনা, ন ত্বর্চ্চাং পরিত্যজেদিত্যর্থঃ ;—

"প্রতিষ্ঠিতার্চ্চা ন ত্যাজ্যা যাবজ্জীবং সমর্চ্চয়েৎ। বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্ ॥”

ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবিরোধাৎ।

অথ স্বধর্ম্মপূর্ব্বকমর্চ্চনং কুর্ব্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতীত্যাহ (ভা ৩।২৯।২৬)—

"আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্ ॥”

'অন্তরোদরম্' উদরভেদেন ভেদং করোতি, ন তু মদধিষ্ঠানত্বেনাত্মসমং পশ্যতি ; ততশ্চ ক্ষুধিতাদিকমপি দৃষ্ট্বা স্বোদরাদিকমেব কেবলং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুরূপোহহমুল্বণম্ ; ভয়ং সংসারম্। নিগময়তি (ভা ৩।২৯।২৭)—

"অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্। অর্চ্চয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥”

'অথ' অতো হেতোঃ ; যথাযুক্তং যথাশক্তিদানেন তদভাবে মানেন চ। অভিন্নেন চক্ষুষা ইতি পূর্ব্ববৎ। তথোক্তং সনকাদীন্ প্রতি বৈকুণ্ঠদেবেন “যে মে তনূর্দ্বিজবরান্ দুহতীর্ম্মদীয়া, ভূতান্যলব্ধশরণানি চ ভেদবুদ্ধ্যা”

(ভা ৩।১৬।১০) ইত্যাদি; যদ্বা, ভিন্নেন চক্ষুষান্যত্র যা দৃষ্টিস্ততোঽতিবিলক্ষণয়া দৃষ্ট্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। তত্র সর্ব্বেষাং সাধারণ্যেনৈবার্হণে প্রাপ্তে বিশেষয়তি (ভা ৩।২৯।২৮-৩৩)—

"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে। ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ। তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ। তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ। ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ। মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ। ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ॥
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥" ইতি॥

পূর্ব্বাস্মাদুত্তরোত্তরস্মিন্নেকৈকগুণাধিক্যেনাধিক্যম্। 'ধর্ম্মমদোগ্ধা' নিষ্কামকর্ম্মা; 'নিরন্তরঃ' জ্ঞানাদ্যব্যবহিতভক্তিঃ। 'অকর্ত্তু'রর্পিতাত্মত্বেন স্বভরণাদিকর্ম্মানপেক্ষমাণাৎ যদ্ভগবতি ভক্তিঃ ক্রিয়তে তত্রাপি স্বস্য ভগবদধীনত্বং জ্ঞাত্বা তদভিমানশূন্যাচ্চ; 'সমদর্শনাৎ' ভগবদধিষ্ঠানতাসাম্যেনাত্মবৎ পরেষ্বপি হিতমাশংসমানাৎ। "জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাম্" ইত্যাদিনা ভেদো হি বিবক্ষিতঃ। ততো মস্তকেষ্বেবাদরবাহুল্যাদিকং কর্ত্তব্যম্; অন্যত্র তু যথাপ্রাপ্তং যথাশক্তি চেতি ভাবঃ। তথৈবোক্তম্ (ভা ৩।২৯।৩০)—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্। ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥" ইতি॥

'জীবকলয়া' তত্তৎকলনয়া তদন্তর্যামিতয়েত্যর্থঃ। তদেবং প্রথমোপাসকানাং সর্ব্বভূতাদরো বিহিতঃ। সশ্রদ্ধসাধকানান্তু ভগবদ্বৈভবসার্ব্বত্রিকতাস্ফূর্ত্ত্যা ভবত্যেবাসৌ। যথোক্তং স্কান্দে—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ। হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥"

ইতি বক্ষ্যমাণরীত্যা শুদ্ধবন্ধুত্বাদিভাবসাধকানামপি বন্ধুভাবসিদ্ধশ্রীগোকুলবাস্যাদিশীলানুসরণেন তাদৃশভগবদ্‌গুণানুসরণেন চাসৌ জায়তে। জাতভাবানাং ত্বহিংসা চোপরমশ্চ স্বীয় এব স্বভাবঃ। যথা (ভা ১১।১৮।২২)—

"যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা, ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং, যস্মিন্নহিংসোপরমঃ স্বধর্ম্মঃ॥"

ইত্যনুসারেণ পরমসিদ্ধানাঞ্চ "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" (ভা ১১।২।৪৭) ইত্যাদ্যনুসারেণ সিদ্ধ এব সঃ। তত্র সাধকানাং যত্তু "যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন" (ভা ৪।৩১।১৪) ইত্যাদৌ তদন্যোপাসনানাং পুনরুক্তত্বমুপলভ্যতে, তৎ পুনঃ কেবলস্বতন্ত্রতত্তদ্দৃষ্ট্যোপাসনানামেব। অত্র তু তত্তদধিষ্ঠানকভগবদুপাসনমেব বিধীয়তে। তদাদরাবশ্যকত্বঞ্চ তৎসম্বন্ধেনৈব সম্পদ্যতে। তচ্চান্যত্র ঝটিতি রাগদ্বেষনিবৃত্ত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএব কেবলভূতানুকম্পয়া শ্রীভগবদর্চ্চনং ত্যক্তবতো ভরতস্যান্তরায়ঃ। তস্মাদ্ভূতদয়ৈব ভগবদ্‌ভক্তিমুখ্যা নার্চ্চনমিতি নিরস্তম্। তথৈব তদব্যবহিতপূর্ব্বং নির্গুণভক্ত্যুপায়ত্বেন "ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ" (ভা ৩।২৯।১৫) ইত্যত্র 'অতি' শব্দেন পাঞ্চরাত্রিকার্চ্চনলক্ষণক্রিয়াযোগার্থা পত্রপুষ্পাবচয়াদিলক্ষণা কাচিৎ হিংসাপি বিহিতা। তস্মাদন্যেষামনাদরো ন কর্ত্তব্যস্তৎসম্বন্ধেনাদরাদিকঞ্চ কর্ত্তব্যম্। স্বাতন্ত্র্যেণোপাসনন্তু ধিক্‌কৃতমিতি সাধ্বেবোক্তম্—'অবিস্মিতম্' ইত্যাদি॥ দেবাঃ শ্রীমদাদিপুরুষম্॥ ১০৫॥

ভগবদ্‌ভিন্ন অপর আশ্রয়ের স্বতন্ত্রতার (অর্থাৎ ভগবানের অপেক্ষা না করিয়া পৃথগ্‌ভাবে অন্য কোন বস্তুর আশ্রয়-গ্রহণকার্য্যের) অনাদর দেখাইয়া বলিতেছেন,—

নিরহঙ্কার অথবা কৌতূহলশূন্য, প্রাকৃতরাগাদিশূন্য, নিজলাভেই পরিপূর্ণকাম, সম অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছেদরহিত,—এবম্ভূত পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শরণগ্রহণার্থ অপরের নিকট গমন করে, সে—বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞ; কেননা, সে ব্যক্তি কুকুরের পুচ্ছ আশ্রয় করিয়া দুস্তর সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে ॥ ১০৫ ॥

'অবিস্মিত'-শব্দে—তদ্‌ব্যতীত (ভগবদ্‌ব্যতিরিক্ত) অন্য কোন এক অভিনব বস্তুর অভাবনিবন্ধন বিস্ময়রহিত; অতএব তিনি—নিজের দ্বারা অর্থাৎ নিজসম্বন্ধী অপর কথায়, নিজেরই লীলালাভে বা লীলারূপ লাভদ্বারা পরিপূর্ণ-কাম, অন্যবস্তুর লাভদ্বারা পূর্ণকাম নহেন,—ইহাই ভাবার্থ।

এসম্বন্ধে অন্যত্রও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"রজস্তমঃপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব স্বভাবানুরূপ পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতিগণকে ভজনা করে, আর অসত্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ মোক্ষলাভার্থ ভগবানের অংশাবতারগণকেই ভজনা করেন।" স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসংবাদেও এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যদেবতার উপাসনা করে, সে স্বীয় মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালীকে বন্দনা করে।"

উক্ত পুরাণের অন্যত্রও এরূপ আছে ; যথা—

"ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্যদেবের উপাসনা করে, সেই মূঢ়বুদ্ধি অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষমাত্র পান করে।"

মহাভারতেও—

"যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্য (দেবতা) কে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সুবর্ণরাশি পরিত্যাগ করিয়া ধূলিরাশি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে।"

অতএব ভাগবতে শ্রীমৎস্যদেবের প্রতি শ্রীসত্যব্রতের উক্তি—

"সকল দেবতাবর্গ, পিত্রাদি সকল গুরুবর্গ ও সমগ্র নৃপবর্গ, ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এবং স্বয়ং অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হইয়া যাঁহার (যে ভগবানের) অনুগ্রহের অযুতভাগের একাংশও (জীবের প্রতি প্রদর্শন) করিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।"

শ্রীব্রহ্মা ও শিবকেও 'বৈষ্ণব' বলিয়াই ভজন করিবে ; যেহেতু, "সেই আদিদেব ব্রহ্মাই ভজনশীলগণের পরমগুরু অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম ভজনোপদেষ্টা, সুতরাং বৈষ্ণব", এবং "বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভুই শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি ভাগবতীয় বাক্যে ব্রহ্মার ও শিবের বৈষ্ণবত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব দ্বাদশস্কন্ধে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় ঋষির বাক্য, যথা—

"কামের পূর্ণাভিবর্ষণকারী (সম্পূর্ণ ফলদাতা) আপনার নিকট আমি এই একটীমাত্র বর প্রার্থনা করি যে, ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি এবং ভগবদ্ভক্তগণও ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ আপনার প্রতি আমার অস্খলিতা ভক্তি হউক।"

'আপনাতে' অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ আপনাতে।

অতএব অষ্টমস্কন্ধে সমুদ্রমন্থনোত্থ হলাহলদর্শনে প্রজাপতিগণকৃত শিবস্তোত্রে কথিত হইয়াছে,—"আত্মারাম ও বিশ্বের হিতোপদেষ্টা গুরুবর্গ স্ব স্ব হৃদয়ে আপনারই চরণযুগল ধ্যান করেন এবং আপনি স্বয়ং ভগবৎতপস্যাক্লিষ্ট সুতরাং শান্ত-প্রকৃতি,—এবম্বিধ আপনি সতী উমাদেবীর সহিত বিচরণ এবং শ্মশানে বাস করেন বলিয়া আপনাকে 'কামুক' এবং 'উগ্র' বা 'হিংস্র' বলিয়া যাহারা নিন্দা করে, সেইসকল অতিনির্লজ্জ ব্যক্তি কি আপনার লীলা কিছুমাত্র অবগত আছে?" চতুর্থস্কন্ধে অষ্টভুজ ভগবান্ নারায়ণের প্রতি প্রাচীনবর্হিস্তনয় প্রচেতোগণেরও এইরূপ উক্তি,—"হে ভগবন্, আপনার

প্রিয়সখা শিবের ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবে আমরা দুশ্চিকিৎস্য জন্ম ও মৃত্যুরূপ সংসারব্যাধির সদ্‌বৈদ্যস্বরূপ (অর্থাৎ বিনাশ-কারী), জীবের একমাত্র গতি আপনাকে অদ্য প্রাপ্ত হইলাম।"

বৈষ্ণব (প্রায়) হইয়া (বিষ্ণু ও শিব, উভয়ের) সমদর্শনকারী ব্যক্তির ভক্তিলাভ হয় না, বরং প্রত্যবায় হয়; যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"যে মূর্খগণ বিষ্ণুর সহিত অন্যদেবতার সমবুদ্ধি করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও হরির ঐকান্তিকী ভক্তি আর লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।"

তবে (শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ইঁহাদের সম্বন্ধে) যে অভেদদর্শনসূচক (বোধক) বাক্য দেখা যায়, তাহা শমগুণের (শান্তরসের) ভক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুনিরপেক্ষ উপাসক জ্ঞানীর পক্ষে বুঝিতে হইবে; যথা দ্বাদশ স্কন্ধে মার্কণ্ডেয়োপাখ্যানে শ্রীশিবের বাক্য—

"ব্রাহ্মণগণ—সাধু, শান্ত (মাৎসর্য্যহীন), নিঃসঙ্গ ও ভূতবৎসল এবং আমাদের প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত, বৈরতা-বিহীন ও সমদর্শী।

লোকসহিত লোকপালগণ, আমি, ভগবান্ ব্রহ্মা, স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীহরিও তাঁহাদিগকে বন্দনা, অর্চ্চনা ও উপাসনা করেন।

তাঁহারা আমাতে কিংবা অজে বা অচ্যুতে অণুমাত্র ভেদ এবং নিজের সহিত অপরের (সুখদুঃখাদিতে) ভেদ দর্শন করেন না; তাহা হইলেও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে আপনাদিগকেই আমরা ভজনা করি (অর্থাৎ 'প্রিয়' জ্ঞান করি)।"

'তৎ' অর্থাৎ তাহাদিগের, অপেক্ষাও (তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়াও) মার্কণ্ডেয়াদি নামধেয় আপনাদিগের ন্যায় শুদ্ধবৈষ্ণবদিগকে আমরা ভজনা করি। প্রাচীন বর্হির পুত্র প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীশিবও তাহাই বলিয়াছেন—
"ভগবান্ বাসুদেব যেমন আমার প্রিয়, তদ্রূপ পরম ভাগবত তোমরাও আমার প্রিয়, আবার ভাগবতগণেরও কোন কালেই আমা ভিন্ন অন্য কেহ প্রিয় নহে।"

ভাগবতে অন্যত্রও এরূপ কথিত আছে,—যথা (সমুদ্রমন্থনোত্থ বিষদর্শনে প্রজাপতিগণের স্তব শ্রবণান্তে ভবানীর প্রতি ভবের বাক্য)—"হে দেবি, ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলে আমিও চরাচরের সহিত প্রীত হই।"

ইতঃপূর্ব্বেও (ঐ অধ্যায় ৬ষ্ঠ শ্লোকে) তাঁহার শুদ্ধ বৈষ্ণবত্বের বিষয়ে বলা হইয়াছে; যথা—

"এই ব্রহ্মর্ষি মার্কণ্ডেয় অব্যয় পুরুষ ভগবানে পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি ভুক্তি বা সিদ্ধিলক্ষণ-বিশিষ্ট কাম, এমন কি, মুক্তিপদকে পর্য্যন্ত কামনা করেন না।" ইহা—মার্কণ্ডেয়কে লক্ষ্য করিয়া (দেবীর প্রতি) শ্রীশিবের উক্তি। আবার সেই মার্কণ্ডেয়ের চিত্তেই শ্রীশিবের আবির্ভাবহেতু মুনিবরের সমাধি তিরোহিত হওয়ায়, তাহাতেই শিবের বৈষ্ণবত্ব অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু সহ ভেদ সূচিত হইয়াছিল; যথা—(মুনিবর মার্কণ্ডেয়ের স্বীয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট মহাদেবকে সম্মুখে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—)"এটি কি? কোথা হইতে বা আসিল?—এই বলিয়া সমাধি হইতে বিরত হইলেন।" আর "ব্রাহ্মণসকল—সাধু" ইত্যাদি শ্লোকে পরস্পর অভেদবোধক বাক্য থাকিলেও "স্বয়ং ঈশ্বর হরিও" এইবাক্যে ভগবান্ বিষ্ণুরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়; এবং সেই শ্রীহরিরই স্বয়ং ঈশ্বরত্ব "পার্থিবা-দ্দারুণঃ" শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যও তদ্রূপ, যথা—

"যিনি আমাকে (আমি শিবকে) কিংবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত।"

কেননা, পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবের বিজ্ঞান লাভ হইলেই সকলবস্তুর বিজ্ঞান লাভ হয়; ইহাই ভাবার্থ। অতএব শিবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই ভজনা করা সঙ্গত।

কোন কারণে শিবপূজার আবশ্যকতা উপস্থিত হইলে কোন কোন বৈষ্ণবগণ ঐ শিবমূর্ত্তিতে ভগবান্ শ্রীহরিরই পূজা করিয়া থাকেন ; এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের শেষভাগে এই ইতিহাসটী * আছে—

"বিশ্বক্সেন নামক একজন পরমভাগবত ব্রাহ্মণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন। একদা তিনি একাকী কোন বনসমীপে আসিয়া উপবেশন করিলেন। অতঃপর গ্রামাধ্যক্ষসুত সেইস্থানে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বলিল,—'তুমি কে ?' ব্রাহ্মণ নিজের নাম বলিলে পর গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় তাঁহাকে বলিল,—"অদ্য আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে, সুতরাং আমি আমার ইষ্টদেব শিবের পূজা করিতে পারিতেছি না ; অতএব আমার প্রতিনিধিস্বরূপে তুমিই শিবকে পূজা কর।" ইহার পরই তত্রস্থ (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়) সার্দ্ধেক শ্লোক এই,—

গ্রামাধ্যক্ষপুত্র এইরূপ বলিলে ঐ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমরা (সর্ব্বত্র) 'ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া পরিচিত ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই চতুর্ব্যূহাত্মক অপ্রকট অথবা প্রকট ভগবান্ শ্রীহরিই আমাদের পূজ্য ; আমরা অন্যের (অন্য দেবতার) পূজা করি না, অতএব তুমি অবিলম্বে অন্যত্র গমন কর।"

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ শিবপূজায় অস্বীকৃত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে খড়্গ উত্তোলন করিল। তদনন্তর বিপ্র কিছুকাল নীরব থাকিয়া এবং তাহার নিকট হইতে (কিছুতেই) মৃত্যু বাঞ্ছা না করিয়া মনে মনে বিচার পূর্ব্বক শেষে বলিলেন—'মহাশয়, আপনার মঙ্গল হউক, আমি তথায় যাইতেছি।' সেখানে যাইয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'এই রুদ্রদেব—প্রলয়ের কারণ, সুতরাং তমোবর্দ্ধনকারী বলিয়া তমোময় ; আর তামসদৈত্যগণের সংহারক এবং তমোভঞ্জনকারী বলিয়া শ্রীনৃসিংহদেবও স্বীয় ভজন প্রদর্শনার্থ তমোরাশি (দূর করিয়া তাহা) হইতে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় সেইস্থানে উদিত হন। অতএব রুদ্রমূর্ত্তির অধিষ্ঠানসত্ত্বেও ইহাতে আমি এই রুদ্রোপাসকগণের তমোভঞ্জনার্থ শ্রীনৃসিংহদেবেরই পূজা করিব।' অনন্তর "শ্রীনৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া ঐ ব্রাহ্মণ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া (তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য) খড়্গ উত্তোলন করিল। অতঃপর অকস্মাৎ শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন এবং পরিজনবর্গের সহিত গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে বিনাশ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে অতিপ্রসিদ্ধ 'লিঙ্গস্ফোট' নামক নৃসিংহবিগ্রহরূপে তিনি স্বয়ং তথায় অদ্যাপি বিরাজমান আছেন।"

অতএব যাঁহারা—বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত, তাঁহারা শ্রীশিবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়াই সম্মান করেন ; কেহ কেহ বা কদাচিৎ শিবকে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বলিয়াই সম্মান করেন। অতএব আদিবরাহপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা—

"সহস্র সহস্র জন্ম শিবের আরাধনার পর পাপক্ষয় হইলে ধীমান্ ব্যক্তি অবশেষে 'বৈষ্ণবতা' লাভ করিতে পারেন।"

অতএব শ্রীনৃসিংহভক্তি ও শিবভক্তির মধ্যে মহৎ পার্থক্য বর্ত্তমান ; যথা শ্রীনৃসিংহতাপনী শ্রুতিতে—"একজন উপনীত ব্যক্তি—অনুপনীত একশত জনের সমান ; আবার একজন বানপ্রস্থ—একশত গৃহস্থের সমান ; একজন যতি—একশত বানপ্রস্থের সমান ; একশত যতি—একজন রুদ্রমন্ত্রজাপকতুল্য ; একশত রুদ্রজাপক—একজন অথর্ব্বাঙ্গীরস নামক বেদশাখাধ্যাপকের তুল্য ; একশত অথর্ব্বাঙ্গীরসশাখাধ্যাপক—একজন মন্ত্ররাজাধ্যাপকের সমান।" সেস্থলে 'মন্ত্ররাজ' শব্দে শ্রীনৃসিংহমন্ত্রই বুঝিতে হইবে।

স্বতন্ত্ররূপে শিবভজন বিষয়ে ভৃগুমুনির একটী ভীষণ শাপ আছে ; যথা চতুর্থ স্কন্ধে—

"(শিবানুচর নন্দী দক্ষযজ্ঞে কর্ম্মকাণ্ডরত বিপ্রগণের প্রতি অভিশাপ দিলে) তাহা শুনিয়া মহর্ষি ভৃগুও (শিবানুচরদিগকে লক্ষ্য করিয়া) এই ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ দুর্ল্লঙ্ঘ্য প্রতিশাপ প্রদান করিলেন যে, 'যাহারা—ভবব্রত ধারণকারী, অথবা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সচ্ছাস্ত্র পঞ্চরাত্রাদির প্রতিকূল বলিয়া 'পাষণ্ডি' রূপে গণ্য হউক।"

এস্থলে বেদে বিহিত ভবব্রতের কথাই পশ্চাৎ কথিত হইতেছে। যদি এই ভবব্রত অন্যথা (বেদবিহিত না) হইত,

* (ভাঃ ১২।২৪)—"পার্থিবাদ্দারুণঃ" শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপ্রভু এই উপাখ্যানটী বর্ণন করিয়াছেন।

তাহা হইলে উহাতে (ভৃগুর শাপপ্রভাবে) পাষণ্ডিত্ব বিধান সঙ্গত হইত না ; কেননা, (বেদবিধিবিরুদ্ধ শৈবতান্ত্রিকগণের) পাষণ্ডিত্ব ত' পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে। তজ্জন্য স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনাতেই এই পাষণ্ডিত্ব দোষ হয় (বৈষ্ণবরূপে শিবের ভজনায় দোষ নাই) ; যেহেতু সেই প্রসঙ্গ স্থলে ভৃগুই আবার জনার্দ্দনের 'বেদমূলত্ব' বলিয়াছেন, যথা—

"প্রাচীন ঋষিগণ যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ জনার্দ্দনই যাহাতে (যে শাস্ত্রে) প্রমাণ বা মূল স্বরূপ,— এতাদৃশ বেদই মানবগণের একমাত্র চিরন্তন মঙ্গলপ্রদ মার্গ।"

'এষঃ' শব্দে বেদ ; 'যৎপ্রমাণং' অর্থাৎ (ভগবান্) যাহাতে (যে বেদে) মূল (স্বরূপ)। অতএব ভাগবতে—"সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু´ণাঃ" ইত্যাদি শ্লোকে * অন্বয়মুখে † বর্ণনাদ্বারাও শ্রীবিষ্ণুভক্তিকেই দৃঢ় করা হইয়াছে। এইরূপ হরিবংশেও শিবের বাক্য, যথা—

"হে বিপ্রগণ, (কেবলমাত্র) ভগবান্ শ্রীহরিই সাত্ত্বিকগুণান্বিত আপনাদিগের নিত্য ধ্যেয় ; অতএব আপনারা সর্ব্বদাই বিষ্ণুমন্ত্র পাঠ (জপ) করুন এবং কেশবকে ধ্যান করুন॥"

এখন শিবভক্তিসম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইলেও বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে বিষ্ণুর বহিরঙ্গাবরণ সেবকরূপে ‡ অপ্রাকৃত অন্যান্য দেবগণেরও পূজার বিধান আছে। কিন্তু শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের ন্যায় বিষ্ণুপ্রীত্যর্থক যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে ভগবল্লোকসংগ্রহোদ্দেশ্যবিশিষ্টগণের অথবা তাদৃশী লীলার উপযোগী নরলীলাকারী পার্ষদগণের অন্যান্য দেবতাগণেরও ভগবদ্বিভূতিরূপেই পূজার বিধান হইয়াছে, জানিতে হইবে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,) শ্রীপ্রহ্লাদ যেমন অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্রূপ ; তদ্‌যথা—

(ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ অন্তর্হিত হইলে) "প্রহ্লাদ ভগবৎকলা (অংশাংশ) স্বরূপ ব্রহ্মা, মহেশ, প্রজাপতি ও অন্যান্য দেবগণকে পূজা করিয়া স্বীয় মস্তকদ্বারা বন্দনা করিলেন।" যুধিষ্ঠিরও এইরূপ বলিয়াছেন ; যথা—

"হে গোবিন্দ, আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা আপনার পবিত্র (লোকশোধক) বিভূতিসমূহের (অংশগণের) যজন করিব ; হে প্রভো, আপনি আমাদিগের সেই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।"

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীভগবানেরও ঐরূপ উক্তি—

"যেমন বর্ষার জলরাশি নদ্যাদি আশ্রয় করিয়া সাগরে গমন করে, তদ্রূপ সৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত,— ইহারা সকলেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। 'দেবদত্ত' নামক কোন এক ব্যক্তি যেমন 'পুত্র', 'পিতা', 'ভ্রাতা' বা 'বন্ধু' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ আমি (ভগবান্) 'এক' হইয়াও লীলাক্রমে সূর্য্যাদি পঞ্চবিধ নামে পঞ্চরূপে আবির্ভূত হই।"

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবৈষ্ণবগণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে এবং স্কন্দপুরাণেরই অন্যত্র প্রহ্লাদসংহিতায় 'একাদশীজাগরণ' প্রসঙ্গেও কথিত হইয়াছে,—

"সৌরই হউন, শৈবই হউন, ব্রাহ্ম (ব্রহ্মার উপাসক) ই হউন, শাক্তই হউন আর অন্য দেবতার ভক্তই হউন,— ইঁহাদের কেহই ভগবদ্ভক্তের তুল্য হইতে পারেন না।"

কেবল সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা হেতুমূলেই যে তাদৃশ সৌরাদি পঞ্চোপাসকগণের ভগবৎপ্রাপ্তি, তাহা নহে ; কিন্তু ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মজনিত শুদ্ধভক্তিদ্বারা অথবা শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্রে মরণাদির প্রভাবেই ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে। এ বিষয়ে সূর্য্যারাধনকারী 'দেবশর্ম্মা' ও 'চন্দ্রশর্ম্মা' নামক বিপ্রদ্বয়ের বৃত্তান্তই দৃষ্টান্তস্থল। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

* ২৪ পৃষ্ঠায় অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

† তৎসত্ত্বে তৎসত্তার নাম 'অন্বয়', অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুর সত্তাতেই অপর গুণাবতারের সত্তা।

‡ হরিভক্তিবিলাস ৭ম বিঃ ১১৯-১২০ সংখ্যা ও পরবর্ত্তী ২৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"সেই বিষ্ণুক্ষেত্র প্রভাবে ও ধর্ম্মশীলতা প্রযুক্ত বিপ্রদ্বয় আমার সঙ্গী অনুচরগণদ্বারা বৈকুণ্ঠভবনে নীত হইয়াছিল। এই বিপ্রদ্বয় যাবজ্জীবন সূর্য্যপূজাদি করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের কর্ম্মে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম।"

'তৎক্ষেত্র' শব্দে মায়াপুরী (হরিদ্বার) এবং ইহারা উভয়ে যে কৃষ্ণলীলায় 'সত্রাজিৎ' ও 'অক্রূর' নামে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা সেস্থানে প্রসিদ্ধও আছে। এইরূপ পুণ্ডরীকেরও পিতৃসেবাপ্রযুক্ত ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে।

স্বতন্ত্রভাবে অন্যদেবতার উপাসনায় ভগবৎপ্রাপ্তি শ্রীগীতোপনিষদাদিতেও নিষিদ্ধ হইয়াছে; যথা,—

"হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাহারা অন্য দেবতাকে ভজনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক (সিদ্ধিপ্রাপক বিধি ত্যাগ করিয়া) আমাকেই ভজনা করে।"

"আমিই (ইন্দ্রাদিরূপে) সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা স্বামী। এবম্বিধ আমাকে জানিতে না পারিয়া অন্য দেবোপাসকগণ স্বস্থান চ্যুত হয় অর্থাৎ সংসারে ফিরিয়া আসে।"

"(দর্শ-পৌর্ণমাস্যাদি কর্ম্মদ্বারা) ইন্দ্রাদি দেবতার ব্রতপরায়ণ (পূজকগণ) সেই সেই দেবগণকেই প্রাপ্ত হন; শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকেই প্রাপ্ত হন। যক্ষ, রক্ষঃ ও বিনায়কাদি ভূতপূজকগণ সেই সেই ভূতগণকেই লাভ করেন; আর আমার ভজনকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

অতএব বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণকে 'তদীয়' বলিয়া উপাসনায় কোন কোন স্থলে গুণই পরিদৃষ্ট হয়; বরং তাঁহাদের অবজ্ঞা নিন্দাদিতে দোষ হয়; যেমন,—"ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা (সংস্থাপনপূর্ব্বক) অন্যান্য শাস্ত্রের নিন্দা না করাই কর্ত্তব্য", তদ্রূপ অন্য দেবতারও অবজ্ঞা না করাই কর্ত্তব্য। যথা পদ্মপুরাণে—

"সর্ব্বদেব পরমেশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বদা আরাধ্য বটেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অপর ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণও কখনই অবজ্ঞার যোগ্য বা পাত্র নহেন।"

গোতমীয় তন্ত্রেও—"যিনি গোপালের পূজা করেন, অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্মলাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়।"

অতএব "হয়শীর্ষা মাং" ইত্যাদি শ্লোকে 'শ্রীনারায়ণবর্ম্মে' অন্যদেবতার প্রতি অবহেলা হেতু প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। বিষ্ণুধর্ম্মেও এইরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়,—

"পুরাকালে শ্রীমান্ অম্বরীষ রাজা বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের আরাধনারূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর একদা ভগবান্ ইন্দ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক গরুড়কে ঐরাবতরূপ ধারণ করাইয়া স্বয়ং তদুপরি আরোহণ করতঃ অম্বরীষকে বরদ্বারা প্রলোভিত করেন। অম্বরীষ ইন্দ্ররূপ দর্শন করিয়া তাঁহাকে নমস্কারাদিদ্বারা অভিনন্দিত করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে বরপ্রার্থনা করিলেন না; বলিলেন,—'যিনি আমার আরাধ্যমূর্ত্তি, তিনিই আমাকে বর দান করিবেন, অন্য কেহ আমার বরদাতা নহেন।' ইহা শুনিয়া পুনরায় ইন্দ্র বলিলেন,—'তোমার আরাধ্যমূর্ত্তির প্রদেয় বর আমিই তোমাকে দিব।' তৎসত্ত্বেও অম্বরীষ কোন বর প্রার্থনা না করায় ইন্দ্ররূপী ভগবান্ তাঁহার প্রতি বজ্র উত্তোলন করিলেন। তথাপি অম্বরীষ সেই বরগ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় ভগবান্ তৎপ্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া ইন্দ্ররূপ তিরোহিত করিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত ভাগবতীয় অধ্যায়ে (ভবব্রতগণের নিন্দা থাকিলেও) শিবাবজ্ঞাকে অতীব দূষণীয় বলা হইয়াছে; যথা—ভাগবতের সেই চতুর্থ স্কন্ধেই নন্দীশ্বরের এই অভিশাপোক্তি—"যে সকল ব্রাহ্মণ শিবের অপমানকারী এই দক্ষের অনুবর্ত্তন করিবে, তাহারা সংসার অর্থাৎ জন্মমরণাদি লাভ করুক।" শ্রীশিবের মহাভাগবতত্ব হেতু তাঁহার অবজ্ঞায় বৈষ্ণবাপরাধদোষ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ঐ বাক্যে ইহাও যৎকিঞ্চিৎই বলা হইল। (পৌত্র ধ্রুবের যক্ষবিনাশচেষ্টা দর্শনে স্বায়ম্ভুব মনু তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—)"তুমি গিরীশের ভ্রাতা (সখা) কুবেরের প্রতি অবহেলা (অবজ্ঞা) প্রদর্শন করিয়াছ।" সর্ব্ববিষয়ে ভগবদ্‌ভক্তি স্বভাবোত্থ বিনয় এবং পুনঃ পুনঃ ভক্তিযাচ্ঞাপূর্ব্বক ধ্রুব স্বায়ম্ভুব মনুর এই

ধ্রুব নিশ্চয় সেই (বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাভাগবত) গিরীশের সহিত কুবেরের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়াই অর্থাৎ (গিরীশের অসন্তোষ আশঙ্কা করিয়া গিরীশভ্রাতা) কুবেরের নিকট হইতে ভগবদ্‌ভক্তির প্রার্থনা করিয়াছেন ;—ইহাই বৈষ্ণবপ্রবর শিবের পূজা-বিষয়ক চতুর্থ অভিপ্রায়*। অতএব শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন,—

"ঐকান্তিকী ভক্তি আশ্রয় করিয়াও কেহ যদি মহাদেবের নিন্দা করিয়া আমাকে নিত্য অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।"

চিত্রকেতু চরিতেও (ভাগবতে ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ে) তাহা দৃষ্ট হইয়াছে।

শ্রীকপিলদেব, তাদৃশ মহৎ বৈষ্ণবগণের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ প্রাণিগণের অপমানাদিকার্য্যের ও নিন্দা করিয়াছেন ; যথা—

(মাতা দেবহূতিকে ভগবান্ কপিল বলিতেছেন—) "হে মাতঃ, আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত ; যে মর্ত্ত্যবাসী মানব প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান দর্শন অর্থাৎ কাষ্ঠ'বুদ্ধির অভাবে সেই আমারই অবজ্ঞাপূর্ব্বক (প্রাকৃত বুদ্ধিতে) আমার অর্চ্চামূর্ত্তি (প্রতিমাদি) পূজা করে, তাহার অর্চ্চন—বিড়ম্বন (কৃত্রিম অনুকরণ) মাত্র।"

পরবর্ত্তী (২৮-৩৩ শ্লোকের) উক্তিক্রমে, 'সর্ব্বভূত'-শব্দে নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণবৃত্তিহীন (সুপ্তচেতন) ভগবদ্বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী (উদ্বুদ্ধ ও অনাবৃতচেতন) জীব পর্য্যন্ত ; 'ভূতাত্ম'-শব্দে সেই ভূতসমূহের অন্তর্যামী ; তাদৃশ আমাকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাদিগের অবজ্ঞাদ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্বরূপ আমাকেই অবজ্ঞা করিয়া। সেই অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি অর্চ্চা অর্থাৎ আমার প্রতিমা করে, সে উহার (অর্চ্চার) বিড়ম্বনা অর্থাৎ অবজ্ঞাই করিয়া থাকে ; যেহেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে,—

"যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে মূঢ়তাবশতঃ ত্যাগ করিয়া (কেবল লৌকিকী রীতি অনুসারে প্রাকৃতবুদ্ধিতে) আমার অর্চ্চামূর্ত্তির (প্রতিমার) পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে মাত্র (অর্থাৎ, তাহার তাদৃশ অর্চ্চনায় কোন ফলোদয় হয় না)।"

'মৌঢ্যাৎ'-শব্দে 'এই প্রতিমাটী—প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী', এইরূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আমার সহিত আমার অর্চ্চামূর্ত্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া যে ব্যক্তি মদীয় অর্চ্চার বা প্রতিমার ভজন করে অর্থাৎ কেবল লৌকিকরীতিদৃষ্টিতে (তদনুসারে) সেই বিগ্রহকে জলাদি অর্পণ করে, সেই মূঢ়ব্যক্তির সর্ব্বভূতে আমার দর্শনাভাব হেতু (অর্থাৎ বৈষ্ণব-বুদ্ধি না হওয়ায়) ভূতাবজ্ঞারূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। (শিলা-বুদ্ধিতে লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চা-পূজার দৃষ্টান্ত) যথা,—অগ্নিপুরাণে (শব্দভেদিবাণে) দশরথকর্ত্তৃক নিহতপুত্র-সম্বন্ধে অন্ধতপস্বী বিলাপ করিতেছেন—

"হায়, আমি কি ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম ? অথবা কখনও হরিনামাঙ্কিত দেহযুক্ত কোন বিষ্ণুভক্তকে পথে দর্শন করিয়াও কি মনে মনে তাঁহার আদর করি নাই যে, কর্ম্মদোষে আমার এইরূপ পুত্রশোক ঘটিল।" পদ্মপুরাণেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছে,—

"যিনি অর্চ্চনীয় বিষ্ণুবিগ্রহে 'শিলা'-বুদ্ধি, গুরুদেবে বিধির অধীন 'মানব'-বুদ্ধি, বিষ্ণুদীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবকে দীক্ষার পূর্ব্বাবস্থার প্রাকৃত অদৈব বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বলিয়া বুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমলনাশক পাদোদকে 'জল'-বুদ্ধি, সকলকলুষনাশন বিষ্ণুর শ্রীনামে বা শ্রীমন্ত্রে সাধারণ প্রাকৃত 'শব্দ বা অক্ষর'-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুর সহিত তদ্ব্যতীত প্রকৃতিবশ্য অন্যান্য দেবতার 'তুল্য'-বুদ্ধি করেন, তিনি—নিশ্চয়ই 'নারকী'।

* ১ম অভিপ্রায়—শুদ্ধবৈষ্ণব-স্বরূপেই শিব সর্ব্বজনমান্য ; ২য় অভিপ্রায়—শিবাধিষ্ঠানেও ভগবান্ বিষ্ণুই পূজ্য ; ৩য় অভিপ্রায়—স্বতন্ত্র-ঈশ্বর-জ্ঞানে শিবপূজায় ভৃগুশাপ অনিবার্য্য ; ৪র্থ অভিপ্রায়—বৈষ্ণবপ্রবর শিবের অবজ্ঞায় মহাদোষ।

সেই কারণে অর্থাৎ বিষ্ণুর অবজ্ঞা ও তদধিষ্ঠান ভূতসমূহকে ('বৈষ্ণব'-জ্ঞানাভাবে) অবজ্ঞাদোষ-হেতু, ভস্মরাশিতে কেহ হোম করিলে যেমন তাহার ফলপ্রাপ্তি হয় না, তদ্রূপ সেই বিষ্ণুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরও ফললাভ হয় না। "যাহারা লৌকিকাচার-পরম্পরা-বশে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন (পরিত্যাগ) করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের পূজা করে"—এই গীতোক্তিক্রমে কেবলমাত্র লোকাচার-পরম্পরায় উৎপন্ন যৎকিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকিলে, তাহাদের কনিষ্ঠ ভাগবতত্বই সিদ্ধ ; কেননা, ভাগবতেও এই বাক্য, যথা —

"যে ব্যক্তি (লৌকিকী) শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের অর্চ্চা বা প্রতিমাতেই পূজার চেষ্টা (প্রদর্শন) করে, অথচ ভগবদ্ভক্ত ও অন্য জীবকে ('বৈষ্ণব'-জ্ঞানে) পূজা করে না, সেই ভক্ত—'প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত'-নামে কথিত।"

যদিও যে কোন প্রকার ভজনেরই অবশ্য কিছু ফলশেষ (ফলনিশ্চয়তা) থাকেই, তথাপি ভজনমাত্রেরই যে দ্রুত ফলসমাপ্তি ঘটে না,—ইহা নিশ্চয় ; তৎসম্বন্ধে বলাও হইয়াছে এবং পরবর্তী "অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারাও তৎসাফল্য কথিত হইবে। সুতরাং অর্চ্চনকার্য্যে কেবলমাত্র অবজ্ঞাকারিব্যক্তিরই সত্বর ফললাভ হয় না,—যথা মাতা দেবহূতিকে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—

"পরদেহে অন্তর্যামী ও আশ্রয়রূপে অবস্থিত আমার বিদ্বেষকারী, দেহে আত্মাভিমানী, স্ব-পরে জড়ীয়ভেদদৃষ্টি-সম্পন্ন এবং প্রাণিসকলের প্রতি শত্রুতাবদ্ধ ব্যক্তির মন কখনও শান্তিলাভ করে না।"

'ভিন্নদর্শী'-শব্দে 'সর্ব্বভূতে একই অন্তর্যামী অবস্থিত',—এইরূপ দৃষ্টি-রহিত, অতএব অভিমানী, সুতরাং ভূতসমূহের প্রতি বৈরভাবাপন্ন।

মহাভারতেও তদ্রূপ কথিত—

"কৃপালু পিতা যেমন পুত্রকে উৎপীড়িত করেন না, তদ্রূপ যিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে উদ্বেগ প্রদান করেন না, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি হৃষীকেশ শীঘ্রই প্রসন্ন হন।"

(ভগবান্ কপিল স্বীয় মাতা দেবহূতিকে আরও কহিলেন,)—"হে পাপরহিতে, ভূতসমূহের অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বস্তুসমূহ এবং তদুৎপন্ন অনুষ্ঠানসমূহদ্বারা আমার প্রতিমার পূজা করিলেও তাহার পূজায় আমি তুষ্ট হই না।"

'অবমানিগণ'-শব্দে নিন্দাকারিগণ। নিন্দাও বিদ্বেষের সমান ; অথবা—

"অসজ্জনগণের (অসাধু লোকদিগের) মর্ম্মভেদিপরুষোক্তি (নিষ্ঠুর কটুকথা) রূপ বাণসমূহ যেমন ব্যথা দেয়, মর্ম্মভেদী লৌহময় বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও পুরুষ তেমন ব্যথিত হন না।"

এই শ্লোকোক্তি অনুসারে ভূতদ্বেষ অপেক্ষাও ভূতনিন্দা—অধিকতর দোষাবহ ; কোথাও ইহার ব্যতিক্রম হয় না,—এই অভিপ্রায়েই (ভগবান্ কপিল নিজবাক্যে) 'ভূতনিন্দা'র কথা ভূতদ্বেষনিন্দার পূর্ব্বে পাঠ (উল্লেখ) করিলেন না, (পরন্তু পরে উল্লেখ করায় ভূতদ্বেষাপেক্ষা ভূতনিন্দার অধিকতর গুরুত্ব জানা গেল)।

অতএব এইরূপ ঈশ্বরজ্ঞানের (অপ্রাকৃত দিব্য সম্বন্ধজ্ঞানের) অভাবনিবন্ধন ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির দোষ কথিত হইল। অনন্তর (ভগবদ্ভক্তির অনুকূল দৈববর্ণাশ্রমরূপ) স্বধর্ম্মের সহিত সমাযুক্ত ভগবদর্চ্চনকেই ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধার হেতুস্বরূপ এবং ভগবজ্জ্ঞানের কারণরূপে উপদেশ করিতে গিয়া তাদৃশ অর্চ্চনেরও অব্যর্থত্ব (সফলতা বা সার্থকতা) স্বীকার করিতেছেন,—"সাধক যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে স্বীয় হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারেন, অর্থাৎ তাঁহার উত্তম মহাভাগবতাধিকার লাভ না হয়, তাবৎকাল দৈববর্ণাশ্রমিব্যক্তি কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির আচরণ করিতে করিতে (অন্তর্যামী পরমাত্মা) ঈশ্বরস্বরূপ আমার প্রতিমাদির অর্চ্চন (পূজা) করিবে।"

তাবৎকালই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া আমার বিগ্রহাদিতে আমার পূজা কর্ত্তব্য, যাবৎ সাধক সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরস্বরূপ

আমাকে জানিতে না পারে। এস্থলে শুদ্ধভক্তিতে অধিকার না থাকায় অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির পক্ষেই স্বধর্ম্মের সাহায্যাপেক্ষা বর্ত্তমান। "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু"* এই শ্লোকদ্বারা তাহা পরে প্রতিপাদিত হইবে।

অতএব ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভাস্তে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্রাভক্তিপরায়ণ হইয়া পূজা করিবেন না, পরন্ত কেবল শুদ্ধ (ভাবে) অর্চ্চনাদিই করিবেন;—ফলতঃ এই তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" শ্লোকদ্বারা † পরে তাহাই প্রতিপাদন করা যাইবে অর্থাৎ ঐ শুদ্ধার্চ্চনকারী (শুদ্ধভাবে অর্চ্চন করিতে গিয়া) অর্চ্চা বিগ্রহকে পরিত্যাগ করিবেন না ; যেহেতু তাহা করিলে হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের উক্তির সহিত বিরোধ ঘটে, যথা—

"প্রাণ পরিত্যাগ বা শিরশ্ছেদও বরং ভাল, তথাপি প্রতিষ্ঠিত অর্চ্চা বিগ্রহ কখনও পরিত্যাজ্য নহেন, যাবজ্জীবনই তাঁহার সম্যক্ অর্চ্চন করিতে হইবে।"

অনন্তর স্বধর্ম্ম পূর্ব্বক অর্চ্চন করিলেও ভূতদয়া ভিন্ন যে তাহা সিদ্ধ হয় না—এই অভিপ্রায়ে (ভগবান্ শ্রীকপিল স্বীয় মাতা দেবহূতিকে) বলিতেছেন—

"যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে অত্যল্পমাত্রও অথবা পরস্পরের উদরভেদহেতু (পৃথক্ পৃথক্ উদর বা দেহ আছে বলিয়া) ভেদ দর্শন করে, মৃত্যুস্বরূপ হইয়া (যমরূপে) আমি সেই ভেদদর্শীকে অত্যুৎকট ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকি।"

'অন্তরোদর' অর্থাৎ উদরভেদহেতু ভেদবুদ্ধি করে, কিন্তু বস্তুতঃ আমার অধিষ্ঠানভূত সেই পরকে আত্মসম দর্শন করে না, সুতরাং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে দেখিয়াও সে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের উদরাদিই পোষণ করে। সেই ভেদ-দর্শনকারীর মৃত্যুরূপী হইয়া আমি উল্বণ (নিদারুণ) ভয় অর্থাৎ সংসার বিধান করিয়া থাকি।

এ সম্বন্ধে ভগবান্ কপিলদেব নিশ্চয়রূপে দেখাইতেছেন, যথা—

"অতএব মিত্রভাবে অভেদ দর্শনপূর্ব্বক (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বভূতান্তর্যামী) এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান ও মানের দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য।

'অথ' শব্দে এই হেতু ; যথাযোগ্য যথাশক্তি 'দান' করিয়া ; দানসামর্থ্যাভাবে 'সম্মান' করিয়া ; 'অভিন্ন চক্ষুর্দ্বারা'-পদে পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে ; যথা সনকাদির প্রতি (জয় ও বিজয়ের অপরাধহেতু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনাপ্রদানপ্রসঙ্গে) বৈকুণ্ঠদেব শ্রীনারায়ণের উক্তি—

"হে ঋষিগণ! যাহারা ব্রাহ্মণ, দুগ্ধবতী গাভী ও রক্ষকহীন প্রাণিসমূহ,—মামকী (আমারই) এই তিনটী তনু অর্থাৎ অধিষ্ঠানকে আমা হইতে ভেদবুদ্ধিতে দর্শন করে, আমার প্রদত্ত অধিকারলব্ধ দণ্ডধারী যমের ক্রুদ্ধ গৃধ্রাকার সর্পতুল্য দূতগণ চঞ্চুদ্বারা পাপনষ্টচক্ষু সেই ব্যক্তিগণের চক্ষুগুলিকে ছেদন করিয়া থাকে।" অথবা, ভিন্নচক্ষুর্দ্বারা সাধারণতঃ অন্য (বস্তুতে) যে (প্রাকৃত ভেদময়ী) দৃষ্টি, তদপেক্ষা অত্যন্ত পৃথগ্ দৃষ্টিতে অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট (অদ্বয়জ্ঞান) দর্শনের দ্বারা (সম্মান করিবে)। সেই অধ্যায়ে (ভগবদর্চ্চনকারীর নিকট) সাধারণভাবে সকল জীবই পূজা লাভ করিবার (যোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবার) পর তাহাদের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন,—

(মাতা দেবহূতিকে ভগবান্ শ্রীকপিল বলিতেছেন—) "হে মঙ্গলদায়িনি মাতঃ, অচেতন পদার্থ অপেক্ষা জীব অর্থাৎ

---

* অর্থাৎ, আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মসমূহে নির্ব্বেদযুক্ত ব্যক্তি যদি বিষয়সঙ্গোথ কামাদিকে দুঃখময় বলিয়া জানে, অথচ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অনাসক্ত হইয়া সন্তোষ ও শ্রদ্ধার সহিত আমাকে ভজন করিবে।

† অর্থাৎ (সাধকের) যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে নির্ব্বেদ প্রাপ্তি না ঘটে, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।

সচেতন পদার্থ—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা (শ্বাসাদি ক্রিয়াশীল) প্রাণবৃত্তিমান্ জঙ্গমপদার্থ—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা জ্ঞানবান্ পদার্থ—শ্রেষ্ঠ ; আর তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি*—শ্রেষ্ঠ।

স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা রস অর্থাৎ জিহ্বেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল মৎস্যাদি—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা গন্ধ অর্থাৎ নাসিকেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা শব্দ অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি—শ্রেষ্ঠ।

সেই সর্পাদি অপেক্ষা রূপভেদবিৎ অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর রূপবৈশিষ্ট্যানুভবশীল কাকাদি পক্ষী—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা উভয়দিকে (দুই পংক্তিতে) দন্তযুক্ত (পাদহীন) জীব—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা বহুপদজীব—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ জীব (পশু)—শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা দ্বিপদ জীব (মনুষ্য)—শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ—শ্রেষ্ঠ ; বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ—শ্রেষ্ঠ।

বেদার্থজ্ঞ অপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা অর্থাৎ মীমাংসাকারী—শ্রেষ্ঠ ; মীমাংসাকারী অপেক্ষা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী—শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা মুক্তসঙ্গ (অর্থাৎ সঙ্গত্যাগী নিষ্কাম অনাসক্ত বিরক্ত জ্ঞানী)—শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু তাঁহার স্বকৃত কর্ম্মের ফলাভিসন্ধি নাই।

এই জ্ঞানী অপেক্ষাও যে ব্যক্তি নিজের যাবতীয় কর্ম্মের ফলসমূহ ও আত্মা অর্থাৎ দেহাদি আমাকে সমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্মজ্ঞানাদির ব্যবধানরহিত ভক্তিযুক্ত হন, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাতে স্বীয় দেহ ও স্বকৃত কর্ম্মফল সমর্পণকারী কর্তৃত্বাভিমানশূন্য সর্ব্বভূতে আমার দর্শনহেতু সমদৃষ্টিসম্পন্ন সেই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব আর আমি দেখিতে পাই না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীব অপেক্ষা পর পর জীবের এক এক গুণে আধিক্যদ্বারাই ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। "ধর্ম্মদোগ্ধা" (ধর্ম্মের অদোগ্ধা) শব্দে নিষ্কামকর্ম্মা অর্থাৎ যিনি স্বকৃত কর্ম্ম বা নিজানুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে ফল দোহন (ভোগ কামনা) করেন না। 'নিরন্তর'-শব্দে জ্ঞানাদিদ্বারা ব্যবধানরহিত ভক্তিযুক্ত। 'অকর্ত্তা'-শব্দে ভগবানে দেহাদি অর্পিত হওয়ায় নিজের ভরণপোষণাদি কর্ম্মে নিরপেক্ষ ব্যক্তি ; আবার ভগবানে যে ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়, সেই ভক্তির বশে আপনাকে ভগবানের অধীন জানিয়া কর্তৃত্বের অভিমানশূন্য। 'সমদর্শন'-শব্দে ভগবদধিষ্ঠানের তুল্যতা নিবন্ধন নিজের ন্যায় পরেরও হিতকারী। 'অজীব অপেক্ষা জীব—শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা তাহাদের পরস্পর ভেদই অভিপ্রেত। তাহাদের মধ্যে আবার আমার ভক্তকেই বহু (অধিক) ভাবে আদর কর্ত্তব্য। অন্যজীবের প্রতিও যোগ্যতানুসারে ও যথাশক্তি আদর কর্ত্তব্য। তাহাই পরশ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

"ভগবান্ বিষ্ণুই অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন,—ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকেই মনে মনে বহুমান পুরঃসর প্রণাম করিবে।"

'জীবকলয়া'-পদে সেই সেই জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্ব্বক অন্তর্যামিরূপে। এইরূপে প্রথমোপাসক (অর্থাৎ লৌকিক-শ্রদ্ধাবান্ অর্চ্চনকারি) গণের সম্বন্ধেই সর্ব্বভূতে আদর বিহিত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণের সর্ব্বত্র ভগবান্ বিষ্ণুর বৈভবস্ফূর্ত্তি বিদ্যমান বলিয়া তাহাদের সর্ব্বভূতাদর স্বতঃই হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—

"হে ব্যাধ, তোমার এই অহিংসাদি গুণসমূহ কিছুই অদ্ভুত নহে ; কারণ, যাঁহারা—হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক নহেন।"

এই বক্ষ্যমাণ বাক্যানুসারে কৃষ্ণের শুদ্ধসখ্যাদি ভাবাশ্রিত সাধকগণেরও সখ্যভাবে নিত্যসিদ্ধ শ্রীগোকুলবাসিগণের স্বভাব ও তাদৃশ ভগবদ্গুণের অনুসরণদ্বারাই ভূতাদর জন্মে। কিন্তু অহিংসা ও বৈরাগ্য,—জাতরতি ভক্তগণের স্বকীয় স্বভাব ; যথা—

"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যখন ভগবানে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া সাধনের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, তখন অহিংসা (নির্ম্মৎসরতা) ও উপরম (নিবৃত্তি)ই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়।"

---

* বৃক্ষাদিতেও নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বর্ত্তমান ; যথা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে—"তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাজ্জিঘ্রন্তি পাদপাঃ" অর্থাৎ 'তজ্জন্য বৃক্ষাদি স্থাবরগণও দেখিতে পায়, আঘ্রাণ পায়' ইত্যাদি।

এই শ্লোকানুসারে পরমসিদ্ধ পুরুষগণেরও সর্ব্বভূতাদরসিদ্ধও দৃষ্ট হয় ; যথা—"যিনি সর্ব্বভূতে বহির্দৃষ্টি ছাড়িয়া আত্মায় চিদ্বিলাস ভগবানের আবির্ভাব ও আত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে চিদ্বিলাসোপকরণসকল দর্শন করেন, তিনিই 'ভাগবতোত্তম'।" এই শ্লোকানুসারেও সেই ভূতাদরই সিদ্ধ হয়। "তরুমূলে জলসেচনদ্বারা যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুতসেবাতেই সর্ব্বভূতের পূজা হয়।" এই উক্তিদ্বারা সাধকগণের সম্বন্ধে বিষ্ণুব্যতীত অন্যান্য ভূতপূজাদির যে পুনরুক্তি দেখা যাইতেছে, তাহাতে কেবল স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিতেই (অর্থাৎ বাহ্য জড়ীয়-দর্শনেই) সেই সেই ভূতপূজাদির পুনরুক্তি ঘটিয়াছে, বুঝিতে হইবে। এস্থলে সেই সেই প্রাণীতে (অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে) অধিষ্ঠানযুক্ত ভগবানেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে এবং ভগবৎসম্বন্ধেই (হরিসম্বন্ধিবস্তু ভাগবত জ্ঞানেই) সেই সকল ভূতের আদরাবশ্যকতা বুঝিতে হইবে। নিজ ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে শীঘ্রই যাহাতে রাগদ্বেষনিবৃত্তি ঘটে, তন্নিমিত্তই তাদৃশ ভগবৎসম্বন্ধিজ্ঞানে ভূতাদরের বিধি জানিতে হইবে। অতএব ভক্তীতর কর্ম্মবাসনাময়ী কেবলমাত্র ভূতানুকম্পা-বশেই ভগবদর্চ্চনত্যাগকারী জড়ভরতের ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায় (বিঘ্ন) ঘটিয়াছিল। সেইজন্য 'ভূতদয়ারূপী ভগবদ্-ভজনই (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্ম্মকাণ্ডের যে অনুষ্ঠান, তাহাই) শ্রেষ্ঠ, আর ভগবদর্চ্চন মুখ্য নয়'—এইরূপ যে মতবাদ, তাহা নিরস্ত হইল। ঐ (৩।২৯) অধ্যায়ে এই সব শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নির্গুণা ভক্তির উপায়স্বরূপ "ক্রিয়াযোগেন শস্তেন" (১৫শ সংখ্যায়) ইত্যাদি যে শ্লোক* কথিত হইয়াছে, সেইস্থলে 'অতি' শব্দদ্বারা পঞ্চরাত্রোক্ত অর্চ্চনারূপ উপাসনা-ক্রিয়ার নিমিত্ত পত্র-পুষ্প-চয়নাদিলক্ষণময়ী কিছু হিংসাও বিহিতা হইয়াছে। অতএব অন্যান্য ভূতসমূহের অনাদর কর্ত্তব্য নহে, বরং ভগবৎসম্বন্ধে আদরাদিই কর্ত্তব্য ; আর স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য দেবতা বা ভূতের উপাসনাকে ধিক্কারই দেওয়া হইয়াছে ; অতএব "অবিস্মিতং তং" এই ভাগবতোক্তিটী ঠিকই (উত্তমই) কথিত হইয়াছে। শ্রীমান্ আদিপুরুষের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥ ১০৫ ॥

তথা (ভা ১০।৪৮।২৬)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ১০৬ ॥

'সুহৃদো' হিতকারিস্বভাবাত্তত্রাপি 'কৃতজ্ঞাৎ' উপকারাভাসেঽপি বহুমানানাৎ যো 'ভজতো' ভজমানায় সর্ব্বান্ কামানভীষ্টান্ 'অভি' সর্ব্বতোভাবেন দদাতি। তত্র সুহৃদঃ 'সুহৃদে' তৎপ্রীয়তে স্বাত্মানমপি দদাতি। ন চ সর্ব্বতোভাবেন দানে তাদৃশেভ্যো বহুভ্যো দানে বা সমাবেশাভাবঃ স্যাদিত্যাহ—উপচয়েতি ॥ (১০।৪৮।) অক্রূরঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৬ ॥

শ্রীভগবানের প্রতি অক্রূরের উক্তিও এইরূপ—

"(হে প্রভো,) আপনি—ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ ; এবম্বিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হয় ? কেননা, আপনি ভজনকারীকে তাহার অভিলষিত যাবতীয় দ্রব্য ত' প্রদান করেনই, এমন কি, যাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই অর্থাৎ যিনি—নিত্য ও সনাতনবস্তু, এবম্বিধ আপনাকেও আপনি প্রদান করেন ॥ ১০৬ ॥

আপনি—'সুহৃৎ' অর্থাৎ হিতকারিস্বভাববিশিষ্ট ; তাহাতে আবার 'কৃতজ্ঞ' অর্থাৎ (ভক্তের) উপকারাভাসেও (সেবার আভাসমাত্রেই) বহুমাননকারী। যিনি ভজনকারীর সম্বন্ধে অথবা তন্নিমিত্ত (বা তদুদ্দেশে) সমস্তকাম বা সকল

* ভগবান্ কপিল স্বীয় মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন,—"হে মাতঃ, শুদ্ধভক্তির সাধনসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর ; অতিহিংসা-রহিত হইয়া নিষ্কামভাবে পঞ্চরাত্রোক্ত পূজাবিধি-অনুসারে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারিব্যক্তির চিত্ত বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়, সেই শুদ্ধচিত্তে আমার গুণ শ্রবণ করিবা-মাত্র অনায়াসে তিনি আমাকে প্রাপ্ত হ'ন।"

অভীষ্টবস্তুই 'অভি' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রদান করেন ; তন্মধ্যে সুহৃদ্‌ব্যক্তির নিকট তৎপ্রীতির নিমিত্ত আপনাকেও প্রদান করিয়া থাকেন ; অথচ তাদৃশ সর্ব্বতোভাবে দানক্রিয়ায় অথবা বহুলোককে অভীষ্টপ্রদানব্যাপারে তাঁহার সংস্থিতির কোনই অভাব ঘটে না ; এজন্য বলিতেছেন যে, তাঁহার 'উপচয়' (দানাভাবফলে বৃদ্ধি বা সঞ্চয়) ও 'অপচয়' (দানফলে ক্ষয়) নাই। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীঅক্রূরের স্তব ॥ ১০৬ ॥

তদভক্তমাত্রানাদরেণাহ (ভাঃ ৩।১৫।২৪)—

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না, জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য, সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ ১০৭ ॥

'যত্র' যস্যাং ভগবদ্ধর্ম্মপর্য্যন্তো ধর্ম্মো ভবতি ভগবৎপর্য্যন্তস্য তত্ত্বস্য জ্ঞানঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ; তাং প্রাপ্তা অপি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং জ্ঞানানাঞ্চ মূলং যে ভগবত আরাধনং 'ন বিতরন্তি' ন কুর্ব্বন্তি, তে সম্মোহিতাঃ। তদুক্তম্ (ভা ২।৩।২০)—"বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে" ইত্যাদি। তথা চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"প্রাপ্যাপি দুর্ল্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতম্। যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ॥
অশীতিঞ্চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু। ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্। বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥" ইতি ॥
(৩।১৫।) শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ১০৭ ॥

এক্ষণে ভগবানের অভক্তমাত্রকেই অনাদরপূর্ব্বক বলিতেছেন, (দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি), যথা—

অহো, যে মনুষ্যজন্মে ভগবদ্ধর্ম্মের সহিত ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, এবং যে জন্ম আমাদিগেরও (ব্রহ্মাদি দেবগণেরও) প্রার্থনীয়, সেই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করে না, তাহারা তাঁহার বিশাল মায়ায় বিমোহিত ॥ ১০৭ ॥

'যত্র' অর্থাৎ যে মনুষ্যজন্মে (জীবের চরম ধর্ম্ম) ভগবদ্ধর্ম্ম পর্য্যন্ত (ভগবদ্ভক্তি অবধি) লাভ হইতে পারে এবং (প্রথম প্রতীতি 'ব্রহ্ম' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ প্রতীতি) 'ভগবৎ' পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে, সেই জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সর্ব্বধর্ম্ম ও সকল জ্ঞানের মূলস্বরূপ ভগবানের আরাধনা করে না (তাহারা—ভগবানের মায়াবিমোহিত)।

এই নিম্নশ্লোকেও তাহাই কথিত হইয়াছে, যথা—

'যে ব্যক্তি ভগবান্ উরুক্রমের গুণানুবাদ শ্রবণ করে না, তাহার কর্ণরন্ধ্রদ্বয়—বৃথা ছিদ্রমাত্র' ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও তদ্রূপ কথিত, যথা—

'দেবগণেরও বাঞ্ছিত দুর্ল্লভতর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করে না, তাহারা চিরকালের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করে মাত্র।

চতুরশীতি জীবযোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। যে সকল আত্মাভিমানী নীচ বা শোচ্য ব্যক্তি গোবিন্দের চরণযুগলের আশ্রয়-গ্রহণ না করে, তাহাদের এই দুর্ল্লভ জন্মও বিফল হয়।' দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ॥ ১০৭ ॥

তথা (ভা ৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ১০৮ ॥

'অকিঞ্চনা' নিষ্কামা, 'গুণৈঃ' জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ সর্ব্বে শিবব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সম্যগাসতে॥ (৫।১৮।) ভদ্রশ্রবসঃ শ্রীহয়শীর্ষম্ ॥ ১০৮ ॥

সেইরূপ, (শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট 'ভদ্রশ্রবা' নামক বর্ষপতি ও অনুচরগণ কর্তৃক ভগবান্ শ্রীনৃসিংহ ও তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের স্তবগান আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছেন, যথা—)

ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাঁহার নিষ্কামা সেবাপ্রবৃত্তি বা অহৈতুকী ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত সকল দেবতাই তাঁহাতে সম্যগ্ রূপে (নিত্যকাল) অবস্থান করেন। (শ্রীহরিতে শুদ্ধভক্তিহীন ব্যক্তি— অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপন্থী অথবা গৃহাদিতে আসক্ত, অতএব সেই) অভক্ত—মনোধর্ম্ম বশে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বহির্বিষয়সুখে (সতত) ধাবমান; সুতরাং তাহাতে মহৎ বা সজ্জনগণের গুণরাশির সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ১০৮ ॥

'অকিঞ্চনা' শব্দে নিষ্কামা ; 'গুণৈঃ' শব্দে জ্ঞানবৈরাগ্যাদির সহিত ; 'সর্ব্বে' অর্থাৎ শিবব্রহ্মাদি দেবগণ সম্যগ্ ভাবে বাস করেন। ভগবান্ শ্রীহয়শীর্ষের প্রতি শ্রীভদ্রশ্রবোগণের স্তবোক্তি ॥ ১০৮ ॥

অতএব তন্মার্গসিদ্ধমুনীনামপ্যনাদরঃ (ভা ৩।৯।১০)—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা,-নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব, যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ১০৯ ॥

স্বভাবাদ্ যুষ্মজ্জনবিমুখাঃ সংসারিণো ভবন্তি ; কিং বহুনা ? তত্তন্মার্গসিদ্ধা মুনয়োঽপি যুষ্মৎপ্রসঙ্গ-বিমুখাশ্চেৎ ইহ জগতি তদ্বদেব সংসরন্তি ; অথবা মুনয়োঽপি ত্বদ্বিমুখাশ্চেত্তর্হি সংসরন্ত্যেব। কথম্ভূতাঃ সন্তঃ সংসরন্তীত্যাহ—অহ্ন্যাপৃতেত্যাদি ; "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদম্" (ভা ১০।২।২৬) ইত্যাদেঃ। অত উক্তং শ্রীধর্ম্মেণ (ভা ৬।৩।১৯-২২)—

"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং, ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ, কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ। গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।" ইত্যাদি।

'এতে' ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকা বিজানীম এব, ন তু স্বস্মৃত্যাদিষু প্রায়েণোপদিশাম ইত্যর্থঃ ; যতঃ 'গুহ্যম্' অপ্রকাশ্যং 'দুর্ব্বোধম্' অন্যৈস্তথা গৃহীতুমশক্যঞ্চ। গুহ্যত্বে হেতুঃ—যং জ্ঞাত্বেতি। অতএব বক্ষ্যতে (ভা ৬।৩।২৫) "প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ম্" ইত্যাদি। 'মহাজনো' দ্বাদশভ্যস্তদনুগৃহীতসম্প্রদায়িভ্যশ্চান্যো মহা-গুণযুক্তোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সাধূক্তমহ্ন্যাপৃতার্ত্তেত্যাদি ॥ (৩।৯।) ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্ ॥ ১০৯ ॥

অতএব ভক্তি ব্যতীত অপর মার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণকেও অনাদরপূর্ব্বক বলিতেছেন, (মহাবিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার উক্তি), যথা—

হে দেব, আপনার শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ প্রসঙ্গবিমুখ হইয়া মুনিগণও এই সংসারে গমনাগমন (ক্লেশ লাভ) করেন। দিবাভাগে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভগবদিতর বিষয়সমূহে ব্যাপৃত থাকিয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হয় ; আবার রাত্রিকালেও তাহাদের বিষয়সুখ লেশমাত্রও থাকে না, যেহেতু তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে বাহ্যতঃ নিবৃত্ত হইয়া নিদ্রাগত হন বটে, কিন্তু নানা অসদ্বিষয়ে ধাবমান মনোধর্ম্মবশে দুঃস্বপ্নাদি দর্শনফলে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় ; আবার, তাঁহারা অর্থের জন্যও উদ্যম করিতে পারেন না ; যেহেতু, উহাও দৈবকর্ত্তৃক সকল দিকেই প্রতিহত হইয়া পড়ে ॥ ১০৯ ॥

(হে ভগবন্,) স্বভাবক্রমে তোমার ভজন বিমুখ হইয়া সামান্য মানবগণ ত' সংসারী হইয়া পড়েই, অধিক কি, ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য মার্গে সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ বিমুখ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহারাও সংসারিদের মতই সংসার লাভ করেন। অথবা মুনিগণও যদি তোমার প্রসঙ্গ বিমুখ হন, তাহা হইলে সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (যদি বল,) কিরূপভাবে তাঁহারা সংসার লাভ করেন? তদুত্তরে এই 'অহ্ন্যাপৃতার্ত্ত'-শ্লোকের উক্তি; যেহেতু 'মুক্তাভিমানী জ্ঞানিগণ অতিকষ্টে প্রায় জীবন্মুক্ত দশায় আরোহণ করিয়াও ভগবদ্ভক্তিবিহীন হইলে অধঃপতিত হন' ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকেও তাহা প্রমাণিত হয়।

অতএব শ্রীধর্ম্মরাজ বলিয়াছেন,—'সাক্ষাৎ ভগবান্ যে ধর্ম্ম প্রণয়ন (প্রকাশ) করিয়াছেন, কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, কি দেবগণ, কি প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, কেহই সেই ধর্ম্ম অবগত নহেন; অসুরগণ, মনুষ্যগণ এবং বিদ্যাধর চারণাদি নিকৃষ্ট জীব তাহা কিরূপে জানিবে? হে দূতগণ, ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসনন্দন শুকদেব ও আমি যম,—আমরা এই দ্বাদশজন মাত্র ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি। এই ভাগবতধর্ম্ম—অতীব গুহ্য, অতি বিশুদ্ধ ও দুর্জ্ঞেয়; তাহা জানিতে পারিলেই জীব 'অমৃত' (মুক্তি বা পরমপদ) লাভ করে। ভগবানের নামগ্রহণাদিদ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ লাভ,— সেই পর্য্যন্তই মানবগণের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কথিত' ইত্যাদি।

'এতে বিজানীমঃ' অর্থাৎ আমরা এই দ্বাদশজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি মাত্র, কিন্তু স্ব স্ব স্মৃত্যাদিতে তাহা উপদেশ করি নাই; যেহেতু, (অর্থাৎ উপদেশ না করিবার কারণ এই যে,) এই ভাগবতধর্ম্ম—'গুহ্য' অর্থাৎ অপ্রকাশ্য এবং 'দুর্ব্বোধ' অর্থাৎ আমরা ব্যতীত অন্য প্রাকৃত সাধারণের গ্রহণ করিবার সামর্থ্যাতীত। গুহ্যত্বের কারণ এই যে, উহা জানিলেই 'অমৃত' (মোক্ষ) লাভ হয়। অতএব পরে ঐ ৬ষ্ঠ স্কন্ধের ৩য় অধ্যায়েরই ২৫শ শ্লোকে বলিতেছেন,—

উল্লিখিত দ্বাদশজন বৈষ্ণব ব্যতীত মনু প্রভৃতি মহাজনের বুদ্ধি—বৈষ্ণবী মায়া কর্ত্তৃক অতিশয় বিমোহিতা এবং ফলভোগশ্রুতি বা আপাতমধুর অর্থবাদরূপ পুষ্প বিভূষিত কর্ম্মকাণ্ডময় বেদে জড়ীভূত হওয়ায়, উহা—দর্শপৌর্ণমাসী ও অগ্নিষ্টোমাদি দ্রব্যানুষ্ঠানমন্ত্রাদিময় কর্ম্মকাণ্ডের মহা আড়ম্বরে প্রবৃত্তা, অতএব স্বল্পায়াসসাধ্য অথচ পরমার্থপ্রদ হরিনাম-মাহাত্ম্য জানে না, (এজন্যই তাঁহারা ভ্রমক্রমে দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন)।

'মহাজন' অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মাদি দ্বাদশজন বৈষ্ণব ও তাঁহাদের অনুগৃহীত সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ব্যতীত অন্য ব্যক্তি মহাগুণসম্পন্ন হইলেও (ভগবৎসেবা মাহাত্ম্য না জানায়) সংসার দশাই লাভ করেন; অতএব 'অহ্ন্যাপৃতার্ত্ত'-শ্লোকটি অতি সুষ্ঠুই কথিত হইল। শ্রীগর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার উক্তি॥ ১০৯॥

তদেবং শ্রীভগবদ্ভক্তেরেব সর্ব্বোর্দ্ধমভিধেয়ত্বং স্থিতম্। তথা চ গীতাসু (৬।৪৬-৪৭)—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইতি।

'সর্ব্ব' শব্দোঽত্র "দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে" (গী ৪।২৫) ইত্যাদিনা পূর্ব্বপূর্ব্বোক্তান্ সর্ব্বানপ্যুপায়িনো গৃহ্নাতীতি জ্ঞেয়ম্। তদেবমভক্তনিন্দাশ্রবণাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তেঃ সর্ব্বেষু নিত্যত্বমপি সিদ্ধম্। উক্তঞ্চ শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি (১১।১৮।৪২-৪৩)—"ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ" ইত্যাদৌ "সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্" ইতি। তথা শ্রীনারদেন চ সার্ব্ববর্ণিকহধর্ম্মকথনে "শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য" (ভা ৭।১১।১০) ইত্যাদি। অকরণে দোষশ্রবণঞ্চাত্র "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (ভা ১১।৫।২) ইত্যাদি। তথা চ মহাভারতে—

"মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টিসংহারকারকম্। যো নার্চ্চয়তি দেবেশং তং বিদ্যাদ্‌ব্রহ্মঘাতকম্॥" ইত্যাদি।

শ্রীগীতোপনিষৎসু চ (৭।১৫)—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥" ইতি।

আগ্নেয়ে, বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

"দ্বিবিধো ভূতসর্গোঽয়ং দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

অন্যদপ্যাদাহৃতম্ (ভা ৭।৯।৯)—"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ,-পাদারবিন্দবিমুখাৎ" ইতি; পাদ্মে চ—"শ্বপচোঽপি মহীপাল" ইত্যাদি। তথা গারুড়ে—

"অন্তঃগতোঽপি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥"

বৃহন্নারদীয়ে চ—

"হরিপূজাবিহীনাশ্চ বেদবিদ্বেষিণস্তথা। দ্বিজগোদ্বেষিণশ্চাপি রাক্ষসাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" ইতি।

অপরঞ্চাহ (ভা ১০।২।৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন,-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১১০ ॥

প্রথমতস্তাবৎ 'ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ' (ভা ১১।১৪।২১)—

"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥"

ইত্যাদ্যুক্তেঃ, তথা, জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য 'বিমুক্তমানিনঃ' দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ; ততঃ "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" (গী ১২।৫) ইত্যাদ্যুক্তেঃ কৃচ্ছ্রেণ জীবন্মুক্তিরূপামারুহ্য প্রাপ্যাপি ততোঽধঃপতন্তি ভ্রশ্যন্তি। কদেত্যপেক্ষায়ামাহুঃ,—অনাদৃতেতি। যদীতি শেষঃ। তেষাং ভক্তিপ্রভাবস্থানমুবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য ত্বদনাদরস্য নিবর্ত্তকাভাবাৎ, তথাপি দগ্ধানামপি পাপকর্ম্মণাং মহাশক্তিশ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া পুনর্বিরোহাৎ। তথা চ বাসনাভাষ্যোত্থাপিতং ভগবৎপরিশিষ্টবচনম্—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

অতএব তত্রৈব—

"জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥" ইতি।

তথা রথযাত্রাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণান্তরবচনম্—

"নানুব্রজতি যো মোহাৎ ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥" ইতি।

এবমেবোক্তম্ (ভা ৩।৯।৪) "যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ" ইতি। অতএবোপদিষ্টম্ (ভা ১১।১৯।৫)—

"তস্মাজ্‌জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥" ইতি।

তস্মাৎ সুতরামেব সর্ব্বেষাং শ্রীহরিভক্তির্নিত্যেত্যায়াতম্॥ (১০।২।) দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ১১০ ॥

এইরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তিরই সর্ব্বোপরি (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) অভিধেয়ত্ব নিরূপিত হইল। সেইরূপ গীতায়ও—

"ভক্তিযোগযুক্ত ব্যক্তি—তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমন কি জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি ভক্তিযোগী হও। আর যে ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, তিনিই—আমার মতে, 'যুক্ততম' অর্থাৎ সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

এস্থলে 'সর্ব্ব' শব্দে "অপর কোন কোন কর্ম্মযোগী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন" ইত্যাদি শ্লোকানুসারে পূর্ব্বকথিত উপায়াবলম্বনকারিগণকেও গ্রহণ করিতেছেন জানিতে হইবে।

এইরূপে অভক্তের নিন্দা শ্রবণ করা যায় বলিয়া সকল উপায়ের মধ্যে ভগবদ্ভক্তিরই নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। এসম্বন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবের নিকট (সমস্ত আশ্রমের ধর্ম্মবর্ণন প্রসঙ্গে) "শম ও অহিংসা—ভিক্ষুর (তুর্য্যাশ্রমীর), তপস্যা ও ঈক্ষা (আত্মানাত্মবিবেক)—বানপ্রস্থের, ভূতরক্ষাদি—গৃহস্থের এবং গুরুসেবা—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম" এইভাবে বর্ণন আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশেষে "আমার উপাসনাই সকলজীবের কর্ত্তব্য" এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন। সেইরূপ শ্রীনারদও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট সর্ব্ববর্ণের স্বধর্ম্ম বর্ণনকালে "মহৎ বা সাধুগণের একমাত্র গতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ" ইত্যাদিকেই জীবের 'পরমধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তির অকরণে (অনুষ্ঠান না করিলে) অন্যত্র (ভা১১।৫।২-৩) 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ' ইত্যাদি শ্লোকে * দোষ শুনা যায়। আবার মহাভারতেও আছে—

"মাতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে রক্ষক এবং জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংসকারী সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীহরিকে যে ব্যক্তি ভজন না করে, তাহাকে 'ব্রহ্মঘাতক' বলিয়া জানিবে।"

শ্রীগীতোপনিষদেও—

"দুষ্কৃতিপরায়ণ, বিবেকশূন্য নরাধমগণ মায়াদ্বারা নষ্টজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমার আর ভজন করে না।"

অগ্নিপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও যথা—

"প্রাণিগণের এই সৃষ্টি দ্বিবিধ—দৈব ও আসুর; তন্মধ্যে যাঁহারা—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই দৈবসৃষ্টি ও যাহারা—তদ্বিপরীত, অর্থাৎ যাহারা—বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা—আসুরসৃষ্টির অন্তর্গত।" শ্রীমদ্ভাগবতে আরও একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"ভগবান্ পদ্মনাভের পাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষাও শ্বপচকুলোদ্ভূত হরিভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি।" ইত্যাদি; এবং পদ্মপুরাণেও যথা—"হে মহীপাল, (পৃথ্বীপতে,) বিষ্ণুভক্ত শ্বপচকুলোদ্ভূতব্যক্তিও বিষ্ণুভক্তিহীন দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

গরুড়পুরাণেও সেইরূপ কথিত আছে, যথা—

"বেদসমূহে পারঙ্গত এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিয়া জানিবে।"

বৃহন্নারদীয়েও যথা—

"হরিপূজাবিহীন, বেদবিদ্বেষী এবং দ্বিজ ও গো-দ্বেষিজনগণও 'রাক্ষস' বলিয়া পরিগণিত।"

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন, (দেবকীর গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের গর্ভস্তবোক্তি) যথা—

হে পদ্মপলাশলোচন, যাঁহারা আপনার চরণ (সেবা) অনাদর করিয়া আপনাদিগকে 'মুক্ত' বলিয়া অভিমান করেন, আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধা নহে; আবার, বহুজন্মের তপস্যার বলে (ফলে) তাঁহারা জীবন্মুক্তদশায় আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে অধঃপতিত হ'ন॥ ১১০॥

প্রথমতঃ, তাঁহারা—'আপনার প্রতি ভক্তির অভাববশতঃ 'অশুদ্ধমতি', যেহেতু (এবিষয়ে) স্বয়ং শ্রীমুখের উক্তি,যথা—

"সত্য ও দয়াদি সমন্বিত দানযজ্ঞাদিধর্ম্ম, বৈরাগ্য বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা আমার প্রতি প্রীতি বা ভক্তিশূন্য চিত্তকে কখনও সম্যগ্ রূপে পবিত্র করিতে পারে না" ইত্যাদি; আবার তাঁহারা জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে 'বিমুক্ত বলিয়াও মনে করেন' অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মরূপদেহদ্বয়ের অতিরিক্তরূপে আত্মাকে মনে করেন; তৎপর (দ্বিতীয়তঃ,) "যাহারা—

* ৬০ পৃষ্ঠায় ৬৪ সংখ্যার অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

'অব্যক্ত' অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত, তাহাদের সিদ্ধিলাভে অধিকতর ক্লেশই হইয়া থাকে" এই গীতোক্তি-অনুসারে তাঁহারা অতিকষ্টে জীবন্মুক্তিরূপ (অর্থাৎ তৎসদৃশী দশা) লাভ করিয়া অবশেষে তাহা হইতে অধঃপতিত হন অর্থাৎ ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। যদি বল, তাঁহারা কোন্ সময় ভ্রষ্ট হন ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন যে, যদি তাঁহারা আপনার চরণ-যুগলের অনাদর করেন (তাহা হইলেই অধঃপতিত হন) ; 'যদি' শব্দ শ্লোকে না থাকিলেও 'উহ্য' করিতে হইবে। সেই জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবের অনুবৃত্তি হয় না বলিয়া অজ্ঞানপূর্ব্বক আপনার প্রতি তাঁহাদের যে অনাদর, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার কেহ থাকে না ; (সুতরাং তাঁহাদের অধঃপতনই হয়) ; অর্থাৎ জীবন্মুক্ত দশায় পূর্ব্ব পাপ কর্ম্মসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও অচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অবজ্ঞা নিবন্ধন পুনরায় ঐ পাপকর্ম্মবীজের অঙ্কুর জন্মে, যথা বাসনাভাষ্যোদ্ধৃত ভগবৎপরিশিষ্ট বচন—

"জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীহরির নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে কর্ম্মফলে পুনরায় তাঁহারা বন্ধন প্রাপ্ত হন।"

অতএব সেস্থলেই (আবার আর একটী বাক্য দেখা যায়,)—

"কোন কোন স্থলে জীবন্মুক্তগণও (ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করিলে) সংসারবাসনা লাভ করেন ; কিন্তু ভগবৎ-পরায়ণ ভক্তিযোগিগণ কখনও কর্ম্মদ্বারা সংসারে লিপ্ত হন না।"

এইরূপ রথযাত্রা প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃত অন্য পুরাণের (স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকল খণ্ডের) বচন, যথা—

"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরমেশ্বর শ্রীজগন্নাথ দেবের যাত্রার অনুগমন না করে, জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাহার কর্ম্মফলসকল ভস্মীভূত হইলেও সে 'ব্রহ্মরাক্ষস' হয়।"

(ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গর্ভোদকশায়ী ভগবানের স্তুতিতেও) এইরূপই কথিত হইয়াছে—(হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের ন্যায় উপাসকগণের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনি আপনার যে সচ্চিদানন্দ রূপ প্রদর্শন করাইলেন) "কেবলমাত্র নরকগামী (নারকী) নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই উহার অনাদর করে।"

অতএব শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে উপদেশ করিয়াছেন,—

"হে উদ্ধব, (শাস্ত্রসাহায্যে) জ্ঞানের দ্বারা (যে পর্য্যন্ত উহা ভক্তির অনুকূল থাকে, সে পর্য্যন্ত) স্বীয় জীব স্বরূপকে জানিয়া জ্ঞান ('সম্বন্ধ'জ্ঞান) ও বিজ্ঞান ('প্রয়োজন') সম্পন্ন এবং ভক্তিভাবিত হইয়া আমার ভজন কর।"

অতএব শ্রীহরিভক্তি যে সকলের পক্ষেই নিত্যকৃত্য,—ইহাই অতিসুন্দরভাবে সিদ্ধান্তিত হইল। দেবকীর গর্ভগত শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের স্তব (গর্ভস্তোত্র) ॥ ১১০ ॥

প্রেমকৃতকর্ম্মাশয়নির্ধুননানন্তরমপি ভক্তিঃ শ্রূয়তে (১১।১৪।২৪)—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি, ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়, মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥ ১১১ ॥

তথৈবাত্মা জীবো মৎপ্রেম্না কর্ম্মাশয়ং বিধূয় ততঃ শুদ্ধস্বরূপঞ্চ প্রাপ্য মাং ভজতীত্যর্থঃ। তদুক্তম্ (ভা ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীস্বামিটীকাধৃতশ্রীসর্ব্বজ্ঞমুনিবাক্যে) "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" ইতি। (১১।১৪।) শ্রীভগবান্ উদ্ধবম্ ॥ ১১১ ॥

ভগবৎপ্রীতিপ্রভাবে কর্ম্মবাসনা নিরাকৃত (বিনষ্ট) হইবার পরও ভক্তির অনুষ্ঠান শুনা যায়, (উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি), যথা—

যেমন অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত হইয়াই সুবর্ণ স্বীয় অন্তর্মল ত্যাগ করে, (প্রক্ষালনাদি দ্বারা করে না,) এবং তদ্দ্বারাই নিজ-

স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগপ্রভাবে কর্ম্মবাসনারূপ মল পরিত্যাগ করিয়া আমার ধামে আমার সেবা প্রাপ্ত হয় ॥ ১১১ ॥

সেইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব আমার প্রেমপ্রভাবে কর্ম্মবাসনা বিনাশ করিয়া তৎপরে স্বীয় শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে। এইজন্যই কথিত হইয়াছে,—"স্বরূপাবস্থিত মুক্তপুরুষগণও লীলাক্রমে বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবদ্বিগ্রহকে ভজন করেন।" উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ১১১ ॥

এবমপ্যুক্তং স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

"ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি। শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব॥"
শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ। তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাঙ্মুখঃ॥" ইতি।

তথৈবাহ (ভা ৩।২৮।২২)—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ ।। ১১২ ।।

স্পষ্টম্। তস্মাৎ ভক্তের্মহানিত্যত্বেনাপ্যভিধেয়ত্বমায়াতম্। অগ্রে (ভা ১০।৮৭।১৬) "স্বকৃতপুরেষু" ইত্যাদৌ জীবানাং স্বভাবসিদ্ধা সৈবেতি ব্যাখ্যেয়ম্। (৩।২৮।) বেদহূতিং শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ১১২ ॥

স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"হে কেশব, যখনই তুমি সন্তুষ্ট হও, তৎকালেই (তৎক্ষণাৎ) চণ্ডাল ব্যক্তিও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা পরব্রহ্ম হইতে পারে; আর, হে অচ্যুত, যখনই তুমি বিমুখ হও, তখনই ব্রহ্মা ও ঈশানাদি দেবগণ চণ্ডাল হইতেও অপকৃষ্টত্ব লাভ করেন।"

দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবও এইরূপই বলিয়াছেন,—

যে চরণপ্রক্ষালননিঃসৃতা সরিদ্বরা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ শিবও মঙ্গলময় হইয়াছেন, (যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্রনিক্ষেপফলে পর্ব্বতের দশার ন্যায় তাঁহার মনের কল্মষ বা কলুষরাশি সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; অতএব সেই শ্রীহরির পাদপদ্মই নিত্যকাল ধ্যান করিবে) ॥ ১১২ ॥

এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। অতএব পরমনিত্যত্বরূপেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব পাওয়া গেল। পরে (১০ম স্ক, ৮৭ অঃ) 'স্বকৃতপুরেষু' ইত্যাদি শ্রুতিস্তবে * সেই ভগবদ্ভক্তিই যে জীবের স্বভাবসিদ্ধা, তদ্রূপ ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত। মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥ ১১২ ॥

তদেবমবান্তরতাৎপর্য্যেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং ষড়্‌বিধৈরপি লিঙ্গৈরবগম্যতে। তত্রোপক্রমোপসংহারয়োরেকত্বেন যথা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ভা ১।১।১) ইত্যাদাবুপক্রমপদ্যে "সত্যং পরং ধীমহি" ইতি। তত্র শ্রীগীতাসু "এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে" (১২।১) ইত্যাদৌ শ্রীভগবত্যেব ধ্যানস্যাকষ্টার্থত্বেন তদ্ধ্যানিনো যুক্ততমত্বেন চোক্তত্বাৎ, "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (গী ১৪।২৭) ইত্যাদৌ পরতত্ত্বস্য শ্রীভগবদ্রূপ এব পর্য্যবসানাৎ, তস্যৈব সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিত্বাভ্যাং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বাত্তত্র শ্রীভগবত্যেব ধ্যানমভিধীয়তে। তথৈব হি তৎ পদ্যং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবৃতমস্তি। "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা" (ভা ১২।১৩।১৯) ইত্যাদাবুপসংহার পদ্যেঽপি "সত্যং পরং ধীমহি" ইতি। অতএব স্পষ্টমেবাস্য

---

* এই নরাদি-জীবদেহে বর্ত্তমান এবং বস্তুতঃ কার্য্যকারণাবরণশূন্য পুরুষ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে পণ্ডিতগণ সর্ব্বশক্তির আশ্রয়ভূত ও পূর্ণস্বরূপ আপনারই 'অংশস্বরূপ' বলিয়া জানেন;—তত্ত্ববিদ্‌গণ এই পৃথিবীতে এইরূপভাবেই জীবতত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফলার্পণ-ক্ষেত্রস্বরূপ, (জীবের) সংসার-নাশন আপনার এই পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবত্ত্বং শ্রীভাবতবক্তৃত্বাৎ ; পূর্ব্বঞ্চ "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" ইত্যুক্তম্। অভ্যাসেনোদাহরণং পূর্ব্বং দর্শিতমদর্শিতং চানেকবিধমেব। অপূর্ব্বতয়া ফলেন চ দর্শিতং শ্রীব্যাসসমাধৌ "অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ" (ভা ১।৭।৪) ইত্যাদি। প্রশংসালক্ষণেনার্থবাদেন চাভ্যাসবদ্বহুবিধমেব তত্রাস্তি। উপপত্ত্যা চ—"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ" (ভা ১১।২।৩৫) ইত্যাদি অনেকমিতি। অত্র 'গতিসামান্যে' চ—"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা (ভা ১।৫।২২) ইত্যাদি তথাহ (ভা ৩।৫।১২)—

মুনির্বিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সখাপি তে ভারতমাহ কৃষ্ণঃ ॥ ইত্যাদি ॥ ১১৩ ॥

স্পষ্টম্ ॥ (৩।৫।) শ্রীবিদুরঃ শ্রীমৈত্রেয়ম্ ॥ ১১৩ ॥

এইরূপে অবান্তর তাৎপর্য্যবিচারে (উপক্রম ও উপসংহারাদি তাৎপর্য্য নির্ণায়ক) ষড়্বিধ লক্ষণদ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব জানা যায়। (উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,) যথা (সেইস্থলে) 'উপক্রম' ও 'উপসংহারে'র একত্ব নিবন্ধন "জন্মাদ্যস্য যতঃ (ভাঃ ১।১।১) ইত্যাদি 'উপক্রম' পদ্যে (প্রথম শ্লোকে) "সত্যং পরং ধীমহি" এই (ভগবদ্ধ্যানসূচক) বাক্য (ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সূচনা করিতেছে) ; যেহেতু এবিষয়ে (অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যানরূপা ভক্তির অভিধেয়ত্ব বর্ণনপ্রসঙ্গে) শ্রীগীতায়ও—"হে কৃষ্ণ, তোমাতে এইরূপ সততযুক্ত অর্থাৎ একান্তনিষ্ঠ হইয়া যাঁহারা তোমার উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান করেন এবং যাঁহারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন,—এই উভয়বিধ লোকের মধ্যে কাহারা—শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ?" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরে ভগবান্ (জ্ঞানমার্গাপেক্ষা) শ্রীভগবদ্ধ্যানেরই অনায়াসত্ব অর্থাৎ সহজসাধ্যত্ব নিবন্ধন ভগবদ্ধ্যানকারিগণকেই 'যুক্ততম' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী) বলিয়াছেন। আবার, "আমি—ব্রহ্মেরও আশ্রয়স্থল" ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীভগবদ্রূপেই পরত্ব (সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব) পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেই ভগবান্ই স্বীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভাবে জগতের উৎপত্ত্যাদির (অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের) হেতু বলিয়া তাঁহার ধ্যানই অভিহিত হইতেছে। পূর্ব্বে 'পরমাত্মসন্দর্ভে'ও এইরূপভাবেই এই শ্লোকটী বিবৃত করা আছে।

"পূর্ব্বে ব্রাহ্মকল্পাদিতে যিনি এই ভাগবতরূপ অতুলনীয় ভগবজ্জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার হৃদয়ে উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, সেই বিশুদ্ধ নির্ম্মল অশোকাভয়ামৃত পরমসত্য 'নারায়ণ' নামক তত্ত্বকে আমরা ধ্যান করি"—এই উপসংহার পদ্যেও "সত্যং পরং ধীমহি" এইবাক্য পরমসত্যপদার্থের ধ্যান অর্থাৎ ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সূচনা করিতেছে। অতএব শ্রীভাগবতের বক্তা বলিয়া পরমসত্য শ্রীনারায়ণেরই শ্রীভগবত্তা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। পূর্ব্বেও (১ম স্ক, ১ম অঃ, ১ম শ্লোকে) "যে পরমেশ্বর আদিকবি ব্রহ্মাকেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকরূপে মনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন" এই বাক্য কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও (পরমাত্মসন্দর্ভে) "কলিমলসংহতি"—(১২।১২।৬৬) ইত্যাদি শ্লোকে (ষড়্বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের মধ্যে তৃতীয় লক্ষণ) 'অভ্যাস' দ্বারা (ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্বের) উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এবং আরও এমন অনেক প্রকার উদাহরণ আছে, যাহা প্রদর্শিত হয় নাই। চতুর্থ লক্ষণ 'অপূর্ব্বতা' ফল দ্বারাও ব্যাস সমাধিতে "ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগদ্বারাই অনর্থের উপশম হয়" ইত্যাদি শ্লোক (ভগবদ্ভক্তির অভিধেয়ত্বের উদাহরণস্বরূপ) প্রদর্শিত হইয়াছে। (পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় লক্ষণ) 'অভ্যাসে'র ন্যায় পঞ্চম লক্ষণ প্রশংসাত্মক 'অর্থবাদ' দ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ উদাহরণ প্রদর্শিত আছে। ষষ্ঠলক্ষণ 'উপপত্তি' দ্বারাও "ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়ার প্রতি অভিনিবেশ হইতেই ভয় হয়, সুতরাং পরমার্থী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুদেবকে 'পরমদেবতা' ও 'হরিপ্রিয়'জ্ঞানে অব্যভিচারি-ভক্তিযোগেই সম্যক্-ভজন করিবেন" ইত্যাদি (ভক্তির অভিধেয়ত্ববিষয়ক) অনেক উদাহরণ আছে।

এস্থলে 'গতিসামান্যে'ও অর্থাৎ যাবতীয় ক্রিয়ার যে গতি বা নিষ্ঠা বা প্রবৃত্তি, তাহার সহিত ভক্তির সমানার্থত্ব বা একই উদ্দেশ্য ; (ভক্তির অভিধেয়ত্ব বিষয়ে) "ভগবান্ হরির যে গুণকীর্ত্তন, তাহাই পুরুষের তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ, জ্ঞান ও দানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অচ্যুত (অমোঘ) ফল" অর্থাৎ 'যাবতীয় কর্ম্মই ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক' ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আবার বলিতেছেন,—

আপনার সখা মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও ভগবদ্‌গুণানুবর্ণনে অভিলাষী হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করেন, (তাহাতে ধর্ম্মার্থকামবিষয়ক ভোগময়ী গ্রাম্যকথাদ্বারাও প্রাকৃতমনুষ্যগণের মতি ক্রমশঃ অবশেষে হরিকথায় নীত হইয়াছে)॥ ১১৩॥

এই শ্লোকার্থ স্পষ্টই। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির প্রতি শ্রীবিদুরের উক্তি॥ ১১৩॥

ইয়মেব ভক্তিঃ "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্‌" (ভা ১।১।২) ইত্যত্রোক্তা। "অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ" (ভা ২।১০।১) ইত্যাদৌ দশলক্ষণ্যামপি সদ্ধর্ম্ম ইত্যেকলক্ষণত্বেনোক্তা। তস্যা অভিধেয়ত্বং শ্রীভাগবতবীজরূপায়াং চতুঃশ্লোক্যামপ্যাদাহৃতম্‌ (ভা ২।৯।৩৫)—

"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥" ইত্যাদি।

পূর্ব্বং হি জ্ঞানবিজ্ঞানরহস্যতদঙ্গানি বক্তব্যত্বেন চত্বার্য্যেব প্রতিজ্ঞাতানি। তত্র চতুঃশ্লোক্যাং প্রাক্তনাস্ত্রয়োঽর্থা অপি ক্রমেণৈব প্রাক্তনশ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাতাঃ। 'রহস্য' শব্দেন তত্র প্রেমভক্তিঃ, 'তদঙ্গ' শব্দেন সাধনভক্তিরুচ্যতে। টীকা চ—"রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনম্‌" ইত্যেষা। ততঃ ক্রমপ্রাপ্তত্বেন (ভা ১১।১৪।৩)—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ চ চতুর্থেঽস্মিন্‌ পদ্যে সাধনভক্তিরেব ব্যাখ্যাতা।

তত্র চ পুনর্ব্যাখ্যা বিবরণায়োত্থাপ্যতে। তথা হি,—'আত্মনঃ মম ভগবতঃ 'তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা' প্রেমরূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবন্মাত্রমেব জিজ্ঞাসিতব্যং শ্রীচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্‌। কিন্তৎ?—যদেকমেব 'অন্বয়েন' বিধিমুখেন, 'ব্যতিরেকেণ' নিষেধমুখেন চ 'স্যাৎ' উপপদ্যতে।

তত্রান্বয়েন, যথা—"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্‌" (ভা ৭।৭।৫৫) ইত্যাদি, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ" (গী ৯।৩৪, ১৮।৬৫) ইত্যাদি চ।

ব্যতিরেকেণ, যথা (ভা ১১।৫।২৩)—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্‌॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্‌। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ" (গী ৭।১৫) ইত্যাদি।

"যাবজ্জনো ভজতি ন ভুবি বিষ্ণুভক্তি,-বার্ত্তাসুধারসমশেষরসৈকসারম্‌।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাত,-দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি॥"

ইতি পদ্মপুরাণে চ। কুত্র কুত্রোপপদ্যতে? 'সর্ব্বত্র'—শাস্ত্র-কর্ত্তৃ-দেশ-করণ-দ্রব্য-ক্রিয়া-কার্য্য-ফলেষু সমস্তেষ্বেব। তত্র—

(১) সমস্তশাস্ত্রেষু,—যথা স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

"সংসারেঽস্মিন্‌ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে। পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্‌॥"

(ক) তত্রাপ্যন্বয়েন যথা, "ভগবান্‌ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া" (ভা ২।২।৩৪) ইত্যাদি। তথা স্কান্দে, পাদ্মে লৈঙ্গে চ—

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥" ইতি।

(খ) ব্যতিরেকেণ, তথা গারুড়ে—"পারঙ্গতোঽপি বেদানাম্" ইত্যাদিকং সর্ব্বত্রাবগন্তব্যম্। তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে।

(২) সর্ব্বকর্ত্তৃষু, যথা (ভা ২।৭।৪৬)—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং, স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।

"যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা,-স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥" ইতি।

গারুড়ে চ—

"কীটপক্ষিমৃগাণাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্। ঊর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥" ইতি।

অত্রৈব (ক) 'সাচারে' 'দুরাচারে', (খ) 'জ্ঞানিনি', 'অজ্ঞানিনি' (গ) 'বিরক্তে' 'রাগিণি,' (ঘ) 'মুমুক্ষৌ' 'মুক্তৌ', (ঙ) 'ভক্ত্যসিদ্ধে' 'ভক্তিসিদ্ধে', (চ) 'তস্মিন্ ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে' 'তস্মিন্নিত্যপার্ষদে' চ সামান্যেন দর্শনাদপি সার্ব্বত্রিকতা। তত্র—

(ক) সাচারে দুরাচারে, যথা (গী ৯।৩০)—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥" ইতি।

সদাচারস্তু কিং বক্তব্য ইত্যপেরর্থঃ।

(খ) জ্ঞানিনি অজ্ঞানিনি চ—"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্" (ভা ১১।১১।৩৩) ইত্যাদি ; "হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মে চ।

(গ) বিরক্তে রাগিণি চ (ভা ১১।১৪।১৭)—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥" ইত্যাদি।

অবাধ্যমানস্তু সুতরাং নাভিভূয়ত ইত্যপেরর্থঃ।

(ঘ) মুমুক্ষৌ মুক্তে চ—"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্" (ভা ১।২।২৬) ইত্যাদি ; "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" (ভা ১।৭।১০) ইত্যাদি চ।

(ঙ) ভক্ত্যসিদ্ধে ভক্তিসিদ্ধে চ (ভা ৬।১।১৩)—

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥" ইতি ; (ভা ১১।২।৫১)—"ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ" ইতি চ।

(চ) ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে (ভা ৯।৪।৪৯)—

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কিমন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥" ইতি ; নিত্যপার্ষদে চ (ভা ৩।১৫।২২)—

"বাপীষু বিদ্রুমতটাস্বমলামৃতাপ্সু, প্রেষ্যান্বিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।

অভ্যর্চ্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্র,-মুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ যচ্ছ্রীঃ॥" ইতি।

(৩) সর্ব্বেষু বর্ষেষু ভুবনেষু ব্রহ্মাণ্ডেষু তেষাং বহিশ্চ তৈস্তৈঃ শ্রীভগবদুপাসনায়াঃ ক্রিয়মাণায়াঃ শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধিঃ সিদ্ধৈবেতি সর্ব্বদেশোদাহরণং জ্ঞেয়ম্।

(৪) সর্ব্বেষু করণেষু, যথা—

"মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা। পরেঽবাঙ্মনসাগম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥" ইত্যাদি।

এবম্ভূতবচনে হি, অস্তু তাবদ্বহিরিন্দ্রিয়েণ, মনসা বচসাপি তৎসিদ্ধিপ্রসিদ্ধিঃ।

(৫) সর্ব্বদ্রব্যেষু, যথা (ভা ১০।৮১।৩ ও গী ৯।২৬)—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥" ইতি।

(৬) সর্ব্বক্রিয়াসু, যথা (ভা ১১।২।১১ ও গী ৯।২৭)—

"শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ। সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥" ইতি।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥" ইতি।

এবং ভক্ত্যাভাসেষু ভক্ত্যাভাসাপরাধেষ্বপি অজামিলমূষিকাদয়ো দৃষ্টান্তা গম্যাঃ।

(৭) সর্ব্বেষু কার্য্যেষু, যথা—

"যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু। ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্॥" ইতি।

(৮) সর্ব্বফলেষু, যথা (ভা ২।৩।১০)—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ" ইত্যাদি। তথা, "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" (ভা ৪।৩১।১৪) ইত্যাদিবাক্যেন হরিপরিচর্য্যায়াং ক্রিয়মাণায়াং সর্ব্বেষামন্যেষামপি দেবাদীনামুপাসনা স্বত এব সিধ্যতীত্যতোঽপি 'সার্ব্বত্রিকতা'; যথোক্তং স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

"অর্চ্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে। অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ॥" ইতি।

এবং যো ভক্তিং করোতি, যদ্গবাদিকং ভগবতে দীয়তে, যেন দ্বারভূতেন ভক্তিঃ ক্রিয়তে, যস্মৈ শ্রীভগবৎপ্রীণনার্থং দীয়তে, যস্মাদ্গবাদিকাৎ পয় আদিকমাদায় ভগবতে নিবেদ্যতে, যস্মিন্ দেশাদৌ কুলে বা কশ্চিদ্ভক্তিমনুতিষ্ঠতি, তেষামপি কৃতার্থত্বং পুরাণেষু দৃশ্যতে ইতি কারকগতাপি; এবং সার্ব্বত্রিকত্বং সাধিতম্।

সদাতনত্বমাহ,—সর্ব্বদেতি। তত্র (১) সর্গাদৌ যথা—"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা" (ভা ১১।১৪।৩) ইত্যাদি; সর্গমধ্যে বহুত্রৈব।

(২) চতুর্বিধপ্রলয়েষ্বপি (ভা ৩।৭।৩৭)—"তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উ স্বিদনুশেরতে" ইতি বিদুরপ্রশ্নে।

(৩) সর্ব্বেষু যুগেষু, (ভা ১২।৩।৫২)—

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" ইতি।

কিং বহুনা ?—

"সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥" ইতি বৈষ্ণবে।

(৪) সর্ব্বাবস্থাস্বপি,—(ক) 'গর্ভে' শ্রীনারদকারিতশ্রবণেন প্রহ্লাদে প্রসিদ্ধম্; (খ) 'বাল্যে' শ্রীধ্রুবাদিষু; (গ) 'যৌবনে' শ্রীমদম্বরীষাদিষু; (ঘ) 'বার্দ্ধক্যে' ধৃতরাষ্ট্রাদিষু; (ঙ) 'মরণে' অজামিলাদিষু; (চ) 'স্বর্গিতায়াং' শ্রীচিত্রকেত্বাদিষু; (ছ) 'নারকিতায়ামপি'—

"যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ। তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ॥"

ইতি শ্রীনৃসিংহপুরাণাৎ। অতএবোক্তং দুর্ব্বাসসা (ভা ৯।৪।৬২)—"মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি" ইতি।

তথা, (ভা ২।১।১১)—

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

ইত্যত্রাপি।

তত্র তত্র ব্যতিরেকোদাহরণানি চ কিয়ন্তি দৃশ্যন্তে—

"কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কি তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥"

"কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। বাজপেয়সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে॥"

ইতি বৃহন্নারদীয়পাদ্মবচনাদীনি। তথা (ভা ২।৪।১৭, ৫।১৯।২৩, ১০।৫৯।৪১)—

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥"
"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা, ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ, সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"
"যযাচ আনম্য কিরীটকোটিভিঃ, পাদৌ স্পৃশন্নচ্যুতমর্থসাধনম্।
সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্, অহো সুরাণাঞ্চ তমো ধিগাঢ্যতাম্॥" ইত্যাদি;

(ভা ৩।২৯।১১)—"সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য" ইত্যাদি; (ভা ৭।৭।৪৪)—"ন দানং ন তপো নেজ্যা" ইত্যাদি; (ভা ১২।১২।৩৯ ও ১।৫।১২)—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" ইত্যাদি; (ভা ৩।১৫।৪৮)—"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে" ইত্যাদি চ।

অথ 'সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যদুপপদ্যতে' ইত্যাদি যোজনিকার্থো যুগপদ্ যথা (ভা ২।২।৩৬)—"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" ইত্যাদি।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা যদুপপদ্যতে, ইত্যত্র যথা—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" ইতি।

সাকল্যেনাপি, যথা—(ভা ২।২।৩৩) "ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থাঃ" ইত্যুপক্রম্য তদুপসংহারে, (ভা ২।২।৩৬)—

"তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥" ইতি।

'নৃণাং' জীবানাম্—"ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ" (ভা ১০।৮৭।১৬) ইতিবৎ। এতদুক্তং ভবতি—যৎ 'কর্ম্ম', তৎ সন্ন্যাসাবধি;—'ভোগঃ' শরীরপ্রাপ্ত্যবধি; 'যোগঃ'—সিদ্ধ্যবধি; 'সাংখ্যম্'—আত্মজ্ঞানাবধি; 'জ্ঞানং'—মোক্ষাবধি। তথা তত্তদ্‌যোগ্যতাদিকানি চ সর্ব্বাণি। এবম্ভূতেষু কর্ম্মাদিষু শাস্ত্রাদিব্যভিচারিতা জ্ঞেয়া; হরিভক্তেস্তু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র তত্তন্মহিমভিরুপপন্নত্বাৎ তথাভূতস্য রহস্যস্যাঙ্গত্বং যুক্তম্। অতো রহস্যাঙ্গত্বেন চ জ্ঞানরূপার্থান্তরাচ্ছন্নতয়ৈবেদমুক্তমিতি।

তদেবং শ্রীভাগবতং সংক্ষেপেণোপদেক্ষ্যন্তং শ্রীনারদং শ্রীব্রহ্মাপি তথৈব সঙ্কল্পং কারিতবান্; যথা (ভা ২।৭।৫২)—

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি। সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয়॥ ১১৪॥

সঙ্কল্প্য নিয়মেনাঙ্গীকৃত্য॥ (২।৭।) শ্রীব্রহ্মা নারদম্॥ ১১৪॥

"ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছাদি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরম ধর্ম্ম (শুদ্ধভক্তিই) এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরূপিত হইয়াছে" ইত্যাদি ১ম স্ক, ১ম অঃ, ২য় শ্লোকে এই ভক্তির কথাই বর্ণিত হইয়াছেন। "এই ভাগবত মহাপুরাণে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়,—এই দশটী লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে" ইত্যাদি শ্লোকস্থিত মহাপুরাণের দশটী লক্ষণের মধ্যেও 'মন্বন্তর' নামক সদ্ধর্ম্মের লক্ষণস্বরূপে এই ভক্তিই বর্ণিত হইয়াছেন।

ভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকীতেও এই ভক্তিরই অভিধেয়ত্বের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, (ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উক্তি) যথা—

"আত্মার (শ্রীহরির) তত্ত্ব বা স্বীয় শ্রেয়ঃসাধনতত্ত্বের জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শ্রীগুরুচরণে, যাহা—অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে বা বিধি ও নিষেধক্রমে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা অর্থাৎ দেশকালাবচ্ছিন্ন না হইয়া বিদ্যমান, সেই শুদ্ধভক্তিপর্য্যন্তই জিজ্ঞাসা করিবেন।" এই চতুঃশ্লোকীর পূর্ব্বেই (প্রারম্ভে অর্থাৎ ভা ২।৯।৩০ শ্লোকে) জ্ঞান ও বিজ্ঞান ('সম্বন্ধ'), রহস্য ('প্রয়োজন') ও তদঙ্গ ('অভিধেয়' সাধনভক্তি) সমূহ,—এই চারিটী বিষয়কে বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে।

সেই চতুঃশ্লোকীর মধ্যে পূর্ব্বতন (জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য,—এই) তিনটী বিষয় পূর্ব্ববর্ত্তিশ্লোকত্রয়েই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেস্থলে 'রহস্য' শব্দে প্রেমভক্তি এবং 'তদঙ্গ' শব্দে সাধনভক্তি কথিত হইয়াছে। শ্রীধরস্বামিটীকা, যথা— 'রহস্য' শব্দে (প্রেম)ভক্তি, 'তদঙ্গ' শব্দে সাধন (ভক্তি)। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া, এবং "হে উদ্ধব, যাহাতে আমার সাক্ষাৎ স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ত্তমান,সেই 'বেদ' নাম্নী ভগবদ্‌বাণী প্রলয়ে বিলুপ্তা হইয়াছিল ; পরে ব্রাহ্মকল্পাদিতে ব্রহ্মার নিকট আমি উহা কীর্ত্তন করিয়াছিলাম।" উদ্ধবের প্রতি ভগবানের এই বাক্যানুসারেও এই চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত সর্ব্বশেষ চতুর্থপদ্যে সাধনভক্তিই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এস্থলে পুনরায় ব্যাখ্যাবিবৃতির জন্য তাহা উত্থাপিত হইতেছে ; তাহা এই —

'আমার' অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ আমার ; 'তত্ত্বজিজ্ঞাসুকর্ত্তৃক' অর্থাৎ 'প্রেমরূপ রহস্য' অনুভব করিতে অভিলাষিব্যক্তি-কর্ত্তৃক, এতাবন্মাত্রই (এ পর্য্যন্তই) 'জিজ্ঞাসিতব্য'—শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ সমীপে শিক্ষণীয়। যদি বল, তাহা কি ? তদুত্তর এই যে, যাহা একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু হইয়াও 'অন্বয়' অর্থাৎ বিধিমুখে এবং 'ব্যতিরেক' অর্থাৎ নিষেধমুখে প্রতিপন্ন হয়, তাহাই সেই বস্তু। তন্মধ্যে অন্বয়ভাবে উদাহরণ, যথা—(প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণের উপদেশ উপসংহারে বলিলেন) —"ইহলোকে মানবমাত্রের গোবিন্দের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও সর্ব্বত্র তদীক্ষণই পরমপুরুষার্থ বলিয়া কথিত" এবং "(অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) "আমার প্রতি মনোনিবেশ কর, আমার ভক্ত হও" ইত্যাদি।

ব্যতিরেকভাবে উদাহরণ, যথা—"বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ গুণান্বিত হইয়া উৎপন্ন হইল ; ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মকারণ সেই পরমপুরুষ ঈশ্বরকে (অধোক্ষজকে) ভজন করে না, অবজ্ঞা করে, তাহারাই স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।"

"পাপপরায়ণ, নিত্যানিত্য বিবেকহীন, মায়ার বশে সচ্ছাস্ত্রোপদেশজনিত জ্ঞানহীন, দম্ভাদি আসুরভাবাশ্রিত জনগণ কখনও আমাকে পায় না।" ইত্যাদি, এবং

"যে পর্য্যন্ত মানব পৃথিবীতে অনন্ত রসের মধ্যে একমাত্র সারপদার্থ হরিভক্তিকথাসুধারস সেবন না করে, সে পর্য্যন্ত সে বহুদেহধারণজনিত জরা, মরণ, জন্ম, যাতনাদি দুঃখসমূহ প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি পদ্মপুরাণেও দেখা যায়। (যদি বল, আর) কোথায় কোথায় এই ভক্তি প্রতিপন্ন হয় ? (তদুত্তরে বলিতেছেন,—এই ভক্তি) সর্ব্বত্রই অর্থাৎ (১) কি শাস্ত্র, (২) কি কর্ত্তা, (৩) কি দেশ, (৪) কি ইন্দ্রিয়, (৫) কি দ্রব্য, (৬) কি ক্রিয়া, (৭) কি কার্য্য, (৮) কি ফল,—সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেই অধিষ্ঠিত। তন্মধ্যে

(১) সর্ব্বশাস্ত্রের মধ্যে ভক্তির অবস্থান, যথা স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ সংবাদে—

"এই জন্মমৃত্যু সমাকুল ভয়ঙ্কর সংসারে বাসুদেবের পূজাই শাস্ত্র বিচারকগণ কর্ত্তৃক একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কথিত।"

তাহাতে প্রথমতঃ, 'অন্বয়ভাবে' ভগবদ্ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"ভগবান্ ব্রহ্মা তটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার বা একাগ্রচিত্ত হইয়া তিনবার সমগ্র বেদ (ভগবদ্‌বাণীতাৎপর্য্য) বিচার করিবার পর যাহা হইতে ভগবানে রতি হয়, তাহা (অর্থাৎ সেই অভিধেয়রূপা সাধনভক্তি) বুদ্ধিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিলেন।" স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণেও এইরূপ যথা—"সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া একমাত্র শ্রীনারায়ণই যে সর্ব্বদা ধ্যেয়বস্তু,—ইহাই নিরূপিত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়তঃ, 'ব্যতিরেকভাবে' ও ভগবদ্‌ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা গরুড়পুরাণে—

"বেদসমূহে পারঙ্গত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিয়া জানিবে।" সর্ব্বত্রই এইরূপ জানিতে হইবে ; সর্ব্বশেষে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(২) সর্ব্বকর্ত্তার মধ্যে ভক্তির অবস্থান, যথা—

"যাঁহারা তাঁহার নামরূপগুণলীলায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, (অর্থাৎ 'ভক্ত', তাঁহাদের ত' কথাই নাই,) এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও অন্যান্য পাপজীবিগণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনি জীবগণও যদি ভগবান্ উরুক্রমে সেবাপরায়ণ ভক্তগণের চরিত্র কেবলমাত্র অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারাও বৈষ্ণবী মায়াকে জানিয়া, (উহা) উত্তীর্ণ হইতে পারে।" গরুড়পুরাণে, যথা—

"জ্ঞানিমানবগণের ত' কথাই নাই, শ্রীহরির প্রতি সম্যগ্‌ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, কীটপক্ষিসমূহ এবং পশুগণেরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, মনে করি।"

এই কর্ত্তৃসমূহের মধ্যই আবার (ক) আচারবান্ ও দুরাচার, (খ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, (গ) বিরক্ত ও আসক্ত, (ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত, (ঙ) সাধক ও সিদ্ধ, (চ) ভগবৎপার্ষদতা প্রাপ্ত ও ভগবানের নিত্যপার্ষদত্বে নিত্যাবস্থিত প্রভৃতি পাত্রনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে ভক্তির অবস্থান দর্শন হইতেও ভগবদ্ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা (অর্থাৎ উহা যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহা) জানা যায়। তন্মধ্যে—

(ক) (বহিদৃষ্টিতে) আচারবান্ ও দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির অবস্থান, যথা—

"বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত দুরাচার থাকিলেও আমার অনন্যভাবে ভজনাকারীকে 'সাধু' বলিয়াই মনে করিবে, যেহেতু তিনি—মদর্থে সম্যক্ অধ্যবসায় (অখিলচেষ্টা) বিশিষ্ট।"

(বহির্দুরাচার থাকিলেও যখন ভক্তির ব্যাঘাত হয় না,) তখন 'সদাচার'-সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?—ইহাই 'অপি'-শব্দের অর্থ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও ভগবদ্ভক্তির অবস্থান, যথা—

"আমার যে বৈকুণ্ঠ স্বভাব, আমার যে স্বরূপ, আমার যে সচ্চিদানন্দময়তা, তাহা জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, যাহারা অনন্যভাবে আমাকেই ভজনা করে, তাহারাই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত" ইত্যাদি, এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও যথা—"অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তৃণাদি বা দ্রব্যাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত-ব্যক্তিগণও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে, তিনি তাঁহাদের সমুদয় পাপ হরণ করেন" ইত্যাদি।

(গ) বিরক্ত ও আসক্ত ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"উত্তমভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত ভক্ত ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও আমার প্রতি বীর্য্যবতী ভক্তির প্রভাবেই সে ব্যক্তি বিষয়সমূহে আর অভিভূত হইয়া পড়ে না।"

সুতরাং বিষয়ভোগে অনাকৃষ্ট অর্থাৎ বিরক্ত ব্যক্তি ত' (ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে) বিষয়ে একেবারেই অভিভূত হন না,—ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ।

(ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"অসদ্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ এই কারণেই মুক্তিলাভার্থ ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অথচ দেবতান্তরে দ্বেষ-রহিত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের অংশাবতারগণকেই ভজনা করেন" ইত্যাদি, এবং "শ্রীহরি এরূপ গুণবিশিষ্ট যে আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববিষয়ে বন্ধন (আসক্তি) শূন্য হইয়াও সেই ভগবান্ উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন" ইত্যাদি।

(ঙ) অসিদ্ধ (সাধক) ও সিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"সূর্য্য যেমন নীহার রাশিকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি কেবলা (রাগময়ী) ভক্তির দ্বারা অনর্থসমূহ বিনাশ করেন।"

"যিনি অতিসামান্য নিমিষার্দ্ধ কালও বিষ্ণুভক্ত দেবগণেরও নিত্য অন্বেষণীয় কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন হইতে বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।"

(চ) ভগবৎপার্ষদত্ব প্রাপ্ত ভক্তের মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"আমার সেবায় পরিপূর্ণকাম ভক্তগণ কালক্ষোভ্য, অনিত্য, নশ্বর, ইতর বিষয়ের কথা কি, আমার সেবাপ্রভাবে স্বয়ং আগত বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও বাঞ্ছা করেন না।"

ভগবানের নিত্য পার্ষদসমূহের মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা (দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)—

"হে দেবগণ, সেই বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবী পরিচারিকাগণের সহিত মিলিতা হইয়া বিদ্রুম মণিময় তটযুক্তা ও অমৃতময় নির্ম্মলতোয় সমন্বিতা বাপীসমূহের তীরে স্বীয় প্রমোদোপবনে তুলসীপত্রাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পূজা করিতে করিতে বাপীজলে প্রতিবিম্বিত স্বীয় সুন্দর অলকাবলী ও উৎকৃষ্ট নাসিকা-শোভিত বদনকমল দর্শন করিয়া, পতি যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতেছেন, মনে করিলেন।"

(৩) সকল বর্ষে (নববর্ষে), সকল ভুবনে, সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহাদের বাহিরে সর্ব্বত্র এবং সকল অবস্থাতেই সেই সেই ভক্তগণ যে শ্রীভগবানেরই উপাসনা করিতেছেন, তাহা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ; এতদ্দ্বারা সর্ব্বদেশেই (সর্ব্বত্রই) ভক্তির অবস্থান-দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

(৪) সকল ইন্দ্রিয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"ব্রহ্মাদি দেবগণও মানসোপচার দ্বারা পরমানন্দে শ্রীহরিকে পরিচর্য্যা করিয়া সেই বাক্য ও মনের অগোচর ভগবানকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

এরূপ বাক্যে (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বাদি) বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা দূরে থাকুক, (অন্তঃকরণ) মন ও বাক্যদ্বারাও উপাসনা-সিদ্ধি প্রসিদ্ধ আছে।

(৫) সকল দ্রব্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"প্রযতাত্মা ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল,—যাহা যাহাই সমর্পণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার সেই ভক্তিদত্ত বস্তু (বাৎসল্যভরে) ভোজন করিয়া থাকি।"

(৬) সর্ব্বক্রিয়ার ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি)—

"এই সদ্ধর্ম্ম (ভাগবত ধর্ম্মের কথা) একবার মাত্র শ্রবণ, পাঠ, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে, তাহা কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী, সকল (পাপী)কেই সদ্যঃ পবিত্র করেন।"

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিও যথা —

"হে কুন্তীপুত্র, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।"

এরূপ ভক্ত্যাভাস এবং ভক্ত্যাভাসাপরাধাদি ব্যাপারেও অজামিল ও মূষিকাদিই দৃষ্টান্ত বলিয়া জানিবে।

(৭) সকল কার্য্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

তাহাতে প্রথমতঃ, 'অন্বয়ভাবে' ভগবদ্ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"ভগবান্ ব্রহ্মা তটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার বা একাগ্রচিত্ত হইয়া তিনবার সমগ্র বেদ (ভগবদ্বাণীতাৎপর্য্য) বিচার করিবার পর যাহা হইতে ভগবানে রতি হয়, তাহা (অর্থাৎ সেই অভিধেয়রূপা সাধনভক্তি) বুদ্ধিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিলেন।" স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে ও লিঙ্গপুরাণেও এইরূপ যথা—"সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া একমাত্র শ্রীনারায়ণই যে সর্ব্বদা ধ্যেয়বস্তু,—ইহাই নিরূপিত হইয়াছে।"

দ্বিতীয়তঃ, 'ব্যতিরেকভাবে' ও ভগবদ্ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা গরুড়পুরাণে—

"বেদসমূহে পারঙ্গত ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নহে, তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিয়া জানিবে।" সর্ব্বত্রই এইরূপ জানিতে হইবে ; সর্ব্বশেষে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

(২) সর্ব্বকর্ত্তার মধ্যে ভক্তির অবস্থান, যথা—

"যাঁহারা তাঁহার নামরূপগুণলীলায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, (অর্থাৎ 'ভক্ত', তাঁহাদের ত' কথাই নাই,) এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও অন্যান্য পাপজীবিগণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্ যোনি জীবগণও যদি ভগবান্ উরুক্রমে সেবাপরায়ণ ভক্তগণের চরিত্র কেবলমাত্র অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারাও বৈষ্ণবী মায়াকে জানিয়া, (উহা) উত্তীর্ণ হইতে পারে।" গরুড়পুরাণে, যথা—

"জ্ঞানিমানবগণের ত' কথাই নাই, শ্রীহরির প্রতি সম্যগ্ ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে, কীটপক্ষিসমূহ এবং পশুগণেরও ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, মনে করি।"

এই কর্ত্তৃসমূহের মধ্যেই আবার (ক) আচারবান্ ও দুরাচার, (খ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, (গ) বিরক্ত ও আসক্ত, (ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত, (ঙ) সাধক ও সিদ্ধ, (চ) ভগবৎপার্ষদতা প্রাপ্ত ও ভগবানের নিত্যপার্ষদত্বে নিত্যাবস্থিত প্রভৃতি পাত্রনির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই সাধারণভাবে ভক্তির অবস্থান দর্শন হইতেও ভগবদ্ভক্তির সার্ব্বত্রিকতা (অর্থাৎ উহা যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহা) জানা যায়। তন্মধ্যে—

(ক) (বহির্দৃষ্টিতে) আচারবান্ ও দুরাচার ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির অবস্থান, যথা—

"বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত দুরাচার থাকিলেও আমার অনন্যভাবে ভজনাকারীকে 'সাধু' বলিয়াই মনে করিবে, যেহেতু তিনি—মদর্থে সম্যক্ অধ্যবসায় (অখিলচেষ্টা) বিশিষ্ট।"

(বহির্দুরাচার থাকিলেও যখন ভক্তির ব্যাঘাত হয় না,) তখন 'সদাচার'-সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?—ইহাই 'অপি'-শব্দের অর্থ।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও ভগবদ্ভক্তির অবস্থান, যথা—

"আমার যে বৈকুণ্ঠ স্বভাব, আমার যে স্বরূপ, আমার যে সচ্চিদানন্দময়তা, তাহা জানিয়াই হউক বা না জানিয়াই হউক, যাহারা অনন্যভাবে আমাকেই ভজনা করে, তাহারাই আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত" ইত্যাদি, এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও যথা—"অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তৃণাদি বা দ্রব্যাদি দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্তব্যক্তিগণও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে, তিনি তাঁহাদের সমুদয় পাপ হরণ করেন" ইত্যাদি।

(গ) বিরক্ত ও আসক্ত ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"উত্তমভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত ভক্ত ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেও আমার প্রতি বীর্য্যবতী ভক্তির প্রভাবেই সে ব্যক্তি বিষয়সমূহে আর অভিভূত হইয়া পড়ে না।"

সুতরাং বিষয়ভোগে অনাকৃষ্ট অর্থাৎ বিরক্ত ব্যক্তি ত' (ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে) বিষয়ে একেবারেই অভিভূত হন না,— ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ।

(ঘ) মুমুক্ষু ও মুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"অসত্তৃষ্ণাহীন শান্ত সাধুগণ এই কারণেই মুক্তিলাভার্থ ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, অথচ দেবতান্তরে দ্বেষ-রহিত হইয়া ভগবান্ নারায়ণের অংশাবতারগণকেই ভজনা করেন" ইত্যাদি, এবং "শ্রীহরি এরূপ গুণবিশিষ্ট যে আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্ববিষয়ে বন্ধন (আসক্তি) শূন্য হইয়াও সেই ভগবান্ উরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন" ইত্যাদি।

(ঙ) অসিদ্ধ (সাধক) ও সিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা —

"সূর্য্য যেমন নীহার রাশিকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি কেবলা (রাগময়ী) ভক্তির দ্বারা অনর্থসমূহ বিনাশ করেন।"

"যিনি অতিসামান্য নিমিষার্দ্ধ কালও বিষ্ণুভক্ত দেবগণেরও নিত্য অন্বেষণীয় কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন হইতে বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।"

(চ) ভগবৎপার্ষদত্ব প্রাপ্ত ভক্তের মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা—

"আমার সেবায় পরিপূর্ণকাম ভক্তগণ কালক্ষোভ্য, অনিত্য, নশ্বর, ইতর বিষয়ের কথা কি, আমার সেবাপ্রভাবে স্বয়ং আগত বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকেও বাঞ্ছা করেন না।"

ভগবানের নিত্য পার্ষদসমূহের মধ্যেও ভক্তির অবস্থান, যথা (দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)—

"হে দেবগণ, সেই বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবী পরিচারিকাগণের সহিত মিলিতা হইয়া বিদ্রুম মণিময় তটযুক্তা ও অমৃতময় নির্ম্মলতোয় সমন্বিতা বাপীসমূহের তীরে স্বীয় প্রমোদোপবনে তুলসীপত্রাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীনারায়ণের পূজা করিতে করিতে বাপীজলে প্রতিবিম্বিত স্বীয় সুন্দর অলকাবলী ও উৎকৃষ্ট নাসিকা-শোভিত বদনকমল দর্শন করিয়া, পতি যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতেছেন, মনে করিলেন।"

(৩) সকল বর্ষে (নববর্ষে), সকল ভুবনে, সকল ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহাদের বাহিরে সর্ব্বত্র এবং সকল অবস্থাতেই সেই সেই ভক্তগণ যে শ্রীভগবানেরই উপাসনা করিতেছেন, তাহা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ; এতদ্দ্বারা সর্ব্বদেশেই (সর্ব্বত্রই) ভক্তির অবস্থান-দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

(৪) সকল ইন্দ্রিয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"ব্রহ্মাদি দেবগণও মানসোপচার দ্বারা পরমানন্দে শ্রীহরিকে পরিচর্য্যা করিয়া সেই বাক্য ও মনের অগোচর ভগবানকে সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি।

এরূপ বাক্যে (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বাদি) বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা দূরে থাকুক, (অন্তঃকরণ) মন ও বাক্যদ্বারাও উপাসনা-সিদ্ধি প্রসিদ্ধ আছে।

(৫) সকল দ্রব্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"প্রযতাত্মা ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল,—যাহা যাহাই সমর্পণ করিয়া থাকেন, আমি তাঁহার সেই ভক্তিদত্ত বস্তু (বাৎসল্যভরে) ভোজন করিয়া থাকি।"

(৬) সর্ব্বক্রিয়ার ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা (শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি)—

"এই সদ্ধর্ম্ম (ভাগবত ধর্ম্মের কথা) একবার মাত্র শ্রবণ, পাঠ, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে, তাহা কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী, সকল (পাপী)কেই সদ্যঃ পবিত্র করেন।"

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিও যথা —

"হে কুন্তীপুত্র, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।"

এরূপ ভক্ত্যাভাস এবং ভক্ত্যাভাসাপরাধাদি ব্যাপারেও অজামিল ও মূষিকাদিই দৃষ্টান্ত বলিয়া জানিবে।

(৭) সকল কার্য্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

"যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্ত্তনপ্রভাবে তপস্যা, যজ্ঞ ও ক্রিয়াদিতে যাহা কিছু—ন্যূন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণতা লাভ করে, সেই শ্রীঅচ্যুতকে আমি বন্দনা করি।"

(৮) সর্ব্বপ্রকার কামনাফলেও ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—"উদারবুদ্ধি ব্যক্তি নিষ্কাম, ধর্ম্মার্থকামাদি সর্ব্বপ্রকার কামনাযুক্ত, এমন কি, মোক্ষকামী হইয়াও পরমপুরুষ শ্রীহরিকেই ভজন করিবেন" ইত্যাদি; পুনরায়, "বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেরূপ তাহার স্কন্ধ ও শাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতের পূজাতেই সকলের পূজা হইয়া যায়" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীহরির পরিচর্য্যা করিতে থাকিলে অন্যান্য সমস্ত দেবতার উপাসনাও স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া যায়,—ইহা হইতেও হরিভজনের সার্ব্বত্রিকতা জানা যায়; যথা স্কান্দে ব্রহ্মনারদসংবাদে—

"দেবদেবেশ্বর শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীহরি অর্চ্চিত হইলে সকল দেবতাই অর্চ্চিত হন; কেন না, শ্রীহরি—সর্ব্বান্তর্যামী।"

যিনি এইপ্রকার ভজন করেন (কর্ত্তৃকারক), শ্রীভগবদুদ্দেশে গবাদি যাহা কিছু দান করা যায় (কর্ম্মকারক), যে উপায়াবলম্বন দ্বারা ভক্তি করা যায় (করণকারক), শ্রীভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যাহাকে কোন বস্তু সম্প্রদান বা সমর্পণ করা যায় (সম্প্রদানকারক), যে সকল গবাদি হইতে দুগ্ধাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করা হয় (অপাদান-কারক), যে দেশে বা যে কুলে কেহ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন (অধিকরণকারক),—পুরাণসমূহে তাঁহাদের সকলেরই কৃতার্থতা দেখা যায়; এতদ্দ্বারা সকল কারকের মধ্যেও ভক্তির বিদ্যমানতা জানা যায়। এইরূপে (স্বতঃসিদ্ধা) ভক্তির 'সার্ব্বত্রিকতা' অর্থাৎ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বপাত্রে বিদ্যমানতা সাধিত (সংস্থাপিত বা প্রতিপাদিত) হইল।

অনন্তর পরবর্ত্তী 'সর্ব্বদা' পদদ্বারা (নিত্যসিদ্ধা) ভক্তির সনাতনত্ব বলিতেছেন; তন্মধ্যে—

(১) সৃষ্টিপ্রভৃতি কালে ভক্তির অবস্থান, যথা (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

"হে উদ্ধব, ভগবৎস্বরূপভূত সত্য সনাতনধর্ম্ম—বেদনাম্নী ভগবদ্বাণীতে বর্ত্তমান; কালক্রমে প্রলয়ে উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, পরে (ব্রাহ্মকল্পাদিতে) আমি উহা ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি" ইত্যাদি। সৃষ্টির মধ্যেও আবার বহু-স্থানেই ভক্তির অবস্থান কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(২) চতুর্ব্বিধ প্রলয়েও ভক্তির অবস্থান, যথা (শ্রীমৈত্রেয়ের প্রতি শ্রীবিদুরের প্রশ্ন)—

"প্রলয়কালে পরমেশ্বর একার্ণব শয্যায় শয়ন করিলে, কাঁহারা তাঁহার সেবা করেন, কাঁহারাই বা তৎপশ্চাৎ সুপ্ত হন?"

(৩) সকলযুগে ভক্তির অবস্থান, যথা (শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—

"সত্যযুগে ধ্যানকারীর, ত্রেতাযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর, দ্বাপরযুগে অর্চ্চনকার্য্যে যাহা লাভ হয়, কলিযুগে কেবলমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই সেই সমস্তই পাওয়া যায়।"

অধিক কি, শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও যথা—

"যে মুহূর্ত্তে বা যে ক্ষণে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা না করা যায়, সেই মুহূর্ত্ত বা ক্ষণই জীবের পক্ষে মহাক্ষতি, মহা দোষ, মোহ ও বিভ্রমজনক।"

(৪) সকল অবস্থাতেই ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—(ক) গর্ভে অবস্থানকালে শ্রীপ্রহ্লাদকে শ্রীনারদ যে হরিকথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাহাতেও ভক্তির সনাতনত্ব প্রসিদ্ধ; (খ) বাল্যকালে ধ্রুবাদি, (গ) যৌবনকালে অম্বরীষাদি, (ঘ) বার্দ্ধক্যে ধৃতরাষ্ট্রাদি, (ঙ) মৃত্যুকালে অজামিলাদি এবং (চ) স্বর্গলাভ (বাস) অবস্থাতেও চিত্রকেতু প্রভৃতির মধ্যে ভক্তির অবস্থান দেখা যায়। (ছ) নরক লাভাবস্থাতেও ভক্তির অধিষ্ঠান দেখা যায়, যথা শ্রীনৃসিংহপুরাণে—

"নারকিগণও যে যে ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সেই ভাবেই শ্রীহরিভক্তি বরণ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।"

এইজন্যই শ্রীভগবান্‌কে দুর্ব্বাসা বলিয়াছেন, যথা—"আপনার নাম উদিত (কীর্ত্তিত) হইলে নারকীও মুক্তি লাভ করেন।" আবার, (পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তিও) যথা—

"হে রাজন্, (বিষয়ভোগ হইতে) নির্ব্বেদভাবযুক্ত অভয়াভিলাষী যোগিগণের পক্ষেও শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই ব্যবস্থা, অর্থাৎ, শ্রীনামকীর্ত্তনরূপা ভক্তিই তাঁহাদের ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত।"

এস্থলেও তদ্রূপ (অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধাবস্থাদি সর্ব্বাবস্থাতেই ভক্তির অধিষ্ঠান দেখা যায়)।

সেই সেই স্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও কিছু কিছু দেখা যায়, যথা বৃহন্নারদীয় ও পদ্মপুরাণে—

"বিষ্ণুভক্তিবিহীন জনগণের চারিবেদ ও শাস্ত্রাদির (অনুশীলনে), তীর্থসেবায়, তপস্যাচরণে বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে লাভ কি?" আবার,

"ভগবান্ জনার্দ্দনে যাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহারই বা বহুশাস্ত্রানুশীলন, বহুতপস্যাচরণ, বহুযজ্ঞানুষ্ঠান, অথবা সহস্র সহস্র বাজপেয়ানুষ্ঠানে প্রয়োজন কি?" আরও (রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি, যথা)—

"কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মন্ত্রবিৎ, কি সদাচার পুরুষগণ,—ইঁহারা কেহই যাঁহার নিকট স্ব স্ব অনুষ্ঠানাদি সমর্পণ না করিয়া কোনপ্রকারেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই (নিত্যকীর্ত্তনীয়) সুভদ্রশ্রবাঃ অর্থাৎ (মঙ্গলময়কীর্ত্তি) শ্রীহরিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।" (দেবগণের পরস্পরের প্রতি উক্তি, যথা)—

"যে স্থানে বৈকুণ্ঠ (হরি) কথা রূপ সুধাসরিৎ প্রবাহিত হয় না, যে স্থানে তদাশ্রিত সাধু ভাগবতগণ বাস করেন না, যে স্থানে নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ বিষ্ণুযজ্ঞাদি এবং নৃত্য, গীত, বাদ্য ও ভক্তপূজনরূপ মহোৎসবাদি (অনুষ্ঠিত) হয় না, তাহা ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয় (বাস) যোগ্য নহে।" (পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের উক্তিও যথা)—

"যে দেবেন্দ্র স্বীয় শিরঃস্থিত মুকুটাগ্রভাগ দ্বারা বহুবার সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক (ভগবান্ অচ্যুতের) পাদপদ্মযুগল স্পর্শ করিতে করিতে তাঁহার নিকট ভৌমবধাদি স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রই সফলকাম হইয়া এখন আবার সেই শ্রীঅচ্যুতের সহিতই যুদ্ধ করিলেন; অহো, (সত্ত্বপ্রধান) দেবগণেরও কিরূপ মহাতমোভাব! তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যমদে ধিক্!!"

(মাতা দেবহূতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তিও যথা)—"আমার নিষ্কাম ভক্তগণকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য,—এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে থাকিলেও তাঁহারা আমার অহৈতুকী সেবা পরিত্যাগ করিয়া তাহা গ্রহণ করেন না" ইত্যাদি; (অসুর বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিও যথা—) "নির্ম্মল (নিষ্কাম) ভক্তির দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি যেরূপ প্রীতি লাভ করেন, দান, তপস্যা, পূজা, শৌচ ও ব্রতাদির দ্বারা তদ্রূপ প্রীত হন না; কেননা, শ্রীহরিভজন ব্যতীত অন্য যাহা কিছু, তাহা সকলই বিড়ম্বনামাত্র" ইত্যাদি; (শ্রীবেদব্যাসের প্রতিও শ্রীনারদের উক্তি যথা—) "স্বয়ং নৈষ্কর্ম্মাস্বরূপ হইলেও অচ্যুতভক্তিবর্জ্জিত নিরুপাধি জ্ঞানই যখন অধিক শোভা পায় না, তখন সাধন ও ফলকালে দুঃখরূপ কর্ম্ম নিষ্কাম বা সর্ব্বোত্তম হইলেও ভগবান্ শ্রীহরিতে অর্পিত না হইলে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা নিবন্ধন আবার কিজন্য শোভা পাইবে?" ইত্যাদি; (ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের প্রতিও চতুঃসনের (কুমারগণের) উক্তি, যথা)—"হে ভগবন্, আপনার অপ্রাকৃত যশঃই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ও পরম পবিত্র; যে সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষ—আপনার কথামৃতরসজ্ঞ ও আপনার পাদপদ্মে শরণাগত, তাঁহারা 'মোক্ষ' নামক আপনার চরম প্রসাদকেও যখন আদর করেন না, তখন আপনার ভ্রূকুটিপ্রভাবে ভয়প্রাপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার পদবীর সম্বন্ধে ত' কথাই নাই অর্থাৎ উহাকে ভগবদ্ভক্তগণ নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন" ইত্যাদি ব্যতিরেকভাবে দৃষ্টান্তেও ভগবদ্ভক্তিরই মাহাত্ম্য জানা যায়।

অনন্তর 'যাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা সিদ্ধ হয়' ইত্যাদি বাক্যে 'সর্ব্বদা' ও 'সর্ব্বত্র' পদদ্বয়ের পরস্পর সংযোগোৎপন্ন অর্থটী যে

যুগপৎ, তাহা দেখাইতেছেন, যথা (পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—"অতএব হে রাজন্, সকল জীবের পক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বসময়ে ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়" ইত্যাদি।

'অন্বয় ও ব্যতিরেক অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি বা বিধি ও নিষেধক্রমে' সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে যাহা সিদ্ধ হয়,—ইত্যাদি বাক্যে (ব্যষ্টিভাবে দৃষ্টান্ত, যথা)—

"ভগবান্ বিষ্ণুকেই সর্ব্বদা স্মরণ করিবে,—ইহাই একমাত্র বিধি; তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত হইবে না,—ইহাই একমাত্র নিষেধ; অন্যান্য প্রত্যেক বিধি ও নিষেধ—এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিধিনিষেধদ্বয়ের কিঙ্করমাত্র" ইত্যাদি; আবার সমষ্টিরূপেও দৃষ্টান্ত, যথা—"সংসারে প্রবিষ্ট জীবগণের শ্রীহরিতোষণমূলক কর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা নিত্য চরম কল্যাণকর পন্থা আর নাই; কারণ, তাহা হইতেই ভগবান্ বাসুদেবে প্রেমভক্তির উদয় হয়" ইত্যাদিভাবে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া সেই প্রসঙ্গের উপসংহারেও দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যথা—

"অতএব হে রাজন্, সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে (সকলজীবের পক্ষে) শ্রীহরিই একমাত্র শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্মরণীয়" ইত্যাদি।

(শ্রুতিস্তব প্রসঙ্গে কথিত) "ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ" * শ্লোকের ন্যায় এস্থলে 'নৃগণের' অর্থে 'জীবগণের' বুঝিতে হইবে। এস্থলে এই কথা বলা হইতেছে যে, কর্ম্মীর যে 'কর্ম্ম', উহা—তাহার 'সন্ন্যাস' পর্য্যন্ত; কর্ম্মীর যে 'ভোগ', উহা —তাহার 'শরীরপ্রাপ্তি'পর্য্যন্ত; যোগীর যে 'যোগ', উহা—তাহার 'সিদ্ধি' পর্য্যন্ত; প্রকৃতিবাদী জ্ঞানীর যে 'সাংখ্য', উহা—তাহার 'আত্মজ্ঞান' পর্য্যন্ত; ব্রহ্মবাদী মুমুক্ষুর যে 'জ্ঞান', উহা—তাহার 'মোক্ষ' পর্য্যন্ত; এবং ঐ সমস্ত সাধনই সেই সেই (অর্থাৎ নিজ নিজ) ফলবিশেষলাভের যোগ্যতা সাধক। এইপ্রকার কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদিতে শাস্ত্রাদির ব্যভিচার (অন্যথাচরণ)ও আছে, জানিতে হইবে অর্থাৎ উপায় ও উপেয়ের মধ্যে পার্থক্যনিবন্ধন কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানাদির অনুষ্ঠান শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে পূর্ব্বকথিত সেই সেই প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যসমূহদ্বারা হরিভক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাদৃশ পরম নিগূঢ় রহস্য বস্তুর (সাক্ষাৎ প্রেমভক্তির) 'অংশ' হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অতএব অভিধেয় ভগবদ্ভক্তি—'রহস্য' অর্থাৎ 'প্রয়োজন'স্বরূপ প্রেমভক্তির 'অংশ' বলিয়াই সম্বন্ধজ্ঞান রূপ অর্থান্তরদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াই এই ভক্তিসাধনটী কথিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীব্রহ্মাও এইরূপে শ্রীভাগবত উপদেশ দিতে গিয়া তচ্ছিষ্য শ্রীনারদকে ঐপ্রকার সঙ্কল্পই করাইয়াছিলেন, যথা—

যাহাতে অর্থাৎ যেরূপভাবে বর্ণন করিলে সেই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বাশ্রয় শ্রীহরির প্রতি মানবমাত্রেরই ভক্তি উদিত হয়, তুমি মনে মনে সেইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন কর ॥ ১১৪ ॥

'সঙ্কল্প'শব্দে নিয়মদ্বারা (পূর্ব্বক) অঙ্গীকার করিয়া ॥ শ্রীনারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি ॥ ১১৪ ॥

শ্রীনারদেনাপি তন্মহাপুরাণাবির্ভাবার্থং তথৈবোপদিষ্টম্ (ভা ১।৫।১৩)—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্, শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে, সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ।। ১১৫ ।।

'অথো' অতঃ,—"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" (ভা ১।৫।১২) ইত্যাদ্যুক্তেঃ কারণাৎ। অত্র বিচেষ্টিতানুস্মরণেনাথশ্চৈব ভক্তির্লক্ষ্যতে। অন্তে চ (ভা ১।৫।৪০)—

* তত্ত্ববিদ্গণ এই ভগবচ্চরণ সেবাকেই জীবগণের একমাত্র 'গতি' বলিয়া বিচারপূর্ব্বক নিগমোক্ত সর্ব্বকর্ম্মফলার্পণক্ষেত্র এবং সংসার নিবর্ত্তক আপনার পাদপদ্মযুগলকে দৃঢ়বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার সহিত সেবা করেন।

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ, সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রখ্যাহি দুঃখৈর্ম্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং, সংক্লেশনির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ১১৬ ॥

'বিদাং' বিদুষাম্ ॥ (১।৫।) শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥ ১১৫-১১৬ ॥

শ্রীনারদও সেই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব নিমিত্ত তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন ; যথা—

অতএব হে মহাভাগ, (বেদব্যাস,) আপনি—অব্যর্থদৃষ্টি অর্থাৎ যথার্থবুদ্ধিসম্পন্ন, নির্ম্মল কীর্ত্তি, সত্যনিষ্ঠ ও সেবা-ব্রতধারী ; আপনি জীবের সকল বন্ধনমোচন-নিমিত্ত সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীউরুক্রমের লীলা অনুস্মরণ করুন (অর্থাৎ স্মরণ করিয়া বর্ণন করুন) ॥ ১১৫ ॥

'অথো' শব্দের অর্থ—'অতএব' ; তাহার কারণ এই যে "শ্রীঅচ্যুতভক্তিবিহীন হইলে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞানও বেশী কিছু শোভা পায় না" ইত্যাদি শ্লোকটী (এই শ্লোকের ঠিক পূর্ব্বেই) কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকে 'ভগবল্লীলানুস্মরণ' কথাটীদ্বারা নিশ্চলা ভক্তিই লক্ষিত হইতেছে। ঐ ১ম স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ের শেষেও, যথা—

হে বিশালকীর্ত্তে, (বেদব্যাস,) যাহা দ্বারা পণ্ডিতগণেরও জ্ঞানেচ্ছা সমাপ্ত হইয়া যায়, তুমি সেই বিভু শ্রীহরির যশই কীর্ত্তন কর ; কেননা, তত্ত্ববিদ্গণ মনে করেন,—নানাবিধ দুঃখে মুহুর্ম্মুহুঃ পীড়িত জীবগণের সমস্ত সন্তাপ তদ্দ্বারাই উপশম লাভ করে, অন্য কোনও উপায়ে করে না ॥ ১১৬ ॥

'বিদাং' শব্দে পণ্ডিতগণের ॥ শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তিদ্বয় ॥ ১১৫-১১৬ ॥

শ্রীব্যাসোঽপি তন্মহাপুরাণপ্রচারণারম্ভে ভক্তিমেব পরমশ্রেয়ঃপ্রদত্বেন সমাধাবনুভূতবানিতি প্রথম-সন্দর্ভে দর্শিতং "ভক্তিযোগেন মনসি" (ভা ১।৭।৪) ইত্যাদিপ্রকরণে।

তথৈব, "কো লাভঃ" (ভা ১১।১৯।২৮) ইতি শ্রীউদ্ধবপ্রশ্নানন্তরং শ্রীভগবতৈব সম্মতম্—"ভগো ম" (ভা ১১।১৯।৪০) ইত্যাদৌ।

লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ॥ ১১৭ ॥

স্পষ্টম্। (১১।১৯।) শ্রীউদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ১১৭ ॥

শ্রীব্যাসদেবও সেই মহাপুরাণের (শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রচার প্রারম্ভে পরমকল্যাণপ্রদা বলিয়া ভক্তিকেই যে স্বীয় সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম ('তত্ত্ব')সন্দর্ভে "ভক্তিযোগেন মনসি" এই প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তদ্রূপ, 'লাভ কি ?'—১১শ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই (ঐ অধ্যায়ে) "ভগো মে" ইত্যাদি (৪০শ) শ্লোকে—

আমার প্রতি শুদ্ধভক্তিই (জীবের উত্তম অর্থাৎ পরম লাভ,—এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১১৭ ॥

এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই। শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ১১৭ ॥

স্বগতং বিচারয়তি স্ম, (ভা ১।৪।৩০)—

কিংবা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ। প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ১১৮ ॥—

স্পষ্টম্ ॥ (১।৪।) শ্রীব্যাসঃ স্বগতম্ ॥ ১১৮ ॥

শ্রীল ব্যাসদেবও স্বয়ংই মনে মনে ঐরূপ বিচার করিয়াছিলেন, যথা—

অথবা পরমহংসগণের প্রিয় ভাগবতধর্ম্মসমূহ আমি, বোধ হয়, বাহুল্যরূপে নিরূপণ করি নাই ; কেননা, সেই ভাগবতধর্ম্মসমূহই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের প্রিয় (এইজন্যই কি আমার চিত্তে স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিফলে এই অপ্রসন্নতা ঘটিল ?) ॥ ১১৮ ॥

এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই ॥ শ্রীব্যাসদেবের স্বগত উক্তি ॥ ১১৮ ॥

অশেষোপদেষ্টুরপি তদুপদেশেনৈব ভগবতঃ পরম উৎকর্ষ উচ্যতে ; যথা (ভা ৬।১৬।৩৬)—

জিতমজিত তদা ভগবন্, যদাহ ভাগবতং ধর্ম্মমনবদ্যম্ ।। ১১৯ ।।

জিতমিত্যত্র ভবতেতি জ্ঞেয়ম্ ; আহেত্যত্র তু ভবানিতি ॥ (৬।১৬।) চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥ ১১৯ ॥

(এমন কি,) অশেষ উপদেশ প্রদান করিবার পর সেই ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ প্রদান দ্বারাই শ্রীভগবানেরও পরম উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে ; যথা (ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর উক্তি)—

হে ভগবন্ অজিত, আপনি যখন এই অনিন্দনীয় ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন আপনারই জয় (সর্ব্বোৎকর্ষ)-লাভ হইয়াছে ॥ ১১৯ ॥

'জয়লাভ হইয়াছে',—এই বাক্যে 'হে ভগবন্, আপনা কর্ত্তৃকই জয়লাভ হইয়াছে' (কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি) বুঝিতে হইবে ; কিন্তু 'কীর্ত্তন করিয়াছে'—এই বাক্যে 'আপনিই কীর্ত্তন করিয়াছেন', (কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি) বুঝিতে হইবে ॥ ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর উক্তি ॥ ১১৯ ॥

তদেবং ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বং স্থিতম্ । তত্র যদ্বহুত্র কর্ম্মাদিমিশ্রত্বেন তদ্ধর্ম্ম উপদিশ্যতে, তত্তু তত্তন্মার্গ-নিষ্ঠান্ ভক্তিসম্বন্ধেন কৃতার্থয়িতুং তানেব কাংশ্চিত্তত্ত্যাস্বাদেন শুদ্ধায়ামেব ভক্তৌ প্রবর্ত্তয়িতুং চেতি জ্ঞেয়ম্ । পুনশ্চ, সর্ব্বত্র তস্যা এবাভিধেয়ত্বং বক্তুং তদীয়মহিমা পূর্ব্বত্র ব্যাখ্যাতোঽপি ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে । সর্ব্বৈরেব, বিশেষতঃ ভক্তৈরন্যত্তু ন কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়েণ । তত্র তস্যাঃ (১) পরমধর্ম্মত্বং, (২) সর্ব্বকামপ্রদত্বং চ "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্" (ভা ৬।৩।২২) ইত্যাদৌ, "অকামঃ সর্ব্বকামো বা" (ভা ২।৩।১০) ইত্যাদৌ "সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাম্" (ভা ১১।১৫।৩৫) ইত্যাদৌ চ দর্শিতমেব । স্কান্দে চ সনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সংবাদে—

"বিশিষ্টঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মো বিষ্ণ্বর্চ্চনং নৃণাম্ । সর্ব্বযজ্ঞতপোহোমতীর্থস্নানৈশ্চ যৎ ফলম্ ॥

তৎফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য চাপ্নুয়াৎ । তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চ্চয়েৎ ॥"

তত্রৈব ব্রহ্মনারদসংবাদে চ—

"অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ । ন তৎফলমাপ্নোতি মদ্ভক্তৈর্যদবাপ্যতে ॥" ইতি ।

(৩) অশুভঘ্নত্বমপি "সধ্রীচিনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ" (ভা ৬।১।১৫) ইত্যাদৌ দর্শিতম্ ; টীকা চ—"অতো ন জ্ঞানমার্গ ইবাসহায়তানিমিত্তং ভয়ং, নাপি কর্ম্মমার্গবন্মৎসরাদিযুক্তেভ্যো ভয়মিতি ভাবঃ" ইত্যেষা । তথা চ স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে পরমেশ্বরবাক্যম্—

"মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহলোকে পরেঽপি বা । নাশুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্দিবম্ ॥" ইতি ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

"স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনো যত্র জায়তে । পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥" ইতি ।

(৪) সর্ব্বান্তরায়নিবারকত্বমাহুঃ (ভা ১০।২।২৭)—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্, ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ।। ১২০ ।।

পূর্ব্বে "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভা ১০।২।২৬) ইত্যাদিনা মুক্তানামপি ভগবদনাদরেণ পরমার্থভ্রংশ উক্তঃ । ভক্তানাং স নাস্তীত্যাহ,—তথেতি । যথা পূর্ব্বে আরূঢ়পরমপদত্বাবস্থাতোঽপি ভ্রশ্যন্তি, তথা তাবকা-

'মার্গাৎ' সাধনাবস্থাতোহপি ন ভ্রশ্যন্তীত্যর্থঃ। শ্রীবৃত্রগজেন্দ্রভরতাদীনাং সজ্জন্মতো ভ্রংশেহপি ভক্তিবাসনানুগতিদর্শনাৎ। বাসনাভাষ্যে চ—

"মুক্তা অপি প্রপদ্যন্তে পুনঃ সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

ইতি তেষাং তু পুনঃ সংসারবাসনানুগতেঃ। যতস্ত্বয়ি 'বদ্ধসৌহৃদাঃ' সৌহৃদমত্র শ্রদ্ধামার্গাদিতি সাধকত্ব-প্রতীতেরেব ; ত্বদ্‌বদ্ধসৌহৃদত্বাদেব ত্বয়েত্যাদি। তথোক্তং—"ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা" (ভা ১১।৪।১০) ইত্যাদৌ, "ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেৎ" (ভা ১১।২।৩৩) ইত্যাদৌ চ। (১০।২।) ব্রহ্মাদয়ো ভগবন্তম্॥১২০॥

এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব সংস্থাপিত হইল। তবে যে বহুস্থানে কর্ম্মাদির সহিত মিশ্রভাবে ভক্তিধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা সেই সেই কর্ম্মাদি অভক্তিমার্গনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনদ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্য এবং তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও ভক্তির আস্বাদন করাইয়া শুদ্ধভক্তিতে প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্যই, বুঝিতে হইবে।

ভক্তির মহিমা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইলেও সর্ব্বত্র ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বলিবার জন্য ক্রমশঃ পুনরায় ব্যাখ্যা করা যাইতেছে,—সকলেরই, বিশেষতঃ ভক্তগণের আর অন্য কোনও কর্ত্তব্যই নাই,—এই অভিপ্রায়েই এই ব্যাখ্যা। "শুদ্ধনামগ্রহণাদি-দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিযোগ, তৎপর্য্যন্তই এই মর্ত্ত্যজগতে পরমধর্ম্ম বিহিত" ও "নিষ্কাম বা সর্ব্ববিধ কামনাবিশিষ্ট অথবা অপবর্গকামী হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রবলভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমপুরুষের যজন করিবেন" এবং "সর্ব্ববিধ সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রভৃতিরও আমিই কারণ, আমিই পালয়িতা, আমিই প্রভু" ইত্যাদিস্থলে সেই ভক্তিরই (১) পরমধর্ম্মত্ব ও (২) সর্ব্বকামপ্রদত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণেও সনৎকুমার মার্কণ্ডেয়সংবাদে কথিত হইয়াছে,—

"সকল ধর্ম্মের মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনই মানবগণের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। সকল যজ্ঞ, তপস্যা, হোম ও তীর্থ-স্থান হইতে যে ফললাভ হয়, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া তাহার কোটিগুণ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। অতএব এই জগতে সর্ব্ব-প্রযত্নে ভগবান্ শ্রীনারায়ণেরই অর্চ্চন করিবে।" ঐ পুরাণে ব্রহ্ম নারদসংবাদেও কথিত হইয়াছে,—

"যে ব্যক্তি সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যাগ করেন, আমার ভক্তগণ যে ফল লাভ করেন, তিনি কখনও সেই ফল প্রাপ্ত হন না।"

"এই জগতে বিঘ্নাদিজনিত ভয়শূন্য এই মঙ্গলময় ভক্তিমার্গই একমাত্র সমীচীন পথ ; এই পথেই নারায়ণপরায়ণ কৃপালু নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন" ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির (৩) অশুভঘ্নত্ব (অমঙ্গলনাশকত্ব)ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এই-শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-কৃত টীকা, যথা,—"অতএব এই ভক্তিমার্গে জ্ঞানমার্গের ন্যায় অসহায়তা নিমিত্ত ভয়, অথবা কর্ম্মমার্গের ন্যায় মৎসরাদিযুক্ত ব্যক্তি হইতে ভয় নাই,—ইহাই ভাবার্থ।" স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে পরমেশ্বরেরও এইরূপবাক্য, যথা—

"আমার ভক্তিলাভকারী জনগণের ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোন অশুভ ত' থাকেই না, পরন্তু (আমার প্রতি ভক্তি) তাহাদের কোটিকুলকে দিব্য (বৈকুণ্ঠ) লোকে লইয়া যায়।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও,—

"যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীব সকলকল্যাণভাজন হয়, আমি সেই জন্মবিহীন সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণাগত হইতেছি।"

ভক্তির (৪) সর্ব্ববিঘ্ননাশকত্ব, বলিতেছেন (দেবকীগর্ভে আবির্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবগণের গর্ভস্তুতি)—

হে মাধব, হে প্রভো, তোমাতেই সৌহৃদ (প্রেম)সূত্রে বদ্ধ ত্বদীয় ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কোনকালেই ভ্রষ্ট হন না, তোমা কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া তাঁহারা নির্ভয়ে বিঘ্নকারি-দলপতিগণের মস্তকোপরি বিচরণ করেন অর্থাৎ অনায়াসে বিঘ্নসমূহ জয় করিয়া থাকেন॥ ১২০॥

ইতঃপূর্ব্বে "হে পদ্মপলাশলোচন, যাঁহারা তোমার চরণ সেবা অনাদর করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তোমার প্রতি ভক্তির অভাব বশতঃ তাঁহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধা নহে বলিয়া তাঁহারা বহুজন্মের তপস্যার বলে (ফলে)

জীবন্মুক্তিরূপা দশা লাভ করিয়াও তোমার পাদপদ্ম অনাদরপূর্ব্বক অধঃপতিত হয়" ইত্যাদি শ্লোকে মুক্তজীবগণেরও যে ভগবদনাদরহেতুই পরমার্থ হইতে পতন ঘটিয়াছে, তাহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তগণের তাহা অর্থাৎ পতন নাই,—ইহা বলিবার অভিপ্রায়েই এই শ্লোকোক্তি; অর্থাৎ, প্রাগুক্ত (ভক্তিহীন মুক্তাভিমানী) জনগণ পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতেও যেরূপ ভ্রষ্ট হন, (হে ভগবন্,) ত্বদীয় ভক্তগণের (পরমপদারূঢ়াবস্থা হইতে দূরে যাউক,) সাধনাবস্থা হইতেও সেইরূপ বিচ্যুতি ঘটে না, যেহেতু শ্রীবৃত্র, গজেন্দ্র ও ভরতাদি ভক্তগণের (প্রাক্তন) উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও তাঁহাদের ভক্তিবাসনার অনুসরণ (পরজন্মেও) দেখা গিয়াছে।

"মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারাও পুনরায় সংসার-বাসনা লাভ করেন।"

এই বাসনাভাষ্যধৃত শাস্ত্রবাক্যে বদ্ধমুক্তজীবগণও যে পুনরায় সংসারবাসনার অনুগমন করেন, তাহা প্রমাণিত হয়। (অতএব ত্বদীয় ভক্তগণ কখনও ভ্রষ্ট হন না,) যেহেতু তাঁহারা—তোমাতে 'বদ্ধসৌহৃদ'; এস্থলে 'সৌহৃদ' শব্দে শ্রদ্ধামার্গ হইতে, অতএব সাধকত্ব প্রতীতিনিবন্ধনই 'সৌহৃদ' শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তোমাতে বদ্ধসৌহৃত্ব বশতঃই পরে 'ত্বয়া' অর্থাৎ 'তোমাকর্ত্তৃক তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত' ইত্যাদি বাক্য কথিত হইয়াছে। "তোমার সেবনকারী ভক্তগণকে, আপনাদের বাসস্থান স্বর্গভূমিও অতিক্রমপূর্ব্বক তোমার পরমপদ বৈকুণ্ঠে গমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের (ভক্তিময় জীবনপথে) বহুবিঘ্ন উপস্থাপিত হয়, * * কিন্তু যদি তুমি রক্ষাকর্ত্তা হও, তাহা হইলে তোমার সেই সুরক্ষিত ভক্ত (অনায়াসে) বিঘ্নের মস্তকে পদ ধারণ করেন (অর্থাৎ বিঘ্নাভিভূত না হইয়া অনায়াসে তাহা অতিক্রম করিতে পারেন)" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "এই ভাগবতধর্ম্মে বা ভক্তিযোগানুষ্ঠানে নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না" ইত্যাদি শ্লোকেও এইরূপ কথিত আছে॥ শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদি দেবগণের উক্তি ॥ ১২০ ॥

তথা, (ভা ৩।২১।২৩)—

ন বৈ জাতু মৃষৈব স্যাৎ প্রজাধ্যক্ষ মদর্হণম্।
ভবদ্বিধেষ্বতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাত্মনাম্॥ ১২১॥

ময়ি 'সংগৃভিতঃ' সংগৃহীতো বদ্ধ আত্মা যেষাম্। তথা "বাধ্যমানোঽপি" (ভা ১১।১৪।১৭) ইত্যাদি-কমপ্যত্রোদাহরণীয়ম্। অত্র প্রায়ো বাধ্যমানত্বং কদাচিত্তদ্ধ্যানাদিত আকৃষ্যমাণত্বমবগম্যতে; তথাপ্যনভিভূতত্বং "বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ" (ভা ১১।২০।২৭) ইত্যাদি ন্যায়েন। তত্রাপি ভগবন্তং প্রতি নিজদৈন্যাদিনিবেদনাদিনা ভক্তেরেবানুবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্।(৩।২১।) শ্রীভগবান্ কর্দ্দমম্॥ ১২১ ॥

এবিষয়ে আরও কথিত আছে,—

হে প্রজাপতে, আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত ভক্তগণের, বিশেষতঃ ভবাদৃশ জনগণের বিহিত আমার যে অর্চ্চন, তাহা কখনও কোনপ্রকারে নিষ্ফল হয় না ॥ ১২১ ॥

আমাতে 'সংগৃভিত'—সংগৃহীত অর্থাৎ বদ্ধ আত্মা (চিত্ত) যাঁহাদিগের, তাঁহাদের। সেইরূপ "বিষয়ভোগে আকৃষ্যমাণ অজিতেন্দ্রিয় প্রাকৃত ভক্তও আমার প্রবল ভক্তিপ্রভাবে বিষয় দ্বারা প্রায়ই অভিভূত হয় না" ইত্যাদি শ্লোকও এস্থলে উদাহরণযোগ্য। এস্থলে আমার ভক্তের 'প্রায়শঃ বাধ্যমানত্ব' শব্দে কখনও কখনও ভগবদ্ধ্যানাদি হইতে তাঁহার আকৃষ্য-মাণত্ব,—এই অর্থ পাওয়া যায়; তাহা হইলেও, "কামসমূহকে দুঃখাত্মক জানিয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ"—এই ন্যায়ানুসারে তাঁহারও (সেই প্রাকৃত ভক্তেরও) বিষয়কর্ত্তৃক অনভিভূতত্ব (অর্থাৎ বিষয়সমূহ সেই প্রাকৃতভক্তকেও অভিভূত করিতে পারে না,) বুঝিতে হইবে। সেই স্থলেও ভগবানের প্রতি স্বীয় দৈন্যাদি নিবেদন দ্বারা ভক্তিরই অনুবর্ত্তন হইয়াছে, জানিতে হইবে॥ কর্দ্দম-ঋষির প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১২১॥

(৫) দুষ্টজীবাদিভয়নিবারকত্বমাহ, (ভা ৭।৫।৩৪-৩৫)—

দিগ্‌গজৈর্দ্দন্দশূকেন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈরভোজনৈঃ॥
হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি। ন শশাক যদা হন্তুমপাপমসুরঃ সুতম্।
চিন্তাং দীর্ঘতমাং প্রাপ্তস্তৎকর্ত্তুং নাভ্যপদ্যত॥ ১২২॥

অত্র "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" (বিঃপুঃ ১ম অং ১৭শ অঃ ৪৪) ইত্যাদিকং বৈষ্ণববচনজাত-মনুসন্ধেয়ম্; "ন যত্র শ্রবণাদীনি" (ভা ১০।৬।৩) ইত্যাদিকঞ্চ। যথা বৃহন্নারদীয়ে,—

"যত্র পূজা পরো বিষ্ণোস্তত্র বিঘ্নো ন বাধতে। রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি॥
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুষ্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা। ডাকিন্যো রাক্ষসাশ্চৈব ন বাধন্তেঽচ্যুতার্চ্চকম্॥" ইতি।
(৭।৫।) শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্॥ ১২২॥

(অতঃপর) (৫) দুষ্ট জীবাদি হইতে ভক্তির ভয় নাশকত্বের কথা বলিতেছেন,—

দিগ্‌গজ, হিংস্র সর্প ও কৃত্যাদি নির্ম্মাণ বা মারণাদিরূপ অভিচার, গিরিশৃঙ্গ হইতে পাতন, কূপ বা গর্ত্তে নিরোধ, বিষদান, অনশন, হিম, বায়ু, অগ্নি ও সলিলে নিক্ষেপ, তদুপরি পর্ব্বতাদি ক্ষেপণ ইত্যাদি বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন অসুররাজ হিরণ্যকশিপু নিষ্পাপ পুত্র প্রহ্লাদকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইল কিন্তু প্রহ্লাদকে বধ করিবার কোনই উপায় দেখিতে পাইল না॥ ১২২॥

এস্থলে, "বজ্রের অগ্রভাগতুল্য কঠোর এই হস্তীর দন্তসমূহ যে আমার প্রতি প্রযুক্ত হইবা মাত্র বিশীর্ণ হইয়া গেল,—ইহা আমার বল নহে; ইহা—জনার্দ্দনস্মরণ জনিত মহাবিপৎ ও পাপ বিনাশক প্রভাবমাত্র" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ-বচন-সমূহও অনুসন্ধেয় এবং "যেস্থলে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মসমূহের মধ্যে সাত্বতপতি কৃষ্ণের রাক্ষস (বিঘ্ন)নাশক কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে না, সেই স্থলেই রাক্ষসগণ উপস্থিত হয়" ইত্যাদি শ্লোকও অনুসন্ধেয়। যথা বৃহন্নারদীয়পুরাণে,—

"যে স্থানে বিষ্ণুপূজা পরায়ণ ভক্ত বর্ত্তমান, সে স্থানে কোন বিঘ্নই পীড়ন করে না। কি রাজা, কি তস্কর, কি ব্যাধি, কাহারও উপদ্রব সে স্থানে থাকে না। (বিঘ্নোৎপাদক) প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড (অর্থাৎ গণদেবতা বা প্রমথ), গ্রহ, বালগ্রহ (বালঘাতী উপগ্রহ), ডাকিনী ও রাক্ষস প্রভৃতি কোন অপদেবযোনি শ্রীঅচ্যুতপূজককে পীড়ন করিতে পারে না।" শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি॥ ১২২॥

তথা (ভা ৩।২২।৩৪)—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্॥ ১২৩॥

এবমপ্যুক্তং গারুড়ে,—

"ন চ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ। হন্তুং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্থে মধুসূদনে॥" ইতি।
(৩।২২।) শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥ ১২৩॥

এবিষয়ে আরও কথিত আছে,—

হে ব্যাসনন্দন বিদুর, জ্বরাদি শারীরিক, শোকাদি মানসিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, অনাবৃষ্ট্যাদি (আধি) দৈবিক, অর্থাৎ আন্তরীক্ষ, এবং মনুষ্যরূপ শত্রু বা হিংস্রজীব প্রদত্ত (আধি) ভৌতিক ক্লেশসমূহ শ্রীহরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিকে কিরূপে পীড়া দিতে পারে? ১২৩॥

গরুড়পুরাণেও এইরূপই কথিত হইয়াছে,—

"যাহার হৃদয়ে শ্রীমধুসূদন অবস্থিত, সেই পুরুষকে দুর্ব্বাসা ঋষির (ভীষণ) শাপ বা ইন্দ্রের তীক্ষ্ণ বজ্রও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না।" শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥ ১২৩ ॥

অথ (৬) পাপঘ্নত্বে,—তাবৎ অপ্রারব্ধপাপঘ্নত্বমাহ, (ভা ১১।১৪।১৯)—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥ ১২৪ ॥

টীকা চ—"পাকাদ্যর্থমপি প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মীকরোতি, তথা বাগাদিনাপি কথঞ্চিন্মদ্বিষয়া ভক্তিঃ সমস্তপাপানীতি ভগবানপি স্বভক্তিমহিম্নাশ্চর্য্যেণ সম্বোধয়তি,—অহো উদ্ধব বিস্ময়ং শৃণু" ইত্যেষা। পাদ্মপাতালখণ্ডস্থবৈশাখমাহাত্ম্যে চ—

"যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। পাপানি ভগবদ্ভক্তিস্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ ॥" ইতি।

যদ্যপি "হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্" (ভা ৬।২।১৫) ইত্যাদৌ লিঙাদিপ্রত্যয় বিরহেঽপি "পূষা প্রপিষ্টভাগো" (যজুঃ), "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতি" (যজুঃ) ইত্যাদিবদ্বিধিত্বমস্তি, (ভা ২।১।৫)—

"তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥"

ইত্যাদৌ সাক্ষাদ্বিধিশ্রবণমপ্যস্তি, 'তস্মাৎ' ইতি হেতুনির্দ্দেশশ্চাকরণে দোষং ক্রোড়ীকরোতি, তথাপি বিধিসাপেক্ষেয়ং ন ভবতীতি তথাভূতস্বভাবাগ্নিলক্ষণবস্তুদৃষ্টান্তেন সূচিতম্। অতএব "যানাস্থায় নরো-রাজন্" (ভা ১১।২।৩৩) ইত্যাদিকমপি দৃশ্যতে। 'সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ' ইত্যনেন সাধনান্তরসাপেক্ষত্বমশক্যসাধ্যত্বং বিলম্বিতত্বঞ্চ নিরাকৃতম্। তদেবং ব্যক্তং পাদ্মাৎ 'তৎক্ষণাৎ' ইতি ॥ (১১।১৪।) শ্রীউদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ১২৪ ॥

অনন্তর ভক্তির (৬) পাপনাশকত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথমে তাহার অপ্রারব্ধ পাপনাশকত্বের কথা বলিতেছেন,—

হে উদ্ধব, সুপ্রজ্বালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমার প্রতি অর্পিতা ভক্তিও সমগ্র পাপ বিনাশ করিয়া ফেলে ॥ ১২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা—"পাকাদির নিমিত্ত প্রজ্বালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ বাক্যাদিদ্বারা কোন প্রকারে অনুষ্ঠিতা মদ্বিষয়িণী ভক্তিও সমস্ত পাপ বিনাশ করে; এজন্য সাক্ষাদ্ভগবান্ও স্বকীয় ভক্তিমহিমার প্রভাব স্মরণে বিস্ময়নিবন্ধন শ্রীউদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'অহে উদ্ধব, বিস্ময়ের অর্থাৎ আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ কর।" পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যেও ঠিক এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সুপ্রজ্বালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, ভগবদ্ভক্তিও সেইরূপ পাপসমূহকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলে।"

যদিও "যে ব্যক্তি অবশভাবে 'হরি' এই নামটী উচ্চারণ করেন, তিনি কোন যাতনা ভোগ করেন না" ইত্যাদি স্থলে বিধিপ্রতিপাদক 'লিঙ্' প্রত্যয়ের অভাবেও—"যজ্ঞে সূর্য্যের ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য" এবং "আগ্নেয় অষ্টাকপাল নামক যাগ হইবে। অর্থাৎ তাদৃশ যাগ কর্ত্তব্য।" * ইত্যাদি স্থলবিশেষের ন্যায়,—বিধিই উহ্যভাবে বর্ত্তমান

---

* "পূষা প্রপিষ্টভাগঃ অদন্তকো হি সঃ" (যজুঃ) ও "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতি" (যজুঃ) ইত্যত্র পৃথঙ্মন্ত্রদ্বয়ং বিদ্যতে; তত্র তাবৎ প্রথমমন্ত্র—পূষা (সূর্য্যঃ) প্রপিষ্টভাগঃ (প্রকর্ষেণ পিষ্টীকৃত-হবির্ভাগবান্ ভবেৎ সূর্য্যস্য ভাগং পেষয়েদিত্যর্থঃ), হি (যস্মাৎ) সঃ (সূর্য্যঃ) অদন্তকঃ (দন্তশূন্যঃ) ইতি; দ্বিতীয়স্য চ—যৎ (যত্র, ইতি পূর্ব্বমন্ত্রেণ সহ অন্বয়ঃ) আগ্নেয়ঃ (আগ্নেয়-নামা অজযাগঃ) অষ্টাকপালঃ ("অষ্টসু কপালেষু পাত্রেষু পুরোডাশঃ পক্ত্বা হূয়তে" যস্মিন্ সঃ যজ্ঞবিশেষঃ) ভবতি (ভবেৎ, তাদৃশং যজ্ঞং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ) ইতি অন্বয়ৌ। মীমাংসকাস্তু লক্ষণয়াত্রোভয়স্য বিধিত্বমঙ্গীকুর্ব্বন্তি।

রহিয়াছে, এবং যদিও "হে ভরতবংশাবতংস পরীক্ষিৎ, সেই জন্যই অভয়কামী ব্যক্তিগণ সর্ব্বান্তর্যামী, ঈশ্বর ও শ্রীভগবান্ শ্রীহরির বিষয় সর্ব্বদা অবশ্যই শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিবেন" ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাদ্‌ভাবে বিধি প্রত্যয়ের শ্রবণও বর্ত্তমান (শুনা যায়), বিশেষতঃ, 'সেইজন্য' এই পদে হেতু নির্দ্দেশ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অননুষ্ঠানে দোষও অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তথাপি এই ভক্তি যে বিধি-সাপেক্ষা বা বিধিবাধ্যা নহে, তাহাই ইতঃপূর্ব্বে তাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট অগ্নিস্বরূপ বস্তুর দৃষ্টান্তদ্বারা সূচিত হইয়াছে।

অতএব "হে রাজন্, যে ভাগবত ধর্ম্মসমূহকে আশ্রয় করিয়া মানব যোগাদিমার্গের ন্যায় বিঘ্ন-ব্যাহত হন না" ইত্যাদি দৃষ্টান্তও দেখা যায়। (পূর্ব্বোক্ত পদ্যে) 'সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ' (সুপ্রজ্বালিত),—এই পদদ্বারা সাধনভক্তির কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্য সাধনসাপেক্ষ (বাধ্য)তা, অসাধ্যসাধ্যতা ও ফলোৎপাদনে বিলম্বতা নিরাকৃত হইল অর্থাৎ ভক্তি যে সম্পূর্ণ কর্ম্মজ্ঞান-নিরপেক্ষা, ভক্তি যে সর্ব্বসাধ্যেরই সাধন বা ভক্তিপ্রভাবেই যে সর্ব্বফল লাভ এবং অবিলম্বেই যে ফলপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা সংস্থাপিত হইল। পূর্ব্বোক্ত পদ্মপুরাণ বাক্যস্থিত 'তৎক্ষণাৎ' পদ হইতেও এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। ১২৪॥

তথা চ, (ভা ৬।১।১৫)—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১২৫ ॥

টীকা চ—"কেচিদিত্যনেনৈবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি। 'কেবলয়া' তপআদিনিরপেক্ষয়া। 'বাসুদেবপরায়ণাঃ' ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ, কিন্তু অন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাত্তেষ্বেব পর্য্যবসানাদনুবাদমাত্রম্" ইত্যেষা। অত্র ভাস্করো হি কেবলেন স্বরশ্মিনা স্বভাবত এব নীহারং নিঃশেষং ধুনোতি, ন তদর্থং প্রযত্নস্তথা বাসুদেবপরায়ণা অপি ভক্ত্যেতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, (ভা ৬।১।১৬)—

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া ॥ ১২৬ ॥

টীকা চ—"এতচ্চ জ্ঞানমার্গাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যাহ,—ন যথা 'পূয়েত' শুধ্যেত, যথা 'তৎপুরুষনিষেবয়া'; কৃষ্ণে অর্পিতাঃ প্রাণা যেন" ইত্যেষা। অত্র "প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্" (ভা ৬।১।১১) ইতি জ্ঞানস্যাপি প্রায়শ্চিত্তত্বং পূর্ব্বমুক্তম্। অতএব টীকোক্তম্—"এতচ্চ" ইত্যাদি। তদা "ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ" (ভা ৬।১৩।১৭) ইত্যাদ্যুক্ত্যা ভগবদ্ধ্যাননিবারিতবৃত্রহত্যা পাপস্যেন্দ্রস্য "তঞ্চ" (ভা ৬।১৩।১৮) ইত্যাদৌ পুনরশ্বমেধবিধানং সাধারণলোকে পাপপ্রসিদ্ধেরেব নিবারণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু কথং তদানীমপ্যাবির্ভূত-ভগবৎপ্রেমত্বাৎ পরমভাগবতস্য বৃত্রস্য হত্যা ভগবদারাধনেনাপি গচ্ছতু; মহদপরাধোঽপি ভোগৈকনাশ্যস্তৎ-প্রসাদনাশ্যো বেতি মতম্? উচ্যতে,—তথাপি ভগবৎপ্রেরণয়া তত্র প্রবৃত্তস্যেন্দ্রস্য ন তাদৃশো দোষ ইতি তদারাধনমেব তত্র প্রায়শ্চিত্তং বিহিতম্। শ্রীভগবতাপি তদাসুরভাবনিবারণায়ৈব তথোপদিষ্টমিত্যনবদ্যম্। (৬।১) শ্রীশুকঃ ॥ ১২৫-১২৬ ॥

এ বিষয়ে আরও কথিত হইয়াছে,—

সূর্য্য যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করেন, তদ্রূপ কোন কোন ঐকান্তিক বাসুদেবপরায়ণ পুরুষ (জ্ঞানবৈরাগ্য-নিরপেক্ষা) 'কেবলা' ভক্তিবলে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন ॥ ১২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিটীকা—'কেচিৎ' এই পদ দ্বারা এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তিপ্রধান সাধক যে বিরল,—ইহাই দেখাইতেছেন। 'কেবলা' পদে তপঃপ্রভৃতি চেষ্টা নিরপেক্ষা। 'বাসুদেবপরায়ণাঃ' এইপদটী (কেবলা ভক্তিপথের) অধিকারিব্যক্তিগণের 'বিশেষণ' নহে, পরন্তু অন্যান্য সাধকগণের কেবলা ভক্তিতে অশ্রদ্ধাফলে তাহাতে অপ্রবৃত্তি হওয়ায় অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যেই 'কেবলা ভক্তি' পর্য্যবসিত হওয়ায়, প্রাগুক্ত 'বাসুদেবপরায়ণাঃ' পদটী এস্থলে অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখমাত্র হইয়াছে (অর্থাৎ এই শ্লোকে 'কেবলা ভক্তি' পদটীই যথেষ্ট বা মুখ্য এবং 'বাসুদেবপরায়ণাঃ' পদটী গৌণমাত্র)। এস্থলে সূর্য্য যেরূপ কেবলমাত্র স্বীয় রশ্মিদ্বারা স্বভাবতঃই হিমরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করেন, কিন্তু হিমরাশি বিনাশের নিমিত্ত সূর্য্যের কোন প্রযত্নের আবশ্যকতা হয় না, সেইরূপ বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিও কেবলা ভক্তি-দ্বারাই স্বভাবতঃ নিখিল পাপ নাশ করেন, তজ্জন্য তাঁহার অন্য কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। আরও,

হে রাজন্, পাপী ব্যক্তি কৃষ্ণজনের (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের) নিরন্তর সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক যেরূপ (পাপপ্রবৃত্তি হইতে) শুদ্ধ হইতে পারে, তপস্যাদিদ্বারা সেরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারে না॥ ১২৬॥

শ্রীধরস্বামিটীকা,—"এই ভক্তিমার্গ যে জ্ঞানমার্গাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তদভিপ্রায়েই এই শ্লোকের অবতারণা। (পাপী ব্যক্তি) তেমন 'পবিত্র' অর্থাৎ শুদ্ধ হইতে পারে না, তৎপুরুষের (অর্থাৎ ভক্তজনের) সেবনদ্বারা যেমন শুদ্ধ হইতে পারেন। কৃষ্ণে সমস্ত প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন,—এমন কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ।" এসম্বন্ধে "বিমর্শন অর্থাৎ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত" ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। 'ন তথা' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীস্বামিপাদ 'এতচ্চ' ইত্যাদি বলিয়া (অর্থাৎ জ্ঞানমার্গাপেক্ষাও) ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। তদনন্তর, "সত্যপালক হরির ধ্যানপ্রভাবে ইন্দ্র ব্রহ্ম (বৃত্রাসুর)-হত্যা জনিত পাপ নিবারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছিলেন" এই উক্তিদ্বারা ভগবদ্ধ্যানপ্রভাবে ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা জনিত পাপ নিবারিত হইলেও 'তঞ্চ' ইত্যাদি পরবর্ত্তিশ্লোকেই * ইন্দ্রের যে পুনরায় অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিধান, তাহা সাধারণলোকে তাঁহার পাপখ্যাতি নিবারণের নিমিত্তই জানিতে হইবে। যদি বলা যায়,—'মৃত্যুকালেও বৃত্রের ভগবৎপ্রেম আবির্ভূত হওয়ায় ইন্দ্রকর্ত্তৃক পরমভাগবত বৃত্রের হত্যাপরাধ ভগবদারাধনার প্রভাবে কিরূপে অপগত হইতে পারে? কেননা, মহতের (বৈষ্ণবের) প্রতি অপরাধ একমাত্র ভোগদ্বারা অথবা তাঁহারই অনুগ্রহদ্বারা বিনষ্ট হয়,—ইহাই ত' শাস্ত্রের মত?' তদুত্তরে বলা যায় যে, মহতের (বৈষ্ণবের) প্রতি অপরাধ হইলেও, ভগবৎপ্রেরণাতেই ইন্দ্র উহাতে (বৃত্রনাশরূপ ব্রহ্মহত্যাকর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার তাদৃশ দোষ ঘটে নাই, সুতরাং ভগবদারাধনাই সে স্থলে ইন্দ্রের মহদপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বিহিত হইয়াছে এবং শ্রীভগবান্‌ও যে বৃত্রের অসুরভাব নিবারণের নিমিত্তই ইন্দ্রকে তদ্রূপ উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বথা নির্দ্দোষ অর্থাৎ অতীব সুসঙ্গতই হইয়াছে। শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি॥ ১২৫-১২৬॥

ক্বচিৎ প্রারব্ধপাপপরিহারিত্বমপ্যাহ দ্বাভ্যাম্, (ভা ৩।৩৩।৬-৭)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্, যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে, কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥ ১২৭॥
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥ ১২৮॥

টীকা চ—"যন্নামধেয়স্য শ্রবণমনুকীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ; 'ক্বচিৎ' কদাচিদপি; শ্বানমত্তি ইতি 'শ্বাদঃ' শ্বপচঃ,

* "হে ভারত, (দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে উপস্থিত হইলে) ব্রহ্মর্ষিগণ তৎসমীপে গমন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের আরাধন-প্রধান অশ্বমেধযজ্ঞে তাঁহাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিয়াছিলেন।"

সোঽপি সবনায় 'কল্পতে' যোগ্যো ভবতি। তদুপপাদয়তি,—'অহো বত' ইত্যাশ্চর্য্যে ; যস্য জিহ্বাগ্রে তব নাম বর্ত্ততে, স শ্বপচোঽপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্ ; 'যদ্' যস্মাৎ বর্ত্ততে, অত ইতি বা। কুত ইত্যত আহ,—ত এব তপস্তেপুঃ" ইত্যাদিকা ; "ত্বন্নামকীর্ত্তনে তপ-আদ্যন্তর্ভূতম্, অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ" ইত্যন্তা। উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা চোক্তং, (ভা ১১।১৪।২১)—"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ" ইতি। অত্র জাতিদোষহরত্বেন প্রারব্ধহারিত্বং স্পষ্টম্। এবং প্রারব্ধপাপহেতুব্যাধ্যাদিহরত্বঞ্চ, স্কান্দে,—

"আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ। তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥" ইতি। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাং প্রারব্ধপাপহরত্বং ক্বচিদুপাসকেচ্ছাবশাদিতি। (৩।৩৩) দেবহূতিঃ শ্রীকপিলদেবম্॥ ১২৭-১২৮॥

কোন কোন স্থলে ভক্তির যে প্রারব্ধপাপ নাশকত্বও বর্ত্তমান, তাহা এই দুই শ্লোকে বলিতেছেন, (ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের প্রতি দেবহূতির উক্তি)—

(হে ভগবন্,) কুক্কুরভোজী চণ্ডালও যখন তোমার নাম শ্রবণ, তদনন্তর কীর্ত্তন, নমস্কার ও স্মরণ প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হয়, তখন আমার ন্যায় যিনি তোমার সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার (ভাগ্যের) কথা আর কি বলিব ? ১২৭॥

অহো! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিরাজমান, তিনি শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও, তোমার নামোদয় হেতু, অতীব পূজ্যতম ; কারণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অথবা শ্রীনামগ্রহণের মধ্যেই তিনি (ব্যবহারিক ব্রাহ্মণাচারাত্মক) সর্ব্ববিধ তপস্যা, যজ্ঞ বা হোম, তীর্থস্নান, সদাচার এবং সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন॥ ১২৮॥

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাও—"যে ভগবন্নামের আদৌ শ্রবণ এবং পশ্চাৎ কীর্ত্তননিবন্ধন, কচিৎ কোনকালে কুক্কুর ভোজনকারী শ্বাদও (শ্বপচ বা চণ্ডাল ব্যক্তিও) 'সবন (সোমযাগ) করিতে 'কল্পিত' (যোগ্য) হইয়া থাকেন। (পরবর্ত্তিশ্লোকে) তাহাই উপপাদন করিতেছেন,—অহো বত! আশ্চর্য্য বোধক অব্যয় অর্থাৎ কি আশ্চর্য্য! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, তিনি—শ্বপচ (চণ্ডাল কুলোদ্ভব) হইলেও ঐ কারণেই গরীয়ান্; অথবা, যেহেতু তোমার নাম তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান, সেই কারণেই (তিনি—শ্রেষ্ঠ)। 'কি জন্য বা কিরূপে শ্রেষ্ঠ ?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—তাঁহারাই (তোমার নামোচ্চারণকারিগণই) বহু বহু তপস্যা করিয়াছেন" ইত্যাদি টীকাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া "তপ আদি (তপ, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার, স্বাধ্যায় প্রভৃতি)—তোমার নামকীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত, অতএব তাঁহারাই (তোমার সেই নামগ্রহণকারিগণই) পুণ্যবান্,—ইহাই প্রকৃত অর্থ।"

শ্রীউদ্ধবের প্রতিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"আমার প্রতি নিষ্ঠাময়ী ভক্তি চণ্ডালকুলোদ্ভব ব্যক্তিকেও তাহার জাতিদোষ হইতে শোধন করে।" এস্থলে, জাতিদোষ হরণ করেন বলিয়া ভক্তির প্রারব্ধপাপহরত্বও স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এইরূপ ভক্তির প্রারব্ধপাপজন্য ব্যাধি প্রভৃতি ক্লেশ-নাশকত্বও স্কন্দপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"যাঁহার স্মরণ ও নামকীর্ত্তন প্রভাবে আধি (মনঃপীড়া বা বিপদ্) ও ব্যাধি (রোগ) সমূহ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।"

'নামকৌমুদী' গ্রন্থেও কোন কোন স্থলে, উপাসকের ইচ্ছাবশেই ভক্তি তাঁহার প্রারব্ধ পাপ হরণ করেন, তাহা কথিত হইয়াছে॥ ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের প্রতি শ্রীদেবহূতির বাক্য॥ ১২৭-১২৮॥

(৭) তদ্বাসনাহারিত্বমাহ, (ভা ৬।২।১৭)—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ।। ১২৯ ।।

অধর্ম্মাজ্জাতং তেষামঘানাং 'হৃদয়ং' সংস্কারাখ্যং ন শুধ্যতি ; তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া শুধ্যতীত্যর্থঃ। পাদ্মে চ—
"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥" ইতি।
'অপ্রারব্ধফলং' বক্ষ্যমাণেভ্যোঽন্যৎ, 'কূটং' বীজত্বোন্মুখং, 'বীজং' প্রারব্ধত্বোন্মুখং, 'ফলোন্মুখং' প্রারব্ধমিত্যর্থঃ। (৬।২।) শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥ ১২৯ ॥

ভক্তির (৭) পাপবাসনা-নাশকত্ব বিষয়ে বলিতেছেন,—

তপঃ, দান ও ব্রতাদি সেই সকল প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপীর সেই পাপসমূহ নষ্ট হয়, সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা অধর্ম্মোত্থ হৃদয়মালিন্য বা পাপবাসনাসমূহের সূক্ষ্ম সংস্কার বিনষ্ট হয় না, কেবলমাত্র পরমেশ্বর শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা-প্রভাবেই তাহা বিশোধিত হয় ॥ ১২৯ ॥

(তপঃ প্রভৃতিদ্বারা) অধর্ম্মজনিত সেই পাপসমূহের সংস্কার নামে বিখ্যাত হৃদয়টী কিছুতেই বিশোধিত (বিনষ্ট) হয় না, কেবলমাত্র শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা-প্রভাবেই তাহা বিনষ্ট হয়। পদ্মপুরাণেও,—

"বিষ্ণুভক্তিরতচিত্ত ব্যক্তিগণের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ ও ফলোন্মুখ,—এই পাপচতুষ্টয় ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যায়।"

'অপ্রারব্ধ ফল' শব্দে এস্থলে যে সকল পাপের কথা বলা হইবে, তদ্ব্যতীত অন্যপাপ। (যাহা কূটত্বাদি কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই,—এবম্বিধ অনাদি অনন্ত পাপরাশি) ; 'কূট' শব্দে যাহা বীজত্বলাভে উন্মুখ হইয়াছে, (বীজভূত পাপের কারণ যে পাপ,) তাহা ; 'বীজ' শব্দে যাহা প্রারব্ধত্ব লাভে উন্মুখ হইয়াছে, (প্রারব্ধ-পাপের কারণ বাসনাময় যে পাপ,) তাহা ; আর 'ফলোন্মুখ' শব্দে যাহা—'প্রারব্ধ', তাহা [তাৎপর্য্য এই যে, (১) অপ্রারব্ধ-ফল পাপ—অনাদি কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ আদিপাপ, তৎফলে (২) কূটরূপ পাপ, তৎফলে (৩) বীজরূপ পাপ, এবং তৎফলে (৪) প্রারব্ধ-পাপ উৎপন্ন হয়]। যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি ॥ ১২৯ ॥

(৮) অবিদ্যাহরত্বমাহ, (ভা ৪।১১।২৯)—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত,-আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা,-গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ।। ১৩০ ।।

তথা চ পাদ্মে,—
"কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা। অবিদ্যাং নির্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্ ॥" ইতি।
(৪।১১।) শ্রীমনুর্ধ্রুবম্ ॥ ১৩০ ॥

ভক্তির (৮) অবিদ্যা-নাশকত্ব বলিতেছেন, (ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনুর উক্তি)—

সেই সময়ে (পরমাত্মার অন্বেষণকালেই) প্রত্যগাত্মা (স্বরূপবিগ্রহ), আনন্দেন্দ্রিয়, সর্ব্বশক্তিসম্মিলিত ভগবান্ শ্রীঅনন্তের প্রতি পরা ভক্তি বিধান করিয়া শনৈঃ শনৈঃ 'আমি' ও 'আমার'-রূপ অঙ্কুরোদ্গত অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে ॥ ১৩০ ॥

পদ্মপুরাণেও তদ্রূপ কথিত হইয়াছে,—

"দাবাগ্নিশিখা যেমন সর্পীকে শীঘ্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ বিদ্যাসমূহদ্বারা অত্যুত্তম হরিভক্তি অনুসৃত হইলে ঐ ভক্তিও অবিদ্যাকে আশু বিনাশ করিয়া ফেলে। শ্রীধ্রুবের প্রতি শ্রীস্বায়ম্ভুব মনুর উক্তি। ১৩০ ॥

(৯) সর্ব্বপ্রীণনহেতুত্বমুক্তং, (ভা ৪।৩১।১৬)—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন" ইত্যাদৌ। তথাহ (ভা ৪।৯।৪৩-৪৪)

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পাদাবনতমর্ভকম্। পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥
যস্য প্রসন্নো ভগবান্ গুণৈর্মৈত্র্যাদিভির্হরিঃ। তস্মৈ নমন্তি ভূতানি নিম্নমাপ ইব স্বয়ম্ ॥ ১৩১ ॥

সুরুচির্নিজবিদ্বেষিণী মাতুঃ স্বপত্ন্যপি, 'তং' ভগবদারাধনত আগতং শ্রীধ্রুবম্। যথা পাদ্মে,—
"যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র জঙ্গমাঃ স্থাবরা অপি ॥" ইতি।
(৪।৯।) শ্রীমৈত্রেয়ঃ শ্রীবিদুরম্ ॥ ১৩১ ॥

হরিভক্তির (৯) সর্ব্বজগত্তুষ্টি-কারণত্ব পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—"বৃক্ষের মূলে জলনিষেচনফলে উহার স্কন্ধশাখাদির যেমন তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ শ্রীঅচ্যুতের পূজাতেই সকলের পূজা হইয়া যায়" ইত্যাদি। এবিষয়ে আরও বলিতেছেন, (বিদুরের প্রতি মৈত্রেয় ঋষির উক্তি)—

বিমাতা সুরুচি পদাবনত বালক ধ্রুবকে প্রীতিভরে উত্তোলনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন,—বৎস, চিরজীবী হও; যাঁহার সৌহৃদ্যাদি গুণ বশতঃ ভগবান্ শ্রীহরি ত্বৎপ্রতি প্রসন্ন হন, জলের নিম্নদেশে অবতরণের ন্যায় নিখিল প্রাণী স্বভাবতঃই তাঁহার নিকট অবনত হয় অর্থাৎ তাঁহার অনুসরণ করে ॥ ১৩১ ॥

নিজ-বিদ্বেষিণী ও মাতার সপত্নী সুরুচিও, তাঁহাকে অর্থাৎ ভগবদারাধনান্তে সমাগত শ্রীধ্রুবকে। পদ্মপুরাণেও এইরূপই কথিত আছে, যথা—

"যিনি শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়াছেন, তিনি সমস্ত জগৎকেই তৃপ্ত করিয়াছেন; স্থাবর ও জঙ্গম, সকল প্রাণীই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় ॥" শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥ ১৩১ ॥

(১০) জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসর্ব্বসদ্গুণহেতুত্বমুক্তম্, (ভা ৫।১৮।১২)—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥" ইত্যাদিনা।

(১১) স্বর্গাপবর্গভগবদ্ধামাদিসর্ব্বানন্দহেতুত্বমপ্যুক্তম্, (ভা ১১।২০।৩২)—"যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদিনা।

(১২) স্বতঃ পরমসুখদানেন কর্ম্মাদিজ্ঞানান্তসাধনসাধ্যবস্তূনাং হেয়ত্বকারিতামাহ, (ভা ১১।১৪।১৩)—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৩২ ॥

'রসাধিপত্যং' পাতালাদিস্বামিত্বম্; 'অপুনর্ভবং' ব্রহ্মকৈবল্যরূপং মোক্ষম্; কিং বহুনা? যৎ কিঞ্চিদন্যদপি সাধ্যজাতং, তৎ সর্ব্বং নেচ্ছত্যেব, কিন্তু 'মৎ' মাং বিনা তাদৃশভক্তিসাধ্যং মামেব সর্ব্বপুরুষার্থাধিকমিচ্ছতীত্যর্থঃ। 'ময্যর্পিতাত্মা' কৃতাত্মনিবেদনঃ ॥ (১১।১৪।) শ্রীউদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ১৩২ ॥

ভক্তির (১০) জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সর্ব্ব-সদ্গুণের কারণত্ব এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে, (ভদ্রাশ্ববর্ষে শ্রীহয়গ্রীবের প্রতি ভদ্রশ্রবোগণের স্তবোক্তি)—

"ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম-ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সকল-গুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করেন। স্বীয় প্রাকৃত বিষ্ণুবিমুখ মনোরথের সাহায্যে সর্ব্বদা বহির্বিষয়-ভোগে ধাবিত হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তির জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি মহদ্গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?"

ভক্তির (১১) স্বর্গ, অপবর্গ ও ভগবদ্ধামাদি সর্ব্ববিধ আনন্দের (অর্থাৎ নিখিল সুখভোগের) কারণত্বও এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে, (শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

"যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা, যোগ দ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা এবং তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদি অন্যান্য কল্পিত মঙ্গলোপায়সমূহ দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, সেই সমস্তই, এবং স্বয়ং অন্যাভিলাষরহিত হইয়াও যদি কখন তুচ্ছ স্বর্গাদি-ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষসুখ, অথবা আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রভৃতি কোনপ্রকার সুখ বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগ-প্রভাবে সেইসকল ভোগ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।"

(১২) (অতঃপর) ভক্তি স্বভাবতঃই পরমসুখ (কৃষ্ণপ্রেম-সেবাসুখ) প্রদান করে বলিয়া, ভক্তির নিকট কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান পর্য্যন্ত যাবতীয় সাধন ও সাধ্যবস্তু, সমস্তই যে হেয়রূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা বলিতেছেন, (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

হে উদ্ধব, আমাতে সমর্পিতাত্মা ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, ইতর ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের প্রভুত্ব, অণিমাদি যোগসিদ্ধি, অথবা মোক্ষ, কিছুই বাঞ্ছা করেন না ॥ ১৩২ ॥

'রসাধিপত্য'-শব্দে পাতালাদির স্বামিত্ব (প্রভুত্ব); 'অপুনর্ভব'-শব্দে ব্রহ্মকৈবল্য (সাযুজ্য)-রূপ মোক্ষ; অধিক কি, অন্য যে-কিছু সাধ্যনিচয় আছে, সেই সমস্তও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঞ্ছা করেন না অর্থাৎ ভক্তিসাধ্য আমি সর্ব্ব-পুরুষার্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া আমাকেই ইচ্ছা করেন। 'ময্যর্পিতাত্মা'-শব্দে আমাতে আত্মনিবেদনকারী। উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ১৩২ ॥

অথ সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিতকর্ম্মারভ্য সর্ব্বেষাং তাবৎ সগুণত্বমাহ একেন, (ভা ১১।২৫।১৩)—

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ১৩৩ ॥

ময়ি অর্পণং যস্য মদর্পিতমিত্যর্থঃ; 'নিষ্ফলং' নিষ্কামম্; ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিন্ তৎ; 'আদি'-শব্দাদ্দম্ভ-মাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর, সাক্ষাদ্(শুদ্ধ)ভক্তির নির্গুণতা বলিবার নিমিত্ত, ভগবদর্পিত-কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া (তদপেক্ষা নিকৃষ্ট) সকল কর্ম্মেরই সগুণত্ব এই একটী শ্লোকে বলিতেছেন, (উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

আমার প্রীতির উদ্দেশে কেবলমাত্র দাসভাবেই অনুষ্ঠিত (অর্থাৎ আমাতে অর্পিত) নিজের যে নিত্যকর্ম্ম, তাহাই 'সাত্ত্বিক', ফলাভিসন্ধিমূলে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই 'রাজস', আর হিংসার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এবং দম্ভ ও মাৎসর্য্যমূলে অনুষ্ঠিত প্রাণিহিংসা-বহুল যে কর্ম্ম, তাহাই 'তামস' ॥ ১৩৩ ॥

আমাতে অর্পণ হয় যাহার, তাহা অর্থাৎ মদর্পিত কর্ম্ম; 'নিষ্ফল'-শব্দে নিষ্কাম; ফল সঙ্কল্পিত হয় (সঙ্কল্প করা যায়) যাহাতে, তাহাই 'ফল সঙ্কল্প'; 'হিংসা-প্রায়াদি' পদের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে দম্ভ ও মাৎসর্য্যাদি-সহকারে কৃত কর্ম্ম বুঝায় ॥ ১৩৩ ॥

অথানুষ্ঠানান্তরাণাং ত্রিগুণান্তর্গতত্বং বদন্ (১৩) চতুর্থকক্ষায়াং সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বমাহ চতুর্ভিঃ, (ভা ১১।২৫।২৪)—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ১৩৪ ॥

'প্রাকৃতং' বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যম্; 'বৈকল্পিকং' দেহাদিবিষয়ং যত্তদ্ 'রজঃ' রাজসম্; কেবলস্য নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং 'কৈবল্যম্'। ত্বং-পদার্থমাত্রজ্ঞানস্য কৈবল্যত্বানুপপত্তিঃ, তৎ-পদার্থজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে। ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপ্যনুভূয়তে। ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতাপ্রাচুর্য্যাৎ সাত্ত্বিকত্বম্। তথা চ গীতোপনিষদি (১৪।৭) "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইত্যাদি। ভগবজ্জ্ঞানস্য তু, (ভা ৬।১৪।২,৫)—

"দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥"

ইত্যুক্ত্যা, সত্ত্বাদি-সদ্ভাবেঽপ্যভাবাৎ, (ভা ৬।১৪।১)—

"রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ॥"

ইত্যুক্ত্যা, তদভাবেঽপি সদ্ভাবাৎ, ন তৎকারণত্বং, কিন্তু তদুত্তরত্বেন তস্য পূর্ব্বজন্মনি শ্রীনারদাদিসঙ্গবর্ণনয়া, (ভা ৭।৫।২৫)—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

ইত্যুক্ত্যা চ, ভগবৎকৃপাপরিমলপাত্রভূতস্য শ্রীমতো মহতঃ সঙ্গ এব কারণম্। (১৩-ক) তৎসঙ্গশ্চ, (ভা ১।১৮।১৩)—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

ইত্যুক্ত্যা, নির্গুণাবস্থাতোঽপ্যধিকত্বাৎ, পরমনির্গুণ এব। সপ্তমস্য প্রথমে চ, (ভা ৭।১।১)—"সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ব্রহ্মন্" ইত্যাদৌ, সগুণে দেবাদৌ তস্য কৃপা বাস্তবী ন ভবতি, কিন্তু শ্রীমৎপ্রহ্লাদাদিষ্বেবেতি প্রতিপাদনান্মহতাং নির্গুণত্বাভিব্যক্ত্যা তৎসঙ্গস্যাপি নির্গুণত্বং ব্যক্তম্। তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গনির্ধুননানন্তরঞ্চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে; যদুক্তমুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা, (ভা ১১।২৫।৩২)—

"তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥" ইতি।

পরমেশ্বরজ্ঞানস্য নৈর্গুণ্যাহেতুত্বেন নির্গুণত্বোক্তিস্তু লক্ষণাময়কষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্যজ্ঞানস্যাপি নৈর্গুণ্যহেতুত্বাদবৈশিষ্ট্যোনোদাহরণভেদাপ্রবৃত্তিশ্চ স্যাৎ। (১৩-খ) তস্মাৎ স্বত এব নির্গুণং ভগবজ্জ্ঞানম্। অতএব, (ভা ১১।২৫।২৯)—

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥"

ইত্যত্র তৎসুখস্যাপি নির্গুণত্বং বক্ষ্যতে। এবং (১৩-গ) শ্রবণাদিলক্ষণক্রিয়ারূপায়া অপি ভক্তেঃ (ভা ১।২।১৬)—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥"

ইত্যুক্ত্যা, তদেকনিদানত্বেন নির্গুণত্বমেব। ননু (ভা ৮।২৪।৩৮)—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥"

ইতি শ্রীমৎস্যদেবস্য বচনেন ব্রহ্মজ্ঞানমপি শ্রীভগবৎপ্রসাদোত্থং শ্রূয়তে, তৎ কথং তস্য সগুণত্বম্?

ভক্তির (১১) স্বর্গ, অপবর্গ ও ভগবদ্ধামাদি সর্ব্ববিধ আনন্দের (অর্থাৎ নিখিল সুখভোগের) কারণত্বও এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে, (শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

"যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা, যোগ দ্বারা, দানধর্ম্ম দ্বারা এবং তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদি অন্যান্য কল্পিত মঙ্গলোপায়সমূহ দ্বারা যাহা কিছু লব্ধ হয়, সেই সমস্তই, এবং স্বয়ং অন্যাভিলাষরহিত হইয়াও যদি কখন তুচ্ছ স্বর্গাদি-ভোগ, ব্রহ্মানন্দাদি মোক্ষসুখ, অথবা আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রভৃতি কোনপ্রকার সুখ বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার ভক্ত আমাতে ভক্তিযোগ-প্রভাবে সেইসকল ভোগ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।"

(১২) (অতঃপর) ভক্তি স্বভাবতঃই পরমসুখ (কৃষ্ণপ্রেম-সেবাসুখ) প্রদান করে বলিয়া, ভক্তির নিকট কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞান পর্য্যন্ত যাবতীয় সাধন ও সাধ্যবস্তু, সমস্তই যে হেয়রূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা বলিতেছেন, (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

হে উদ্ধব, আমাতে সমর্পিতাত্মা ভক্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, ইতর ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের প্রভুত্ব, অণিমাদি যোগসিদ্ধি, অথবা মোক্ষ, কিছুই বাঞ্ছা করেন না ॥ ১৩২ ॥

'রসাধিপত্য'-শব্দে পাতালাদির স্বামিত্ব (প্রভুত্ব) ; 'অপুনর্ভব'-শব্দে ব্রহ্মকৈবল্য (সাযুজ্য)-রূপ মোক্ষ ; অধিক কি, অন্য যে-কিছু সাধ্যনিচয় আছে, সেই সমস্তও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাঞ্ছা করেন না অর্থাৎ ভক্তিসাধ্য আমি সর্ব্ব-পুরুষার্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া আমাকেই ইচ্ছা করেন। 'ময্যর্পিতাত্মা'-শব্দে আমাতে আত্মনিবেদনকারী। উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ১৩২ ॥

অথ সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বং বক্তুং ভগবদর্পিতকর্ম্মারভ্য সর্ব্বেষাং তাবৎ সগুণত্বমাহ একেন, (ভা ১১।২৫।১৩)—

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ১৩৩ ॥

ময়ি অর্পণং যস্য মদর্পিতমিত্যর্থঃ ; 'নিষ্ফলং' নিষ্কামম্ ; ফলং সঙ্কল্প্যতে যস্মিন্ তৎ ; 'আদি'-শব্দাদ্দম্ভ-মাৎসর্য্যাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর, সাক্ষাদ্(শুদ্ধ)ভক্তির নির্গুণতা বলিবার নিমিত্ত, ভগবদর্পিত-কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া (তদপেক্ষা নিকৃষ্ট) সকল কর্ম্মেরই সগুণত্ব এই একটী শ্লোকে বলিতেছেন, (উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

আমার প্রীতির উদ্দেশে কেবলমাত্র দাসভাবেই অনুষ্ঠিত (অর্থাৎ আমাতে অর্পিত) নিজের যে নিত্যকর্ম্ম, তাহাই 'সাত্ত্বিক', ফলাভিসন্ধিমূলে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহাই 'রাজস', আর হিংসার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত এবং দম্ভ ও মাৎসর্য্যমূলে অনুষ্ঠিত প্রাণিহিংসা-বহুল যে কর্ম্ম, তাহাই 'তামস' ॥ ১৩৩ ॥

আমাতে অর্পণ হয় যাহার, তাহা অর্থাৎ মদর্পিত কর্ম্ম ; 'নিষ্ফল'-শব্দে নিষ্কাম ; ফল সঙ্কল্পিত হয় (সঙ্কল্প করা যায়) যাহাতে, তাহাই 'ফল সঙ্কল্প' ; 'হিংসা-প্রায়াদি' পদের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে দম্ভ ও মাৎসর্য্যাদি-সহকারে কৃত কর্ম্ম বুঝায় ॥ ১৩৩ ॥

অথানুষ্ঠানান্তরাণাং ত্রিগুণান্তর্গতত্বং বদন্ (১৩) চতুর্থকক্ষায়াং সাক্ষাদ্ভক্তের্নির্গুণত্বমাহ চতুর্ষু, (ভা ১১।২৫।২৪)—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকস্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ১৩৪ ॥

'প্রাকৃতং' বালমূকাদিজ্ঞানতুল্যম্ ; 'বৈকল্পিকং' দেহাদিবিষয়ং যত্তদ্ 'রজঃ' রাজসম্ ; কেবলস্য নির্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং 'কৈবল্যম্'। ত্বং-পদার্থমাত্রজ্ঞানস্য কৈবল্যত্বানুপপত্তিঃ, তৎ-পদার্থজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে। ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপ্যনুভূয়তে। ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতাপ্রাচুর্য্যাৎ সাত্ত্বিকত্বম্। তথা চ গীতোপনিষদি (১৪।৭) "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইত্যাদি। ভগবজ্‌জ্ঞানস্য তু, (ভা ৬।১৪।২,৫)—

"দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্। ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে ॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥"

ইত্যুক্ত্যা, সত্ত্বাদি-সদ্ভাবেঽপ্যভাবাৎ, (ভা ৬।১৪।১)—

"রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ। নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ ॥"

ইত্যুক্ত্যা, তদভাবেঽপি সদ্ভাবাৎ, ন তৎকারণত্বং, কিন্তু তদুত্তরত্বেন তস্য পূর্ব্বজন্মনি শ্রীনারদাদিসঙ্গবর্ণনয়া, (ভা ৭।৫।২৫)—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

ইত্যুক্ত্যা চ, ভগবৎকৃপাপরিমলপাত্রভূতস্য শ্রীমতো মহতঃ সঙ্গ এব কারণম্। (১৩-ক) তৎসঙ্গশ্চ, (ভা ১।১৮।১৩)—

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥"

ইত্যুক্ত্যা, নিগুর্ণাবস্থাতোঽপ্যধিকত্বাৎ, পরমনির্গুণ এব। সপ্তমস্য প্রথমে চ, (ভা ৭।১।১)—"সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্‌ব্রহ্মন্" ইত্যাদৌ, সগুণে দেবাদৌ তস্য কৃপা বাস্তবী ন ভবতি, কিন্তু শ্রীমৎপ্রহ্লাদাদিষ্বেবেতি প্রতিপাদনান্মহতাং নিগুর্ণত্বাভিব্যক্ত্যা তৎসঙ্গস্যাপি নিগুর্ণত্বং ব্যক্তম্। তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গনির্ধুননানন্তরঞ্চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে ; যদুক্তমুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতা, (ভা ১১।২৫।৩২)—

"তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥" ইতি।

পরমেশ্বরজ্ঞানস্য নৈগুর্ণ্যাহেতুত্বেন নিগুর্ণত্বোক্তিস্তু লক্ষণামযকষ্টকল্পনা। তথা কৈবল্যজ্ঞানস্যাপি নৈগুর্ণ্যাহেতুত্বাদবৈশিষ্ট্যেনোদাহরণভেদাপ্রবৃত্তিশ্চ স্যাৎ। (১৩-খ) তস্মাৎ স্বত এব নিগুর্ণং ভগবজ্‌জ্ঞানম্। অতএব, (ভা ১১।২৫।২৯)—

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নিগুর্ণং মদপাশ্রয়ম্ ॥"

ইত্যত্র তৎসুখস্যাপি নিগুর্ণত্বং বক্ষ্যতে। এবং (১৩-গ) শ্রবণাদিলক্ষণক্রিয়ারূপায়া অপি ভক্তেঃ (ভা ১।২।১৬)—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥"

ইত্যুক্ত্যা, তদেকনিদানত্বেন নিগুর্ণত্বমেব। নমু (ভা ৮।২৪।৩৮)—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥"

ইতি শ্রীমৎস্যদেবস্য বচনেন ব্রহ্মজ্ঞানমপি শ্রীভগবৎপ্রসাদোত্থং শ্রূয়তে, তৎ কথং তস্য সগুণত্বম্?

উচ্যতে,—ব্রহ্মজ্ঞানং দ্বিবিধানাং জায়তে। তত্র ভগবদুপাসকানামানুষঙ্গিকত্বেন, ব্রহ্মোপাসকানাং স্বতন্ত্রত্বেন। ভগবদুপাসকৈস্তু ভগবচ্ছক্তিরূপয়া ভক্ত্যা কিঞ্চিদ্ভেদেনৈব গৃহ্যতে। তচ্চ, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" (গী ১৮।৫৪) ইত্যাদি-শ্রীগীতোক্ত্যনুসারেণ, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" (ভা ১।৭।১০) ইত্যাদ্যনুসারেণ চ, ভগবতঃ পরাখ্যভক্তিপরিকরো ভবতীতি। ব্রহ্মোপাসকৈস্তু পূর্ব্ববদভেদেনৈব গৃহ্যতে। তৎফলস্য, "নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্" (ভা ৩।১৫।৪৮) ইত্যুক্তদিশা পরৈরাত্যন্তিকত্বেন মতস্যাপি, পরমবিদ্বদ্ভিরনাদৃতত্বাৎ। তথা ভক্তিবিরুদ্ধত্বেন "স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ" (ভা ৬।১৭।২৩) ইত্যুক্ত্যা, নরকবদপবর্গস্যাপি হেয়ত্বাৎ, প্রসাদাভাস এবাসৌ। স্বমত্যনুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণশ্চেন্মতিকল্পিতত্বাৎ সগুণ এব। ততঃ কৈবল্যজ্ঞানমপি তথা; বিশেষতস্তস্য গুণসম্বন্ধেন জন্মাঙ্গীকৃতমিতি। নন্বন্তর্বহিশ্চ করণং পুরুষস্য গুণময়মেব; (১৩-ঘ) তদুদ্ভবয়োর্জ্ঞানক্রিয়য়োঃ কথং নিগুর্ণত্বম্? উচ্যতে,—জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বা ন তাবজ্জড়স্য ত্রৈগুণ্যস্য ধর্ম্মঃ, ঘটস্যেব; ন চ চিদ্রূপস্যাপি জীবস্য ঈশ্বরাধীনশক্তিত্বেনামুখ্যত্বাৎ, দেবতাবিষ্টপুরুষস্যেব। ততঃ পরমাত্ম-চৈতন্যস্যৈবেত্যায়াতি। তথোক্তং,—"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধা প্রচরন্তি কর্ম্মসু" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ (বৃঃ আঃ ৪অঃ ৪ব্রাঃ ১৮)—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ" ইতি; (ঋক্-সং) "ন ঋতে তৎ ক্রিয়তে কিঞ্চনারে" ইত্যাদিকা। তদেবং সতি ত্রৈগুণ্যকার্য্যপ্রাধান্যেন ভবন্ত্যৌ তে গুণময়ত্বেনোচ্যেতে, পরমেশ্বরপ্রাধান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব। তদুক্তং দেবামৃতপানাধ্যায়ে শ্রীশুকেন, (ভা ৮।৯।২৯)—

"যদ্যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্মমনোবচোভি-, র্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ, সর্ব্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ॥" ইতি।

'পৃথক্ত্বাৎ' পরমাত্মেতরাশ্রয়ত্বাৎ; 'অপৃথক্ত্বাৎ' তদেকাশ্রয়ত্বাদিত্যর্থঃ। অতো যুক্তমেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকায়া হরিভক্তের্নিগুর্ণত্বম্। বিশেষতস্তস্যাগুণসম্বন্ধেন জন্মাভাবশ্চাঙ্গীকৃতঃ; ন তু ব্রহ্মজ্ঞানস্যেব গুণসম্বন্ধেন জন্মভাব ইতি। অতোঽসৌ ভক্তিস্তস্যাপি প্রীণনত্বাদি-গুণৈরুদাহরিষ্যতে। যত্তু শ্রীকপিলদেবেন ভক্তেরপি নিগুর্ণ-সগুণাবস্থাঃ কথিতাস্তৎপুনঃ পুরুষান্তঃকরণগুণা এব তস্যামুপচর্য্যন্ত ইতি স্থিতম্॥ ১৩৪॥

তদেবমভিপ্রেত্য জ্ঞানরূপায়া ভক্তের্নিগুর্ণত্বমুক্ত্বা, ক্রিয়ারূপায়া ব্যাচষ্টে। তত্রাপ্যস্তু তাবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপায়াঃ, (১৪-ক) ভগবৎসম্বন্ধেন বাসমাত্ররূপায়া আহ, (ভা ১১।২৫।২৫)—

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নিগুর্ণম্॥ ১৩৫॥

'বনং বাসঃ ইতি তৎসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়েত্যর্থঃ; বানপ্রস্থানামিতি জ্ঞেয়ম্। এবং 'গ্রাম্যঃ' ইতি গৃহস্থানাম্; 'তামসম্' ইতি দুরাচারাণাম্। বনাদীনাং বাসেন সহায়ুর্গতমিতিবদেকাধিকরণত্বম্। বনস্য বৃক্ষ-ষণ্ডরূপস্য রজস্তমঃপ্রাধান্যাদত এব বিবিক্তত্বলক্ষণ-তদীয়সাত্ত্বিকগুণস্যাপি তদ্যুগলমিশ্রত্বেন গৌণত্বম্। বাস-ক্রিয়ায়াস্তু সত্ত্বোৎপন্নত্বাত্তদ্বর্দ্ধনত্বাচ্চ সাত্ত্বিকত্বে মুখ্যত্বমিতি তস্যা এবাভিধেয়ত্বমুচিতম্। অতএব 'গ্রাম্যঃ' ইতি তদ্ধিতান্ত এব পঠিতঃ। এবং 'দ্যূতসদনম্', ইত্যত্র চ বাসক্রিয়ৈব বিবক্ষিতা; 'মন্নিকেতম্' ইত্যত্রাপি। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যেন নিকেতস্যাপি নিগুর্ণত্বং ভবেৎ, স্পর্শমণিন্যায়েন। তাদৃশত্বন্তু তাদৃশভক্তিচক্ষুর্ভি-

রেবোপলব্ধব্যং,—"দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্" ইতিবৎ। এবমেব টীকা চ—"ভগবন্নিকেতস্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানম্" ইত্যেষা ॥ ১৩৫ ॥

এবং বাসমাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা, (১৫) সর্ব্বাসামেব তৎক্রিয়াণামাহ, (ভা ১১।২৫।২৬)—

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

অত্র চ ক্রিয়ায়ামেব তাৎপর্য্যং, ন তদাশ্রয়ে দ্রব্যে; সাত্ত্বিককারকস্য শরীরাদিকং হি গুণত্রয়পরিণতমেব॥ তদেবং ক্রিয়ামাত্রস্য তাদৃশত্বমুক্ত্বা, (১৬) তৎপ্রবৃত্তিহেতুভূতায়াঃ শ্রদ্ধায়া অপ্যাহ, (ভা ১১।২৫।২৭)—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ ১৩৭ ॥

অধর্ম্মোঽপরধর্ম্মঃ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥ (১১।২৫।) শ্রীউদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ১৩৭ ॥

অনন্তর, শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহের ত্রিগুণান্তর্গতত্ব বর্ণন করিতে গিয়া, (তৎপ্রসঙ্গে ত্রিগুণান্তর্গত সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ও গুণমিশ্রাতীত শুদ্ধ,—এই চারিটী কক্ষার অন্তর্গত) চতুর্থ কক্ষায় (চতুর্থ স্তরে) অবস্থিত সাক্ষাদ্ভক্তির অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির (১৩) নির্গুণত্ব পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকে বলিতেছেন, (উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানই 'সাত্ত্বিক', দেহাদি-বিষয়ক বৈকল্পিক জ্ঞানই 'রাজস', আর বালক ও মূক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের জ্ঞান-সদৃশ প্রাকৃত জ্ঞানই 'তামস', এবং পরমেশ্বরস্বরূপ মদ্বিষয়ক জ্ঞানই 'নির্গুণ' ॥ ১৩৪ ॥

'প্রাকৃত'-শব্দে বালক ও বাক্‌শক্তিহীন জনের জ্ঞানসদৃশ; 'বৈকল্পিক'-শব্দে দেহাদিবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা—'রজঃ' অর্থাৎ রাজস; শুদ্ধজীবের সহিত 'কেবল ব্রহ্ম' অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের অভেদোপলক্ষিত জ্ঞানই 'কৈবল্য'। কেবলমাত্র 'ত্বং'-পদার্থ(জীব)-জ্ঞানের কৈবল্যত্ব সিদ্ধ হয় না; যেহেতু উহাতে 'তৎ'-পদার্থ (ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবজ্)-জ্ঞানেরও অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ সত্ত্বযুক্তচিত্তে শুদ্ধ, সূক্ষ্ম(অণু)জীব-চৈতন্য প্রকাশ পায়। তদনন্তর একমাত্র চিদাকার-বিষয়ে অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অভেদ-হেতু সেই সাত্ত্বিকচিত্তে শুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্ম (বিভু)-চৈতন্যও অনুভূত হয়। সুতরাং সে-স্থলে সত্ত্বগুণেরই কারণত্বের আধিক্যনিবন্ধন ঐ কৈবল্যজ্ঞানের সাত্ত্বিকতাই সিদ্ধ হইল। এ-সম্বন্ধে শ্রীগীতোপনিষৎও এইরূপ বলিয়াছেন,—"সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে,—

"শুদ্ধসত্ত্বময় দেবগণের এবং ভোগমলহীন নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণেরও প্রায়ই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের চরণে অধিক ভক্তি জন্মে না; (কিন্তু, পাপিষ্ঠ বৃত্রাসুরের কিরূপে ভক্তি জন্মিল ?)" এবং

"হে মহামুনে, কোটি কোটি মুক্ত (জড়ভোগ-বাসনা-মুক্ত) ও সিদ্ধ (লব্ধ-ব্রহ্মজ্ঞান) ব্যক্তিগণের মধ্যেও প্রশান্ত-চিত্ত অর্থাৎ নিষ্কাম নারায়ণপরায়ণ ভক্ত—অতীব দুর্লভ।"

—শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের এই বাক্যে (পূর্ব্বোক্ত দেবগণ ও মুক্ত বা সিদ্ধাভিমানিগণের ন্যায় কোন জীবের অভ্যন্তরে) সত্ত্বাদি গুণ বিদ্যমান থাকিলেও ভগবজ্জ্ঞানের অভাব হইতে পারে, দেখা যায়; বিশেষতঃ,

"হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ শ্রীনারায়ণের প্রতি রজস্তমঃস্বভাব-বিশিষ্ট পাপাত্মা বৃত্রাসুরের কিরূপে দৃঢ়মতি হইল ?"
—শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের এই বাক্যে (বৃত্রাসুরের ন্যায় কোন পাপিষ্ঠ জীবের অভ্যন্তরে) সত্ত্বগুণ বিদ্যমান না থাকিলেও ভগবজ্জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সুতরাং সত্ত্বগুণ ভগবজ্জ্ঞানের 'কারণ' নহে। পরন্তু, পরবর্ত্তি-স্কন্ধে বক্তব্য বৃত্রাসুরের পূর্ব্বজন্মে (অর্থাৎ চিত্রকেতু-জন্মে) তাঁহার শ্রীনারদাদি সাধুগণের সঙ্গ-বর্ণন-দ্বারা, এবং

"নিষ্কিঞ্চন (নিরস্ত-বিষয়াভিমান), মহীয়ান্, পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যেকালপর্য্যন্ত ঐসকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ শ্রীউরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ লাভ করিতে পারে না; বিশেষতঃ, সংসাররূপ অনর্থের নিবৃত্তি—ঐ ভগবৎপাদপদ্মস্পর্শিনী মতিরই একটী আনুষঙ্গিক তাৎপর্য্য।"—হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের এই বাক্যে ভগবৎকৃপা-সৌরভপাত্র শ্রীমন্মহতের অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণব ঠাকুরের সঙ্গই যে সেই ভগবজ্জ্ঞানের কারণ, তাহা নির্ণীত হইল। এবং (১৩-ক)

"ভগবৎসঙ্গীর (শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবঠাকুরের) নিমেষকালমাত্র সঙ্গের সহিত যখন স্বর্গের, এমন কি, মোক্ষেরও তুলনা করিতে পারা যায় না, তখন (তাদৃশ সাধুসঙ্গের সহিত) মরণধর্ম্মশীল প্রাকৃত মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যভোগ-সুখাদির (তুলনা বিষয়ে) আর বক্তব্য কি?"

—শ্রীসূতের প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের অথবা ভগবান্ শ্রীজনার্দ্দনের প্রতি প্রচেতোগণের এই বাক্যে নির্গুণাবস্থা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন ঐ সৎসঙ্গ—পরম নির্গুণই, জানা যায়।

সপ্তমস্কন্ধের প্রথমেও (শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের) এরূপ উক্তি রহিয়াছে,—"হে ব্রহ্মন, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সকলের প্রিয় ও সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু বিষমদর্শী ব্যক্তির ন্যায় ইন্দ্রের নিমিত্ত কি জন্য দৈত্যাদিগকে বধ করিলেন? (যেহেতু, সমদর্শিব্যক্তির পক্ষপাতিত্ব ন্যায়সঙ্গত নহে।)" ইত্যাদি শ্লোকে সগুণ-দেবাদির প্রতি তাঁহার কারুণ্য বাস্তব নহে, কিন্তু শ্রীমৎপ্রহ্লাদাদি শুদ্ধভক্তের প্রতিই যে তাঁহার বাস্তব কারুণ্য—নিত্য বর্ত্তমান, তৎপ্রতিপাদনফলে মহতের (শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবঠাকুরের) নির্গুণত্ব অভিব্যক্ত হওয়ায়, তাঁহার সঙ্গেরও (অর্থাৎ তাদৃশ সাধুসঙ্গেরও-নির্গুণত্ব ব্যক্ত হইল। এইরূপে ভক্তিও যে গুণসঙ্গ-বিনাশের পর সাধুসঙ্গের অনুবর্ত্তন করে, তাহা শাস্ত্রে শুনা যায়, যেহেতু এ বিষয়ে শ্রীউদ্ধবকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

"অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান ও অধোক্ষজ-সেবাজনিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রস্বরূপ (উৎপত্তিস্থল) এই মানব-দেহ লাভ করিয়া ভগবৎসেবাদ্বারা গুণসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই (শুদ্ধভাবে) ভজন করুক।"

এই শ্লোকে নৈর্গুণ্যের কারণরূপে পরমেশ্বরজ্ঞানকেও যে নির্গুণরূপে বর্ণনা, তাহা—লক্ষণাময়ী কষ্টকল্পনা মাত্র। আবার, নৈর্গুণ্যকারণস্বরূপ বলিয়া কৈবল্যজ্ঞানেরও কোন বৈশিষ্ট্য না থাকায় পৃথক্ উদাহরণের অপ্রবৃত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ কৈবল্যজ্ঞান ও ভগবজ্জ্ঞান, উভয়ই নৈর্গুণ্যের কারণ হইয়া পড়ে বলিয়া, উহাদের পৃথগ্ভাবে বর্ণনের আদৌ প্রয়োজন হয় না; অতএব (১৩-খ) ভগবজ্জ্ঞান যে স্বতঃই (স্বভাবতঃই) নির্গুণ,—ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, যথা—)

"ত্বং-পদার্থ (জীবাত্ম)-জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখই 'সাত্ত্বিক', বিষয়ভোগ হইতে উৎপন্ন সুখই 'রাজস', অজ্ঞানবশতঃ মোহ ও দৈন্যাদিভাব হইতে উৎপন্ন সুখই 'তামস' এবং আমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শুদ্ধনামকীর্ত্তন-সেবাদি হইতে প্রকটিত (অর্থাৎ 'তৎ' পদার্থের সহিত 'ত্বং' পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞানজনিত) সুখই 'নির্গুণ'।"

—শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পরবর্ত্তি-উক্তিস্থলে 'তৎ' পদার্থ সুখেরও (অর্থাৎ ভগবৎসেবা-সুখেরও নির্গুণত্বই কথিত হইবে। এইরূপ (১৩-গ)

"হে বিপ্রগণ, পুণ্যতীর্থ-পরিক্রমণ-সেবনাদির দ্বারা নষ্টপাপ ব্যক্তির পক্ষে মহতের (শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবঠাকুরের) সেবালাভ ঘটে; মহৎ-সেবাদ্বারা ভাগবত-ধর্ম্মে শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে হরিকথা-শ্রবণেচ্ছা জন্মে; তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ও শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিরই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উদিত হয়।"

—শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতের এই বাক্যে 'তৎ'-পদার্থ-সুখের (ভগবৎসেবানন্দের) একমাত্র কারণ-স্বরূপা বলিয়া শ্রবণাদি-লক্ষণময়ী ক্রিয়ারূপা শুদ্ধভক্তিও নির্গুণই, (সগুণা নহে,) জানা যায়। যদি বলা যায়,—

"পরব্রহ্ম শব্দে অভিহিত আমার মহিমার বিষয় তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, আমার অনুগ্রহক্রমে তোমার হৃদয়ে সেই অপরোক্ষ-জ্ঞান প্রকাশিত হইলে তুমি তাহা জানিতে পারিবে।"

—রাজা শ্রীসত্যব্রতের প্রতি ভগবান্ শ্রীমৎস্যদেবের এই বচনানুসারে ব্রহ্মজ্ঞানও যখন শ্রীভগবৎপ্রসাদজনিত বলিয়া শুনা যায়, তখন সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কিরূপে সগুণত্ব হয়? তদুত্তরে বলা যায় যে, দ্বিবিধ সাধকগণের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে; তন্মধ্যে ভগবদুপাসকগণের আনুষঙ্গিকরূপে এবং ব্রহ্মোপাসকগণের স্বতন্ত্ররূপে ঐ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। তথাপি ভগবদুপাসকগণ ভগবৎস্বরূপশক্তিরূপা ভক্তিপ্রভাবে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। "(জড়োপাধি বিগত হইলে) জীব ব্রহ্মভূত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করিয়া দেহাত্মভিমানরাহিত্যহেতু প্রসন্নচিত্ত হয়; তিনি তখন নষ্ট বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না" ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্যানুসারে, এবং "আত্মারাম মুনিগণ মোহ-গ্রন্থি-নির্ম্মুক্ত হইয়াও ভগবান্ শ্রীউরুক্রমে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন" ইত্যাদি শ্রীভাগবতবাক্যানুসারে ঐ ব্রহ্মজ্ঞান—ভগবানের পরাখ্যা ভক্তিরই পরিকর, জানা যায়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মোপাসকগণ পূর্ব্বের ন্যায় অভিন্নভাবেই ব্রহ্মজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের ফল (মোক্ষ বা অপবর্গ)কে কেবলাদ্বৈতবাদিগণ 'আত্যন্তিক'রূপে মনে করিলেও, "হে ভগবন্, আপনার চরণে শরণাগত ভক্তগণ—সর্ব্বদাই আপনার শ্রবণ কীর্ত্তনে কুশল ও রসজ্ঞ; তাঁহারা আপনার মোক্ষ-প্রসাদকেও যখন আদর করেন না, তখন আপনার ভ্রূভঙ্গভয়ে ভীত ইন্দ্রাদি-পদবীকে ত' কথাই নাই (অর্থাৎ নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেন)"—বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের প্রতি শ্রীচতুঃসনের (কুমারগণের) এই বচন-রীত্যনুসারে পরমবিদ্বদ্গণ অর্থাৎ জীবন্মুক্ত শুদ্ধভাগবত পরমহংসগণ কখনও ঐ শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানের আদর করেন না বলিয়া, বিশেষতঃ, "শ্রীনারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ কোথা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না; তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি ও নরককে (ভক্তিসুখরাহিত্যহেতু অরুচিকর-জ্ঞানে) তুল্যরূপেই দর্শন করেন"—শ্রীসতীর প্রতি শ্রীরুদ্রের এই বচনানুসারেও নরকের ন্যায় অপবর্গেরও (মোক্ষেরও) হেয়তা-নিবন্ধন ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, তাদৃশ মোক্ষ—(ভগবৎপ্রসাদ বা অনুগ্রহ নহে, পরন্তু) 'প্রসাদাভাস'-মাত্র; আর যদি নিজবুদ্ধি অনুসারে মোক্ষকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধিকল্পিত হওয়ায়, ইহার সগুণত্বই সিদ্ধ। সেইজন্য কৈবল্যজ্ঞানেরও তদ্রূপ সগুণত্বই সিদ্ধ; বিশেষতঃ, গুণসম্বন্ধহেতু কৈবল্যজ্ঞানের উৎপত্তিও স্বীকৃত হইয়াছে।

যদি বলা যায়,—পুরুষের অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়, সমস্তই গুণময়; সুতরাং (১৩-ঘ) তাদৃশ ইন্দ্রিয়োদ্ভূত জ্ঞান ও ক্রিয়ার নির্গুণত্ব কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলা যায়,—জ্ঞানশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি কখনও জড়পদার্থ ঘটের ন্যায় জড়-ত্রৈগুণ্যের ধর্ম্ম হইতে পারে না; আবার, দেবতাবিষ্ট পরতন্ত্র পুরুষের ন্যায় চিৎস্বরূপ জীবেরও উহা ধর্ম্ম নহে; যেহেতু ঈশ্বরের অধীনস্থ শক্তিস্বরূপ বলিয়া জীবের মুখ্যতা বা স্বতন্ত্রতা নাই। অতএব, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যে পরমাত্মা বিভুচৈতন্যেরই,—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। এ-সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—"জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি,—এই সমস্তই যাঁহার অংশ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ম্মসমূহে বিচরণ করে, সেই ভগবানকে নমস্কার।" (বিভুচৈতন্যেরই জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিমত্তা-সম্বন্ধে) "সেই ব্রহ্মই প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ এবং মনেরও মন" এবং "হে মৈত্রেয়ি, তাঁহার প্রেরণা ব্যতীত কিছুই করা যায় না" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও প্রমাণস্বরূপে বর্ত্তমান। এইরূপে উক্ত শক্তিদ্বয় (জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি) ত্রিগুণের কার্য্যকে প্রধানভাবে আশ্রয় করিলেই জড়গুণময়স্বরূপে কথিত হয়; আর পরমেশ্বরকে প্রধানভাবে আশ্রয় করিলেই স্বতঃই ত্রিগুণাতীতা হয়। এ বিষয়ে দেবগণের অমৃত-পানাধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে শ্রীশুকের উক্তি, যথা—

"মানবগণ প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা ভোগ্যবস্তুর অর্থাৎ দেহ, গেহ ও সন্তানাদির নিমিত্ত যাহা যাহা প্রয়োগ বা অনুষ্ঠান করে, মূল-সেচন পরিত্যাগ করিয়া শাখা-পল্লবাদিতে জল সেচনের ন্যায়, অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্-ব্যতিরিক্ত ভেদবুদ্ধির আশ্রয়ে অনুষ্ঠিত বলিয়া, তাহা সমস্তই অসৎ অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া যায়; কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান-

ভগবৎসেবার সহিত অভেদ বুদ্ধির আশ্রয়ে ঐ সকল প্রাণাদি দ্বারা যাহা কিছু করা যায়, তাহাই মহাফলপ্রদ অর্থাৎ অভীষ্টসাধক হয়। বৃক্ষমূলে জলসেচনে সমস্ত শাখা-পল্লবাদিতেও জল সেচন হইয়া যায়।"

'পৃথক্ত্বাৎ'-পদে পরমাত্মা ব্যতীত অন্য প্রতীতিযুক্ত বস্তুর আশ্রয়-নিবন্ধন ; 'অপৃথক্ত্বাৎ'-পদে একমাত্র পরমাত্মারই আশ্রয়-নিবন্ধন। অতএব জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা হরিভক্তির নির্গুণত্ব যুক্তিযুক্তই (সঙ্গতই) হইয়াছে। বিশেষতঃ, গুণ-সম্বন্ধ না থাকায়, এই হরিভক্তির যে জন্ম (অর্থাৎ কালাধীনত্ব) নাই, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে ; পরন্তু, ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় গুণসম্বন্ধ বশতঃ ইহার উৎপত্তিশীলতা স্বীকৃত হয় নাই। অতঃপর ভগবৎপ্রীত্যুৎপাদনাদি গুণসমূহ দ্বারাই হরিভক্তি বর্ণিত হইবেন। তবে যে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব ভক্তির নির্গুণ ও সগুণ অবস্থাসমূহের কথা বলিয়াছেন, (ভা ৩।২৯।৭-২৭, ৩২-৩৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য), সেই স্থলে আবার ভক্তিতেই গৌণভাবে পুরুষের অন্তঃকরণগুণসমূহ আরোপিত হইয়াছে,—ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ১৩৪ ॥

এই অভিপ্রায় করিয়াই জ্ঞানরূপা ভক্তির নির্গুণত্ব বলিবার পর এক্ষণে (১৪) ক্রিয়ারূপা ভক্তির নির্গুণত্ব বলিতেছেন। তন্মধ্যে, শ্রবণকীর্ত্তনরূপা সিদ্ধা পরা ভক্তির নির্গুণত্ব দূরে থাকুক, (১৪-ক) ভগবৎসম্বন্ধবিশিষ্ট কেবলমাত্র বাসরূপা ভক্তিরই নির্গুণত্ব বলিতেছেন,—

(বানপ্রস্থগণের) বনসংক্রান্ত বাস—নির্জ্জন বলিয়া 'সাত্ত্বিক' ; গৃহস্থগণের গ্রাম্য বাসস্থলই 'রাজসিক' বলিয়া কথিত ; দ্যূতক্রীড়াদি পাপপূর্ণ নিকেতনই 'তামসিক', এবং আমার সম্বন্ধযুক্ত বসতিই (আমার সাক্ষাৎ আবির্ভাব-স্থল বলিয়া) 'নির্গুণ' ॥ ১৩৫ ॥

'বনং বাসঃ' অর্থাৎ বনসম্বন্ধিনী অবস্থিতি-ক্রিয়া,—উহা বানপ্রস্থগণেরই, বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ 'গ্রাম্য' বাসটীও গৃহস্থগণেরই, এবং 'তামসিক দ্যূতক্রীড়াস্থানাদি'—দুরাচারগণেরই, জানিতে হইবে। এস্থলে, 'দ্যূতসদন'-পদটী উপ-লক্ষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ, ঐ শব্দে দ্যূতক্রীড়াদি-লক্ষণে লক্ষিত বাসস্থলকেই বুঝিতে হইবে)। 'মন্নিকেত'-শব্দে ভগবৎসেবাপরায়ণ ভক্তগণের নিকেতন। 'আয়ুর্ঘৃতম্'('ঘৃতই আয়ু'),—এই বাক্যে লক্ষণা-বৃত্তিদ্বারা 'আয়ুঃ'-শব্দটী 'আয়ুষ্কারণ' এই অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায়, 'আয়ুষ্কারণ' ও 'ঘৃত', উভয়ের সমানধর্ম্মত্ব নিবন্ধন পরস্পরের যেমন সমানাধি-করণত্ব, তদ্রূপ 'বনং বাসঃ', 'গ্রাম্যো বাসঃ' ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা 'বাস করা' ক্রিয়ার সহিত বনাদিস্থান-সম্বন্ধিনী অবস্থিতি-ক্রিয়ার সমানধর্ম্মত্ব-নিবন্ধন পরস্পরের সমানাধিকরণত্ব, বুঝিতে হইবে। বৃক্ষসমূহের সমষ্টিস্বরূপ বন রজস্তমঃপ্রধান বলিয়া উহার নির্জ্জনত্ব-লক্ষণময় যে সাত্ত্বিক গুণটী, তাহা—রজস্তমোগুণদ্বয়ের মিশ্রণ-হেতু গৌণ, মুখ্য নহে। কিন্তু ('বন'-শব্দের 'বন-সম্বন্ধিনী অবস্থিতি-ক্রিয়া' এই অর্থ করিলে আর কোন দোষ হয় না ; কেননা) সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন এবং সত্ত্বগুণের বর্দ্ধনকারিণী বলিয়া বাস-ক্রিয়ায় সাত্ত্বিক গুণেরই প্রাধান্য,—ইহাই তাৎপর্য্য ; সুতরাং বাসক্রিয়াটীর অভিধেয়ত্ব বা সাধনত্ব উচিতই হইয়াছে। অতএব 'গ্রাম্য' শব্দটী তদ্ধিতান্ত ('গ্রামে ভব',—এই অর্থ) করিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ 'দ্যূতসদন'-শব্দেও বাস(অবস্থিতি)-ক্রিয়া বলাই অভিপ্রেত এবং 'মন্নিকেত'-শব্দেও বাসক্রিয়াই বুঝিতে হইবে ; কিন্তু স্পর্শমণি-ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ স্পর্শমণিসংস্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ) ভগবৎসম্বন্ধ-মাহাত্ম্যনিবন্ধন ভগবন্নিকেতনও (বাহ্যদৃষ্টিতে ভোগ্য জড়সদৃশ প্রতিভাত হইলেও) বস্তুতঃ নির্গুণ অর্থাৎ ভগবৎসেবাধিষ্ঠান শুদ্ধসত্ত্বময় বৈকুণ্ঠাভিন্ন। "বৈকুণ্ঠবাসিগণ যেমন সেইস্থানে সকলকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন", তদ্রূপ ভগবন্নিকেতনের নির্গুণত্বও (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাভিন্ন শুদ্ধসত্ত্বময়ত্বও) আবার তাদৃশ নির্গুণ শুদ্ধভক্তি-চক্ষুর্দ্বারাই উপলব্ধ হইবার যোগ্য। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাও এইরূপ,—"কিন্তু ভগবন্নিকেতনটী সাক্ষাদ্ভগবদাবির্ভাব-হেতু নির্গুণ স্থান" ইত্যাদি ॥ ১৩৫ ॥

এইরূপে ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত বাসমাত্রেরই নির্গুণত্ব বর্ণন করিয়া (১৫) ভগবৎসম্বন্ধিনী সমস্ত ক্রিয়ারই নির্গুণত্ব বলিতেছেন, (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

অনাসক্ত কর্ম্মকর্ত্তা—সত্ত্বগুণাশ্রিত অর্থাৎ অনাসক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াদি—সাত্ত্বিক ; অনিত্যবস্তুতে **অভিনিবেশবান্** কর্ম্মকর্ত্তা-রজোগুণাশ্রিত, অর্থাৎ বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াদি—রাজসিক ; অনুসন্ধানশূন্য (আলস্যপরায়ণ) কর্ম্ম-কর্ত্তা—তমোগুণাশ্রিত অর্থাৎ সদসদ্‌বিচারহীন ব্যক্তির ক্রিয়াদি—'তামসিক' ; এবং আমার **আশ্রিত সেবক ভক্ত**—অহঙ্কারশূন্য বলিয়া গুণাতীত অর্থাৎ একমাত্র আমার শরণাগত ভক্তের ক্রিয়াদিই 'নির্গুণা' ॥ ১৩৬ ॥

এস্থলে, ক্রিয়াতেই শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত, বুঝিতে হইবে, (অর্থাৎ ক্রিয়াটীই সাত্ত্বিকী, রাজসিকী বা তামসী,) ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত দ্রব্যটী সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক নহে ; যেহেতু সাত্ত্বিকাদি ক্রিয়ার কর্ত্তার শরীরাদি—**গুণত্রয়েরই** পরিণাম অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই বিকার ॥ ১৩৬ ॥

এইভাবে ভগবৎসম্বন্ধিনী ক্রিয়ামাত্রেরই নির্গুণত্ব বর্ণন করিয়া, অবশেষে (১৬) ভগবৎসম্বন্ধিনী ক্রিয়াপ্রবৃত্তির হেতুভূতা ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধারও নির্গুণত্ব বলিতেছেন, (শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)—

জ্ঞান বা মোক্ষ-সম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা—সাত্ত্বিকী, কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা—রাজসী, অধর্ম্মে (অর্থাৎ অপর কাম্যকর্ম্মে) শ্রদ্ধা—তামসী, এবং আমার সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা—নির্গুণা ॥ ১৩৭ ॥

'অধর্ম্ম'-শব্দে অপর অর্থাৎ ইতর কাম্যধর্ম্ম। (শ্লোকের) অন্যান্য অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়, জানিতে হইবে ॥ **শ্রীউদ্ধবের** প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ১৩৭ ॥

অত আহ, (ভা ৬।২।২৪)—

ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ১৩৮ ॥

"শুদ্ধং নির্গুণং, ত্রৈবেদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়ম্" ইতি টীকা চ। বেদ-শব্দেনাত্র **কর্ম্মকাণ্ড**-মেবোচ্যতে,—"এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্" (গী ৯।২১) ইত্যাদেঃ ॥ (৬।২।) শ্রীশুকঃ শ্রীপরীক্ষিতম্ ॥ ১৩৮ ॥

অতএব পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

(অজামিল যমদূতগণের মুখে) বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য অশুদ্ধ সগুণধর্ম্ম এবং (বিষ্ণুদূতগণের মুখে) **শুদ্ধ নির্গুণ ভগবৎ**-প্রণীত ভাগবতধর্ম্ম শুনিয়া, (শ্রীহরির মাহাত্ম্যশ্রবণনিবন্ধন ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিমান্ হইল) ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা—"শুদ্ধ-শব্দে নির্গুণ, ত্রৈবেদ্য-শব্দে বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য গুণাশ্রিত।" এস্থলে 'বেদ'-শব্দে **কর্ম্মকাণ্ডই** কথিত হইতেছে ; যেহেতু শ্রীগীতায় কথিত হইয়াছে,—"এইরূপ বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ধর্ম্মের **অনুগত ও কামভোগ**-পর হইয়া পুণ্যকর্ম্মিগণ সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে" ইত্যাদি ॥ ১৩৮ ॥

অতএব ভক্তেঃ (১৭) শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বমাহ, (ভা ৫।১৪।৪৫)—

যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায়, যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং, হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥ ১৩৯ ॥

'যঃ' আর্ষভেয়ো ভরতঃ ; মরণসময়ে, তত্রাপি মৃগশরীরে, তদ্বচনজন্মাত্যন্তাসম্ভবাৎ স্বপ্রকাশত্বমেব **তস্যাঃ** কীর্ত্তনলক্ষণায়া ভক্তেঃ সিধ্যতি। এবং গজেন্দ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্ ॥ (৫।১৪।) শ্রীশুকঃ শ্রীপরীক্ষিতম্ ॥ ১৩৯ ॥

অতএব ভক্তির (১৭) শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তিবোধক স্বয়ংপ্রকাশত্ব বলিতেছেন, (পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের **উক্তি**) —

সেই রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ-ত্যাগ-কালে,—"যিনি যজ্ঞরূপী, যজ্ঞাদির ফলদাতা, বৈধ-ধর্ম্মের **অনুষ্ঠাতা, সাক্ষাৎ** যোগেশ্বর, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার প্রধান ফল, যিনি মায়া-নিয়ন্তা, অতএব জীবনিচয়ের আশ্রয় অর্থাৎ **সর্ব্বজীবনিয়ন্তা**, সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে নমস্কার"—উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ সম্যক্ উচ্চারণ করিয়া মৃগদেহ পরিত্যাগ **করিয়াছিলেন** ॥ ১৩৯ ॥

'যঃ'-শব্দে সেই ঋষভপুত্র ভরত। একে তাঁহার মৃত্যুকালে, তাহাতে আবার মৃগদেহে, তাদৃশ **বাক্যোদয়ের অত্যন্ত**

অসম্ভাবনা-হেতু তাদৃশী কীর্ত্তনলক্ষণা ভক্তির স্বতঃপ্রকাশত্ব (অর্থাৎ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যে, কোন কাল-বিচার বা কুল-বিচার-বাধ্যা নহে, পরন্তু স্বতন্ত্রা ও স্বপ্রকাশা, তাহা) সিদ্ধ হইতেছে। গজেন্দ্রের বিষয়েও এইরূপ [অর্থাৎ গজেন্দ্রেরও গ্রহগ্রাসকলে আসন্ন-মৃত্যুকালে সেই গজ-জন্মেই ভগবদ্গুণস্তুতি কীর্ত্তন-ব্যাপারে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির (ভা ৮।২-৪ অঃ) দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষত্ব] জানিতে হইবে ॥ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি ॥ ১৩৯ ॥

(১৮) পরমসুখরূপত্বঞ্চ দৃশ্যতে। তত্র (ক) সাধনদশায়াম্ "অতো বৈ কবয়ো নিত্যম্" (ভা ১।২।২২) ইত্যাদৌ, "কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে" (ভা ১।১৮।১২) ইত্যাদৌ চ তদ্রূপত্বাভিব্যক্তির্দর্শিতৈব। (খ) সিদ্ধদশায়ান্ত সুতরাং তৎ প্রকটীভবতি ; যথা (ভা ৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতন্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ১৪০ ॥

অত্রান্যস্য কালবিপ্লুতত্বমিতি সেবায়াস্তদভাবপ্রাপ্তের্নির্গুণত্বং সিদ্ধম্। অকালবিপ্লুতসালোক্যাদিভ্যোঽপ্যতিশয়ে তু কিমুতেতি ॥ (৯।৪।) শ্রীবিষ্ণুর্দ্দুর্ব্বাসসম্ ॥ ১৪০ ॥

ভক্তির (১৮) পরমসুখরূপত্ব (পরমানন্দস্বরূপ)ও দেখা যায়। তন্মধ্যে ভক্তির (১৮ ক) সাধনদশায়,—"এই কারণেই পণ্ডিতগণ পরম-প্রীতির সহিত ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের সর্ব্বক্ষণ মনঃশোধনী সেবা করিয়া থাকেন," ইত্যাদি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতের উক্তিতে, এবং "হে সূত, এই যাগকর্ম্মের (বৈগুণ্য-বাহুল্যাদিসম্ভাবনা-হেতু) ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না, অথচ যজ্ঞধূমে বিবর্ণদেহ আমাদিগকে আপনি গোবিন্দপাদপদ্মের মধুর মকরন্দ পান করাইতেছেন" ইত্যাদি শ্রীসূতের প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের উক্তিতে, ভক্তির এই পরমানন্দ-স্বরূপের অভিব্যক্তি পূর্ব্বেই (৯৮ সংখ্যার মূল দ্রষ্টব্য) প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব ভক্তির সাধনদশাতেই যখন এই পরম-সুখরূপত্ব দেখা যায়, তখন (১৮-খ) সিদ্ধদশাতেও সুতরাং (অধিকতর সুষ্ঠুভাবেই) উহা প্রকটিত হয় ; যথা দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উক্তি—

আমার সেবা-প্রভাবে আনুষঙ্গিকভাবে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেও আমার শুদ্ধভক্তগণ আমার সেবায় পূর্ণমনোরথ বলিয়া যখন তাহা বাঞ্ছা করেন না, তখন তাঁহাদের কালক্ষোভ্য অর্থাৎ অনিত্য নশ্বর ইতর ভোগ্য-বিষয়-বাঞ্ছা-সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ১৪০ ॥

এস্থলে ইতর ভোগ্য-বিষয়ের কালবিপ্লুতত্ব (কালবিনাশ-যোগ্যতা),—এই বাক্যে ভগবদ্ভক্তির যে কালক্ষোভ্যত্ব নাই, তাহা সিদ্ধান্তিত হওয়ায়, ভগবদ্ভক্তির নির্গুণত্ব সিদ্ধ হইল। অ-কালবিপ্লুত (কালের দ্বারা অক্ষুব্ধ অর্থাৎ অবিনশ্বর) সালোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষাও অতিশয় উপাদেয় ভগবৎসেবার নির্গুণত্ব-বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? দুর্ব্বাসার প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ১৪০ ॥

(১৯) শ্রীভগবদ্বিষয়করতিপ্রদত্বমুক্তম্,—"এবং নির্জ্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে" (ভা ৭।৭।২৭) ইত্যাদিনা। যত্তু "অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইত্যুক্ত্যাপি তদ্রতির্ন প্রাপ্যতে ইতি শঙ্ক্যতে, তৎ খল্ববিবেকাদেব,—কর্হিচিদিতি ভক্তিযোগাখ্যতদ্রতিপুরুষার্থতায়াং শৈথিল্যে সত্যেবেত্যর্থলাভাৎ, কর্হিচিদপীত্যনুক্তত্বাৎ, "অসাকল্যে তু চিচ্চনৌ" ইত্যমরকোষাচ্চ।

(২০) ভক্তবিষয়কভগবৎপ্রীত্যেকহেতুত্বমপ্যুদাহৃতম্,—"নালং দ্বিজত্বং দেবত্বম্" (ভা ৭।৭।৫১) ইত্যাদি। তথা চাহ, (ভা ৭।৯।৮)—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ,-স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো, ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ১৪১ ॥

'অভিজনঃ' সৎকুলজন্ম ; 'বুদ্ধিঃ' জ্ঞানযোগঃ ; 'যোগঃ' অষ্টাঙ্গঃ ॥ (৭।৯।) প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ১৪১ ॥

এইরূপে "গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা কামাদি ষড়্‌রিপুজয়ী সাধকগণ ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাই ভগবান্ শ্রীবাসুদেবে রতিলাভ হয়",—অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের এই বাক্যে ভক্তির (১৯) ভগবদ্‌বিষয়ক-রতিপ্রদত্ব কথিত হইয়াছে। "হে তাত, আপনাদের সহিত এইরূপ নানাভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ভগবান্ মুকুন্দ প্রীতিসম্বন্ধহীন অন্যান্য ভজনকারিগণকে মুক্তি প্রদান করেন বটে, কিন্তু প্রেমভক্তিযোগ কোনকালে দান করেন না"—(এই শ্লোকের অন্তর্গত) 'কর্হিচিৎ' (কোন কালে), এই পদে 'ভক্তিযোগাখ্য ভগবদ্‌রতিরূপা পুরুষার্থতার শৈথিল্য হইলেই প্রেমভক্তি প্রদান করেন না', এই অর্থপ্রাপ্তি ঘটায়, 'কর্হিচিদপি' (কোনকালেও), এই পদের অন্তর্গত 'অপি'-শব্দের উল্লেখ না থাকায়, এবং 'অসাকল্য'-অর্থে 'চিৎ ও 'চন'-প্রত্যয় হয়',—অমরকোষের এই উক্তি থাকায়, পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তিদ্বারা ভগবদ্‌রতি-লাভ হয় না,—এই যে আশঙ্কা, উহা অবিবেকবশতঃই জানিতে হইবে (অতএব কোনকালেই কাহাকেও প্রেমভক্তি প্রদান করেন না, তাহা নহে)।

"হে অসুরবালকগণ, দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার অথবা বহুজ্ঞতা, কিছুই ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের সন্তোষোৎপাদনে সমর্থ নহে"—এই উক্তিদ্বারা ভক্তি যে (২০) ভগবৎপ্রীত্যুৎপাদনের একমাত্র হেতুভূত, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন, (শ্রীনৃসিংহের প্রতি প্রহ্লাদের স্তব)—

আমার মনে হয়,—ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা ও অষ্টাঙ্গ-যোগ ইত্যাদি দ্বাদশটী গুণ পরমপুরুষের (পুরুষোত্তমের) আরাধনা-বিষয়ে যোগ্য নহে, যেহেতু ভগবান শ্রীহরি কেবলা-ভক্তিপ্রভাবেই গজেন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১৪১ ॥

'অভিজন'-শব্দে সৎকুলে জন্ম ; 'বুদ্ধি'-শব্দে জ্ঞানযোগ ; 'যোগ'-শব্দে অষ্টাঙ্গযোগ ॥ শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি ॥ ১৪১ ॥

নন্থ নিরতিশয়নিত্যানন্দরূপস্য ভগবতঃ কথং তয়া সুখমুৎপদ্যেত, নিরতিশয়ত্বনিত্যত্বয়োর্বিরোধাৎ? উচ্যতে,—শাস্ত্রে খলু নিরতিশয়ানন্দত্বং নিত্যত্বঞ্চ ভগবতঃ শ্রূয়তে, ভক্তেরপি তথা তৎপ্রীতিহেতুত্বং শ্রূয়তে ; তত এবং গম্যতে,—তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য স্বপরানন্দিনী স্বরূপশক্তির্যা হ্লাদিনীনাম্নী বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপরপ্রকাশন-শক্তিবৎ তৎপরমবৃত্তিরূপৈবৈষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে। তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতিতরাং প্রীণাতীতি। অতএব তস্য প্রীতিরূপস্যাপি ভক্তিপ্রাণনীয়ত্বমাহ, (ভা ৫।১৫।১৩)—

যৎপ্রীণনাদ্‌বর্হিষি দেবতির্য্যঙ্, মনুষ্যবীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্বজীবঃ, প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্‌গয়স্য ॥ ১৪২ ॥

'বিশ্বজীবঃ' সর্ব্বজীবনহেতুঃ ; দেবাদীনাং দ্বন্দ্বৈক্যম্ ; 'প্রীতিঃ' সুখরূপোঽপি ॥ (৫।১৫।) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্ ॥

যদি বলা যায়, এই ভক্তিদ্বারা নিরতিশয়-নিত্যানন্দরূপ ভগবানের সুখ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে, কেন না, তাহা হইলে নিরতিশয়ত্ব (অত্যাধিক্য) ও নিত্যত্বের সহিত বিরোধ ঘটে? (তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের সুখের উৎপত্তি স্বীকার করিলে, তাঁহার নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যসুখরূপত্ব অস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ ভগবৎসুখ অল্প ও অনিত্য হইয়া পড়ে)? তদুত্তরে বলা যায় যে, শাস্ত্রে ভগবানের নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপ ও নিত্য-স্বরূপ শুনা যায়,

আবার ভক্তিও যে ভগবৎপ্রীতিরই হেতুভূতা, তাহাও শুনা যায়। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তিত হয় যে, সেই একমাত্র পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের নিজের ও পরের (অর্থাৎ সেবকের) আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী-নাম্নী যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি প্রকাশমান বস্তুরই স্ব-পর-প্রকাশিকা শক্তির ন্যায় পরম-বৃত্তিরূপা। সেই হ্লাদিনীশক্তিকে শ্রীভগবান্ নিজের সেবকবৃন্দের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াই নিত্য বিরাজমান। সেই হ্লাদিনী-শক্তির সম্বন্ধেই তিনি অধিকতর প্রীত হন। অতএব স্বয়ং প্রেমরূপ হইয়াও শ্রীভগবানের ভক্তিদ্বারাই যে প্রীতি উৎপাদন করা যায়, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন, (পুরাবিদ্‌গণের গয় রাজের মহিমা-স্তুতি)—

যাঁহার সন্তোষফলে দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, লতা ও তৃণাদি আ-ব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই সদ্য সদ্য প্রীত হয়, স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ হইয়াও সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু গয় রাজার যজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে 'তৃপ্ত হইলাম' বলিয়া প্রীতি প্রকাশ (আবিষ্কার) করিয়াছিলেন ॥ ১৪২ ॥

'বিশ্বজীব'-শব্দে সর্ব্বজীবনের কারণ। দ্বন্দ্বসমাস-ফলে 'দেব' ইত্যাদি পদটীর একবচন নিষ্পন্ন হইয়াছে। সাক্ষাৎ 'প্রীতি' অর্থাৎ সুখস্বরূপ হইয়াও॥ পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুককর্ত্তৃক পুরাবিদ্‌গণের গয় রাজার মাহাত্ম্যগাথা-কীর্ত্তন বর্ণন ॥ ১৪২ ॥

অতএব তথাভূতত্বেনাত্মারামস্য পূর্ণকামস্যাপি তস্য ক্ষুদ্রগুণবস্তুপি পরিতোষায় কল্পত ইতি দৃষ্টান্তেনাহ, (ভা ১।১১।৪)—

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ। আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা॥
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা। পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ ১৪৩ ॥

'তত্র' শ্রীদ্বারকায়াম্; রবেরুপহাররূপং দীপমাদৃতবন্তো জনা ইবেত্যর্থঃ। এবং স্তুত্যাদিকমপি তৎপ্রীণন-তামর্হতীত্যাহ,—প্রীত্যেতি। পিতরমর্ভকা ইবেতি দৃষ্টান্তঃ। তস্য প্রীতাবসাধারণং গুণবিশেষমপ্যাহ,—সর্ব্বসুহৃদমিতি। সর্ব্বসুহৃত্ত্বে লিঙ্গম্—'অবিতারম্' ইতি। তথা আত্মারামপূর্ণকামত্বেঽপি তাদৃশস্য স্ব-সম্বন্ধাভিমানিপ্রীতিমৎ পুত্রাদিষু প্রীতিবিশেষোদয়ো যথা দৃশ্যতে, তথা তেষু তং প্রীতিমন্তমিত্যর্থঃ। এবং কল্পতরুদৃষ্টান্তেঽপি ভগবতো ভক্তিবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে,—যে খলু সহজতৎপ্রীতিমেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজন্তে, তেভ্যস্তদ্দানযাথার্থ্যস্যাবশ্যকত্বাৎ। তস্মাদস্ত্যেবানন্দরূপস্যাপি ভক্তাবানন্দোল্লাস ইতি। (১।১১) শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকাদীন্ ॥ ১৪৩ ॥

অতএব এতাদৃশ গুণশালী হওয়ায়, অর্থাৎ স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ এবং একমাত্র ভক্তিদ্বারাই তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করা যায় বলিয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইলেও অল্পগুণসম্পন্ন বস্তুও যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহাও দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন, (শৌনকাদির প্রতি শ্রীসূতের উক্তি)—

নিজলাভে সর্ব্বদা পূর্ণমনোরথ, আত্মারাম, সর্ব্বসেবক-সুহৃৎ ও রক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, প্রজাবর্গ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে প্রদীপ-দানের ন্যায় তাঁহাকে সমাদরের সহিত উপহারাদি সমর্পণপূর্ব্বক, বালকগণ যেমন পিতাকে আদর করিয়া বলিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রীতিপ্রফুল্ল-বদনে হর্ষগদ্‌গদবাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ১৪৩ ॥

'তত্র'-শব্দে শ্রীদ্বারকায়। 'রবের্দীপমিবাদৃতাঃ'-পদের অর্থ—'রবির উপহাররূপ দীপের সম্মানকারি-জনগণের ন্যায়'। এইরূপ স্তুতি প্রভৃতিও যে ভগবানের সন্তোষোৎপাদনে যোগ্য, তজ্জন্যই 'প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ' ইত্যাদি পরবর্ত্তি-শ্লোকোক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—বালকগণ যেমন পিতাকে অত্যাদরের সহিত বলিয়া থাকে, তদ্রূপ (দ্বারকাস্থিত প্রজাবর্গও শ্রীকৃষ্ণকে সমাদরপূর্ব্বক বলিতে লাগিল)। তাঁহার প্রীতিতে যে অসাধারণ গুণবিশেষ বর্ত্তমান, তাহা 'সর্ব্বসুহৃৎ' এই

বিশেষণটীতে বলিয়াছেন। 'অবিতা' অর্থাৎ রক্ষক,—এই বিশেষণটী তাঁহার 'সর্ব্বসুহৃৎ'-গুণের লিঙ্গ বা কারণ। আবার যেমন নিজ-সম্বন্ধাভিমানী ও প্রীতিমান্ পুত্রাদির প্রতি পিতার প্রীতিবিশেষ উদিত হয় দেখা যায়, তদ্রূপ আত্মারামত্ব ও পূর্ণকামত্ব সত্ত্বেও আপনাদিগের প্রতি প্রীতিমান্ ভগবানকে প্রজাবর্গ বলিতে লাগিল,—ইহাই অর্থ। এইরূপ কল্পতরু দৃষ্টান্তেও ভগবানের ভক্তবিষয়ক কারুণ্য যথার্থরূপেই প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ে তৎপ্রতি সাহজিকী প্রীতি প্রার্থনাপূর্ব্বক ভজন করেন, তাঁহাদিগকেই সেই সহজ-প্রীতি যথার্থ প্রদান করা আবশ্যক। অতএব আনন্দস্বরূপ ভগবানেরও ভক্তিতেই আনন্দোল্লাস হয়॥ শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূতোক্তি॥ ১৪৩॥

এবং ভক্তিরূপায়াস্তচ্ছক্তের্জীবেঽভিব্যক্তৌ ভগবানেব কারণম্। তত্তদিন্দ্রিয়াদিপ্রবৃত্তৌ চ স এবেতি। তস্মিংস্তয়া জীবস্যোপকারকাভাসত্বমেব। তথাপি ভক্তানুরজ্যদাত্মত্বে ভগবতঃ স্বকৃপাপ্রাবল্যমেব কারণমিতি বদন্ পূর্ব্বার্থমেব সাধয়তি, (ভা ১২।৮।৪০)—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ, সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ, স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ১৪৪॥

হে বিভো, 'তব কিমহং বর্ণয়ে'—ত্বৎকৃপালুতায়াঃ কিয়ন্তমংশং বর্ণয়েয়মিত্যর্থঃ। 'যতো' যেন ত্বয়ৈব উদীরিতঃ প্রেরিতঃ 'অসুঃ' প্রাণঃ 'সংস্পন্দতে' প্রবর্ত্ততে, তমসুমনু চ বাগাদয়ঃ স্পন্দতে। তত্র হেতুঃ,—'বৈ'—অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্" (বৃহঃ আঃ ৪অঃ ৪ব্রাঃ) ইত্যাদিশ্রুতিভিশ্চ তৎপ্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন কেবলং প্রাকৃতানাং তনুভৃতাং, কিন্তু অজশর্ব্বয়োশ্চ। অতঃ 'স্বস্য' মমাপি তথৈব। এবং যদ্যপি ন কচিদপি কস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং, তথাপি দারুযন্ত্রবৎ ত্বৎপ্রবর্ত্তিতৈরপি বাগাদিভির্ভজতাং পুংসাং ভাবেন স্বদত্তয়ৈব ভক্ত্যা বন্ধুরসীতি॥ (১২।৮।) মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীনরনারায়ণৌ॥ ১৪৪॥

অতএব ভক্তিরূপা ভগবচ্ছক্তি যে জীবে অভিব্যক্ত হয়, শ্রীভগবান্‌ই তাহার কারণ। সেই সেই (ভগবদনুশীলনোপযোগি) ইন্দ্রিয়াদির যে স্পন্দন, তাহারও শ্রীভগবান্‌ই কারণ; এইজন্য তাদৃশ ইন্দ্রিয়স্পন্দনদ্বারা ভগবানে জীবের উপকারকাভাসত্বই প্রতিভাত হয়। তথাপি স্বীয় ভক্তানুরঞ্জন-স্বভাববিষয়ে ভগবানের স্বকৃপা-প্রাবল্যই যে কারণ,—ইহা বলিতে গিয়া পূর্ব্ববিষয়ই এই বাক্যে নিষ্পাদন করিতেছেন, (ভগবান্ শ্রীনর-নারায়ণের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের স্তব)—

হে বিভো, আমি আপনার কি স্তুতি করিব? আপনা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রাণ স্পন্দিত অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত হয় এবং তৎপশ্চাৎ বাক্য, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদি স্পন্দিত হয়, ইহা (অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরণ-ফলে ইহাদের অন্বয়ব্যতিরেক-ভাবে এইরূপ স্পন্দন)—শ্রুতিতেও প্রসিদ্ধ। কেবল দেহি-জীবগণের নহে, পরন্তু ব্রহ্মা, শিব এবং আমার নিজের প্রাণও আপনা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্পন্দিত হয়। অতএব যদিও কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি আপনাকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাক্যাদিদ্বারা যাঁহারা আপনারই ভজনা করে, আপনি তাঁহাদেরই আত্মার বন্ধু হইয়া থাকেন॥ ১৪৩॥

(শ্রীধর স্বামিপাদের অনুরূপ ব্যাখ্যা—) হে বিভো, আমি আপনার কি বর্ণন করিব? অর্থাৎ আপনার কৃপালুতার কিয়দংশ মাত্র বর্ণন করিব; যেহেতু, যে আপনা-কর্ত্তৃক উদীরিত (প্রেরিত) হইয়া অসু(প্রাণ) সংস্পন্দিত (প্রবর্ত্তিত) হয়, এবং সেই প্রাণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহও স্পন্দিত হয়। পরবর্ত্তী 'বৈ'-শব্দে তৎকারণ প্রদর্শন করিয়াছেন; 'বৈ' অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবে, এবং "সেই ব্রহ্মই শ্রোত্রের শ্রোত্র" ইত্যাদি শ্রুতিবচন-দ্বারা প্রসিদ্ধ। কেবল প্রাকৃত দেহধারিগণের নহে, পরন্তু ব্রহ্মা ও শিবাদিরও, অতএব আমার নিজেরও প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আপনা-কর্ত্তৃক তদ্রূপ প্রেরিত হইয়াই স্পন্দিত হয়। অতএব যদিও কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি

দারুযন্ত্রের ন্যায় আপনা কর্তৃক প্রবর্তিত বাক্যাদি দ্বারা ভজনকারী পুরুষগণের আপনার প্রদত্ত ভক্তিপ্রভাবেই আপনি বদ্ধ হইয়া থাকেন॥ শ্রীনর-নারায়ণের প্রতি শ্রীমার্কণ্ডেয়ের উক্তি॥ ১৪৪॥

(২১) ভগবদনুভব-কর্তৃত্বেঽনন্যহেতুত্বমাহ, (ভা ১।৮।৩৬)—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ, স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং, ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥ ১৪৫॥

স্পষ্টম্। (১।৮।) কুন্তী শ্রীভগবন্তম্॥ ১৪৫॥

(২১) ভগবদনুভবকর্তৃত্ববিষয়ে ভক্তিই যে একমাত্র হেতু, অন্য কোন হেতু নাই, তাহাই বলিতেছেন, (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবীর উক্তি)—

হে ভগবন্, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ, গান, উচ্চারণ ও স্মরণ করেন, কিংবা অন্যভক্ত কীর্তন করিলে তাহাতে আনন্দিত হন, তাঁহারাই ভবসংসারনাশক তোমার পাদপদ্ম অবিলম্বে দর্শন করেন॥ ১৪৫॥

শ্লোকার্থ স্পষ্টই॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীদেবীর উক্তি॥ ১৪৫॥

(২২) শ্রীভগবৎপ্রাপকত্বমাহ, (ভা ১১।১৮।৪৫)—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ॥ ১৪৬॥

"মহেশ্বরত্বে হেতুঃ—'সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং' সর্ব্বস্যোৎপত্ত্যপ্যয়ৌ যস্মাৎ, অতএব তৎকারণং 'মা' মাং ব্রহ্ম-স্বরূপং বৈকুণ্ঠনিবাসিনম্; যদ্বা ব্রহ্মণঃ বেদস্য কারণং মামুপযাতি সামীপ্যেন প্রাপ্নোতি" ইত্যেষা। শ্রীগীতাসু (৮।২২)—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ইতি। (১১।১৮।) শ্রীউদ্ধবং শ্রীভগবান্॥ ১৪৬॥

(২২) ভক্তিদ্বারাই যে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা বলিতেছেন, (উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—)

হে উদ্ধব, আমার সেই ভক্ত অবিনাশিনী নিত্যা ভক্তির বলেই সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, সকলের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী বা বেদাদিশাস্ত্রের কারণস্বরূপ আমার সামীপ্য লাভ করেন॥ ১৪৬॥

শ্রীধরস্বামীর টীকা—"আমার মহেশ্বরত্বের কারণ এই যে, 'সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়' (সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় যাঁহা হইতে ঘটে), অতএব তাহার কারণভূত ব্রহ্মস্বরূপ (বৈকুণ্ঠনিবাসী) আমার (অথবা ব্রহ্মের বা বেদের কারণস্বরূপ আমার) উপগমন করে (আমার সামীপ্য প্রাপ্ত হয়)।" এসম্বন্ধে শ্রীগীতায়ও এইরূপ কথিত আছে,—"হে পার্থ, সেই পরমপুরুষরূপী আমি একমাত্র অনন্যা (ঐকান্তিকী) ভক্তিদ্বারাই লভ্য হই, অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্য হই না॥" শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি॥ ১৪৬॥

তথা (২৩) মনসোঽপ্যগোচরফলদানে শ্রীধ্রুবচরিতং প্রমাণং, পরমভক্তিসম্বলিতস্বলোকদানাৎ।

(২৪) তদ্বশীকারিত্বং তূদাহৃতং "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" (ভা ১১।১৪।২০) ইত্যাদৌ। তথা, তৎ-পশ্চাত্তে (ভা ১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্॥ ১৪৭॥

অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্—যদ্যপ্যস্য বাক্যস্য একাদশচতুর্দ্দশাধ্যায়প্রকরণে সাধ্যসাধনভক্ত্যোরবিবিক্ত-তয়ৈব মহিমনিরূপণমিতি সাধনপরত্বং দুর্নির্ণেয়ং, তথাপি ফলভক্তিমহিমদ্বারাপি সাধনমহিমপরত্বমেব। যত্রেদৃশমপি ফলং ভবতীতি "বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি" (ভা ১১।১৪।১) ইত্যাদি-প্রশ্নমারভ্য সাধন-

স্যৈবোপক্রান্তত্বাৎ, "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ, মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ" (ভা ১১।১৪।২৬) **ইত্যাদিনা** তস্যৈবোপসংহৃতত্বাচ্চ। বিশেষতস্তু তত্র "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ" (ভা ১১।১৪।১৮) ইত্যাদিকং **"ধর্ম্মঃ সত্য-দয়োপেতঃ"** (ভা ১১।১৪।২২) ইত্যাদ্যন্তং তদীয়মধ্যপ্রকরণং প্রায়ঃ সাধনমহিমপরমেব। তত্র **"বাধ্যমানোঽপি"** (ভা ১১।১৪।১৮) ইতি পদ্যং,—সাধ্যভক্তৌ জাতায়াং বাধ্যমানত্বাযোগাৎ, **"দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি** নিত্যসুখে, ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্" (ভা ১০।৮৭।৩৫) ইত্যুক্তেঃ,

"বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ। বারুণী-দিগ্ গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণবচনাচ্চ,—তন্মহিম-পরত্বেন গম্যতে। অত্রৈব তাবদ্বক্ষ্যতে, (ভা ১১।১৪।২৩)—

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা। বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥"

ইত্যনেন, "মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি" (ভা ১১।১৪।২৪) ইতি কৈমুত্যবাক্যেন চ **সাধ্যভক্তেঃ সংস্কার-**হারিত্বং, ততো বিষয়া এব বাধ্যমানা ভবন্তীতি।

অথ "যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ" (ভা ১১।১৪।১৯) ইতি পদ্যং নামাভাসাদেঃ **সর্ব্বপাপক্ষয়কারিত্ব-**প্রসিদ্ধেস্তৎপরম্। অথ "ন সাধয়তি মাং যোগঃ" (ভা ১১।১৪।২০) **ইত্যেতৎ সার্দ্ধপদ্যং যোগাদীনাং** সাধনরূপাণাং প্রতিযোগিত্বেন নির্দ্দিষ্টত্বাৎ শ্রদ্ধা-সহায়ত্বেন বিধানাচ্চ তৎপরম্। **সাধ্যায়াং শ্রদ্ধোল্লেখঃ** পুনরুক্ত ইতি। যদ্যপি ফলভক্তিদ্বারৈব তদ্বশীকারিত্বং তস্যাস্তথাপ্যত্র সাধনরূপায়া মুখ্যত্বেন **প্রাপ্তত্বাৎ** তত্রৈবোদাহৃতম্। কিংবা "অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ **স্ম ন ভক্তি-**যোগম্" (ভা ৫।৬।১৮) ইতি ন্যায়েন, নাবশঃ সন্ প্রেমাণং দদাতীতি তস্যা এব সাক্ষাৎ **তদ্গুণকত্বং জ্ঞেয়ম্।** অথ "ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতঃ" (ভা ১১।১৪।২২) ইতি পদ্যঞ্চ ধর্ম্মাদি-সাধন-প্রতিযোগিত্বেন **নির্দ্দেশাৎ সাধনভক্তে-**রেবাত্রাপি তৎফলতয়োদাহৃতত্বাচ্চ, তৎপরম্। যৎ "কথং বিনা" (ভা ১১।১৪।২৩) **ইত্যাদিকং, তচ্চ সাধন-ভক্তি-**ফলস্য শোধকত্বাতিশয়-প্রতিপাদনেন তৎপরমিতি। তস্মাৎ সাধ্বেব "বাধ্যমানোঽপি" (ভা ১১।১৪।১৮) ইত্যাদিপদ্যানি তত্তৎপ্রসঙ্গে দর্শিতানি ॥ (১১।১৪।) শ্রীউদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ১৪৭ ॥

এইরূপ ভক্তির (২৩) মনেরও অগোচর ফলপ্রদান-কার্য্যে ধ্রুব-চরিত্রই প্রমাণ, কেন না, ভগবান্ **ধ্রুবকে পরম-**ভক্তিসমেত নিজলোক (ধ্রুবলোক) প্রদান করিয়াছেন।

(২৪) ভক্তি যে ভগবদ্বশকারিণী, তাহা "হে উদ্ধব, তীব্রভক্তি আমাকে যেরূপ **বশ করিয়া ফেলে, যোগ, জ্ঞান,** ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না" **ইত্যাদি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। ইহার** অব্যবহিত পরবর্ত্তী এই শ্লোকেও তদ্রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

সাধুগণের আত্মা, সুতরাং অতিপ্রিয় আমি একমাত্র শ্রদ্ধা-জনিতা **ভক্তি-প্রভাবেই তাঁহাদের বশীভূত বা বাধ্য হই।** (আমাতে ঐকান্তিক-নিষ্ঠারূপা ভক্তি চণ্ডালকুলোদ্ভব ব্যক্তিগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে) ॥ ১৪৭ ॥

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যদিও ১১শ স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে সাধ্য এবং সাধন, উভয়বিধ **ভক্তির পরস্পর অভিন্নভাবেই** মাহাত্ম্য-নিরূপণ দৃষ্ট হয় বলিয়া বর্ত্তমান বক্তব্য শ্লোকটীর কেবল সাধনভক্তিমূলক তাৎপর্য্য **নির্ণয় করা কঠিন, তথাপি এস্থলে** সাধ্যভক্তি-মহিমাকে দ্বার করিয়াও সাধনভক্তির মাহাত্ম্য-নিরূপণেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত; যেহেতু **"হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী** মুনিগণ বহুবিধ শ্রেয়ঃসাধনের কথা বলিয়া থাকেন, উহাদের সকলগুলিরই অথবা কেবলমাত্র **একটীরই প্রাধান্য বর্ত্তমান?"** —ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের এই প্রশ্নজিজ্ঞাসার উত্তরে এই সাধনভক্তিরই 'উপক্রম' এবং **"আমার পবিত্র কথার শ্রবণ-**

কীর্ত্তনাদি-দ্বারা জীবাত্মা যে-পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হয়, তৎপরিমাণে সে অপ্রাকৃত সূক্ষ্মবস্তু (আমার স্বরূপ ও রূপগুণ-লীলা) দর্শন করে"—উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে এই সাধনভক্তিরই 'উপসংহার' করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, সে-স্থলে "আমার প্রাকৃত ভক্তও যদি কখনও বিষয়-কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হয়, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে সে-ব্যক্তি বিষয়-কর্ত্তৃক অভিভূত হয় না" এই ভগবদ্‌বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া, "সত্য ও দয়া-সংযুক্ত ধর্ম্ম এবং তপস্যা-যুক্ত বিদ্যা আমার প্রতি ভক্তিরহিত জীবকে কখনও শোধন করিতে পারে না" এই ভগবদ্‌বাক্য পর্য্যন্ত, উক্ত ভক্তি প্রসঙ্গ-স্থলীয় মধ্যবর্ত্তিপ্রকরণটীরও প্রধানতঃ সাধনভক্তির মাহাত্ম্য-নিরূপণেই তাৎপর্য্য নিহিত। সে-স্থলে সাধ্যভক্তির উদয় হইলে বিষয়-কর্ত্তৃক বাধ্য অর্থাৎ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, বিশেষতঃ, "নিত্যানন্দময় পরমাত্মস্বরূপ আপনাতে যাঁহারা একবারও মনোনিবেশ করেন, তাঁহারাও আর জীবের অন্তঃসারনাশক গৃহের উপাসনা করেন না অর্থাৎ গৃহে আসক্ত হন না"—এই শ্রুতিস্তবোক্তি-নিবন্ধন, এবং "বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি মনো-নিবেশ—সুদূরপরাহত, কারণ, যে ব্যক্তি পূর্ব্বদিকে গমন করিতেছে, তাহার পক্ষে পশ্চিমদিকে অবস্থিত বস্তুর প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?"—এই বিষ্ণুপুরাণের উক্তিনিবন্ধন পূর্ব্বকথিত 'বিষয়-কর্ত্তৃক অকৃষ্যমাণ হইলেও' এই পদ্যটীর সাধনভক্তিমাহাত্ম্য-নিরূপণেই তাৎপর্য্য নিহিত, জানা যায়। এতৎপ্রসঙ্গে "রোমহর্ষ, চিত্তদ্রব এবং আনন্দাশ্রুকলা ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব কিরূপে জানা যায়, অথচ ভক্তি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধিই বা কিরূপে হইতে পারে ?"—এই বাক্যে এবং "আমার প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিখিল জগৎ পবিত্র করিতে পারেন" এই কৈমুত্যবাক্যে (অর্থাৎ উক্ত বাক্যে যখন সাধনভক্তিরই সংস্কারনাশনসামর্থ্য কথিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই। সাধ্যভক্তিরও সংস্কারনাশন-সামর্থ্য স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সাধ্যভক্তি হইতে বিষয়সমূহ নিশ্চয়ই বাধিত (নিরাকৃত) হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ;—এ কথাও সেস্থলে অব্য-বহিত পরেই বলা হইয়াছে।

অতঃপর নামাভাসাদিরও সর্ব্বপাপবিনাশ-সামর্থ্য প্রসিদ্ধ থাকায়, "প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধিনী ভক্তিও সমস্ত পাপ নাশ করে"—উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যটিকে সাধনভক্তিবিষয়ক বলিয়াই জানিতে হইবে। অতঃপর (নিত্য) সাধনভক্তি (অনিত্য) যোগাদি সাধনসমূহের প্রতিযোগিরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় এবং শ্রদ্ধার সহায়রূপে বিহিত হওয়ায় 'ন সাধয়তি' শ্লোক হইতে 'প্রিয়ঃ সতাম্' শ্লোকটি পর্য্যন্ত সার্দ্ধ শ্লোককে সাধনভক্তি-তাৎপর্য্যময় বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সাধ্যভক্তিতে শ্রদ্ধার উল্লেখে পুনরুক্তি ঘটে (সুতরাং ঐ শ্লোক সাধ্যভক্তি-বিষয়ক নহে)। যদিও সাধনভক্তি ফলস্বরূপিণী সাধ্যভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে বশীভূত করে, তথাপি এস্থলে সাধনরূপা ভক্তিরই প্রধানভাবে প্রাপ্তি হওয়ায় তদ্বিষয়েই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা, "হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীমুকুন্দ তৎপ্রীতিসম্বন্ধ-বিহীন ভজনকারী জনগণকে মুক্তি দান করেন বটে, কিন্তু প্রেমভক্তিযোগ কোনকালে প্রদান করেন না"—এই ন্যায়ানু-সারে 'তিনি বশীভূত না হইয়া প্রেম কখনও প্রদান করেন না' এরূপ তাৎপর্য্য-নিবন্ধন সাধনভক্তিরই সাক্ষাদ্‌ভাবে তদ্-গুণময়ত্ব অর্থাৎ ভগবদ্‌বশীকরণপূর্ব্বক প্রেমপ্রদানরূপ মাহাত্ম্য বুঝিতে হইবে। অতঃপর সাধনভক্তির তাদৃশ প্রাকৃতধর্ম্মাদি-সাধনের প্রতিযোগিরূপে নির্দ্দেশহেতু এবং অন্যত্রও সাধনভক্তিই ধর্ম্ম ও সত্যাদি সদ্‌গুণের ফলরূপে উদাহৃত হওয়ায় 'সত্য ও দয়া-সংযুক্ত ধর্ম্ম' এই পদ্যটীরও সাধনভক্তিতেই তাৎপর্য্য নিহিত, জানিতে হইবে। সাধনভক্তির ফলস্বরূপ সাধ্য-ভক্তির অত্যন্ত চিত্ত-শোধকতা প্রতিপাদন-নিবন্ধন,'রোমহর্ষ, চিত্তদ্রব' ইত্যাদি যে পদ্যটী, উহারও সাধনভক্তিতেই তাৎপর্য্য নিহিত, জানিতে হইবে। অতএব, 'আমার প্রাকৃত ভক্তও যদি বিষয়-কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ হয়' ইত্যাদি পদ্যগুলিও তত্তৎ-প্রসঙ্গে সুষ্ঠুভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥ ১৪৭ ॥

তত্রাস্তু (২৫) তাবত্তস্যাঃ সাক্ষাত্তক্তেঃ পরধর্ম্মত্বাদিকং ভগবদর্পণসিদ্ধ-তদনুগতিকস্য লৌকিক-কর্ম্মণোঽপি পরধর্ম্মত্বমুদাহরিষ্যতে "যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ" (ভা ১১।২৯।২১) ইত্যাদৌ। তথা (২৬) পাপঘ্নত্বাদিকং

তস্যাঃ শ্রবণাদিনাপি ভবতীত্যপ্যুক্তং "শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাতঃ" (ভা ১১।২।১২) ইত্যাদৌ। পাদ্মে মাঘ-মাহাত্ম্যে দেবদূত-বাক্যঞ্চ,—

"প্রাহাস্মান্ যমুনা-ভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ। ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুশ্চেদ্ভজতে নরঃ॥
বৈষ্ণবো যদ্গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ। তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গ-হতকিল্বিষা॥" ইতি।

বৃহন্নারদীয়ে যজ্ঞমাল্যুপাখ্যানান্তে,—

"হরিভক্তিপরাণাস্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ। মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥" ইতি।

ততঃ সুতরামেবেদমাদিদেশ, (ভা ৬।৩।২৯)—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং, চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি, তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥ ১৪৮॥

আস্তাং তাবৎ "তানানয়দ্ধম্" (ভা ৬।৩।২৮) ইত্যাদিকেনৈতৎপূর্ব্ব-দ্বিতীয়পদ্যেনোক্তানাং "মুকুন্দ-পাদারবিন্দমকরন্দরসবিমুখানাম্" আনয়ন-বার্ত্তা, তথা "দেবসিদ্ধ" (ভা ৬।৩।২৭) ইত্যাদিকেনৈতৎপূর্ব্বতৃতীয়-পদ্যেনোক্তানাং দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথানাং সাধূনাং সমদৃশাং ভগবৎপ্রপন্নানাং নিকটগমননিষেধবার্ত্তাপি; 'যদ্' যস্য জিহ্বাপি শ্রীভগবতো গুণঞ্চ নামধেয়ঞ্চ বা 'একদা' জন্মমধ্যে যদা কদাপি ন বক্তি, জিহ্বায়া অভাবে চেতশ্চ তচ্চরণারবিন্দমেকদাপি ন স্মরতি, চেতসো বিক্ষিপ্তত্বে শিরশ্চ 'কৃষ্ণায়' কৃষ্ণং লক্ষ্যীকৃত্য নো নমতি,—

"শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে। শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥"

ইতি স্কান্দোক্তমহিমানং নমস্কারং ন করোতি, তানানয়ধ্বম্। তত্র হেতুঃ,—'অসতঃ'; অসত্ত্বে হেতুঃ,—'অকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্'। যথা চ স্কান্দে রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মোক্তৌ,—

"স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব। স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে। নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥"

পাদ্মে চ,—

"মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥" ইতি।

যুক্তঞ্চৈতৎ,—"শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য" (ভা ৭।১১।১১) ইত্যাদিনা, "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (ভা ১১।৫।২-৩) ইত্যাদিনা, "সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্" (ভা ১১।১৮।৪৩) ইত্যাদিনা, "সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুঃ" ইত্যাদিনা চ পরম-নিত্যত্বাদিপ্রতিপাদনাৎ। এষাং কীর্ত্তনাদীনাং ত্রয়াণামপি সুকরাণামভাবে পরেষাং সুতরামেবাভাবো ভবেদিতি সামান্যেনৈব বিষ্ণুকৃত্যরহিতত্বমুক্তম্। জিহ্বাদীনাং করণভূতানামপি কর্ত্তৃত্বেন নির্দ্দেশঃ পুরুষানিচ্ছয়াপি যথা কথঞ্চিৎ কীর্ত্তনাদিকমাদত্তে। 'চরণারবিন্দম্' ইতি বিশেষাঙ্গনির্দ্দেশঃ শ্রীযমস্য ভক্তিখ্যাপক এব, ন তু তন্মাত্র-স্মরণনিয়ামকঃ। অত্রাভক্তানামানয়নেন ভক্তানামনানয়নমেব বিধীয়তে,—আনয়নস্যোৎসর্গ(কর্ষ)সিদ্ধত্বাৎ, "বৈবস্বতং সংযমনং জনানাম্" (বৃঃ আঃ ২প্রঃ ১ পাঃ) ইতি শ্রুতেঃ।

"সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-র্নিবেশিতং তদ্গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্, স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ॥" (ভা ৬।১।১৯)

ইত্যত্র 'তদ্গুণরাগি' ইতি বিশেষণং তু তেষাং তদ্দৃষ্টিপথগমনসামর্থ্যস্যাপি যৎ ঘাতকং, তাদৃশতৎস্মরণস্য প্রভাব-বিশেষমেব বোধয়তীতি জ্ঞেয়ম্। যথৈব নারসিংহে,—

"অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা, যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্, হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি ॥" ইতি।

তথৈবামৃতসারোদ্ধারে স্কান্দবচনম্,—"ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ। শক্তাস্ত নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥" ইতি। (৬।৩।) শ্রীযমঃ স্বদূতান্ ॥ ১৪৮ ॥

অতএব, (২৫) সেই সাক্ষাদ্ভক্তির পরধর্ম্মত্ব দূরে থাকুক, "হে সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধব, ভয় ও শোকাদির নিমিত্ত পলায়ন ও ক্রন্দনাদিবৎ যে যে লৌকিক ব্যর্থ আয়াস কৃত হয়, তাহাও পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে নিষ্কামভাবে অর্পিত হইলে ধর্ম্মরূপেই পরিগণিত হইবে" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবদর্পণসিদ্ধ তদানুগত্যধর্ম্মযুক্ত লৌকিক কর্ম্মেরও পরধর্ম্মত্ব কথিত হইয়াছে; এই সাক্ষাদ্ভক্তির (২৬) শ্রবণাদিদ্বারাও যে পাপক্ষয়াদি সাধিত হয়, তাহা "এই ভাগবতধর্ম্ম শ্রুত, শ্রবণানন্তর পঠিত, চিন্তিত, আদৃত ও অনুমোদিত হইলে, কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী, সকলকেই সদ্য পবিত্র করেন" ইত্যাদি শ্লোকে কথিত আছে। পদ্মপুরাণে মাঘ-মাহাত্ম্যবর্ণনায় দেবদূতগণের বাক্যও এইরূপ, যথা—

"যমরাজ আমাদের প্রতি বারংবার বিশেষভাবে এরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, যে-মানব বিষ্ণুর ভজন করেন, তাঁহাকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে। বৈষ্ণব যাঁহাদের গৃহে ভোজন করেন, এবং যাঁহাদের বৈষ্ণবসঙ্গ-লাভ ও তৎফলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তোমরা তাঁহাদিগকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে।"

বৃহন্নারদীয়-পুরাণে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান-শেষেও এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা—

"হরিভক্তিপরায়ণ সজ্জিগণের সঙ্গাশ্রিত মহাপাপী ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।"

অতএব যমরাজ স্বীয় দূতগণের প্রতি সুষ্ঠু ভাবেই এই আদেশ করিয়াছেন, যথা—

জীবিতকালের মধ্যে যাহার জিহ্বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নাম একবারও কীর্ত্তন করে না, (জিহ্বার অভাবে) যাহার চিত্ত তাঁহার পাদপদ্ম একবারও স্মরণ করে না, (চিত্তের বিক্ষেপে) যাহার মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে না, তোমরা সেইসকল বিষ্ণুর কৃত্য(সেবা)-বিহীন অসাধু জনগণকে আমার সমীপে আনয়ন করিও ॥ ১৪৮ ॥

"নিষ্কিঞ্চন নিঃসঙ্গ পরমহংসকুল যাহা নিরন্তর সেবন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মের মকরন্দরস-পানে পরাঙ্মুখ হইয়া যে-সকল অসাধু ব্যক্তি নিরয়পথস্বরূপ (ইন্দ্রিয়তর্পণাধার) গৃহেই অতিশয় আসক্ত, তাহাদিগকে তোমরা আমার নিকট আনয়ন করিও"—এই বাক্যে উপলক্ষিত এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকে যে-সকল (শ্রীমুকুন্দচরণারবিন্দ-রস-সেবন-পরাঙ্মুখ) ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের আনয়নের কথা, এবং "যে-সকল সাধু সর্ব্বভূতে সমদর্শী (অথবা, যাঁহারা—সাধু, সর্ব্বভূতে সমদর্শী) ও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর একান্ত শরণাগত তাঁহাদের পবিত্র গুণগাথা দেবতা এবং সিদ্ধগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর গদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের রক্ষা বিধান করেন, অতএব তোমরা কখনও তাঁহাদিগের নিকট গমন করিও না। (তোমরা ত' দূরের কথা,) আমরা (বিরিঞ্চি-সহিত দেবগণ), কাল, কেহই তাঁহাদের নিয়ন্তা হইতে সমর্থ নহি"—এই বাক্যে উপলক্ষিত এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় শ্লোকে যে-সকল সাধুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট গমনবিষয়ে নিষেধের কথাও (অর্থাৎ এই উভয় আদেশপ্রসঙ্গই) এখন থাকুক; (পরন্তু) যাহার জিহ্বা শ্রীভগবানের গুণ কিংবা নাম একবারমাত্রও অর্থাৎ জন্মের মধ্যে (জীবিতকালে) কোন সময়েও উচ্চারণ করে না, কিংবা জিহ্বার অভাবে (যদি সে জিহ্বা-বিহীন হয়, তাহা হইলে) যাহার চিত্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্ম একবারমাত্রও স্মরণ করে না, কিংবা চিত্তের বিক্ষেপে (যদি চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে) যাহার মস্তক কৃষ্ণের প্রতি অথবা কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া একবারমাত্রও প্রণত হয় না,—অর্থাৎ "যে ব্যক্তি শার্ঙ্গধন্বা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে শঠতা-সহকারেও নমস্কার করে, তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়"—এই স্কন্দপুরাণোক্ত মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট নমস্কারের অনুরূপ নমস্কার বিধান করে না,—সেই সকল ব্যক্তিকেই আমার নিকট শাস্তিলাভের জন্য

আনয়ন করিবে। তাহার কারণ এই যে, উহারা—অসাধু; আবার উহাদের অসাধুত্বের কারণ এই যে, উহারা—শ্রীবিষ্ণুর কৃত্য(সেবা)-বিহীন। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মার উক্তিতেও দেখা যায়, যথা—

"হে কেশব, যিনি—তোমার ভক্ত, তিনি—সমস্ত-ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা; আর হে অচ্যুত, যে-ব্যক্তি তোমার ভক্ত নহে, সে সর্ব্ববিধ-পাপেরই আচরণকারী। হে হরি, তোমার অভক্ত-ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও 'পাপ' বলিয়াই গণ্য হয়। তোমার অভক্ত সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের আচরণকারী হইলেও সর্ব্বদা নরকেই অবস্থান করে। কিন্তু তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।"

পদ্মপুরাণেও শ্রীভগবানের এইরূপ উক্তি, যথা—"আমার নিমিত্ত ভক্তগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপ-কর্ম্মও ধর্ম্মরূপেই গণ্য হয়। আর, আমাকে অনাদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও আমার প্রভাবে পাপ-কর্ম্মরূপেই পরিণত হয়।"

ইহা যুক্তিযুক্তও বটে, যেহেতু "মহৎ অর্থাৎ সাধুগণের গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পাদসেবন, অর্চ্চন, নতি(বন্দন), দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ, তাহাই সমস্ত মানবের পরম ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে"—এই বাক্যে, "বিরাট্-পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে আশ্রম-চতুষ্টয়ের সহিত বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহাদের মধ্যে যাহারা নিজের জনক সাক্ষাৎ ঈশ্বর সেই পরমপুরুষের ভজন করে না বা অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়"—এই বাক্যে, "আমার উপাসনাই সকল বর্ণাশ্রমীর কর্ত্তব্য"—এই শ্রীভগবদ্‌বাক্যে এবং "সর্ব্বদা বিষ্ণুকেই স্মরণ করিবে, কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না, সমস্ত বিধি ও নিষেধ—এই দুইটী বিধি-নিষেধেরই কিঙ্কর"—এই পদ্মপুরাণ-বাক্যে বিষ্ণুকৃত্যসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিত্যত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। যেস্থলে (জিহ্বার দ্বারা) কীর্ত্তন (তদভাবে চিত্তের দ্বারা) স্মরণ এবং (তদ্‌বিক্ষেপে মস্তকের দ্বারা) প্রণাম,—এই তিনটী সহজসাধ্য কৃত্যেরই অভাব ঘটে, সেস্থলে অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গগুলির অভাব নিশ্চয়ই আছে; এই কারণেই বর্ত্তমান বক্তব্য-শ্লোকে সাধারণভাবেই (ঐ সকল ব্যক্তির) বিষ্ণুকৃত্যবিহীন আচরণ কথিত হইয়াছে। আবার, জিহ্বা প্রভৃতি যদিও কীর্ত্তনাদি ক্রিয়ার করণ (সাধন বা ইন্দ্রিয়), তথাপি এস্থলে কর্ত্তৃকারকরূপে যে নির্দ্দেশ, তাহা পুরুষের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ঐ জিহ্বা-প্রভৃতির কথঞ্চিৎ কীর্ত্তনাদি-কার্য্যে সামর্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। 'চরণারবিন্দ'—ভগবানের এই বিশেষ অঙ্গটীর যে উল্লেখ, তাহা শ্রীযমপ্রভুর বিষ্ণুভক্তিরই দ্যোতক, তাহা ভগবানের কেবলমাত্র চরণারবিন্দের স্মরণকেই বিধান করিতেছে না। যে কোনও এক অঙ্গস্মরণ করিলেই সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন।

এস্থলে, অভক্তদিগকে আনয়নের আদেশ দ্বারা ভক্তগণকে অনানয়ন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের আনয়ন-পরিত্যাগ বা আনয়নবিষয়ে নিষেধ বিধান করা হইল; যেহেতু "বৈবস্বত বা যমই প্রজাগণের নিগ্রহকারী" এই শ্রুতিবাক্য-নিবন্ধন 'আনয়ন'ক্রিয়াটী 'আকর্ষণ'-অর্থেই (অথবা, পাঠান্তরে, 'আনয়ন'-ক্রিয়াটী 'সমর্পণ' বা 'বিসর্জ্জন'-অর্থেই) সিদ্ধ। আবার "যাঁহারা একবারমাত্রও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তদীয় গুণানুরক্ত চিত্ত নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের তদ্দ্বারাই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বপ্নেও যমরাজ বা তদীয় পাশধারী দূতগণকে দর্শন করেন না"—পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই উক্তিতে 'তদীয় গুণানুরক্ত'—এই বিশেষণটী ভগবৎপাদপদ্মে নিবিষ্টচিত্ত সেই ভক্তগণের দৃষ্টিপথে যমরাজ ও তদীয় দূতগণের গমনযোগ্যতার বাধক (ব্যাঘাত কারক) পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণের প্রভাব-বিশেষকেই বুঝাইতেছে। নৃসিংহ-পুরাণে যমরাজের উক্তিও এইরূপ, যথা—

"দেবগণপূজিত বিধাতা ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আমি যম সমস্ত লোকের হিত ও অহিত-বিচারে নিযুক্ত হইয়াছি। যে-সকল মানব—শ্রীহরি ও শ্রীগুরুদেবের প্রতি (সেবা) বিমুখ, তাহাদিগকেই আমি শাসন করিয়া থাকি, এবং যাঁহারা—শ্রীহরি ও শ্রীগুরুদেবের চরণে প্রণত, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া থাকি।"

অমৃতসারোদ্ধার-প্রসঙ্গে স্কান্দবচনও এইরূপ, যথা—

"ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি কিংবা অন্যান্য দেবগণ কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহি॥" স্বীয় দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজের আদেশ॥ ১৪৮॥

তথা (২৭) সকৃদ্ভজনেনৈব সর্ব্বমপ্যায়ুঃ সফলমিত্যুদাহৃতমেব শ্রীশৌনকবাক্যেন "আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ" (ভা ২।৩।১৭) ইত্যাদি গ্রন্থেন। এবং (২৮) ভক্ত্যাভাসেনাপ্যজামিলাদৌ পাপঘ্নত্বং দৃশ্যতে। তথা (২৯) সর্ব্বকর্ম্মাদিবিধ্বংসপূর্ব্বকপরমগতিপ্রাপ্তাবপি স্বল্পায়াসেনৈব ভক্তেঃ কারণত্বং শ্রূয়তে; যথা লঘুভাগবতে—

"বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥" ইতি।

তথৈব চ তত্র যথা কথঞ্চিৎ তদ্ভক্তিসম্বন্ধস্য কারণত্বং দৃশ্যতে; যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাদ্যথা তথা। অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজাঃ॥"

স্কান্দে উমামহেশ্বরসংবাদে,—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ। কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥"

বৃহন্নারদীয়ে,—

"অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে। ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥"

পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ,—

"সকৃদুচ্চারয়েদ্যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ। শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি॥"

তত্রান্যত্র,—

"সম্পর্কাদ্যদি বা মোহাদ্যস্তু পূজয়তে হরিম্। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রযাতি পরমং পদম্॥"

ইতিহাসসমুচ্চয়ে শ্রীনারদপুণ্ডরীকসংবাদে চ,—

"যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥
লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥
জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ॥
স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ। কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ॥"

অতএব রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রবাক্যঞ্চ,—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥" ইতি;
"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাত্যেতদ্ ব্রতং হরেঃ॥" ইতি

চ গরুড়পুরাণম্। তথা চাহ, (ভা ১।১।১৪)—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ ১৪৯॥

স্পষ্টম্॥ (১।১) শ্রীশৌনকঃ শ্রীসূতম্॥

এইরূপ (২৭) একবারমাত্র ভজনেই যে সমগ্র আয়ুষ্কাল সার্থক হয়, তাহা "এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইয়া, ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের কথায় যিনি কাল যাপন করেন, কেবলমাত্র তাঁহারই আয়ু বর্জ্জন করিয়া অন্যান্য সমস্ত মানবেরই আয়ু হরণ করিতেছেন" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশৌনকের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি, (২৮) ভক্ত্যাভাস-প্রভাবেও অজামিলাদির পাপনাশ দেখা যায়। আবার, (২৯) জীবের সমস্ত কর্ম্মাদি বিনাশপূর্ব্বক উত্তমগতি-লাভ-বিষয়েও ভক্তি যে অতি অনায়াসেই সমর্থা, তাহা শ্রীলঘুভাগবতে শুনা যায়, যথা—

"শ্রীগোবিন্দের কীর্ত্তনরূপ অনল-প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সকল পাপ, তৎসমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়।"

যে-কোনরূপ অর্থাৎ ভক্তির যৎসামান্য সম্বন্ধই যে ঐরূপ কর্ম্মের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক পরমগতিপ্রদান-কার্য্যে সমর্থ, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও দেখা যায়, যথা—

"হে দ্বিজগণ, অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছা সহকারে স্পৃষ্ট হইলেও দেহ বা অঙ্গাদি দগ্ধ করে, তদ্রূপ যে-কোনপ্রকারে আরাধিত হইলেই ভগবান্ মুক্তিপ্রদ হন।"

স্কন্দপুরাণে হরগৌরী-সংবাদেও, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষা-গ্রহণমাত্রেই যখন মানবগণ মোক্ষ লাভ করেন, তখন যে-সকল মানব ভক্তিসহকারে শ্রীঅচ্যুতের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?"

বৃহন্নারদীয়পুরাণেও, যথা—

"যাঁহারা অনিচ্ছা-সহকারেও একবারমাত্র বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহাদের আর কখনও সংসারবন্ধন ঘটে না।"

পদ্মপুরাণের দেবদ্যুতি-স্তুতিতেও, যথা—

"যিনি অপ্রমত্ত অর্থাৎ নামাপরাধ-রহিত হইয়া একবারমাত্রও শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষলাভ ঘটে।"

ঐ পদ্মপুরাণেই অন্যত্রও, যথা—

"যিনি সম্বন্ধবশতঃই হউক, অথবা মোহবশতঃই হউক, শ্রীহরির পূজা করেন, তিনি পাপ হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া পরমপদ (বৈকুণ্ঠ) প্রাপ্ত হন।"

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীনারদপুণ্ডরীক-সংবাদেও, যথা—

"যাঁহারা—নৃশংস, দুরাচার, সর্ব্বদা পাপাচারে রত, তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের পদাশ্রিত হইলে পরম ধাম (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন। সমস্ত কল্মষ অর্থাৎ পাপ বিগত হওয়ায় তাঁহারা আর পাপকর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না; সেই বৈষ্ণবগণ গগনোদিত ভাস্করের ন্যায় সকল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন। সহস্রজন্মমধ্যেও যাঁহার 'আমি—বাসুদেবের দাস' এইরূপ সুমতি উদিত হয়, তিনি সমস্ত লোক উদ্ধার করেন। সেই ব্যক্তি বিষ্ণুসালোক্য (অর্থাৎ বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠলোক) প্রাপ্ত হন,—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর যে-সকল জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ভগবানে একান্ত আসক্তচিত্ত, তাঁহাদের ত' কথাই নাই।"

অতএব রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তি, যথা—

"আমি তোমারই (আশ্রিত),—এই বলিয়া শরণাপন্ন হইয়া যিনি একবারমাত্রও আমার প্রসাদ যাচ্ঞা করেন, আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকি,—ইহাই আমার ব্রত।"

গরুড়পুরাণেও ঠিক এইরূপ উক্ত আছে, যথা—

"আমি তোমারই (আশ্রিত),—এই বলিয়া শরণাগত হইয়া যিনি একবারমাত্রও ভগবৎকৃপা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে অভয় প্রদান করিয়া থাকেন,—ইহাই তাঁহার ব্রত।"

প্রথমস্কন্ধে শ্রীশৌনকও এরূপ উক্তি করিয়াছেন, যথা—

ঘোর সংসার-দশা প্রাপ্ত হইয়া অসহায় অবস্থাতেও জীব যাঁহার শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে বিমুক্ত হয়; এবং যাঁহার নামে সাক্ষাৎ মহাকালও ভীত হয়, আত্মশোধনার্থী কেই বা সেই ভগবানের চরিত-কথা শ্রবণ না করিয়া থাকিতে পারে? অথবা, কাহারই বা সেই ভগবানের লীলা-কীর্ত্তিসমূহ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নয়? ১৪৯॥

এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই ॥ শ্রীসূতের প্রতি শ্রীশৌনকঋষির উক্তি ॥ ১৪৯ ॥

তথা, (ভা ৬।১৬।৪৪)—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং, ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম-সকৃচ্ছ্রবণাৎ, পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥ ১৫০ ॥

স্পষ্টম্ ॥ (৬।১৬।) চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্ ॥ ১৫০ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর উক্তিও এইরূপ,—

হে ভগবন্, যাঁহার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলেই চণ্ডাল পর্য্যন্ত সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, (সাক্ষাৎ ভাগবত-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক) সেই আপনার কেবলমাত্র দর্শনপ্রভাবেই যে মানবগণের সমস্ত পাপ নাশ হয়, ইহা অসম্ভব নহে ॥১৫০

এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই ॥ ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর স্তুতি ॥ ১৫০ ॥

অতএবোক্তং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—

"জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি বৈ। ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥" ইতি।

অতো যদত্র তৃতীয়ে (ভা ৩।৩১।১২-২১) গর্ভস্থস্য জীবস্য ভগবতঃ স্তুতিঃ শ্রূয়তে, তস্যৈব চ সংসারোঽপি বর্ণ্যতে, তত্রোচ্যতে,—জাত্যেকত্বেন তদ্বর্ণনমিতি ; বস্তুতস্তু কশ্চিদেব জীবো ভাগ্যবান্ ভগবন্তং স্তৌতি, স চ নিস্তরত্যপি। ন তু সর্ব্বস্যাপি ভগবজ্জ্ঞানং ভবতি। তথা চ নৈরুক্ত-মতে ত্রিবিধা জীবাঃ লক্ষ্যন্তে, —একে পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মমাত্রং স্মরন্তি ; একে সাংখ্যযোগাদিকমভ্যস্যন্তি ; একে তু পরমপুরুষমিতি। যথোক্তং তত্রৈব তৈঃ—"নবমে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণো ভবতি" ইতি পঠিত্বা, "মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ" ইত্যাদি-তদ্ভাবনা-পাঠানন্তরম্,

"অবাঙ্মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ। সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্।
ততশ্চ দশমে মাসি প্রজায়তে" ইত্যাদি।

অত্র "পুরুষং বা" ইতি বা শব্দাৎ কস্যচিদেব ভগবজ্জ্ঞানমিতি গম্যতে।

সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাসু ভক্তেঃ সমর্থত্বন্তু বর্ণিতং চতুঃশ্লোকীব্যাখ্যায়াম্। ভেদেঽপ্যেকবদ্বর্ণনমন্যত্রাপি দৃশ্যতে, তৃতীয়ে যথা পাদ্মকল্পসৃষ্টিকথনেঽপি (ভা ৩।১১।৩৬), শ্রীসনকাদীনাং সৃষ্টিঃ কথ্যতে (ভা ৩।১২।৪) ইতি। টীকায়াঞ্চ "ব্রহ্মকৃত-সৃষ্টিমাত্রকথনসাম্যেনৈকীকৃত্যোক্তিরিয়ম্" ইতি যোজিতম্। শ্রীবরাহাবতারবচ্চ ; তত্র প্রথমমন্বন্তরস্যাদৌ পৃথিবীমজ্জনে ব্রহ্মনাসিকাতোঽবতীর্ণঃ শ্রীবরাহস্তামুদ্ধরন্ হিরণ্যাক্ষেণ সংগ্রামং কৃতবানিতি বর্ণ্যতে। হিরণ্যাক্ষশ্চ ষষ্ঠমন্বন্তরস্যাবসানজাত-প্রাচেতস-দক্ষ-কন্যায়া দিতের্জাতঃ। তস্মাত্তথা বর্ণনং তদবতারমাত্রত্ব-পৃথিবীমজ্জনমাত্রত্বৈক্যবিবক্ষয়ৈব ঘটতে, তদ্বদত্রাপীতি কশ্চিদেবান্যো জীবঃ স্তৌত্যন্যঃ সংসরতীত্যেব মন্তব্যম্। অত্র পূর্ব্ববৎ পরমগতিপ্রাপ্তৌ ভক্তেঃ পরম্পরা-কারণত্বঞ্চ দৃশ্যতে ;—বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণ-মাহাত্ম্যে,—

"যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যা-পরায়ণৈঃ। ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাংগতিম্ ॥" ইতি।

এবং বিষ্ণুধর্ম্মে,—

"কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্। কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাম্ ॥
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে। তাংস্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেঃ ॥" ইতি।

দূতান্ প্রতি যমাজ্ঞা চেয়ম্—

"যেনার্চ্চা ভগবদ্ভক্ত্যা বাসুদেবস্য কারিতা। নবাযুতং তৎকুলজং ভবতাং শাসনাতিগম্॥" ইতি। যথাহ (ভাঃ ৭।১০।১৮),—

ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥ ১৫১॥

ত্রিসপ্তভিঃ প্রাচীনকল্পগততদীয়পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মসম্বন্ধিভিঃ পিতৃভিঃ সহ। অস্মিন্ জন্মনি হিরণ্যকশিপুকশ্যপ-মরীচিব্রহ্মান্ এব তৎপিতর ইতি॥ (৭।১০।) শ্রীনৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্॥ ১৫১॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"বিষ্ণুভক্ত পুরুষের পাঁচদিনব্যাপী জীবনলাভও উত্তম; পরন্তু বিষ্ণুভক্তিহীন পুরুষের সহস্রকল্পস্থায়ী জীবনও উত্তম নহে।"

ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতি এবং তাহারই যে পুনরায় সংসার বর্ণিত হইয়াছে—এবিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন,—তথায় ভগবৎস্তুতিকারী এবং সংসারদশাগ্রস্ত জীব ব্যক্তিগতরূপে এক নহে, পরন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন; ঐস্থলে জীবত্বজাতি অনুসারে উভয়ের ঐক্যনিবন্ধনই একরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গর্ভদশায় কোন ভাগ্যবান্ জীবই ভগবৎস্তুতি বিষয়ে সমর্থ হন এবং তিনি উক্ত ভগবদ্ভক্তিবলে সংসার হইতে উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন; পরন্তু তৎ-কালে সকলের ভগবজ্জ্ঞান হয় না। নিরুক্তশাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ জীব লক্ষিত হইয়া থাকেন, তন্মধ্যে একপ্রকার জীবগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মমাত্র স্মরণ করিয়া থাকেন। অন্যপ্রকার জীবগণ সাংখ্যযোগাদির অভ্যাস করেন এবং অপর জীবগণ পরম-পুরুষের অনুশীলন করেন। অতএব উক্তশাস্ত্রকারগণ উক্তশাস্ত্রেই—"জীব নবম মাসে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়" এইরূপ বলিয়া অনন্তর—"আমি মৃত হইয়া পুনরায় জাত এবং জাত হইয়া পুনরায় মৃত হইতেছি" এইরূপে তাহার চিন্তার কথা উল্লেখ-পূর্ব্বক অবশেষে—

"উক্ত জীব তৎকালে গর্ভাশয়ে নিম্নমুখে অবস্থিত পীড়িত এবং কৃমি প্রভৃতি জন্তুগণে সমন্বিত হইয়া সাংখ্যযোগের অভ্যাস বা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বস্বরূপ পুরুষের অনুশীলন করেন। অনন্তর দশম মাসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে—

"পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ পুরুষের অনুশীলন" এই বাক্যে "বা" এই বিকল্পবাচক পদদ্বারা কোন একটী জীবের মাত্র ভগবজ্জ্ঞান অবগত হওয়া যায়।

চতুঃশ্লোকীব্যাখ্যায় সর্ব্বাবস্থায়ই ভক্তির সামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে যেরূপ গর্ভে ভগবৎস্তুতিকারী জীব এবং সংসারদশাগ্রস্ত জীবের ভেদসত্ত্বেও একরূপে বর্ণন দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্রও ভেদস্থলে অভেদতুল্য বর্ণন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেরূপ—তৃতীয় স্কন্ধে পাদকল্পসৃষ্টি-বর্ণন-প্রসঙ্গেও শ্রীসনকাদির সৃষ্টি কথিত হইতেছে। টীকাকারও এস্থলে—"ব্রহ্মকৃত সৃষ্টিমাত্রের বর্ণনাংশে সাম্যনিবন্ধনই ঐরূপ একত্ব বর্ণন" ইত্যাদি অর্থ যোজনা করিয়াছেন। শ্রীবরাহ-দেবের অবতারেও এরূপ দৃষ্ট হয়। সে-স্থলে প্রথম মন্বন্তরের আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবী উদ্ধার করিতে যাইয়া হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন—এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবসানকালে উৎপন্ন প্রাচেতস-দক্ষের কন্যা দিতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। অতএব উভয় মন্বন্তরে শ্রীবরাহাবতার এবং পৃথিবীমজ্জনরূপ বৃত্তান্তদ্বয়ের সাম্য বলিতে ইচ্ছা করিয়াই তাদৃশ বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপ এস্থলেও কোন জীব ভগবানের স্তুতি করিতেছেন এবং অপর জীব সংসারগ্রস্ত হইতেছে,—এইরূপ জানিতে হইবে। এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় পরমগতি-প্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তির পরম্পরাক্রমে কারণত্বও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা বৃহন্নারদীয়ে ধ্বজারোপণমাহাত্ম্যে—

"বিষ্ণুভক্ত যতিগণের পরিচর্য্যারত পুরুষগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও পাপিগণ পর্য্যন্তও পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে"—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মে—

"লোকে শ্রীহরির নিবাস-স্থান প্রস্তুত করাইয়া নিজবংশীয় ভবিষ্যৎ শত পুরুষ এবং অতীত শত পুরুষের বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সাধন করিয়া থাকেন। যিনি শ্রীহরির বিগ্রহ স্থাপন করেন, তিনি কল্পকাল-মধ্যে নিজবংশে যে-সকল পুরুষ অতীত হইয়াছেন এবং যাঁহারা ভবিষ্যৎকালে উৎপন্ন হইবেন, তাঁহাদের সকলের উদ্ধার করিয়া থাকেন' এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। দূতগণের প্রতি শ্রীযমরাজের আদেশও এইরূপ—

"যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীহরির বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার বংশজাত নব অযুত পুরুষ তোমাদের শাসনের বহির্ভূত জানিবে।" অতএব বলিয়াছেন—

"হে নিষ্পাপ! সাধো! যেহেতু কুলপাবন তুমি ইহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তোমার পিতা ত্রি-সপ্ত অর্থাৎ একবিংশতি পিতৃপুরুষের সহিত পবিত্র হইয়াছেন॥" ১৫১॥

এস্থলে "ত্রি-সপ্ত" অর্থাৎ একবিংশতি, পিতৃপুরুষ-পদে পূর্ব্বকল্পগত তদীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসম্বন্ধীয় পিতৃগণের সহিত—এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে। যেহেতু এই জন্মে হিরণ্যকশিপু, কশ্যপ, মরীচি এবং ব্রহ্মা ইহাদিগকেই কেবলমাত্র তাঁহার পিতৃপুরুষরূপে অবগত হওয়া যায়। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি শ্রীনৃসিংহদেবের উক্তি॥ ১৫১॥

তথা ভক্ত্যাভাসস্যাপি সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণুপদপ্রাপকত্বং, যথা বৃহন্নারদীয়ে—কোকিল-মানিনোর্ম্মদিরোন্মত্তয়োর্ধ্বতচীরখণ্ডদণ্ডয়োর্জীর্ণভগবন্মন্দিরে নৃত্যতোঃ ধ্বজারোপণফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বং জাতম্। তথা ব্যাধহতস্য পক্ষিণঃ কুক্কুরমুখগতস্য তৎপলায়নবৃত্ত্যা ভগবন্মন্দির-পরিক্রমণ-ফলপ্রাপ্ত্যা তাদৃশত্বপ্রাপ্তিরিতি। কচিত্তত্র মহাভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ। যথা বৃহন্নারসিংহপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদস্য তস্য প্রাগ্‌জন্মনি বেশ্যয়া সহ বিবাদেন শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশ্যাং দৈবাদুপবাসঃ সম্পন্নো জাগরণঞ্চেতি। তথা চাহ (ভাঃ ৩।৯।১৫)—

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি, নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা, সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥ ১৫২॥

অসুবিগমেঽপি ইতি তদানীন্তনমাত্রত্বমশুদ্ধবর্ণত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। বিবশা ইতি তদিচ্ছাং বিনা কেনচিৎ কারণান্তরেণাপীত্যর্থঃ, বশকান্তাবিত্যমরঃ। তাদৃশশক্তিত্বে হেতুমাহ,—অবতারেতি। অবতারাদিসদৃশানি তত্তত্তুল্যশক্তীনীত্যর্থঃ। তত্র 'অবতারবিড়ম্বনানি' নৃসিংহেত্যাদীনি 'গুণবিড়ম্বনানি' ভক্তবাৎসল্যেত্যাদীনি 'কর্ম্মবিড়ম্বনানি' গোবর্দ্ধনধারণাদীনি চ॥ (৩।৯।) ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদকশায়িনম্॥ ১৫২॥

এইরূপ সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তি দূরে থাকুক, ভক্ত্যাভাস দ্বারাও সর্ব্বপাপক্ষয় হয় ও বিষ্ণুপদ-লাভ ঘটে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে কথিত আছে যে, মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া কোকিল ও মানী স্ত্রী-পুরুষ দণ্ডের অগ্রভাগে পুরাতন বস্ত্র খণ্ড ধারণপূর্ব্বক এক জীর্ণ বিষ্ণুমন্দিরে নৃত্য করায় তাহাদের ধ্বজারোপণ-ব্রতের ফলপ্রাপ্তিতে বিষ্ণুপদ লাভ ঘটিয়াছিল। এইরূপ ব্যাধাহত ও কুক্কুর-মুখাক্রান্ত কোন পক্ষীর পলায়নচ্ছলে ভগবন্মন্দির-পরিক্রমণ-ফলের প্রাপ্তি-নিবন্ধন অবশেষে বিষ্ণুপদ লাভ ঘটিয়াছিল। কোথাও কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহাভক্তির প্রাপ্তিও ঘটিয়া থাকে; যথা বৃহন্নৃসিংহপুরাণে কথিত আছে যে, মহাভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে বেশ্যার সহিত বিবাদকালে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী-তিথিতে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ ঘটিয়াছিল। এইরূপ ব্রহ্মকৃত শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর স্তবেও উক্ত হইয়াছে—

মুমূর্ষু মানবগণ প্রাণত্যাগকালে কোন কারণ-বশতঃ বিবশ হইয়া যে ভগবানের অবতার, গুণ ও লীলাবাচক তত্তদস্বরূপ শ্রীনামসমূহের উচ্চারণফলে তৎক্ষণাৎ বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া নিবৃত্তকুহক (নিরঞ্জন অর্থাৎ শুদ্ধ) সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে সম্প্রাপ্ত হন, আমি (ব্রহ্মা) সেই জন্মরহিত ভগবানের শরণাগত হইলাম ॥ ১৫২ ॥

'অসুবিগমেঙ' শব্দে কেবলমাত্র তৎকালীন যে অশুদ্ধ বর্ণোচ্চারণ, তাহাই সূচিত হইয়াছে। 'বিবশ' হইয়া অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিজেচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কারণ-বশতঃ, (যেহেতু) অমরকোষে 'বশ'-শব্দ কান্তি-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবন্নামসমূহের তাদৃশ শক্তিমত্তার কারণ তাঁহার 'অবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি' এই পদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ভগবানের নামসমূহ ভগবানের সেই সেই অবতারাদির তুল্য অভিন্ন-শক্তিসম্পন্ন। এস্থলে 'অবতার-বিড়ম্বনানি' পদে নৃসিংহ ইত্যাদি, 'গুণবিড়ম্বনানি' পদে ভক্তবাৎসল্যাদি এবং 'কর্ম্মবীড়ম্বনানি' পদে গোবর্দ্ধনধারণাদি ভগবল্লীলাসূচক নাম জানিতে হইবে। শ্রীগর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি ॥ ১৫২ ॥

অস্তু তাবৎ শুদ্ধভক্ত্যাভাসবার্ত্তা। অপরাধত্বেন দৃশ্যমানোঽপ্যসৌ মহাপ্রভাবো দৃশ্যতে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে ভগবন্মন্ত্রেণ কৃতনিজরক্ষং বিপ্রং প্রতি রাক্ষসবাক্যম্—

"ত্বামত্তুমাগতঃ ক্ষিপ্রো রক্ষয়া কৃতয়া ত্বয়া। তৎসংস্পর্শাচ্চ মে ব্রহ্মন্ সাধ্বেতন্মনসি স্থিতম্ ॥
কা সা রক্ষা ন তাং বেদ্মি বেদ্মি নাস্যাঃ পরায়ণম্। কিন্ত্বস্যাঃ সঙ্গমাসাদ্য নির্বেদং প্রাপিতঃ পরম্ ॥" ইতি

যথা বা বিষ্ণুধর্ম্মাত্যুদাহৃতায়াঃ শ্রীভগবদ্‌গৃহদীপতৈলং পিবন্ত্যাঃ কস্যাশ্চিন্মূষিকায়াঃ দৈবতো মুখোদ্ধৃতবর্ত্তৌ দীপে সমুজ্জ্বলিতে সতি মুখদাহেন মরণাৎ রাজ্ঞীত্বং প্রাপ্য দীপদানাদিলক্ষণ-ভক্তিনিষ্ঠাপ্রাপ্তিরন্তে পরমপদপ্রাপ্তিশ্চ। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে কৃতজন্মাষ্টমীকায়াঃ দাস্যাঃ দুঃসঙ্গেনাপি কস্যচিৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ। তথা চ বৃহন্নারদীয়ে তাদৃশদুষ্টকার্য্যার্থমপি ভগবন্মন্দিরং মার্জ্জয়িত্বা কশ্চিদুত্তমাং গতিমবাপ। নত্বীদৃশত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি ; যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—

"বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। গর্ভবাসসহস্রেষু পচ্যতে পাপকৃন্নরঃ ॥" ইতি।

অথ শ্রীভগবদ্বশীকারিতায়ামপি সকৃদল্পপ্রয়াসাত্মিকায়া অপি ভক্তেঃ কারণতা দৃশ্যতে। যথা ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্যম্,—

"দংষ্ট্রঃ পক্ষ্মেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ। অর্চ্চিতশ্চার্চ্চয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥" ইতি।

যথা চ বিষ্ণুধর্ম্মে,—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥" ইতি।

তদীদৃশং মাহাত্ম্যবৃন্দং ন প্রশংসামাত্রমজামিলাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ। দর্শিতাশ্চ ন্যায়াঃ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাদৌ। তথৈব নাম্ন্যর্থবাদকল্পনায়াং দোষোঽপি শ্রূয়তে, "তথার্থবাদো হরিনাম্নি" ইতি হি পাদ্মে নামাপরাধগণনে।

"অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥"

ইতি কাত্যায়নসংহিতায়াম্।

"মন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য, ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি, সংসারঘোরবিবিধার্ত্তিনিপীড়িতাঙ্গম্ ॥"

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং বৌধায়নং প্রতি শ্রীপরমেশ্বরোক্তৌ চ। ততোঽন্তর্ভূত-নামানুসন্ধানেষ্বন্যেষু তদ্ভজনেষু চ স্তুতরামেবার্থবাদে দোষোঽবগম্যতে। তদেবং যথার্থ এব তন্মাহাত্ম্যে সত্যপি যত্র সম্প্রতি তদ্ভজনফলোদয়ো ন দৃশ্যতে, কুত্রচিচ্ছাস্ত্রে চ পুরাতনানামপ্যন্যথা শ্রূয়তে তত্র নামার্থবাদকল্পনা বৈষ্ণবানাদরাদয়ো দুরন্তা অপরাধা এব প্রতিবন্ধকারণং বক্তব্যম্। অতএবোক্তং শ্রীশৌনকেন (ভাঃ ২।৩।২৪),—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" ইতি।

যথা প্রায়েণ আধুনিকানাম্। যথা বা (ভা ১০।৬৪।২৫)—

"ব্রহ্মণ্যস্য বদান্যস্য তব দাসস্য কেশব। স্মৃতির্নাদ্যাপি বিধ্বস্তা ভবৎসন্দর্শনার্থিনঃ॥" ইতি।

তদুক্তরীত্যাধ্যবসিতভক্তেরপি নৃগস্য (ভাঃ ৬।৩।২৯) "জিহ্বা ন বক্তি" ইত্যাদিযমবাক্যবিরুদ্ধং যমলোকগমনং প্রাপ্তবতঃ বিনা চার্থবাদ-কল্পনাময়ং ভাবং শ্রুতশাস্ত্রস্যাপি তস্য সত্যাং তাদৃশমাহাত্ম্যায়াং ভক্তৌ শ্রীমদম্বরীষাদিবৎ সেবাগ্রহং পরিত্যজ্য দানকর্ম্মাগ্রহো ন স্যাৎ। তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে, যথা পাদ্মে নামাপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্রে,—

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ডমধ্যে, নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥" ইতি।

দেহাদি-লোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাস্তন্মধ্যে ইত্যর্থঃ। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে,—

"পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে॥"

স্কান্দ এবান্যত্র মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে,—

"দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি। ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ। দেহিনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥" ইতি।

এবং বহূন্যেবাপরাধান্তরাণ্যপি দৃশ্যন্তে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শতধনুর্নাম্নো রাজ্ঞো ভগবদারাধনতৎপরস্যাপি বেদবৈষ্ণবনিন্দকাল্পসম্ভাষয়ৈব কুক্কুরাদিযোনিপ্রাপ্তিরুক্তা। অতঃ (ভাঃ ১।২।১৬) "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য" ইত্যাদৌ, "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১) ইত্যাদৌ চ পুরুষাণাং প্রায়ঃ সাপরাধত্বাভিপ্রায়েণৈবাবৃত্তিবিধানম্। সাপরাধানামাবৃত্ত্যপেক্ষা চোক্তা পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে নামোপলক্ষ্য—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥" ইতি।

এতদপেক্ষয়ৈব ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রাদাবষ্টাদশাক্ষরাদেরাবৃত্তিবিধানম্। যথা—

"ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য মনোর্বিধিম্। দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎকল্পেন মুচ্যতে॥
সহস্রজপ্তেন তথা মুচ্যতে মহতৈনসা। অযুতস্য জপেনৈব মহাপাতকনাশনম্॥" ইত্যাদি।

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নামোপলক্ষ্য—

"হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্। কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াৎ॥" ইত্যাদি।

অত্রাপরাধালম্বনত্বেনৈব বর্ত্তমানানাং পাপবাসনানাং সহৈবাপরাধেন নাশ ইতি তাৎপর্য্যম্। এতাদৃশ-প্রতিবন্ধাপেক্ষয়ৈবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—

"রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে। বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দ্দমাম্বুনি॥

ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্ দুষ্টা চানৃতাদিনা। তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতা॥" ইতি

সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা। অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্তঃ। তদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতিবিতর্কাৎ। যতঃ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবকবস্ত্বন্তরাভিনিবেশো ভক্তি-শৈথিল্যং স্বভক্ত্যাদিকৃতমানিত্বমিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদিলক্ষণভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তস্যাপরাধ-স্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি। অতএব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারাদিকং নাঙ্গী-করোতি ভগবান্ যথা দূত্যগতো দুর্য্যোধনস্য। আধুনিকানাঞ্চ শ্রুতশাস্ত্রানামপ্যপরাধদোষেণ শ্রীভগবতি শ্রীগুরৌ তদ্ভক্তাদিষু চান্তরানাদরাদাবপি সতি বহিস্তদর্চ্চনাদ্যারম্ভকৌটিল্যম্। অতএবাকুটিলমূঢ়ানাং ভজনাভাসাদিনাপি কৃতার্থত্বমুক্তম্। কুটিলানান্তু ভক্ত্যনুবৃত্তিরপি ন ভবতীতি স্কান্দে শ্রীপরাশরবাক্যে দৃশ্যতে,—

"ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥" ইতি।

এতদপেক্ষয়োক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—

"সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ। বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥" ইতি।

অতএবাহ (ভাঃ ৩।১৯।৩৬),—

তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥ ১৫৩॥

স্পষ্টম্। (৩।১৯।) শ্রীসূতঃ শ্রীশৌনকাদীন্॥ ১৫৩॥

শুদ্ধভক্ত্যাভাসের কথা দূরে থাকুক, অপরাধরূপে আপাত প্রতীয়মান হইয়াও ভক্ত্যাভাসের মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়; যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবন্মন্ত্রে আত্মরক্ষাকারী কোন বিপ্রের প্রতি জনৈক রাক্ষসের উক্তি—

'হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার অনুষ্ঠিত রক্ষামন্ত্র দ্বারা নিজে ক্ষিপ্ত (অস্থির) হইয়াছি এবং তৎসংস্পর্শে আমার মনে যথার্থই এই ভাব উপস্থিত হইয়াছে; সেই রক্ষামন্ত্র কি, তাহা জানি না এবং উহার মূল আশ্রয় কি, তাহাও জানি না, তথাপি উহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত নির্ব্বেদ লাভ ঘটিয়াছে।'

এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতেও উদাহৃত আছে যে, একদা একটী স্ত্রী-মূষিক শ্রীভগবন্মন্দিরস্থ দীপের তৈলপানকালে দীপবর্ত্তিটী মুখের দ্বারা টানিয়া তুলিতে গিয়া দীপটী দৈবাৎ সম্যগ্ ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, উহার মুখদাহফলে মৃত্যু ঘটিয়াছিল; এবং মৃত্যুর পর সে রাজ্ঞীত্ব লাভ করিয়া শ্রীভগবন্মন্দিরে দীপদানাদি-লক্ষণময়ী ভক্তিনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া অন্তিমে পরমপদ লাভ করিয়াছিল। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে জন্মাষ্টমীমাহাত্ম্যেও উক্ত আছে যে, জন্মাষ্টমী-ব্রতকারিণী এক দাসীর (বৃষলীর) সহিত অসৎসঙ্গ-সত্ত্বেও একব্যক্তি জন্মাষ্টমীব্রতের ফললাভ করিয়াছিল। বৃহন্নারদীয়েও

এরূপ কথিত আছে যে, তাদৃশ দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিয়াও উত্তমা গতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ ফল কোথাও নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

'বিষয়রাগযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি 'আমি—ব্রহ্ম',—এরূপ উক্তি করে, সেই পাপাচারী সহস্রবার গর্ভবাস-যাতনায় দগ্ধীভূত হয়।'

আবার, একবারমাত্র স্বল্প-চেষ্টাময়ী ভক্তিও যে ভগবদ্‌বশীকরণের কারণ, তাহাও দেখা যায়। যথা ব্রহ্মপুরাণে শিব-বাক্যে—

'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, যাঁহারা সেই পরম দেবতা বিষ্ণুকে সামান্য একটু দর্শন করেন, তিনিও অহরহঃ তাঁহাদিগকে দর্শন দান করেন, যাঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় করেন, তিনিও তাঁহাদিগকে প্রত্যাশ্রয় দান করেন, যাঁহারা তাঁহার অর্চ্চন করেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিত্যকাল অর্চ্চন করিয়া থাকেন।'

বিষ্ণুধর্ম্মেও যথা—

'ভক্তবৎসল ভগবান্ (অনায়াসলভ্য) তুলসীদল ও জলগণ্ডূষমাত্র লাভ করিয়াই ভক্তগণের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।'

এস্থলে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এই যে, এতাদৃশ ভগবদ্ভজন-মাহাত্ম্যসমূহ অজামিলাদির সম্বন্ধে বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ থাকায় ঐগুলি প্রশংসামাত্র নহে। শ্রীমল্লক্ষ্মীধরস্বামিকৃত শ্রীভগবন্নামকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু ন্যায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীনামের ফল-মাহাত্ম্য-বিষয়ে অর্থবাদ-কল্পনায় মহাদোষও শুনা যায়, যথা—পদ্মপুরাণে নামাপরাধ-গণন-প্রসঙ্গে 'হরিনামে অর্থবাদ' দশাপরাধের অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কাত্যায়ন-সংহিতায়ও উক্ত আছে,—

'যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীহরির নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মানবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়।'

ব্রহ্মসংহিতায়ও বৌধায়নের প্রতি শ্রীপরমেশ্বরের উক্তি যথা—

'যে মানব আমার নামকীর্ত্তনের বিবিধ ফল শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধালু হয় না, পরন্তু উহাকে 'অর্থবাদ' বলিয়া মনে করে, সেই নানাবিধ ভীষণ সংসারক্লেশক্লিষ্ট-দেহ পাষণ্ডীকে আমি দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।'

সেই কারণে শ্রীভগবন্নামানুসন্ধানগর্ভ অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন-সেবনোদ্দেশাত্মক অন্যান্য ভগবদ্ভজনাঙ্গ সমূহেও অর্থবাদ-কল্পনায় মহাদোষ জানিতে হইবে। কাজেই ভগবদ্ভজন-বিষয়ে যথার্থ মাহাত্ম্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যে যে স্থলে বর্ত্তমান কালে ভগবদ্ভজনফল-প্রাপ্তি দেখা না যায় এবং কোন কোন শাস্ত্রে যে প্রাচীন ব্যক্তিগণেরও বহুকালব্যাপী ভজনফলের অন্যথা অর্থাৎ বৈফল্য শুনা যায়, সেই সেই স্থলে শ্রীনামের ফলমাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা এবং বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধ-সমূহকে ভগবদ্ভজনফলপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধকের কারণ বলিতে হইবে। এইজন্যই ঋষিগণের নিকট শ্রীশৌনক বলিয়াছেন,—

'শ্রীহরিনামকীর্ত্তন-চেষ্টা সত্ত্বেও যাহার হৃদয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকারে বিকৃত হয় না, অহো! তাহার হৃদয় পাষাণ-সদৃশ কঠিন। যেহেতু যখনই যে মুক্ত পুরুষের শুদ্ধ হৃদয়ে অকৈতব শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকার উদিত হয়, তখনই তাঁহার নয়নে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রু এবং রোমসমূহে হর্ষোদ্গম (আনন্দ-পুলক উপস্থিত) হয়।'

আধুনিক ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায়ই এরূপ দেখা যায়। অথবা—

'হে ভগবন্ কেশব! আপনি ব্রহ্মণ্যদেব এবং মহাবদান্য, আপনার দর্শনার্থী এই অধম ভৃত্যের স্মৃতি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।'—এই শ্লোকানুসারে ভগবদ্ভজনাবলম্বনে যত্নশীলের আদর্শ নৃগের—"যাহার জিহ্বা ভগবানের নাম ও

গুণ বর্ণন করে না, যাহার চিত্ত ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহার মস্তক একবারও কৃষ্ণকে প্রণাম করে না, হে দূতগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকৃত্যবিহীন অসদ্‌ব্যক্তিগণকে আমার সমীপে আনয়ন করিও"—ইত্যাদি যমবাক্যের বিরুদ্ধে যে যমলোকে গমনপ্রাপ্তি তাহা অর্থবাদ-কল্পনাময় ভাব ব্যতীত সম্ভব নহে। শাস্ত্রশ্রবণকারী তাঁহারও তাদৃশ মাহাত্ম্যময়ী ভক্তি থাকিলে শ্রীমদম্বরীষাদি মহাভাগবতগণের ন্যায় ভগবৎসেবাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর দান-কর্ম্মাগ্রহ থাকিতে পারে না। তাদৃশ অপরাধে ভক্তি শুদ্ধীভূত হয়, শুনা যায়। যথা পদ্মপুরাণে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে—

হে বিপ্র, একমাত্র শ্রীনাম, শুদ্ধবর্ণই হউক, আর অশুদ্ধবর্ণই হউক, ব্যবধানরহিত হইয়া যাঁহার বাক্যে, স্মরণপথে বা কর্ণপথে উপস্থিত হন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই তিনি ত্রাণ করেন; কিন্তু যদি ঐ শ্রীনাম দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ এবং পাষণ্ডিতার মধ্যে ব্যবহৃত হন, তাহা হইলে তিনি কখনই শীঘ্র ফলপ্রদ হন না অর্থাৎ দেহাদি-লোভের উদ্দেশে যে সমস্ত পাষণ্ডিগণ গুর্ব্ববজ্ঞাদি দশাপরাধযুক্ত, তাহাদের মধ্যে যদিও শ্রীনামোচ্চারণ-চেষ্টার অভিনয় দৃষ্ট হয়, তথাপি তাহাদের পক্ষে নামকীর্ত্তন-ফল-লাভ সুদূরপরাহত।

স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদসংহিতা দ্বারকামাহাত্ম্যেও—

'শত শত জন্মে ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে বিশ্বান্তর্যামী শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না।'

ঐ স্কন্দপুরাণে অন্যত্র মার্কণ্ডেয় ভগীরথসম্বাদে যথা—

'যে ব্যক্তি দূর হইতে ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করে না, ভগবান্ শ্রীহরি তাহার যুগব্যাপিনী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণবকে নমস্কার দ্বারা পূজা করে না, ভগবান্ শ্রীহরি সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।'

এরূপ অন্যান্য অসংখ্য অপরাধ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণেও এরূপ কথিত আছে যে, শতধনু নামক রাজা ভগবদারাধনতৎপর হইলেও বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত স্বল্প-সম্ভাষণদোষে কুক্কুরাদি যোনি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব—'হে বিপ্রগণ, শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা পুণ্যতীর্থের নিরতিশয় সেবন-ফলে এবং মহাজনের সেবার প্রভাবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবান্ ও হরিজন হইতে হরিকথা-শুশ্রূষু ব্যক্তির ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি উদিত হয়'—এই শ্লোকে এবং "সাত্বত শাস্ত্রসমূহে পুনঃ পুনঃ উপদেশ নিবন্ধন বহুবার (ভগবন্নামের) আবৃত্তিই বিহিত"—এই ব্রহ্মসূত্রন্যায়ানুসারে মানবগণ প্রায়ই অপরাধ-যুক্ত বলিয়া ভগবন্নামের অসংখ্যবার আবৃত্তির বিধান আছে। অপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবন্নামের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা পদ্মপুরাণে নামাপরাধ-ভঞ্জনস্তোত্রে শ্রীনামমাহাত্ম্য-বর্ণনোপলক্ষে কথিত হইয়াছে,—

'নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তিগণের শুদ্ধনামই অপরাধ বিনাশ করেন। অবিশ্রান্তভাবে তাদৃশ শ্রীনামকীর্ত্তন অভীষ্টসাধক।'

এতদুদ্দেশেই ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রাদি গ্রন্থে অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রেরই আবৃত্তি বিধান বর্ত্তমান, যথা—

'হে দেবি, সম্প্রতি কেবল (অদ্বিতীয়) মন্ত্রর বিধান শ্রবণ কর, যিনি দশবার করিয়া মন্ত্র জপ করেন, তিনি সাধারণ বিপদ্ হইতে মুক্ত হন, সহস্রবার জপের দ্বারা মহাপাতক হইতে মুক্ত হন এবং অযুতবার জপের দ্বারা মহাপাতক বিনষ্ট হয়।' ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও নাম-মাহাত্ম্য উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে,—

'ব্রাহ্মণকে নিঃশেষে হত্যা করিয়া বা কামবশে অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিয়াও অহোরাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই বলিয়া সংকীর্ত্তন করিলে মানুষ শুদ্ধি লাভ করে।'

এইস্থলে অপরাধের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান পাপ-বাসনাসমূহও অপরাধের সহিতই বিনষ্ট হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। এতাদৃশ প্রতিবন্ধকের উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত আছে যে,—

'কর্দমাক্তজলে যেরূপ হংস অনুরাগ প্রকাশ করে না, তদ্রূপ রাগাদি-দোষযুক্ত চিত্তে ভগবান্ মধুসূদনও আশ্রিত হন না। মেঘাবৃত চন্দ্রকলা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাদি দোষদুষ্ট বাক্য ভগবান কেশবের স্তুতি করিতে সমর্থ হয় না।'

মুক্তপুরুষগণের যে আবৃত্তি, তাহা প্রতি পদে অপ্রাকৃত সুখবিশেষ-প্রকটনের জন্যই; আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তি নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে; কেননা, ফলপ্রাপ্তির অন্তরায় দৃষ্ট হইলে সে স্থলে আবৃত্তিকারীর সম্ভবতঃ অপরাধ আছে—এরূপ বিতর্ক বা সংশয় উপস্থিত হয়, যেহেতু কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা-চ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজন-শৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধনপ্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্ত জনগণের বিবিধ উপচারাদি অত্যুত্তম হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি-প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে; কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে দৃষ্ট হয়,—

'এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত এবং পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ চেষ্টা হয় না।'

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই জন্য কথিত হইয়াছে,—

'শত বিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধা প্রাপ্ত হয়।'

অতএব শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের উক্তি,—

একমাত্র অনন্যশরণ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন, অকৈতব সরলচিত্ত জনগণের অনায়াসসেব্য অথচ অসাধু, দুর্জ্জন, অভক্তগণের দুষ্প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকেন? ১৫৩॥

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপ্যকুটিলাত্মনোঽজ্ঞাননুগৃহ্ণন্তি ন তু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে; যথা—(ভাঃ ১১।৫।৪-৫),—

দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ১৫৪॥

টীকা চ—"তত্র যেঽজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা এব ইত্যাহ দূর ইতি। জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধাস্তচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েনাহ,—বিপ্র ইতী"ত্যেষা॥ (১১।৫।) শ্রীচমসো নিমিম্॥ ১৫৪॥

ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিলচিত্ত অজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকে কৃপা করেন না, এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা (ভাঃ ১১।৫।৪-৫),—

যে-সকল স্ত্রী ও শূদ্রাদি নীচ জন সর্ব্বদা হরিকথা-শ্রবণ ও অচ্যুতমাহাত্ম্যকীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা সকলেই আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের কৃপার যোগ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ উপনয়নরূপ দ্বিজত্ব-নিবন্ধন শ্রীহরির পাদপদ্মলাভের যোগ্য হইয়াও বেদবর্ণিত অর্থবাদ-বচনে মোহিত হইয়া ভগবদুপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া পড়েন ॥ ১৫৪ ॥

টীকায়ও—"যাহারা অজ্ঞ, তাহারা যে আপনাদের ন্যায় মহতের অনুগ্রাহ্য—ইহা বলিবার উদ্দেশেই এই শ্লোকোক্তি; কিন্তু জ্ঞানলেশ-লাভেই উদ্ধত দাম্ভিক ব্যক্তিগণ অচিকিৎস্যত্ব-হেতু উপেক্ষার পাত্র।" নিমিরাজের প্রতি শ্রীচমসের উক্তি॥ ১৫৪ ॥

অথাশ্রদ্ধা,—দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীত-ভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবঃ। যথা দুর্য্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অতএব যথা (ভাঃ ১।১।১৪)—"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্" ইত্যাদি শ্রীশৌনকস্য "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" (বিঃ পুঃ ১ম অং ১৭শ অঃ ৪৪) ইতি শ্রীপ্রহ্লাদ-স্যানুভবসিদ্ধং, ন তথা সর্ব্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলন্তু শুদ্ধভক্তৈর্ভগবন্মহিমখ্যাপনেচ্ছা যদি স্যাৎ তদৈবেষ্যতে; নতু স্বরক্ষণায় স্বমহিমদর্শনায় বা। যথৈবোক্তং (বিঃ পুঃ ১ম অং ১৭শ অঃ ৪৪)—

"দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ, শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং, জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥" ইতি।

শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিভিস্তু তদপি নেষ্টম্। যথা (ভা ১।১৯।১৫)—

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৫৫ ॥

স্পষ্টম্। (১।১৯।) রাজা ॥ ১৫৫ ॥

ভগবানের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও অনুরূপ ধারণা-বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস না করাকেই 'অশ্রদ্ধা' বলা হয়; যেমন, বিশ্বরূপ প্রভৃতি দর্শন করিয়াও দুর্য্যোধনের তদ্বিষয়ে বিশ্বাস হয় নাই। অতএব—"ঘোর সংসারদশা-প্রাপ্ত অসহায় মানব যাঁহার নাম স্মরণ করিলে" ইত্যাদি বচনে শ্রীশৌনকের এবং "বজ্রাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণ হস্তিদন্তসমূহ" ইত্যাদিস্থলে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভগবন্মাহাত্ম্যবিষয়ে যাদৃশ অনুভব দৃষ্ট হয়, অপর সকলের তাদৃশ হয় না। যেকালে শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের মাহাত্ম্যপ্রচারে অভিলাষ করেন, সেই সময়েই তৎকর্ত্তৃক ঈদৃশ আনুষঙ্গিক ফল অভিলষিত হয়, পরন্তু নিত্যমাহাত্ম্যপ্রচার বা আত্মরক্ষার্থ তাহা ঈপ্সিত হয় না। যথা বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের উক্তি—

"বজ্রাগ্রতুল্য তীক্ষ্ণ এই হস্তিদন্তসমূহ যে ভগ্ন হইয়াছে তাহা আমার শক্তিজন্য নহে, পরন্তু মহাবিপদবিনাশন শ্রীহরির অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবেই ইহা সাধিত হইয়াছে।"

শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতির তাহাও অভিপ্রেত হয় নাই; যথা—

হে বিপ্রগণ! ঋষিকুমারের আদেশানুসারে ক্রূরস্বভাব তক্ষক আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক; আপনারা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকুন ॥ ১৫৫ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি ॥ ১৫৫ ॥

'কর্দ্দমাক্তজলে যেরূপ হংস অনুরাগ প্রকাশ করে না, তদ্রূপ রাগাদি-দোষযুক্ত চিত্তে ভগবান্ মধুসূদনও আশ্রিত হন না। মেঘাবৃত চন্দ্রকলা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাদি দোষদুষ্ট বাক্য ভগবান কেশবের স্তুতি করিতে সমর্থ হয় না।'

মুক্তপুরুষগণের যে আবৃত্তি, তাহা প্রতি পদে অপ্রাকৃত সুখবিশেষ-প্রকটনের জন্যই ; আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তি নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে ; কেননা, ফলপ্রাপ্তির অন্তরায় দৃষ্ট হইলে সে স্থলে আবৃত্তিকারীর সম্ভবতঃ অপরাধ আছে—এরূপ বিতর্ক বা সংশয় উপস্থিত হয়, যেহেতু কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা-চ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজন-শৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয় অর্থাৎ বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধনপ্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্ত জনগণের বিবিধ উপচারাদি অত্যুত্তম হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি-প্রযত্ন, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে ; কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তনই হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে দৃষ্ট হয়,—

'এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত এবং পাপী জনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ চেষ্টা হয় না।'
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই জন্য কথিত হইয়াছে,—

'শত বিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধা প্রাপ্ত হয়।'
অতএব শ্রীশৌনকের প্রতি শ্রীসূতের উক্তি,—

একমাত্র অনন্যশরণ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন, অকৈতব সরলচিত্ত জনগণের অনায়াসসেব্য অথচ অসাধু, দুর্জ্জন, অভক্তগণের দুষ্প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকেন ? ১৫৩ ॥

যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপ্যকুটিলাত্মনোঽজ্ঞাননুগৃহ্ণন্তি ন তু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে ; যথা—(ভাঃ ১১।৫।৪-৫),—

দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ১৫৪ ॥

টীকা চ—"তত্র যেঽজ্ঞাস্তে ভবদ্বিধানামনুগ্রাহ্যা এব ইত্যাহ দূর ইতি। জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধাস্ত্বচিকিৎস্যত্বাদুপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েনাহ,—বিপ্র ইতী"ত্যেষা॥ (১১।৫।) শ্রীচমসো নিমিম্॥ ১৫৪ ॥

ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিলচিত্ত অজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকে কৃপা করেন না, এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা (ভাঃ ১১।৫।৪-৫),—

যে-সকল স্ত্রী ও শূদ্রাদি নীচ জন সর্ব্বদা হরিকথা-শ্রবণ ও অচ্যুতমাহাত্ম্যকীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা সকলেই আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তগণের কৃপার যোগ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ উপনয়নরূপ দ্বিজত্ব-নিবন্ধন শ্রীহরির পাদপদ্মলাভের যোগ্য হইয়াও বেদবর্ণিত অর্থবাদ-বচনে মোহিত হইয়া ভগবদুপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া পড়েন ॥ ১৫৪ ॥

টীকায়ও—"যাহারা অজ্ঞ, তাহারা যে আপনাদের ন্যায় মহতের অনুগ্রাহ্য—ইহা বলিবার উদ্দেশেই এই শ্লোকোক্তি; কিন্তু জ্ঞানলেশ-লাভেই উদ্ধত দাম্ভিক ব্যক্তিগণ অচিকিৎস্যত্ব-হেতু উপেক্ষার পাত্র।" নিমিরাজের প্রতি শ্রীচমসের উক্তি ॥ ১৫৪ ॥

অথাশ্রদ্ধা,—দৃষ্টে শ্রুতেঽপি তন্মহিমাদৌ বিপরীত-ভাবনাদিনা বিশ্বাসাভাবঃ। যথা দুর্য্যোধনস্যৈব বিশ্বরূপদর্শনাদাবপি। অতএব যথা (ভাঃ ১।১।১৪)—"আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্" ইত্যাদি শ্রীশৌনকস্য "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ" (বিঃ পুঃ ১ম অং ১৭শ অঃ ৪৪) ইতি শ্রীপ্রহ্লাদস্যানুভবসিদ্ধং, ন তথা সর্ব্বেষাম্। ঈদৃশমানুষঙ্গিকং ফলন্তু শুদ্ধভক্তৈর্ভগবন্মহিমখ্যাপনেচ্ছা যদি স্যাৎ তদৈবেষ্যতে; নতু স্বরক্ষণায় স্বমহিমদর্শনায় বা। যথৈবোক্তং (বিঃ পুঃ ১ম অং ১৭শ অঃ ৪৪)—

"দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ, শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং, জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥" ইতি।

শ্রীপরীক্ষিৎপ্রভৃতিভিস্তু তদপি নেষ্টম্। যথা (ভা ১।১৯।১৫)—

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৫৫ ॥

স্পষ্টম্। (১।১৯।) রাজা ॥ ১৫৫ ॥

ভগবানের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও অন্যরূপ ধারণা-বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস না করাকেই 'অশ্রদ্ধা' বলা হয়; যেমন, বিশ্বরূপ প্রভৃতি দর্শন করিয়াও দুর্য্যোধনের তদ্বিষয়ে বিশ্বাস হয় নাই। অতএব—"ঘোর সংসারদশা-প্রাপ্ত অসহায় মানব যাঁহার নাম স্মরণ করিলে" ইত্যাদি বচনে শ্রীশৌনকের এবং "বজ্রাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণ হস্তিদন্তসমূহ" ইত্যাদিস্থলে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভগবন্মাহাত্ম্যবিষয়ে যাদৃশ অনুভব দৃষ্ট হয়, অপর সকলের তাদৃশ হয় না। যেকালে শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের মাহাত্ম্যপ্রচারে অভিলাষ করেন, সেই সময়েই তৎকর্ত্তৃক ঈদৃশ আনুষঙ্গিক ফল অভিলষিত হয়, পরন্তু নিত্যমাহাত্ম্যপ্রচার বা আত্মরক্ষার্থ তাহা ঈপ্সিত হয় না। যথা বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজের উক্তি—

"বজ্রাগ্রতুল্য তীক্ষ্ণ এই হস্তিদন্তসমূহ যে ভগ্ন হইয়াছে তাহা আমার শক্তিজন্য নহে, পরন্তু মহাবিপদবিনাশন শ্রীহরির অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবেই ইহা সাধিত হইয়াছে।"

শ্রীপরীক্ষিৎ প্রভৃতির তাহাও অভিপ্রেত হয় নাই; যথা—

হে বিপ্রগণ! ঋষিকুমারের আদেশানুসারে ক্রূরস্বভাব তক্ষক আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক; আপনারা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকুন ॥ ১৫৫ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি ॥ ১৫৫ ॥

অতএবাধুনিকেষু মহানুভাবলক্ষণবৎসু তদ্দর্শনেঽপি নাবিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ। কুত্রচিদ্ভগবদুপাসনাবিশেষণৈব তাদৃশমানুষঙ্গিকং ফলমুদয়তে। যথা (ভা ৪।৮।৭৯)—

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজ,-স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠ-নিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা, তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে ॥ ১৫৬ ॥

অত্র সর্ব্বাত্মকতয়ৈব বিষ্ণুসমাধিনা তাদৃক্ ফলমুদিতম্। এতাদৃশ্যুপাসনা চাস্তভাবি-জ্যোতির্মণ্ডলাত্মক বিশ্ব-চালন-পদোপযোগিতয়োদিতেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ (৪।৮।) শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্ ॥ ১৫৬ ॥

অতএব ইদানীন্তন মহাপ্রভাবযুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যেও তাদৃশ ফল দৃষ্ট হইলে তদ্‌বিষয়ে অবিশ্বাস করা উচিত নহে। কোনস্থলে ভগবদুপাসনা-বিশেষ হইতেই তাদৃশ আনুষঙ্গিক ফলের উদয় হইয়া থাকে। যথা—

শ্রীহরির আরাধনকৃত্যরত শ্রীধ্রুব যেকালে একপদে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তদীয় পাদাঙ্গুষ্ঠভারপীড়িতা পৃথিবী গজরাজপাদভরে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও বামভাগে অবনতা নৌকার ন্যায় অর্দ্ধনতা হইয়াছিল ॥ ১৫৬ ॥

এস্থলে তিনি সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণুসমাধিস্থ হওয়ায় তাদৃশ ফলোদয় হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে তিনি জ্যোতি-র্মণ্ডলাত্মক নিজলোকের পরিচালকপদে অধিরূঢ় হইবেন বলিয়া তদুপযোগিরূপে ঈদৃশী উপাসনার উদয় হইয়াছিল, জানিতে হইবে। শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥ ১৫৬ ॥

অথ ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবক-বস্তন্তরাভিনিবেশো যথা (ভাঃ ৫।৮।২৬)—

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগ-তাপসো ভগবদারাধন-লক্ষণাচ্চ ॥ ইতি ॥ ১৫৭ ॥

স শ্রীভরতঃ। অত্রৈবং চিন্ত্যং—ভগবদ্ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যমারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি দুর্ব্বলত্বাৎ। ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যাত ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি ॥ (৫।৮) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্ ॥ ১৫৭ ॥

অনন্তর ভগবদাসক্তিচ্যুতিজনক ইতরবিষয়াভিনিবেশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা—

ঈদৃশ অসম্ভব মনোরথনিবন্ধন আকুলচিত্ত উক্ত মৃগশিশুরূপী সেই যোগিবর স্বীয় প্রারব্ধ-কর্ম্মদ্বারা যোগাভ্যাস ও ভগবদুপাসনা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন ॥ ১৫৭ ॥

"সেই যোগিবর" অর্থাৎ শ্রীভরত। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, সাধারণ প্রারব্ধকর্ম্ম দুর্ব্বলতা-বশতঃ ভগবদ্‌ভক্তির বিঘ্নজননে সমর্থ হইতে পারে না ; অতএব ইন্দ্রদ্যুম্নাদির ন্যায় পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিঘ্নজনকরূপে লব্ধ হইতেছে ॥ শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ১৫৭ ॥

কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং স্বয়ং ভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে। সা চ বর্ণিতা মৃগদেহং প্রাপ্তস্য তস্য। যথৈব শ্রীনারদস্য পূর্ব্বজন্মনি জাতরতেরপি কষায়রক্ষণ-মাহ, (ভা ১।৬।২২)—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্ ॥ ১৫৮ ॥

স্পষ্টম্ ॥ (১।৬।) শ্রীভগবান্ নারদম্ ॥ ১৫৮ ॥

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ভগবদ্‌বিষয়ে ভক্তগণের উৎকণ্ঠা-বর্দ্ধনার্থ ভগবদিচ্ছানুসারেই তাদৃশ ভক্তগণের সম্বন্ধে সামান্য আরব্ধকর্ম্মই প্রবল বিঘ্নজনক হয়। ইহা মৃগদেহপ্রাপ্ত শ্রীভরতের সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মে ভগবদ্‌বিষয়ে রতিপ্রকাশসত্ত্বেও কামাদি চিত্তমলের অস্তিত্ব বলিয়াছেন। যথা—

হে বৎস! তুমি ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ নহ; যেহেতু যাঁহাদের যোগ নিষ্পন্ন এবং কামাদি চিত্তমল দগ্ধ হয় নাই, তাঁহারা আমাকে দর্শন করিতে পারেন না॥ ১৫৮॥

ইহার অর্থ সুগম॥ শ্রীনারদের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১৫৮॥

তদেবমপরাধহেতুক-তদভিনিবেশোদাহরণং গজেন্দ্রাদীনাং বিষয়াবস্থায়াং কার্য্যম্।

অথ ভক্তিশৈথিল্যম্;—যেনাধ্যাত্মিকাদি-সুখদুঃখনিষ্ঠৈবোল্লসতি, ভক্তিতৎপরাণাস্তু তত্রানাদরো ভবতি। যথা সহস্রনামস্তোত্রে,—

"ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ঞ্চাপ্যুপজায়তে॥" ইতি॥

যা তু সংসাধকস্য মনুষ্যদেহরিরক্ষিষা জায়তে, সাপ্যুপাসনাবৃদ্ধিলোভেন ন তু দেহমাত্ররিরক্ষিষয়েতি। ন তথা চ ভক্তিতাৎপর্য্যহানিঃ। তদেবং বিবেকসামর্থ্যযুক্তস্যাপি ভক্তিতাৎপর্য্যব্যতিরেকগম্যং তচ্ছৈথিল্যং মধ্যে মধ্যে রচ্যমাণয়া ভক্ত্যা যন্ন দূরীক্রিয়তে, তদপরাধালম্বনমেবেতি গম্যতে। অতএবাপরাধানুমানা-প্রবৃত্তের্মূঢ়ে চাসমর্থে চাল্পেন সিদ্ধিঃ সমর্থৈব। তত্র দীনদয়ালোঃ শ্রীভগবতঃ কৃপা চাধিকা প্রবর্ত্ততে। কিন্তু বিবেকসামর্থ্যযুক্তে সম্প্রত্যপি যোঽপরাধপাতো ভবতি, সোঽত্যন্তদৌরাত্ম্যাদেব। তদ্বিপরীতে তু নাতি-দৌরাত্ম্যাদিতি বিদুষঃ সমর্থস্য শতধনুযোঽন্তরায়োঽনন্তরবিহিতভগবদুপাসনস্যাপি যুক্ত এব। মূঢ়ানাস্তু মুষিকাদীনামপরাধেঽপি সিদ্ধিস্তথৈব যুক্তা; দৌরাত্ম্যাভাবেন ভজনস্বরূপপ্রভাবস্যাপরাধমতিক্রম্যোদয়াৎ। অথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানত্বঞ্চাপরাধকৃতমেব বৈষ্ণবাবমানাদি-লক্ষণাপরাধান্তরজনকত্বাৎ; যথা দক্ষস্য প্রাক্তন-শ্রীশিবাপরাধেন প্রাচেতসত্বাবস্থায়াং শ্রীনারদাপরাধজন্মাপি দৃশ্যতে। তদেবং যঃ সকৃদ্ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্‌যথাবদেব, যদি প্রাচীনোঽর্বাচীনো বাপরাধো ন স্যাৎ। মরণে তু সর্ব্বথা সকৃদেব যথা-কথঞ্চিদপি ভজনমপেক্ষ্যতে। তত্র হি তস্যৈব সকৃদপি ভগবন্নামগ্রহণাদিকং জায়তে, যস্য পূর্ব্বত্র বাত্র বা জন্মনি সিদ্ধেন ভগবদারাধনাদিনা তদানীং স্বীয়প্রভাবং প্রকটয়তানন্তরমেব ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভাব্যতে। (গী ৮।৬)—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

ইতি শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ। ততোঽপরাধাভাবাৎ তৎক্ষয়ার্থং ন তত্রাবৃত্ত্যপেক্ষা। যথাজামিলস্য, ন তথা কৃত তন্নামশ্রবণাদীনামপি যমদূতানাম্। যথাহ (ভা ৬।২।৩২)—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তম-দর্শনে।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি॥ ১৫৯॥

"পূর্ব্বেণ মঙ্গলেন মহতা পুণ্যেন" ইতি টীকা চ॥ ১৫৯॥

এইরূপ অপরাধহেতু ইতর-বিষয়াভিনিবেশবিষয়ে উদাহরণ শ্রীগজেন্দ্রপ্রভৃতির বিষয়াবস্থায় জ্ঞাতব্য।

অনন্তর ভক্তিশৈথিল্য বর্ণিত হইতেছে। যাহার দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি সুখদুঃখনিষ্ঠাই বর্দ্ধিত হয়, ভক্তিপরায়ণ পুরুষগণের তদ্বিষয়ে অনাদরই হইয়া থাকে ; যথা সহস্রনামস্তোত্রে—

"ভগবদ্ভক্তগণের কখনও অমঙ্গল এবং জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবিষয়ক ভয় উৎপন্ন হয় না।"

উত্তমসাধকগণেরও মনুষ্যদেহরক্ষার্থ যে বাসনা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবলমাত্র উপাসনা-বৃদ্ধিবিষয়ক লোভেই জানিতে হইবে, পরন্তু কেবলমাত্র দেহরক্ষার্থ নহে, সুতরাং তাদৃশী দশায়ও ভক্তিতাৎপর্য্যের হানি হয় না। অতএব বিবেকশক্তিসম্পন্ন পুরুষেরও ভক্তিতাৎপর্য্যরাহিত্য-দ্বারা লক্ষিতব্য ভক্তিশৈথিল্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত ভক্তিদ্বারা যে দূরীকৃত হয় না, তাহা অপরাধালম্বনরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব অপরাধের অনুমানবিষয়ে অপ্রবৃত্তিহেতু মূঢ় ও অসমর্থ পুরুষে অল্পপ্রযত্নেই সিদ্ধিসামর্থ্য হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতি দীনদয়ালু শ্রীভগবানের কৃপাও অধিকরূপেই প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু বিবেকশক্তিসম্পন্ন পুরুষের সম্প্রতিও যে অপরাধপাত দৃষ্ট হয়, তাহা অতি দৌরাত্ম্যেরই ফলস্বরূপ ; বিবেকশক্তিহীন পুরুষের পক্ষে তাহা অতি-দৌরাত্ম্য-জন্য নহে, অতএব জ্ঞানী ও সমর্থ শতধনুর নিরন্তর ভগবদুপাসনা-কালেও বিঘ্ন সঙ্গতই হইয়াছিল। এইরূপ মূঢ় মূষিকপ্রভৃতির অপরাধসত্ত্বেও পূর্ব্বন্যায়ানুসারে সিদ্ধিলাভ সঙ্গতই হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাদের তাদৃশ দৌরাত্ম্যের অভাববশতঃ ভজনের স্বাভাবিক প্রভাবই অপরাধ অতিক্রমপূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। ভক্তিপ্রভৃতিজনিত অভিমান বৈষ্ণবাবমাননাদি অন্যান্য অপরাধসমূহের জনক বলিয়া স্বয়ংই কোন অপরাধের ফলস্বরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; যেরূপ দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের প্রতি সংঘটিত অপরাধহেতু প্রাচেতস-জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধসংঘটন দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব একবারমাত্র ভজনেই যে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন বা নূতন যে কোনরূপ অপরাধের অভাবস্থলেই সঙ্গত হয়। পরন্তু, মরণকালে যে-কোনরূপে একবার ভজনই অপেক্ষিত হইতেছে। যাঁহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয়-প্রভাব-প্রকাশদ্বারা মরণের অনন্তরই ভগবৎসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষেরই মৃত্যুকালে—

"হে অর্জ্জুন! মানব মৃত্যুকালে যাদৃশভাবের স্মরণসহকারে দেহ ত্যাগ করে, সেই ভাবদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পরে তদ্রূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥"

এই শ্রীগীতাবচনানুসারে একবারমাত্রও ভগবানের নামগ্রহণাদি সম্ভবপর হয়। অতএব অপরাধের অভাবস্থলে অপরাধনাশের জন্য আর আবৃত্তির অপেক্ষা করে না। অজামিলের যেরূপ সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল, তৎকালে ভগবানের নাম শ্রবণাদি করিয়াও যমদূতগণের তাহা হয় নাই ; যথা—

আমি দুশ্চরিত্র হইলেও অদ্য যাহাদ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে, তাদৃশ এই সুরশ্রেষ্ঠগণের দর্শনবিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্ব্বমঙ্গল (কারণরূপে) বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ১৫৯॥

টীকা—"পূর্ব্বমঙ্গল" অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত মহাপুণ্য॥ ১৫৯॥

ব্যতিরেকেণাহ (ভাঃ ৬।২।৩৩)—

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্ব্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি॥ ১৬০॥

স্পষ্টম্॥ (৬।২।) শ্রীমান্ অজামিলঃ॥ ১৬০॥

বিপরীতক্রমে বলিতেছেন—

যদি আমার পূর্ব্বপুণ্য বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে নীচজাতীয়া বেশ্যায় আসক্তিযুক্ত এই মরণোন্মুখ দুরাচারের জিহ্বা কখনও হরিনামগ্রহণে সমর্থ হইত না ॥ ১৬০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। শ্রীঅজামিলের উক্তি ॥ ১৬০ ॥

যত্তু শ্রীভরতস্য মৃগশরীরং ত্যজতো নামানি গৃহীত্বাপি শরীরান্তরপ্রাপ্তিস্তত্রাপি সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রাপ্তিরেব ; তাদৃশানাং হৃদি সদাবির্ভাবাৎ। এবমজামিলস্য পূর্ব্বশরীরাবস্থিতাবপি জ্ঞেয়ম্। ততো মরণসময়ে সকৃত্তজ্জনস্যানন্তরমেব কৃতার্থত্বপ্রাপণে ব্যভিচারো ন স্যাৎ। অতএবাহ (ভাঃ ২।১।৬),—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ১৬১ ॥

"এতাবানেব জন্মনো লাভঃ ফলম্। তমাহ,—নারায়ণ-স্মৃতিরিতি। সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেণ লাভত্বং বারয়তি। * * অন্তে চ স্মৃতিঃ পরো লাভঃ। ন তন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ" ইত্যেষা। নামকৌমুদীকারৈশ্চান্তিমপ্রত্যয়োঽভ্যর্হিত ইত্যুক্তম্ ॥ (২।১।) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্ ॥ ১৬১ ॥

শ্রীভরতের মৃগশরীরপরিত্যাগকালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেস্থলেও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিই হইয়াছিল ; যেহেতু তাদৃশ পুরুষগণের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত রহিয়াছেন। এইরূপ শ্রীঅজামিলের পূর্ব্বশরীরাবস্থানদশায়ও জানিতে হইবে। অতএব মরণকালীন একবারমাত্র ভজনই যে মৃত্যুর পরেই কৃতার্থতা উৎপাদন করে, এ বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে যে—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সাংখ্য ও যোগদ্বারা মরণসময়ে যে নারায়ণের স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই পুরুষগণের জন্মের পরমলাভস্বরূপ ॥ ১৬১ ॥

টীকা—"ইহাই জন্মের লাভ অর্থাৎ ফল ; তাহা কি বলিতেছেন—তাহা নারায়ণের স্মরণ। ইহা সাংখ্যাদিদ্বারা সাধ্য বলিয়া পৃথগ্ভাবে সাংখ্যাদির লাভত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে ; অন্তকালে স্মৃতিই পরমলাভ ; ইহার মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। নামকৌমুদীকারের মতেও অন্তিমজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইতেছে। পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ১৬১ ॥

অতএবাজামিলস্যান্যদাপি পুত্রোপচারিতং নারায়ণ-নামগৃহ্ণতঃ—

"প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নাম-স্মরণান্নৃণাম্। সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে ॥"

ইতি পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুত্যনুসারেণ (ভাঃ ৫।৩।১২), "জরামরণদশায়ামপি সকল-কশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ান্" ইতি পঞ্চমোক্ত-গদ্যস্থিতাপি-শব্দেন প্রথমনামগ্রহণাদেব ক্ষীণসর্ব্বপাপস্যাপি মরণে যন্নামগ্রহণং, তৎপ্রশংসৈব শ্রূয়তে। তত্রাপ্যাবৃত্তৌ (ভাঃ ৬।২।১৩)—

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতিম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ১৬২ ॥

'অশেষ'-শব্দোঽত্র বাসনা-পর্য্যন্তঃ। 'অঘ'শব্দশ্চাপরাধ-পর্য্যন্ত ইতি। অত্র মরণে সর্ব্বেষাং দৈন্যোদয়োঽপি শ্রীভগবৎকৃপাতিশয়দ্বারমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ (৬।২।) শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্ ॥ ১৬২ ॥

অতএব অজামিল জীবদ্দশায় অন্যসময়েও পুত্রের আহ্বানক্রমে গৌণভাবে নারায়ণনাম গ্রহণ করায়—

"মৃত্যুকালে বা অন্যসময়ে যাঁহার নামস্মরণহেতু মানবগণের সর্ব্ববিধ পাপরাশি সত্ত নষ্ট হয়, সেই চিন্ময়বস্তুকে প্রণাম করিতেছি।"

এই পদ্মপুরাণস্থ দেবদ্যুতির স্তবানুসারে এবং 'জরামরণদশায়ও সর্ব্বপাপবিনাশন আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলা" ইত্যাদি পঞ্চমস্কন্ধস্থ গদ্যে মূল সংস্কৃত "জরামরণদশায়ামপি" (জরামরণদশায়ও) এই বাক্যস্থ "অপি" শব্দনির্দ্দেশানুসারে তিনি (অজামিল) প্রথমনামগ্রহণদ্বারাই সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়াছিলেন। তথাপি মরণকালীন এই নামগ্রহণবৃত্তান্ত কেবলমাত্র তাঁহার প্রশংসার্থই (অর্থাৎ তিনি মরণকালেও নামগ্রহণে সমর্থ ছিলেন, এইরূপ প্রশংসারূপেই) জ্ঞাতব্য। উক্তস্থলেও যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের বচনদ্বারা তাহা (অর্থাৎ প্রশংসা) জ্ঞাত হইতেছে; যথা—

যেহেতু এই অজামিল মরণকালেও ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহার অশেষ অঘ (পাপ) দূরীভূত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা ইহাকে যমলোকে অপনীত করিও না॥ ১৬২॥

এস্থলে "অশেষ"-শব্দ বাসনাপর্য্যন্ত এবং "অঘ"-শব্দ অপরাধপর্য্যন্ত যাবতীয় পাপবোধক হইয়াছে। মরণকালে সকলের দৈন্যাদিও ভগবৎকৃপার হেতুরূপে জ্ঞাতব্য॥ যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি॥ ১৬২॥

তদেবমধিকারিবিশেষং প্রাপ্যৈব তত্তৎফলোদয়ো দৃষ্টঃ। যথৈব পূর্ব্বমুদাহৃতম্; যথা চ জাতরুচিং প্রাপ্য (ভাঃ ১১।৬।৪৪)—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥ ১৬৩॥

অতএবোক্তম্ (শ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রে ১৩৩ শ্লোকঃ)—

"ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ। ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥"

ইতি॥ (১১।৬।) শ্রীমদুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ১৬৩॥

এইরূপ অধিকারিবিশেষকে প্রাপ্ত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণনামাদির তত্তৎফলোৎপত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এরূপই উদাহৃত হইয়াছে; যথা জাতরুচিপুরুষের প্রাপ্তিস্থলে—

হে কৃষ্ণ! ভবদীয় লীলাচরিতসমূহ মানবগণের পরমমঙ্গল এবং শ্রবণে অমৃতস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা তাহা আস্বাদন করিয়া অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ১৬৩॥

অতএব উক্ত হইয়াছে যে—

পুরুষোত্তমে (ন্যস্তচিত্ত) কৃতপুণ্য-ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ কিম্বা অন্য কোন অশুভমতি উৎপন্ন হয় না॥" শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি॥ ১৬৩॥

জাতপ্রেমাণং প্রাপ্য (ভাঃ ১০।১।১৩)—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ১৬৪॥

স্পষ্টম্॥ (১০।১।) শ্রীরাজা শ্রীশুকম্॥ ১৬৪॥

জাতপ্রেমপুরুষের প্রাপ্তিস্থলে উদাহরণ—

হে মুনিবর ! আমি যদিও বর্ত্তমানে জলপান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি ভবদীয় মুখপদ্মবিগলিত হরিকথামৃতপানহেতু অতি-দুঃসহ ক্ষুধাও আমাকে অভিভূত করিতেছে না ॥ ১৬৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥ শ্রীশুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি ॥ ১৬৪ ॥

ব্যাখ্যাতে যথা-কথঞ্চিদ্ভজন-সম্যগ্ভজনাবৃত্তী। তদেবং ভগবদর্পিতধর্ম্মাদি-সাধ্যত্বাৎ তাং বিনান্যেষামকিঞ্চিৎকরত্বাত্তস্যাঃ স্বত এব সমর্থত্বাৎ স্বলেশেন স্বাভাসাদিনাপি পরমার্থপর্য্যন্তপ্রাপকত্বাৎ সর্ব্বেষাং বর্ণানাং নিত্যত্বাচ্চ সাক্ষাৎ ভক্তিরূপং তৎসাম্মুখ্যমেবাত্রাভিধেয়ং বস্থিতি স্থিতম্। ইয়মেব কেবলত্বাদনন্যতাখ্যা, (গীঃ ৯।২২-২৩)—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

ইত্যব্যবহিত-বাক্যদ্বয়েঽন্বয়-ব্যতিরেকোক্ত্যানন্যত্বং নাম হ্যন্যোপাসনরাহিত্যেন তদ্ভজনমুচ্যতে। ইত্থমেবাঙ্গীকৃতম্ (গীতা ৯।৩০)—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"—ইত্যাদৌ। তস্যাশ্চ মহাদুর্বোধত্বং মহাদুর্লভত্বঞ্চোক্তম্, (ভাঃ ৬।৩।১৯)—"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং, ন বৈ বিদুঃঋষয়ো নাপি দেবাঃ" ইত্যাদৌ, (ভাঃ ৩।১৫।২৪)—"যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্নাঃ" ইত্যাদৌ চ।

তদেবং তস্যাঃ শ্রবণাদিরূপায়াঃ সাক্ষাদ্ভক্তেঃ সর্ব্ববিঘ্ননিবারণপূর্ব্বক-সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রেমফলদত্বে স্থিতে পরমদুর্লভত্বে চ সত্যন্যকামনয়া চ নাভিধেয়ত্বম্। তথা চতুর্থে (ভাঃ ৪।২৪।৫৫)—

"তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া। একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥"

ইতি তন্মাত্রকামনায়াঞ্চ ভক্তেরেবাকিঞ্চনত্বমকামত্বঞ্চ সংজ্ঞাপিতম্ (ভাঃ ৫।৫।২৫)—

"মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ, স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমুস্যাদিতরেণ তেষা,-মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্॥"

ইতি শ্রীঋষভদেব-বাক্যাৎ, (ভাঃ ২।৩।১০) "অকামঃ সর্ব্বকামো বা" ইত্যাদেশ্চ। তথা ইয়মেবৈকান্তিতেত্যপুচ্যতে,—(ভাঃ ৮।৩।২০) "একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং, বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ" ইতি গজেন্দ্রবাক্যাৎ, (ভাঃ ৭।৯।৫৫) "এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ। একান্তিত্বাদ্ভগবতি নৈচ্ছত্তানসুরোত্তমঃ॥" ইতি নারদবাক্যাচ্চ। অতএবোক্তং গারুড়ে—

"একান্তেন সদা বিষ্ণৌ যস্মাদেব পরায়ণাঃ। তস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাবগতচেতসঃ॥" ইতি।

এষা এবোপদিষ্টা শ্রীগীতোপনিষৎসু (১১।৫৪-৫৫)—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥" ইতি॥

মৎকর্ম্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদি। অহমেব পরমঃ সাধনত্বেন সাধ্যত্বেন চ যস্য। অতএব সাধন-সাধ্যান্তরসঙ্গবিবর্জ্জিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইমামেব ভক্তিমাহ, (ভাঃ ৭।৭।৩৮)—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥ ১৬৫॥

যদপাশ্রয়া যদধীনা তং হরিমিত্যন্বয়ঃ। অনীহয়া কামনা-ত্যাগেন। অনীহং তথৈব কামনাশূন্যম্; "ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা স্পৃহেহা তৃট্" ইত্যমরঃ॥ (৭।৭।) শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্॥ ১৬৫॥

এইরূপে যে-কোনরূপে অনুষ্ঠিত ভজন এবং সম্যগ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত ভজনের আবৃত্তি ব্যাখ্যাত হইল; যেহেতু সাক্ষাদ্‌ভক্তি ভগবদর্পিতধর্ম্মাদিদ্বারা সাধ্যা হয়; তাহা স্বতঃই সিদ্ধিপ্রদানে সমর্থা ও নিজের লেশ বা আভাসমাত্রদ্বারাই পরমার্থপর্য্যন্ত প্রাপিকা হইয়া থাকে এবং ইহাই সর্ব্ববর্ণের পরমধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে, তদ্‌ব্যতীত অন্যান্য সাধন-সমূহ অকিঞ্চিৎকরই হয়; সেইহেতু ভগবানের সাক্ষাদ্‌ভক্তিরূপ তৎসাম্মুখ্যই এস্থলে অভিধেয়-বস্তুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। অন্যের অপেক্ষা-রাহিত্যহেতু ইহাই অনন্যতা-শব্দেও কথিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়—"যাঁহারা অনন্যভাবে আমার ধ্যানসহকারে উপাসনা করেন, সেই নিত্যযোগিপুরুষগণের যোগক্ষেম অর্থাৎ অন্নসংস্থানাদি আমিই বহন করিয়া থাকি। যাহারা শ্রদ্ধার সহিত অন্যদেবতার আরাধনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক আমারই আরাধনা করিয়া থাকে"—

এই অব্যবহিত বচনযুগলদ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেকক্রমে অন্যোপাসনা-রহিত ভগবদুপাসনাই অনন্যত্ব-নামে উক্ত হইয়াছে। "সুদুরাচার পুরুষও যদি অনন্যভাক্ হইয়া আমার ভজন করেন" ইত্যাদিবাক্যেও ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার অতি-দুর্ব্বোধত্ব এবং অতি-দুর্ল্লভত্বও উক্ত হইয়াছে, যথা—"এই ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং ভগবৎকর্তৃক নির্ণীত, দেবতা বা ঋষিগণ-পর্য্যন্ত ইহার তত্ত্ব অবগত নহেন" এবং "যাহারা তত্ত্বজ্ঞানসহিত ধর্ম্মের আধারভূত এবং আমাদেরও বাঞ্ছনীয় এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও ভগবানের আরাধনা না করে, তাহারা নিশ্চয়ই তদীয় বিশাল মায়া-দ্বারা বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে।"

এইরূপে শ্রবণাদিরূপা সাক্ষাদ্‌ভক্তিই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎপ্রেমরূপ ফল প্রদান করেন এবং তাহা যে অত্যন্ত দুর্ল্লভ, ইহা নির্ণীত হইল; সুতরাং অন্যকামনা এস্থলে অভিধেয় নহে। এইরূপ শ্রীভাগবতে চতুর্থ-স্কন্ধে—

"হে ভগবন্! সুদুর্ল্লভা একান্তভক্তিসহকারে সজ্জনগণেরও দুরারাধ্য আপনার আরাধনা করিয়া কোন্ পুরুষ ভবদীয় পাদমূল ব্যতীত অন্য স্বর্গাদি বিষয় কামনা করে?"

এই বাক্যে ভক্তিমাত্র-কামনা-স্থলেও ভক্তিরই অকিঞ্চনত্ব এবং অকামত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে—

"যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষফলের অধিপতি পরমপুরুষ আমার নিকটও কিঞ্চিন্মাত্র প্রার্থনা করেন না, তাদৃশ নিষ্কিঞ্চন মদীয় ভক্তগণের অন্য-দেবতা-সমীপে কোন্ বস্তু প্রার্থনীয় হইতে পারে?"

এই ঋষভদেব-বচন এবং "নিষ্কাম অথবা সর্ব্বকাম" ইত্যাদিবাক্যও প্রমাণস্বরূপ। "যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত, তাঁহারা তাঁহার নিকট অন্য কোন পুরুষার্থই কামনা করেন না" এই গজেন্দ্রবচন এবং—

"এইরূপে লোকপ্রলোভন বিবিধ বর-দ্বারা প্রলোভনের চেষ্টা করা হইলেও উক্ত অসুরপ্রবর ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকত্ব-নিবন্ধন ঐ সকল বর প্রার্থনা করিলেন না।"

এই নারদবচনানুসারে ইহাই ঐকান্তিকতা-নামেও উক্ত হইয়া থাকে। অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

"যেহেতু ভগবদ্‌ভাবাবিষ্টচিত্ত পুরুষগণ বিষ্ণুবিষয়ে সর্ব্বদা একান্তভাবে তৎপর হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহারা একান্তি নামে অভিহিত।" শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে ; যথা—

"হে অর্জ্জুন ! একমাত্র অনন্যভক্তিদ্বারাই এইরূপ যথার্থভাবে মদ্‌বিষয়ে জ্ঞান, দর্শন ও প্রবেশ সম্ভব হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব ! যিনি মৎকর্ম্মকারী, মৎপরম, মদ্‌ভক্ত, সঙ্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্য, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

'মৎকর্ম্ম' অর্থাৎ মদ্‌বিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদি। 'মৎপরম' অর্থাৎ সাধ্য ও সাধন, উভয়রূপে আমিই যাঁহার অবলম্বন, তিনি। অতএব 'সঙ্গবর্জ্জিত' এই পদে অন্য সাধ্যসাধন বর্জ্জিতরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য। এই ভক্তিই উক্ত হইতেছে—

হে দৈত্যবালকগণ! অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যাঁহার অপাশ্রয়ে (অধীনে) বর্ত্তমান, সেই অনীহ ঈশ্বর সর্ব্বভূতান্তর্যামী পুরুষকে অনীহা সহকারে ভজন কর ॥ ১৬৫ ॥

যাঁহার অপাশ্রয়ে অর্থাৎ অধীনরূপে বর্ত্তমান, সেই হরিকে ভজন কর,—এইরূপ অন্বয় কর্ত্তব্য। 'অনীহা সহকারে' অর্থাৎ কামনা ত্যাগসহকারে। 'অনীহ' অর্থাৎ তাদৃশ কামনাশূন্য ; অমরকোষে—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, ঈহা, তৃষ্‌ প্রভৃতি শব্দ একপর্য্যায়রূপে উক্ত হইয়াছে ॥ অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি ॥ ১৬৫ ॥

তথৈবোভয়োঃ কামনাশূন্যত্বং স্বয়মেবাহ (ভাঃ ৭।১০।৫-৬)—

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিসমাত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ ॥

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব ॥ ১৬৬ ॥

স্পষ্টম্। (৭।১০।) প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ স্বয়ংই শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট আরাধ্য ও আরাধকের কামনাশূন্যত্ব বলিয়াছেন। যথা—

যিনি স্বামীর নিকট স্বার্থ কামনা করেন, তিনি বস্তুতঃ সেবক নহেন এবং যে স্বামী সেবক হইতে প্রভুত্বলাভকামনায় তদীয় কামনা পূরণ করেন, তিনিও বস্তুতঃ প্রভু নহেন। পরন্তু আমি আপনার কামনাশূন্য ভক্ত এবং আপনিও প্রভুত্বলাভে নিস্পৃহ ; অতএব আমাদের প্রয়োজন রাজা ও ভৃত্যের প্রয়োজনের ন্যায় পরস্পরের স্বার্থস্বরূপ নহে ॥ ১৬৬ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥ শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি ॥ ১৬৬ ॥

এবমেবাহ (ভাঃ ৭।৯।১১)—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো, মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং, তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ১৬৭ ॥

অয়ং প্রভুরাত্মনো মানং পূজাং জনান্নিজভক্তান্ন বৃণীতে নেচ্ছতি। তত্র হেতুর্নিজস্য ভক্তস্যৈব লাভেন পূর্ণঃ পরমসন্তুষ্টঃ। হেত্বন্তরং, করুণঃ, পূজার্থং তৎপ্রয়াসাদাবসহিষ্ণুঃ। কথম্ভূতাজ্জনাদবিদুষঃ, পিতুরগ্রে

বালকবৎ তস্যাগে ন কিঞ্চিদপি জানতঃ। এষা স্বস্য জনৈকবর্গত্বেন দৈন্যোক্তিঃ। যদ্বা, তদাবেশে-নান্যৎ কিঞ্চিদপি ন জানত ইত্যর্থঃ। উভয়ত্র পক্ষেঽপি তচ্চ তস্য কারুণ্যহেতুরিতি ভাবঃ। তর্হি কিং জনস্তস্য মানং ন কুরুত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ যদিতি। স চ জনঃ যং যং মানং ভগবতে বিদধীত সম্পাদয়তি স সর্ব্বোঽপ্যাত্মার্থমেব। তৎসম্মানমাত্রেনৈব স্বসম্মাননাভিমননাৎ সুখং মন্যমানস্তন্মানং করোত্যে-বেত্যর্থঃ। তৎসম্মানমাত্রেণ স্বসম্মানশ্চ তদেকজীবনস্য তজ্জনস্য যুক্ত এবেতি দৃষ্টান্তমাহ,— যথা মুখে যা শোভা ক্রিয়তে তন্মাত্রমেব প্রতিমুখস্য শোভায়ৈব ভবতি নান্যদিতি। (৭।৯।) প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ ॥ ১৬৭ ॥

অতএব বলিয়াছেন যে—

এই করুণ প্রভু নিজলাভপূর্ণ বলিয়া অবিদ্বজ্জন হইতে কখনও নিজের মান বরণ করেন না, পরন্তু মুখে অঙ্কিত চিত্রাদিশোভা যেরূপ প্রতিমুখে (দর্পণাদিস্থিত প্রতিবিম্বে) লক্ষিত হয়, সেইরূপ মানবগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যেসমস্ত পূজাদি করিয়া থাকেন, তাহা নিজ আত্মারই সন্তোষের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৬৭ ॥

এই প্রভু নিজের 'মান' অর্থাৎ পূজা, 'জন' অর্থাৎ নিজভক্ত হইতে 'বরণ' অর্থাৎ ইচ্ছা করেন না। যেহেতু তিনি নিজের—ভক্তের লাভেই 'পূর্ণ' অর্থাৎ পরমসন্তুষ্ট। অপর কারণ এই যে—তিনি 'করুণ' অর্থাৎ পূজাদি-বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্‌বিষয়ে অসহিষ্ণু। কিরূপ জনের নিকট হইতে প্রার্থনা করেন না, তাহা বলিতেছেন—'অবিদ্বান্' অর্থাৎ পিতৃসমীপে পুত্র যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ তৎসমীপে যিনি অজ্ঞ, তাদৃশ জন হইতে। নিজেও তাদৃশ জনগণের একজাতীয় বলিয়া ইহা শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা 'অবিদ্বান্' অর্থাৎ যিনি ভগবদাবেশবশতঃ অন্য কোন বিষয়ই অবগত নহেন, তাদৃশ জন হইতে। উভয়প্রকার ব্যাখ্যায়ই এই অবিদ্বদ্‌ভাব ভগবানের কারুণ্যহেতু হইয়া থাকে। তাহা হইলে কি মানবগণ তাঁহার পূজা করেনই না? এ আশঙ্কায় বলিতেছেন যে—ভক্তজনগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্ত নিজের জন্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবানের সম্মানহেতুই নিজসম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

ভগবদ্‌গতপ্রাণ পুরুষের পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান সঙ্গত হয়, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন— মুখে যে যে শোভা করা হয়, কেবলমাত্র তাহাই যেরূপ প্রতিমুখের (প্রতিবিম্বের) শোভার জন্যই হয়, পরন্তু অন্য কোন বস্তু সেরূপ প্রতিমুখের শোভাজনক হয় না। শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি ॥ ১৬৭ ॥

অতএবাহ (ভাঃ ৭।৭।৫১-৫২)—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ১৬৮ ॥

অমলয়া নিষ্কাময়া। বিড়ম্বনং নটনমাত্রম্। অতঃ সকামভক্তস্যাপি ভক্তেন টনমাত্রত্বং স্বার্থ-সাধনমাত্রতাৎপর্য্যেণ ভক্ত্যনুকরণমাত্রত্বাৎ। যথা পরেষামপি নটানাং কচিৎ তদনুকরণন্তথৈবেতি।

তত্র সকামত্বমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তৎ সর্ব্বমেব নিষিধ্যতে শ্রীনাগপত্নীবচনাদৌ—(ভাঃ ১০।১৬।৩৭) "ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যম্" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্বৈবস্বতমনুপুত্রস্য পৃষধ্রস্য তু মুমুক্ষোরপ্যেকান্তিত্বব্যপদেশো গৌণ এব বোদ্ধব্যঃ। (ভাঃ ৭।১০।২) "মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ। তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ" ইত্যত্র শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যে মুমুক্ষা তু কামত্যাগেচ্ছৈব। (ভাঃ ৭।১০।৭) "যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ। কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ। (ভাঃ ৭।১০।১) "ভক্তিযোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ" ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদম্বরীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যাপি (৯।৪।২৮) 'একান্তভক্তিভাবেনে'ত্যুক্তমস্তি। তত্র ঐহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকাপ্রতিষ্ঠাদ্যুপার্জ্জনং যত্তদভাবময়মপি বোদ্ধব্যম্। 'বিষ্ণুং যো নোপজীবতী'তি গারুড়ে শুদ্ধভক্তিলক্ষণাৎ। (ভাঃ ৭।৯।৪৬) "মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম্ম,-ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং, বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্" ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যবৎ। মৌনাদয় এবাজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা জীবনোপায়া ভবন্তি। দাম্ভিকানান্তু বার্ত্তা অপি ভবন্তি ন বা দম্ভস্যানিয়ত ফলত্বাদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তং (ভাঃ ৬।১৮।৭৪)—

"আরাধনং ভগবত ঈহমানা নিরাশিষঃ। যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি।

'পরং মোক্ষমপী'তি টীকা চ। তস্মাৎ সাধূক্তং "নালং দ্বিজত্বম্" ইত্যাদি। (৭।৭) প্রহ্লাদোঽসুরবালকান্॥ ১৬৮॥

অতএব বলিয়াছেন—হে অসুরবালকগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদ্বৃত্ত, বহুশাস্ত্রাদিজ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত প্রভৃতি ভগবানের প্রীতিজননে সমর্থ হয় না, পরন্তু অমলভক্তিদ্বারাই ভগবান্ প্রীত হইয়া থাকেন, অন্য সমস্ত বিড়ম্বন মাত্র॥ ১৬৮॥

'অমলা' পদে নিষ্কামভক্তি, 'বিড়ম্বন' অর্থাৎ নটন বা অনুকরণমাত্র। অতএব সকামভক্তের ভক্তিও কেবলমাত্র স্বার্থসাধনোদ্দেশে ভক্তির অনুকরণস্বরূপ বলিয়া নটনরূপে গণ্য হইয়া থাকে। যেরূপ নাটকে নটগণ রামচন্দ্রাদি হইতে ভিন্ন হইয়াও তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া থাকে, এস্থলেও তাদৃশই জানিতে হইবে। ভক্তিবিষয়ে সকামত্ব ঐহিক ও পারত্রিকভেদে দ্বিবিধ। "আমরা স্বর্গ, নিখিলভূমণ্ডলাধিপত্য, ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি কোনবস্তুই প্রার্থনা করি না" এই শ্রীনাগপত্নীগণের বাক্যে উক্ত সর্ব্ববিধ সকামত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

অতএব বৈবস্বতমনুর পুত্র পৃষধ্র মুক্তিকামী হইলেও তৎসম্বন্ধে একান্তিত্বনির্দ্দেশ গৌণই জানিতে হইবে।

"হে দেব! আমি স্বভাবতঃই কামাসক্ত, অতএব এই সকল বরদ্বারা কামসঙ্গে ভীত, নির্ব্বিণ্ণ এবং মুমুক্ষু হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি" এই শ্রীপ্রহ্লাদবচনে 'মুমুক্ষা' শব্দের অর্থ কামত্যাগের ইচ্ছা। যেহেতু পরে উক্ত হইয়াছে—

"হে বরদশ্রেষ্ঠ ভগবন্! আপনি যদি আমার অভীষ্ট বরসমূহপ্রদানে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার হৃদয়ে যেন আর কোনরূপ কামের উদয় না হয়॥"

শ্রীনারদের পূর্ব্ববচনেও উক্ত হইয়াছে—"ভগবান্ শ্রীহৃষীকেশ প্রহ্লাদকে যে সকল বরপ্রদানে অভিলাষ করিয়াছিলেন, বালক প্রহ্লাদ ঐ সকল ভক্তিযোগের অন্তরায় জানিয়া সবিস্ময়ে এইরূপ বলিয়াছিলেন।"

এইরূপ শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞানুষ্ঠানও কেবলমাত্র লোকশিক্ষার্থই জানিতে হইবে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াও—"তিনি একান্ত ভক্তিভাবের সহিত" এরূপ বাক্য উক্ত হইয়াছে। এবং শ্লোকেও সেই ভক্তি বিষয়ে ঐহিক নিষ্কামত্ব অর্থে ভক্তিদ্বারা জীবিকা এবং প্রতিষ্ঠাদিসংগ্রহরাহিত্য জানিতে হইবে। যেহেতু গরুড়পুরাণে শুদ্ধভক্তিলক্ষণে—"যিনি বিষ্ণুকে উপজীবিকা (জীবিকার উপায়স্বরূপ) না করেন"—এরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন—"হে অন্তর্যামিন্! মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপস্যা, অধ্যয়ন, স্বধর্ম্ম, ব্যাখ্যা, নির্জ্জনবাস, জপ ও সমাধি—এই দশটী মোক্ষসাধন অজিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের বার্ত্তাস্বরূপ হইয়া থাকে। দাম্ভিকগণের কখনও বা ঐসকল জীবিকাস্বরূপ হয়, কখনও বা হয় না।"

মৌনাদিই অজিতেন্দ্রিয়গণের 'বার্ত্তা' অর্থাৎ জীবনোপায় হইয়া থাকে। দাম্ভিকগণের পক্ষে কখনও জীবনোপায়-স্বরূপ হয়, কখনও বা হয় না, যেহেতু দম্ভের ফল অনিশ্চিত। অতএব দেবরাজইন্দ্র মাতা অদিতিকে বলিয়াছেন,—"যাঁহারা নিষ্কামভাবে ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া পর (মোক্ষ) পর্যান্ত প্রার্থনা করেন না, তাঁহারাই স্বার্থকুশলরূপে কথিত হইয়াছেন"॥ টীকা—'পর' অর্থাৎ মোক্ষ॥

অতএব—"ব্রাহ্মণত্ব দেবত্ব, প্রভৃতি ভগবৎপ্রীতিজননে সমর্থ হয় না" ইত্যাদিবাক্য যথার্থই উক্ত হইয়াছে॥ অসুর-বালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের উক্তি॥ ১৮॥

ততোঽস্যা এব ভক্তেঃ সর্ব্বশাস্ত্রসারত্বমাহ (ভাঃ ৭।৫।২৩)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ১৬৯॥

শ্রবণকীর্ত্তনে তদীয়নামাদীনাম্। স্মরণঞ্চ। পাদসেবনং পরিচর্য্যা। অর্চ্চনং বিধ্যুক্তপূজা। বন্দনং নমস্কারঃ। দাস্যং তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানম্। সখ্যং বন্ধুভাবেন তদীয়হিতাশংসনম্। আত্মনিবেদনং গবশ্বাদিস্থানীয়স্য স্বদেহাদিসংঘাতস্য তদেকভজনার্থং ক্রেতৃস্থানীয়েতস্মিন্নর্পণম্। যত্র তদ্ভরণপালনচিন্তাপি স্বয়ং ন ক্রিয়তে। উদাহৃতানি চৈতানি প্রাচীনৈঃ—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্‌ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥" ইতি।

ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা ভগবতি তদ্বিষয়িকা অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা ন তু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী ভক্তিরিয়ং,তত্রাপি শ্রীবিষ্ণোরেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা ন তু ধর্ম্মার্থাদিম্বর্পিতা এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়তে তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিঃ—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি। অত্র নবলক্ষণা ইতি সমুচ্চয়ো নাবশ্যকঃ। একেনৈবাঙ্গেন সাধ্যাব্যভিচারশ্রবণাৎ। কচিদন্যাঙ্গমিশ্রণন্তু তথাপি ভিন্নশ্রদ্ধারুচিত্বাৎ। ততো নবলক্ষণশব্দেন ভক্তিসামান্যোক্তা তন্মাত্রানুষ্ঠানং বিধীয়তে ইতি জ্ঞেয়ম্। নবলক্ষণত্বঞ্চাস্যা অন্যেষামপ্যঙ্গানাং তদন্তর্ভাবাদুক্তম্॥ (৭।৫।) শ্রীপ্রহ্লাদঃ স্বপিতরম্॥ ১৬৯॥

অতএব এই ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের সাররূপে উক্ত হইতেছে, যথা—ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণভক্তি যদি কোনও পুরুষকর্ত্তৃক ভগবানে অর্পিত হইয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন মনে করি ॥ ১৬৯ ॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ তদীয় নামাদিবিষয়ে জ্ঞাতব্য। 'পাদসেবন' অর্থাৎ পরিচর্য্যা। 'অর্চ্চন' অর্থাৎ বিধিক্রমে পূজা। 'বন্দন' অর্থাৎ নমস্কার। 'দাস্য' অর্থাৎ আমি তাঁহার দাস—এইরূপ জ্ঞান। 'সখ্য' অর্থাৎ বন্ধুভাবে তাঁহার হিতকামনা। 'আত্মনিবেদন' অর্থাৎ বিক্রীত গো-অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় স্বীয়দেহাদি সমষ্টিকে একমাত্র তাঁহারই সেবার জন্য ক্রেতৃস্বরূপ ভগবানে অর্পণ, ইহাতে নিজের ভরণপোষণের চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে হয় না। প্রাচীনগণ এই সম্বন্ধে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন,—'ভগবদ্‌বিষয়ের শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিত, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবায় শ্রীলক্ষ্মীদেবী, পূজায় শ্রীপৃথু, বন্দনে শ্রীঅক্রূর, দাসত্বে শ্রীহনুমান্, সখ্যে শ্রীঅর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে শ্রীবলি প্রধান ছিলেন এবং ইঁহাদেরই বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল।'

'নবলক্ষণভক্তি' অর্থাৎ শ্রবণাদি উক্ত নববিধ লক্ষণ যাহার, তাদৃশী ভক্তি যদি 'ভগবানে' অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ে 'সাক্ষাদ্‌ভাবে' অর্থাৎ কর্ম্মসমর্পণাদিপরম্পরাব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যেও বিশেষতঃ যদি তাহা বিষ্ণুর প্রতিই 'অর্পিত হইয়া' অর্থাৎ ইহা তাঁহারই জন্য—এইরূপ চিন্তিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, পরন্তু ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি কামনায় অর্পিত না হয়—তাহা হইলে তাদৃশভক্তির অনুষ্ঠাতা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাই 'উত্তম' অর্থাৎ সার্থক মনে করি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলিয়াছেন,—'ভক্তিশব্দের অর্থ—এই ভগবানের ভজন অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিকধর্ম্মচিন্তার পরিহারসহকারে তাঁহাতেই মনঃসমর্পণ ইহাই নৈষ্কর্ম্য।'

এস্থলে 'নবলক্ষণা' অর্থে নয়টীর সমষ্টি আবশ্যক হয় না, যেহেতু পৃথগ্‌ভাবে এক অঙ্গদ্বারাই সাধ্যবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধি শ্রুত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে অন্য অঙ্গের মিশ্রণ কেবলমাত্র লোকের শ্রদ্ধা ও রুচির পার্থক্যবশতঃই দৃষ্ট হয়। অতএব নবলক্ষণা শব্দে সামান্যভক্তিমাত্রেরই নির্দ্দেশহেতু ভক্তিমাত্রেরই অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে জানিতে হইবে। অন্যান্য অঙ্গসমুদয়ও এই নয়টীরই অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার নবলক্ষণত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। নিজ পিতার প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের উক্তি ॥ ১৬৯ ॥

অথাস্যা অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্ব্বোপরিভূমিকাবস্থিতিমধিকারিবিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরম্। তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যপরিহারায় যথা কথঞ্চিৎ সাম্মুখ্যমাত্রং কর্ত্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা। নির্ব্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপং সবিশেষরূপস্য চ তদীয় ভগবদাদ্যাখ্যাবির্ভাবস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্। তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্ম্মার্পণরূপমিতি। তদেতত্ত্রয়ং পুরুষযোগ্যতাভেদেন ব্যবস্থাপয়িতুং লোকসামান্যতো জ্ঞানকর্ম্মভক্তিনামেবোপায়ত্বং নান্যেষামিত্যনুবদতি (ভাঃ ১১।২০।৬)—

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ১৭০ ॥

অনন্তর সর্ব্ববিধ সাধন হইতে এই অকিঞ্চনাখ্যভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবং অধিকারিবিশেষে তাহার ব্যবস্থাপ্রদর্শনার্থ অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতেছেন।

প্রথমতঃ পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈমুখ্যপরিহারের জন্য যে কোনরূপে সাম্মুখ্যমাত্রই জীবের কর্ত্তব্যরূপে লব্ধ হয়। উক্ত সাম্মুখ্য ত্রিবিধ—নির্ব্বিশেষস্বরূপ তদীয় ব্রহ্মসংজ্ঞক আবির্ভাবের জ্ঞান, সবিশেষস্বরূপ তদীয় ভগবৎ প্রভৃতি সংজ্ঞক আবির্ভাবের ভক্তি এবং এতদুভয়ের দ্বারস্বরূপ কর্ম্মার্পণ।

পুরুষের যোগ্যতাভেদে এই তিনটীর ব্যবস্থাপনের জন্য সামান্যতঃ মানবগণের পক্ষে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিই উপায়-স্বরূপ এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রক্রিয়া উপায়স্বরূপ নহে—ইহাই বলিতেছেন যে—

মনুষ্যগণের শ্রেয়োবিধানকামনায় মৎকর্ত্তৃক জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র কুত্রাপি এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই ॥ ১৭০ ॥

যোগা উপায়াঃ। ময়া শাস্ত্রযোনিনা শ্রেয়াংসি মুক্তিত্রিবর্গপ্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তম্। তেষ্বধিকারিহেতূনাহ দ্বাভ্যাম্ (১১।২০।৭-৮)—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ১৭১ ॥

'যোগ' অর্থাৎ উপায়। 'মৎকর্ত্তৃক' অর্থাৎ বেদকারণ ভগবৎকর্ত্তৃক। 'শ্রেয়োবিধান' এই পদস্থ 'শ্রেয়ঃ' শব্দদ্বারা যথাক্রমে মুক্তি, ত্রিবর্গ এবং প্রেম—এই ত্রিবিধ শ্রেয়ঃ জ্ঞাতব্য অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা মুক্তি, কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ এবং ভক্তিদ্বারা প্রেমরূপ শ্রেয়ঃ পদার্থ লব্ধ হয়। ইহাদ্বারা ভক্তির কর্ম্মত্বও নিরস্ত হইল। মানবগণের মধ্যে অধিকারি-ভেদের কারণ শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইতেছে, যথা—

যাঁহারা নির্ব্বিণ্ণ ও কর্ম্মসমূহের সন্ন্যাসশীল, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মাদিবিষয়ে অনির্ব্বিণ্ণচিত্ত কামিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ এবং যিনি যদৃচ্ছাক্রমে মদীয় কথা প্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ হইয়াছেন এবং নির্ব্বিণ্ণ বা নাতিসক্ত নহেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে॥ ১৭১ ॥

ইহ এষাং মধ্যে নির্ব্বিণ্ণানামৈহিকপারলৌকিকবিষয়প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তচিত্তানাম্ অতএব তৎসাধন-ভূতেষু লৌকিকবৈদিককর্ম্মসু ন্যাসিনাং তানি ত্যক্তবতামিত্যর্থঃ। পদদ্বয়েন দৃঢ়জাতমুমুক্ষূণামিত্যভিপ্রেতম্। তেষাং জ্ঞানযোগঃ সিদ্ধিদ ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কামিনাং তত্তৎসুখেন রাগিনাম্ অতএব তেষু সাধনভূতেষু কর্ম্মসু অনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং তানি ত্যক্তুমসমর্থানাং কর্ম্মযোগঃ সিদ্ধিদঃ তৎসঙ্কল্পানুরূপঃ ফলদঃ। অথ (ভাঃ ২।৭।৪৬) "তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াম্" ইত্যাদৌ 'তির্য্যগ্‌জনাঃ অপী'ত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবজ্জাত্যাদি-কৃতনিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপা-জাতমঙ্গলোদয়েন। যদুক্তং (ভাঃ ১।২।১৬) শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্যেত্যাদি। তদেতৎ পদ্যং স্বয়মেব অগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ ১৭২ ॥

কথেত্যুপলক্ষণং মৎকথাদিষু। এতদেব কেবলং পরমং শ্রেয় ইতি জাতবিশ্বাসঃ। অতএবান্যেষু কর্ম্মসু উদ্বিগ্নঃ। কিন্তু বর্ত্তমানেষু প্রাচীনকর্ম্মফলভোগেষু এবম্ভূত ইত্যাহ,—বেদেতি। ততস্তাং বেদেত্যাদি

ব্যাখ্যাতাং নির্বিণ্ণো নাতিসক্ত ইত্যেবং লক্ষণামবস্থামারভ্যৈবেত্যর্থঃ। মাং ভজেত মদীয়ানন্যতাখ্যভক্তাবধিকারো স্যান্ন তু জ্ঞানবজ্জাতে সম্যগ্বৈরাগ্য এব। তস্যাঃ স্বতঃ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বেনান্যনিরপেক্ষত্বাদিত্যর্থঃ। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে (ভাঃ ১১।২০।৩১)—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ। ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"

(ভাঃ ১১।২০।৩২) "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদি। ন চ কর্ম্মনির্বেদসাপেক্ষত্বমাপতিতম্। স তু ভক্তেঃ সর্ব্বোত্তমত্ববিশ্বাসেন স্বত এব প্রবর্ত্ততে। অতো নির্বিণ্ণ ইত্যনুবাদমাত্রম্। অতএব যদ্যপি জ্ঞানকর্ম্মণোরপি শ্রদ্ধাপেক্ষাস্ত্যেব তাং বিনা বহিরন্তঃ সম্যক্প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেস্তথাপ্যত্র শ্রদ্ধামাত্রস্য কারণত্বেন বিশেষতস্তদঙ্গীকারঃ। অত্রাপি চ তদপেক্ষা পূর্ব্ববৎ সম্যক্প্রবৃত্ত্যর্থৈব। তাং বিনানন্যতাখ্যা ভক্তিস্তথা ন প্রবর্ত্ততে। কদাচিৎ কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তা চ নশ্যতীতি। অতএব "ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ" ইত্যস্যানন্তরমপি (ভাঃ ১১।২০।৯) "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা" ইত্যত্র শ্রদ্ধায়াং জাতায়ামেব কর্ম্মপরিত্যাগো বিহিতঃ। ভক্তিমাত্রন্তু তাং বিনা সিধ্যতি। "সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম" ইত্যাদৌ।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥" ইত্যাদৌ চ।

তৎপূর্ব্বতোঽপি তস্যাং ফলদাতৃত্বশ্রবণাৎ (ভাঃ ৬।২।৪২)—

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥"

ইত্যাদৌ তয়া ফলদাতৃত্বসৌষ্ঠবশ্রবণাচ্চ। সা চ শ্রদ্ধা শাস্ত্রাভিধেয়াবধারণস্যৈবাঙ্গম্। তদ্বিশ্বাসরূপত্বাৎ। ততো নানুষ্ঠানাঙ্গত্বে প্রবিশতি। ভক্তিশ্চ ফলোৎপাদনে বিধিসাপেক্ষাপি ন স্যাৎ। দাহাদিকর্ম্মণি বহ্ন্যাদিবৎ। ভগবচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাদীনাং স্বরূপস্যতাদৃশশক্তিত্বাৎ। ততস্তস্যাঃ শ্রদ্ধাদ্যপেক্ষা কুতঃ স্যাৎ। অতঃ শ্রদ্ধাং বিনা কচিন্মূঢ়াদৌ অপি সিদ্ধির্দৃশ্যতে "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা" ইত্যাদৌ। হেলা স্বপরাধরূপাপ্যবুদ্ধিপূর্ব্বককৃতা চেদ্দৌরাত্ম্যাভাবে ন ভক্ত্যা বাধ্যত ইত্যুক্তমেব। জ্ঞানলবদুর্ব্বিদগ্ধাদৌ তু তদ্বৈপরীত্যেন বাধ্যতে। যথা মৎসরেণ নামাদি গৃহ্ণতি বেণে কচিদ্বস্তুশক্তির্বাধিতা দৃশ্যতে। আর্দ্রেন্ধনাদৌ বহ্নিশক্তিরিব।

"শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি। ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে" ইত্যত্র শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামাদর এবোচ্যতে। স তু ভগবত্তোষণলক্ষণফলবিশেষস্যোৎপত্তাবনাদরলক্ষণতদ্বিঘাতকাপরাধস্য নিরসনপরঃ। তস্মাৎ শ্রদ্ধা ন ভক্ত্যঙ্গম্। কিন্তু কর্ম্মণ্যধিসমর্থবিদ্বত্তাবদনন্যতাখ্যায়াং ভক্তাবধিকারিবিশেষণমেবেত্যতএব তদ্বিশেষণত্বেনৈবোক্তং, "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" ইতি। "জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু" (ভাঃ ১১।২০।২৭) ইতি চ। অত্র তামারভ্যেত্যর্থেন ল্যব্লোপে পঞ্চম্যন্তেন তত ইতি পদেনানবধিকনির্দ্দেশেনাত্মারামতাবস্থায়ামপি সা কেষাঞ্চিৎ প্রবর্ত্তত ইতি তস্যাঃ সাম্রাজ্যমভিপ্রেতম্। অনন্তরঞ্চ বক্ষ্যতে (ভাঃ ১১।২০।৩৪)—"ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা" ইতি। অতঃ সাম্রাজ্যজ্ঞাপনয়া তাং বিনা কর্ম্মজ্ঞানে অপি ন সিধ্যত ইতি চ জ্ঞাপিতম্।

তদেবমনন্যভক্ত্যধিকারে হেতুং শ্রদ্ধামাত্রমুক্ত্বা স যথা ভজেত্তথা শিক্ষয়তি। স শ্রদ্ধালুর্বিশ্বাসবান্, প্রীতঃ জাতায়াং রুচাবাসক্তঃ দৃঢ়নিশ্চয়ঃ সাধনাধ্যবসায়ভঙ্গরহিতশ্চ সন্। সহসা ত্যক্তুমসমর্থত্বাৎ কামান্

জুষমাণশ্চ গর্হয়ংশ্চ। গর্হণে হেতুঃ, দুঃখোদর্কান্ শোকাদিকৃদুত্তরফলানিতি। অত্র কামা অপাপকরা এব জ্ঞেয়াঃ। শাস্ত্রে কথঞ্চিদপি অস্যানুবিধানাযোগাৎ। প্রত্যুত,—

"পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিম্। ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৌ কর্ম্মার্পণাৎ পূর্ব্বমেব তন্নিষেধাদত্রৈব চ নিষ্কামকর্ম্মণ্যপি "যদন্যন্ন সমাচরেদিতি" বক্ষ্যমাণনিষেধাৎ। কর্ম্মপরিত্যাগবিধানেব সুতরাং দুষ্কর্ম্মপরিত্যাগ-প্রত্যাসত্তেঃ। বিষ্ণুধর্ম্মে—"মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন যো ভিনত্তি স মানবঃ। ন বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞেয়ঃ সাধুধর্ম্মার্চ্চনো হরিঃ" ইতি বৈষ্ণবেষ্বপি তন্নিষেধাৎ। (ভাঃ ৪।২১।৩১) "যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ। সদ্যঃ ক্ষিণোতি" ইত্যত্র সদ্যঃ-শব্দপ্রয়োগেন জাতমাত্ররুচীনাং,

"যদা নেচ্ছতি পাপানি যদা পুণ্যানি বাঞ্ছতি। জ্ঞেয়স্তদা মনুষ্যেণ হৃদি তস্য হরিঃ স্থিতঃ॥"

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মে নিয়মেন চ, (ভাঃ ১১।৫।৪২) "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইত্যত্রাপি কথঞ্চিৎ-শব্দপ্রয়োগেন লব্ধভক্তীনাঞ্চ স্বতস্তৎপ্রবৃত্ত্যযোগাৎ। "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ" ইতি পাদ্ম-পদ্যে নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রাদৌ হরিভক্তিবলেনাপি তৎপ্রবৃত্তাবপরাধাপাতাচ্চ। (গীঃ ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইতি তু তদনাদরদোষপর এব, ন তু দুরাচারতাবিধানপরঃ, (গীঃ ৯।৩১) "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা" ইত্যনন্তরবাক্যে দুরাচারতাপগমস্য শ্রেয়স্ত্বনির্দ্দেশা-দিতি॥ (১১।২০।) শ্রীভগবান্॥ ১৭২॥

জীবগণের মধ্যে যাঁহারা "নির্ব্বিণ্ণ" অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়প্রতিষ্ঠাজন্য সুখে বিরক্তচিত্ত, অতএব তৎ-সাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহের "সন্ন্যাসশীল" অর্থাৎ ত্যাগী—এই বিশেষণদ্বয়ে এস্থলে দৃঢ়তরমুক্তিকামনা-বিশিষ্ট পুরুষগণকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ "সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে"—এইরূপে অন্তিম-বাক্যের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। যাহারা কামী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সুখসমূহে অনুরাগী, অতএব তৎসাধনভূত কর্ম্ম-সমূহেও অবিরক্ত অর্থাৎ তৎসমুদয়ের ত্যাগে অসমর্থ, তাদৃশ পুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ "সিদ্ধিপ্রদ" অর্থাৎ সঙ্কল্পানু-রূপ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

"তাঁহারা দেবমায়াকে জানিতে ও অতিক্রম করিতে পারেন" ইত্যাদিস্থলে "নীচজনও" এইরূপবাক্যদ্বারা ভক্তি-যোগের অধিকার-বিষয়ে কর্ম্মযোগাদির ন্যায় জাত্যাদিনিয়মের অতিক্রম বশতঃ কেবল শ্রদ্ধাই হেতুরূপে অবগত হওয়ায় "যদৃচ্ছাক্রমে" এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। "যদৃচ্ছাক্রমে" অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং তদীয় কৃপাজাত কোনরূপ অজ্ঞাত সুকৃতির উদয়হেতু। "যিনি শ্রবণেচ্ছু, এবং শ্রদ্ধাশীল" ইত্যাদি বচনে উহাই উক্ত হইয়াছে।

অনন্তর পরবর্ত্তি শ্লোকদ্বয়দ্বারা স্বয়ংই পূর্ব্বোক্ত পদ্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন—যিনি মদীয় কথায় জাতশ্রদ্ধ এবং সর্ব্ব-কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া কামসমূহকে দুঃখাত্মকরূপে অবগত হইতেছেন, অথচ তৎপরিত্যাগে সমর্থ নহেন, তিনি তদনন্তর উক্ত কামসকলের ভোগ এবং দুঃখোদর্করূপে (পরিণামদুঃখজনকত্বরূপে) তাহাদের নিন্দাসহকারে প্রীত, শ্রদ্ধালু এবং দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া আমার ভজন করিবেন॥ ১৭২॥

কথায় এই পদটী উপলক্ষণমাত্র, অতএব কথা প্রভৃতিতে এইরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য। জাতশ্রদ্ধ অর্থাৎ এই কথা প্রভৃতিই কেবলমাত্র পরম মঙ্গলপ্রদ—এইরূপ বিশ্বাসযুক্ত। অতএব অন্য কর্ম্মসমূহে উদ্বিগ্ন, পরন্তু প্রাচীনকর্ম্মের যে সকল ভোগাফল রহিয়াছে, তাহা দুঃখাত্মকরূপে জানিয়াও পরিত্যাগে অসমর্থ। অতএব শ্লোকে—"অবগত হইতেছেন" এরূপ উক্ত হইয়াছে।

'তদনন্তর' অর্থাৎ 'অবগত হইতেছেন' ইত্যাদিক্রমে পূর্ব্বব্যাখ্যাত 'অনাসক্ত বা বিরক্ত নহেন' এইরূপ লক্ষণযুক্তা অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াই 'আমার ভজন করিবেন' অর্থাৎ আমার অনন্যভক্তিতে অধিকারী হইয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে ; পরন্তু জ্ঞানমার্গের ন্যায় সম্যাগ বৈরাগ্যদশায়ই অধিকার হইবে—এইরূপ অর্থ নহে।

যেহেতু ভক্তি স্বয়ংই সর্ব্বশক্তিময়ী বলিয়া অন্যের অপেক্ষা করে না। অতঃপর ইহাই বলিয়াছেন—'অতএব মদ্‌ভক্তিযুক্ত মদ্‌গতচিত্ত যোগিগণের সম্বন্ধে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম এবং অন্যান্য শ্রেয়স্কর কৃত্যসমূহদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, মদ্‌ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগদ্বারা তৎসমস্তই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।'

এস্থলে কর্ম্মবিষয়ক বিরক্তির কোনরূপ অপেক্ষা লব্ধ হয় নাই ; যেহেতু ভক্তিই সর্ব্বোত্তমা—এই বিশ্বাস হইলে কর্ম্মবিরক্তি নিজ হইতেই হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে 'নির্ব্বিণ্ণ' এই পদটী অনুবাদমাত্র। অতএব শ্রদ্ধা ব্যতীত বাহ্য ও আভ্যন্তর-প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া জ্ঞানকর্ম্মবিষয়েও শ্রদ্ধার অপেক্ষা থাকিলেও এই ভক্তিসম্বন্ধে শ্রদ্ধামাত্রই কারণস্বরূপ বলিয়া বিশেষভাবে তাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এস্থলেও জ্ঞানকর্ম্মস্থলের ন্যায় কেবল সম্যক্ প্রবৃত্তির জন্যই শ্রদ্ধার অপেক্ষা জানিতে হইবে। যেহেতু শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যতাখ্যা (ঐকান্তিকী) ভক্তি তাদৃশরূপে প্রবৃত্তা হয় না এবং কদাচিৎ কিঞ্চিন্মাত্র প্রবৃত্তা হইলেও তাহা বিনষ্টা হইয়া থাকে। অতএব—'নির্ব্বিণ্ণ বা অতিসক্ত নহেন' এই বাক্যের পরেও—'অথবা আমার কথাশ্রবণাদিতে' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রদ্ধার উৎপত্তির পরেই কর্ম্মত্যাগ বিহিত হইয়াছে। কেবলভক্তি শ্রদ্ধা ব্যতীতও সিদ্ধ হয়। যেহেতু—'হে ভৃগুবর ! শ্রদ্ধা অথবা হেলার সহিতও যদি একবারমাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহা মানবমাত্রকেই উদ্ধার করিয়া থাকে'—এই বাক্য এবং 'সাধুজনের সহিত উত্তম সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথাসমূহের উদয় হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের সুখপ্রদ ; সুতরাং তৎসেবনে সত্বর অপবর্গমার্গভূত আমার প্রতি ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তির উদয় হইয়া থাকে' - ইত্যাদিশ্লোকে শ্রদ্ধার পূর্ব্বেও ভক্তির ফলদাতৃত্ব শ্রুত হইয়াছে। পরন্তু—'অজামিল মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পুত্রনামোচ্চারণচ্ছলে গৌণভাবে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রদ্ধাহেতু ভক্তির ফলদানবিষয়ে সুষ্ঠুত্বমাত্রই শ্রুত হইয়া থাকে।

উক্ত শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয় অভিধেয় বস্তুর অবধারণেরই অঙ্গস্বরূপ, যেহেতু অভিধেয়বস্তুবিষয়ক বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা, অতএব ইহা অনুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। দাহাদিকর্ম্ম যেরূপ বহ্নিপ্রভৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাতে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই, সেইরূপ ভক্তিরও নিজফলজননে কোনরূপ বিধির অপেক্ষা নাই। যেহেতু ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপতই তাদৃশী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব ভক্তি শ্রদ্ধার অপেক্ষা করেন না এবং এইজন্যই 'শ্রদ্ধা বা হেলার সহিত' ইত্যাদিবাক্যে কোন কোন স্থলে মূঢ় জনেরও সিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। হেলা যদিও অপরাধস্বরূপ, তথাপি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হইলে এবং পুরুষের দৌরাত্ম্য না থাকিলে ভক্তিদ্বারা ফলোৎপাদনে বাধিত হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবলে কুপাণ্ডিত্যযুক্ত, তাঁহাদের বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত হেলা দৌরাত্ম্যসত্ত্বে ভক্তিকর্ত্তৃক বাধিত হইয়া থাকে। আর্দ্র কাষ্ঠাদিতে বাধিতা বহ্নিশক্তির ন্যায় মাৎসর্য্যসহকারে নামগ্রহণকারী বেণ নামক ব্যক্তিতে বস্তুশক্তি বাধিতরূপে দৃষ্ট হইয়াছে।

'ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধাসহকারে উপহৃত জলমাত্রও আমার প্রিয় হইয়া থাকে, পরন্তু অভক্তপ্রদত্ত প্রভূত দ্রব্যও আমার সন্তোষজননে সমর্থ হয় না'—এই শ্লোকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি-শব্দে আদরই উক্ত হইতেছে। উহা (আদর) ভগবৎসন্তোষরূপ ফলবিশেষের উৎপত্তিবিষয়ে বিঘ্নজনক অনাদররূপ অপরাধের নিরাসপর জানিতে হইবে।

অতএব কর্ম্মবিষয়ে অর্থশালিত্ব, সামর্থ্য এবং পাণ্ডিত্য যেরূপ কেবলমাত্র অধিকারিপুরুষের বিশেষণস্বরূপ, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গস্বরূপ নহে, সেইরূপ এস্থলেও শ্রদ্ধা ভক্তিবিষয়ে অধিকারি-পুরুষের বিশেষণ মাত্র, পরন্তু ভক্ত্যঙ্গস্বরূপ

নহে। অতএব—"যিনি যদৃচ্ছাক্রমে মদীয় কথা প্রভৃতিতে জাতশ্রদ্ধ" ইত্যাদি শ্লোকে এবং "আমার কথাসমূহে জাতশ্রদ্ধ" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রদ্ধাশব্দ অধিকারি-পুরুষের বিশেষণরূপেই উক্ত হইয়াছে। এস্থলে 'ততঃ' (তদনন্তর) এইপদে—তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া এইরূপ অর্থ জানিতে হইবে। ("তামারভ্য" এইরূপ বাক্যে) ল্যপ্ প্রত্যয়ের লোপ করিয়া ('ততঃ' এইরূপ) পঞ্চম্যন্ত-পদ সাধিত হইয়াছে। 'ততঃ' অর্থাৎ তাদৃশাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়াই আমার ভজন করিবেন—এই বাক্যের দ্বারা কতকাল পর্য্যন্ত বা কোন্ অবস্থা পর্য্যন্ত ভজন করিবেন, তাদৃশ কোন সীমানির্দ্দেশ না হওয়ায় আত্মারামতা দশায়ও কোন কোন পুরুষের এই ভক্তিপ্রবৃত্তি হয় বলিয়া ভক্তির সাম্রাজ্য অর্থাৎ সার্ব্বভৌমত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। অনন্তরও উক্ত হইবে—"একান্ত মদ্ভক্ত ধীর সাধুপুরুষগণ মৎকর্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক কৈবল্যও প্রার্থনা করেন না; অন্য বস্তুর কথা আর বক্তব্য কি?" অতএব এই সার্ব্বভৌমত্ব জ্ঞাপন দ্বারা ভক্তিব্যতীত জ্ঞান এবং কর্ম্মেরও অসিদ্ধি জ্ঞাপিত হইতেছে।

এইরূপে অনন্যভক্তির অধিকারবিষয়ে শ্রদ্ধামাত্রই কারণরূপে বর্ণন করিয়া অনন্তর তিনি যেরূপে ভজন করিবেন, তাহার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। তিনি 'শ্রদ্ধালু' অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত, 'প্রীত' অর্থাৎ উৎপন্নরুচিতে আসক্ত, 'দৃঢ়নিশ্চয়' অর্থাৎ সাধনচেষ্টাবিষয়ে পরাঙ্মুখতা-রহিত, তাদৃশ পুরুষ কামসকলকে সহসা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে ভোগ করেন, অথচ তাহাদিগকে নিন্দাও করিয়া থাকেন। নিন্দার কারণ বলিতেছেন—যেহেতু উহা 'দুঃখোদর্ক' অর্থাৎ উহার পরিণামফল শোকপ্রভৃতিজনক। এস্থলে 'কাম' অর্থে যে সকল কাম পাপজনক নহে, তাহাই জ্ঞাতব্য। যেহেতু শাস্ত্রে কোনরূপেই পাপজনক কর্ম্মের বিধান নাই। পরন্তু—"হে রাজন্! যিনি পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরহিংসাবিষয়ে বুদ্ধি করেন না, তৎকর্তৃক শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন"—এই বিষ্ণুপুরাণস্থ বাক্যাদিতে কর্ম্মার্পণের পূর্ব্বেই তাহার নিষেধ হইয়াছে।

এই নিষ্কামকর্ম্মস্থলেও "অন্য কোন কর্ম্মের আচরণ করিবে না"—এই পরবর্ত্তিবচনে কর্ম্মপরিত্যাগবিধানদ্বারা দুষ্কর্ম্মপরিত্যাগই সুতরাং মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। বিষ্ণুধর্ম্মে "যিনি ভগবৎকৃত নিয়মের লঙ্ঘন করেন, তিনি বিষ্ণুভক্ত নহেন, যেহেতু সদাচারসম্পন্ন পুরুষগণের দ্বারাই শ্রীহরি পূজিত হইয়া থাকেন"—এই উক্তি দ্বারা বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধেও দুষ্কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। "যাঁহার পাদপদ্মসেবারুচি তপস্বিগণের অশেষজন্মার্জ্জিত চিত্তমালিন্য সদ্যঃ দূরীভূত করে"—ইত্যাদিস্থলে 'সদ্যঃ'—এই পদপ্রয়োগ হেতু যাঁহাদের কেবলমাত্র রুচি জন্মিয়াছে, তাহাদেরই চিত্তমালিন্য উক্ত হইয়াছে। "যেকালে পুরুষ পাপকর্ম্মে ইচ্ছা করেন না এবং পুণ্যকর্ম্মে বাঞ্ছা করেন, সেইসময়েই জানিবে যে, শ্রীহরি তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিষ্ণুধর্ম্মনিয়মানুসারে এবং "স্বীয়পাদমূল-ভজনশীল অনন্যচিত্ত ভক্তের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ দুষ্কর্ম্ম উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়স্থিত শ্রীহরি তৎসমুদয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন"—এইস্থলেও 'কথঞ্চিৎ' শব্দের প্রয়োগহেতু লব্ধভক্তি পুরুষগণের দুষ্কর্ম্মবিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তির অভাব জ্ঞাপিত হইতেছে।

"যে ব্যক্তি হরিনামবলে পাপকর্ম্মে মনোনিবেশ করে (অর্থাৎ হরিনামপ্রভাবেই সর্ব্বপাপ নষ্ট হইবে, এই বিশ্বাসে যাহারা পাপ করে) যমসমূহদ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না।" নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রাদির এইসকল বচনে হরিভক্তিবলেও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে অপরাধ জ্ঞাপিত হইয়াছে। শ্রীগীতাবর্ণিত—"যদি সুদুরাচার পুরুষও" ইত্যাদি শ্লোকে দুরাচারত্বের অনাদরই জ্ঞাপন হয়, পরন্তু দুরাচারতার বিধান হয় নাই। যেহেতু—"সদ্যঃই ধর্ম্মাত্মা হয়"—এই পরবর্ত্তিবাক্যে দুরাচারতা-রাহিত্যই শ্রেয়োরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ১৭২ ॥

নন্বেবং কেবলানাং কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা। নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম তু সর্ব্বেষ্বেবাবশ্যকম্। তর্হি সাঙ্কর্য্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞানভক্তী প্রবর্ত্তেয়াতাং তদেতদাশঙ্ক্য তয়োঃ কর্ম্মাধিকারিতাং বারয়তি—(ভাঃ ১১।২০।৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ১৭৩॥

"কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি" ইতি টীকা চ। অতএব (পদ্মপুরাণে)—

"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ।"

ইত্যুক্তদোষোঽপ্যত্র নাস্তি, আজ্ঞাকরণাৎ। প্রত্যুত জাতয়োরপি নির্ব্বেদশ্রদ্ধয়োস্তৎকরণ এবাজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ। যথা চ ব্যাখ্যাতম্— (ভাঃ ১১।১১।৩২) "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ইত্যস্য টীকায়াং "ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্যে"তি। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং শ্রীকরভাজনেন (ভাঃ ১১।৫।৪১)—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥" ইতি ॥

তেষাং ন কিঙ্করঃ, কিন্তু শ্রীভগবত এবেত্যনধিকারিত্বম্। কর্ত্তং কৃত্যম্। কর্ত্তং ভেদমিত্যর্থে ততো দেবতাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। এবমেবোক্তং গারুড়ে—

"অয়ং দেবো মুনির্বন্দ্য এস ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। ইত্যাখ্যা জায়তে তাবৎ যাবন্নার্চ্চয়তে হরিম্ ॥" ইতি ॥

ন চ বিকর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তরূপং কর্ম্মান্তরং কর্ত্তব্যং, তস্য তচ্ছরণস্য বিকর্ম্মপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ। কথঞ্চিদাপতিতেঽপি বিকর্ম্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যানুষঙ্গিক সিদ্ধিরিত্যপ্যুক্তমনন্তরপদ্যেনৈব (ভাঃ ১১।৫।৪২)—

"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥" ইতি ॥

ত্যক্তোঽন্যত্র দেবতান্তরে ভাবো ভগবতীব ভক্তির্যেন ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র কর্ম্মপরিত্যাগে হেতুত্বেনাভিধানাৎ শ্রদ্ধাশরণাপত্ত্যোরৈকার্থ্যং লভ্যতে। তচ্চ যুক্তং। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ং বদতি। ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি। ন চ দেবাদিতর্পণমাত্রতাৎপর্য্যেণাপি পৃথক্ পৃথগারাধনং কর্ত্তব্যম্। (ভাঃ ৪।৩১।২২)—"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন" ইত্যাদৌ তৎপৌনরুক্তপ্রাপ্তেঃ। ন চ ত্যক্তকর্ম্মণো মধ্যে বিঘ্নস্থগিতায়ামপি ভক্তৌ তৎ-ত্যাগানুতাপো যুজ্যতে। (ভাঃ ১।৫।১৭)—"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। (গীঃ ১৮।৬৬)—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

ইত্যস্য (ভাঃ ১১।৫।৪১) "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্" ইত্যাদিদ্বয়েনৈকার্থ্যং দৃশ্যতে। অতোভক্ত্যারম্ভ-এব তু স্বরূপত এব কর্ম্মত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ। পরিত্যজ্যেত্যত্র পরিশব্দস্য তথৈবার্থঃ। গৌতমীয়ে চ—

"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্ ॥"

(গীঃ ১৮।৬৫) "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ। তথা বিষ্ণুপুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য—

"যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্।
নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপি ॥" ইতি।

অত্র বচনান্তরস্যাপ্যনবকাশাৎ। সুতরামেব তত্তদ্বচনময়কর্ম্মান্তরপরিত্যাগোঽঙ্গীকৃতঃ কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তন্নাম্নৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্ব্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতম্। যথোক্তং পাদ্মে—"সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নাম-মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥" ইতি॥

তস্মাদ্বাক্যান্তরেণাপ্যুপচিতঃ শ্রদ্ধাবতোঽনন্যভক্ত্যধিকারঃ কর্ম্মাদ্যনধিকারশ্চেতি। কিন্তু শ্রদ্ধাসদ্ভাব এব কথং জ্ঞায়তে ইতি বিচার্য্যম্। তত্র চ লিঙ্গত্বেন পূর্ব্বং শরণাপত্তিরুপদিষ্টৈব। যস্যাঞ্চ শরণাপত্তৌ বক্ষ্যমাণানি "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদীনি লিঙ্গানি। তথা ব্যবহারকার্পণ্যাদ্যভাবেঽপি শ্রদ্ধালিঙ্গং জ্ঞেয়ম্। শাস্ত্রং হি তথৈব শ্রদ্ধামুৎপাদয়তি (গীঃ ৯।২২)—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" ইত্যাদি।

কিঞ্চ শ্রদ্ধাবতঃ পুরুষস্য ভগবৎসম্বন্ধিদ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াণাং শাস্ত্রে শ্রূয়মাণেষ্বৈহিকব্যবহারিকপ্রভাবেষ্বপি ন কথঞ্চিদনাশ্বাসো ভবতি। ততস্তাসু প্রাকৃতদ্রব্যাদিসাধারণদৃষ্ট্যা দোষবিশেষানুসন্ধানতো ন কদাচিদপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তে চ তাদৃশ-প্রভাবাঃ।

"অকালমৃত্যুশমনং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্। সর্ব্বদুঃখোপশমনং হরিপাদোদকং শুভম্॥" ইত্যাদয়ঃ।

কেচিত্তু তত্র শ্রদ্ধাবন্তোঽপি স্বাপরাধদোষেণ সম্প্রতি তৎফলং নোদেতি ইতি স্থগিতায়ন্তে যত্তু, "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ" ইত্যাদৌ শ্রদ্দধানা অপি স্নানাদিকম্ আচরন্তি, তৎ খলু শ্রীমন্নারদব্যাসাদিসৎপরম্পরাচারগৌরবাৎ এব। অন্যথা তদতিক্রমেঽপ্যপরাধঃ স্যাৎ। তে চ তথা মর্য্যাদাং লোকস্য কদর্য্যবৃত্ত্যাদিনিরোধায়ৈব স্থাপিতবন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ জাতায়াং শ্রদ্ধায়াং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ স্বর্ণসিদ্ধিলিপ্সোরিব সদা তদনুবৃত্তিচেষ্টৈব স্যাৎ। সিদ্ধিশ্চাত্রান্তঃকরণকামাদি-দোষ-ক্ষয়কারি-পরমানন্দ-পরমকাষ্ঠাগামি শ্রীহরিস্ফুরণরূপৈব জ্ঞেয়া। তস্যাং স্বার্থসাধনানুপ্রবৃত্তৌ চ দম্ভ-প্রতিষ্ঠাদিময়চেষ্টালেশোঽপি ন ভবতি। ন সুতরাং জ্ঞানপূর্ব্বকং মহদবজ্ঞাদয়োঽপরাধাশ্চাপতন্তি, বিরোধাদেব। অতএব চিত্রকেতোঃ শ্রীমহাদেবাপরাধস্তস্য স্বচেষ্টান্তরেণাচ্ছন্নস্বভাবস্য ভাগবততত্ত্বা-জ্ঞানাদেব মন্তব্যঃ। যদি বা শ্রদ্ধাবতোঽপি প্রারব্ধাদিবশেন বিষয়সম্বন্ধাভাসো ভবতি, তথাপি তদ্বাধয়া বিষয়সম্বন্ধসময়েঽপি দৈন্যাত্মিকা ভক্তিরেবোচ্ছলিতা স্যাৎ। যথোক্তম্—(ভাঃ ১১।২০।২৮) "জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্" ইত্যত্র, (ভাঃ ১১।১৪।১৭) "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ" ইত্যাদৌ চ (গীঃ ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদ্যুক্তস্যানন্যভাক্ত্বেন লক্ষিতা তু যা শ্রদ্ধা সা খলু (গীঃ ১৬।২৩)—"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ" ইত্যাদিবল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা ন তু শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধায়াস্তু জাতায়াং সুদুরাচারত্বাযোগঃ স্যাৎ। "পরপত্নী-পরদ্রব্যে"ত্যাদি বিষ্ণুতোষণশাস্ত্রবিরোধাৎ। "মর্য্যাদাঞ্চ কৃতাং তেন" ইত্যাদিনা তদ্ভক্তত্ববিরোধাচ্চ। ন তু সা দুরাচারতা তদ্ভক্তিমহিমশ্রদ্ধা কৃতৈব, অপি-শব্দেন দুরাচারত্বস্য হেয়ত্বব্যঞ্জনাৎ। তথা, (গীঃ ৯।৩১)—"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি" ইত্যুত্তরাপ্রতিপত্তেঃ। "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ" ইত্যাদিনাপরাধাপাতাচ্চ। ততঃ সা শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রীয়ভক্ত্যধিকারিণো বিশেষণত্বে প্রবেশনীয়া, কিন্তু প্রশংসায়ামেব। তাদৃশ্যাপি শ্রদ্ধয়া

ভক্তেঃ সত্ত্বহেতুত্বং, ন তু দেবতান্তরযজনবৎ (গীঃ ১৬।২৩) "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" ইত্যাদাবেবোক্তম্ অন্যাদৃশত্ব-মিতি। অস্যাঃ শ্রদ্ধায়াঃ পূর্ণতাবস্থা তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"কিং সত্যমনৃতঞ্চেহ বিচারঃ সম্প্রবর্ত্ততে। বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জ্জনম্॥
সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাৎ তদা শ্রদ্ধা মহাফলা॥" ইতি॥

তদেবংলক্ষণেষু শ্রদ্ধোৎপত্তিলক্ষণেষু সৎসু বিধীয়তে, (ভাঃ ১১।২০।৮)—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাত-শ্রদ্ধস্তু যঃ" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।২০।৯)—"মৎকথাশ্রবণাদৌ বা" ইত্যাদি চ। অত এবমনধিকার্য্যধিকারি-বিষয়ত্ববিবক্ষয়ৈব শ্রীভগবন্নারদয়োর্বাক্যে ব্যবতিষ্ঠেতে। (গীঃ ৩।২৬)—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" ইতি।

(ভাঃ ১।৫।১৫)—

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরঃ স্থিতো, ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥" ইতি চ।

এবমজিতবাক্যঞ্চ তদধিকারিবিষয়মেব (ভাঃ ৬।৯।৪৭)—

"স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ"॥ ইতি॥

অত্র যদ্যপ্যধিকারিতায়াং শ্রদ্ধৈব হেতুঃ সা চাজ্ঞস্য ন সম্ভবতীতি নৈতৎ তদ্বিষয়ং স্যাৎ, তথাপি কথমপি প্রাচীনসংস্কারবিতর্কেণ তদধিকারিত্বনির্ণয়ান্ ন দোষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথোপদেষ্টুরেব দোষঃ স্যাৎ। "অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ" ইতি বক্ষ্যমাণাপরাধশ্রবণাৎ।

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। তদেবং যোগত্রয়ং তদধিকারহেতুংশ্চোক্ত্বা কর্ম্মণোঽপি যথা ভগবৎসাম্মুখ্যরূপত্বং স্যাৎ তথাহ। (ভাঃ ১১।২০।১০-১১)—

**স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥
অস্মিল্লোঁকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া॥ ১৭৪॥**

টীকা চ—"অনাশীঃকামোঽফলকামঃ। অন্যন্নিষিদ্ধং, নরকযানং হি দ্বিধৈব ভবতি, বিহিতাতিক্রমাদ্বা নিষিদ্ধাচরণাদ্বা। অতঃ স্বধর্ম্মস্থত্বান্নিষিদ্ধবর্জ্জনাচ্চ নরকং ন যাতি অফলকামত্বাৎ ন স্বর্গমপীত্যর্থঃ। কিন্তু অস্মিল্লোঁকে অস্মিন্নেব দেহে। অনঘো নিষিদ্ধপরিত্যাগী। অতঃ শুচির্নিবৃত্তরাগাদিমলঃ। যদৃচ্ছয়েতি—কেবলজ্ঞানাদপি ভক্তের্দুর্ল্লভতাং দ্যোতয়তী"ত্যেষা। অত্র অফলকামত্বং কেবলেশ্বরাজ্ঞাবুদ্ধ্যা কুর্ব্বাণত্বম্। অত্র জ্ঞানিসঙ্গে সতি তন্মাত্রত্বমেব ভগবদর্পণং ভবেৎ। ভক্তসঙ্গে তু তৎসন্তোষময়ত্বম্। অতো যদৃচ্ছয়েতি পূর্ব্ববৎ ভক্তসঙ্গতৎকৃপালক্ষণং ভাগ্যং বোধিতম্। (ভাঃ ২।৩।১১) যদুক্তম্ "এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়-সোদয়ঃ" ইত্যাদি। তদেবং কর্ম্মার্পণকেবলজ্ঞানকেবলভক্ত্যোঽধিকারিভেদেন ব্যবস্থাপিতাঃ। ততঃ স্বাধি-কারানুসারেণৈব স্থাতব্যমিত্যাহ (ভাঃ ১১।২০।২)—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি॥ ১৭৫॥

স্পষ্টম্। (১১।২০।) শ্রীভগবান্॥ ১৭৩-১৭৫॥

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শুদ্ধ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ব্যবস্থা উক্ত হইল, পরন্তু সর্ব্বত্রই নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং এইরূপ সাধর্ম্ম্যস্থলে অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্রণক্ষেত্রে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় উক্ত উভয়দশায় কর্ম্মাধিকার নিষিদ্ধ হইতেছে। যথা—

যাবৎকাল কর্ম্মবিষয়ে বৈরাগ্য অথবা মদীয় কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল কর্ম্মসমূহের আচরণ করিবেন॥ ১৭৩॥

টীকা—"কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ॥"

অতএব—"শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র আমারই আজ্ঞাস্বরূপ; যে ব্যক্তি তাহার লঙ্ঘন করে, সেই আজ্ঞাচ্ছেদক পুরুষ আমার বিদ্বেষীই হইয়া থাকে; তাদৃশ পুরুষ আমার ভক্তরূপে পরিচিত হইলেও বৈষ্ণব নহে" এই বচনোক্ত দোষও এস্থলে সম্ভবপর হয় না, যেহেতু আজ্ঞাপালনই হইয়াছে; পরন্তু নির্ব্বেদ এবং শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলেও যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলেই বস্তুতঃ আজ্ঞা-লঙ্ঘন হইয়া থাকে। এবিষয়ে—"ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াই আমার আদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনি পরমসাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন"—এই শ্লোকের টীকায়—"ভক্তির দৃঢ়ত্বনিবন্ধন অধিকারনিবৃত্তিহেতু (স্বধর্ম্মসমূহ) পরিত্যাগ করিয়া"—এইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। নিবৃত্তাধিকারত্ববিষয়ে শ্রীকরভাজনকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"যিনি কর্ত্ত (করণীয় কর্ম্ম) পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণীয় শ্রীহরির শরণাপন্ন হন, তিনি পুনরায় দেবতা, ঋষি, ভূত, মনুষ্য ও পিতৃলোকের কিঙ্কর এবং ঋণী হন না।" তিনি তাঁহাদের কিঙ্কর হন না, পরন্তু শ্রীভগবানেরই কিঙ্কর হইয়া থাকেন, অতএব ঐ সমস্ত বিষয়ে তাঁহার অনধিকার। 'কর্ত্ত' শব্দের অর্থ কৃত্য। 'কর্ত্ত' শব্দ ভেদবাচক হইলে এস্থলে দেবতাদিগের ভেদ বা স্বাতন্ত্র্যরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য। গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"মানব যে পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনপরায়ণ না হয়, ততকালই এই দেবতা, মুনি, ব্রহ্মা ও বৃহস্পতি আমার বন্দনীয়—এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।" বিরুদ্ধকর্ম্মের আচরণে তাহার প্রায়শ্চিত্তার্থ অন্য কোন কৃত্যও কর্ত্তব্য হয় না। যেহেতু—ভগবদাশ্রিত পুরুষের পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তিই হয় না, যদিই বা দৈবাৎ কোনরূপে কোন বিরুদ্ধকর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ভগবানের অনুক্ষণ স্মরণেই আনুষঙ্গিকভাবে প্রায়শ্চিত্তও সিদ্ধ হইয়া থাকে;—ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিতেছেন—"স্বীয়পাদমূলভজনরত ত্যক্তান্যভাব প্রিয়ভক্তের সম্বন্ধে যদি কথঞ্চিৎ বিরুদ্ধ কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদীয় হৃদয়স্থিত শ্রীহরিই সে সমস্ত দূরীভূত করিয়া থাকেন।"

'ত্যক্তান্যভাব' অর্থাৎ যিনি অন্যদেবতায় ভগবানের ন্যায় ভক্তিবিশিষ্ট নহেন। এস্থলে শরণাপত্তি কর্ম্মত্যাগের হেতুরূপে বর্ণিত হওয়ায় শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি এই উভয়ের একার্থত্ব লব্ধ হইতেছে। অন্য যুক্তিদ্বারাও এরূপ বোধ হয়, যেহেতু শ্রদ্ধার অর্থ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যবিষয়ে বিশ্বাস। শাস্ত্রও অশরণাগত পুরুষের ভয় এবং শরণাগত পুরুষের অভয় বলিয়া থাকেন। অতএব ভগবৎ-শরণাগতিই উৎপন্নশ্রদ্ধার চিহ্নস্বরূপ হয়। দেবতাগণের তৃপ্তিসম্পাদনমাত্র উদ্দেশ্যেও তাঁহাদের পৃথক্ পূজা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু—"যেপ্রকার বৃক্ষের মূলসেচনদ্বারা শাখাপল্লবাদি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হয়" ইত্যাদিবাক্যে ইতরদেবতাপূজার পৌনরুক্ত্য অর্থাৎ ব্যর্থত্বই জ্ঞাপিত হইতেছে। কর্ম্মত্যাগী পুরুষের ভক্তি মধ্যে বিঘ্নদ্বারা স্থগিত হইলেও কর্ম্মত্যাগহেতু অনুতাপ যুক্ত নহে। যেহেতু শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"যদি কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীহরিপাদপদ্মভজন আরম্ভ করিয়া অপক্বদশায়ই ভ্রষ্ট বা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি তাঁহার স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগহেতু অমঙ্গল অর্থাৎ নীচজন্ম হয় না। পক্ষান্তরে, শ্রীহরিপাদপদ্মভজন ব্যতীত কেবল স্বধর্ম্মপালনদ্বারাও কোন ব্যক্তির প্রয়োজন লাভ হয় না।" "হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, অতএব কোনরূপ শোচনা করিও না",—এই

গীতা বাক্যের "দেবতা, ঋষি, ভূত, মনুষ্য প্রভৃতির কিঙ্কর নহেন" ইত্যাদি ভাগবতীয় দুইটী বচনের সহিত তুল্যার্থ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব ভক্তির প্রারম্ভেই স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত। শ্লোকে "পরিত্যজ্য" (পরিত্যাগপূর্ব্বক) এই পদের 'পরি' শব্দের ইহাই অর্থ জ্ঞাতব্য। গৌতমীয়তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে—"যাঁহারা সতত অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্মযুগল ধ্যান করেন, তাঁহাদের জপ, অর্চ্চন, ধ্যান এবং কোনরূপ বিধিনিয়ম বর্ত্তমান নাই।" ভগবদ্গীতায়—"হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণাম কর"—ইত্যাদিবচনেও অনন্যভক্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণেও রাজা ভরতের সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে মৈত্রেয়! সেই রাজা কেবলমাত্র হে যজ্ঞেশ, হে অচ্যুত, হে গোবিন্দ, হে মাধব, হে অনন্ত, হে কেশব, হে কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, হে হৃষীকেশ—এইরূপে নাম উচ্চারণ করিতেন। পরন্তু স্বপ্নেও অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করিতেন না।" এস্থলে তাঁহার অন্য বচনোচ্চারণের পর্য্যন্ত অবকাশাভাবহেতু অন্যবচনময় কর্ম্মান্তরের পরিত্যাগই সুতরাং অঙ্গীকৃত হইয়াছে। যদিও বা অন্য কর্ম্ম দৈবাৎ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাও নামের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে—এই জ্ঞানহেতু সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শনবশতঃ শুদ্ধভক্তিই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। পদ্মপুরাণেও এরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"সর্ব্বধর্ম্মরহিত, কেবলমাত্র বিষ্ণুনামোচ্চারণশীল পুরুষ অনায়াসে যে গতি লাভ করেন, অন্য সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ তাহা লাভ করিতে পারেন না।"

অতএব মতান্তরদ্বারাও শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের অনন্যভক্তিবিষয়ক অধিকার এবং কর্ম্মাদিবিষয়ক অনধিকার সমর্থিত হইয়াছে। পরন্তু শ্রদ্ধার অস্তিত্ব কিরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাই সম্প্রতি বিচার্য্য হইতেছে। এবিষয়ে পূর্ব্বে শরণাগতিই লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। শরণাগতিবিষয়ে বক্ষ্যমাণ "আনুকূল্যবিষয়ের সঙ্কল্প" ইত্যাদি চিহ্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্যবহারবিষয়ে কার্পণ্যাদির অভাবও শ্রদ্ধার লক্ষণ জানিতে হইবে। শাস্ত্রও সেইরূপেই শ্রদ্ধার উপপাদন করেন, যথা—"যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন, আমি সেই নিত্যাভিযুক্ত ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকি।" বিশেষতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ শাস্ত্রে ভগবৎসম্বন্ধী দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াসমূহের ঐহিক বা হারিক প্রভাবশ্রবণেও তাহাতে অবিশ্বাসযুক্ত হন না, অতএব তাঁহার তদ্বিষয়ে প্রাকৃতদ্রব্যাদির তুল্যজ্ঞানে দোষবিশেষানুসন্ধানমূলে কখনও অপ্রবৃত্তি হয় না। উক্ত বস্তুসমূহের বাস্তবিকই তাদৃশ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, যথা—"শ্রীহরির শুভ পাদোদকে অকালমৃত্যুনিবারণ, সর্ব্বব্যাধিবিনাশন এবং সর্ব্বদুঃখপ্রশমন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

কেহ কেহ তাহাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াও নিজের অপরাধদোষে সম্প্রতি ফলাভাবদর্শনে বিরতই হইয়া থাকেন। "যিনি পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করেন, তিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুদ্ধ হইয়া থাকেন" ইত্যাদিবাক্যে শ্রদ্ধাশীল হইয়াও ভক্তগণ পুনরায় যে স্নানাদির আচরণ করেন, তাহা কেবলমাত্র শ্রীনারদ, ব্যাস প্রভৃতি সজ্জনগণের প্রবর্ত্তিত আচারের গৌরব-রক্ষার জন্যই জানিতে হইবে। অন্যথা তল্লঙ্ঘনেও অপরাধ হয়। যেহেতু লোকের কদাচার প্রভৃতির নিবারণার্থই তাঁহারা ঐসকল নিয়ম-বিধান করিয়াছেন। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়দশায়ই স্বর্ণসিদ্ধিলাভার্থীর ন্যায় তদ্বিষয়ের অনুবৃত্তিচেষ্টাই হইয়া থাকে। সিদ্ধিশব্দে এস্থলে অন্তঃকরণস্থিতকামাদিদোষনাশক পরমানন্দপরাকাষ্ঠা-স্বরূপ শ্রীহরিবিষয়ক ভবিষ্যৎস্ফূর্ত্তি জানিতে হইবে। উক্ত স্বার্থসাধনের অনুক্ষণচেষ্টায় দম্ভপ্রতিষ্ঠাদিযুক্ত চেষ্টালেশও হয় না। সুতরাং জ্ঞানতঃ মহাজনাবজ্ঞাদিরূপ অপরাধও উপস্থিত হয় না। কারণ এই উভয়বিষয়ে বিরোধই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব শ্রীমহাদেবের প্রতি চিত্রকেতুর যে অপরাধ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মহাদেব কৌশলে আত্মগোপন করায় তাঁহার ভাগবতচরিত্রবিষয়ে চিত্রকেতুর অজ্ঞানই কারণরূপে জানিতে হইবে।

যদিও বা শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষেরও প্রারব্ধকর্ম্মাদিবশতঃ বিষয়সম্বন্ধের অভ্যাস হয়, তথাপি বিষয়সম্বন্ধকালেও তাহাকে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক দৈন্যরূপা ভক্তিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। "উক্ত কামসমূহের উপভোগ করেন, অথচ পরিণাম-

দুঃখজনকত্বহেতু তাহাদের নিন্দাও করেন' এবং 'আমার ভক্ত যদি বাধিতও হন' ইত্যাদিস্থলে ইহাই উক্ত হইয়াছে। 'যদি সুদুরাচার পুরুষও' ইত্যাদিবচনোক্ত পুরুষের অনন্যভাগিত্বরূপ লক্ষণদ্বারা যে শ্রদ্ধা লক্ষিত হয় তাহা 'যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজন করেন' ইত্যাদিশ্লোকোক্ত শ্রদ্ধার ন্যায় কেবলমাত্র লোকাচারপরম্পরা-প্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। বস্তুতঃ তাহা শাস্ত্রার্থের তাৎপর্য্যজ্ঞান হইতে উৎপন্ন নহে। কারণ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে সুদুরাচারতা সম্ভবপর হয় না। যেহেতু তাহা হইলে বিষ্ণুতোষণশাস্ত্রোক্ত "পরপত্নী পরদ্রব্য" ইত্যাদি বাক্যের সহিত এবং "যে ব্যক্তি তৎকৃত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে" ইত্যাদি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচনানুসারে ভগবদ্ভক্তত্বের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

উক্ত দুরাচারতা তাঁহার ভক্তিমাহাত্ম্যবিষয়িণী শ্রদ্ধাদ্বারাই উৎপাদিত হয়, ইহাও বলা যায় না। যেহেতু উক্ত শ্লোকে—'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ' এই বাক্যস্থিত 'অপি' শব্দ দ্বারা দুরাচারতার হেয়ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহা হইলে—'তাদৃশ পুরুষ সত্বরই ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন' এই পরবর্ত্তী বচন সঙ্গত হয় না এবং 'নামবলে যাহার পাপবুদ্ধি হয়' ইত্যাদি বচনানুসারে অপরাধ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব উক্ত শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয়-ভক্তিবিষয়ে অধিকারিপুরুষের বিশেষণরূপে গ্রাহ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ শ্রদ্ধাদ্বারাও ভক্তি সত্বগুণের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু 'যিনি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি লাভ করিতে পারেন না' ইত্যাদি বাক্যোক্ত দেবতান্তরপূজার ন্যায় নিরর্থক হয় না—এইরূপ প্রশংসার্থই শ্রদ্ধা শব্দের গ্রহণ জানিতে হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই শ্রদ্ধার পূর্ণত্বাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, যথা—'হে রাজন্! তৎকালে ইহলোকে কোন্ বস্তু সত্য এবং কোন্ বস্তু মিথ্যা—এই বিচার উপস্থিত হয়, বিচারানন্তর অসত্যের পরিবর্জ্জন সিদ্ধ হইলে মহাফলদায়িনী শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে।' অতএব শ্রদ্ধার উৎপত্তি লক্ষণসমূহ উপরিউক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকায় সম্প্রতি 'যে ব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে মদীয় কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত হয়' ইত্যাদি এবং 'অথবা যে পর্য্যন্ত আমার কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়' ইত্যাদি বিধান হইতেছে। সুতরাং এইরূপে অধিকারী ও অনধিকারীর বিষয় বর্ণনের জন্যই শ্রীভগবান্ ও শ্রীনারদের এইরূপ বাক্য ব্যবস্থিত রহিয়াছে। যথা শ্রীভগবানের উক্তি—'বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞগণের বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবেন না। পরন্তু স্বয়ং কর্ম্মযোগী হইয়া কর্ম্মসমূহের আচরণপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করাইবেন।'

শ্রীনারদের উক্তি, যথা—'অতএব হে ব্যাসদেব! আপনি শ্রীহরির কীর্ত্তিবাহুল্য বর্ণন ব্যতীত মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর এবং প্রত্যুত বিরুদ্ধই হইয়াছে। স্বভাবতঃ কাম্য-কর্ম্মাদিতেই মানবগণের অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, এ অবস্থায় আপনি তাদৃশ পুরুষের জন্য পুনরায় নিন্দনীয় কাম্য-কর্ম্মাদি ধর্ম্মরূপে অনুশাসন করায় তাহা আপনার অতিশয় অন্যায় হইয়াছে; যেহেতু তাহারা আপনার বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া কাম্য কর্ম্মাদিকেই মুখ্যধর্ম্মরূপে স্থির করিবে, পরন্তু 'অতঃপর তত্ত্বজ্ঞগণ অথবা আপনি স্বয়ংও তাহাদিগকে তদ্-বিষয়ে নিষেধ করিলে তাহারা উক্ত নিষেধবচন গ্রাহ্য করিবে না।' এইরূপ অজিতের বাক্যও তদ্বিষয়ক অধিকারি-পুরুষের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, যথা—'যিনি স্বয়ং নিঃশ্রেয়স (পরম মঙ্গল) অবগত আছেন, তিনি কখনও অজ্ঞজনকে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ করেন না। রোগী অভিলাষ করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহাকে অপথ্য প্রদান করেন কি?'

এ স্থলে যদিও অধিকারবিষয়ে শ্রদ্ধাই হেতুস্বরূপ এবং সেই শ্রদ্ধা অজ্ঞজনের অসম্ভব বলিয়া অজ্ঞের অধিকার নাই, তথাপি কোনরূপ প্রাচীন সংস্কার বিচারদ্বারা তাহার অধিকার নির্ণয় পূর্ব্বক উপদেশ প্রদানে কোন দোষ নাই। অন্যথা শ্রদ্ধাহীনের প্রতি উপদেশ প্রদানে উপদেশকেরই যে দোষ হয়, তাহা অতঃপর—'শ্রদ্ধাহীন বিমুখ শ্রবণেচ্ছারহিত পুরুষের প্রতি উপদেশও নামাপরাধরূপে গণ্য হয়' এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। অনন্তর প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। এইরূপে যোগত্রয় (কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি) এবং তদ্বিষয়ক অধিকারে হেতু বর্ণনপূর্ব্বক সম্প্রতি কর্ম্মও কিরূপে ভগবৎসাম্মুখ্যরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! যিনি স্বধর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়া অনাশীঃকাম হইয়া

যজ্ঞাদি যজন করেন, তিনি যদি অন্য আচরণ না করেন, তাহা হইলে স্বর্গ বা নরক-প্রাপ্ত হন না। পরন্তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠাতা অনঘ শুচিপুরুষ ইহলোকেই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ অথবা ভাগ্যবশতঃ মদীয় ভক্তিযোগ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭৪॥

টীকা 'অনাশীঃকাম' অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। 'অন্য' অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

বিহিতের অনাচরণ এবং নিষিদ্ধের আচরণ—এই দুই প্রকারে নরকগমন হয়। অতএব স্বধর্ম্মে স্থিতি এবং নিষিদ্ধ-বর্জ্জন-হেতু তাঁহার নরকগমন হয় না, পক্ষান্তরে ফলকামনাশূন্যত্বহেতু স্বর্গও হয় না। 'ইহলোকে' অর্থাৎ এই দেহে। 'অনঘ' অর্থাৎ নিষিদ্ধপরিত্যাগী। অতএব 'শুচি' অর্থাৎ রাগমালিন্যাদিরহিত। 'যদৃচ্ছা'-শব্দদ্বারা কেবলজ্ঞান হইতেও ভক্তির দুর্লভত্ব প্রকাশিত হইল (এই পর্য্যন্ত টীকাবাক্য)।

এস্থলে অফলকামত্ব এই বাক্যের অর্থ কেবলমাত্র ঈশ্বরের আদেশজ্ঞানেই কর্ম্মানুষ্ঠানকারিত্ব। জ্ঞানিসঙ্গ হইলে এস্থলে তাবন্মাত্রই ভগবদর্পণ হয়, পরন্তু ভক্তসঙ্গ হইলে ভগবানের সন্তোষময়ত্ব হইয়া থাকে। অতএব 'যদৃচ্ছা'-শব্দে ভক্তসঙ্গ এবং তদীয় কৃপারূপ সৌভাগ্য উক্ত হইয়াছে।

এবিষয়ে—"ইহলোকে যাঁহারা ইন্দ্রাদিদেবতার উপাসনা করেন, তাঁহাদের ইহাই পরমপুরুষার্থলাভ" ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্তক্রমে অধিকারিভেদে কর্ম্মার্পণে কেবল জ্ঞান ও কেবল ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। অতএব নিজ নিজ অধিকারানুসারেই সকলের অবস্থান কর্ত্তব্য। এই হেতু বলিয়াছেন যে—"নিজ নিজ অধিকার-বিষয়ে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণনামে কীর্ত্তিত হয়।" ইহার অর্থ স্পষ্ট॥ শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১৭৩—১৭৫॥

তত্র সাম্মুখ্যদ্বারভূতস্য কর্ম্মণঃ সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যরূপজ্ঞান-ভক্ত্যুদয়পর্য্যান্তত্বাৎ স্বয়মেব তাভ্যাং ন্যক্কারঃ। তত্র সাক্ষাৎ সাম্মুখ্যে চ নির্ব্বিশেষসাম্মুখ্যং জ্ঞানম্। সবিশেষস্যাপি তত্ত্বস্য ভগবত্ত্বং পরমাত্মত্বঞ্চেতি মুখ্যমাবির্ভাবদ্বয়মিতি সবিশেষসাম্মুখ্যরূপায়া ভক্তেস্তু মুখ্যং ভেদদ্বয়ং ভগবন্নিষ্ঠত্বং পরমাত্মনিষ্ঠত্বঞ্চেতি। তদেতত্ত্রয়ং শ্রীগীতাসূক্তম্। তত্র (গীঃ ৮।৩) "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" ইত্যক্ষরশব্দেন পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্ম। তৎসাম্মুখ্যরূপং জ্ঞানাত্মকমুপাসনঞ্চোত্তরোক্তং, যথা (গীঃ ৮।১১) "যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি" ইত্যাদি, তথা পরমাত্মানমপি (গীঃ ৮।৪)—"পুরুষশ্চাধিদৈবতম্" ইতি, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর" ইতি চ, বিরাড়্ব্যষ্টি-রূপাধিষ্ঠানদ্বয়ভেদেন ভিন্নপ্রায়মুক্ত্বা ভক্তিরীতিদ্বয়ী তয়োরেকপ্রায়া দর্শিতা। তত্র (গীঃ ৮।৮) "অভ্যাস-যোগযুক্তেন" ইত্যাদিনৈকা; (গীঃ ৮।৯) "কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্" ইত্যাদিনান্যা। তথা মচ্ছব্দোক্ত-শ্রীকৃষ্ণাখ্যভগবদ্ভক্তিপ্রকারশ্চায়ম্ (গীঃ ৮।১৪)—

"অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥" ইতি॥

তদেতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং শ্রীকপিলদেবেনাপ্যুক্তম্ (ভাঃ ৩।৩২।২৬)—

"জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্। দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥" ইতি॥

দৃশির্জ্ঞানম্। পৃথক্ পরস্পরমন্যাদৃশো ভাবো ভাবনা যেষু তথাবিধৈর্জ্ঞানাদিভিরেক এব পরিপূর্ণ-স্বরূপগুণঃ পরব্রহ্মেয়তে পরমাত্মেয়তে ভগবাংশ্চেয়তে। তত্র জ্ঞানেন পরব্রহ্মতয়া জ্ঞায়তে ভক্তিবিশেষেণ পরমাত্মতয়া পূর্ণয়া ভক্ত্যা ভগবত্তয়েতি জ্ঞেয়ম্। পরব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং জ্ঞানমাত্রমিতি, পরমাত্মন ঈশ্বর পুমানিতি, ভগবতো ভগবানিত্যেব। বিবৃতঞ্চৈতৎ সাম্মুখ্যত্রয়ং ভগবৎপরমাত্মসন্দর্ভয়োঃ—ব্রহ্মণঃ (ভাঃ ১০।১৪।৬) "অথাপি ভূমন্" ইত্যাদিনা। পরমাত্মনঃ (ভাঃ ২।২।৮) "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্" ইত্যাদিনা; ভগবতো (ভাঃ ১।৭।৪) "ভক্তিযোগেন মনসি" ইত্যাদিনা চ। তথা চ যদ্যপি সাম্মুখ্যত্বেনাবিশিষ্টং জ্ঞানাদিত্রয়মপি তদ্বৈমুখ্যপ্রতিযোগি ভবেৎ, তথাপি (ভাঃ ১০।১৪।৪) "শ্রেয়ঃ

স্তুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষাম্” ইত্যাদৌ ভক্তিং বিনা কেবলং জ্ঞানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। অত্রাপি চ (ভাঃ ১১।২০।৩১) “তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য” ইত্যাদৌ ভক্তেস্তন্নিরপেক্ষত্বাৎ (ভাঃ ১১।২০।৩২) “যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা” ইত্যাদৌ আনুষঙ্গিকসর্ব্বফলত্বাচ্চ জ্ঞানমপিন্যক্কৃতম্। ততোঽহবশিষ্টয়াং সবিশেষোপাসনারূপায়াং ভক্তৌ চ শ্রীবিষ্ণুরূপমবহুমন্যমানাঃ কেচিন্নিরাকারেশ্বরস্যান্যাকারেশ্বরস্য চোপাসনাং যাং মন্যন্তে সাপি ন্যক্কৃতাস্তি।

যতো হিরণ্যকশিপোরপি (ভাঃ ৭।২।২২) “নিত্যআত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ” ইত্যাদিতদ্বাক্যেন (ভাঃ ৭।২।৩৮) “যদৃচ্ছয়েশঃ সৃজতীদমব্যয়ঃ” ইত্যাদি তদুদাহৃতেতিহাসবাক্যেন তেন কৃতব্রহ্মস্তবেন চ ব্রহ্মজ্ঞানং নিরাকারেশ্বরজ্ঞানমন্যাকারেশ্বরজ্ঞানঞ্চ তস্যাস্তীতি বর্ণ্যতে। শ্রীবিষ্ণৌ দেবতাসামান্যদৃষ্টৈর্নিন্দ্যতে চ স ইতি। তথান্যত্রাহংগ্রহোপাসনা চ ন্যক্কৃতা, পৌণ্ড্রকবাসুদেবাদৌ যদুভিরিব শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্বাৎ। “সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য” ইত্যাদিষু তৎফলস্য হেয়তয়া নির্দ্দেশাৎ, তদুক্তং শ্রীহনুমতা—“কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি” ইতি। তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য নিষ্কিঞ্চনাং ভক্তিমেব তাদৃশভক্তপ্রশংসাদ্বারেণ সর্ব্বোর্দ্ধমুপদিশতি (ভাঃ১১।২০।৩৪)—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ১৭৬॥

টীকা চ—“ধীরা ধীমন্তঃ। যতো মমৈকান্তিনো ময্যেব প্রীতিযুক্তাঃ। অতো ময়া দত্তমপি ন গৃহ্ণন্তি কিং পুনর্বক্তব্যং ন বাঞ্ছন্তীত্যর্থঃ। অপুনর্ভবমাত্যন্তিকমপি কৈবল্যম্” ইত্যেষা। ঈদৃশানামেকান্তিনামেব পরমমহিমা গারুড়ে—

“ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে। বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥” ইতি॥

যস্মাদেবং সর্ব্বানন্দাতিক্রমলিঙ্গেন পরমানন্দস্বরূপাসৌ ভক্তিস্তস্মাৎ তত্র স্বভাবত এব প্রবৃত্তির্গুণস্তথাভূতামপি তন্মাধুরীং স্বদোষেনানুভবিতুমসমর্থানাং তু কেবলবিধিনিষেধসম্ভবগুণ-দোষদৃষ্ট্যৈব প্রবৃত্তিরপি পূর্ব্বাপেক্ষয়া দোষ এব। যথোক্তমেতৎপূর্ব্বাধ্যায়ে (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) “শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ”ইত্যাদৌ সাক্ষাদ্ভক্তেরপি বিধানাবিধানয়োর্গুণদোষতাং (ভাঃ ১১।১৯।৪৫)—“কিং বর্ণিতেন বহুনা” ইত্যন্তেন গ্রন্থেন প্রতিপাদ্য “গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ” ইতি লব্ধতন্মাধুর্য্যানুভবানাং তদ্বিধিনিষেধকৃতগুণদোষৌ ন স্ত এবেত্যাহ (ভাঃ ১১।২০।৩৬)—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ॥ ১৭৭॥

টীকাচ—“গুণদোষৈর্বিহিত-প্রতিষিদ্ধৈরুদ্ভবো যেষাং তে গুণাঃ পুণ্যপাপাদয়ঃ” ইত্যেষা। (১১।২০।) শ্রীভগবান্॥ ১৭৬—১৭৭॥

এস্থলে ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বারস্বরূপ কর্ম্ম, সাক্ষাৎসাম্মুখ্যরূপ জ্ঞান ও ভক্তির উদয়কাল পর্য্যন্ত মাত্রই অবস্থানহেতু স্বয়ং তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সাক্ষাৎসাম্মুখ্যের মধ্যে নির্ব্বিশেষ-তত্ত্বের সাম্মুখ্য জ্ঞান-নামে অভিহিত হয়। সবিশেষতত্ত্বও ভগবান্ এবং পরমাত্মা—এই দুই আবির্ভাবদ্বয়যুক্ত বলিয়া সবিশেষসাম্মুখ্যরূপা ভক্তিরও ভগবন্নিষ্ঠতা এবং পরমাত্মনিষ্ঠতারূপ ভেদদ্বয় বর্ত্তমান। এই ত্রিবিধভাব শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে “অক্ষরই পরমব্রহ্ম” ইত্যাদি-

বচনস্থিত 'অক্ষর' শব্দে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম এবং 'বেদবিদ্‌গণ যাহাকে অক্ষর বলিয়া অবগত হন' ইত্যাদিবচনে তদীয় সাম্মুখ্যরূপা জ্ঞানাত্মিকা উপাসনা উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ —'পুরুষই অধিদৈবত' এইবাক্যে এবং 'হে দেহিশ্রেষ্ঠ ! আমিই এইদেহে অধিযজ্ঞস্বরূপ' এইবাক্যে বিরাট্ এবং ব্যষ্টিরূপ অধিষ্ঠানদ্বয়ভেদে পরমাত্মাকে ভিন্নপ্রায় বর্ণন করিয়া উক্ত গীতাশাস্ত্রেই 'অভ্যাসযোগযুক্তেন' ইত্যাদি এবং 'কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্' ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়ে উভয়ের ভক্তিরীতিদ্বয় প্রায়শঃ একরূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ 'অস্মৎ' শব্দোক্ত শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞক ভগবানের ভক্তিরীতি, যথা—'হে পার্থ! যে অনন্যচিত্ত পুরুষ সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত যোগীপুরুষের সুলভ হইয়া থাকি'। শ্রীকপিলদেব কর্ত্তৃকও—'অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সম্বিদ্বিগ্রহ ভগবান্ দৃশ্য, দ্রষ্টা ও করণভেদে পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবদ্ (পুরুষ) রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন' এইবাক্যে উক্ত সাম্মুখ্যত্রয় উক্ত হইয়াছে। 'দৃশি' অর্থাৎ জ্ঞান। 'পৃথগ্' অর্থাৎ পরস্পর বিসদৃশ 'ভাব' অর্থাৎ ভাবনা, যাহাতে তাদৃশ 'দৃশি প্রভৃতি' অর্থাৎ জ্ঞানাদি হেতু এক পরিপূর্ণস্বরূপগুণবিশিষ্ট পুরুষই পরব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হন, পরমাত্মরূপে প্রতীয়মান হন এবং ভগবদ্রূপে প্রতীয়মান হন। তন্মধ্যে জ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্মরূপে, ভক্তিদ্বারা পরমাত্মরূপে এবং পূর্ণভক্তিদ্বারা ভগবদ্রূপে প্রতীতি জানিতে হইবে।

'জ্ঞানমাত্র' এই পদ পরব্রহ্মের, 'ঈশ্বর' এবং 'পুমান্'—এই পদদ্বয় পরমাত্মার এবং 'ভগবান্' এই পদটীই ভগবানের স্বরূপলক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। ভগবৎসন্দর্ভ এবং পরমাত্মসন্দর্ভে এই সাম্মুখ্যত্রয় বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে—'অথাপি ভূমন্' এই শ্লোকে ব্রহ্মসাম্মুখ্য 'কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে' ইত্যাদিশ্লোকে পরমাত্মসাম্মুখ্য এবং 'ভক্তিযোগেন মনসি' ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎসাম্মুখ্য বিবৃত হইয়াছে। যদিও জ্ঞানাদিত্রয়ই সাম্মুখ্যত্বরূপে অবিশিষ্ট এবং ভগবদ্বৈমুখ্য-বিরোধী, তথাপি—'হে বিভো! যাহারা শ্রেয়োমার্গস্বরূপা আপনার ভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলজ্ঞানলাভের জন্য পরিশ্রম করেন' ইত্যাদিশ্লোকে ভক্তিব্যতীত কেবলজ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্বপ্রতিপাদনহেতু এবং এস্থলেও—'অতএব মদ্‌ভক্তিযুক্ত পুরুষের' ইত্যাদিশ্লোকে ভক্তির জ্ঞান-নিরপেক্ষত্ববর্ণনহেতু এবং 'কর্ম্মসমূহদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়, তপস্যাদ্বারা যাহা সিদ্ধ হয়' ইত্যাদিশ্লোকে ভক্তির আনুষঙ্গিকরূপে সর্ব্বফলবর্ণনহেতু জ্ঞানও তিরস্কৃত হইয়াছে। অনন্তর অবশিষ্টা সবিশেষোপাসনারূপা ভক্তিতেও কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণরূপের অনাদরপূর্ব্বক নিরাকারেশ্বর এবং অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরের যে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহাও তিরস্কৃত হইয়াছে।

যেহেতু হিরণ্যকশিপুরও—'আত্মা মৃত্যুহীন, অব্যয়, শুদ্ধস্বরূপ' ইত্যাদিবাক্য এবং 'সেই অব্যয় ঈশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতেছেন' ইত্যাদি তদুদাহৃত ইতিহাস-বাক্য এবং তৎকৃত ব্রহ্মস্তবে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বর-জ্ঞান এবং অন্যাকৃতিবিশিষ্ট ঈশ্বরজ্ঞানের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুর প্রতি দেবতান্তরসামান্যদৃষ্টিহেতু তিনি নিন্দিতও হইয়াছেন। অন্যত্রও অহংগ্রহোপাসনা তিরস্কৃত হইয়াছে। যেহেতু যাদবগণ যেরূপ পৌণ্ড্রকবাসুদেব প্রভৃতিকে উপহাস করিয়াছেন সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণও এই অহংগ্রহোপাসকগণকে উপহাস করিয়া থাকেন। 'সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য' ইত্যাদিবচনে তাদৃশ উপাসনার ফল হেয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহনুমানও তাহাই বলিয়াছেন—'কোন্ মূঢ়পুরুষ দাসত্ব লাভ করিয়া প্রভুপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করে ?' এইরূপে যাবতীয় বিচারপূর্ব্বক সম্প্রতি নিষ্কিঞ্চন ভক্তের প্রশংসাদ্বারা নিষ্কিঞ্চনা ভক্তিরই সর্ব্বোত্তমত্ব উপদিষ্ট হইতেছে।

যথা—আমার একান্তী সাধু ধীর ভক্তগণ মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত অপুনর্ভব কৈবল্যও প্রার্থনা করেন না ॥ ১৭৬ ॥

টীকা—'ধীর' অর্থাৎ ধীমান্। যেহেতু তাহারা 'আমার একান্তী' অর্থাৎ একমাত্র আমাতেই প্রীতিযুক্ত অতএব মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও কৈবল্য গ্রহণ করেন না, সুতরাং স্বয়ং প্রার্থনার কথা আর কি বলিব ?

'অপুনর্ভব কৈবল্য' অর্থাৎ আত্যন্তিক কৈবল্য (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

ঈদৃশ একান্তিগণের পরমমাহাত্ম্যই গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যথা—"সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠ; সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটিপুরুষ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।"

যেহেতু তাদৃশীভক্তি যাবতীয় আনন্দের অতিক্রমরূপ লক্ষণদ্বারা পরমানন্দস্বরূপা হইয়া থাকে, অতএব তাহাতে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিই গুণ বলিয়া জানিবে। পক্ষান্তরে যাহারা নিজদোষবশতঃ তাদৃশী ভক্তিমাধুরী অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র বিধিনিষেধজাত গুণদোষজ্ঞানেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের তাদৃশী প্রবৃত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা দোষরূপেই গণ্য হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে—"আমাতে বুদ্ধিবৃত্তির যে নিষ্ঠা, তাহাই শম-নামে অভিহিত হয়" ইত্যাদিবচন হইতে আরম্ভ করিয়া "বহুবর্ণনায় আবশ্যক কি ?" এই শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থে সাক্ষাদ্‌ভক্তিরও বিধান এবং অবিধানে যথাক্রমে গুণ এবং দোষ প্রতিপাদন পূর্ব্বক "গুণদোষদর্শনই দোষ এবং তদুভয়ের অদর্শনই গুণ" ইত্যাদি গ্রন্থানুসারে যাঁহারা ভক্তিমাধুরী অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের বিধিনিষেধজাত গুণদোষের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন, যথা—

আমার একান্ত ভক্ত সমচিত্ত সাধুগণের গুণদোষোদ্ভব গুণসমূহের সম্ভব হয় না॥ ১৭৭॥

টীকা—"গুণদোষোদ্ভব অর্থাৎ বিহিত এবং নিষিদ্ধ গুণ এবং দোষদ্বারা উদ্ভব যাহাদের, তাদৃশ পুণ্যপাপাদিরূপ গুণসমূহ॥" শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১৭৬-১৭৭॥

ইয়মকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব জীবানাং স্বাভাবত উচিতা। স্বাভবিক-তদাশ্রয়া হি জীবাঃ; "স কারণং করণাধিপাধিপঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অংশত্বেঽপি বহিরঙ্গত্ব-স্বীকারাৎ তদাশ্রয়ত্বং সূর্য্যমণ্ডলবহিরাতপপরমাণূনামিব। অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডে প্রণবব্যাখ্যানে—

"অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্। বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্॥
অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ইত্যাদি।

অন্তে চ—"ভগবচ্ছেষরূপোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ" ইতি। তথা,—"অবধারণবাচ্যেব উকারঃ কৈশ্চিদিষ্যতে। শ্রীশ্চ তৎপক্ষপাতিত্বাদকারেণৈব চোচ্যতে। ভাস্করস্য প্রভা যদ্বত্তস্য নিত্যানপায়িনী", ইত্যাদি। অতএব শ্রীবৈষ্ণবানাং প্রণব এব মহাবাক্যমিতি স্থিতম্। তথাষ্টাক্ষরব্যাখ্যানে—

"শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্ব্বং করোম্যহম্। দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্ব্বাসু কমলাপতেঃ॥
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ। এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥" ইতি॥

তদেতদাহুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।২০)—

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং, তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং, ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ॥ ১৭৮॥

স্বেন ত্বয়া কৃতেষু পুরেষু দেহেষু বর্ত্তমানং তব পুরুষং জনং তবৈবাংশরূপেণ ত্বদীয়স্বরূপেণ কৃতং নিত্যসিদ্ধং বদন্তি। তত্রাখিলশক্তিধৃতস্তব ইত্যুক্ত্যা তদখিলশক্তিগণান্তঃপাতিজীবাখ্যতটস্থশক্তিবিশিষ্টস্যৈব তবাংশো ন তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্টস্য কেবলস্বরূপস্যেত্যায়াতম্। ততো মূলমণ্ডলস্থানীয়-

ত্বদাশ্রয়করশ্মিপরমাণুস্থানীয়া জীবা ইতি ভাবঃ। অংশত্বে হেতুঃ, অবহিরন্তরসংবরণম্। বহিরন্তশ্চ যস্য সংবরণং নাস্তি কিন্তু তৈস্তৈরুপাধিভিঃ সংবরণমেবাস্তীত্যর্থঃ। অতঃ সংবরণ-হীনস্য তবায়মংশ এবেতি ভাবঃ। ইতি এতৎ প্রকারান্ত জীবস্য গতিং স্বভাবত এব ত্বদাশ্রয়কত্বদেকজীবনশ্চাসৌ জীব ইতি তত্ত্বং বিবিচ্য জ্ঞাত্বা কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ বিশ্বসিতাঃ শ্রদ্দধানা ভবত এবাঙ্‌ঘ্রিমুপাসতে। বিশ্বাসে হেতুঃ, নিগমাবপনং সকলবেদবীজোজ্জীবনৈকাশ্রয়ক্ষেত্রং শাস্ত্রযোনিমিত্যর্থঃ। অতো নিত্য-ত্বদাশ্রয়ৈকজীবনানামপি তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যেন যৎ সংসারদুঃখং ভবতি তদপি স্বয়মেব পলায়ত ইত্যাহুঃ, অভবমিতি। ন বিদ্যতে ভবঃ সংসারো যত্রেতি। অথবা ভজনীয়স্য নিত্যত্বেন ভক্তেরপ্যনশ্বরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি, অভবং জন্মরহিতম্ অঙ্‌ঘ্রিমিতি। তস্মাদকিঞ্চনাখ্যা ভক্তিরেব সর্ব্বোর্দ্ধমভিধেয়া ॥ (১০।৮৭।) শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১৭৮ ॥

এই অকিঞ্চনাখ্য-ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক উচিত ধর্ম্ম। "তিনিই নিখিলবিশ্বের কারণ এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণেরও অধিপতিস্বরূপ" এই শ্রুতি অনুসারে জীবগণ স্বভাবতঃ তাঁহারই আশ্রিতরূপে উক্ত হইয়া থাকে। সূর্য্য-মণ্ডলের বহিঃস্থিত কিরণকণরাশি যেরূপ সূর্য্যমণ্ডলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইয়া বহির্জ্জগতের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ জীব ভগবানের অংশস্বরূপ হইয়াও বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে স্বীকার করায় তদীয় ভগবৎসম্বন্ধ ব্যবহিত রহিয়াছে।

অতএব পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে প্রণবব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—"প্রণবে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'কার—এই বর্ণত্রয় বিদ্যমান, এই প্রণব ত্রিবেদাত্মক এবং ব্রহ্মপদরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'অ'কারে বিষ্ণু এবং 'উ'কারে লক্ষ্মী কথিত হইয়া থাকেন। 'ম'কার তাঁহাদের উভয়ের দাস পঞ্চবিংশতত্ত্ব অর্থাৎ জীবস্বরূপ" ইত্যাদি। অন্তেও উক্ত হইয়াছে—"'ম'কার নামক উক্ত পদার্থ ভগবানের শেষরূপ এবং তাহা সচেতন"। কেহ কেহ বলেন যে—লক্ষ্মীদেবী নিরন্তর বিষ্ণুপরায়ণা বলিয়া তিনিও বিষ্ণুবাচক 'অ'কার দ্বারাই উক্ত হইতেছেন। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে,—"সূর্য্যের প্রভার ন্যায় লক্ষ্মীদেবীও বিষ্ণুর অনপায়িনী নিত্যশক্তি।" সুতরাং এস্থলে 'উ'কার লক্ষ্মীবাচক নহে, পরন্তু কেবলমাত্র অবধারণবাচক হইয়া থাকে। অতএব প্রণবই বৈষ্ণবগণের মহাবাক্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে। অষ্টাক্ষরমন্ত্র-ব্যাখ্যায়ও উক্ত হইয়াছে,—"আমি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্ববিধ দাসত্ব আচরণ করিব—এই-রূপ ভাবনাপূর্ব্বক মানব স্বরূপসিদ্ধ মুখ্য বিষ্ণুদাস্য লাভ করিয়া থাকেন, এইরূপ মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া পুরুষ ভগবদ্দাস্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবেন। এই স্থাবর-জঙ্গম জগৎ তাঁহারই দাস এবং শ্রীমান্ নারায়ণই এই জগতের স্বামী, পালক এবং ঈশ্বর-স্বরূপ হইয়া থাকেন।"

অতএব উক্ত হইয়াছে,—"হে ভগবন্! আপনার স্বকৃতপুরসমূহে অন্তরে ও বহির্দ্দেশে সম্বরণশূন্য যে পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, বিবেকিগণ তাহাকে অখিলশক্তিধর আপনারই অংশকৃত বলিয়া থাকেন। জগতে কবিগণ এইরূপ জীবগতি অবগত হইয়া বিশ্বস্তভাবে ভবদীয় নিগমাবপন (সকল বৈদিকাশ্রয়) অভব অঙ্‌ঘ্রির উপাসনা করিয়া থাকেন" ॥ ১৭৮ ॥

"আপনার স্বকৃতপুরসমূহে" অর্থাৎ নিজকৃত দেহসমূহে আপনার যে 'পুরুষ' অর্থাৎ জন বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি আপনারই স্বরূপভূত অংশদ্বারা বিরচিত এবং নিত্যসিদ্ধস্বরূপ, ইহা বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন। উক্ত শ্লোকে 'অখিলশক্তিধর আপনার' এই উক্তিদ্বারা জীব সেই অখিলশক্তিসমূহের অন্তর্গত জীব-নাম্নী যে তটস্থশক্তি, তদ্বিশিষ্ট আপনারই অংশরূপে উক্ত হইয়াছে, পরন্তু স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট শুদ্ধস্বরূপের অংশরূপে উক্ত হয় নাই—ইহাই প্রতীত হইতেছে।

অতএব ভগবান্—মূল সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয় এবং তদাশ্রিত জীব—রশ্মিপরমাণুস্থানীয়—ইহাই ভাবার্থ। জীব যে ভগবানের অংশস্বরূপ—এবিষয়ে হেতু এই যে, তিনি অন্তরে ও বহির্দ্দেশে 'সম্বরণশূন্য' অর্থাৎ আবরণহীন, পরন্তু

কেবলমাত্র দেহাদি উপাধিদ্বারাই সম্বরণ-বিশিষ্ট। অতএব জীব—সম্বরণশূন্য আপনারই অংশ,—ইহাই তাৎপর্য্য।

আপনিই ঈদৃশ জীবের স্বভাবতঃ একমাত্র আশ্রয় এবং আপনার সত্তানিবন্ধনই তাহার সত্তা—এই তত্ত্ব অবগত হইয়া 'কবিগণ' অর্থাৎ পণ্ডিতগণ 'বিশ্বস্তভাবে' অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে আপনারই 'অঙ্ঘ্রি' অর্থাৎ শ্রীচরণের উপাসনা করেন।

বিশ্বাসের প্রতি হেতু বলিতেছেন—উক্ত চরণ 'নিগমাবপন' অর্থাৎ নিখিলবেদরূপ জীবসমূহের অঙ্কুরোদ্গমবিষয়ে একমাত্র আশ্রয়ক্ষেত্র অর্থাৎ শাস্ত্রযোনি। অতএব যাঁহারা নিরন্তর আপনাকেই আশ্রয় করিয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহাদের ভবদ্বৈমুখ্যজনিত সংসার-দুঃখ স্বয়ংই পলায়ন করিয়া থাকে; অতএব অঙ্ঘ্রির বিশেষণরূপে 'অভব' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে।

'অভব' অর্থাৎ যে চরণে (চরণোপাসনায়) 'ভব' অর্থাৎ সংসার বর্ত্তমান নাই। অথবা 'অভব' অর্থাৎ জন্ম-রহিত—এইরূপ অর্থদ্বারা ভজনীয় চরণের নিত্যত্ব-প্রতিপাদন হেতু ভজনেরও নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব অকিঞ্চনভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে অভিধেয় হইয়া থাকে॥ শ্রুতিগণের উক্তি॥ ১৭৮॥

অথ তস্যা এব প্রকারান্তরেণ স্থাপনায় প্রকরণান্তরং যাবত্তল্লক্ষণপ্রকরণম্। তদেবং পরমদুর্ল্লভস্বরূপং পরমদুর্ল্লভফলঞ্চাকিঞ্চনাখ্যসাক্ষাদ্ভক্তিরূপং সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি বক্তুং সাম্মুখ্যমাত্রস্য নিদানমুপলক্ষয়তি। (ভাঃ ১০।৫১।৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে,-জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১৭৯॥

যদা ভ্রমতঃ সংসরতো ভবাপবর্গো ভবেৎ সংপ্রাপ্তকালঃ স্যাৎ তদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ। অত্র চ যদা সৎসঙ্গমো ভবেৎ তদা ভবাপবর্গো ভবেদিতি বক্তব্যে বৈপরীত্যেন নির্দ্দেশস্তত্র সৎসঙ্গমস্যাবশ্যকহেতুত্ববিবক্ষয়া। তথোক্তং নলকূবরমণিগ্রীবৌ প্রতি শ্রীভগবতা। (ভাঃ ১০।১০।৪১)—"সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্। দর্শনান্নো ভবেদ্‌বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥" ইতি॥

অতএবাতিশয়োক্তিনামালঙ্কারস্য চতুর্থো ভেদোঽয়মিত্যালঙ্কারিকাঃ। তদুক্তং তদ্‌বিবৃতৌ—"চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকারিতাম্। যা হি কার্য্যস্য পূর্ব্বোক্তিঃ" ইতি। তত্র হেতুর্যর্হি যদা সৎসঙ্গমস্তদৈব পরাবরেশে ত্বয়ি মতির্ভবতি। তদ্বৈমুখ্যকরানাদিসিদ্ধতজ্‌জ্ঞানসংসর্গাভাবাস্তে তৎসাম্মুখ্যকরং তজ্‌জ্ঞানং জায়ত ইত্যর্থঃ। অতএবোক্তং শ্রীবিদুরেণ। (ভাঃ ৩।৫।৩)—

"জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা,-দধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং, ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥" ইতি॥

অত্র দৈবাৎ প্রাচীনকর্ম্মণো হেতোস্তদাবেশাদধর্ম্মশীলস্য ভগবদ্ধর্ম্মরহিতস্য ইত্যর্থঃ। মূলপদ্যে যর্হি তদৈব ইতি নির্দ্দেশান্ন কালবিলম্বেন। তত্র চৈবকারান্নান্যদা কদাচিদপীত্যর্থঃ। তেন তন্মতৌ হেতুঃ সদ্‌গতৌ যত্র যত্র সন্তঃ সঙ্গচ্ছন্তে তত্র তত্র গতিঃ স্ফুরণং যস্য তস্মিংস্ত্বয়ীতি। তথা চেতিহাস-সমুচ্চয়ে—

"যত্র রাগাদিরহিতা বাসুদেবপরায়ণাঃ। তত্র সন্নিহিতো বিষ্ণুর্নৃপতে নাত্র সংশয়ঃ॥" ইতি॥

সতাং গত্যবিত্যত্র ব্যাখ্যানেঽপি অসতাং ত্বসৌ ন গতিঃ, অতস্তদ্দ্বারৈবাস্মেষাং তল্লাভো যুক্ত ইতি পূর্ব্ববদেব। পিঙ্গলায়া অপি সৎসঙ্গো (ভাঃ ১১।৮।৩৪)—"বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব

মূঢ়ধীঃ" ইত্যত্র ব্যক্তোঽস্তি। টীকা চ"সৎসঙ্গতৌ সত্যামপ্যহো মম মোহ ইত্যাহ, বিদেহানামিতি" ইত্যেষা।

তদেবং যত্র নোপলভ্যতে সৎসঙ্গস্তত্রাপ্যাধুনিকঃ প্রাক্তনো বা পারম্পরিকো বানুমেয় এব। অত্র কৃতশ্রীনারদাদিদর্শনাদেরপি দেবতাদেঃ শ্রীনলকূবরাদিবত্তাদৃশত্বপ্রাপ্তির্ন শ্রূয়ত ইত্যত এবং বিবেচনীয়ম্। যদ্যপ্যপরাধসদ্ভাবো বর্ত্ততে পুরুষে তদা তদ্দোষেণ সৎসু নিরাদরাণাং সাধারণপুণ্যাদিদৃষ্টীনাঞ্চ তদ্দোষশান্ত্যর্থং সৎসঙ্গস্য ভগবৎসাম্মুখ্যকারণত্বে তৎকৃপাসাহায্যমপেক্ষতে, নিরপরাধত্বে সতি তৎসঙ্গেনৈব জাতপরমোত্তমদৃষ্টীনাং তু তেষাং তেষু মনোঽবধানাভাবেঽপি সৎসঙ্গমাত্রং তৎকারণমিতি। অতঃ সাপরাধানেবাধিকৃত্যোক্তম্ অজানজদেবৈঃ। (ভাঃ ৩।৫।৪৫)—

"তান্ বৈ হ্যসদ্বৃত্তিভিরক্ষিভির্যে, পরাকৃতান্তর্মনসঃ পরেশ।
অথো ন পশ্যন্ত্যুরুগায় নূনং, যে তে পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ॥" ইতি॥

তব পদন্যাসবিলাসলক্ষ্ম্যাঃ সম্বন্ধিনো যে ভক্তা ইত্যর্থঃ। তে তান্ নূনং প্রায়ো ন পশ্যন্তি ন কৃপাদৃষ্টিবিষয়ীকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ। কান্, যে অসদ্বৃত্তিভিঃ সাপরাধচেষ্টৈরক্ষিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ পরাকৃতান্তর্মনসঃ দূরীকৃতান্তর্ম্মুখচিত্তবৃত্তয়ো বহির্ম্মুখা ইত্যেবং ব্যাখ্যানমত্রানুসন্ধেয়ম্। অত্র সাধারণাসদ্বৃত্তিত্বং ন গৃহ্যতে। সর্ব্বস্য তৎকৃপায়াঃ প্রাক্ তথাভূতত্বাৎ "জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ" ইত্যাদিকমবিষয়ং স্যাদিতি। তস্মাদপরাধাসদ্বৃত্তৌ তেষাং কৃপা প্রবর্ত্ততে এব। কথঞ্চিদবধানাভাবেন তদপ্রবৃত্তাবপি সঙ্গমাত্রেণৈব তেষাং সম্মতিঃ স্যাৎ।

যত্র তু সাপরাধেঽপি স্বৈরতয়ৈব কৃপাং কুর্ব্বন্তি তস্যৈব তন্মতিঃ স্যান্নান্যস্য, নলকূবরবৎ সাধারণ-দেবতাবচ্চেতি। যথা চোপরিচরবসোর্বৃত্তং বিষ্ণুধর্ম্মে স হি দেবসাহায্যায়ৈব দৈত্যান্ হত্বা বিরজা চ ভগবদনুধ্যানায় পাতালঞ্চ প্রবিষ্টবান্। তঞ্চ নিবৃত্তমপি হন্তুং লব্ধছিদ্রা দৈত্যাঃ সমাগত্য তৎপ্রভাবেনোদ্যতশস্ত্রা এবাতিষ্ঠন্ ততশ্চ বার্থোদ্যমাঃ পুনঃ শুক্রোপদেশেন তং প্রতি পাষণ্ডমার্গমুপদিশন্তোঽপি জাতয়া তৎকৃপয়া ভগবদ্ভক্তা বভূবুরিতি। অত উক্তং বিষ্ণুধর্ম্ম এব—

"অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে। নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ॥" ইতি।

ননু (ভাঃ ৭.৯।৪৪) "নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো, নান্যন্ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে" ইত্যেবং শ্রীপ্রহ্লাদস্য সর্ব্বস্মিন্নপি সংসারিণি কৃপা জাতা, তর্হি কথং ন সর্ব্বমুক্তিঃ স্যাৎ, উচ্যতে—জীবানামনন্তত্বান্ন তে সর্ব্বে মনসি তস্যারূঢ়াস্ততো যাবন্তো দৃষ্টশ্রুতাস্তচ্চেতস্যারূঢ়াস্তাবতাং তৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যত্যেব মোক্ষঃ। নৈতানিত্যেতচ্ছব্দপ্রয়োগাৎ। যে চান্যে তেষামপি তৎকীর্ত্তনস্মরণমাত্রেণৈব কৃতার্থতাবরং স্বয়মেব কৃপয়া দত্তবান্ শ্রীনৃসিংহদেবঃ—(ভাঃ ৭।১০।১৪)—

"য এতৎ কীর্ত্তয়েন্মহ্যং ত্বয়া গীতমিদং নরঃ। ত্বাঞ্চ মাঞ্চ স্মরন্ কালে কর্ম্মবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি।

যস্ত্বাং কীর্ত্তয়েদপি কিং পুনস্ত্বং যান্ কৃপয়া স্মরসীতি ভাবঃ। তস্মাৎ সাধূক্তং ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেদিতি॥ (১০।৫১) মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ১৭৯॥

অনন্তর অকিঞ্চনাখ্যভক্তিরই প্রকারান্তরে স্থাপনের জন্য অন্তপ্রকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অকিঞ্চনভক্তির লক্ষণেরই প্রসঙ্গ জ্ঞাতব্য। সেই পরমদুর্ল্লভফল এবং পরমদুর্ল্লভফল অকিঞ্চনাখ্য সাক্ষাদ্ভক্তিরূপ ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে লব্ধ হইতে পারে তাহাই বলিবার জন্য প্রথমতঃ সাম্মুখ্যমাত্রের কারণ প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

হে ভগবন্! ভ্রমণশীল জীবের যেকালে ভবাপবর্গ হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং যেকালে সৎসঙ্গ লাভ হয়, সেই সময়েই স্থাবরজঙ্গমের অধিষ্ঠাতা, সদ্গতিস্বরূপ আপনার প্রতি তাহার রতি জন্মিয়া থাকে ॥ ১৭৯ ॥

যেকালে 'ভ্রমণশীল' অর্থাৎ সংসারে যাতায়াতকারী জীবের 'ভবাপবর্গ' অর্থাৎ সংসার বন্ধন নাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। এস্থলে 'যখন সাধুসঙ্গ হয়, তখনই ভবাপবর্গ হয়' এইরূপ বলাই উচিত ছিল, যেহেতু ভবাপবর্গ অর্থাৎ ভববন্ধনাশের প্রতি সৎসঙ্গই কারণস্বরূপ বলিয়া তাহারই পূর্ব্বসত্তা আবশ্যক হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না বলিয়া 'যখন ভবাপবর্গ হয়, তখন সৎসঙ্গ লাভ হয়' এইরূপ কার্য্যকারণের বিপর্য্যয় কথনদ্বারা সৎসঙ্গটী অবশ্য অপেক্ষণীয়রূপে জ্ঞাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ নলকূবর ও মণিগ্রীবকে বলিয়াছিলেন যে—"সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ লোকের নেত্রবন্ধন বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সমচিত্ত, বিশেষতঃ আমার প্রতি অর্পিতচিত্ত সাধুগণের দর্শনে জীবের ভববন্ধন বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

অতএব আলঙ্কারিকগণ এই শ্লোকটীকে অতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কারের চতুর্থভেদের উদাহরণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কারের বিবরণপ্রসঙ্গে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"কার্য্যোৎপত্তি বিষয়ে কারণের ক্ষিপ্রকারিতা প্রতিপাদনের জন্য কারণের পূর্ব্বে কার্য্যের উক্তি হইলে তাহা চতুর্থপ্রকার অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে।"

এবিষয়ে হেতু এই যে—যখন সৎসঙ্গ হয়, তখনই স্থাবরজঙ্গমাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনার প্রতি জীবের মতি জন্মিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—ভগবজ্‌জ্ঞানের অনাদিসিদ্ধ যে প্রাগ্‌ভাব জীবের ভগবদ্‌বৈমুখ্যজনক হয়, তাহার নাশ হইলে ভগবৎসাম্মুখ্যকারী ভগবজ্‌জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব শ্রীবিদুর বলিয়াছেন,—"দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল, কৃষ্ণবিমুখ, অত্যন্তদুঃখিত জনগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ জনার্দ্দনের প্রিয়মঙ্গলালয় সাধুগণ এজগতে নিশ্চিন্তই বিচরণ করেন।"

এস্থলে 'দৈববশতঃ অধর্ম্মশীল' এই বাক্যে প্রাক্তনকর্ম্মহেতু ভগবদ্ধর্ম্মরহিত পুরুষের উক্তি হইয়াছে। মূলশ্লোকে 'যর্হি' (যে কালে) 'তর্হ্যেব' (সেইকালেই)—এইরূপ উক্তিহেতু কালবিলম্ব ব্যতিরেকেই তদ্বিষয়িণী মতির উদয় প্রতিপাদিত হইতেছে। 'তর্হ্যেব' এই বাক্যে 'এব' শব্দের প্রয়োগহেতু সেই কালেই হয়, পরন্তু অন্যকালে কদাপিও হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। অতএব তদ্বিষয়িণী মতির হেতু বলিতেছেন—'সদ্গতিরূপ' অর্থাৎ যে যে স্থানে 'সৎ' পুরুষগণ সঙ্গত হন, সেই সেই স্থানেই 'গতি' অর্থাৎ প্রকাশ যাঁহার, তাদৃশ আপনার প্রতি মতি হইয়া থাকে।

এসম্বন্ধে ইতিহাসসমুচ্চয়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—'হে নৃপতে! যেস্থানে বিষয়রাগাদিশূন্য বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ বাস করেন, সেইস্থলে বিষ্ণু সন্নিহিত থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।' অথবা 'সদ্গতিস্বরূপ'—এই বাক্যে 'সজ্জনগণের গতি' এইরূপ অর্থগ্রহণ করিলেও তিনি অসদ্গণের গতি নহেন, এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে।

অতএব সদ্ব্যক্তির সঙ্গদ্বারাই অন্যেরও ভগবৎপ্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয়। সুতরাং এই ব্যাখ্যায়ও পূর্ব্ববৎই তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য।

পিঙ্গলা-নাম্নী বেশ্যারও যে সৎসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা 'এই বিদেহনগরীতে আমিই একমাত্র মন্দবুদ্ধি রমণী' ইত্যাদি-বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীর টীকাতেও উক্ত হইয়াছে,—'হায়! সৎসঙ্গতি সত্ত্বেও আমার এইরূপ মোহ বর্ত্তমান রহিল'—এই অভিপ্রায়েই তৎকর্তৃক 'এই বিদেহনগরীতে' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

অতএব যেস্থলে সৎসঙ্গ উপলব্ধ হয় না, তথায়ও বর্ত্তমানজন্মসম্বন্ধী বা পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধী অথবা পরম্পরা সম্বন্ধজাত তৎসঙ্গ অনুমেয় হইয়া থাকে, যেহেতু সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। যাহারা শ্রীনারদাদি ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছেন, তাদৃশ দেবতাপ্রভৃতির শ্রীনলকূবরাদির ন্যায় স্থাবরত্বপ্রাপ্তি কুত্রাপি শ্রুত হয় না, অতএব এরূপ

বিবেচনা করিতে হইবে যে, পুরুষের যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে সেই অপরাধদোষবশতঃ মানবগণ সজ্জনগণের বিষয়ে অনাদরযুক্ত এবং সাধারণ পুণ্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিশীল হইয়া থাকে। এস্থলে তাদৃশ অপরাধের শাস্তি এবং সৎসঙ্গের ভগবৎসাম্মুখ্যজননবিষয়ে ভগবানের কৃপা-সাহায্য অপেক্ষণীয়। যদিও সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ বটে, তথাপি অপরাধ সেস্থলে প্রতিবন্ধক। এস্থলে ভগবৎকৃপা-সাহায্যে প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। যাঁহারা নিরপরাধ, তাঁহাদের সৎসঙ্গদ্বারাই পুরুষোত্তম দৃষ্টি লাভ হইলে অনন্তর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি সাবধান না থাকিলেও সৎসঙ্গমাত্রই ভগবৎ-সাম্মুখ্যবিষয়ে কারণ হইয়া থাকে। অতএব সাপরাধপুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়াই মহদাদি তত্ত্বসকলের অভিমানী দেবগণ এইরূপ বলিয়াছেন,—"যাহাদের অসদ্বৃত্তি ইন্দ্রিয়গণ অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে তোমাহইতে বিদূরিত করিয়াছে, হে পরেশ! হে উরুগায়! আপনার পদবিন্যাস-শোভাসম্বন্ধীয় পুরুষগণ নিশ্চিতই তাহাদিগকে কৃপাদৃষ্টিতে দর্শন করেন না।"

'আপনার পদবিন্যাসলক্ষ্মীসম্বন্ধীয় পুরুষগণ' অর্থাৎ তাদৃশ ভক্তগণ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে 'দর্শন' অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি-বিষয়ীভূত করেন না। কাহাদিগকে দর্শন করেন না, তাহা বলিতেছেন—যাহাদের 'অসদ্বৃত্তি' অর্থাৎ সাপরাধচেষ্টাশীল ইন্দ্রিয়সমূহ, অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়াছে অর্থাৎ যাহারা বহির্মুখ, তাহাদিগকে। এস্থলে 'অসদ্বৃত্তি'-শব্দে সাধারণ অসদ্বৃত্তি গৃহীত হয় নাই। যেহেতু তাহা হইলে ভগবানের কৃপার পূর্ব্বে সকলেরই অসদ্বৃত্তির অস্তিত্বনিবন্ধন 'জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাৎ' ইত্যাদি বিদুরোক্ত শ্লোকে অসদ্বৃত্তিশীলের প্রতি যে কৃপা দৃষ্ট হয়, তাহাও না হইতে পারে। অতএব সাধারণতঃ অপরাধের অসদ্ভাবে তাঁহাদের কৃপা হইয়াই থাকে। সাধুগণের কৃপালাভবিষয়ে নিজের মনোযোগ না থাকিলেও, এমন কি প্রবৃত্তির অভাব সত্ত্বেও সাধুসঙ্গমাত্র হেতুই তাহাদের সম্মতি হইয়া থাকে।

যেস্থলে স্বাধীনতাপ্রযুক্ত সাধুগণ অপরাধীর প্রতিও দয়া প্রকাশ করেন, সেস্থলে সে দয়া কেবল নলকূবর বা সাধারণ দেবতাগণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের জন্যই জানিতে হইবে, পরন্তু সমস্ত অপরাধীর সম্বন্ধে নহে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে উপরিচরবসুর বৃত্তান্তে উক্ত হইয়াছে যে—সেই উপরিচরবসু দেবগণের সাহায্যার্থ দৈত্যগণকে বধ করিয়া পরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ভগবদ্ধ্যানহেতু পাতালপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি নিবৃত্তিপরায়ণ হইলে দৈত্যগণ তাঁহাকে বধ করিতে উপস্থিত হইয়াও তাঁহার প্রভাবে অস্ত্রহস্তে স্তম্ভিতভাবেই অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর দৈত্যগণ ব্যর্থোদ্যম হইলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশানুসারে উপরিচরবসুকে পাষণ্ডমার্গ-সম্বন্ধী উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া দৈত্যগণ তাঁহার কৃপায় ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মেই উক্ত হইয়াছে যে—"বহুজন্মরূপ সংসার হইতে উৎপন্ন পাপরাশি বিনষ্ট না হইলে জীবগণের শ্রীকৃষ্ণাভিমুখী মতি উদিত হয় না।"

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের কৃপায়ই যদি সংসারবন্ধন নাশ হইয়া মুক্তি হয়, তাহা হইলে—"এই সংসারবদ্ধ দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি না। হে দেব! সংসারে পরিভ্রমণশীল ইহাদের আপনি ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় নাই"—এইবাক্যে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের সমস্ত সংসারিগণের প্রতিই যে কৃপা দৃষ্ট হইতেছে, সেই কৃপাবশতঃ সকলেরই মুক্তি হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে—জীব অনন্ত বলিয়া তৎকালে, সকল জীবের কথা তাঁহার স্মরণ হয় নাই, পরন্তু তিনি যাঁহাদিগকে দর্শন বা যাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেবল তাহাদের কথাই তৎকালে স্মরণ হওয়ায় তদীয় অনুগ্রহবশতঃ তাহাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে। তাঁহার উক্তিতে 'নৈতান্' এই পদস্থিত 'এতৎ'-শব্দের প্রয়োগদ্বারা নির্দ্দিষ্ট কতিপয় জীবেরই প্রতিপাদন হইয়াছে। এইরূপ অন্য সংসারিগণের সম্বন্ধেও তৎকীর্ত্তন এবং তৎস্মরণদ্বারাই কৃতার্থতাপ্রাপ্তিরূপ বর নৃসিংহদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। যথা—"হে প্রহ্লাদ! যে মানব তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করিয়া তোমার রচিত মদ্বিষয়ক এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিবে, সেই ব্যক্তি কালক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" যে তোমাকে কীর্ত্তন করিবে, তাহারই মুক্তি হইবে; অতএব তুমি কৃপাপূর্ব্বক যাহাদিগকে স্মরণ করিবে, তাহাদের বন্ধনমুক্তি-বিষয়ে আশঙ্কা কি?—ইহাই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অতএব "সংসারচক্রে পরিভ্রমণকারীর ভববন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সৎসঙ্গ লাভ হয় এবং সৎসঙ্গ হইতে অচ্যুত-বিষয়ে মতি জন্মিয়া থাকে॥" ইহা যথার্থই উক্ত হইয়াছে॥ ভগবানের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি॥ ১৭৯॥

ততঃ সংসঙ্গস্যৈব তত্র নিদানত্বং সিদ্ধম্। তচ্চ যুক্তম্। অনাদিসিদ্ধতদজ্ঞানময়তদ্বৈমুখ্যবতামন্যথা হি তদসম্ভবঃ। তদুক্তম্ (মহা-ভাঃ বন-পঃ ৩১২ অঃ ১১৭ সংখ্যা)—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না, নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥" ইতি।

তথৈব শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।৫।৩০-৩২)—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেতগৃহব্রতানাম্" ইত্যুপক্রম্য—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥" ইতি।

তথা তদ্বিমুখকর্ম্মাদিভিস্তৎসাম্মুখ্য-প্রতিপত্তেশ্চাত্যন্তাযোগঃ। অন্যত্র "ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" ইতি শ্রুত্যাদেঃ। "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইতি শ্রুত্যাদিকন্তু তৎসাম্মুখ্যেনৈব প্রযুক্তানি কর্ম্মাণ্যভিদধাতি। তর্হি তদেব সাম্মুখ্যং কথং স্যাদিতি পুনরপি হেতুরেব প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ। অথ ভগবৎকৃপৈব তৎসাম্মুখ্যে প্রাথমিকং কারণমিতি চ গৌণম্। সা হি সংসারদুরন্তানন্তসন্তাপসন্তপ্তেষ্বপি তদ্বিমুখেষু স্বতন্ত্রা ন প্রবর্ত্ততে তদসম্ভবাৎ। কৃপাহ্নপশ্চেতোবিকারো হি পরদুঃখস্য স্বচেতসি স্পর্শে সত্যেব জায়তে। তস্য তু সদা পরমানন্দৈকরস-ত্বেনাপহত-কল্মষত্বেন চ শ্রুতৌ জীববিলক্ষণত্বসাধনাৎ, তেজোমালিন্যস্তিমিরাযোগবত্তচ্চেতস্যপি তমোময়দুঃখ-স্পর্শনাসম্ভবেন, তত্র তস্যা জন্মাসম্ভবঃ। অতএব সর্ব্বদা বিরাজমানেঽপি কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে তস্মিন্ তদ্বিমুখানাং ন সংসারসন্তাপশান্তিঃ। অতঃ সৎকৃপৈবাবশিষ্যতে। সন্তোঽপি তদানীং যদ্যপি সংসারদুঃখৈর্ন স্পৃশন্ত এব, তথাপি লব্ধজাগরাঃ স্বপ্নদুঃখবত্তে কদাচিৎ স্মরেয়ুরপীত্যতস্তেষাং সাংসারিকেঽপি কৃপা ভবতি, যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তস্মাৎ প্রস্তুতেঽপি সাংসারিকদুঃখস্য তদ্ধেতুত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরকৃপা তু, স এবাত্র মম শরণমিত্যাদিদৈন্যাত্মিকা ভক্তিসম্বন্ধেনৈব জায়তে, যথা গজেন্দ্রাদৌ, ব্যতিরেকে নারক্যাদৌ। ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্টতদার্দ্রীভাবয়িতৃতচ্ছক্তিবিশেষ ইতি বিবৃতং বিবরিষ্যতে চ। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্। তস্মাদ্ যা কৃপা তস্য সৎসু বর্ত্ততে সা সৎসঙ্গবাহনৈব বা সৎকৃপাবাহনৈব বা সতী জীবান্তরে সংক্রমতে ন স্বতন্ত্রেতি স্থিতম্। তথৈব চাহুঃ (ভাঃ ১০।২।৩১)—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্, ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে, নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥ ১৮০॥

হে দ্যুমন্, স্বপ্রকাশ, ভবৎপদাম্ভোরুহলক্ষণা যা নৌঃ ভবার্ণবতরণোপায়ঃ তামত্র ভবার্ণবপারে নিধায় উত্তরোত্তরজনেষু প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। ননু কথং তাং ন স্বয়ং প্রকাশয়ামি, কথমিব তেষামপেক্ষা, তত্রাহ, সদ্ভিরেব দ্বারভূতৈরন্যানমুগৃহ্লাতি যঃ স সদনুগ্রহো ভবানিতি; যদ্বা, সন্ত এবানুগ্রহো যস্য

সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকারতয়ৈব চরতি নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ। যথোক্তং রুদ্রগীতে (ভাঃ ৪.২৪।৫৮)—

"অথানঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো,-রন্তর্বহিঃস্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং, স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব॥" ইতি।

সংসু অনুগ্রহো যস্যেতি ব্যাখ্যানেঽপি তদ্বিমুখেষসৎসু তবানুগ্রহো নাস্তীতি প্রাপ্তেঃ, সদ্দ্বারৈব তৎপ্রকাশনমুচিতমিত্যেবায়াতি, তদেবং,—

"জায়মানং হি পুরুষং পশ্যেদ্ যং মধুসূদনঃ। সাত্ত্বিকঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষার্থনিশ্চিতঃ॥"

ইতি মোক্ষধর্ম্মবচনমপি সৎসঙ্গানন্তরজন্মপরমেব বোদ্ধব্যম্। (১০।২।) দেবাঃ শ্রীভগবন্তম্॥ ১৮০॥

অতএব ভগবদ্‌বিষয়ক রতির প্রতি সৎসঙ্গই আদিকারণরূপে সিদ্ধ হইল। ইহা যুক্তিসঙ্গতও হয়, যেহেতু যাহাদের অনাদিসিদ্ধ ভগবদ্‌বিষয়ক অজ্ঞানাত্মক ভগবদ্‌বৈমুখ্য বর্ত্তমান, তাহাদের সৎসঙ্গব্যতীত ভগবদ্‌বিষয়ে মতি সম্ভবপর হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে যে—"তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থিতিরহিত, শ্রুতিগণও পরস্পর বিভিন্ন, এমন মুনি নাই, যাঁহার মত বিভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অতীব গুপ্ত বলিয়া মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ বলিয়া জানিতে হইবে।" এইরূপ শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যে "গৃহব্রতিগণের পর হইতে অথবা নিজ হইতে কিম্বা তাহাদের পরস্পর হইতে কখনও কৃষ্ণবিষয়ে মতি জন্মিতে পারে না" এইরূপে উপক্রমপূর্ব্বক উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে—"যেকাল পর্য্যন্ত বিষয়াভিনিবিষ্ট পুরুষ নিষ্কিঞ্চন মহাজনগণের পাদরজোঽভিষেক বরণ না করেন, সে পর্য্যন্ত অনর্থনিবৃত্তিকারিণী মতির উদয় হয় না।" এইরূপ কৃষ্ণবিমুখ-কর্ম্মাদিদ্বারাও ভগবৎসাম্মুখ্য লাভ হইবে না। শ্রুত্যাদিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তিনি ধর্ম্ম হইতে দূরে, অধর্ম্ম হইতে দূরে, কৃতাকৃত (কার্য্যাকার্য্য) হইতে দূরে এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন।" "ব্রাহ্মণগণ সেই আত্মাকে বেদবাক্য, যজ্ঞ, দান ও দুষ্কর তপস্যা-দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন"—এইসকল শ্রুতি ভগবৎসাম্মুখ্যরূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহেরই কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব সেই ভগবৎসাম্মুখ্য কিরূপে সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নই পুনরায় উত্থিত হইতেছে। তাহার উত্তর এই যে—ভগবৎকৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে প্রাথমিক কারণস্বরূপ; পরন্তু তাহা গৌণ। যেহেতু ভগবদ্‌বিমুখজনগণ সাংসারিক অনন্ত-দুরন্ত-সন্তাপ তপ্ত হইলেও তাহাদের প্রতি ঐ ভগবৎকৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত হয় না, কারণ তাহা অসম্ভব। যেহেতু পরের দুঃখ স্বকীয়চিত্তে আরূঢ় হইলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বদাই পরমানন্দ-রসযুক্ত ও নিষ্পাপ বলিয়া শ্রুতিতে জীব অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব তেজোরাশিবিশিষ্ট সূর্য্যের যেরূপ অন্ধকারসংযোগ সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ ভগবানের চিত্তে তমোময় দুঃখের সংস্পর্শ সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া ভগবানের চিত্তে কখনও কৃপার উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব তিনি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কিম্বা বিপরীত অনুষ্ঠানে সমর্থরূপে বিরাজমান থাকিলেও তদ্‌বিমুখ পুরুষের কখনও তাঁহা হইতে সংসার-সন্তাপের শান্তি হয় না। অতএব অবশেষে সৎপুরুষগণের কৃপাই ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে মূলকারণরূপে উপলব্ধ হইতেছে। যদ্যপি সজ্জনগণও তৎকালে সংসার দুঃখকর্ত্তৃক স্পর্শের অযোগ্য, তথাপি জাগ্রদবস্থাপন্ন পুরুষ যেরূপ স্বপ্নকালানুভূত দুঃখের স্মরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাধুগণও তাঁহাদের পূর্ব্বকালীন সংসার-দুঃখ স্মরণ করিয়াই সাংসারিকগণকে কৃপা করিয়া থাকেন। যেরূপ শ্রীনারদের নলকূবর ও মণিগ্রীবের প্রতি কৃপা হইয়াছিল। অতএব প্রস্তাবিত বিষয়েও সাংসারিক দুঃখ ভগবৎকৃপার কারণ নহে, পরন্তু যেস্থলে—"তিনিই এসংসারে আমার একমাত্র শরণ" এইরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই স্থলেই ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে। —গজেন্দ্রাদির মোচনে তাহার অন্বয় দৃষ্টান্ত এবং নারকি প্রভৃতির উদ্ধারে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জ্ঞাতব্য। ভগবানের যে

শক্তিবিশেষ ভক্তজনে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার আর্দ্রভাব সম্পাদন করে, তাহাই ভক্তিনামে পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে এবং পরেও বিবৃত হইবে। এই শক্তি দৈন্যসম্বন্ধবশতঃ অধিক উচ্ছলিতা হয় বলিয়া দৈন্যস্থলে কৃপাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভগবানের যে কৃপা সাধুজনে বিদ্যমান, তাহাই সৎসঙ্গকে আশ্রয় করিয়াই হউক অথবা সৎকৃপাকে আশ্রয় করিয়াই হউক অপর জীবে সংক্রামিত হয়; পরন্তু স্বতন্ত্রভাবে হয় না, ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। ভাগবতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

হে দ্যুমন্! সর্ব্বভূতে প্রীতিসম্পন্ন সাধুগণ আপনার পাদপদ্মতরণী আশ্রয়পূর্ব্বক অন্যের দুস্তর ভয়ানক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ঐ তরণী ভবার্ণবপারে সংস্থাপনপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে গমন করিয়াছেন। হে ভগবন্! আপনি সদনুগ্রহশীল হইয়া থাকেন ॥ ১৮০ ॥

"হে দ্যুমন্" অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আপনার পাদপদ্মরূপ যে তরণী ভবার্ণবতরণযোগ্যা, তাহা ভবার্ণবপারে "সংস্থাপনপূর্ব্বক" অর্থাৎ পরবর্ত্তিজনগণের জন্য প্রকাশ করিয়া (গমন করিয়াছেন)। এ স্থলে ভগবানের প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত চরণতরণী আমি নিজেই প্রকাশ করি না কেন? তদ্বিষয়ে ভক্তগণের অপেক্ষা করি কেন? তাহাই বলিতেছেন—"আপনি সদনুগ্রহশীল" অর্থাৎ সজ্জনগণদ্বারাই অনুপুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। অথবা সজ্জনগণই আপনার মূর্ত্তিমান্ অনুগ্রহ অর্থাৎ আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক জগতে বিচরণ করে, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকে, অন্যরূপে নহে। রুদ্রগীতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"হে ভগবন্! আপনার চরণযুগল জীবগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে। যাঁহারা ভবদীয় যশঃসলিলে এবং পাদপদ্মজাত গঙ্গাসলিলে আভ্যন্তরিক ও বাহ্যস্নান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাঁহারাই সুতরাং ভূতগণের প্রতি দয়াশীল, রাগাদিরহিত এবং সুশীল হইয়া থাকেন। আমাদের এতাদৃশ সাধুগণের সঙ্গলাভ হউক। এরূপ সঙ্গলাভ আপনারই অনুগ্রহ।"

"সদনুগ্রহ" এই পদে সদ্গণের প্রতি অনুগ্রহ আছে যাঁহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তদ্বিমুখ অসজ্জনের প্রতি অনুগ্রহের অভাবই প্রতীত হয় বলিয়া সেস্থলে সজ্জনদ্বারাই উক্ত চরণের প্রকাশ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব "মধুসূদন যে জায়মান পুরুষকে দর্শন করেন, তিনি সাত্ত্বিক হইয়া নিশ্চিতই মোক্ষার্থলাভ করেন"—এই মোক্ষপ্রতিপাদক-বাক্যও সৎসঙ্গের পর যে জন্ম হয়, সেই জন্মসম্বন্ধেই জানিতে হইবে॥ ভগবানের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥ ১৮০ ॥

ততঃ সৎসঙ্গহেতুশ্চ সতাং স্বৈরচারিতৈব নান্যঃ। যথাহ (ভাঃ ১১।২।২৪)—

ত একদা নিমেঃ সত্রমুপাজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া ॥ ১৮১ ॥

তে নবযোগেশ্বরা যদৃচ্ছয়া স্বৈরতয়া ন তু হেত্বন্তরপ্রযুক্ততয়েত্যর্থঃ; "যদৃচ্ছা স্বৈরতা" ইত্যমরঃ। সৎসু পরমেশ্বরপ্রযোক্তৃত্বঞ্চ সদিচ্ছানুসারেণৈব। তদুক্তং, "স্বেচ্ছাময়স্যে"তি "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইতি চ॥ (১১।২।) শ্রীনারদঃ শ্রীবসুদেবম্ ॥ ১৮১ ॥

অনন্তর সজ্জনগণের স্বেচ্ছাচারিতাই সৎসঙ্গের হেতুরূপে জ্ঞাতব্য অন্য কোন বস্তু তাহার হেতু নহে। এ বিষয়ে ভাগবতে উক্ত হইয়াছে; যথা—

তাঁহারা একদা স্বেচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে নিমিরাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮১ ॥

"তাঁহারা" এই পদের অর্থ সেই নবযোগীন্দ্রগণ, "যদৃচ্ছায়" অর্থাৎ স্বাধীনভাবে, পরন্তু অন্য কোন কারণে নহে। "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ—স্বৈরতা (অমরকোষ)। সদ্গণকে পরমেশ্বর যে নিয়োগ বা প্রেরণ করেন, তাহাও সদ্গণের ইচ্ছানুসারেই জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে "স্বেচ্ছাময়স্য" (ইচ্ছাময়ের) ও "অহং ভক্তপরাধীনঃ" (আমি ভক্তের অধীন) ইত্যাদিশ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে॥ শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ১৮১ ॥

তথাচ (ভাঃ ৬।১৪।১৪)—

তস্যৈকদা তু ভবনমঙ্গিরা ভগবানৃষিঃ।
লোকাননুচরন্নেতানুপাগচ্ছদ্যদৃচ্ছয়া ।। ১৮২ ।।

তস্য চিত্রকেতোঃ। অত্রাপি তদৈব তস্য সাম্মুখ্যং জাতম্। কালান্তরে তু প্রাদুর্ভূতমিতি মন্তব্যম্। অতএব তদ্বিলাপসময়ে শ্রীমতাঙ্গিরসৈব "ব্রহ্মণ্যো ভগবদ্ভক্তো নাবসীদিতুর্মহতী"ত্যুক্তম্। (৬।১৪।) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্ ॥ ১৮২ ॥

সজ্জনগণের স্বৈরচারিতাসম্বন্ধে বলিতেছেন—একদা ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষি যদৃচ্ছাক্রমে নানালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮২ ॥

"তাঁহার" অর্থাৎ চিত্রকেতুর। এস্থলেও অঙ্গিরার স্বেচ্ছাভ্রমণ-কালেই চিত্রকেতুর ভগবৎসাম্মুখ্য ঘটিয়াছিল; এবং পুনরায় কালান্তরে বিশেষভাবে ঐ সাম্মুখ্য প্রকটিত হইয়াছিল, ইহাই মনে করিতে হইবে।

অতএব চিত্রকেতু মৃতপুত্রের জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে সেই অঙ্গিরা ঋষিই নারদের সহিত চিত্রকেতুর ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"হে রাজন! তুমি দুস্তর পুত্রশোকে মগ্ন হইয়াছ জানিতে পারিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য শ্রীনারদ ঋষি এবং আমি এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ব্রহ্মণ্য এবং ভগবদ্ভক্ত; সুতরাং তোমার ঈদৃশ শোকে মোহিত হওয়া উচিত নহে।" শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ১৮২ ॥

সতাং কৃপা চ দুরবস্থাদর্শনমাত্রোদ্ভবা ন স্বোপাসনাদ্যপেক্ষা, যথা শ্রীনারদস্য নলকূবরমণিগ্রীবয়োঃ। তদাহ (ভাঃ ১১।২।৬)—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ।। ১৮৩ ।।

স্পষ্টম্। (১১।২।) শ্রীমানানকদুন্দুভিঃ শ্রীনারদম্ ॥ ১৮৩ ॥

সাধুগণের কৃপা জীবের দুরবস্থা-দর্শনেই উৎপন্ন হয়, এবিষয়ে জীবের পক্ষে সাধুগণের উপাসনাদির অপেক্ষা নাই। যেরূপ—নলকূবর এবং মণিগ্রীবের দুরবস্থাদর্শনেই তাহাদের প্রতি শ্রীনারদের কৃপা হইয়াছিল। অতএব বলিতেছেন—যাহারা দেবতাগণকে যেভাবে ভজন করেন, ছায়াতুল্য কর্ম্মসহায় দেবগণও ভজনকারীকে সেইরূপ ফলপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ সেরূপ নহেন, তাঁহারা দীনবৎসল ॥ ১৮৩ ॥

শ্লোকার্থ স্পষ্ট। নারদের প্রতি শ্রীবসুদেবের উক্তি ॥ ১৮৩ ॥

সৎসঙ্গমস্যৈব পরমসংস্কারহেতুত্বাত্তদর্থং ন পুরুষস্য সংস্কারহেত্বন্তরমপেক্ষ্যম্ যত আহ, (ভাঃ ১০।৮৪।১১) নারদপঞ্চরাত্রে চ—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ।। ১৮৪ ।।

তে কথং নাদ্রিয়ন্তে গৌণত্বাদিত্যাহ, "তে পুনন্তী"তি ॥ (১০।৮৪।) শ্রীভগবান্ মুনিবর্গম্ ॥ ১৮৪ ॥

সৎসঙ্গই জীবের পরমসংস্কারের হেতু বলিয়া তাহার জন্য অন্য কোন সংস্কার-হেতুর অপেক্ষা নাই। যেহেতু বলিয়াছেন—পবিত্রজলময় স্থানসমূহই বস্তুতঃ তীর্থ নহে এবং মৃত্তিকা ও শিলাময়ী মূর্ত্তিসমূহই বস্তুতঃ দেবতা নহেন, যেহেতু তাঁহারা জীবকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রই সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১৮৪ ॥

উক্ত তীর্থ ও দেবমূর্ত্তিসমূহ গৌণত্বনিবন্ধন আদৃত হইলেন না। অতএব বলিতেছেন,—তাঁহারা জীবকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন॥ মুনিগণের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১৮৪॥

তদেবং সৎসঙ্গমাত্রস্য তৎসাম্মুখ্যমাত্রে নিদানত্বমুক্তম্। এতদেব ব্যতিরেকেনাহ (ভাঃ ৫।১২।১১-১২)—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক, মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং, যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ, র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ১৮৫॥

টীকা চ—"তর্হি কিং সত্যং, জ্ঞানং সত্যম্। ব্যবহারিকসত্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি, পরমার্থম্।" বৃত্তিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থানি ষড় বিশেষণানি, বিশুদ্ধং তত্তু আবিদ্যকম্, একং তত্তু নানারূপম্, অনন্তরং ত্ববহির্বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং তত্তু বিপরীতং, ব্রহ্ম পরিপূর্ণং তত্তু পরিচ্ছিন্নং, প্রত্যক্ তত্তু বিষয়াকারং, প্রশান্তং নির্ব্বিকারং তত্তু সবিকারং, তদেবং স্বরূপং জ্ঞানং সত্যমিত্যুক্তম্। কীদৃশং তৎ, ঐশ্বর্য্যাদি-ষড়্গুণত্বেন ভগবচ্ছব্দঃ সংজ্ঞা যস্য। যচ্চ জ্ঞানং বাসুদেবং বদন্তি। তৎপ্রাপ্তিশ্চ মহৎসেবাং বিনা ন ভবতীত্যাহ, হে রহূগণ, এতজ্‌জ্ঞানং তপসা পুরুষো ন যাতি ইজ্যয়া বৈদিককর্ম্মণা নির্ব্বপনাৎ অন্নাদিসংবিভাগেন গৃহাদ্বা তন্নিমিত্তপরোপকারেণ ছন্দসা বেদাভ্যাসেন জলাগ্ন্যাদিভিরুপাসিতৈঃ" ইত্যেষা।

অত্র ব্রহ্মত্বাদিনা জীবস্বরূপং সূক্ষ্মত্বাদিধর্ম্মকং জ্ঞানমপি নিরস্তং বেদিতব্যম্॥ (৫।১২।) শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্॥১৮৫॥

এইরূপে ভগবৎসাম্মুখ্যবিষয়ে সৎসঙ্গমাত্রই কারণরূপে উক্ত হইল। এই বিষয়ই পুনরায় ব্যতিরেক ভঙ্গীতে বলিতেছেন—হে রহূগণ! বিশুদ্ধ, পরমার্থভূত, এক (অদ্বিতীয়), বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, ব্রহ্ম (অপরিচ্ছিন্ন), প্রত্যক্ ও নির্ব্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই সত্য এবং তাহাই ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞ হইয়া থাকে। সুধীগণ এই জ্ঞানকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন।

এই জ্ঞান মহাজনগণের চরণরজোঽভিষেকব্যতীত অন্য কোন তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, নির্ব্বপণ (সন্ন্যাস), গৃহস্থধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা জল, অগ্নি বা সূর্য্যদ্বারা লব্ধ হয় না॥ ১৮৫॥

টীকা - "তবে সত্য কি? এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিতেছেন—জ্ঞানই সত্য। ব্যবহারিক সত্যতানিষেধার্থ বলিতেছেন—'পরমার্থ' অর্থাৎ পরমার্থ সত্য। ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত সাধারণজ্ঞানের নিষেধার্থ 'জ্ঞান' এই পদার্থটীর এস্থলে ক্রমশঃ ছয়টী বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—এই জ্ঞান 'বিশুদ্ধ', পরন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিজনিত জ্ঞান অবিদ্যামূলক অবিশুদ্ধ। এই জ্ঞান 'এক', পরন্তু ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞান নানারূপবিশিষ্ট। এই জ্ঞান 'অনন্তর' এবং 'অবহিঃ' অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, কিন্তু উক্ত জ্ঞান ইহার বিপরীত। এই জ্ঞান 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ পরিপূর্ণ, কিন্তু উক্ত জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। এই জ্ঞান 'প্রত্যক্', কিন্তু উক্ত জ্ঞান বিষয়াকার। এই জ্ঞান 'প্রশান্ত' অর্থাৎ নির্ব্বিকার, পরন্তু উক্ত জ্ঞান সবিকার। এইরূপ জ্ঞানই সত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই জ্ঞান কিরূপ তাহা বলিতেছেন—'ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞ' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদিষড়্গুণযুক্তত্বনিবন্ধন ভগবৎশব্দই সংজ্ঞা যাঁহার, তাদৃশ। এই জ্ঞানকে পণ্ডিতগণ 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন। মহৎসেবাব্যতীত ইহার প্রাপ্তি হয় না, এই জন্যই বলিয়াছেন—'হে রহূগণ! এই জ্ঞান পদার্থকে পুরুষ তপস্যাদ্বারা লাভ করিতে পারে না, এইরূপ 'ইজ্যা' অর্থাৎ বৈদিককর্ম্ম, 'নির্ব্বপণ' অর্থাৎ অন্নাদিসংবিভাগ, 'গৃহস্থধর্ম্ম' অর্থাৎ

তন্নিমিত্ত পরোপকারাদি, "ছন্দঃ অর্থাৎ বেদাভ্যাস অথবা জলাগ্নি প্রভৃতির উপাসনাদ্বারাও ইহাকে লাভ করা যায় না।" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

এস্থলে ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা জীবস্বরূপ সূক্ষ্মত্বাদিবিশিষ্ট জ্ঞান পর্য্যন্ত নিরস্ত হইল জানিতে হইবে। রহূগণের প্রতি শ্রীব্রাহ্মণের (জড় ভরতের) উক্তি ॥ ১৮৫ ॥

তদেবং সৎসঙ্গ এব তৎসাম্মুখ্যদ্বারমিত্যুক্তম্। তে চ সন্তস্তৎসম্মুখা এবাত্র গৃহ্যন্তে ন তু বৈদিকাচারমাত্রপরাঃ, অনুপযোগিত্বাৎ। তত্র যাদৃশঃ সৎসঙ্গস্তাদৃশমেব সাম্মুখ্যং ভবতীতি বক্তুং তেষু সৎসু যে মহান্তস্তেষাং দ্বৈবিধ্যমাহ সার্দ্ধেন (ভাঃ ৫।৫।২-৩)—

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা, জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু, ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥ ১৮৬ ॥

যে সমচিত্তা নির্ব্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠাস্তে মহান্তস্তেষাং শীলমাহ, প্রশান্তা ইত্যাদি। মহদ্বিশেষমাহ, যে বেতি। বা-শব্দঃ পক্ষান্তরে। উত্তরপক্ষত্বাদস্যৈব শ্রৈষ্ঠ্যম্। ময়ি কৃতং সিদ্ধং যৎ সৌহৃদং প্রেম তদেবার্থঃ পরমপুরুষার্থো যেষাং তথাভূতা যে তে মহান্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যতো ময়ি সৌহৃদার্থাস্তত এব দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠেষু জনেষু তথা গেহেষু জায়াত্মজবন্ধুবর্গযুক্তেষু ন প্রীতিযুক্তাঃ, কিন্তু যাবদর্থাঃ যাবানর্থঃ শ্রীভগবদ্ভজনানুরূপং প্রয়োজনং তাবানেবার্থো ধনং যেষাং তথাভূতা ইত্যর্থঃ। উভয়োর্মহত্ত্বঞ্চ মহাজ্ঞানিত্বান্মহাভাগবতত্বাচ্চ। ন তু দ্বয়োঃ সাম্যাভিপ্রায়েণ (ভাঃ ৬।১৪।৫)—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অত্র জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবিনো মহান্তঃ ভক্তিমার্গে লব্ধভগবৎপ্রেমাণো মহান্ত ইতি লক্ষণসামান্যমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ (৫।৫।) শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্ ॥ ১৮৬ ॥

অতএব এইরূপে সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের দ্বাররূপে উক্ত হইল। এস্থলে ভগবৎসাম্মুখ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই সৎ-শব্দবাচ্য। পরন্তু কেবল বৈদিকাচার-রত পুরুষগণ উক্ত শব্দবাচ্য নহে, যেহেতু ঐ সকল আচারের তৎসম্বন্ধে কোন উপযোগিতা নাই। যাহার যাদৃশ সৎসঙ্গ ঘটিবে, তাহার তাদৃশ সাম্মুখ্যই লব্ধ হইবে,—ইহা বলিবার জন্য সেই সদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা মহৎ, তাঁহাদের দ্বিবিধ (ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপাসক) ভেদ সার্দ্ধ এক শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন,—

যে সাধুব্যক্তিগণ সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধহীন ও সকলের সুহৃৎ, তাঁহারাই মহৎ অথবা যাঁহারা আমাতে (ঈশ্বরে) সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক তাহাই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন এবং দেহরক্ষক অন্নপানাদিতে আসক্তপুরুষগণের প্রতি ও জায়াপুত্রবন্ধু প্রভৃতি যুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন এবং জীবনরক্ষার উপযোগী ধনের অধিক স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ" ॥ ১৮৬ ॥

যাঁহারা "সমচিত্ত" অর্থাৎ নির্ব্বিশেষব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা মহৎ, প্রশান্ত ইত্যাদি পদদ্বারা তাঁহাদের স্বভাব বলিতেছেন। "যে বা" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা মহদ্‌বিশেষের কথা বলিতেছেন। "যে বা" এই স্থলে "বা" শব্দ পক্ষান্তর-সূচক। উত্তরপক্ষে (অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে পশ্চাদ্‌বর্ত্তিরূপে) ইহার নির্দ্দেশহেতু দ্বিতীয়পক্ষোক্ত মহৎই শ্রেষ্ঠ। আমাতে "কৃত" অর্থাৎ সিদ্ধ যে "সৌহৃদ" অর্থাৎ প্রেম, তাহাই "অর্থ" অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ যাঁহাদিগের তাঁহারাই মহৎ; এস্থলে "তৎ"-শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত "মহৎ" শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। যেহেতু তাঁহারা মদ্‌বিষয়ে সিদ্ধপ্রেমরূপপুরুষার্থ-

যুক্ত, সেই হেতুই বিষয়বার্ত্তানিষ্ঠ জনগণের প্রতি এবং জায়া, আত্মজ ও বন্ধুবর্গযুক্ত গৃহের প্রতি প্রীতিযুক্ত নহেন। কিন্তু শ্রীভগবানের ভজনানুরূপ যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেই পরিমাণ 'অর্থ' অর্থাৎ ধন আছে যাঁহাদের, তাদৃশ হইয়া থাকেন। মহা-জ্ঞানিত্ব ও মহা-ভাগবতত্ব নিবন্ধন উভয়েরই মহত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পরন্তু উভয়ের সাম্যাভিপ্রায় নহে। যেহেতু 'সিদ্ধিপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণের মধ্যেও নারায়ণপরায়ণ পুরুষ দুর্লভ' এই ভাগবতবচনে জ্ঞানী অপেক্ষা ভগবৎপরায়ণ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। এস্থলে জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভবকারীই মহৎ, আর ভক্তিমার্গে ভগবৎপ্রেম-লাভকারীই মহৎ, এইরূপে কেবলমাত্র উভয়লক্ষণেরই সমতা জানিতে হইবে॥ নিজ পুত্রগণের প্রতি শ্রীঋষভদেবের উক্তি॥ ১৮৬॥

অত্র চৈবং বিবেচনীয়ম্। তত্তন্মার্গে সিদ্ধা মহান্তো দ্বিবিধা দর্শিতাঃ। অত্র চ জ্ঞানিসিদ্ধাঃ, দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপমিত্যাদৌ বর্ণিতাঃ।

অথ ভক্তিসিদ্ধাস্ত্রিবিধাঃ, প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহা নির্দ্ধূতকষায়া মূর্চ্ছিতকষায়াশ্চ। যথা শ্রীনারদাদয়ঃ শ্রীশুকাদয়ঃ প্রাগ্জন্মগতনারদাদয়শ্চ। (ভাঃ ১।৬।২৯)—

"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনূম্। প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥"

ইত্যাদৌ, (ভাঃ ১২।১২।৬৯)—"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" ইত্যাদৌ, (ভাঃ ১।৬।২২)—

"হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥"

ইত্যাদৌ চ প্রসিদ্ধেঃ, শ্রীনারদস্য পূর্ব্বজন্মনি স্থিতকষায়স্য প্রেমবর্ণিতং স্বয়মেব (ভাঃ ১।৬।১৮)—

"প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ। আনন্দসংপ্লবে লীনো নাপশ্যমুভয়ং মুনে॥" ইতি।

শ্রীভরত এবাত্রোদাহরণীয়ঃ। তস্য চ ভূতপিপালয়িষারূপঃ প্রারব্ধালম্বনঃ সাত্ত্বিককষায়ো নিগূঢ় আসীৎ প্রেমা চ বর্ণিত ইতি। তদেবং সমানপ্রেম্নি ত্রিবিধে পূর্ব্বপূর্ব্বাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। ক্বচিৎ স্থিতেঽপি তদা প্রেমাধিক্যেনৈবাধিক্যং জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভজনীয়স্য ভগবতোঽংশাংশিত্বভেদেন ভজতশ্চ দাস্যসখ্যাদিভেদেন স্বরূপাধিক্যং প্রেমাঙ্কুরপ্রেমাদিভেদেন পরিমাণাধিক্যং চ প্রীতিসন্দর্ভে বিবৃত্য দর্শয়িষ্যামঃ।

সাক্ষাৎকারমাত্রস্যাপি যদ্যপি পুরুষপ্রয়োজনত্বং, তথাপি তস্মিন্নপি সাক্ষাৎকারে যাবান্ শ্রীভগবতঃ প্রিয়ত্বধর্ম্মানুভবস্তাবাংস্তাবানুৎকর্ষঃ। নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদতাস্বভাবস্য প্রিয়ত্বধর্ম্মানুভবং বিনা তু সাক্ষাৎ-কারোঽপ্যসাক্ষাৎকার এব। মাধুর্য্যং বিনা দুষ্টজিহ্বায়া খণ্ডস্যেব। অতএবোক্তং শ্রীঋষভদেবেন (ভাঃ ৫।৫।৬)—"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে, ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ" ইতি।

ততঃ প্রেমতারতম্যেনৈব ভক্ত-মহত্ত্বতারতম্যং মুখ্যম্। অতএব "ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থাঃ" ইত্যেব তল্লক্ষণ-ত্বেনোক্তম্। যত্র তু প্রেমাধিক্যং সাক্ষাৎকারঃ কষায়াদিরাহিত্যাদিকমপ্যস্তি স পরমো মুখ্যঃ। তত্রৈকৈকাঙ্গ-বৈকল্যে ন্যূনন্যূন ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং (ভাঃ ৫।৫।৩)—"যে বা ময়ীশে" ইত্যাদিনা যে উক্তাস্তে তু প্রাপ্তপার্ষদদেহা ন ভবন্তি, তথা বিষয়-বৈরাগ্যেঽপি গূঢ়ং সংস্কারবন্তোঽপি সম্ভবন্তি। তত্তদ্বিবেচনায় প্রকরণান্তরমুত্থাপ্যতে। যথা রাজোবাচ, (ভাঃ ১১।২।৪৪)—

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥ ১৮৭॥

এস্থলে এইরূপ বিবেচনা করা উচিত যে, ভক্তিমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যে দ্বিবিধ সিদ্ধমহদ্‌গণ প্রদর্শিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে—"মদিরা-মদান্ধ পুরুষ যেরূপ পরিহিত বস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, সেইরূপ সিদ্ধপুরুষও যে-দেহদ্বারা স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, স্বরূপজ্ঞানের পর সেই নশ্বর দেহ আসনে উপবিষ্টই থাকুক, আর আসন হইতে উত্থিতই হউক কিম্বা দৈবাৎ স্থানচ্যুতই হউক, অথবা দৈববশে পুনরায় স্থানে প্রত্যাবৃত্তই হউক, তাহা দর্শন করেন না"—এই বাক্যে জ্ঞানি-সিদ্ধের কথা বলা হইয়াছে।

অনন্তর ভগবৎপার্ষদদেহপ্রাপ্ত, নির্ধূতকষায় এবং মূর্চ্ছিতকষায়—এই ত্রিবিধ ভক্তসিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীনারদাদি, শ্রীশুকদেবাদি এবং পূর্ব্বজন্মগত শ্রীনারদাদি যথাক্রমে এই ত্রিবিধ ভক্তসিদ্ধের দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্ঞাতব্য।

"শ্রীহরি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত চিন্ময়দেহ প্রদান করিলে আমার প্রারব্ধকর্ম্মের ধ্বংসহেতু পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইয়াছিল"—ইত্যাদিস্থলে এবং "যাঁহার চিত্ত নিজসুখপরিপূর্ণ এবং তন্নিবন্ধন অন্তভাবরহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হওয়ায় স্বয়ং কৃপাপূর্ব্বক শ্রীহরিতত্ত্ব-প্রকাশক, যিনি এই পুরাণ প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশন ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে নমস্কার করিতেছি"—এই স্থলে এবং "হে বৎস! তুমি এই জন্মে সংসার-দশায় আমার দর্শনে সমর্থ নহ, যেহেতু যাহাদের কাম প্রভৃতি চিত্তমল দগ্ধ হয় নাই, তাদৃশ কুযোগিগণ আমাকে দর্শন করিতে পারে না।" এই স্থলে ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত ভক্তসিদ্ধত্রয়ের বিষয় প্রসিদ্ধই রহিয়াছে।

পূর্ব্বজন্মে বিষয়বাসনায়স্থিত শ্রীনারদ নিজের প্রেম স্বয়ংই বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"হে বেদব্যাস! তৎকালে গভীরপ্রেমভাবে শরীর পুলকিত এবং নিরতিশয় সুখ অনুভূত হওয়ায় আমি আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া নিজকে বা অপরকে প্রত্যক্ষ করি নাই।"

এবিষয়ে শ্রীভরতের উদাহরণই যুক্তিযুক্ত হয়। তাঁহার ভূতপালনেচ্ছারূপ সাত্ত্বিক কষায়ভাব নিগূঢ়রূপে বর্ত্তমান ছিল এবং প্রেমও যে ছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ পুরুষ সমজাতীয়-প্রেমবিশিষ্ট হইলেও পূর্ব্বপূর্ব্বক্রমে আধিক্য বুঝিতে হইবে, পরন্তু কোন পুরুষের তৎকালে প্রেমাধিক্য থাকিলেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব হইবে না। ভজনীয় ভগবানের অংশাংশিত্বভেদে এবং ভজনকারী ভক্তের দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভেদে স্বরূপের আধিক্য এবং ভক্তের প্রেমাঙ্কুর ও প্রেমাদিভেদে পরিমাণের আধিক্য হয়, ইহা প্রীতিসন্দর্ভে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

যদিও ভগবৎসাক্ষাৎকারই পুরুষের প্রয়োজন, তাহা হইলেও সেই সাক্ষাৎকারে ভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্ম যত অধিক-রূপে অনুভূত হয়, ততই উৎকর্ষ জানিতে হইবে। পিত্তদুষ্ট জিহ্বাদ্বারা খণ্ড (খাঁড় গুড়)-ভক্ষণে মাধুর্য্যানুভূতির অভাব-হেতু উক্ত খণ্ড-ভক্ষণ যেরূপ অভক্ষণরূপেই গণ্য হয়, সেইরূপ নিরুপাধিক প্রীতির বিষয়ীভূত শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্মানু-ভূতি ব্যতীত তাঁহার সাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকাররূপেই পরিগণিত হয়। অতএব ঋষভদেব বলিয়াছেন,—"যে পর্য্যন্ত বাসুদেবরূপী আমার প্রতি প্রীতিরূপা ভক্তির উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব দেহযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।" অতএব প্রেমতারতম্যক্রমেই ভক্ত মহাজনের তারতম্য মুখ্যরূপে জ্ঞাতব্য। অতএব "যাঁহারা আমাতে (ঈশ্বরে) সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া তাহাই পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, তাঁহারাই মহৎ" ইত্যাদি বাক্যই তাহার লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে। আর যে-স্থলে প্রেমাধিক্য এবং সাক্ষাৎকার বর্ত্তমান আছে, অথচ কষায়াদিরও অভাব রহিয়াছে, তাহা পরমমুখ্যরূপে জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে। এবিষয়ে এক এক অঙ্গের বৈকল্যে সাক্ষাৎকারাদিরও ক্রমশঃ ন্যূনত্ব হইতে ন্যূনতরত্বাদি জানিতে হইবে। অতএব "আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপনপূর্ব্বক যাঁহারা তাহাই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন"—ইত্যাদি শ্লোকে যেসকল ভক্তের কথা উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা প্রাপ্তপার্ষদদেহ-সংজ্ঞক ভক্তের মধ্যে গণ্য নহেন, যেহেতু তাঁহাদের তাদৃশক্রমে বিষয়বৈরাগ্য বর্ত্তমান থাকিলেও গূঢ়ভাবে বিষয়সংস্কারের অস্তিত্ব রহিয়াছে। অনন্তর এবিষয়ের বিচারের জন্য অন্য প্রকরণ উত্থাপিত করা যাইতেছে, যথা—নিমিরাজ বলিলেন,—

"হে ব্রাহ্মণগণ! অনন্তর ভাগবত পুরুষ কে, তাহা এবং তিনি নরগণের মধ্যে যাদৃশ ধর্ম্ম, স্বভাব, আচরণ ও বাক্যবিশিষ্ট হইয়া যে-সকল লিঙ্গদ্বারা ভগবৎপ্রিয় হইয়া থাকেন—তাহা বলুন।" ১৮৭॥

'অথ' অনন্তরং ভাগবতং ব্রূত। তজ্‌জ্ঞানার্থং স চ নৃণাং মধ্যে 'যদ্ধর্ম্মো' যৎস্বভাবস্তং স্বভাবং ব্রূত; যথা চ স 'আচরতি' অনুতিষ্ঠতি তদনুষ্ঠানং ব্রূত; যদ্‌ব্রূতে তদ্বচনঞ্চ ব্রূত; ইতি মানস-কায়িক-বাচিক-লিঙ্গপৃচ্ছা। নন্থ পূর্ব্বং (ভাঃ ১১।২।৩৯)—"শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ" ইত্যাদিনা গ্রন্থেন তত্তল্লিঙ্গং শ্রীকবিনৈবোক্তম্? সত্যং; তথাপি পুনস্তদনুবাদেন তেষু লিঙ্গেষু যৈর্লিঙ্গৈঃ স ভগবতঃ প্রিয় উত্তমমধ্যমতাদিবিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি বিবিচ্য ব্রূতেত্যর্থঃ। তত্রোত্তরম্ শ্রীহবিরুবাচ (ভাঃ ১১।২।৪৫)—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১৮৮॥"

অথ অর্থাৎ অনন্তর ভাগবত কে?—তাহা বলুন এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য তিনি নরগণের মধ্যে যাদৃশ ধর্ম্ম ও যাদৃশ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই ধর্ম্ম ও সেই স্বভাব বর্ণন করুন এবং তিনি যেরূপ আচরণ অর্থাৎ অনুষ্ঠান করেন, সেই অনুষ্ঠান ও যেরূপ বাক্য বলেন, সেই বাক্য বলুন। এতদ্দ্বারা মানসিক, কায়িক ও বাচনিক চিহ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। এস্থলে আপত্তি এই যে—"শাস্ত্র ও লোকপরম্পরা-প্রসিদ্ধ ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া নিস্পৃহ এবং বিগতলজ্জ হইয়া বিচরণ করিবে" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা পূর্ব্বে কবি নিজেই ভাগবতের চিহ্নসমূহ বর্ণন করিয়াছেন, সুতরাং পুনরায় এস্থলে তদ্বিষয়ক প্রশ্নের কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে—যদিও পূর্ব্বে লক্ষণসমূহ উক্ত হইয়াছে, তথাপি উক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে যে-সকল লক্ষণদ্বারা সেই ভাগবতপুরুষ ভগবানের প্রিয় হন অর্থাৎ যাহাদ্বারা তাঁহার উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব প্রভৃতি বিভাগ হয়, সেই সকল চিহ্ন পৃথগ্‌ভাবে বর্ণন করুন—ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য্যার্থ।

রাজার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ শ্রীহবি বলিলেন,—"যিনি চেতন ও অচেতন সর্ব্বভূতে আত্মার (অর্থাৎ আত্মাভীষ্ট) ভগবদ্ভাব অবলোকন এবং আত্মমধ্যে ভগবানে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, তিনি—উত্তম ভাগবত।" ১৮৮॥

তত্র তত্তদনুভবদ্বারাবগম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি,—সর্ব্বভূতেষ্বিতি। (ভাঃ ১১।২।৪০) "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ" ইতি শ্রীকবিবাক্যোক্ত-রীত্যা যশ্চিত্তদ্রবহাসৎ-রোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশত্বাৎ (ভাঃ ১১।২।৪১) "খং বায়ুমগ্নিম্" ইত্যাদিতদুক্ত-প্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু 'সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবম্' আত্মাভীষ্টো যো ভগবদাবির্ভাবস্তমে-বেত্যর্থঃ, 'পশ্যেৎ' অনুভবতি, অতস্তানি চ 'ভূতানি' 'আত্মনি' স্বচিত্তে তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি, এষ ভাগবতোত্তমো ভবতি। ইত্থমেব শ্রীব্রজদেবীভিরুক্তম্ (ভাঃ ১০।৩৫।৯) "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ" ইত্যাদি; যদ্বা, 'আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ' প্রেমা তমেব চেতনাচেতনেষু 'ভূতেষু পশ্যতি'। শেষং পূর্ব্ববৎ। অতএব ভক্তরূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি (ভাঃ ১১।২।৪১) "খং বায়ুম্" ইত্যাদৌ পূর্ব্বমুক্তমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব (ভাঃ ১০।২১।১৫) "নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দ-গীত,-মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ" ইত্যাদি। যদ্বা, শ্রীপট্টমহিষীভিরপি (ভাঃ ১০।৯০।১৫) "কুররি বিলপসি ত্বম্" ইত্যাদিনা। অত্র ন ব্রহ্মজ্ঞানমভিধীয়তে ভাগবতৈঃ তজ্‌জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন

জীবভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ত্ববিরোধাৎ। (ভাঃ ১।২।৬) "অহৈতুক্যব্যবহিতা" ইত্যাদিকাত্যন্তিক-ভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরভগবজ্‌জ্ঞানং (ভাঃ ১১।২।৫৫) "প্রণয়-রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ" ইত্যুপসংহারগতলক্ষণপরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ম্।

অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণৈব মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ১৮৯ ॥

এই শ্লোকে উক্ত তাদৃশ অনুভবগম্য মানস-লক্ষণ-সমূহদ্বারা মহাভাগবতের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। "এইরূপ ভক্তাঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমার্দ্র চিত্ততা-নিবন্ধন বিবশ হইয়া কদাচিৎ উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখনও রোদন, কখনও আক্রোশন (উচ্চৈঃশব্দ), কখনও গান এবং কখনও বা নৃত্য করেন" ইত্যাদি কবিবচনানুসারে যিনি চিত্তের দ্রবভাব, হাস্য ও রোদনাদিজনক অনুরাগবশতঃ "আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতি পদার্থসমূহকে শ্রীহরির শরীর-জ্ঞানে অনন্যমনে প্রণাম করিয়া থাকেন" ইত্যাদি ভাগবতোক্ত রীত্যনুসারে চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে "আত্মার ভগবদ্ভাব" অর্থাৎ আত্মাভীষ্ট যে ভগবদাবির্ভাব, তাহাই 'দর্শন' অর্থাৎ অনুভব করেন, অতএব সেই ভূতবর্গকেও 'আত্মায়' অর্থাৎ নিজচিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ভগবানেই দর্শন করেন অর্থাৎ তদাশ্রিতরূপেই অনুভব করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম। শ্রীব্রজদেবীগণও এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"বনলতা ও তরুগণ নিজের অভ্যন্তরে বিষ্ণুকে প্রকাশ করিয়াই যেন পুষ্পফলাঢ্য হইয়াছে" ইত্যাদি অথবা আত্মার ভগবানের প্রতি যে 'ভাব' অর্থাৎ প্রীতি, তাহা চেতনাচেতন ভূতগণের মধ্যে দর্শন করেন। এই পক্ষেও শ্লোকের শেষাংশ পূর্ব্বের ন্যায়ই ব্যাখ্যাযোগ্য হইয়া থাকে। অতএব ভক্তরূপ ভগবদধিষ্ঠানে যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিজাত ভক্তিহেতু ভূতগণকে নমস্কার করিতেছেন; ইহা 'আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল' ইত্যাদি-স্থলে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইহাই ভাবার্থ। সেইরূপ ব্রজদেবীগণই বলিয়াছেন,—"চেতনের কথা দূরে থাকুক, অচেতন নদীসমূহও শ্রীকৃষ্ণের মোহন বেণুরব-শ্রবণে ভর্তৃসমীপে রতিপ্রার্থনারতা কামিনীর নাভিপ্রদর্শনের ন্যায় আবর্ত্তপ্রকাশ-পূর্ব্বক স্তম্ভিতবেগ হইতেছে এবং তরঙ্গমালারূপ শত শত বাহু প্রসারণদ্বারা ভগবানের চরণযুগল আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিকশিত কমলরাশি প্রদান করিয়া পূজা করিতেছে।"

আবার পট্টমহিষীগণও বলিয়াছেন,—"হে কুররি! তুমি বিগতনিদ্রা হইয়া যাঁহার বিরহে বিলাপ করিতেছ, তোমার প্রতি প্রেমশূন্য উক্তপুরুষ আমাদের পতি; তিনি সম্প্রতি নিদ্রা যাইতেছেন, অতএব তোমার বিলাপ তিনি শ্রবণ করেন নাই" ইত্যাদি। ভাগবতগণ এস্থলে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিষয় বলেন নাই, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞান ও তাহার ফলস্বরূপ নির্ব্বিশেষমুক্তি হেয় বলিয়া এবং তন্মতে জীব ও ভগবানের বিভাগ নাই বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানের সহিত ভাগবততত্ত্বের বিরোধই হইয়া থাকে। অতএব "ভগবানে অহৈতুকী ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিব্যবধানরহিতা ভক্তিই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম"—এই আত্যন্তিক ভক্তিলক্ষণানুসারে সুতরাংই জ্ঞানের উত্তমত্বের বিরোধ হইয়া থাকে। নিরাকার ঈশ্বর কিংবা নিরাকার ভগবানের জ্ঞানও উক্ত হয় নাই, কারণ "ভগবান্ যাঁহার প্রেমরজ্জুতে বদ্ধপদ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ" এই উপসংহারগত ভক্তিলক্ষণের পরাকাষ্ঠার বিরোধ হয়।

অনন্তর মানসচিহ্নবিশেষদ্বারা মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ কহিতেছেন,—

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন পুরুষগণের প্রতি মৈত্রী, বালিশ পুরুষগণের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষিপুরুষগণের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভাগবত ॥ ১৮৯ ॥

পরমেশ্বরে 'প্রেম' করোতি তস্মিন্ ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথা 'তদধীনেষু' ভক্তেষু চ 'মৈত্রীং' বন্ধুভাবম্। 'বালিশেষু' তদ্ভক্তিমজ্ঞানৎসু উদাসীনেষু কৃপাম্। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন

(ভাঃ ৭।৯।৪৩) "শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্" ইতি।

আত্মনো 'দ্বিষৎসু উপেক্ষা' তদীয়দ্বেষে চিত্তাক্ষোভেনৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ। তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশ-সদ্ভাবাৎ—যথৈব শ্রীপ্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপৌ ভগবতো ভাগবতস্য বা দ্বিষৎসু তু সত্যপি চিত্তক্ষোভে তত্রানভিনিবেশমিত্যর্থঃ। অস্য বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফুরণং দ্বিষৎসুপেক্ষায়া এব ; ন তু প্রাগ্বৎ সর্ব্বত্র তস্য তৎপ্রেম্ণো বা স্ফুরণং ; ততো মধ্যমত্বম্।

অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎস্ফুরণানন্দাদয়ো বিশেষত এব। ততশ্চ তস্মিন্নধিকৈব মৈত্রী যদ্যবতি, তন্নো নিষিধ্যতে, কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্ভাবাবশ্যকতা বিধীয়তে। পরমোত্তমোত্তমেঽপি তথা দৃষ্টম্ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)—

"ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" ইতি।

(ভাঃ ৪।২৪।৩০) "অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা" ইতি চ শ্রীরুদ্রগীতাৎ, (ভাঃ ১।৭।১১)—

"হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥"

ইতি শ্রীসূতবাক্যাচ্চ। এবং "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" (ভাঃ ১০।১।৩৫) ইত্যাদৌ তত্র বাদরায়ণি-প্রভৃতীনাং দ্বেষোঽপি দৃশ্যতে। কিন্তু মধ্যমানাং তত্রানভিনিবেশ এব স্ফুরতি। তেষান্তু তত্রাপি তদ্বিধশাস্তৃত্বেন নিজাভীষ্টদেবপরিস্ফুর্ত্তির্ব্যাহন্যত এব ইতি বিশেষঃ।

তদ্দৃষ্টৈব চ শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি দুর্য্যোধনাদৌ নমস্কারঃ—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ" (ভাঃ ৪।৩।২৩) ইত্যাদি শ্রীশিব-বাক্যবৎ। উক্তঞ্চ লক্ষ্মণাহরণে (ভাঃ ১০।৬৮।১৭) "সোঽভি-বন্দ্যাম্বিকাপুত্রম্" ইত্যাদৌ "দুর্য্যোধনং চ" ইতি। যত্র পক্ষে চ স্বকীয়ভাবস্যৈব সর্ব্বত্রাপি স্ফূর্ত্তেঃ শ্রীভগবদাদিদ্বিষৎস্বপি সা পর্য্যবস্যতি তত্র চ নাযুক্ততা।

যতস্তে নিজপ্রাণকোটিনির্মঞ্ছনীয়তচ্চরণপঙ্কজপরাগলেশাস্তেষাং দুর্ব্যবহারদৃষ্ট্যা ক্ষুভ্যন্তি। স্বীয় ভাবানু-সারেণ ত্বেবং মন্যন্তে—"অহো ঈদৃশশ্চেতনো বা কঃ স্যাদ্যঃ পুনরস্মিন্ সর্ব্বানন্দকন্দকদম্বে নিরুপাধিপরম-প্রেমাস্পদে সকললোকপ্রসাদক-সদ্গুণমণিভূষিতে সর্ব্বহিতপর্য্যবসায়িচর্য্যামৃতে শ্রীপুরুষোত্তমে তৎপ্রিয়জনে বা প্রীতিং ন কুর্ব্বীত ; তদ্দ্বেষকারণন্তু সুতরামেবাস্মদ্বুদ্ধিপদ্ধতিমতীতম্। তস্মাদ্ ব্রহ্মাদিস্থাবরপর্য্যন্তা অতুষ্টা তুষ্টাশ্চ তস্মিন্ বাঢ়ং রজ্যন্তু এব" ইতি। তদুক্তং শ্রীশুকেন, (ভাঃ ১১।২।১-২)—

"গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ। অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্। ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥" ইতি।

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১।২।৪০)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ ১৯০॥

"পরমেশ্বরে প্রেম করেন"—ইহার অর্থ পরমেশ্বরে ভক্তিযুক্ত হ'ন। সেইরূপ 'তদধীন' অর্থাৎ ভক্তগণের প্রতি 'মৈত্রী' অর্থাৎ বন্ধুতা করেন। 'বালিশ' অর্থাৎ তদ্ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীন পুরুষগণের প্রতি কৃপা করেন।

শ্রীপ্রহ্লাদ যেরূপ বলিয়াছেন,—"যে সকল মূঢ় ব্যক্তি আপনার বীর্য্যকীর্ত্তনরূপ মহামৃত হইতে বিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিমিত্ত যে মায়াসুখ, তজ্জন্য কুটুম্বাদিভার বহন করে, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার অতিশয় শোক হয়।"

"বিদ্বেষযুক্ত পুরুষগণের প্রতি উপেক্ষা"—এই বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের প্রতি উক্ত বিদ্বেষিগণের দ্বেষসত্ত্বেও চিত্তের ক্ষোভ রাহিত্যহেতু তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য। যেহেতু অজ্ঞ বলিয়া তাহাদের প্রতিও কৃপাংশের সম্ভাব আছে। যেরূপ হিরণ্যকশিপুর প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের কৃপাংশের সম্ভাব ছিল। ভগবান্ বা ভাগবতগণের প্রতি যাহারা বিদ্বেষী, তাহাদের প্রতি চিত্তক্ষোভ থাকিলেও উক্ত স্থলে তাহাতে অনভিনিবেশই 'উপেক্ষা'-শব্দের তাৎপর্য্য। অজ্ঞের প্রতি এই ভক্তের কৃপা এবং দ্বেষকারীর প্রতি উপেক্ষারই স্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেমের স্ফূর্ত্তি হয় না, অতএব এই ভক্ত মধ্যম।

উত্তম ভক্তেরও ভগবদধীন পুরুষগণের দর্শনে ভগবৎস্ফূর্ত্তিজনিত আনন্দাদি বিশেষভাবেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব উত্তমভক্তের ভগবদধীন পুরুষে মৈত্রীভাব অধিকরূপে দৃষ্ট হয় : এস্থলে তাহার নিষেধ হয় নাই, পরন্তু সর্ব্বত্র উক্ত ভাবের আবশ্যকতাই বিহিত হইতেছে। পরমোত্তমোত্তম ভক্তেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—"ভগবৎসঙ্গিগণের যে সঙ্গ, তাহার ক্ষণার্দ্ধের সহিতও আমি স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা করি না, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর রাজ্যাদির কথা আর কি বলিব ?"

"হে রাজনন্দনগণ! তোমরা পরমভাগবত, অতএব ভগবান্ আমার যেরূপ প্রিয়, তোমরাও সেইরূপ প্রিয়।" —এই রুদ্রবাক্যানুসারে এবং "সর্ব্বদা বৈষ্ণবপ্রিয় সেই শ্রীবাদরায়ণি (শ্রীশুক) হরিগুণে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্যাসদেবের নিকট মহাপুরাণ ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।"—এই সূতবাক্যানুসারেও সর্ব্বত্র মৈত্রী পরিলক্ষিত হয়।

এইরূপ "ভোজানাং কুলপাংসনঃ" (ভোজবংশের কলঙ্কস্বরূপ) ইত্যাদিবাক্যে বাদরায়ণি প্রভৃতির কংসের প্রতি দ্বেষও দৃষ্ট হয়। কিন্তু মধ্যমভাগবতের তদ্বিষয়ে অনভিনিবেশই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর বিশেষ এই যে, মধ্যম-ভাগবতগণের কংসাদিতেও তাদৃশ শাসনকর্ত্তৃরূপে অব্যাহতভাবে স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপ দৃষ্টিহেতুই শ্রীউদ্ধব প্রভৃতি দুর্য্যোধনাদিকে নমস্কার করিয়াছিলেন। "হে সুমধ্যমে! আমি যে কেবলমাত্র অভ্যাগতব্যক্তিকেই বাসুদেবজ্ঞানে নমস্কার করি, তাহা নহে, পরন্তু সর্ব্বদা হৃদয়মধ্যেও বাসুদেবকে চিন্তা করিয়া থাকি। বিশুদ্ধসত্ত্বগুণই বসুদেব-শব্দে উক্ত হয় ; যেহেতু সেই নির্ম্মলসত্ত্বগুণে অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেবের প্রকাশ হয়, সেইহেতু আমি তাঁহাকে নমস্কারদ্বারা সেবা করি।"—পার্ব্বতীর প্রতি শ্রীশিবের এই বাক্যের ন্যায় পূর্ব্বস্থলেও বুঝিতে হইবে। লক্ষ্মণার (দুর্য্যোধনকন্যার) অপহরণবৃত্তান্তে "তিনি ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনকে প্রণাম করিয়া" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। যে-স্থলে সর্ব্বত্র নিজের ভাব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভগবদ্বিদ্বেষিজনের প্রতিও সেই ভাবের স্ফুরণ হইতে থাকে, তাদৃশ ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

যেহেতু যাঁহারা স্বকীয় কোটি কোটি প্রাণদ্বারা ভগবানের একটীমাত্র পাদপদ্মরেণুর নির্ম্মঞ্ছনব্যাপারে সতত ইচ্ছুক, তাঁহারা ভগবানের প্রতি অন্যের দুর্ব্ব্যবহার-দর্শনে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজ হৃদয়ানুসারে এরূপ বিচার করেন যে, ঈদৃশ চেতন কে আছে যে এই সর্ব্বানন্দকন্দকদম্বস্বরূপ নিরুপাধিকপ্রেমরসাস্পদ সর্ব্বানুগ্রহকারি-সদ্গুণমণিবিভূষিত এবং সর্ব্বলোকের পরিণামহিতকারী সেই শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি অথবা তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি প্রীতি না করে ? পরন্তু তাঁহাদের প্রতি দুর্জ্জনগণের দ্বেষের কারণ কি, তাহাই আমাদের জ্ঞানমার্গের অগোচর। অতএব ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত দুষ্ট এবং অদুষ্ট সকলেই তাহাতে সত্য সত্যই অনুরক্ত হয়।

অতএব শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—"হে রাজন্! শ্রীনারদ কৃষ্ণোপাসনায় লালসান্বিত হইয়া সর্ব্বদা গোবিন্দ-ভুজরক্ষিত দ্বারকায় বাস করিতেন। হে রাজন্! নিয়তমৃত্যুশীল কোন্ ইন্দ্রিয়বান্ ব্যক্তি মুক্ত, মুমুক্ষু এবং দেবগণেরও উপাস্য সেই শ্রীমুকুন্দপাদপদ্ম ভজন না করিবে ?"

অনন্তর ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপ কায়িকচিহ্ন এবং কিঞ্চিৎ মানসচিহ্নদ্বারা কনিষ্ঠভাগবতের লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চায়ই শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যজনের মধ্যে শ্রীহরির পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত ॥ ১৯০ ॥

'অর্চ্চায়াং' প্রতিমায়ামেব, 'ন তদ্ভক্তেষু, অন্যেষু চ সুতরাং ন', ভগবৎপ্রেমাভাবাদ্-ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাবাৎ সর্ব্বাদরলক্ষণ-ভক্তগুণানুদয়াচ্চ। স 'প্রাকৃতঃ' প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ—অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ 'শ্রদ্ধা' ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা, (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।' যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু" ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তৈবেতি পূর্ব্ববৎ। অতশ্চাজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ। অথ টীকা—"পুনরষ্টভিঃ শ্লোকৈরভ্যর্হিতত্বাৎ উত্তমস্যৈব লক্ষণান্যাহ।" তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৮)—

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥ ১৯১॥

'অর্চ্চায়' অর্থাৎ প্রতিমায়ই শ্রীহরির পূজা করেন, পরন্তু হরিভক্তের মধ্যে তাঁহার পূজা করেন না, সুতরাং অন্য-জনের মধ্যেও করেন না। ঈদৃশভক্তের ভগবৎপ্রেমাভাব, ভক্তমাহাত্ম্যজ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বাদর-লক্ষণরূপ ভক্তগুণের অনুদয়বশতঃ এই ভক্ত 'প্রাকৃত' অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রারম্ভ অর্থাৎ সম্প্রতি অল্পকাল যাবৎই তাঁহার ভক্তি প্রারব্ধ হইয়াছে, এই কনিষ্ঠভক্তের শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থাবধারণজাত নহে, যেহেতু "বাতপিত্তশ্লেষ্মাময় এই শবতুল্যদেহে যাহার আত্মবুদ্ধি, কলত্রা-দিতে আত্মীয়বুদ্ধি, পার্থিব প্রতিমাদিতে পূজ্যবুদ্ধি এবং নদ্যাদিসলিলে যাহার তীর্থবুদ্ধি বর্ত্তমান, অথচ ভগবত্তত্ত্ব-অভিজ্ঞ-ব্যক্তিতে কখনও তাদৃশবুদ্ধি নাই, সেই ব্যক্তি গো এবং গর্দ্দভ।"—এই শাস্ত্রবাক্য তাঁহারা অবগত নহেন। অতএব তাঁহাদের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র লোকপরম্পরাপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। অতএব অজাতপ্রেম অথচ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকই মুখ্যকনিষ্ঠরূপে জ্ঞাতব্য। টীকা—"উত্তমভক্তের শ্রেষ্ঠত্বহেতু পুনরায় আটটী শ্লোকে তাঁহার লক্ষণসমূহ বলিতেছেন।"

যথা—হে মহারাজ! বাসুদেবে আবিষ্টচিত্ত যে ব্যক্তি এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়া জানিয়া ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে অনাবিষ্টতাহেতু কোন দ্বেষ বা হর্ষ প্রকাশ করেন না, তিনিই উত্তম ভাগবত॥ ১৯১॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ তদাবিষ্টচিত্তো ন গৃহ্লাতি তাবদিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ গৃহীত্বাপীত্যপিশব্দার্থঃ। ইদং বিশ্বং মায়া বহিরঙ্গশক্তিবিলাসত্বাদ্ধেয়মিত্যর্থঃ। অত্রাপি কায়িকমানসয়োঃ সাঙ্কর্য্যম্। অথ কেবলমানস-লিঙ্গৈরাহ যাবৎ প্রকরণম্ (ভাঃ ১১।২।৪৯)—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো, জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ, স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥ ১৯২॥

ভগবদাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বোক্তরূপে (অর্থাৎ বস্তুবিশেষে অনুরাগ বা দ্বেষ-পূর্ব্বক) গ্রহণ করেন না—ইহাই 'অপি'-শব্দের অর্থ। এই বিশ্ব 'মায়া' অর্থাৎ বহিরঙ্গশক্তির বিলাস বলিয়া হেয়। এস্থলে লক্ষণবাক্যেও কায়িক এবং মানসলক্ষণসমূহের সাঙ্কর্য্য (মিশ্রণ) ঘটিয়াছে।

অনন্তর এই প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত কেবল মানসচিহ্নদ্বারা উত্তমভক্তের লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—

যিনি শ্রীহরির স্মৃতিবশতঃ দেহের জন্ম-মরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের শ্রমরূপ সংসার-ধর্ম্ম-সমূহদ্বারা বিমুগ্ধ হন না, তিনিই প্রধান ভাগবত॥ ১৯২॥

যো 'হরেঃ স্মৃত্যা' দেহাদীনাং সংসারধর্ম্মৈর্জন্মাপ্যয়াদিভির্বিমুহ্যমানো ন ভবতি, স ভাগবতপ্রধানঃ। উক্তঞ্চ শ্রীগীতাসু (৭।২৮)—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

তথা (ভাঃ ১১।২।৫০)—

"ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥" ১৯৩॥

যে ব্যক্তি শ্রীহরির স্মৃতিবশতঃ দেহাদির জন্মমরণাদি সংসারধর্ম্মসমূহদ্বারা বিমুহ্যমান হন না, তিনিই ভাগবত-প্রধান। শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—"মহত্তম জনগণের দর্শনরূপ পুণ্যকর্ম্মহেতু যাঁহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্ব ও মোহ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দৃঢ়নিষ্ঠভাবে আমাকে ভজন করেন।" সেইরূপ (শ্রীমদ্ভাগবতে)—"যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বীজ (বাসনা)-সমূহের উৎপত্তি হয় না এবং যিনি বাসুদেবৈকাশ্রয়, তিনিই ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম॥" ১৯৩॥

'বীজানি' বাসনাঃ। 'বাসুদেবৈকনিলয়ঃ' বাসুদেবমাত্রাশ্রয়ঃ। তথা (ভাঃ ১১।২।৫১)—

"ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥" ১৯৪॥

'বীজ'-শব্দে বাসনা, 'বাসুদেবৈকনিলয়'-শব্দে বাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনি। সেইরূপ—

"যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা জাতিহেতু দেহে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়॥" ১৯৪॥

'জন্ম' সংকুলম্; 'কর্ম্ম' তপ আদি; 'জাতয়োঽনুলোমজা মূর্দ্ধাভিষিক্তাদয়ঃ। এতাভি-র্যস্যাস্মিন্ দেহেঽহংভাবো ন সজ্জতে কিন্তু ভগবৎসেবৌপায়িকে সাধ্যে এব দেহে সজ্জত ইত্যর্থঃ, স হরেঃ প্রিয়ো ভাগবতোত্তম ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ প্রকরণার্থত্বাৎ। হরেঃ প্রিয় ইতি হি ভাগবতত্বাদেব। তথা (ভাঃ ১১।২।৫২)—

"ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥" ১৯৫॥

'জন্ম'-শব্দে সংকুল, 'কর্ম্ম'-শব্দে তপস্যাপ্রভৃতি, 'জাতি'-শব্দে অনুলোমক্রমে জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত (বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তান—মূর্দ্ধাভিষিক্ত) প্রভৃতি জ্ঞাতব্য। এই সকলদ্বারা যাঁহার এই দেহে অহংভাব উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল সাধ্যদেহেই তাদৃশভাব হয়, তিনিই শ্রীহরির প্রিয় ভাগবতোত্তম, এইরূপে পূর্ব্বের সহিত অন্বয় জানিতে হইবে। যেহেতু এই প্রকরণে ইহারই (ভাগবতোত্তমেরই) প্রস্তাব হইতেছে। এস্থলে ভাগবতত্ব-হেতুই তাঁহাকে হরির প্রিয় জানিতে হইবে। সেইরূপ (শ্রীমদ্ভাগবতে)—

"যাঁহার ধনে স্বকীয় বা পরকীয় জ্ঞান এবং আত্মসমূহে ভেদজ্ঞান নাই, অথচ যিনি সর্ব্বভূতে সুহৃদ্‌ভাবযুক্ত ও শান্তচিত্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম॥" ১৯৫॥

'বিত্তেষু' স্বীয়ং পরকীয়মিতি 'আত্মনি' স্বঃ পর ইতি। অত্র বিত্তবদাত্মনি চ স্বপক্ষপাতমাত্রং নিষিধ্যতে ন ব্যক্তিভেদঃ। কিঞ্চ (ভাঃ ১১।২।৫৩)—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ, স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা,-ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥ ১৯৬ ॥

ধনে স্বকীয় বা পরকীয় জ্ঞান এবং আত্মসমূহে স্ব বা পর—এইরূপ ভেদজ্ঞান, ইহাই বাক্যার্থ জানিতে হইবে। এস্থলে ধনের ন্যায় আত্মাতেও স্বপক্ষপাতমাত্রই নিষিদ্ধ হইয়াছে, পরন্তু ব্যক্তিভেদ নিষিদ্ধ হয় নাই। এইরূপ—

ত্রিলোকের রাজ্যলাভার্থও যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না অর্থাৎ তৎপ্রতি প্রলুব্ধ হয় না এবং যিনি শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদিদেবগণদুর্ল্লভ ভগবৎপাদপদ্ম হইতে নিমিষার্দ্ধও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ॥ ১৯৬ ॥

অচলনত্বে হেতুঃ—ত্রিভুবনেতি। তত্র হেতুঃ—'অজিতে' হরাবেব আত্মা যেষাং তৈর্ব্রহ্ম প্রভৃতিভিঃ সুরাদিভিরপি বিমৃগ্যাদ্দুর্ল্লভাদিত্যর্থঃ। অপি চ বিষয়াভিসন্ধিশ্চলনং কামেনাতিসন্তাপে সতি ভবেৎ স তু ভগবৎসেবানির্বৃতৌ ন সম্ভবতীত্যাহ, (ভাঃ ১১।২।৫৪)—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা,-নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স, প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥ ১৯৭ ॥

"ন চলতি" এস্থলে ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত না হওয়ার হেতু এই যে, তিনি ত্রিলোকরাজ্যলাভার্থও অকুণ্ঠিতস্মৃতিযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ মহাবিভবেও তাঁহার স্মৃতি আকৃষ্ট নহে। তাদৃশ অকুণ্ঠিত-স্মৃতিবিষয়ে হেতু এই যে—শ্রীহরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদিদেবগণেরও দুর্ল্লভ হরিপদ লব্ধ হইলে ত্রৈলোক্যবিভবেও চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ এস্থলে বিষয়াভিসন্ধির নামই চলন; কামনাজনিত সন্তাপ হইতে এই বিষয়াভিসন্ধি উৎপন্ন হয়, পরন্তু ভগবৎসেবাজনিত সুখ-হেতু শান্তিলাভ হইলে তাহার সম্ভব হয় না। অতএব উক্ত হইয়াছে,—

চন্দ্র উদিত হইলে সূর্য্যকিরণ যেরূপ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ ভগবৎসেবাপরায়ণ জনগণের হৃদয়সন্তাপও ভগবানের প্রভূত বিক্রমযুক্ত পদনখমণির চন্দ্রিকাদ্বারা নিবারিত হইলে পুনরায় উদিত হইতে পারে না ॥ ১৯৭ ॥

উরুবিক্রমৌ চ তাবঙ্ঘ্রী চ তয়োঃ শাখা অঙ্গুলয়শ্চন্দ্রিকা তাপহারিণী দীপ্তিঃ তাপঃ কামাদিসন্তাপঃ। তথা (ভাঃ ১১।২।৫৫)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা, দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ, স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ১৯৮ ॥

টীকা চ—উক্তসমস্তলক্ষণসারমাহ,—বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাদ্যস্য হৃদয়ং ন 'বিসৃজতি' ন বিমুঞ্চতি। অবশেনাপ্যভিহিতমাত্রোঽপ্যঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং ন বিসৃজতি—"যতঃ প্রণয়রসনয়া ধৃতং হৃদয়ে বদ্ধম্ অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য স ভাগবতপ্রধান উক্তো ভবতি" ইত্যেষা। অত্র কামাদীনামসম্ভবে হেতুঃ—সাক্ষাদিতি পদং, তদুত্তরকালত্বাৎ সাক্ষাৎকারস্য। তথা "হরিরবশাভি-হিতোঽপি" ইত্যাদিনা যত্র তাদৃশপ্রণয়বাংস্তেনানেন তু সর্ব্বদা পরমাবেশেনৈব কীর্ত্ত্যমানঃ সুতরামেব "অঘৌঘনাশঃ" স্যাদিত্যভিহিতম্। উক্তঞ্চ (ভাঃ ২।১।১১) "এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্" ইত্যাদি। তত উভয়থৈব তেষামঘসংস্কারো ন স্যাতুমিষ্ট ইতি ধ্বনিতম্। অনেন বাচিকলিঙ্গমপি

নির্দ্দিশ্য "যদ্‌ব্রূতে" ইত্যস্যোত্তরমুক্তম্। প্রকরণেঽস্মিন্ "গৃহীত্বাপি" ইত্যাদিনামুত্তমভাগবতলক্ষণপদ্যানামমীষাম্-পৃথক্ পৃথক্ চ বাক্যত্বং জ্ঞেয়ম্। তথাভূতভগবদ্‌বশীকারবতি ভাগবতোত্তমে তত্তল্লক্ষণানামপ্যন্তর্ভাবাৎ। ক্বচিৎ দ্বিত্রাদিলক্ষণমাত্রদর্শনাচ্চ। তত্রাপৃথগ্‌বাক্যতায়ামেকৈকবাক্যগতেনৈকৈকেনৈব লক্ষণেনায়মেব "সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদ্যুক্তো মহাভাগবতো লক্ষ্যতে। তত্তদ্ধর্ম্মহেতুত্বেন তু "বিসৃজতি" ইত্যাদিনা সর্ব্বলক্ষণসারোপন্যাসঃ। যা চ তত্রাপি "স্মৃত্যা হরেঃ" ইত্যাদিনা হেতুত্বেন স্মৃতিরুক্তা তস্যা এব বিবরণমিদমন্তিমবাক্যমিতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈকেনৈব বাক্যেন কৃতেঽপি ভাগবতোত্তমলক্ষণে স্পষ্টীকরণার্থমেবান্যদন্যদ্বাক্যমিতি সমর্থনীয়ম্।

অতএব পৃথক্ পৃথগ্‌ভাগবতোত্তম ইত্যাদ্যনুবাদোঽপি সঙ্গচ্ছতে। পৃথগ্‌বাক্যতায়ান্তু যত্র সাক্ষাদ্-ভগবৎসম্বন্ধো ন শ্রূয়তে, তত্র ভাগবতপদবলেনৈব প্রকরণবলেনৈব বা জ্ঞেয়ঃ। পূর্ব্বোত্তরপদ্যস্থং "স্মৃত্যা" ইত্যাদি পদং বা যোজনীয়ম্। তথাত্র পক্ষে চাপেক্ষিকমেবান্যত্র ভাগবতোত্তমত্বম্। তত্রোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যক্রমোঽয়ম্— "অর্চ্চায়ামেব" ইতি "ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাম্" ইতি; "ন যস্য স্বঃ পরঃ" ইতি; "গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ" ইতি; "দেহেন্দ্রিয়প্রাণ" ইতি। অস্য সংস্কারোঽস্তি, কিন্তু তেন বিমোহো ন স্যাদিতি মূর্চ্ছিতসংস্কারোঽয়ং জাতনবীন-প্রেমাঙ্কুরঃ স্যাৎ।

তথা "ন কামকর্ম্মবীজানাম্" ইত্যস্যৈব বিবরণং "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপি" ইতি। ইয়মেব নৈষ্ঠিকী ভক্তির্ধ্যানাখ্যা ধ্রুবানুস্মৃতিরিত্যুচ্যতে। অস্য প্রেমাঙ্কুরোঽপ্যনাচ্ছাদ্যত্বৈব জাতোঽস্তি। অন্যথা তাদৃশ-স্মরণসাতত্যাভাবঃ স্যাৎ। অয়ং হি নির্ধূতকষায়ো নিরূঢ়প্রেমাঙ্কুর ইতি লভ্যতে তত ঊর্দ্ধং সাক্ষাৎ প্রেমজন্মতঃ "ঈশ্বরে তদধীনেষু" ইতি। অস্য মৈত্র্যাদিকং ত্রয়মপি ভক্তিহেতুকমেবেতি। ন কষায়স্থিতিরবগন্তব্যা নির্ধূতকষায়মহাপ্রেমসূচকস্য। "সর্ব্বভূতেষু" ইত্যস্য তু বিবরণং "বিসৃজতি" ইতি।

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারো নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্‌বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥"

ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং মহত্ত্বম্ অর্চ্চনমার্গপরাণাং মধ্য এব জ্ঞেয়ং প্রসিদ্ধপ্রীতিত্বাৎ। অত্র তাপাদি-পঞ্চসংস্কারাদি, "তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম" ইত্যাদিনা তত্রৈব দর্শিতম্। নবেজ্যাকর্ম্মকারত্বঞ্চানেন বচনেন দৃশ্যতে,—

"অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যোগো হি বন্দনম্। নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে। নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রাণাং সততং স্মৃতা॥" ইতি।

অর্থপঞ্চকবিত্ত্বঞ্চ 'উপাস্যঃ' শ্রীভগবান্, 'তৎপরমং পদং', 'তদ্‌দ্রব্যং', 'তন্মন্ত্রঃ', 'জীবাত্মা' চেতি পঞ্চতত্ত্ব-জ্ঞাতৃত্বম্। তচ্চ শ্রীহয়শীর্ষে বিবৃতং সংক্ষিপ্য লিখ্যতে।

"এক এবেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষঃ কৃষ্ণচ্ছুরিতমূর্দ্ধজঃ॥
বৈকুণ্ঠাধিপতির্দেব্যা লীলয়া চিৎস্বরূপয়া। স্বর্ণকান্ত্যা বিশালাক্ষ্যা স্বভাবাদ্‌গাঢ়মাশ্রিতঃ॥
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ পূর্ণো ব্যাপকঃ সর্ব্বকারণম্। বেদগুহ্যো গভীরাত্মা নানাশক্ত্যোদয়ো নবঃ॥" ইত্যাদি।
"স্থানতত্ত্বমতো বক্ষ্যে প্রকৃতেঃ পরমব্যয়ম্। শুদ্ধসত্ত্বময়ং সূর্য্যচন্দ্রকোটিসমপ্রভম্॥
চিন্তামণিময়ং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। আধারং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রলয়বর্জ্জিতম্॥" ইত্যাদি।

"দ্রব্যতত্ত্বং শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ॥
ভবন্তি তাদৃশাবল্লাস্তদ্ভবঞ্চাপি তাদৃশম্। গন্ধরূপং স্বাদুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ॥
হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেদ্ধি তৎ। ত্বগ্ বীজঞ্চৈব হেয়াংশং কঠিনাংশঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বং তদ্ভৌতিকং বিদ্ধি ন হ্যভূতময়ঞ্চ তৎ। রসস্য যোগতো ব্রহ্মন্ ভৌতিকং স্বাদুবদ্ভবেৎ॥
তস্মাৎ সাধ্যো রসো ব্রহ্মন্ রসঃ স্যাদ্ব্যাপকঃ পরঃ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্র স্যাদ্রসরূপকম্॥" ইতি।
"বাচ্যত্বং বাচকত্বঞ্চ দেবতামন্ত্রয়োরিহ। অভেদেনোচ্যতে ব্রহ্মন্ তত্ত্ববিদ্ভির্বিচারিতঃ॥" ইত্যাদি।
"মরুৎসাগরসংযোগে তরঙ্গাৎ কণিকা যথা। জায়ন্তে তৎস্বরূপাশ্চ তদুপাধিসমাবৃতাঃ॥
আশ্লেষাদুভয়োস্তদ্বদাত্মানশ্চ সহস্রশঃ। সঞ্জাতাঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপতঃ॥" ইত্যাদ্যপি।

কিন্তু শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিষু স্বস্বোপাসনাশাস্ত্রানুসারেণাপরোঽপি বিশেষঃ কশ্চিজ্ জ্ঞেয়ঃ। জীব-নিরূপণঞ্চেদং—"ন ঘটত উদ্ভবঃ" ইত্যনুসারেণোপাধিসহিতমেব কৃতম্। নিরুপাধিকন্তু,—

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ। তথা, (গী ৭।৫)—

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" ইতি।
(গী ১৫।৭)—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি চ গীতানুসারেণ। তথা,—

"যৎ তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥"

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রানুসারেণ জ্ঞেয়ম্॥ (১১।২।) হবির্যোগেশ্বরো নিমিম্॥ ১৯৮॥

'উরুবিক্রম'-শব্দ অঙ্ঘ্রিযুগলের বিশেষণ (উরুবিক্রম এবং অঙ্ঘ্রিযুগল এই উভয়পদে কর্ম্মধারয় সমাস), তাদৃশ অঙ্ঘ্রিযুগলের 'শাখা' অর্থাৎ অঙ্গুলি। 'চন্দ্রিকা'-শব্দে তাপহারিণী দীপ্তি, 'তাপ'-শব্দে কামাদি-সন্তাপ।

এইরূপ—হে মহারাজ! অবশে অভিহিত হইয়াও যিনি অঘৌঘ নাশ করেন, তাদৃশ শ্রীহরি প্রণয়-রজ্জুদ্বারা পদযুগলে ধৃত হইয়া কখনও যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন না, তিনিই 'উত্তম ভাগবত' নামে কথিত হন॥ ১৯৮॥

এই শ্লোকের স্বামিটীকা—"বিসৃজতি ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা কথিত লক্ষণসমূহের সার বর্ণিত হইতেছে। অবশ-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক কেবলমাত্র 'অভিহিত' অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াই যিনি 'অঘৌঘ' অর্থাৎ পাপসমূহ নাশ করেন, সেই শ্রীহরিই স্বয়ং সাক্ষাৎ যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করেন না। কি-হেতু হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তাহা বলিতেছেন, যথা—তাদৃশ-ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্ম প্রীতিরূপ রজ্জুদ্বারা ধৃত অর্থাৎ আবদ্ধ রহিয়াছে। এতাদৃশ ভক্তই ভাগবতপ্রধানরূপে উক্ত হইয়া থাকেন॥"

এস্থলে কামাদির অনুৎপত্তির হেতুরূপে 'সাক্ষাৎ' এই পদটী উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ নামোচ্চারণের উত্তরকালেই সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া কামাদির উদ্ভব-বিষয়ে অবসর ঘটে না।

সেইরূপ "শ্রীহরি অবশকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াও" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি তাদৃশ প্রণয়যুক্ত, তিনি সর্ব্বদা পরম আবেশের সহিতই কীর্ত্তন করেন বলিয়া শ্রীহরি তাঁহার পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন।

আরও উক্ত হইয়াছে যে—"হে রাজন্! কামী, মুমুক্ষু কিম্বা যোগী—সকলের পক্ষেই ভগবন্নামকীর্ত্তন সর্ব্বভয়া-পহারকরূপে নির্ণীত হইয়াছে।"

অতএব উভয়প্রকারেই তাঁহাদের পাপসংস্কার থাকিতে পারে না—ইহাই ধ্বনিত হইল। এতদ্দ্বারা বাচিক-লিঙ্গেরও নির্দ্দেশপূর্ব্বক 'তিনি যাদৃশবাক্যবিশিষ্ট' অর্থাৎ তিনি যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা বলুন—এই পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল। 'হে মহারাজ! বাসুদেবে আবিষ্টচিত্ত যে পুরুষ' ইত্যাদি এই প্রকরণস্থ উত্তম ভাগবতের লক্ষণস্বরূপ পদ্যসমূহের একবাক্যতা ও পৃথগ্‌বাক্যতা উভয়ই জানিতে হইবে। যেহেতু, তাদৃশ ভগবৎদ্বশীকারী ভাগবতোত্তম পুরুষে কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় লক্ষণেরই সদ্ভাব, আর কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র লক্ষণদ্বয় বা লক্ষণত্রয়ের সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে এই লক্ষণসমূহের একবাক্যতা-স্বীকারপক্ষে এক-এক বাক্যগত এক একটী লক্ষণদ্বারাই 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ' সর্ব্বভূতে যিনি আত্মাভীষ্ট ভগবদ্‌ভাব দর্শন করেন) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত এক মহাভাগবতই লক্ষিত হইয়া থাকেন। 'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য' (নামোচ্চারণ মাত্রেই পাপরাশিবিনাশী শ্রীহরি যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ধর্ম্মসমূহের হেতুতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমস্ত লক্ষণের সার বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'স্মৃত্যা হরেঃ' (হরির স্মৃতিবশতঃ যিনি দেহাদির জন্মমরণাদিরূপ সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ হ'ন না, তিনিই ভাগবতপ্রধান) এই শ্লোকে জন্মমরণাদি সংসারধর্ম্মে বিমুগ্ধ না হওয়ার প্রতি স্মৃতিকেই হেতুরূপে বলা হইলেও 'বিসৃজতি' ইত্যাদি অন্তিমশ্লোকে তাহারই বিস্তৃত উক্তি জানিতে হইবে। এইপক্ষে একশ্লোকেই উত্তমভাগবতের লক্ষণ করিলেও অন্যান্য শ্লোকবচনসমূহ তাহারই স্পষ্টীকরণার্থ হইয়া থাকে, এরূপ সমর্থন করিতে হইবে।

অতএব প্রতি শ্লোকে 'তিনিই ভাগবতোত্তম' এইরূপ অনুবাদ ও (পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনও) সঙ্গত হইয়া থাকে।

উক্ত লক্ষণসমূহের পৃথগ্‌বাক্যতা স্বীকার-পক্ষে যে লক্ষণ শ্লোকে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের সম্বন্ধে শ্রুত হইতেছে না, সেই লক্ষণে 'ভাগবত' এই পদপ্রয়োগবলে অথবা ভাগবতলক্ষণের প্রকরণবশতই ভগবানের সম্বন্ধ জানিতে হইবে, অথবা পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোকস্থ 'স্মৃত্যা' ইত্যাদি পদ যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইপক্ষে অন্যত্র ভাগবতোত্তমত্ব আপেক্ষিক হইয়া থাকে। এস্থলে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতার ক্রম এই—'অর্চ্চায়ামেব' এই লক্ষণ হইতে 'ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাম্' ইত্যাদি লক্ষণ শ্রেষ্ঠ, আবার তদপেক্ষা 'ন যস্য স্বঃ পরঃ' ইত্যাদি লক্ষণ, তদপেক্ষা 'গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈঃ' ইত্যাদি লক্ষণ এবং তদপেক্ষা 'দেহেন্দ্রিয়প্রাণ' ইত্যাদি লক্ষণ শ্রেষ্ঠ জানিতে হইবে। এই শেষোক্ত সাধকের কর্ম্মসংস্কার বর্ত্তমান থাকিলেও তদ্দ্বারা বিমোহ উপস্থিত হয় না; এই সংস্কারকে মূর্চ্ছিত সংস্কার বলা হয়। এই সাধকের নবীন প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে জানিতে হইবে।

এইরূপ 'ন কামকর্ম্মবীজানাম্' এই শ্লোকের বিবৃতি 'ত্রিভুবন বিভবহেতবেঽপি' এই শ্লোকে কৃত হইয়াছে। ইহাই ধ্যানাখ্যা নৈষ্ঠিকী ভক্তি; ইহার অপর নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। ইহার প্রেমাঙ্কুরও অনাচ্ছাদিতরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যথা তাঁহার স্মরণের নিরন্তরতা সম্ভবপর হয় না। এই ভক্তই নির্ধূতকষায় (রাগাদিহীন) নিরূঢ় প্রেমাঙ্কুরবিশিষ্ট অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে উৎপন্ন প্রেমাঙ্কুরযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।

অতঃপর সাক্ষাৎ প্রেম উৎপন্ন হইলে 'ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী' ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকেন।

এই সাধকের মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা—এই তিনটী ভক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তাঁহার কষায় অর্থাৎ রাগাদিসত্তা কল্পনা করিবে না। যাঁহার অনুরাগাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মহাপ্রেমিকের লক্ষণ 'সর্ব্বভূতেষু' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং 'বিসৃজতি হৃদয়ং ন' এই শ্লোকে তাহারই বিবৃতি করা হইয়াছে।

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারযুক্ত, নববিধযজ্ঞানুষ্ঠাতা এবং অর্থপঞ্চকজ্ঞাতা বিপ্র মহাভাগবতনামে প্রসিদ্ধ"—এই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডবর্ণিত মহাভাগবতত্ব অর্চ্চনমার্গাবলম্বিগণের মধ্যেই জানিতে হইবে, কারণ তদ্‌বিষয়েই তাঁহাদের সম্যগ্‌ভাবে আসক্তি দৃষ্ট হইতেছে।

'তাপ, পুণ্ড্র, নাম' ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পদ্মপুরাণেই তাপাদি পঞ্চসংস্কার দর্শিত হইয়াছে।

নববিধ ইজ্যাকর্ম্মের কীর্ত্তনকারী শ্লোক, যথা—"হে কল্যাণি! অর্চ্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, যাগ, বন্দন, নামসঙ্কীর্ত্তন, সেবা, ভগবচ্চিহ্নদ্বারা দেহ অঙ্কন ও তদীয় আরাধন—এই নয়প্রকারে ইজ্যার বিভাগ হইয়া থাকে। এই নবকর্ম্মের বিধানযুক্ত ইজ্যা (যজ্ঞ) ব্রাহ্মণগণের জন্য সর্ব্বদা বিহিত রহিয়াছে।"

অর্থপঞ্চকজ্ঞাতৃত্ব, যথা—উপাস্য শ্রীভগবান্, ভগবানের পরমপদ, তদীয় দ্রব্য, তদীয় মন্ত্র ও জীবাত্মা—এই পঞ্চতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনিই অর্থপঞ্চকজ্ঞাতা। এবিষয় হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। "কৃষ্ণই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পদ্মপত্রসদৃশ বিশালনয়নযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ-খচিত কেশপাশবিশিষ্ট। সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি বিশালাক্ষী, স্বর্ণকান্তি, চিৎস্বরূপা লীলাদেবীকর্ত্তৃক স্বভাবতই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিত রহিয়াছেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, পূর্ণ, ব্যাপক, সর্ব্বকারণ, বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব, স্বরূপতঃ গুহ্য, নানাবিধ শক্তির আশ্রয় এবং নিত্য নবভাবযুক্ত" ইত্যাদি।

"অনন্তর ভগবানের স্থানতত্ত্ব বলিব। উহা প্রকৃতির অতীত পদার্থ, অব্যয়, শুদ্ধসত্ত্বময় ও কোটিচন্দ্রসূর্য্যের প্রভাযুক্ত। ঐস্থান চিন্তামণিময়, সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বভূতাধার ও সর্ব্ববিধপ্রলয়বর্জ্জিত" ইত্যাদি।

"হে ব্রহ্মন্! এইবার সংক্ষেপে দ্রব্যতত্ত্ব বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ করুন। উক্ত স্থানে সর্ব্বভোগপ্রদ কল্পবৃক্ষ-সমূহই একমাত্র বৃক্ষ, তথায় লতাসমূহও তাদৃশ সর্ব্বভোগপ্রদ এবং তদুদ্ভূত ফলপুষ্পাদিও তাদৃশ। আবার সেস্থানে সুগন্ধি সুস্বাদু দ্রব্য, পুষ্পাদি যাহা কিছু অবস্থিত, তাহাতে কোন হেয়াংশ না থাকায় সকলই রসস্বরূপ। ত্বক্, বীজ এবং কঠিনাংশ যাহা কিছু, তাহাই হেয়াংশ, আর তাহা সকলই ভৌতিক; অতএব তাহা কখনও অভৌতিক হইতে পারে না। রস-সংযোগেই ভৌতিক বস্তু স্বাদুভাবযুক্ত হয়, অতএব হে ব্রহ্মন্! রসই পরমসাধ্য এবং ব্যাপকবস্তু। সাধারণতঃ ভৌতিক দ্রব্য রসযুক্ত, পরন্তু এস্থানে চিন্ময়দ্রব্যসমূহ—সাক্ষাৎ রসস্বরূপ।"

সম্প্রতি তদীয় মন্ত্রতত্ত্ব বলা যাইতেছে,—"হে ব্রহ্মন্! দেবতা ও তদীয় মন্ত্রের মধ্যে বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ অবস্থিত। দেবতা—বাচ্য এবং মন্ত্র—তাহার বাচক। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার-সহকারে মন্ত্র ও দেবতাকে অভিন্নরূপেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" ইত্যাদি।

এইরূপ জীবতত্ত্ব—"হে ব্রহ্মন্! বায়ু ও সাগরের সংযোগে উৎপন্ন তরঙ্গ হইতে যেরূপ তৎস্বরূপ এবং তদীয় উপাধিসমাবৃত সহস্র সহস্র কণিকার উৎপত্তি হয়, সেইরূপ উভয়ের আশ্লেষবশতঃ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে সহস্র সহস্র আত্মার প্রকাশ হইয়া থাকে" ইত্যাদি।

কিন্তু নিজ নিজ উপাসনা শাস্ত্রানুসারে শ্রীভগবদাবির্ভাবাদিবিষয়ে এতদতিরিক্ত অপর কোন বিশেষভাবও জ্ঞাতব্য হইয়া থাকে। এই জীবতত্ত্বনিরূপণ 'ন ঘটত উদ্ভবঃ' (কেবল প্রকৃতি বা কেবল পুরুষ হইতে জীবের উৎপত্তি হয় না) ইত্যাদি শ্লোকানুসারে উপাধিযুক্তরূপেই কৃত হইয়াছে।

উপাধিরহিত জীব এইরূপ, যথা—"বিষ্ণুর শক্তি ত্রিবিধা—তাঁহার চিন্ময়ী স্বরূপশক্তির নাম পরা শক্তি, জীবশক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা; তাহা মায়া হইতে অপরা (ভিন্না) এবং অন্যা কর্ম্মসংজ্ঞাবিশিষ্টা তৃতীয়া শক্তি অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া। ইহা বিষ্ণুপুরাণের মত বলিয়া জানিবে। এইরূপ—"হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত ভূমি জল-প্রভৃতি আমার নিকৃষ্টা জড়-প্রকৃতি, এতদ্ব্যতীত আমার একটী উৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপা জীবভূতা প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ চেতনা প্রকৃতি স্বকর্ম্মদ্বারা এই জগৎকে ধারণ করিতেছে"। "এই প্রপঞ্চে জীবভূত নিত্যতত্ত্ব আমারই অংশ" এই গীতাবচনানুসারে এবং "যে তটস্থ চিন্ময়বস্তু ভগবান্ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, তাহাই গুণরাগে রঞ্জিত হইয়া জীব-নামে অভিহিত হয়" এই নারদপঞ্চরাত্রবচনানুসারে জীবতত্ত্ব জানিতে হইবে। মহারাজ নিমির প্রতি যোগেশ্বর হবির উক্তি॥ ১৯৮॥

তদেবমুপদিষ্টা ভাগবত-সংসু মূর্চ্ছিত-কষায়াদয়ো মহদ্ভেদাঃ। ভাগবতসম্মাত্রভেদাশ্চ তৎসম্মাত্রভেদেষু "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" ইত্যাদিনা তত্তদ্গুণাবির্ভাবতারতম্যাৎ লব্ধতারতম্যাঃ কতিচিদ্দর্শিতাঃ। অথ সাধারণ-তারতম্যেনাপি তেষাং তারতম্যমাহ পঞ্চভিঃ। তত্রাবরং মিশ্রভক্তিসাধকমাহ ত্রিভিঃ, (ভাঃ ১১।১১।২৯-৩১)—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ১৯৯॥

টীকা চ—'কৃপালুঃ' পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ; সর্ব্বদেহিনাং কেষাঞ্চিদপি 'অকৃতদ্রোহঃ; 'তিতিক্ষুঃ' ক্ষমাবান্; সত্যং সারঃ স্থিরং বলং বা যস্য সঃ; 'অনবদ্যাত্মা' অসূয়াদিরহিতঃ; সুখদুঃখয়োঃ 'সমঃ'; যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ; কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ; 'দান্তঃ' সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ; 'মৃদুঃ' অকঠিনচিত্তঃ; 'অকিঞ্চনঃ' অপরিগ্রহঃ; 'অনীহঃ' দৃষ্টক্রিয়াশূন্যঃ; 'মিতভুক্' লঘ্বাহারঃ; 'শান্তঃ' নিয়তান্তঃকরণঃ; 'স্থিরঃ' স্বধর্ম্মে; 'মচ্ছরণঃ' মদেকাশ্রয়ঃ; 'মুনিঃ' মননশীলঃ; 'অপ্রমত্তঃ' সাবধানঃ; 'গভীরাত্মা' নির্ব্বিকারঃ; 'ধৃতিমান্' বিপদ্যপ্যকৃপণঃ; 'জিতষড়্গুণঃ' "শোকমোহৌ জরা মৃত্যুঃ ক্ষুৎপিপাসে ষড়ূর্ম্ময়ঃ" এতে জিতা যেন সঃ; 'অমানী' ন মানাকাঙ্ক্ষী; অন্যেভ্যঃ 'মানদঃ'; 'কল্যঃ' পরবোধনে দক্ষঃ; 'মৈত্রঃ' অবঞ্চকঃ; 'কারুণিকঃ' করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ, ন তু দৃষ্টলোভেন; 'কবিঃ' সম্যগ্ জ্ঞানী" ইত্যেষা। অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র স চ সত্তম ইতি চ-কারেণ তু পূর্ব্বোক্তো যথা সত্তমঃ তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তিরেবমেবভূতো মচ্ছরণঃ সত্তম ইত্যাক্ষিপ্যতে।

মধ্যমমিশ্রসাক্ষাদ্ভক্তিসাধকমাহ, (ভাঃ ১১।১১।৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ ২০০॥

টীকা—চ-"ময়া বেদরূপেণ আদিষ্টান্ অপি স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোঽপ্যেবং পূর্ব্বোক্তবৎ সত্তমঃ। কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা? ন, ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চাজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য; যদ্বা, ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্য" ইত্যেষা। যথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্তনারায়ণব্যূহস্তবে—

"যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥" ইতি।

অত্র ত্বেবং ব্যাখ্যা—যদি চ স্বাত্মনি তত্তদ্গুণযোগাভাবস্তথাপি এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ গুণান্ কৃপালুত্বাদীন্ দোষাংস্তদ্বিপরীতাংশ্চ আজ্ঞায় হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি যো ময়া তেষু গুণেষু

মধ্যে তত্রাদিষ্টানপি স্বকান্ নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণান্ সর্ব্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্ম্মান্ তদুপলক্ষণং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তিবিঘাতকতয়া সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ব্বোক্তোঽপি সত্তম ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্গুণা-ভাবেঽপি পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি। ততো যস্তু যতদ্ গুণান্ লব্ধ্বা ধর্ম্মপরিত্যাগেন মাং ভজতি কেবলং, স তু পরমসত্তম এবেতি ব্যক্তানন্যভক্তস্য পূর্ব্বত আধিক্যং দর্শিতম্। অত্র (গী ১২।১৩) "অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্রীগীতাদ্বাদশাধ্যায়প্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ম্।

সত্তম ইত্যনেন তদবরত্রাপি সত্তরত্বং সত্ত্বমপাস্তীতি দর্শিতম্। অস্তু তাবৎ সদাচারস্য তদ্ভক্তস্য সত্তমনন্য-দেবতা-ভক্তত্বমাত্রেণ দুরাচারস্যাপি সত্তান্যপর্য্যায়সাধুত্বং বিধীয়তে (গী ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদৌ। অত্র চ সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে যত্তাদৃশং লক্ষণং নোত্থাপিতং তৎ খলু তাদৃশসঙ্গস্য ভক্ত্যুন্মুখেঽনুপ-যুক্ততাভিপ্রায়েণ। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন "সঙ্গেন সাধুভক্তানাম্" ইতি। সাধুরত্র সদাচারঃ তদেবমীশ্বর-বুদ্ধ্যা বিধিমার্গভক্তয়োস্তারতম্যমুক্তম্। তত্রৈবোত্তরস্যানন্যত্বেন শ্রেষ্ঠত্বং দর্শিতম্। তত্রৈবার্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ।

তত্র মহত্ত্বং "তাপাদিপঞ্চসংস্কারী" ইত্যাদৌ। মধ্যমত্বং,—"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমীহি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তি-হেতবঃ॥" ইত্যত্র। কনিষ্ঠত্বং,—"শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥" ইত্যত্র।

অত্র শুদ্ধদাস্যসখ্যাদি-ভাবমাত্রেণ যোঽনন্যঃ স তু সর্ব্বোত্তম ইত্যাহ, (১১।১১।৩৩),—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্তত্মা মতাঃ॥ ২০১॥

'যাবান্' দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নঃ; 'যশ্চ' সর্ব্বাত্মা; 'যাদৃশঃ' সচ্চিদানন্দরূপঃ; তং মাং জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা বা যে কেবলমনন্যভাবেন শ্রীব্রজেশ্বরনন্দনত্বাদ্যালম্বনো যঃ স্বাভীপ্সিতো দাস্যাদীনামেকতরো ভাবঃ, তেনৈব ভজন্তি, ন কদাচিদন্যেনেত্যর্থঃ, তে তু মে ময়া ভক্তত্মা মতাঃ। অতএব চতুর্থে শ্রীযোগেশ্বরৈরপি প্রার্থিতম্ (ভাঃ ৪।৭।৩৮)

"প্রেয়ান্ ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো, বিশ্বাত্মনীক্ষন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
তথাপিভৃত্যেশতয়োপধাবতা,-মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল॥" ইতি।

শ্রীগীতাসু হি (৭।২)

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। যজ্ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥"

ইত্যুক্ত্বা আহ, (গী ৪।৪-৭)—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥" ইতি।

প্রধানাখ্যজীবাখ্যনিজশক্তিদ্বারা জগৎকারণত্বং তচ্ছক্তিময়ত্বেন জগতস্তদনন্যত্বং স্বস্য তু ততঃ পরত্বং তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বদন্ নিজজ্ঞানমুপদিষ্টবান্, প্রসঙ্গেন জীবস্বরূপজ্ঞানঞ্চ। স চৈবম্ভূতো জ্ঞানী

মৎস্বরূপমহিমানুসন্ধানকৃত্বাৎ জ্ঞানিভক্তাদীনতিক্রম্য মৎপ্রিয়ো ভবতীত্যপ্যন্তে অভিহিতবান্ (গী ৭।১৬-১৮)—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥"ইতি।

ততশ্চায়মর্থঃ—যস্ত্বয়ি বিশ্বাত্মনি আত্মনঃ জীবান্ ঈক্ষেৎ ত্বচ্ছক্তিত্বাদনন্যত্বেন জানাতি, ন তু পৃথক্ স্বতন্ত্রত্বেন ঈক্ষেত, অমুতঃ অমুষ্মাৎ যদ্যপি তে প্রেয়ান্ নাস্তি, তথাপি হে বৎসল, হে ভৃত্যপ্রিয়, ভৃত্যোশভাবেন যে ভজন্তি, তেষাং যা অনন্যা বৃত্তিঃ অব্যভিচারিণী নিজা ভক্তিঃ, তয়া এব অনুগৃহাণ। প্রস্তুতত্বেন অস্মান্ জ্ঞানিভক্তানিতি লভ্যতে ইতি। অথ মূলপদ্যে "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা" ইত্যত্রাজ্ঞানজ্ঞানয়োর্হেয়োপাদেয়ত্বং নিষিদ্ধম্। ভক্ততমা ইত্যত্র পূর্ব্ববাক্যস্থসৎপদনির্দ্দেশমতিক্রম্য বিশেষতো ভক্তপদনির্দ্দেশাৎ ভক্তেঃ স্বরূপাধিক্যমত্রৈব বিবক্ষিতম্। তে মে মতা ইত্যত্র মম তু বিশিষ্টা সম্মতিরত্রৈবেতি সূচিতম্, ঈদৃশানুক্তচরত্বাৎ। অতএব প্রকরণ-প্রাপ্তমেকবচননির্দ্দেশমপ্যতিক্রম্য গৌরবেণৈব যে তে ইতি বহুবচনং নির্দ্দিষ্টম্। ততঃ কিমুত তদ্ভাবসিদ্ধপ্রেমাণ ইতি ভাবঃ। এষাং ভাবভজনবিবৃতিরগ্রে রাগানুগাকথনে জ্ঞেয়া ॥ (১১। ১১।) শ্রীভগবান্ ॥ ১৯৯-২০১ ॥

এইরূপে ভাগবতসদ্গণের মধ্যে মূর্চ্ছিতকষায়াদি মহাভেদসমূহ উপদিষ্ট হইল। ভাগবতসদ্গণভেদ 'অর্চ্চায়ামেব হরয়ে' (যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেবলমাত্র অর্চ্চা-বিগ্রহেই শ্রীহরির পূজা করেন) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা কথিত তত্তদ্গুণের তারতম্যানিবন্ধনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর সাধারণ তারতম্যানুসারেও তাঁহাদের তারতম্য পাঁচটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আবার তিন শ্লোকে অবর (সর্ব্বকনিষ্ঠ) মিশ্রভক্তিসাধকের কথা বলিতেছেন, যথা—

যিনি কৃপালু, সর্ব্বভূতে অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার, অনবদ্যাত্মা, সম, সর্ব্বোপকারক, কামসমূহ কর্ত্তৃক অহত-ধী, দান্ত, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, অনীহ, মিতভুক্, শান্ত, স্থির, মচ্ছরণ, মুনি, অপ্রমত্ত, নির্ব্বিকার, ধৃতিমান্, জিতষড়্গুণ, অমানী, মানদ, কল্য, মৈত্র, কারুণিক এবং কবি (তিনিই সাধুপুরুষ)॥ ১৯৯ ॥

উক্ত শ্লোকসমূহের টীকা—'কৃপালু' অর্থাৎ পরদুঃখাসহিষ্ণু, 'সর্ব্বভূতে অকৃতদ্রোহ' অর্থাৎ যিনি কোন প্রাণীকেই দ্রোহ করেন না, 'তিতিক্ষু' অর্থাৎ ক্ষমাবান্, 'সত্যসার' অর্থাৎ সত্যই সার অর্থাৎ স্থির কিম্বা বলস্বরূপ যাঁহার তিনি, 'অনবদ্যাত্মা' অর্থাৎ অসূয়ারহিত, 'সম' অর্থাৎ সুখ ও দুঃখে সমজ্ঞানশীল, 'সর্ব্বোপকারক' অর্থাৎ যথাশক্তি সকলের উপকারী, 'কামসমূহকর্ত্তৃক অহত-ধী' অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক অক্ষুব্ধচিত্ত, 'দান্ত' অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয়সংযমশীল, 'মৃদু' অর্থাৎ অকঠিন-চিত্ত, 'অকিঞ্চন' অর্থাৎ অপরিগ্রহশীল, 'অনীহ' অর্থাৎ দৃষ্টক্রিয়াশূন্য, 'মিতভুক্' অর্থাৎ লঘু-আহার-গ্রহণকারী, 'শান্ত' অর্থাৎ সংযতান্তঃকরণ, 'স্থির' অর্থাৎ স্বধর্ম্মে স্থৈর্য্যবিশিষ্ট, 'মচ্ছরণ' অর্থাৎ একমাত্র আমারই আশ্রয়শীল, 'মুনি' অর্থাৎ মননশীল, 'অপ্রমত্ত' অর্থাৎ সাবধান, 'গভীরাত্মা' অর্থাৎ নির্ব্বিকার, 'ধৃতিমান্' অর্থাৎ বিপদেও কাতরতারহিত, 'জিতষড়্গুণ' অর্থাৎ শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-পিপসা—এই ষড়্ৰ্ম্মিকে যিনি জয় করিয়াছেন, 'অমানী' অর্থাৎ যিনি মানাকাঙ্ক্ষারহিত, 'মানদ' অর্থাৎ অপরের মানদাতা, 'কল্য' অর্থাৎ পরপ্রবোধে দক্ষ, 'মৈত্র' অর্থাৎ অবঞ্চক, 'কারুণিক' অর্থাৎ করুণাবশতঃ কার্য্যে প্রবর্ত্তমান্, পরন্তু দৃষ্টলোভবশতঃ নহে, 'কবি' অর্থাৎ সম্যগ্জ্ঞানী (এই পর্য্যন্ত টীকা।)

এস্থলে 'মচ্ছরণ'-পদটী বিশেষ্য। পরশ্লোকে 'স চ সত্তমঃ' (অর্থাৎ তিনিও সত্তম) এই বাক্যস্থিত 'চ' শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধকের ন্যায় ইঁহাকেও সত্তম বলা হইয়াছে। এস্থলে এই ব্যক্তি এবম্ভূত হইয়া মচ্ছরণ হইলেই সত্তম হয়, এই অর্থই পরিস্ফুট হইতেছে। সম্প্রতি মধ্যম-মিশ্র-শুদ্ধভক্তি-সাধকের কথা বলিতেছেন—"আমাকর্তৃক আদিষ্ট ধর্ম্মসকল আচরিত হইলে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণ, এবং তাহার আচরণ না হইলে নানাবিধ দোষ উৎপন্ন হয়, ইহা বিশেষরূপে অবগত হইয়াও যিনি উক্ত ধর্ম্মসমূহ ভগবদ্ধ্যানের বিক্ষেপক বলিয়া এবং ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হয় জানিয়া সেই ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম ॥ ২০০ ॥

ইহার স্বামিটীকা—আমাকর্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট হইলেও সেই স্বধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি আমার ভজন করেন, তিনিও এইরূপ (পূর্ব্বোক্ততুল্য) সত্তম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই যে স্বধর্ম্মত্যাগ, তাহা কি অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অথবা নাস্তিক্যনিবন্ধন ?—এই আশঙ্কার পরিহারার্থই বলিয়াছেন যে, স্বধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ এবং তাহার অনাচরণে নানাবিধ দোষ হয় ; ইহা জানিয়াও তাহা আমার ধ্যানের বিক্ষেপজনক বলিয়া এবং আমার ভক্তি-দ্বারাই সমস্ত লাভ হইবে, ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াই ধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া থাকেন ; অথবা ভক্তির দৃঢ়তানিবন্ধন উক্ত স্বধর্ম্মে অধিকারনিবৃত্ত হওয়ায় উক্ত ধর্ম্মসকল ত্যাগ করিয়া থাকেন (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত নারায়ণব্যূহস্তবেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাঁহারা লৌকিক ধর্ম্ম, অর্থ প্রভৃতি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তিবশীভূত হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।" পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ—যদিও স্বীয় আত্মায় তাদৃশ গুণসংযোগ নাই, তথাপি পূর্ব্বোক্তরূপে দয়ালুতা প্রভৃতি গুণ এবং তদ্বিপরীত দোষসমূহ অবগত হইয়া অর্থাৎ হেয়োপাদেয়ত্বরূপে নিশ্চয় করিয়াও যে ব্যক্তি সেই গুণসকলের মধ্যে আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও নিত্যনৈমিত্তিকাদিরূপ বর্ণাশ্রমবিহিত স্বকীয়ধর্ম্মসমূহ এবং তদুপলক্ষিত জ্ঞানকে আমার অনন্যভক্তির বিঘাতকজ্ঞানে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম। 'স চ সত্তমঃ' (তিনিও সত্তম) এই বাক্যস্থিত 'চ'-শব্দদ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত সত্তমপুরুষের গুণসমূহ এই শেষোক্তপুরুষে না থাকিলেও ইনি পূর্ব্বের ন্যায় সত্তমরূপে গণ্য হইবেন। অতএব যে সাধক উক্ত গুণরাজি লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল-মাত্র আমার ভজন করেন, তিনি পরমসত্তমই হইয়া থাকেন—এইরূপ ব্যক্ত হওয়ায় অনন্যভক্তের পূর্ব্বাপেক্ষা আধিক্য দর্শিত হইল। এবিষয়ে শ্রীগীতার দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ণিত 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্' (যিনি কোন ভূতকেই দ্বেষ করেন না) ইত্যাদি প্রকরণ অনুসন্ধেয়।

'সত্তম এই উক্তিদ্বারা তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন ভক্ত 'সত্তর', এবং তদপেক্ষা ন্যূন ভক্ত 'সৎ'—ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবানে উক্ত ভক্ত সদাচারী হইলে যে সৎশব্দবাচ্য হইবেন, এবিষয়ে কোন কথাই নাই, পরন্তু দুরাচার পুরুষও অনন্য-দেবতাপরায়ণ হইলে সৎ বা সাধুশব্দভাজন হইতে পারেন, ইহা "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি শ্রীগীতোক্তশ্লোকে বিহিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে সাধুসঙ্গপ্রস্তাবে দুরাচার অনন্যভক্তের লক্ষণ উত্থাপিত না হওয়ার কারণ এই যে, তাদৃশ ভক্তের সঙ্গ হইতে জীব ভক্ত্যুন্মুখ হইতে পারে না। এসম্বন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—"গুরুশুশ্রূষা, প্রেম, লব্ধবস্তু ভগবানে অর্পণ, সাধুভক্তের সঙ্গ ও ঈশ্বরারাধনা—এইসকল হইতে ভগবানে রতি জন্মে।" এই শ্লোকে 'সাধুভক্ত'-পদান্তর্গত 'সাধু'-শব্দের অর্থ সদাচারী। উক্তরূপে ঈশ্বরবুদ্ধিতে বিধিমার্গানুযায়ী ভক্তদ্বয়ের মধ্যে তারতম্য এবং শেষোক্ত ভক্তের অনন্যত্বহেতু শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাদ্মোত্তরখণ্ডানুসারে অর্চ্চনমার্গেও উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্বভেদে ভক্তের ত্রিবিধত্ব লাভ হয়।

'তাপাদি পঞ্চসংস্কারী' ইত্যাদিশ্লোকে তাদৃশভক্তের মহত্ত্ব (উত্তমত্ব) দর্শিত হইয়াছে। 'তাপ, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটী সংস্কার পরমৈকান্তিভক্তত্বলাভের কারণস্বরূপ' এই শ্লোকে ভক্তের মধ্যমত্ব এবং

"শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি-ধারণ এবং ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কারপ্রভৃতি বৈষ্ণবত্বের লক্ষণরূপে উক্ত হইয়াছে"। এই শ্লোকে ভক্তের কনিষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

এস্থলে শুদ্ধদাস্যসখ্যাদিভাবমাত্রনিবন্ধন যিনি অনন্যভক্ত তিনি সর্ব্বোত্তম, এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

আমি দেশকালাপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দরূপী। যাঁহারা আমার ঈদৃশস্বরূপ অবগত হইয়াই হউক, অথবা অবগত না হইয়াই হউক, অনন্যভাবে আমার ভজন করেন, তাঁহারাই আমার ভক্ততম বলিয়া পরিগণিত ॥ ২০১ ॥

"যাবান্" অর্থাৎ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, "যশ্চ" অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা, "যাদৃশ" অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপী। তাদৃশ আমাকে অবগত হইয়া বা অবগত না হইয়া কেবলমাত্র শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাদিই যে ভাবের আলম্বন, সেই স্বকীয়াভীপ্সিত দাস্যাদিভাবের একতর ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যাঁহারা অনন্যভাবে ভজন করেন, পরন্তু কদাপি তদ্‌ভিন্ন অন্যভাবে ভজন করেন না, তাঁহারা "আমার" অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক ভক্ততমরূপে গণ্য হইয়া থাকেন, ইহাই বাক্যার্থ। অতএব চতুর্থস্কন্ধে যোগেশ্বরগণ প্রার্থনা করিয়াছেন—"হে প্রভো! যাঁহারা বিশ্বাত্মস্বরূপ আপনার মধ্যে আত্মসমূহকে দর্শন করেন, পরন্তু পৃথক্ দর্শন করেন না তাঁহাদের অপেক্ষা যদিও আপনার প্রিয়তম অন্য কেহ নাই, তথাপি হে বৎসল! যাঁহারা ভৃত্যেশভাবে অর্থাৎ 'আমি ভৃত্য, আপনি ঈশ'—এই বুদ্ধিতে আপনার সমীপগত হইতেছে, তাহাদের অনন্যবৃত্তিহেতু অনুগ্রহ করুন।"

শ্রীগীতায়ও—"হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে বিজ্ঞান এবং জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, যাহা অবগত হইলে জগতে জ্ঞাতব্যরূপে কোন বিষয়ই অবশিষ্ট থাকে না।" এই উক্তির পর বলিয়াছেন—"ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকার আমার জড়া বা অপরা প্রকৃতি অবগত হইবে। এতদ্‌ব্যতীত আমার একটী উৎকৃষ্টা চৈতন্যরূপা জীবপ্রকৃতি বর্ত্তমান আছে। হে মহাবাহো! তাহাদ্বারা এই জগৎ ধৃত হইতেছে। এই জড়া ও চেতনাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বভূতাত্মক জগৎ সৃষ্ট হইতেছে, ইহা তুমি নিশ্চয় অবগত হইবে। আমিই এই নিখিলজগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। সূত্রে মণিসমূহের অবস্থানের ন্যায় আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।"

প্রকৃতি ও জীবাখ্য নিজশক্তিদ্বারা তিনি জগতের কারণরূপে এবং এই জগৎ তদীয়শক্তিময়ত্বনিবন্ধন তাহা হইতে অভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। পরন্তু তিনি স্বয়ং জগৎ হইতে ভিন্ন এবং তাহার আশ্রয়স্বরূপ, ইহা উল্লেখপূর্ব্বক নিজস্বরূপজ্ঞান এবং প্রসঙ্গক্রমে জীবের স্বরূপজ্ঞানসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 'ভগবান্‌ই জগৎকারণ ও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব'—এবম্বিধজ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষ আমার স্বরূপমহিমার অনুসন্ধানকারী বলিয়া তিনি জ্ঞানিভক্তপ্রভৃতিকে অতিক্রম পূর্ব্বক আমার প্রিয় হ'ন। ইহাই পরে বলিয়াছেন, যথা—"হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানার্থী, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ আমার ভজন করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্বিধ সাধকের মধ্যে আমাতেই সর্ব্বদা নিষ্ঠাযুক্ত ও ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর একান্তপ্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার একান্তপ্রিয় হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ সাধকই মোক্ষভাগী, পরন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানিভক্তকে আমার আত্মা হইতে অভিন্ন মনে করি, কারণ জ্ঞানী পুরুষ মদ্‌গতচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তমগতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করেন।"

অতএব "প্রেয়ান্ ন তেভ্যঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অর্থ এইরূপ—যাঁহারা বিশ্বাত্মস্বরূপ আপনার মধ্যে 'আত্মসমূহ' অর্থাৎ জীবগণকে দর্শন করেন অর্থাৎ জীবগণ আপনারই শক্তিস্বরূপ বলিয়া আপনা হইতে অভিন্নরূপে অবগত হইয়া থাকেন, পরন্তু স্বতন্ত্ররূপে মনে করেন না, তাঁহাদের অপেক্ষা যদিও আপনার প্রিয়তম আর কেহ নাই, তথাপি হে বৎসল! অর্থাৎ হে ভৃত্যপ্রিয়! যাঁহারা ভৃত্যেশভাবে অর্থাৎ 'আমি ভৃত্য, আপনি ঈশ'—এই বুদ্ধিতে আপনার ভজন করেন, তাঁহাদের যে অনন্যবৃত্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী নিজভক্তি, তদ্দ্বারাই আপনি অনুগ্রহ করুন।

এই শ্লোক জ্ঞানিগণের প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদিগকে অর্থাৎ জ্ঞানিভক্তগণকে অনুগ্রহ করুন—এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইয়া থাকে। "জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বা" ইত্যাদি মূলপদ্যে জ্ঞান ও অজ্ঞানের হেয়োপাদেয়তা নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্তশ্লোকে "ভক্ততমাঃ"এই পদে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের ক্রমানুসারে "সৎ" শব্দের নির্দ্দেশ না করিয়া "ভক্ত" শব্দের নির্দ্দেশহেতু এই শ্লোকেই ভক্তির স্বরূপাধিক্য বিবক্ষিত হইল।

"তে মে ভক্ততমা মতাঃ" (তাঁহারা ভক্ততমরূপে আমার সম্মত)—এই উক্তিদ্বারা আমার এইরূপ ভক্তিতেই বিশেষ সম্মতি আছে, ইহাই সূচিত হয়, কারণ এরূপ কথা আর পূর্ব্বে উক্ত হয় নাই। অতএব এই প্রকরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদ্যে একবচন নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও এই শ্লোকে তাহা অতিক্রম করিয়া গৌরবার্থ "যে" (যাঁহারা) "তে" (তাঁহারা) এইরূপ বহুবচন নির্দ্দেশ হইয়াছে; অতএব তদ্‌ভাবসিদ্ধ প্রেমিকগণ যে আরও উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ইহাদিগের ভাবভজনের বিস্তার পরে রাগানুগভক্তিবর্ণনস্থলে জ্ঞাতব্য॥ শ্রীভগবানের উক্তি॥ ১৯৯—২০১॥

ত এতে বৈষ্ণবসন্তো মহত্ত্বেন সন্মাত্রত্বেন চ বিভিদ্য নির্দ্দিষ্টাঃ। সন্মাত্রভেদতারতম্যঞ্চাত্র যদবিবিক্তং তদ্ভক্তিভেদনিরূপণে পুরতো বিবেচনীয়ম্। অন্যে তু স্বগোষ্ঠ্যপেক্ষয়া বৈষ্ণবাঃ। তত্র কর্ম্মিষু তদপেক্ষয়া; যথা স্কান্দে মার্কণ্ডেয়ভগীরথসংবাদে—

"ধর্ম্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্। পচনং বিপ্রমুখ্যার্থং জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা নরাঃ॥" ইত্যাদি।

তত্র শ্রীবিষ্ণ্বাজ্ঞাবুদ্ধ্যৈব তত্তৎ ক্রিয়ত ইতি বৈষ্ণবপদেন গম্যতে। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—

"ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ, সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ, স্থিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥" ইতি।

তদর্পণে তু সুতরামেব বৈষ্ণবত্বম্। যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে—

"জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মো হর্য্যর্থ এব চ। অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্যে বৈষ্ণবং জনম্॥" ইতি।

তথৈব শৈবেষু তদপেক্ষয়া; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

"শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥" ইতি।

শৈবগোষ্ঠীষু ভাগবতোত্তমত্বং তত্রৈব প্রসিদ্ধমিতি তথোক্তম্। বৈষ্ণবতন্ত্রে তু তন্নিন্দৈব—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" ইতি।

তদেবং তেষাং বহুভেদেষু সৎসু তেষামেব প্রভাবতারতম্যেন কৃপাতারতম্যেন ভক্তিবাসনা-ভেদতারতম্যেন সৎসঙ্গাৎ কালশৈঘ্র্যস্বরূপবৈশিষ্ট্যাভ্যাং ভক্তিরুদয়তে। এবং জ্ঞানিসঙ্গাচ্চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। তত্র যদ্যপি অকিঞ্চনা ভক্তিরভিধেয়েতি তৎকারণত্বেন মদ্ভক্তসঙ্গ এবাভিধেয়ে সতি ভক্তোঽপি স এব লক্ষিতব্যঃ, তথাপি তত্তৎপরীক্ষার্থমেব তত্তদনুবাদঃ ক্রিয়তে। তত্র প্রথমং তাবৎ তত্তৎসঙ্গজ্জাতেন তত্তচ্ছ্রদ্ধা-তত্তৎপরম্পরা-কথারুচ্যাদিনা জাতভগবৎসাম্মুখ্যস্য তত্তদনুসঙ্গেনৈব তত্তদ্ভজনীয়ে ভগবদাবির্ভাববিশেষে তদ্ভজনমার্গবিশেষে চ রুচির্জায়তে। ততশ্চ বিশেষবুভুৎসায়াং সত্যাং তেষ্বেকতোঽনেকতো বা শ্রীগুরুত্বেনাশ্রিতাৎ শ্রবণং ক্রিয়তে। তচ্চোপক্রমোপসংহারাদিভিরর্থাবধারণম্। পুনশ্চাসম্ভাবনা বিপরীতভাবনাবিশেষবতা স্বয়ং তদ্বিচাররূপং মননমপি ক্রিয়তে। ততো ভগবতঃ সর্ব্বস্মিন্নেবাবির্ভাবে তথা-বিধোঽসৌ সদা সর্ব্বত্র বিরাজত ইত্যেবংরূপা শ্রদ্ধা জায়তে। তত্রৈকস্মিংস্তনয়া প্রথমজাতয়া

রুচ্যা সহ নিজাভীষ্টদানসামর্থ্যাদ্যতিশয়বত্তানির্দ্ধারণরূপত্বেন সৈব শ্রদ্ধা সমুল্লসতি। তত্র যদ্যপোকত্রৈবা'ত-শয়িতাপর্য্যবসানং সম্ভবতি, ন তু সর্ব্বত্র, তথাপি কেষাঞ্চিৎ ততো বিশিষ্টস্যাজ্ঞানাদন্যত্রাপি তথাবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা সম্ভবতি।

এবং ভজনমার্গবিশেষশ্চ ব্যাখ্যাতব্যঃ। তদেবং সিদ্ধে জ্ঞানে বিজ্ঞানার্থং নিদিধ্যাসনলক্ষণতত্তদু-পাসনমার্গভেদোঽনুষ্ঠীয়তে। ইত্যেবং বিচারপ্রধানানাং মার্গো দর্শিতঃ। রুচি-প্রধানানাস্তু ন তাদৃগ্-বিচারাপেক্ষা জায়তে, কিন্তু সাধুসঙ্গ-লীলাকথা-শ্রবণরুচিশ্রদ্ধা-শ্রবণাদ্যাবৃত্তিরূপ এবাসৌ যথা (ভাঃ ১।২।১৬) "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য" ইত্যাদিনা পূর্ব্বং দর্শিতঃ, (ভাঃ ৩।২৫।২৫) "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ" ইত্যাদৌ চ দ্রষ্টব্যঃ। প্রীতিলক্ষণ-ভক্তীচ্ছূনাস্তু রুচিপ্রধান এব মার্গঃ শ্রেয়ান্, নাজাতরুচীনামিব বিচারপ্রধানঃ। যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন (ভাঃ ৭।৯।৪৯-৫০)—

"নৈতে গুণা ন গুণিনো মহাদাদয়ো যে, সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ।
আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা,-মেবং বিবিচ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥
তত্তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্ম্মপূজাঃ, কর্ম্মস্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।
সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং, ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥" ইতি।

কর্ম্ম পরিচর্য্যা ; কর্ম্মস্মৃতির্লীলা-স্মরণম্ ; চরণয়োরিতি সর্ব্বত্রান্বিতং ভক্তিব্যঞ্জকম্ ; তদেতদুভয়-স্মিন্নপি তত্তদ্ভজনবিধিশিক্ষাগুরুঃ প্রাক্তনঃ শ্রবণগুরুরেব ভবতি, তথাবিধস্য প্রাপ্তত্বাৎ। প্রাক্তনানাং বহুত্বেঽপি প্রায়স্তেষ্বেবান্যতরোঽভিরুচিতঃ। পূর্ব্বস্মাদেব হেতোঃ শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এব, নিষেৎস্য-মানত্বাদ্বহূনাম্।

অথাত্র প্রমাণানি—তত্র তদাবির্ভাববিশেষরুচিঃ (ভাঃ ১১।৩।৪৮)—"মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়া-ত্মনঃ" ইত্যাদৌ শ্রীমদাবির্হোত্রাদিনাভিপ্রেতা। ভজনবিশেষরুচিশ্চ (ভাঃ ১১।২৭।৭)—

"বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্রঃ ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥"—ইত্যাদৌ শ্রীভগবতাভিপ্রেতা। অতঃ শ্রবণগুরুমাহ (ভাঃ ১১।৩।২১)—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥ ২০২॥

'শব্দে ব্রহ্মণি' বেদতাৎপর্য্যবিচারেণ, 'পরে ব্রহ্মণি' ভগবদাদিরূপাবির্ভাবে তু অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্। যথোক্তং পুরঞ্জনোপাখ্যানাদ্যুপসংহারে শ্রীনারদেন—

"স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি। ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥" ইতি। (১১।৩) শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্॥ ২০২॥

মহত্ত্ব ও সন্মাত্রত্বরূপে বৈষ্ণব এবং সদ্গণ বিভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইলেন। সন্মাত্রভেদের তারতম্য যদিও এস্থলে বিবেচিত হয় নাই, তথাপি ভক্তিভেদনিরূপণ-প্রস্তাবে পশ্চাৎ তাহা বিবেচিত হইবে।

অন্য ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গোষ্ঠীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বৈষ্ণব-নামে খ্যাত হইয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে কর্ম্মিগণের মধ্যে অন্যান্য কর্ম্মিপুরুষ অপেক্ষা যাঁহাদের বৈষ্ণবত্ব আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে

উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাহাদের জীবনধারণ ধর্ম্মার্থ, মৈথুন সন্তানার্থ এবং পাকক্রিয়া বিপ্রশ্রেষ্ঠের সেবার্থই হইয়া থাকে, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।" এস্থলে "বৈষ্ণব" পদদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহারা ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশজ্ঞানেই উক্ত কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"যিনি নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন না, আত্মপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ এবং বিপক্ষগণে যাঁহার তুল্যজ্ঞান বর্ত্তমান, যিনি কোন বস্তুরই হরণ বা হনন করেন না এবং যিনি অতিশয় উন্নতচিত্ত, তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত জানিবে।" সুতরাং উক্ত সমস্ত কর্ম্মের অর্পণ করিলে যে বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যথা পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে—"যাঁহার জীবন ধর্ম্মার্থ, ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীহরির প্রীত্যর্থ এবং দিবারাত্রি পুণ্যাচরণার্থ পরিগণিত হয়, তাঁহাকেই বৈষ্ণব মনে করি।"

শৈবগণের মধ্যেও উৎকৃষ্ট ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হ'ন। যথা বৃহন্নারদীয়পুরাণে—"যাঁহারা পরমেশ্বর শিবে এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতে সমবুদ্ধিযুক্ত, তাঁহারা ভাগবতোত্তম" শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগবতোত্তমত্ব উক্ত পুরাণেই প্রসিদ্ধ বলিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এসম্বন্ধে নিন্দাই দৃষ্ট হয়; যথা—"যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতার সহিত সম জ্ঞান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া পরিগণিত।"

এইরূপে বৈষ্ণবগণের মধ্যে বহু ভেদ বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাদেরই প্রভাব-তারতম্য, কৃপা-তারতম্য এবং ভক্তি-বাসনাবিশেষের তারতম্যানুসারেই কালের শীঘ্রত্ব এবং স্বরূপগতবৈশিষ্ট্যসহকারে সৎসঙ্গ হইতে ভক্তি উদিত হইয়া থাকে। জ্ঞানিগণের সঙ্গ হইতে এই নিয়মেই জ্ঞানলাভ হয়। সে স্থলে অকিঞ্চনা ভক্তিরই অভিধেয়ত্বনিবন্ধন তৎ-কারণরূপে মদ্ভক্তসঙ্গই অভিধেয় বলিয়া অর্থাধীন অকিঞ্চনভক্তই লক্ষ্য হইলেও তত্তদ্বিষয়ের পরীক্ষার্থই তাহাদের অনুবাদমাত্র করা হইতেছে।

ভক্তির উদয়বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ভক্তসঙ্গ হইতে উৎপন্না শ্রদ্ধা এবং ভক্তপরম্পরাগত ভগবৎকথারুচিপ্রভৃতিদ্বারা ভগবৎসাম্মুখ্যলাভ হয়, অতঃপর তত্তদ্বিষয়ক আসক্তিপ্রভাবেই ভজনীয় ভগবানের মূর্ত্তিবিশেষে এবং তদীয়ভজনমার্গ-বিশেষে রুচি জন্মিয়া থাকে।

অনন্তর বিশেষ বুভুৎসা (জানিবার ইচ্ছা) জন্মিলে তাদৃশভক্তগণের মধ্যে একজন বা বহুজনকে গুরুপদে বরণপূর্ব্বক তত্ত্ব শ্রবণ করিতে হয়। উপক্রম এবং উপসংহারাদির বিচারপূর্ব্বক অর্থাবধারণই শ্রবণ।

অনন্তর ঐ শ্রুতবিষয়ে সন্দেহ বা বিপরীতবুদ্ধির উদয় হইলে স্বয়ংই তাহার যে বিচার করা হয়, তাহাই মনন।

অতঃপর—'ভগবানের যাবতীয় মূর্ত্তিতেই ভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজমান,' এইরূপ শ্রদ্ধা জন্মে। উক্ত মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে কোন এক মূর্ত্তিতে উক্ত প্রথমজাত রুচির সহিত নিজাভীষ্টদানসামার্থ্যাদির আতিশয্যশালিত্বনির্দ্ধারণরূপে সেই শ্রদ্ধাই সমুল্লসিত হইয়া থাকে। যদিও সেই একমূর্ত্তিতেই তাদৃশ আতিশয্যের পর্য্যবসান সম্ভব হয়, সর্ব্বত্র হয় না, তথাপি কোন কোন ব্যক্তির সেই বিশিষ্টের অজ্ঞানবশতঃ অন্যত্রও তাদৃশবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা সম্ভবপর হইয়া থাকে।

এইরূপে ভজনমার্গবিশেষেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান সিদ্ধ হইলে বিজ্ঞান (স্বরূপজ্ঞান)-লাভের জন্য নিদিধ্যাসনরূপ তত্তদুপাসনামার্গ বিশেষ অবলম্বিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিচারপ্রধান সাধকগণের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। রুচিপ্রধান সাধকগণের পক্ষে তাদৃশবিচারের অপেক্ষা হয় না, পরন্তু রুচিপ্রধান ভক্ত সাধুসঙ্গশীল, লীলাকথাশ্রবণরুচিযুক্ত, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধালু এবং নিজচিত্তে শ্রুতবিষয়ের আবৃত্তিশীল হইয়া থাকেন। যথা ভাগবতে—"সাধু, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত এবং ভগবৎকথা-শ্রবণাভিলাষী পুরুষের ভগবৎকথায় রুচি হয়" ইত্যাদি শ্লোকে এবিষয় পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। "সাধুগণের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার (ভগবানের) মাহাত্ম্যপ্রকাশক কথা-সমূহের আলোচনা হয় এবং তাহা হৃদয় ও কর্ণের প্রীতিজনক" ইত্যাদি শ্লোকেও তাহা দ্রষ্টব্য। প্রীতিভক্তিকামি-

গণের রুচিপ্রধানমার্গই শ্রেষ্ঠ, অজাতরুচি পুরুষগণের ন্যায় বিচারপ্রধান মার্গ তাঁহাদের শ্রেয়স্কর নহে।

শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন,—"হে ভগবন্, এই সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণসমূহ, গুণের কার্য্য মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি, কিম্বা মনঃ প্রভৃতি সমস্তই উৎপত্তিবিনাশশীল ও জড়, সুতরাং ইহারা আপনাকে জানিতে পারে না। হে উরুগায়! এমন কি, দেবতা এবং মনুষ্যগণও আপনাকে জানিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহারাও আদ্যন্তবিশিষ্ট। এইজন্য বিদ্বদ্ব্যক্তিগণ বিচারপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়নাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া আপনার ধ্যানে নিযুক্ত হ'ন। অতএব হে পূজ্যতম! ভবদীয় চরণদ্বয়ের নমস্কার, স্তুতি, কর্ম্ম পরিচর্য্যা), পূজা, কর্ম্মস্মৃতি ও কথা-শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গসেবা-ব্যতিরেকে পরমহংসজনগম্য আপনাতে লোক কিরূপে ভক্তি লাভ করিবে?"

"কর্ম্ম" অর্থাৎ পরিচর্য্যা, "কর্ম্মস্মৃতি" অর্থাৎ লীলাস্মরণ, "চরণদ্বয়ের" এই পদটী ভক্তিসূচকরূপে সর্ব্বত্র অন্বয়-বিশিষ্ট হইবে। উভয়স্থলেই তত্তদ্‌ভজনবিধির শিক্ষাগুরু প্রাক্তন শ্রবণগুরুই হইয়া থাকেন—ইহাই শাস্ত্রে অবগত হওয়া যায়। প্রাক্তন শ্রবণগুরু বহু থাকিলেও প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে একজনই অভীষ্ট হইয়া থাকেন। পূর্ব্বকারণানুসারেই শ্রীমন্ত্রগুরু একজনই হইয়া থাকেন; যেহেতু পরে বহু মন্ত্রগুরুস্বীকার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এ-বিষয়ে প্রমাণসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে "আত্মার অভিপ্রেত মূর্ত্তি অনুসারে মহাপুরুষ নির্ণয়পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চন করিবে" এই বাক্যে আবির্হোত্রপ্রভৃতি মহাজনগণকর্ত্তৃক আবির্ভাববিশেষে রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ—"বৈদিক, তান্ত্রিক ও তদুভয়মিশ্র, এই ত্রিবিধ যজ্ঞ আমার সাধনার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যাহা নিজের ঈপ্সিত, তদ্দ্বারাই বিধিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চন করিবে", এইবাক্যে স্বয়ং শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক ভজনবিশেষে রুচি অভিপ্রেত হইয়াছে। অতঃপর শ্রবণগুরুর কথা বলিতেছেন,—

অতএব উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু পুরুষ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এবং শমগুণাশ্রয় সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥ ২০২ ॥

যিনি "শব্দব্রহ্মে" অর্থাৎ বেদে তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিয়া এবং "পরব্রহ্ম" অর্থাৎ ভগবদাদি আবির্ভাব-বিশেষে প্রত্যক্ষানুভবদ্বারা "নিষ্ণাত" অর্থাৎ তাদৃশরূপে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন; যেহেতু পুরঞ্জনোপাখ্যানাদির উপ-সংহারে শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—"যাহা হইতে অণুমাত্রও ভয় হয় না, সেই পরমাত্মাই প্রিয়বস্তু,—ইহা যিনি জানিতে পারেন; তিনিই বিদ্বান্ এবং যিনি এইরূপ বিদ্বান্, তিনিই গুরু ও তিনিই শ্রীহরি॥" নিমিরাজের প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি ॥ ২০২ ॥

অত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তে বিশেষঃ—

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃৎ ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ। অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্‌ভবেৎ॥"

কিঞ্চ,—

"কুলং শীলমথাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্। ভজেত শ্রবণাদ্যর্থী সরসং সার-সাগরম্॥"

সরসত্বাদিকং ব্যঞ্জিতং তত্রৈবান্যত্র—

"কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমো গুরুঃ॥" ইতি।

এবম্ভূতগুরোরভাবাৎ যুক্তিভেদবুভুৎসয়া বহূনপ্যাশ্রয়ন্তে কেচিৎ; যথা (ভাঃ ১১।৯।৩১)—

ন হ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥ ২০৩॥

স্পষ্টম্। (১১।৯।) শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্॥ ২০৩॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে, যথা—"ধর্ম্মবক্তা দ্বিবিধ, সরাগ ও নীরাগ। সরাগ-বক্তা লোলুপ ও কামী, তাহার উক্তি হৃদয় স্পর্শ করে না। তিনি কেবল উপদেশই প্রদান করেন, কিন্তু নিজের জীবনে কখনও উপদিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করেন না। পরন্তু পরীক্ষা না করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে তাহা লোকনাশনার্থই হইয়া থাকে।"

আরও বলিয়াছেন—"কুল, শীল, আচার প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া শ্রবণাদিবিষয়ে অভিলাষী পুরুষ সরস ও সারসাগর গুরুর ভজন করিবেন।" সরসত্বাদি ধর্ম্ম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেই অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, যথা—"কাম-ক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ এবং বিষাদশীল পুরুষও যাঁহার উপদেশশ্রবণে উৎফুল্লচিত্ত হয়, সেই বক্তাই পরমগুরু।"

এইরূপ গুরুর অভাবে নানাবিধযুক্তিজ্ঞানার্থ কেহ কেহ বহুগুরু স্বীকার করিয়া থাকেন। যথা—

একগুরু হইতে সুপ্রচুর জ্ঞান স্থিরীকৃত হইতে পারে না, যেহেতু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকেই ঋষিগণ অনেকরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ২০৩॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। যদুর প্রতি শ্রীদত্তাত্রেয়ের উক্তি॥ ২০৩॥

তত্র রুচিপ্রধানানাং শ্রবণাদিকম্ (ভাঃ ১।৫।২৬)—

"তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ, প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুতিঃ॥"

ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারম্। বিচারপ্রধানানাং শ্রবণং যথা চতুঃশ্লোক্যাদীনাম্। মননং যথা (ভাঃ ২।২।৩৪) "ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন" ইত্যাদৌ। অথ তজ্জাতা শ্রীভগবতি শ্রদ্ধা যথা (ভাঃ ৪।২১।২৭-৩০)—

অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যঃ ক্বচিদ্ভুবঃ॥
মনোরুত্তানপাদস্য ধ্রুবস্যাপি মহীপতেঃ।
প্রিয়ব্রতস্য রাজর্ষেরঙ্গস্যাস্মৎপিতুঃ পিতুঃ॥
ঈদৃশানামথান্যেষামজস্য চ ভবস্য চ।
প্রহ্লাদস্য বলেশ্চাপি কৃত্যমস্তি গদাভৃতা॥
দৌহিত্রাদীনৃতে মৃত্যোঃ শোচ্যান্ ধর্ম্মবিমোহিতান্।
বর্গস্বর্গাপবর্গাণাং প্রায়েণৈকাত্ম্যহেতুনা॥ ২০৪॥

হে অর্হত্তমাঃ! যজ্ঞপতির্নাম সর্ব্বকর্ম্মফলদাতৃত্বেন শ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ পরমেশ্বরঃ কেষাঞ্চিৎ শ্রুত্যর্থতত্ত্বজ্ঞানাং মতে তাবদস্তি, তথাপি বিপ্রতিপত্তের্ন তৎসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য তত্র জগদ্বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্তি-প্রমাণমপ্যুপোদ্বলকমিত্যাহ,—ইহ প্রত্যক্ষেণামুত্র শাস্ত্রেণ তদ্বদিত্যনুমানেন চ জ্যোৎস্নাবত্যঃ কান্তিমত্যো

ভুবো ভোগভূময়ো দেহাশ্চ কচিদেবোপলভ্যন্তে, ন সর্ব্বত্রেতি। অয়ং ভাবঃ,—ন বা জড়স্য তৎ-কর্ম্মণস্তত্তৎফলদাতৃত্বং ঘটতে, "ফলমত উপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াৎ। ন চার্বাগ্ দেবতানাং স্বাতন্ত্র্যম্, অন্তর্যামিশ্রুতেঃ। ন চ কর্ম্মসাম্যে ফলতারতম্যং কচিচ্চ তদসিদ্ধিঃ সম্ভবতি। অতঃ স্বতন্ত্রেণ পরমেশ্বরেণ ভাব্যম্।

অত্র বিদ্বদনুভবোঽপি প্রমাণমিত্যাহ,—মনোরিতি ত্রিভিঃ। অস্মৎপিতুঃ পিতুঃ পিতামহস্যাজস্য। প্রহ্লাদবলী তদানীং শাস্ত্রাদেব জ্ঞাত্বা গণিতৌ। গদাভৃতা পরমেশ্বরেণ কৃত্যমস্তি, হৃদয়ে বহিরপি আবির্ভূয় তেষাং মুহুঃ কৃত্যসম্পাদনাৎ তেন যৎ কৃত্যং করণীয়ং তৎ তেষামস্তীত্যর্থঃ। তেষামেব তেন সহ কৃত্যমস্তি নান্যেষামিত্যর্থো বা। তদন্যাংস্তু নিন্দিতত্বেনাহ,—মৃত্যোর্দৌহিত্রাদীন্ বেণপ্রভৃতীন্ ধর্ম্মবিমোহিতান্। গদাভৃচ্ছব্দেন তন্নাম্না প্রসিদ্ধাৎ শ্রীবিষ্ণোরন্যত্র পরমেশ্বরত্বং বারয়তি শ্রুতিযুক্তিবিদ্বদনুভবেষু। তং গদাভৃতং বিশিনষ্টি,—বর্গেতি। বর্গোঽত্র ত্রিবর্গঃ ; স্বর্গো ধর্ম্মস্য ফলম্ ; অপবর্গো মোক্ষঃ। তেষামৈকাত্ম্যেনৈকরূপ্যেণ সর্ব্বাস্তর্গতেন হেতুনা ; তত্রাপি প্রায়েণ প্রচুরেণ হেতুনা। তদুক্তং স্কান্দে—

"বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥" ইতি।

অথ ভজনশ্রদ্ধা যথা (ভাঃ ৪।২১।৩১-৩২)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা,-মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥
বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমা,-নসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন,-র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে॥ ২০৫॥

'তপস্বিনাং' সংসারতপ্তানাম্। তৎপাদসম্বন্ধস্যৈবৈষ মহিমা ইতি দৃষ্টান্তেনাহ,—যথেতি। অসঙ্গস্ততোঽন্যত্রানাসক্তিস্তেন বিজ্ঞানবিশেষো ভগবতো নানাবির্ভাবত্বাৎ তেষাং মধ্যে কস্যাপ্যাবির্ভাবস্য সাক্ষাৎকারস্তদেব বীর্য্যং বিদ্যতে যস্য সঃ। যস্যাঙ্ঘ্রিমূলে কৃতাশ্রয়ঃ সন্॥ (৪।২১।) শ্রীপৃথুরাজঃ সভ্যান্॥ ২০৪-২০৫॥

তন্মধ্যে রুচিপ্রধান ভক্তগণের শ্রবণাদি এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—"হে ব্যাসদেব! সেই স্থানে ঋষিগণ প্রত্যহ মনোহর হরিলীলা গান করিতেন; তাঁহাদের কৃপায় আমি তাহা শ্রবণ করিতাম। এইরূপে শ্রদ্ধা সহকারে প্রত্যেক পদ শ্রবণ করিতে করিতে সেই প্রিয়কীর্ত্তি শ্রীহরিতে আমার রতির উদয় হইয়াছিল।" এইরূপ চতুঃশ্লোকী প্রভৃতিতে বিচারপ্রধান সাধকগণের শ্রবণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মননের বিষয় এরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া নিখিল বেদ তিনবার বিচার করিয়া কিরূপে পরমাত্মা হরিতে রতি হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলেন।" মনন হইতে শ্রীভগবদ্বিষয়ে উৎপন্না শ্রদ্ধা, যথা—

হে অর্হত্তমগণ! কতিপয় ব্যক্তির মতে যজ্ঞপতি বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যেহেতু ইহলোকে এবং পরলোকে কোন কোন স্থলে জ্যোৎস্নাময় ভূমিসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। মৃত্যু-দৌহিত্রাদি ধর্ম্মবিমূঢ় শোচনীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত মহারাজ মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, রাজর্ষি প্রিয়ব্রত, আমার পিতার পিতা অজ, ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, বলি এবং এতাদৃশ অন্যান্য মহাত্মগণের সম্বন্ধে ত্রিবর্গ, স্বর্গ ও অপবর্গের প্রায়শঃ ঐকাত্ম্যহেতু গদাভৃৎ (গদাধর শ্রীহরি)-দ্বারা কৃত্য (হরিসম্বন্ধি নির্দ্দিষ্ট ভজনকার্য্য) বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ২০৪॥

হে অর্হত্তমগণ! (পূজ্যতমগণ!) কতিপয় পুরুষের অর্থাৎ শ্রুতার্থতত্ত্বজ্ঞের মতে "যজ্ঞপতি" অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতৃরূপে শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরমেশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ইহা সত্য হইলেও 'বিপ্রতিপত্তিবশতঃ (অর্থাৎ কর্ম্মফলনিয়ন্তা ঈশ্বর নাই—এইরূপ বিরোধিমতবশতঃ) ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না', এই আশঙ্কা করিয়া এ-বিষয়ে জগদ্বৈচিত্র্যের অন্যপ্রকারে অনুপপত্তিরূপ (অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত জগদ্বৈচিত্র্য অন্যপ্রকারে সম্ভবপর হয় না, এইরূপ) প্রমাণও ঈশ্বরসাধকরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। "ইহলোকে" প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা, "পরলোকে" শাস্ত্রীয় (শব্দ)-প্রমাণদ্বারা, এবং এইরূপ অনুমানপ্রমাণদ্বারাও কোন কোন স্থলেই "জ্যোৎস্নাময় ভূমিসমূহ" অর্থাৎ কান্তিময় ভোগভূমি ও দেহসকল উপলব্ধ হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র নহে। উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মসমূহ জড়াত্মক, অতএব তাহারা তাদৃশ ফল দান করিতে পারে না। "ফলমত উপপত্তেঃ" এই ব্রহ্মসূত্রে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতরদেবতাগণেরও কর্ম্মফলপ্রদানে স্বাতন্ত্র্য নাই, যেহেতু শ্রুতিতে ভগবান্‌ই সকলের অন্তর্যামিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। আবার কর্ম্মসাম্যসত্ত্বে ফলের তারতম্য বা ফলের অসিদ্ধি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় তাহাও হইতে পারে না। অতএব এই সকলের নিয়ামকরূপে স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে "মনোঃ" ইত্যাদিশ্লোকত্রয়ে বিদ্বদনুভব অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানিপুরুষগণের অনুভবও প্রমাণরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। "আমার পিতার পিতার" অর্থাৎ আমার (পৃথুর) পিতামহ অঙ্গরাজের। প্রহ্লাদ ও বলি—ইঁহাদিগকেও শাস্ত্র হইতে জানিয়াই গণনা করা হইয়াছে। "গদাভৃৎ" অর্থাৎ পরমেশ্বরদ্বারা "কৃত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে" অর্থাৎ অন্তরে ও বহির্দ্দেশে আবির্ভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া সেই গদাভৃৎ ভগবানের তাঁহাদের সম্বন্ধে করণীয় কার্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; অথবা তাঁহাদিগেরই তাঁহার (ভগবানের) সহিত করণীয় আছে, অন্যের নাই। "মৃত্যুর দৌহিত্রাদি" অর্থাৎ বেণ প্রভৃতি "ধর্ম্মবিমূঢ়" ইত্যাদিবাক্যে মনুপ্রভৃতি ব্যতীত অন্যান্য অভক্তকে নিন্দিত বলা হইয়াছে। এস্থলে "গদাভৃৎ"-শব্দদ্বারা শ্রুতি, যুক্তি এবং বিদ্বদনুভবপ্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই নামে প্রসিদ্ধ বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার পরমেশ্বরত্ব নিষেধ করিতেছেন।

'বর্গ'প্রভৃতি বাক্যদ্বারা তাদৃশ বিষ্ণুর বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। "বর্গ"-শব্দে ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম), "স্বর্গ"-শব্দে ধর্ম্মফল, "অপবর্গ"-শব্দে মোক্ষ। এই সকলের মধ্যে একরূপে সর্ব্বান্তর্গতত্বহেতু (তিনিই ঈশ্বর)।

"প্রায়েণ"-শব্দে হেতুর প্রাচুর্য্য উক্ত হইয়াছে। এবিষয়ে স্কন্দপুরাণে, যথা—"যিনি ভবপাশদ্বারা বন্ধন করেন, এবং ভবপাশ হইতে মুক্ত করেন, সেই কৈবল্যদাতা বিষ্ণুই সনাতন পরব্রহ্ম।"

অনন্তর ভজনশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—

যে ভগবানের চরণকমলের সেবারুচি সংবর্দ্ধিত হইলে তদীয় চরণাঙ্গুষ্ঠনির্গতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় তপস্বিগণের বহুজন্মার্জ্জিত বুদ্ধিমালিন্য সত্বরই দূরীভূত করিয়া থাকে, যাঁহার অঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতন (আশ্রিত) পুরুষ যাবতীয় মনোমলরহিত ও অসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যশালী হইয়া পুনরায় এই ক্লেশপ্রদ সংসারে প্রবেশ করেন না (সেই ভগবানের ভজন কর)॥ ২০৫॥

"তপস্বিগণের" অর্থাৎ সংসারতপ্ত জনগণের। "যথা" ইত্যাদিবাক্যে দৃষ্টান্তদ্বারা তদীয় শ্রীপদসম্বন্ধেরই ঈদৃশ মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। "অসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যশালী" এই বাক্যের অর্থ এই যে—"অসঙ্গ" অর্থাৎ অন্যত্র অনাসক্তিনিবন্ধন যে "বিজ্ঞানবিশেষ" অর্থাৎ নানাবির্ভাববিশিষ্ট ভগবানের যে কোন আবির্ভাবের সাক্ষাৎকার—তাহাই "বীর্য্য"-স্বরূপ যাঁহার, তিনি। "যাঁহার অঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতন" অর্থাৎ যে ভগবানের পদমূলে আশ্রয়গ্রহণকারী। সভাসদ্‌গণের প্রতি পৃথু-মহারাজের উক্তি॥ ২০৪-২০৫॥

অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি তথৈবাহ, (ভাঃ ১১।৩।২২)—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ-স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ ২০৬॥

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত" (ভাঃ ১১।৩।২১) ইতি পূর্ব্বোক্তেস্তত্রশ্রবণগুরৌ। গুরুরেবাত্মা জীবনং দৈবতং নিজেষ্টদৈবততয়াভিমতশ্চ যস্য তথাভূতঃ সন্। 'অমায়য়া' নির্দম্ভয়া 'অনুবৃত্ত্যা' তদনুগত্যা শিক্ষেৎ। যৈঃ ধর্ম্মৈঃ 'আত্মা' পরমাত্মা। ভক্তেভ্যঃ 'আত্মদঃ' শ্রীবলিপ্রভৃতিভ্য ইব। অস্য শিক্ষাগুরোর্ব্বহুত্বমপি প্রাগ্বজ্‌জ্ঞেয়ম্॥ (১১।৩।) শ্রীপ্রবুদ্ধো নিমিম্॥ ২০৬॥

শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষাগুরু প্রায়ই একজন হইয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন, যথা—

উক্ত গুরুর সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া অমায়িকী অনুবৃত্তিসহকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে, যদ্দ্বারা আত্মা এবং আত্মদ হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন॥ ২০৬॥

উক্ত গুরুর সমীপে অর্থাৎ "অতএব উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু ব্যক্তি গুরুর শরণাপন্ন হইবে" ইত্যাদিবাক্যোক্ত শ্রবণগুরুর সমীপে। "গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া" অর্থাৎ গুরুই "আত্মা" অর্থাৎ জীবন এবং "দৈবত" অর্থাৎ নিজাভীষ্ট দেবতারূপে অভিমত যাহার, তথাভূত হইয়া। "অমায়িকী অনুবৃত্তিসহকারে" অর্থাৎ দম্ভরহিত আনুগত্যসহকারে শিক্ষা করিবে। "যে-সকলদ্বারা" অর্থাৎ যে ধর্ম্মসমূহদ্বারা। "আত্মা" অর্থাৎ পরমাত্মা, "আত্মদ" অর্থাৎ বলি প্রভৃতির ন্যায় ভক্তসমূহকে যিনি আত্মা (নিজেকে) প্রদান করেন। এই শিক্ষাগুরুর বহুত্বও পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য॥ শ্রীনিমির প্রতি শ্রীপ্রবুদ্ধের উক্তি॥ ২০৬॥

মন্ত্রগুরুস্ত্বেক এবেত্যাহ, (ভাঃ ১১।৩।৪৮)—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ ২০৭॥

'অনুগ্রহো' মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। 'আগমো' মন্ত্রবিধিশাস্ত্রম্। অস্যৈকত্বমেকবচনেন বোধ্যতে। "বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্ গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।" ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ তত্ত্যাগনিষেধাৎ। তদপরিতোষেণৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোঽনেকগুরুকরণে পূর্ব্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদবচনদ্বারাপি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে বোধিতম্—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্‌বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥"

ইতি। (১১।৩।) শ্রীমদাবির্হোত্রো নিমিম্॥ ২০৭॥

মন্ত্রগুরু যে একজনই হইবেন, তাহা বলিতেছেন—

প্রথমতঃ উক্ত আচার্য্য হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তৎকর্ত্তৃক সন্দর্শিত আগমানুসারে স্বীয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে শ্রীহরির পূজা করিবে॥ ২০৭॥

"অনুগ্রহ" অর্থাৎ মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ "আগম" অর্থাৎ মন্ত্রবিধায়ক শাস্ত্র। শ্লোকে "আচার্য্যাৎ" এই পদটী একবচনান্তরূপে উল্লিখিত হওয়ায় এই দীক্ষাগুরু একজনই জানিতে হইবে।

"যে ব্যক্তি গুরু পরিত্যাগ করিয়াছে, তৎকর্ত্তৃক জ্ঞান কলুষিত ও দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তৎকর্ত্তৃক শ্রীহরি পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছেন," প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইলেও যদি একগুরুতে (তাঁহার অযোগ্যতাহেতু) পরিতোষ না হয় তাহা হইলে অন্যগুরু গ্রহণ করা হয়, সুতরাং অনেকগুরু-করণহেতু পূর্ব্বগুরুত্যাগই সিদ্ধ হইয়া থাকে। নারদপঞ্চরাত্রে বিশেষবিধিবচনদ্বারাও এবিষয় জ্ঞাপিত হইয়াছে, যথা—"যদি কেহ অবৈষ্ণবের নিকট হইতে মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিরয়গামী হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহার পুনরায় বিধানানুসারে বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" নিমিরাজের প্রতি শ্রীআবির্হোত্রের উক্তি॥ ২০৭॥

তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়-জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যান্নান্যথেত্যাহ (ভাঃ ১১।১০।১২)—

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ॥ ২০৮॥

আদ্যঃ অধরঃ। তৎসন্ধানং তয়োর্মধ্যমং মন্থন-কাষ্ঠম্। প্রবচনমুপদেশঃ। বিদ্যা শাস্ত্রোক্তং জ্ঞানন্তু সন্ধৌ ভবোঽগ্নিরিব। তথাচ শ্রুতিঃ—"আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্" ইত্যাদি। অতএব (মুঃ উঃ ১।২।১২) "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইতি; (ছাঃ উঃ ৬।১৪।২) "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইতি; (কঠ ১।২।৯) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইতি॥ (১১।১০।) শ্রীভগবান্॥ ২০৮॥

গুরুগণের মধ্যে শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয়জ্ঞান জন্মে, অন্যপ্রকারে হয় না, এই প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন—ব্রহ্মবিদ্যারূপ অগ্নির উৎপাদনে আচার্য্যই আদ্য অরণিকাষ্ঠতুল্য, শিষ্য উপরিস্থিত অরণিকাষ্ঠতুল্য, প্রবচন তৎসন্ধান-কাষ্ঠ এবং বিদ্যা সুখকর সন্ধিতুল্য॥ ২০৮॥

"আদ্য" অর্থাৎ নিম্নস্থিত। "তৎসন্ধান" অর্থাৎ উভয়ের মধ্যস্থিত মন্থনকাষ্ঠ। "প্রবচন" অর্থাৎ উপদেশ। "বিদ্যা" অর্থাৎ শাস্ত্রোক্তজ্ঞান। "সন্ধিতুল্য" অর্থাৎ সন্ধিদেশে উৎপন্ন অগ্নিতুল্য। এসম্বন্ধে "আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্" ইত্যাদি শ্রুতিও প্রমাণস্বরূপ। অতএব—"ব্রহ্মজ্ঞানার্থ শিষ্য গুরুরই অভিগমন করিবে," "আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন," "হে নাচিকেত! তুমি তর্কদ্বারা মতিকে ভ্রষ্ট করিও না, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য হইতে শ্রবণদ্বারাই প্রকৃষ্ট জ্ঞান হইয়া থাকে" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের উক্তি॥ ২০৮॥

শিক্ষাগুরোরপ্যাবশ্যকত্বমাহুঃ (ভাঃ ১০।৮৭।৩৩)—

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং, য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং, বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥ ২০৯॥

যে গুরোশ্চরণং সমবহায়াতিলোলুপমদান্তমদমিতং মন এব তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদন্তর্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে উপায়খিদঃ তেষু তেষূপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসনশতান্বিতা ভবন্তি। অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা তদ্বৎ। শ্রীগুরুপ্রদর্শিতভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ। অতো ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ। মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥"

শ্রুতিশ্চ (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)—

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

ইতি। (১০।৮৭।) শ্রুতয়ঃ॥ ২০৯॥

শিক্ষাগুরুরও আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। যথা—

হে অজ! যাহারা গুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজিতেন্দ্রিয় এবং প্রাণসমূহদ্বারা অতিলোল অদান্ত মনোরূপ তুরঙ্গকে সংযমিত করিতে যত্ন করে, সেই উপায়খিন্ন ব্যক্তি অসংখ্যবিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সমুদ্রে অকৃতকর্ণধার বণিক্‌গণের ন্যায় ইহসংসারে অবস্থান করিতে থাকে॥ ২০৯॥

যাহারা গুরুর চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতিলোল (অতিচঞ্চল) "অদান্ত" অর্থাৎ অদমিত মনোরূপ যে তুরঙ্গ (অশ্ব), তাহাকে বিজিত ইন্দ্রিয় ও প্রাণদ্বারা "সংযমিত" অর্থাৎ ভগবদন্তর্মুখ করিতে যত্ন করে, তাহারা "উপায়খিদ" অর্থাৎ সেই সেই উপায়সমূহের অবলম্বনে খেদপ্রাপ্ত, অতএব শত শত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এই সংসারেই অবস্থান করে। হে অজ! তাহারা "অকৃতকর্ণধার বণিক্‌গণের ন্যায়" অর্থাৎ সমুদ্রে নাবিক স্বীকার না করিলে বণিক্‌গণের যেরূপ হয়, সেইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুকর্ত্তৃক নিরূপিত ভগবদ্‌ভজনপদ্ধতিতে ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, গুরুকৃপায় বিপদ্দ্বারা অভিভূত না হইয়াই শীঘ্র মন নিশ্চল হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে,—বুধগণ যদি গুরুভক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্মরণরূপ-ভক্তিদ্বারা ভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু জীব অহঙ্কারপরায়ণ হইলে নিকটে উপস্থিত ভগবান্‌কেও লাভ করিতে পারে না।"

এসম্বন্ধে শ্রুতিতেও রহিয়াছে, যথা—"ভগবানের প্রতি যাঁহার পরমভক্তি এবং শ্রীগুরুদেবেও ঐভক্তি তুল্যরূপে বর্ত্তমান, সেই মহাত্মার নিকট এই কথিত তত্ত্বসমূহ যথাযথরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।" শ্রীশ্রুতিগণের উক্তি॥ ২০৯॥

অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব। তদেতৎপরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্য ইত্যাশয়েনাহ, (ভাঃ ৫।৫।১৮)—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ ২১০॥

সমুপেতঃ সংপ্রাপ্তো মৃত্যুঃ সংসারো যেন তম্। অত উক্তং শ্রীনারদেন, (ভাঃ ১।৫।১৫)—"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ, স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ" ইত্যাদি। তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্ব্বাদিব্যবহারো যাবন্মৃত্যুমোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ (৫।৫।) শ্রীঋষভদেবঃ স্বপুত্রান্॥ ২১০॥

অতএব শ্রীমন্ত্রগুরুর আবশ্যকতা বস্তুতই বর্ত্তমান থাকায় ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগপূর্ব্বকও এই পরমার্থ-গুরুর আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়েই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

যিনি সমুপেতমৃত্যু মানবকে ভক্ত্যুপদেশপ্রদানদ্বারা মুক্ত না করেন, সেই গুরু গুরু নহেন, সেই স্বজন স্বজন নহেন, সেই পিতা পিতা নহেন, সেই জননী জননী নহেন, সেই দেবতা দেবতা নহেন এবং সেই পতি পতি নহেন॥ ২১০॥

"সমুপেতমৃত্যু পুরুষ" অর্থাৎ যে পুরুষকর্ত্তৃক "মৃত্যু" অর্থাৎ সংসার "সমুপেত" অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীনারদ বলিয়াছেন,—"স্বভাবতঃ নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদিতে আসক্ত পুরুষগণের জন্য আপনি যে মহাভারতাদি-শাস্ত্রে পুনরায় নিন্দিত কাম্যকর্ম্মাদিরই বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা মহাব্যতিক্রম হইয়াছে।" অতএব যে পর্য্যন্ত সংসারমোচক শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই পিত্রাদিবিষয়ে গুর্ব্বাদিব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য॥ নিজ পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেবের উক্তি॥ ২১০॥

অন্যদা স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ, (ভাঃ ১১।১৭।২৭)—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ২১১॥

ব্রহ্মচারিধর্ম্মান্তঃ পঠিতমিদম্। (১১।১৭।) শ্রীভগবান্ ॥ ২১১ ॥

অন্তকালে কর্ম্মিগণও নিজগুরুর প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি করিবেন, ইহাই ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। যথা—

আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া অবগত হইবে, কখনও তাঁহাকে অবমানন করিবে না, এবং মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না, যেহেতু গুরু—সর্ব্বদেবময় ॥ ২১১ ॥

ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্মনির্ণয়প্রসঙ্গে ইহা পঠিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২১১ ॥

ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ, (ভাঃ ৭।১৫।২৬-২৭)—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্‌ঘ্রির্লোকো যং মন্যতে নরম্ ॥ ২১২ ॥

এষ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণোঽপি। ততঃ প্রাকৃতদৃষ্টির্ন ভগবত্তত্ত্বগ্রহণে প্রমাণমিতি ভাবঃ। (৭।১৫।) শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২১২ ॥

অতএব পরমার্থিগণ অবশ্যই তাদৃশ গুরুতে ভগবজ্‌জ্ঞান করিবেন, এইহেতু শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ বলিয়াছেন—

জ্ঞানপ্রদীপ-প্রদাতা গুরু সাক্ষাদ্‌ভগবৎস্বরূপ ; যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি "ইনি মর্ত্ত্য (মনুষ্য)—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি করে তাহার সমস্ত শাস্ত্রশ্রবণ হস্তিস্নানতুল্য ব্যর্থ হইয়া থাকে।"

ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকৃতিপুরুষাধিপতি সাক্ষাদ্‌ভগবৎস্বরূপ। যোগেশ্বরগণ সর্ব্বদা ইঁহার পাদপদ্ম অন্বেষণ করেন ; পরন্তু সাধারণ জনগণ ইঁহাকেও মানব মনে করিয়া থাকে ॥ ২১২ ॥

"ইনি" অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব প্রাকৃতদৃষ্টি কখনও ভগবত্তত্ত্ব গ্রহণে সমর্থ নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ২১২ ॥

শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে, যথা (ভাঃ ৪।৩০।৩৮)—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবান্ ভবস্য, প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো,-র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্মঃ ॥ ২১৩ ॥

টীকা চ—"তব যঃ প্রিয় সখা তস্য ভবস্য। অত্যন্তমচিকিৎস্যস্য ভবস্য জন্মনো মৃত্যোশ্চ ভিষক্তমং সদ্‌বৈদ্যং ত্বাং গতিং প্রাপ্তাঃ" ইত্যেষা। শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৄণাং গুরুঃ। (৪।৩০।) শ্রীপ্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্ ॥ ২১৩ ॥

কোন কোন শুদ্ধভক্ত শ্রীগুরু ও শ্রীশিবকে ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাঁহা হইতে অভিন্নজ্ঞান করেন। যথা—

হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়সখা সাক্ষাৎ ভগবান্ ভবের ক্ষণকাল সঙ্গপ্রভাবেই অদ্য দুশ্চিকিৎস্য জন্ম এবং মৃত্যুরূপ রোগের ভিষক্তমস্বরূপ আপনাকে গতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২১৩ ॥

যিনি আপনার প্রিয়সখা, সেই ভবের (মহাদেবের)। "দুশ্চিকিৎস্য" অর্থাৎ নিতান্ত অচিকিৎস্য ভব (জন্ম) এবং মৃত্যুর "ভিষক্তম" অর্থাৎ সদ্‌বৈদ্যস্বরূপ আপনাকে "গতি" অর্থাৎ শরণ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীশিবই এই বক্তৃগণের গুরু। শ্রীমদষ্টভুজপুরুষের প্রতি শ্রীপ্রচেতোগণের উক্তি ॥ ২১৩ ॥

তদেবং রুচ্যাদিঃ শ্রীগুর্ব্বাশ্রয়ান্তঃ উপাসনাপূর্ব্বাঙ্গরূপঃ সাম্মুখ্যভেদো বহুবিধো দর্শিতঃ। অথ সাক্ষাদুপাসনালক্ষণস্তদ্ভেদোঽপি বহুবিধো দর্শ্যতে। তত্র সাম্মুখ্যং দ্বিবিধং—নির্ব্বিশেষময়ং সবিশেষময়ঞ্চ। তত্র পূর্ব্বং জ্ঞানম্। উত্তরন্ত দ্বিবিধম্—অহংগ্রহোপাসনারূপং ভক্তিরূপঞ্চ। অথ জ্ঞানস্য লক্ষণম্ (ভাঃ ১১।১৯।২৭)—

জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্ ॥ ২১৪ ॥

অভেদোপাসনং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। (১১।১৯।) শ্রীভগবান্ ॥ ২১৪ ॥

এইরূপে রুচি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পর্য্যন্ত উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গস্বরূপ নানাবিধ সাম্মুখ্যভেদ প্রদর্শিত হইল। অনন্তর সাক্ষাদুপাসনারূপ সাম্মুখ্য এবং তদীয়ভেদসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে। সাক্ষাৎ উপাসনাবিষয়ে সাম্মুখ্য দ্বিবিধ—নির্ব্বিশেষময় ও সবিশেষময়। তন্মধ্যে পূর্ব্বটী জ্ঞানরূপ সাম্মুখ্য, দ্বিতীয়টি দ্বিবিধ—অহংগ্রহোপাসনারূপ এবং ভক্তিরূপ। অনন্তর জ্ঞানের লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—

একাত্মকরূপে সর্ব্ববস্তুর দর্শনই জ্ঞান ॥ ২১৪ ॥

উক্ত লক্ষণে অভেদোপাসনাই জ্ঞানশব্দের তাৎপর্য্যার্থ॥ শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২১৪ ॥

তৎসাধনপ্রকারশ্চৈবং বহুবিধস্তত্র তত্রোক্তঃ। স চ জ্ঞানমেবোচ্যতে। তত্র শ্রবণং। শ্রীপৃথুসনৎকুমারসংবাদাদৌ দ্রষ্টব্যম্। তদনুসারেণ মননঞ্চ জ্ঞেয়ং। প্রথমতঃ শ্রোতৃণাং হি বিবেকস্তাবানেব যাবতা জড়াতিরিক্তং চিন্মাত্রং বস্তূপস্থিতং ভবতি। তস্মিংশ্চিন্মাত্রেঽপি বস্তুনি যা বিশেষাঃ স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধা ভগবত্তাদিরূপা বর্ত্তন্তে তাংস্তে বিবেক্তুং ন ক্ষমন্তে, যথা রজনীখণ্ডিনি জ্যোতিষি জ্যোতির্মাত্রত্বেঽপি যে মণ্ডলান্তর্বহিশ্চ দিব্যবিমানাদিপরস্পরপৃথগ্ভূতরশ্মিপরমাণুরূপা বিশেষাস্তাংশ্চর্ম্মচক্ষুষো ন ক্ষমন্তে ইত্যধ্যয়ঃ, তদ্বৎ। পূর্ব্ববচ্চ যদি মহৎকৃপাবিশেষেণ দিব্যদৃষ্টিতা ভবতি, তদা বিশেষোপলব্ধিশ্চ ভবেৎ। ন চেন্নির্বিশেষচিন্মাত্রব্রহ্মানুভবেন তল্লীন এব ভবতি। তথৈব নিদিধ্যাসনমপি তেষাম্। তদ্‌যথা (ভাঃ ২।২।১৫-১৬)—

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতি,-র্যদাজিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্।
কালে চ দেশে চ মনো ন সজ্জয়েৎ, প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য, ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিনয়েৎ তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো, লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ২১৫ ॥

এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং স্বরূপভূতয়া বুদ্ধ্যা আত্মনি তদ্দ্রষ্টৃত্বাদিরহিতে শুদ্ধে জীবে। তঞ্চ শুদ্ধমাত্মানম্ আত্মনি ব্রহ্মণি। অবরুধ্য তদেকত্বেন বিচিন্ত্য। লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্বিরমেত। তস্য ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ। (২।২।) শ্রীশুকঃ ॥ ২১৫ ॥

তত্তৎস্থলে ইহার বহুবিধ সাধনপ্রণালীও উক্ত হইয়াছে। সেই সাধনপ্রণালীসমূহও জ্ঞাননামেই উক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পৃথুসনৎকুমারসংবাদাদি-স্থলে শ্রবণের বিষয় জ্ঞাতব্য। মননও তদনুসারেই জানিতে হইবে। প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের জড়াতিরিক্ত চিন্ময়বস্তুর উপস্থিতির যোগ্য বিবেকমাত্রই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তৎকালেও

চিন্মাত্রবস্তুতে স্বরূপভূতশক্তিসিদ্ধ ভগবত্ত্বাদিরূপ যেসমস্ত বিশেষ বর্ত্তমান, সেই বিশেষসমূহের বিচার করিতে তাহারা সমর্থ হয় না। নৈশতমোবিনাশকারী জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতিঃরূপে জ্ঞাত হইলেও তাহার অন্তরে এবং বহিঃপ্রদেশে দিব্য বিমানাদিতে পরস্পর পৃথগ্ভূত যে রশ্মিপরমাণুপুঞ্জরূপ বিশেষসমূহ বিরাজমান, তাহা যেরূপ চর্ম্মচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অবগত হইতে পারে না, এস্থলেও সেইরূপ জ্ঞাতব্য। যদি পূর্ব্ববৎ মহৎকৃপাবিশেষ হইতে দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়, তাহা হইলে বিশেষোপলব্ধিও হইয়া থাকে। অন্যথা নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রব্রহ্মানুভবদ্বারা সাধক পুরুষ ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নিদিধ্যাসন (ধ্যান)-প্রণালীও তাদৃশ, যথা—

"হে রাজন্! ঈদৃশ যতি যে কালে দেহত্যাগ ইচ্ছা করেন, তখন কোন পুণ্যক্ষেত্র বা উত্তরায়ণ প্রভৃতি কালের অপেক্ষা করেন না, কিন্তু যোগেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া দেহস্থিতিকর এবং সুখকর আসন অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণাদি-বায়ুসকলকে নিরুদ্ধ করেন। অনন্তর নিশ্চয়াত্মক নিজবুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া এইবুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞে বিলীন করিয়া থাকেন। অতঃপর সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে আত্মায় লীন করেন এবং আত্মাকে আত্মায় অবরুদ্ধ করিয়া লব্ধশান্তি পুরুষ কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকেন॥ ২১৫॥

এই বুদ্ধিকে "ক্ষেত্রজ্ঞে" অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির যিনি দ্রষ্টা, তাঁহাতে বিলীন করেন। সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে স্বরূপভূত-বুদ্ধিদ্বারা "আত্মায়" অর্থাৎ দ্রষ্টৃত্বাদিরহিত শুদ্ধজীবে এবং সেই শুদ্ধ আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে "আত্মায়" ব্রহ্মে অবরুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সহিত একরূপে চিন্তা করিয়া "লব্ধশান্তি হইয়া" অর্থাৎ নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া জাগতিক কার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহার অনন্তর অপর কোন প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ ২১৫॥

তদেবং জ্ঞানমুক্তম্। ইদমেব "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" (গী ৮।৩) ইত্যনেন শ্রীগীতাসূক্তম্। স্বস্য শুদ্ধস্যাত্মনো ভাবো ভাবনা আত্মন্যধিকৃত্য বর্ত্তমানত্বাদধ্যাত্ম-শব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ। অথাহং-গ্রহোপাসনং তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি চিন্তনম্। অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাদ্যাবির্ভাবঃ। যা বিষ্ণু-পুরাণে নাগপাশাদিযন্ত্রিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশমাত্মানং স্মরন্ নাগপাশাদিকমুৎসারিতবান্। অত্রান্তিমফলঞ্চ কীটপেশস্কৃন্যায়েন সারূপ্যসার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্।

অথ ভক্তিঃ। তস্যাস্তটস্থলক্ষণং স্বরূপলক্ষণঞ্চ, যথা গরুড়পুরাণে,—

"বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে। যথা ভক্ত্যা হরিস্তুষ্যেৎ তথা নান্যেন কেনচিৎ॥" ইত্যুক্ত্বাহ—

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥" ইতি।

অত্র যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে ইতি তটস্থলক্ষণম্। তত্র চ অকামঃ সর্ব্বকামো বেত্যাদিসিদ্ধত্বাদ-ব্যাপ্ত্যভাবঃ, যথা ভক্ত্যেত্যাদ্যুক্তত্বাদতিব্যাপ্ত্যভাবঃ, বুধৈঃ প্রোক্তত্বাদসম্ভবাভাবশ্চ।

সেবাশব্দেন স্বরূপলক্ষণম্। সা চ কায়িকবাচিকমানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবানুগতিরুচ্যতে। অতএব ভয়দ্বেষাদীনামহংগ্রহোপাসনায়াশ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। সাধনভূয়সী সাধনেষু শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ। তদেব লক্ষণদ্বয়ং প্রকারান্তরেণাহ, (ভাঃ ১১।২।৩৪)—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ২১৬॥

'অবিদুষাং' পুংসাং তন্মাহাত্ম্যমবিদ্বদ্ভিঃ অপি কর্ত্তৃভিঃ। আত্মনঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান্ ইতি

আবির্ভাবভেদবতঃ স্বস্য ধর্ম্মভূতস্য অঞ্জঃ অনায়াসেনৈব লব্ধয়ে লাভায়। উপায়াঃ সাধনানি স্বয়ং ভগবতা (ভাঃ ১১।১৪।৩)—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

ইত্যনুসারেণ প্রোক্তাঃ, তান্ উপায়ান্ ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ বিদ্ধি। হি প্রসিদ্ধৌ। তত্র সাক্ষাদ্‌-ভক্তেরপি ভাগবতধর্ম্মাখ্যত্বম্ (ভাঃ ৬।৩।২২) "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্" ইত্যাদৌ পরমধর্ম্মত্বখ্যাপনয়া দর্শিতম্। অত্রাত্মলব্ধয়ে প্রোক্তা ইতি তটস্থলক্ষণম্। অন্যেন তদলাভাদব্যভিচারি। আত্মলব্ধয়ে উপায়া ইতি তু স্বরূপলক্ষণম্। তল্লাভোপায়ো হি তদনুগতিরেব। (১১।২) শ্রীকবির্নিমিম্ ॥ ২১৬॥

এইরূপে জ্ঞান উক্ত হইল। এই জ্ঞানই গীতায় "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" এই শ্লোকাংশদ্বারা কথিত হইয়াছে। "স্ব"-শব্দের অর্থ শুদ্ধ আত্মা, "ভাব"-শব্দের অর্থ ভাবনা। ইহা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত হওয়ায় "অধ্যাত্ম"-শব্দে কথিত হয়। অনন্তর অহংগ্রহোপাসনা বর্ণিত হইতেছে। "আমিই তাদৃশশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর"—এইরূপ চিন্তার নামই অহংগ্রহোপাসনা। নিজের মধ্যে তদীয়শক্ত্যাদির আবির্ভাবই তাদৃশ উপাসনার ফলস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীপ্রহ্লাদ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া তাদৃশরূপে আত্মাকে স্মরণপূর্ব্বক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পেশস্কারী কীট (কাঁচপোকা) কর্ত্তৃক ভক্ষণার্থ নিজগৃহে আবদ্ধ অন্যজাতীয় কীট যেরূপ সর্ব্বদা ভয়ের সহিত ঐ পেশস্কারী কীটের রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ংও তাদৃশ রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অহংগ্রহোপাসনায়ও ভগবানের সারূপ্য এবং সমান ঐশ্বর্য্যাদিই অন্তিমফলরূপে জ্ঞাতব্য।

অনন্তর ভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। ইহার তটস্থলক্ষণ এবং স্বরূপলক্ষণ গরুড়পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"যাহাদ্বারা সর্ব্ববিষয়ের লাভ হইয়া থাকে, সম্প্রতি সেই বিষ্ণুভক্তি প্রকৃষ্টরূপে বর্ণন করিব। ভক্তিদ্বারা শ্রীহরি যেরূপ তুষ্ট হ'ন, অন্য কোন বস্তুদ্বারাই সেরূপ তুষ্ট হ'ন না।" অনন্তর বলিতেছেন—'ভজ্' এই ধাতু সেবার্থেই উক্ত হইয়াছে। অতএব সাধনভূয়সী সেবাকেই বুধগণ 'ভক্তি'-সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।"

উক্তশ্লোকে "যয়া সর্ব্বমবাপ্যতে" (যাহাদ্বারা সর্ব্ববিষয়ের লাভ হইয়া থাকে) এই বাক্যটী ভক্তির তটস্থলক্ষণ। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি এবং অসম্ভব —এই ত্রিবিধদোষরহিত না হইলে সেই লক্ষণ গ্রাহ্য হয় না। অতএব ভক্তির লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষনিরাকরণার্থই ভাগবতে—"অকাম অথবা সর্ব্বকামনাযুক্ত কিম্বা মোক্ষকামনাশীল পুরুষও তীব্র ভক্তিসহকারে ভগবানের অর্চ্চন করিবেন", এইরূপ উক্ত হইয়াছে। নচেৎ যাহাদ্বারা সমস্ত লাভ হয়, কেবল তাহাকেই ভক্তি বলিলে অকাম বা মোক্ষকামদ্বারা সমস্ত লাভ হয় না বলিয়া তত্রত্য ভক্তিতে ভক্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে (কোন লক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতি না হইলেই তাহাকে অব্যাপ্তি বলা হয়)। পরন্তু ভাগবতের তাদৃশবচনদ্বারা উক্ত দোষ খণ্ডিত হইল। "যথা ভক্ত্যা" (ভক্তিদ্বারা যেরূপ তুষ্ট হ'ন)—এই বাক্য না বলিলে ধর্ম্মপুরুষার্থীর প্রতিও শ্রীহরি কথঞ্চিৎ তুষ্ট হ'ন বলিয়া ধর্ম্মপুরুষার্থীতে অতিব্যাপ্তি হইতে পারে (অলক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতির নামই অতিব্যাপ্তি)। পরন্তু "যথা ভক্ত্যা" এই উক্তিদ্বারা ধর্ম্মপুরুষার্থীর প্রতি তাদৃশী তুষ্টির অভাব-জ্ঞাপনহেতু অতিব্যাপ্তি খণ্ডিত হইল। সমস্ত লক্ষ্যস্থলেই যদি লক্ষণের অসঙ্গতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে অসম্ভব-দোষ বলা হইয়া থাকে। বুধ অর্থাৎ জ্ঞানিব্যক্তির উক্তি-হেতু সর্ব্বলক্ষ্যেই লক্ষণের সঙ্গতি-হেতু উক্ত দোষ নিবারিত হইতেছে।

"সেবা"-শব্দে ভক্তির স্বরূপলক্ষণ উক্ত হইল। কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা ;

অতএব ভয়দ্বেষাদি এবং অহংগ্রহোপাসনা ব্যাবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাহাতে ভক্তিলক্ষণের সঙ্গতি হইল না, যেহেতু তাহাতে আনুগত্য নাই।

"সাধনভূয়সী"-শব্দের অর্থ সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠা। এই স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ প্রকারান্তরে বর্ণিত হইতেছে—

অবিদ্বদ্‌গণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবৎকর্তৃক যে-সকল উপায় উক্ত হইয়াছে, সেই উপায়সমূহকেই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে॥ ২১৬॥

"অবিদ্বদ্‌গণেরও" অর্থাৎ যাহারা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত নহে, তাদৃশ পুরুষগণকর্তৃকও "আত্মলাভের জন্য" অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্—এই আবির্ভাবভেদবিশিষ্ট ধর্ম্মরূপী নিজের অনায়াসে লাভের নিমিত্ত "উপায়" অর্থাৎ সাধনসমূহ ভগবৎকর্তৃক—"হে উদ্ধব! কালবশে বেদবাণীসমূহ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া প্রলয়ে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু তৎকালে তাহার উপদেষ্টা এবং গ্রাহক থাকে না। এই বেদবাণীই আমি সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছি। ঐ বেদবাণীতে মদাত্মকধর্ম্ম (ভক্তিধর্ম্ম) কীর্ত্তিত হইয়াছে" এই প্রমাণবাক্যানুসারে উক্ত হইয়াছে। সেই উপায়সমূহকেই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। "হি"-শব্দ প্রসিদ্ধার্থক। "ভগবানের নামগ্রহণপূর্ব্বক ভগবানে যে ভক্তিযোগ, তাহাই পুরুষের পরমধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে"—এইবাক্যে সাক্ষাদ্ ভক্তিরও পরমধর্ম্মত্ব খ্যাপনদ্বারা ভাগবতধর্ম্মসংজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্লোকে "আত্মলব্ধয়ে প্রোক্তাঃ" এই বাক্যটী ভক্তির তটস্থলক্ষণ। অন্য কোন বস্তুদ্বারাই ভগবানের লাভ হয় না, পরন্তু কেবল ভক্তিদ্বারাই লাভ হয়—এইরূপ অর্থহেতু এই লক্ষণটী অব্যভিচারী অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষরহিত হইয়াছে। "আত্মলব্ধয়ে উপায়াঃ"—এই অংশে ভক্তির স্বরূপলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। তাঁহার আনুগত্যই তাঁহার লাভের উপায়স্বরূপ। শ্রীনিমির প্রতি শ্রীকবির উক্তি॥ ২১৬॥

সা ভক্তিস্ত্রিবিধা—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা, স্বরূপসিদ্ধা চ। তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্ম্মাদিরূপা। সঙ্গসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" (ভাঃ ১১।৩।২২) ইত্যাদি প্রকরণেষু, "সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গম্" (ভাঃ ১১।৩।২৩) ইত্যাদিনা লব্ধতদন্তঃপাতা জ্ঞানকর্ম্মতদঙ্গরূপা। স্বরূপসিদ্ধা চাজ্ঞানাদিনাপি তৎপ্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী সাক্ষাৎ তদনুগত্যাত্মা তদীয়শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" (ভাঃ ৭।৫।২৩) ইত্যাদৌ বিষ্ণোঃ শ্রবণং বিষ্ণোঃ কীর্ত্তনমিতি বিশিষ্টস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ তেষামপি নারোপসিদ্ধত্বম্। প্রত্যুত মূঢ়প্রোন্মত্তাদিষু তদনুকর্ত্তৃষপি কথঞ্চিৎ সম্বন্ধেন ফল-প্রাপকত্বাৎ স্বরূপসিদ্ধত্বম্। যথা শ্রীপ্রহ্লাদস্য পূর্ব্বজন্মনি শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশ্যুপবাসঃ, যথা কুক্কুরমুখগতস্য শ্যেনস্য ভগবন্মন্দিরপরিক্রমঃ। এবমন্যদৃষ্ট্যাদিনা মূঢ়াদিভিঃ কৃতস্য বন্দনস্যাপি জ্ঞেয়ম্।

তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈতবা চেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া। তত্রারোপসঙ্গসিদ্ধয়োর্যস্যা ভক্তেঃ সম্বন্ধেন ভক্তিপদপ্রাপ্ত্যাঃ সামর্থ্যং তন্মাত্রাপেক্ষত্বং চেৎ অকৈতবত্বং, স্বীয়ান্যদীয়ফলাপেক্ষত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্য ভগবতঃ সম্বন্ধেন তাদৃশং মাহাত্ম্যং তন্মাত্রাপেক্ষপরিকরত্বঞ্চেদকৈতবত্বং, প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্ম্মজ্ঞানপরিকরত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্। ইয়মেবাকৈতবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন পূর্ব্বমুক্তা। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ" (ভাঃ ১।১।২) ইত্যেব বাস্য তদুভয়বিধত্বে প্রমাণং জ্ঞেয়ম্। তথোক্তম্—(ভাঃ ৭।৭।৫২) "প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্‌বিড়ম্বনম্" ইতি। অথারোপসিদ্ধা। এতদর্থমেব—(ভাঃ ১।৫।১২, ১২।১২।৫২) "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতম্" ইত্যাদৌ সকামনিষ্কাময়োর্দ্বয়োরপি কর্ম্মণো নিন্দা,

ভগবদ্বৈমুখ্যাবিশেষাৎ। তত্র যাদৃচ্ছিকচেষ্টায়া অপি ভগবদর্পিতত্বে ভাগবতধর্ম্মত্বং ভবতি কিমুত বৈদিক-কর্ম্মণ ইতি বক্তুং তস্যা অপি তদ্রূপত্বমাহ, (ভাঃ ১১।২।৩৬)—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ, নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥ ২১৭ ॥

পূর্ব্বং হি "ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত" ইতি প্রশ্নানন্তরং (ভাঃ ১১।২।৩৪) "যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ" ইত্যাদিনা মুখ্যত্বেন সাক্ষাৎ তল্লব্ধয়ে উপায়ভূতাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদয়ো ভাগবতা ধর্ম্মা লক্ষিতাঃ। তে চাত্রৈব (ভাঃ ১১।২।৩৯) "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ" ইত্যাদিনা কতিচিদ্ দর্শিতাঃ। উত্তরাধ্যায়ে চ (ভাঃ ১১।৩।২২,৩৩) "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ" ইত্যুপক্রমবাক্যানন্তরম্, "ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া" ইত্যুপসংহারবাক্যস্য প্রাক্ ভাগবতধর্ম্মত্বেনান্যসঙ্গাদিত্যাগাদিকমপি বক্ষ্যতে (ভাঃ ১১।৩।২৩) "সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গম্" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ লৌকিককর্ম্মাদ্যর্পণমিদং যথাকথঞ্চিৎ তদ্ধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থমেবোচ্যতে। অর্থশ্চায়ং টীকায়াম্—"আত্মনা চিত্তেনাহঙ্কারেণ বা। অনুসৃতো যঃ স্বভাবস্তস্মাৎ।" অয়মর্থঃ—ন কেবলং বিধিতঃ কৃতমেবেতি নিয়মঃ স্বভাবানুসারিলৌকিকমপীতি। শ্রীগীতাসু চ (৯।২৭)—"যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" ইতি। "ইতঃ-পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রশ্চ তথা। অত্র স্বাভাবিককর্ম্মণোঽর্পণে দুষ্কর্ম্মণো দ্বিবিধা গতিঃ। জ্ঞানেচ্ছূনামবিশেষেণ। ভক্তীচ্ছূনান্তু অনেন দুর্ব্বাসনদুঃখদর্শনেন স করুণাময়ঃ করুণাং করোত্বিতি বা, "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্ত-প্রকারেণ, যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥" ইতি পাদ্মোক্তপ্রকারেণ চ মম সুকর্ম্মণি দুষ্কর্ম্মণি চ যৎ রাগসামান্যং তৎ সর্ব্বতোভাবেন ভগবদ্বিষয়মেব ভবত্বিতি বা সমাধেয়ম্। কামিনান্তু সর্ব্বথৈব সর্ব্বদুষ্কর্ম্মার্পণম্। "বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে॥" ইত্যত্র পুনর্বৈদিকমেবেশ্বরেঽর্পিতং কুর্ব্বাণ ইত্যুক্তম্ ॥ (১১।২।) শ্রীকবির্নিমিম্ ॥ ২১৭ ॥

সেই ভক্তি আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা-ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও যে-সকল কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পণহেতু ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাই আরোপসিদ্ধা ভক্তি। আর স্বভাবতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও ভক্তির পরিকররূপে অর্থাৎ সহকারিরূপে সংস্থাপিত হওয়ায়—"গুরুসন্নিধানে গুরুকেই নিজ-পূজ্য দেবতাজ্ঞানে নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, ঐ ধর্ম্মসমূহদ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি তুষ্ট হইয়া থাকেন" ইত্যাদিপ্রকরণে—"প্রথমতঃ সর্ব্ববিষয়ে মনের অনাসক্তি অভ্যাস করিবে, অনন্তর সাধুসঙ্গ এবং অতঃপর দীনে দয়া, সমজনে মৈত্রী, উত্তমে বিনয় যথাযথরূপে শিক্ষা করিবে"—ইত্যাদিস্থলে উক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদি অঙ্গসমূহ ভক্তির অন্তঃপাতী বলিয়া তাদৃশ জ্ঞানকর্ম্মাদিই সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। জ্ঞানাদির অভাবসত্ত্বেও ভগবদাবির্ভাববিষয়ে সাক্ষাৎ তদানুগত্যরূপে ভক্তিত্বের অব্যভিচারী যে-সকল শ্রবণকীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলি না কেন? যে-হেতু তাহা স্বরূপতঃ কর্ম্মবিশেষ, পরন্তু ভগবদর্পণ-নিবন্ধনই 'ভক্তি'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি শ্লোকে "বিষ্ণুর শ্রবণ" "বিষ্ণুর কীর্ত্তন" এইরূপে বিশিষ্টের উল্লেখহেতু ইহা স্বরূপসিদ্ধাই হইল, আরোপ-সিদ্ধা হইল না। কারণ আরোপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণে দৃষ্ট হইয়াছে যে, যাহাতে স্বভাবতঃ ভক্তিত্ব নাই, পরন্তু ভগবদর্পণ-হেতু ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই আরোপসিদ্ধা ভক্তি। অতএব এস্থলে বিশিষ্ট শ্রবণাদির স্বভাবতঃ তাদৃশ

ভক্তিত্বাভাব নাই বলিয়া তাহা আরোপসিদ্ধা হইল না। সাধারণ শ্রবণাদির স্বভাবতঃ ভক্তিত্বাভাব থাকিলেও বিষ্ণু-বিষয়ক শ্রবণাদির ভক্তিত্বাভাব নাই। এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির এমনই প্রভাব যে, ভক্তির অনুকরণকারী মূঢ় প্রোন্মত্ত প্রভৃতিতেও কোনপ্রকারে ভক্তিসম্বন্ধ থাকায় ফলপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীর উপবাস যেরূপ আরোপসিদ্ধ নহে এবং কুক্কুরমুখগত, প্রাণভয়ে পলায়মান শ্যেনপক্ষীর ভগবন্মন্দির-পরিক্রমণ যেরূপ আরোপসিদ্ধ নহে, সেইরূপ মূঢ় প্রভৃতি জনগণকর্ত্তৃক অন্যভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও তদীয় বন্দনও আরোপসিদ্ধভক্তি নহে, পরন্তু তাহা স্বরূপসিদ্ধা বলিয়াই জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্তা ত্রিবিধভক্তি অকৈতব ও সকৈতব-ভেদে পুনরায় দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধার ভক্তিপদ-প্রাপ্তিবিষয়ে সামর্থ্য যে ভক্তির সংসর্গে ঘটিয়া থাকে, তাহা যদি সেই ভক্তিমাত্রাপেক্ষীই হয়, তাহা হইলেই তাহা অকৈতবভক্তি হয়। আর যদি স্বকীয় বা অন্যদীয় ফলাপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ ভক্তি সকৈতবা হইয়া থাকে। স্বরূপসিদ্ধার তাদৃশ মাহাত্ম্য যে ভগবানের সংসর্গে হয়, তাহার কর্ম্মজ্ঞানরূপ পরিকর যদি সেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ স্বরূপসিদ্ধা অকৈতবা হইবে, আর যদি প্রয়োজনান্তরের অপেক্ষায় কর্ম্মজ্ঞান তাহার পরিকর হয়, তাহা হইলে ঐ স্বরূপসিদ্ধা সকৈতবা হইয়া থাকে।

এই অকৈতবা ভক্তিই পূর্ব্বে 'অকিঞ্চনা' নামে উক্ত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ" এই বাক্যদ্বারাই অকৈতবা এবং সকৈতবা এই উভয়বিধ ভক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে।

এইরূপ আরও উক্ত হইয়াছে যে—"হরি অমলভক্তি দ্বারাই প্রীত হ'ন, অন্য অনুষ্ঠান বিড়ম্বনা মাত্র"।

অনন্তর আরোপসিদ্ধা ভক্তি বর্ণিত হইতেছে। এই জন্যই "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" এই শ্লোকে সকাম ও নিষ্কাম এই উভয়কর্ম্মই নিন্দিত হইয়াছে, কারণ এই উভয়ই ভগবদ্বিমুখ। যাদৃচ্ছিকচেষ্টাও যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহাও ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়, সুতরাং বৈদিক কর্ম্ম ভগবদর্পিত হইলে তাহা যে ভাগবতধর্ম্ম হইবে, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি? ইহাই বলিবার জন্য তাদৃশ চেষ্টারও ভাগবতধর্ম্মস্বরূপত্ব বলিতেছেন—

মানবগণ দেহাধ্যাস হেতু (দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ) অনাদিকাল হইতে অনুসৃত (জন্মপরম্পরানুগত) স্বভাবানুসারে কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং আত্মদ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন ॥ ২১৭ ॥

পূর্ব্বে "হে ব্রাহ্মণগণ! যদি আমাদের শ্রবণের যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমাদিগকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলুন" এই প্রশ্নানন্তর "অজ্ঞ পুরুষগণের সুখে আত্মলাভ করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ংই যে সকল উপায় বলিয়াছেন, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি শ্লোকে সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের লাভের উপায়স্বরূপ শ্রবণকীর্ত্তনাদি মুখ্য-ভাগবতধর্ম্মরূপে লক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "শাস্ত্রপরম্পরা ও লোকপরম্পরাক্রমে পরিকীর্ত্তিত শ্রীহরির জন্ম কর্ম্মসমূহ ও তদর্থক নামসকল শ্রবণপূর্ব্বক নিঃস্পৃহ এবং লজ্জাশূন্যরূপে কীর্ত্তন করিয়া বিচরণ করিবে" এই সকল শ্লোকে কতিপয় ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর পরবর্ত্তী অধ্যায়ে—"যে সকল ধর্ম্মদ্বারা পরমাত্মা এবং আত্মপ্রদ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন—গুরুর সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক গুরুকে নিজের জীবনস্বরূপ এবং অভীষ্টদাতৃদেবতা জ্ঞান করিয়া অমায়িক আনুগত্য সহকারে উক্ত ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে"—এই উপক্রমবাক্যানন্তর "এই ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিয়া তদুৎপন্ন ভক্তিদ্বারা নারায়ণপরায়ণ মানব অনায়াসেই দুস্তীর্ণা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন"—এই উপসংহারবাক্যের পূর্ব্বে "সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু" (সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক প্রথমতঃ সাধুসঙ্গ করিবে) ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অন্যসঙ্গাদির ত্যাগাদিও ভাগবতধর্ম্মরূপে উক্ত হইবে। অতএব যে-কোনরূপে ভাগবতধর্ম্ম-সিদ্ধির জন্যই এই লৌকিক-কর্ম্মাদির অর্পণ উক্ত হইয়াছে।

বিধিজ্ঞাপিত কর্ম্মসমূহই নারায়ণে সমর্পণ করিবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই, পরন্তু নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী লৌকিক কর্ম্মসমূহেরও সমর্পণ করিতে হইবে। শ্রীগীতাশাস্ত্রেও তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"হে অর্জ্জুন, তুমি যে-সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যে বস্তু দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে"। ইহার পূর্ব্বে "প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ" এই মন্ত্রেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে।

এ স্থলে স্বভাবজাতকর্ম্মার্পণ-প্রসঙ্গে দুষ্কর্ম্ম দুই প্রকারে অর্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে জ্ঞানকামিগণের দুষ্কর্ম্ম নির্ব্বিশেষভাবে এবং ভক্তিকামিগণের তাদৃশকর্ম্ম "আমার এইরূপ দুর্ব্বাসনাদুঃখদর্শনে করুণাময় ভগবান্ কৃপা করুন্" এই ভাবে অর্পিত হইয়া থাকে। অথবা "অবিবেকিগণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ দৃঢ়প্রীতি বর্ত্তমান থাকে, আপনার স্মরণকালে আমার হৃদয় হইতে তাদৃশ প্রীতি দূরীভূত না হউক" এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রণালী অনুসারে এবং "যুবতীগণের যুবকপুরুষের প্রতি ও যুবকগণের যুবতীরমণীর প্রতি চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার মনও আপনার প্রতি সেইরূপ আসক্ত হউক"—এই পদ্মপুরাণোক্ত প্রণালী অনুসারে—আমার সুকর্ম্ম এবং দুষ্কর্ম্মে যে অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিষয়ক হউক্—এইরূপে অর্পিত হয়, ইহা সমাধান করিতে হইবে। কামিগণের সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বদুষ্কর্ম্মার্পণ কর্ত্তব্য। "অনাসক্তভাবে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিলেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হয়, তবে যজ্ঞাদি-কর্ম্মে যে স্বর্গলাভাদিরূপ ফল শ্রুত হইয়া থাকে, তাহা কেবলমাত্র রুচ্যুৎপাদনার্থ জানিতে হইবে"—এই শ্লোকে বৈদিক কর্ম্মেরই ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক করণীয়ত্ব বিহিতরূপে উক্ত হইয়াছে। নিমির প্রতি শ্রীকবির উক্তি॥ ২১৭॥

অথ বৈদিককর্ম্মার্পণস্য প্রশংসামাহুঃ (ভাঃ ৮।৫।৪৭)—

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ২১৮ ॥

বিষয়ার্ত্তানাং কর্ম্মাণি কচিৎ ক্লেশোভূরি যেষু তথাপ্যল্পং ফলং যেষু তথাভূতানি ভবন্তি কচিৎ কৃষ্যাদিবৎ বিফলানি বা ভবন্তি। ত্বয়ার্পিতং কর্ম্ম তু ন তথা। কিন্তু ক্লেশং বিনা যথা কথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যাবশ্যকপ্রাপ্তিঃ। সা চ সর্ব্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি। সংসারবিধ্বংসাদিফলত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্ (ভাঃ ১১।২।৩৫)—"যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।" ইতি, (ভাঃ ৫।১৯।২৬) "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্" ইত্যাদি চ,—যথৈব নাভিঃ শ্রীঋষভদেবরূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে। শ্রীগীতাসু চ (২।৪০) "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" ইতি। (৮।৫।) দেবাঃ শ্রীমদজিতম্॥ ২১৮॥

অনন্তর বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা বলিতেছেন,—

হে ভগবন্! বিষয়পীড়িত দেহিগণের কর্ম্মসমূহ যেরূপ ভূরিক্লেশদায়ক ও অল্পফলযুক্ত কিম্বা সর্ব্বতোভাবেই বিফল হইয়া থাকে, আপনার ভক্তগণের আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্মসমূহ তাদৃশ নহে॥ ২১৮॥

বিষয়ার্ত্তগণের কর্ম্মসমূহ কোনস্থলে "ক্লেশভূর্য্যল্পসার" অর্থাৎ ক্লেশই বহু এবং অল্পই সার যাহাতে, তাদৃশ। কোন কোন স্থলে আবার কৃষিকর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফলই হয়। কিন্তু আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্ম তাদৃশ হয় না। পরন্তু অনায়াসে যে কোনরূপে অনুষ্ঠিত ঐ কর্ম্ম যদি কামনা সহকারেও অর্পিত হয়, তথাপি সেই কামনানুযায়ী ফলের প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, আর ঐ প্রাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপেই হয়। বিশেষতঃ তাবন্মাত্রফলপ্রদানেই উক্ত কর্ম্মের সমাপ্তি হয় না, যেহেতু উহার সংসারবিধ্বংসাদিরূপ ফল সমূহও শ্রুত হইয়া থাকে। যথা—

"হে রাজন্! যে ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কোন কালেও বিপন্ন হয় না এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধাবমান হইলেও যে পথে ভাগবতধর্ম্ম অবলম্বীর কখনও স্খলন বা পতন হয় না।"

"মানুষ কোনবস্তু প্রার্থনা করিলে তাহার অর্পিত বস্তু অবশ্যই দান করেন" ইত্যাদি। মহারাজ নাভিও এইরূপে ঋষভদেবরূপ ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে—"ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের আরম্ভের কখনও ব্যর্থতা ঘটে না, ইহাতে মন্ত্রাদি অঙ্গের বৈকল্যেও কখনও প্রত্যবায় হয় না এবং ইহা স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।" ভগবান্ শ্রীঅজিতের প্রতি দেবগণের উক্তি ॥ ২১৮ ॥

তদেব কর্ম্মার্পণমুপপাদয়তি ত্রিভিঃ (ভাঃ ১।৫।৩২)—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥ ২১৯ ॥

—ব্রহ্মন্, হে বেদব্যাস! এতৎ তাপত্রয়স্য চিকিৎসিতং চিকিৎসা তৈশ্চাতুর্ম্মাস্যবাসিভিঃ পরম-হংসৈঃ সূচিতম্। কিন্তৎ, ভগবতি কর্ম্ম যৎ সমর্পিতং ভবতি। তত্র কর্ম্ম সমর্পণমেবেত্যর্থঃ। কথম্ভূতে, স্বয়ং ভগবতি পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যাদিমত্তয়া সর্ব্বাংশিন্যেব, কেনচিদংশেন জীবাদিনিয়ন্তৃতয়া ঈশ্বরে পরমাত্মশব্দ-বাচ্যে, স্বরূপভূতবিশেষেণ বিনা কেবলচিন্মাত্রতয়া প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণি তচ্ছব্দবাচ্যে। নন্‌ উৎপত্ত্যৈব তত্তৎসঙ্কল্পেন বিহিতত্বাৎ সংসারহেতোঃ কর্ম্মণঃ কথং তাপত্রয়নিবর্ত্তকত্বম্? উচ্যতে—সামগ্রীভেদেন ঘটত ইতি, যথা (ভাঃ ১।৫।৩৩)—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ ২২০ ॥

য আময়ো রোগঃ যেন ঘৃতাদিনা জায়তে তদেব কেবলমাময়কারণং দ্রব্যং তমাময়ং ন নিবর্ত্তয়তি কিন্তু চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সৎ নিবর্ত্তয়ত্যেব। (ভাঃ ১।৫।৩৪)—

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ২২১ ॥

পরে ভগবতি কল্পিতাঃ কামনয়াপ্যর্পিতাঃ সন্তঃ সংসারধ্বংসপর্য্যন্তফলত্বাৎ আত্মবিনাশায় ধর্ম্ম-নিবৃত্তয়ে কল্পন্তে॥ (১।৫।) শ্রীনারদো বেদব্যাসম্॥ ২১৯-২২১ ॥

শ্লোকত্রয়ে সেই কর্ম্মার্পণ উপপাদিত হইতেছে। যথা—

"হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর ভগবানে কর্ম্মসমর্পণই তাপত্রয়ের চিকিৎসিতরূপে সংসূচিত হইয়াছে।" ২১৯।

"হে ব্রহ্মন্!" হে বেদব্যাস! ইহাই তাপত্রয়ের "চিকিৎসিত" অর্থাৎ চিকিৎসারূপে চাতুর্ম্মাস্যবাসিপরমহংসগণ কর্ত্তৃক "সংসূচিত হইয়াছে" অর্থাৎ কথিত হইয়াছে। সেই চিকিৎসা কি?' উত্তরে বলিতেছেন—ভগবানে কর্ম্মসমর্পণই তাপত্রয়ের চিকিৎসা। কিরূপ ভগবানে? উত্তরে বলিতেছেন যে—যিনি স্বরূপতঃ "ভগবান্" অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যাদি-যুক্ত সর্ব্বাংশী, অংশবিশেষদ্বারা জীবাদির নিয়ন্তৃত্বহেতু "ঈশ্বর" অর্থাৎ পরমাত্মা এবং স্বরূপভূতবিশেষরহিতদশায় কেবল চিন্মাত্ররূপে প্রতিপাদ্য "ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দবাচ্য (তাদৃশ ভগবানে কর্ম্মসমর্পণই তাপত্রয়ের চিকিৎসারূপে সংসূচিত হইয়াছে)।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—সংসারের হেতুভূত কর্ম্মসমূহ এক একটী সঙ্কল্প হইতেই বিহিত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ কর্ম্মসমূহ কিরূপে তাপত্রয়ের নিবর্ত্তক হইতে পারে? উত্তরে বলিতেছেন যে—সামগ্রীবিশেষের গুণে ঐরূপ হইয়া থাকে। অতএব বলিয়াছেন যে—

হে সুব্রত! যে দ্রব্যদ্বারা প্রাণিগণের যে আময় উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য কখনও তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু ঐ দ্রব্য চিকিৎসিতরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার নিবারণ করিতে পারে ॥ ২২০ ॥

"যে আময়" অর্থাৎ যে রোগ যে ঘৃতাদি বস্তু হইতে জন্মে, সেই রোগের কারণ ঐ ঘৃতাদিবস্তু কখনও সেই রোগকে বারণ করিতে পারে না। কিন্তু ঐ ঘৃতাদিই আবার "চিকিৎসিত" অর্থাৎ দ্রব্যান্তরসংযুক্ত হইলে রোগ নিবারণ করে।

এইরূপ মানবগণের কাম্য-কর্ম্মসমূহও সংসার বন্ধনের কারণস্বরূপ, পরন্তু তাহাই পরবস্তুতে কল্পিত হইলে আত্মবিনাশের কারণ হইয়া থাকে ॥ ২২১ ॥

"পরবস্তুতে" অর্থাৎ ভগবদ্বস্তুতে "কল্পিত" অর্থাৎ কামনাসহিতও যদি অর্পিত হয়, তাহা হইলেও সংসারধ্বংস-পর্য্যন্ত-ফলশালিত্বনিবন্ধন "আত্মবিনাশ" অর্থাৎ ধর্ম্মনিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ২১৯-২২১ ॥

কিঞ্চ, কর্ম্মফলং বস্তুতো ভগবদাশ্রয়মেব। তত্তু দুর্বুদ্ধেরাত্মসাৎ কুর্ব্বতো যুক্তৈব তুচ্ছফল-প্রাপ্তিঃ সংসারশ্চ। সুধিয়স্তু তৎ সাক্ষাৎ কুর্ব্বতস্তদ্বৈপরীত্যমিত্যাহ গদ্যাভ্যাম্ (ভাঃ ৫।৭।৬)—

সংপ্রচরৎসু নানাযাগেষু বিরচিতাঙ্গক্রিয়েষপূর্ব্বং যৎ তৎক্রিয়াফলং ধর্ম্মাখ্যং পরে ব্রহ্মণি যজ্ঞপুরুষে সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রানামর্থনিয়ামকতয়া সাক্ষাৎকর্ত্তরি পরদেবতায়াং ভগবতি বাসুদেব এব ভাবয়মান আত্মনৈপুণ্যমৃদিতকষায়ো হবিঃষ্বধ্বর্য্যুভির্গৃহ্যমানেষু স যজমানো যজ্ঞভাগভাজো দেবাংস্তান্ পুরুষাবয়বেষ্বভ্যধ্যায়ৎ ॥ ২২২ ॥

বিশেষতঃ কর্ম্মফল বাস্তবিকপক্ষে ভগবদধীন অর্থাৎ ভগবানই কর্ম্মফলের নিয়ন্তা হইয়া থাকেন। সুতরাং যে দুর্ব্বুদ্ধি সেই কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ না করিয়া নিজেই আত্মসাৎ করে, তাহার তুচ্ছ ফলপ্রাপ্তি ও সংসারদশা যুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু ফলপ্রত্যক্ষকারী পণ্ডিতব্যক্তির তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি ও সংসার-ধ্বংসই হইয়া থাকে, এই প্রসঙ্গেই গদ্যবাক্যদ্বয়দ্বারা বলিয়াছেন। যথা—

বিরচিতাঙ্গক্রিয়াবিশিষ্ট নানাযাগসমূহ সম্প্রচারিত হইলে এবং অধ্বর্য্যু-(যজুর্ব্বেদজ্ঞপুরোহিত)গণ হবি গ্রহণ করিলে সেই যজমান (ভরত) ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ধর্ম্মসঞ্জক অপূর্ব্ববস্তুকে সর্ব্বদেবতার লিঙ্গস্বরূপ মন্ত্রসমূহের অর্থনিয়ামক-রূপে অবস্থিত সাক্ষাৎ-কর্ত্তা পরমদেবতা পরমব্রহ্ম যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বাসুদেবেই ভাবনা করিয়া আত্মনৈপুণ্যবশতঃ ক্ষীণ-রাগাদি হইয়া যজ্ঞভাগী অপর দেবগণকে পুরুষের অঙ্গসমূহেই চিন্তা করিয়াছিলেন ॥ ২২২ ॥

টীকা চ—সম্প্রচরৎসু প্রবর্ত্তমানেষু নানাযাগেষু বিরচিতা অনুষ্ঠিতা অঙ্গক্রিয়া যেষু তেষু যৎ অপূর্ব্বং তদ্বাসুদেব এব ভাবয়মানঃ সঞ্চিন্তয়ন্ স যজমানঃ যজ্ঞভাগভাজো যে দেবাঃ সূর্য্যাদয়স্তান্ পুরুষস্য বাসুদেবস্য অবয়বেষু চক্ষুরাদিষু অভ্যধ্যায়ৎ ন তু তৎপৃথক্ত্বেনেত্যন্বয়ঃ। অপূর্ব্বে পক্ষদ্বয়ং মীমাংসকানাং তদিদানীমেব সূক্ষ্মত্বেনোৎপন্নং ফলমেবাপূর্ব্বং, কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম্মশক্তির্বেতি। তদুক্তম্—

"যাগাদেব ফলং তদ্ধি শক্তিদ্বারেণ সিধ্যতি। সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মকং বাপি ফলমেবোপজায়তে ॥" ইতি।

তদেতদাহ, ক্রিয়াফলং ধর্ম্মাখ্যমিতি চ। নমু যজ্ঞাঙ্গং দেবতা, কর্ম্ম প্রধানমিতি মতং, তর্হি কর্তৃনিষ্ঠমপূর্ব্বং স্যাৎ। তদুক্তম্—"কর্ম্মভ্যঃ প্রাগযোগস্য কর্ম্মণঃ পুরুষস্য বা। যোগ্যতা শাস্ত্রগম্যা

যা পরা সাপূর্ব্বমিষ্যতে ॥" ইতি। অথ দেবতাপ্রধানং কর্ম্ম তু দেবতারাধনার্থম্। তদা দেবতাপ্রসাদরূপত্বাদ-**পূর্ব্বস্য দেবতাশ্রয়ত্বমেব যুক্তম্।** কর্ম্মভ্যঃ প্রাক্ অযোগস্য প্রোক্ষণাদ্যপূর্ব্বস্যৈব ব্রীহ্যাদ্যাশ্রয়ত্বম্। কুতো **বাসুদেবাশ্রয়মপূর্ব্বং ভাবয়তি ?**

উচ্যতে—যদি কর্ত্তৃনিষ্ঠমপূর্ব্বং স্যাৎ, তর্হি বাসুদেবস্যান্তর্য্যামিণঃ প্রবর্ত্তকত্বেন মুখ্যকর্ত্তৃত্বাৎ তদাশ্রয়-**মেবাপূর্ব্বম্ ;** ন তু তৎপ্রযোজ্যযজমানাশ্রয়ম্—"শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি" ইতি ন্যায়াৎ। অন্যথা ঋত্বিজামপ্য-**পূর্ব্বাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ।** তদেতদাহ সাক্ষাৎ কর্ত্তরীতি। দেবতাশ্রয়ত্বেঽপি বাসুদেবাশ্রয়ত্বমেবেত্যাহ—পর-**দেবতায়ামিতি।** পরদেবতাত্বে হেতুঃ—সর্ব্বদেবতালিঙ্গানাং তত্তদ্দেবতাপ্রকাশকানাং মন্ত্রাণাং যে অর্থা **ইন্দ্রাদিদেবতাস্তেষাং** নিয়ামকতয়া তস্যৈব প্রসাদনীয়ত্বাৎ ফলদাতৃত্বাচ্চ যুক্তমেবাপূর্ব্বাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ। এবং **ভাবনমেব আত্মনো** নৈপুণ্যং কৌশলং তেন মৃদিতাঃ ক্ষীণাঃ কষায়া রাগাদয়ো যস্য। অধ্বর্য্যুভিরিতি বহুবচনং **নানা কর্ম্মাভিপ্রায়েণ" ইত্যেষা।** অত্র বিষ্ণোরঙ্গিত্বে প্রাপ্তে যজ্ঞাঙ্গত্বেন তদ্ভজনঞ্চ দোষ ইতি লভ্যতে। অত্র **পাদ্মোত্তরখণ্ডে যথা—**

"উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু ॥" ইতি।

পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণবমার্গাদ্ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু চ (৯।২৩-২৪)—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥" ইতি।

অতো বাস্তববিচারে সর্ব্ব এব বেদমার্গাঃ শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবস্যন্তীতি অভিপ্রেত্যোক্তং **শ্রীমদক্রূরেণ** (ভাঃ ১০।৪০।৯-১০)—

"সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতা বিভো। বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥" ইতি।
গতয়ো মার্গাঃ। অন্ততো বিচারপর্য্যবসানেন। অথ দ্বিতীয়ং গদ্যম্ (ভাঃ ৫।৭।৭)—

এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃদয়াকাশ-শরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষ-রূপোপলক্ষণে শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালারিদরগদাদিভিরুপলক্ষিতে নিজপুরুষহৃল্লিখিতেনাত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমান উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিনমেধমানরয়াজায়ত ॥ ২২৩ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভক্তিঃ সশ্রদ্ধশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা **অজায়তেত্যন্বয়ঃ।** কচিদ্ ? ভগবতি বাসুদেবে পূর্ণস্বরূপভোগাভ্যাং সর্ব্বনিবাসেন চ তন্নাম্না প্রসিদ্ধে। **অন্তর্হৃদয়ে য আকাশঃ স এব শরীরং** স্বস্যৈবাবির্ভাববিশেষাধিষ্ঠানং যস্য তস্মিন্ অন্তর্য্যামিণি পরমাত্মাখ্যে। **ব্রহ্মণি** নির্ব্বিশেষসত্তয়াবির্ভাবাৎ তদাখ্যে চ। ভগবতো নিরাকারত্বং বারয়তি, মহাপুরুষস্য যদ্রূপং শাস্ত্রে শ্রূয়তে, **তদ্রূপং লক্ষ্যতে** দৃশ্যতে যত্র তস্মিন্। কিঞ্চ, শ্রীবৎসাদিভিরপি চিহ্নিতে। এধমানরয়া বর্দ্ধমান-**প্রকর্ষা ॥** (৫।৭।) **শ্রীশুকঃ ॥ ২২৩ ॥**

টীকা—"বিরচিত" অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অঙ্গক্রিয়াসমূহ যে সকল যাগে, তাদৃশ নানাবিধ যাগসমূহ, **"সম্প্রচারিত"** অর্থাৎ প্রবর্ত্তমান হইলে তজ্জাত অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) বাসুদেবেই ভাবনা করিতে করিতে সেই যজমান, যজ্ঞভাগ-

ভাগী যে সকল দেবগণ অর্থাৎ সূর্য্যাদি তাঁহাদিগকে "পুরুষের" অর্থাৎ বাসুদেবের অবয়ব যে চক্ষুরাদি, তাহাতেই চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতে পৃথগ্রূপে নহে—এইরূপ এই গদ্যবাক্যের অন্বয় করিতে হইবে।

এই অপূর্ব্ববিষয়ে মীমাংসকগণের দ্বিবিধ পক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যথা—যাগকালে সূক্ষ্মরূপে উৎপন্ন ফলের নামই অপূর্ব্ব, অথবা কালান্তরে ফলোৎপাদিকা কর্ম্মশক্তিই অপূর্ব্ব। এ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যাগ হইতেই কর্ম্মশক্তিকে দ্বার করিয়া সেই অপূর্ব্বনামক ফল উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ যাগ হইতে শক্তি এবং শক্তি হইতে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়), অথবা সূক্ষ্মশক্ত্যাত্মক ফলরূপেই সেই অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়।"

এই জন্যই উক্তগদ্যে "ক্রিয়াফল" এবং "ধর্ম্মাখ্য" এই পদদ্বয় উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে আপত্তি এই যে, যদি যাগাদিতে দেবতা অঙ্গস্বরূপ এবং কর্ম্মই প্রধান—এইরূপ মত হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব কর্তৃনিষ্ঠ হওয়াই সঙ্গত। এসম্বন্ধে উক্তও হইয়াছে যে—"যাগাঙ্গ-কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে অননুষ্ঠিত কর্ম্মের বা অননুষ্ঠানকারী পুরুষের যে যোগ্যতা শাস্ত্রগম্য, তাহাই অনুষ্ঠানের পরে অপূর্ব্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যজ্ঞে দেবতাই যদি প্রধান হয় এবং ঐ কর্ম্ম যদি দেবতারই আরাধনার্থ হয়, তাহা হইলে ঐ অপূর্ব্ব দেবতারই প্রসাদস্বরূপ বলিয়া দেবতাশ্রিতরূপে স্বীকার করাই সঙ্গত। পরন্তু কর্ম্মের পূর্ব্বে অসম্ভব প্রোক্ষণাদিকর্ম্মজনিত অপূর্ব্বই যজ্ঞসাধনভূত ব্রীহি (ধান্য) প্রভৃতি দ্রব্যাশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত যজমান যে অপূর্ব্বকে বাসুদেবে অর্থাৎ তদাশ্রিতরূপে ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

তাহার উত্তর এই যে, যদি অপূর্ব্ব কর্তৃনিষ্ঠই হয়, তবে অন্তর্য্যামী বাসুদেবই প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনিই মুখ্য কর্ত্তা এবং তন্নিবন্ধন অপূর্ব্ব তদাশ্রিতই হইয়া থাকে, পরন্তু তৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত যজমানের আশ্রিত হয় না। কারণ—"শাস্ত্রীয় ফল প্রয়োজক কর্ত্তাতেই হইয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে কর্ম্মফল ভগবদাশ্রিতই স্বীকার্য্য।

প্রযোজক (অর্থাৎ মুখ্য) কর্ত্তাতে অপূর্ব্ব স্বীকার না করিলে অপ্রধান ঋত্বিক্ প্রভৃতিতেও অপূর্ব্বের অস্তিত্ব-প্রসঙ্গ হয়। অতএব "সাক্ষাৎকর্ত্তা" এই পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে অপূর্ব্বের আশ্রয় দেবতা হইলেও (বাসুদেবই পরমদেবতা বলিয়া) অপূর্ব্বকে বাসুদেবাশ্রিতই বলিতে হইবে, এইজন্যই "পরমদেবতা" এই পদটী উক্ত হইয়াছে। তাঁহার পরমদেবত্ববিষয়ে কারণ বলিতেছেন—"সর্ব্বদেবতার লিঙ্গস্বরূপ" অর্থাৎ সেই সেই দেবতার প্রকাশক মন্ত্রসমূহের ইন্দ্রাদিদেবতারূপ যে অর্থসমূহ, তাহাদিগের নিয়ামকরূপে (তিনি) অবস্থিত। অতএব যজ্ঞে তিনিই তর্পণীয় এবং তিনিই ফলদাতা বলিয়া ভগবানেরই ফলাশ্রয়ত্ব সঙ্গত। এতাদৃশ ভাবনারূপ যে "আত্মনৈপুণ্য" অর্থাৎ আত্মকৌশল, ঐ কৌশলদ্বারা "মৃদিত" অর্থাৎ ক্ষীণ "কষায়" অর্থাৎ রাগাদি যাঁহার, তাদৃশ। "অধ্বর্য্যুগণ" এই পদে বহুবচন নানাবিধ কর্ম্মের অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে (এই পর্য্যন্ত শ্রীধর স্বামীর টীকা)।

এস্থলে বিষ্ণুকে যাগাদির অঙ্গিরূপেই লাভ হয়, অতএব যাগাঙ্গরূপে তাঁহার ভজনে দোষই লক্ষিত হয়। এসম্বন্ধে পাদ্মোত্তরখণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি (অপর) দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে পাষণ্ডী অথবা কর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনমতাবলম্বী বলিয়া জানিবে।"

"পাষণ্ডী" অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্ট।

শ্রীগীতায় এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্যদেবতার উপাসনা করে, তাহারাও মোক্ষপ্রাপকবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করে। আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু (অর্থাৎ ইন্দ্রাদিরূপে আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ ফলদাতা)—এইরূপ তাত্ত্বিকজ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা তত্ত্ববস্তু হইতে বিচ্যুত অর্থাৎ সংসারগ্রস্ত হয়।" অতএব বাস্তববিচারে অখিলবেদমার্গ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসিত হইতেছে, এই অভিপ্রায়েই শ্রীমান্ অক্রুর বলিয়াছেন,—"হে প্রভো! যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত, তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্যদেবতায়

আসক্ত, তথাপি তাহারা সকলেই সর্ব্বদেবময় ঈশ্বর আপনারই ভজন করিয়া থাকে, হে প্রভো। পার্ব্বত্যনদীসমূহ যেরূপ বর্ষার জলে পরিপূর্ণ ও বহুস্রোতবিশিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ॥

"গতি"-শব্দের অর্থ মার্গ, "অন্ততঃ"-শব্দের অর্থ বিচারপর্য্যবসানে।

অনন্তর দ্বিতীয়গদ্য বলিতেছেন—এইরূপ কর্ম্মবিশুদ্ধিদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট ভরতের অন্তর্হৃদয়াকাশ-শরীরী, মহাপুরুষরূপোপলক্ষণ, শ্রীবৎসকৌস্তুভবনমালাচক্রশঙ্খগদোপলক্ষিত, ভক্তজনহৃদয়ে পুরুষরূপে বিরাজমান, ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে প্রতিদিন এধমানরয়া ভক্তি জন্মিয়াছিল॥ ২২৩॥

"এইরূপ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মবিশুদ্ধিদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ ভরতের "ভক্তি" অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্তশ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি জন্মিয়াছিল—এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে। কাহার প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছিল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—"ভগবান্ বাসুদেবে" অর্থাৎ যিনি পূর্ণস্বরূপ এবং ভোগ ও সর্ব্ববস্তুর নিবাসহেতু যিনি বাসুদেব ও ভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাতে। অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ বর্ত্তমান, তাহাই শরীর অর্থাৎ নিজের আবির্ভাব-বিশেষের অধিষ্ঠান যাঁহার, তিনিই "অন্তর্হৃদয়াকাশশরীরী" তাহাতে অর্থাৎ পরমাত্মসংজ্ঞক অন্তর্য্যামীতে। "ব্রহ্ম-স্বরূপে" অর্থাৎ নির্ব্বিশেষরূপে আবির্ভাবদশায় যিনি ব্রহ্মসংজ্ঞক তাহাতে। ভগবানের নিরাকারতা-নিষেধের জন্য বলিতেছেন—"মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে" অর্থাৎ মহাপুরুষের যাদৃশ রূপ শাস্ত্রে শ্রুত হয়, সেই রূপ লক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয় যাঁহাতে, তাদৃশ বাসুদেবে। আরও বলিতেছেন—শ্রীবৎসাদিদ্বারা "উপলক্ষিতে" অর্থাৎ চিহ্নিতে। "এধমানরয়া" অর্থাৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রকর্ষযুক্তা। শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ ২২৩॥

তদেতৎ কর্ম্মার্পণং দ্বিবিধং; ভগবৎপ্রীণনরূপং তস্মিংস্তৎত্যাগরূপঞ্চেতি। যথোক্তং কৌর্ম্মে—

"প্রীণাতু ভগবানীশ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ। করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্।
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে। কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥" ইতি।

অত্র নিমিত্তানি চ ত্রীণি; কামনা নৈষ্কর্ম্ম্যং ভক্তিমাত্রঞ্চেতি। নিষ্কামত্বন্তু কেবলং ন সম্ভবতি—"যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইত্যুক্তেঃ। অত্র কামনানৈষ্কর্ম্ম্যয়োঃ প্রায়ঃ কর্ম্মত্যাগঃ, প্রীণনন্তু তদাভাস এব স্বার্থপরত্বাৎ। ভক্তৌ পুনঃ প্রীণনমেব ভক্তেস্তদেকজীবনত্বাৎ।

কামনাপ্রাপ্তির্যথা (ভাঃ ৮।৫।৪৭) "ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি" ইত্যাদি। যথা চ, অঙ্গস্য রাজ্ঞঃ পুত্রার্থকে যজ্ঞে; নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিশ্চ (ভাঃ ১১।৩।৪৬)—"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিম্" ইত্যত্র।

অথ ভক্তিপ্রাপ্তিশ্চ (ভাঃ ৫।৭।৭) "এবং কর্ম্মবিশুদ্ধ্যা" ইত্যাদিগদ্যে দর্শিতৈব; (ভাঃ ১।৫।৩৫) "যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্। জ্ঞানং যৎ তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্" ইত্যত্র চ। ভক্তি-যোগসহচরত্বাৎ জ্ঞানমত্র ভগবজ্জ্ঞানম্। পরমভক্তাস্তু ভগবৎপরিতোষণং প্রীণনমেব প্রার্থয়ন্তে (ভাঃ ৪।৩০।৩৯-৪০)—

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা, বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ, সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ, নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নো, বৃণীমহে তে পরিতোষণায়॥ ২২৪॥

তে তব পরিতোষণায় ভবত্বিতি বৃণীমহে॥ (৪।৩০।) প্রচেতসঃ শ্রীমদষ্টভুজং পুরুষম্॥ ২২৪॥

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মার্পণ দ্বিবিধ—এক ভগবৎপ্রীণনরূপ এবং অপর ভগবানে কর্ম্মত্যাগরূপ। এ সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—"সনাতন ঈশ্বর ভগবান্ এই কর্ম্মদ্বারা প্রীত হউন, এই বুদ্ধিতে সাধকপুরুষ যে কর্ম্ম করেন তাহাই উত্তম ব্রহ্মার্পণ। অথবা পরমেশ্বরে সম্যগ্ভাবে কর্ম্মফল অর্পণ করিবে, ইহাও কর্ম্মের অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মার্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

এই কর্ম্মার্পণে কামনা, নৈষ্কর্ম্ম্য এবং কেবলভক্তি—এই ত্রিবিধ নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু বর্ত্তমান, পরন্তু কেবল নিষ্কামত্ব সম্ভব হয় না; যেহেতু "জীব যাহা যাহা অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয় কামনারই চেষ্টাস্বরূপ" শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে।

কামনা ও নৈষ্কর্ম্ম্যস্থলে কর্ম্মত্যাগই প্রধানভাবে লক্ষ্য, পরন্তু সে-স্থলে ভগবৎ-প্রীণনের আভাসমাত্র রহিয়াছে; যেহেতু কামনা ও নৈষ্কর্ম্ম্যস্থলে স্বার্থপরতাই বর্ত্তমান। কিন্তু ভক্তিস্থলে ভগবৎপ্রীণনই মুখ্য উদ্দেশ্য যেহেতু ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির প্রাণস্বরূপ।

কামনাপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত—"বিষয়ার্ত্ত সকাম দেহিগণের কর্ম্মসমূহ যেরূপ ভূরিক্লেশপ্রদ এবং অত্যল্পফলশালী কিম্বা বিফল হয়, আপনার ভক্তগণের আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্মসমূহ তাদৃশ নহে।" এবং যেরূপ—অঙ্গ মহারাজের পুত্র কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞে বেণ নামক অসৎপুত্র লাভের ফলে উদ্বেগ গ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ সকাম কর্ম্মে প্রায়শঃই বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে।

নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তি, যথা—"পুরুষ অনাসক্তভাবে ঈশ্বরে সমর্পণসহকারে বেদোক্তকর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়াই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; শাস্ত্রে কর্ম্মের যে ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবলমাত্র কর্ম্মবিষয়ে পুরুষের রুচ্যুৎপাদনের জন্যই জানিতে হইবে।"

এইরূপ—"পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মবিশুদ্ধিদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট ভরতের অন্তর্হৃদয়াকাশ-শরীরী, মহাপুরুষরূপোপলক্ষণ, শ্রীবৎসাদিচিহ্নিত, ভক্তহৃদয়ে পুরুষরূপে বিরাজমান, ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে প্রতিদিন বৃদ্ধিশীলপ্রকর্ষযুক্তা ভক্তির উদ্ভব হইয়াছিল" এই পূর্ব্বোক্তগদ্যে ভক্তিপ্রাপ্তি দর্শিত হইয়াছে।

ভক্তিপ্রাপ্তির অপর দৃষ্টান্ত, যথা—"মানবকর্ত্তৃক ইহলোকে ভগবৎপরিতোষণরূপ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, ভক্তিযোগ সমন্বিত জ্ঞান উক্ত কর্ম্মের অধীন হইয়া থাকে।" এস্থলে ভক্তিযোগের সাহচর্য্যনিবন্ধন জ্ঞান-শব্দে ভগবজ্জ্ঞানই জ্ঞাতব্য। পরমভক্তগণ ভগবৎপরিতোষণরূপ প্রীণনই প্রার্থনা করিয়া থাকেন যথা—

হে ভগবন্! আমরা বহুকাল-পর্য্যন্ত উত্তম অধ্যয়ন, গুরুগণের প্রসাদসম্পাদন, নিরন্তর আনুগত্যসহকারে বিপ্র, বৃদ্ধ পূজনীয় সুহৃৎ ও ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রণাম, অসূয়া-রহিত হইয়াই সর্ব্বভূতে নমস্কার এবং উপবাস-সহকারে জলমধ্যে তপস্যা প্রভৃতি যে-সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি তৎসমস্তই বিরাট্ পুরুষরূপী আপনার পরিতোষণের জন্য বরণ করিতেছি॥ ২২৪॥

"আপনার পরিতোষণের জন্য বরণ করিতেছি" অর্থাৎ সমস্তই আপনার পরিতোষজনক হউক—ইহাই প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীঅষ্টভুজপুরুষের প্রতি প্রচেতোগণের উক্তি॥ ২২৪॥

তদেবমারোপসিদ্ধা দর্শিতা। অথ সঙ্গসিদ্ধোদাহরণপ্রাপ্তা মিশ্রা ভক্তির্দর্শয়িষ্যতে। স্বরূপ-সিদ্ধাসঙ্গেন হ্যন্যেষামপি ভক্তিত্বং দর্শিতং (ভাঃ ১১।৩।২২) "তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্" ইত্যাদি,—শ্রীপ্রবুদ্ধবাক্যপ্রকরণে সর্ব্বাসঙ্গদয়ামৈত্র্যাদীনামপি ভাগবতধর্ম্মত্বাভিধানাৎ। তত্র কর্ম্মমিশ্রা ত্রিবিধা সম্ভবতি; সকামা, কৈবল্যকামা ভক্তিমাত্রকামা চ। যদ্যপি কামকৈবল্যে অপি,—

"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥"

ইত্যুক্তেঃ কেবলয়ৈব ভক্ত্যা সম্ভবতঃ, তথাপি তত্তদ্বাসনানুসারেণ তত্র তত্র রুচির্জায়ত ইত্যেবং

তত্তদর্থং তন্মিশ্রতা জায়ত ইত্যবগন্তব্যম্। ততঃ সকামা প্রায়ঃ কর্ম্মমিশ্রৈব। তত্র কর্ম্মশব্দেন ধর্ম্ম এব গৃহ্যতে। তল্লক্ষণঞ্চ যমদূতৈঃ সামান্যত উক্তং (ভাঃ ৬।১।৪০) "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ" ইতি; বেদোঽত্র ত্রৈগুণ্যবিষয়ঃ (গীঃ ২।৪৫) "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" ইতি শ্রীগীতোক্তেঃ, তৎপ্রবর্ত্তনমাত্রত্বেন সিদ্ধঃ, ন তু ভক্তিবদজ্ঞানেনাপীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাস্বেবান্যত্র তস্য কর্ম্মসংজ্ঞিতত্বঞ্চোক্তম্—"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ইতি। বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগঃ; তদুপলক্ষিতঃ সর্ব্বোঽপি ধর্ম্মঃ কর্ম্মসংজ্ঞিত ইত্যর্থঃ। স চ ভূতানাং প্রাণিনাং যে ভাবা বাসনাস্তেষামুদ্ভবকর ইতি বিশেষণাদ্ ভগবদ্ভক্তির্ব্যাবৃত্তা।

অথ ভক্তিসঙ্গায় ধর্ম্মস্য বৈশিষ্ট্যঞ্চৈকাদশে শ্রীভগবতোক্তম্ (ভাঃ ১১।৯।২৭)—"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ" ইতি। ভগবদর্পণেন ভক্তিপরিকরীকৃতত্বেন চ ভক্তিকৃত্বমুচ্যতে। তদেবমীদৃশেন কর্ম্মণা মিশ্রা সকামা ভক্তির্যথা (ভাঃ ৩।২১।৬-৭)—

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ।
সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্॥ ২২৫॥

অত্র তদ্দর্শনজাতভগবদশ্রুপাতলিঙ্গেন নিষ্কামস্যাপ্যস্য ব্রহ্মাদেশগৌরবেণৈব কামনা জ্ঞেয়া॥ (৩।২১।) শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥ ২২৫॥

এইরূপে আরোপসিদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হইল। অনন্তর সঙ্গসিদ্ধভক্তির উদাহরণে প্রাপ্তা মিশ্রভক্তি প্রদর্শিত হইবে। পূর্ব্বে—"সেই গুরুর নিকটে গুর্ব্বাত্মদৈবত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক অমায়িক আনুগত্যসহকারে ভাগবতধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে" ইত্যাদি শ্রীপ্রবুদ্ধবাক্যপ্রকরণে সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি, দয়া, মৈত্রী প্রভৃতিকেও ভাগবতধর্ম্মরূপে বর্ণনহেতু স্বরূপসিদ্ধভক্তির সঙ্গদ্বারা অন্যান্য ধর্ম্মসমূহেরও ভক্তিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি—সকামা, কৈবল্যকামা এবং ভক্তিমাত্রকামা—এইরূপে ত্রিবিধা হইয়া থাকে। যদিও—"ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থপ্রাপ্তিবিষয়ে যে সমস্ত সাধন-সম্পত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, নারায়ণাশ্রিত পুরুষ উক্ত সাধনসম্পত্তি ব্যতীতই পুরুষার্থচতুষ্টয় লাভ করিয়া থাকেন" এই উক্তিহেতু কাম ও কৈবল্য কেবলভক্তিদ্বারাই সম্ভবপর হয়, তথাপি তত্তদ্বিষয়ক বাসনানুসারে তত্তদ্বিষয়ে রুচি উৎপন্ন হয় বলিয়া তত্তদ্‌বিষয়ার্থ কর্ম্মমিশ্রত্ব ঘটিয়া থাকে জানিতে হইবে।

অতএব সকামা প্রায়শঃ কর্ম্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। উক্তস্থলে কর্ম্মশব্দে ধর্ম্মই গৃহীত হইতেছে। "যাহা বেদপ্রণিহিত তাহাই ধর্ম্ম" এইবাক্যে যমদূতগণকর্ত্তৃক সামান্যতঃ ধর্ম্মলক্ষণ উক্ত হইয়াছে। "বেদসমূহ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক হইয়া থাকে" এই গীতাবাক্যানুসারে এস্থলে বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়করূপে জ্ঞাতব্য। তাদৃশ বেদকর্ত্তৃক যাহা "প্রণিহিত" অর্থাৎ প্রবর্ত্তনমাত্রত্বনিবন্ধন সিদ্ধ, তাহাই ধর্ম্ম; পরন্তু ভক্তি যেরূপ অজ্ঞানতও সিদ্ধ হয় সেরূপ নহে। শ্রীগীতায় অন্যত্র ইহার কর্ম্মসংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে, যথা—"ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গই কর্ম্মসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে। "বিসর্গ"-শব্দের অর্থ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ, অতএব ইহাদ্বারা উপলক্ষিত যাবতীয় ধর্ম্মই কর্ম্মসংজ্ঞক হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য।

উহার বিশেষণরূপে "ভূতভাবোদ্ভবকর" অর্থাৎ ভূতগণের (প্রাণিগণের) যে-সকল "ভাব" বা বাসনা তাহাদের "উদ্ভবকর" (জনক)—এই পদটী প্রযুক্ত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিকে ইহা হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে।

অনন্তর ভক্তিসঙ্গতির জন্য একাদশ স্কন্ধে—"যাহা আমার ভক্তিজনক, তাহাই শাস্ত্রে 'ধর্ম্ম' নামে উক্ত হইয়াছে" এইবাক্যে শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে। উক্তস্থলে ভগবানে অর্পণ এবং ভক্তির সহায়করূপে অনুষ্ঠিতত্ব-

নিবন্ধন ভক্তিজনকত্ব উক্ত হইয়াছে। ঈদৃশ কর্ম্মদ্বারা মিশ্রিত সকামভক্তির দৃষ্টান্ত যথা—অনন্তর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্দ্দম সরস্বতীতটে দশসহস্র বৎসর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ভক্তি-সহকারে অনুষ্ঠিত সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগদ্বারা প্রপন্নবরদায়ক শ্রীহরিকে সম্প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২২৫ ।

এস্থলে তদীয় দর্শনহেতু উৎপন্ন ভগবদশ্রুপাতরূপ চিহ্নদ্বারা জানিতে হইবে যে, তিনি নিষ্কাম হইলেও কেবল-মাত্র ব্রহ্মার আদেশবিষয়ে গৌরবহেতুই তাঁহার কামনা জন্মিয়াছিল। শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি। ২২৫ ।

অথ কৈবল্যকামা ক্বচিৎ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিজ্ জ্ঞানমিশ্রা চ। তত্র জ্ঞানং জ্ঞানমৈক্যাত্ম্যদর্শনমিতি দর্শিতম্। তদীয়শ্রবণাদীনাং বৈরাগ্যযোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গত্বান্ন তদন্তঃপাতঃ। অথ, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা যথা (ভাঃ ৩।২৭।২১-২৩)—

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ ॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা ॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥২২৬॥

'নিমিত্তং' ফলম্; তৎ ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেণ; অমলাত্মনা নির্ম্মলেন মনসা; জ্ঞানেন শাস্ত্রোত্থেন; যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোর্ধ্যানম্—"যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিঃ" ইতি নানার্থবর্গাৎ। ধ্যানমেব ধ্যাতৃধ্যেয়বিবেকরহিতং সমাধিঃ। অত্র (ভাঃ ১১।১৫।৩৫) "সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্" ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরেবাঙ্গিত্বেঽপি অঙ্গবন্নির্দ্দেশস্তেষাং তত্র সাধনান্তরসামান্যদৃষ্টিরিত্যভি-প্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি ॥ (৩।২৭।) শ্রীকপিলদেবঃ স্বমাতরম্ ॥ ২২৬ ॥

কৈবল্যকামা ভক্তি কোনস্থলে কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা এবং কোনস্থলে জ্ঞানমিশ্রা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একাদশস্কন্ধে—"ঐকাত্ম্যদর্শনই জ্ঞান নামে অভিহিত হয়" এইবাক্যে জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানাঙ্গ শ্রবণাদি এবং বৈরাগ্য, যোগ ও সাংখ্য প্রভৃতি তাহারই অঙ্গস্বরূপ বলিয়া এ সকল ভক্তির অন্তর্গত জানিতে হইবে না।

অনন্তর কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রার দৃষ্টান্ত উক্ত হইতেছে, যথা—"অনিমিত্তনিমিত্ত স্বধর্ম্ম, অমল আত্মা, মদ্বিষয়ে কথা-শ্রবণ-পরিপুষ্টা তীব্রভক্তি, দৃষ্টতত্ত্বজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধিদ্বারা ইহলোকে পুরুষের প্রকৃতি দহ্যমানা হইয়া, অগ্নির যোনিস্বরূপ মন্থনকাষ্ঠ যেরূপ অগ্নিকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ তিরোহিতা হইয়া থাকে ॥ ২২৬ ॥

"অনিমিত্তনিমিত্ত স্বধর্ম্ম" এই বাক্যদ্বারা যে স্বধর্ম্মে 'নিমিত্ত' অর্থাৎ ফল 'অনিমিত্ত' অর্থাৎ প্রবর্ত্তক নহে, তাদৃশ নিষ্কাম স্বধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। "অমল আত্মা" অর্থাৎ নির্ম্মল মন। 'জ্ঞান'-শব্দে শাস্ত্রজনিত জ্ঞান লক্ষিত হইয়াছে। 'যোগ'-শব্দের অর্থ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ধ্যান। অমরকোষে নানার্থবর্গে—"যোগ-শব্দ সন্নহন (যুদ্ধাদির জন্য কবচ-ধারণ), উপায়, ধ্যান, সঙ্গতি এবং যুক্তি অর্থে প্রযুক্ত হয়"—এরূপ উক্ত হইয়াছে। উক্ত ধ্যানই ধ্যাতা এবং ধ্যেয়বস্তুর পার্থক্য জ্ঞানরহিত দশায় 'সমাধি' নামে উক্ত হইয়া থাকে।

"তদীয় পাদপদ্মার্চ্চন সমস্ত সিদ্ধিরই মূলস্বরূপ" এই উক্তি অনুসারে ভক্তিরই অঙ্গিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ পুরুষগণের ভক্তিবিষয়ে সাধনান্তরসাম্যদৃষ্টিনিবন্ধন এস্থলে ভক্তিকে অঙ্গসদৃশরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব তাহাদের মোক্ষমাত্র ফলই উক্ত হইয়াছে। স্বীয় মাতার প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥ ২২৬ ॥

জ্ঞানমিশ্রামাহ (ভাঃ ১১।১৮।২১)—

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ ॥২২৭॥

ভাবো ভাবনা ॥ (১১।১৮।) উদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ২২৭ ॥

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এইরূপে উক্ত হইয়াছে; যথা—মুনিপুরুষ নির্জ্জন নির্ভয়স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক মদীয় ভাবদ্বারা বিমলচিত্ত হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে একমাত্র আত্মারই চিন্তা করিবেন ॥ ২২৭ ॥

"মদীয় ভাবদ্বারা" এই বাক্যে 'ভাব'-শব্দের অর্থ ভাবনা। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২২৭ ॥

তদেবং কৈবল্যকামায়াং জ্ঞানমিশ্রোক্তা। অথ ভক্তিমাত্রকামায়াং কর্ম্মমিশ্রা যথা, (ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্। ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে ॥২২৮॥

'মদর্থে' মদ্ভজনার্থং তদ্বিরোধিণোঽর্থস্য পরিত্যাগঃ; ভোগস্য তৎসাধনস্য চন্দনাদেঃ; সুখস্য পুত্রোপলালনাদেঃ; ইষ্টাদি বৈদিকং যৎ কর্ম্ম তদপি মদর্থং কৃতং ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মৈর্ভাগবতাভিধৈঃ; এবং কায়বাঙ্মনোভিস্তদর্থমাত্রচেষ্টাবত্ত্বেনানুষ্ঠিতৈর্ভগবদ্ধর্ম্মৈরাত্মনিবেদিনাং (ভাঃ ৫।১৮।১২) "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা" ইত্যাদি-ন্যায়েনাস্য ভক্তিমাত্রকামস্যান্যঃ কোঽর্থঃ সাধনরূপঃ সাধ্যরূপো বাবশিষ্যতে। সর্ব্বোঽসাবনাদৃতোঽপি তদাশ্রিতোঽপি ভবতীত্যর্থঃ॥ (১১।১৯।) উদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ২২৮ ॥

এইরূপে কৈবল্যকামা ভক্তিতে জ্ঞানমিশ্রা উক্ত হইল। অনন্তর ভক্তিমাত্রকামা ভক্তিতে কর্ম্মমিশ্রা উক্ত হইতেছে, যথা—হে উদ্ধব! নিরন্তর মদ্বিষয়ক অমৃতায়মান কথাসমূহে শ্রদ্ধা, মদীয় কথার অনুকীর্ত্তন, পূজাবিষয়ে পরিনিষ্ঠা, স্তোত্রবাক্যসমূহদ্বারা আমার স্তব; পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা প্রণাম, বিশেষভাবে আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার জ্ঞান; মদীয় কৃত্যসমূহে সর্ব্বাঙ্গের চেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্গুণোচ্চারণ, আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ, সর্ব্ববিধ-কাম-পরিত্যাগ; মদীয় সেবার জন্য তাহার বিরোধি অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, আমার উদ্দেশ্যে ইষ্ট (যাগ), দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যার অনুষ্ঠান—প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহদ্বারা আত্মনিবেদনকারী পুরুষগণের মদ্বিষয়ে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে; তৎকালে এই ভক্তের প্রাপ্য অন্য কোন বস্তু অবশিষ্ট থাকে না ॥ ২২৮ ॥

'মদর্থে' অর্থাৎ আমার ভজনার্থ; 'অর্থ পরিত্যাগ' অর্থাৎ ভজনবিরোধী অর্থের পরিত্যাগ, 'ভোগ' অর্থাৎ ভোগসাধনচন্দনাদি এবং 'সুখ' অর্থাৎ পুত্রোপলালনাদিরও পরিত্যাগ; 'ইষ্ট' (যাগ) প্রভৃতি উক্ত বৈদিককর্ম্মসমূহও আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইলেই ভক্তির কারণ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

'ধর্ম্মসমূহদ্বারা' অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মসমূহদ্বারা। এইরূপে কায়মনোবাক্যে কেবলমাত্র ভগবানের নিমিত্ত চেষ্টা-বিশিষ্টরূপে অনুষ্ঠিত ভাগবতধর্ম্মসমূহদ্বারা আত্মনিবেদনকারী পুরুষগণের মদ্বিষয়ে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

"যাঁহার ভগবানের প্রতি অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান আছে, দেবগণ সর্ব্ববিধ গুণের সহিত তাঁহার শরীরে অবস্থান করেন" এই ন্যায়ানুসারে এই ভক্তিমাত্রকামী পুরুষের অপর কোনও 'অর্থ' অর্থাৎ সাধ্য বা সাধনরূপ বস্তু অবশিষ্ট থাকে না, পরন্তু তৎকর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও সমস্ত বিষয় তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে॥ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥২২৮॥

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা যথা (ভাঃ ৩।২৯।১৫-১৯)—

নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥২২৯॥

'নিষেবিতেন' সম্যগনুষ্ঠিতেন; 'অনিমিত্তেন চ' নিষ্কামেণ স্বধর্ম্মেণ; 'মহীয়সা' শ্রদ্ধাদিযুক্তেন; 'ক্রিয়াযোগেন' পঞ্চরাত্রাদ্যুক্ত-বৈষ্ণবানুষ্ঠানেন; 'শস্তেন' উত্তমদেশকালাদিমতা নিষ্কামেণ চ; 'নাতি-হিংস্রেণ' অতিহিংসারহিতেন 'অতি'-শব্দঃ প্রাণাদিপীড়াপরিত্যাগফলপত্রাদিজীবাবয়বস্বীকারার্থঃ। 'মদ্ধিষ্ণ্যং' মদর্চ্চাদি; ভূতেষ্বন্তর্য্যামিত্বেন 'মদ্ভাবনয়া'; 'সত্ত্বেন' ধৈর্য্যেণ; 'অসঙ্গমেন' বৈরাগ্যেণ চ; অহিংসাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ 'যমাঃ'; শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি 'নিয়মাঃ'; 'আধ্যাত্মি-কম্' আত্মানাত্মবিবেকশাস্ত্রম্; 'নিরহংক্রিয়য়া' গর্ব্বরাহিত্যেন; 'মদ্ধর্ম্মণঃ' মদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্যাশয়ঃ শ্রুতমাত্রগুণং মাম্ অঞ্জসাভ্যেতি (ভাঃ ৩।২৯।১১) "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণাং ধ্রুবানু-স্মৃতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্রাধ্যাত্মিকশ্রবণাদিনা জ্ঞানমিশ্রত্বমপি॥ (৩।২৯।) শ্রীকপিলদেবঃ স্বমাতরম্॥২২৯॥

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—নিষেবিত অনিমিত্ত মহান্ স্বধর্ম্ম, নাতিহিংস্র নিষ্কাম ক্রিয়াযোগ, মদীয়ধিষ্ণ্যসমূহের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তুতি ও অভিবন্দন; ভূতসমূহের মধ্যে আমার ভাবনা, ধৈর্য্য, অসঙ্গম, মহদ্গণের সম্মান, দীনগণের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য পুরুষগণের প্রতি মৈত্রী, যম, নিয়ম, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসমূহের অনুশ্রবণ, মদীয়

নামসংকীর্ত্তন, সরলতা, মহাপুরুষসঙ্গ এবং নিরহংক্রিয়া প্রভৃতি গুণদ্বারা মদ্ধর্ম্মা পুরুষের পরিসংশুদ্ধ চিত্ত শ্রুতমাত্রগুণ অর্থাৎ যাহার গুণসমূহ পূর্ব্বে কেবলমাত্র শ্রুত হইয়াছে, তাদৃশ আমাকে সত্বর প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

'নিষেবিত' অর্থাৎ সম্যগ্ অনুষ্ঠিত, 'অনিমিত্ত' অর্থাৎ নিষ্কাম, 'মহান্' অর্থাৎ শ্রদ্ধাদিযুক্ত, 'শস্ত' অর্থাৎ উত্তম-দেশকালাদিযুক্ত ও নিষ্কাম, 'ক্রিয়াযোগ' অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদিকথিত বৈষ্ণবানুষ্ঠান, 'নাতিহিংস্র' অর্থাৎ অতিহিংসারহিত। এস্থলে 'অতি'-শব্দের প্রয়োগদ্বারা জীবের সাক্ষাৎ প্রাণাদির পীড়া-পরিহারপূর্ব্বক ফলও শাক-পত্র প্রভৃতি জীবাবয়ব-স্বীকাররূপ কিঞ্চিৎ হিংসা সম্মত হইয়াছে। "মদীয় ধিষ্ণ্য" অর্থাৎ আমার অর্চ্চাদি; ভূতসমূহের মধ্যে "আমার ভাবনা" অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে চিন্তা; 'সত্ত্ব' অর্থাৎ ধৈর্য্য; "অসঙ্গম" অর্থাৎ বৈরাগ্য; 'যম' অর্থাৎ অহিংসা, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ; 'নিয়ম' অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাদিশাস্ত্র পাঠ) এবং ঈশ্বরের প্রতি একাগ্র-চিত্ততা; 'আধ্যাত্মিকশাস্ত্র' অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মবস্তুসমূহের পার্থক্য বিচারক শাস্ত্র; 'নিরহংক্রিয়া' অর্থাৎ গর্ব্বশূন্যতা; 'মদ্ধর্ম্মা পুরুষের অর্থাৎ মদ্বিষয়ক ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃ পুরুষের পরি-সংশুদ্ধ চিত্ত; শ্রুতমাত্রগুণ আমাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'আমার গুণশ্রবণমাত্রই আমার প্রতি' ইত্যাদিলক্ষণপ্রোক্ত ধ্রুবানুস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থলে আধ্যাত্মিক শ্রবণাদিদ্বারা জ্ঞানমিশ্রত্বও উক্ত হইয়াছে ॥ মাতার প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥ ২২৯ ॥

অথ জ্ঞানমিশ্রা (ভাঃ ৬।১৬।৬২)—

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ২৩০ ॥

দৃষ্টেতি-ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ৈঃ। 'স্বেন তেজসা' বিবেক বলেন॥ (৬।১৬।) শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্র-কেতুম্॥ ২৩০ ॥

অনন্তর জ্ঞানমিশ্রা উক্ত হইতেছে, যথা—স্বকীয় তেজঃদ্বারা দৃষ্টশ্রুতবিষয়বিমুক্ত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসন্তৃপ্ত পুরুষ আমার ভক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩০ ॥

'দৃষ্টশ্রুতমাত্রাবিমুক্ত' অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়বিমুক্ত। 'স্বকীয় তেজঃদ্বারা' অর্থাৎ বিবেকবলদ্বারা। চিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তি ॥ ২৩০ ॥

অথ কেবলস্বরূপসিদ্ধোদাহ্রিয়তে। তত্র সকামা কৈবল্যকামা চোপাসকসঙ্কল্পগুণৈস্তত্তদ্গুণ-ত্বেনোপচর্য্যতে। ততঃ সকামা দ্বিবিধাঃ—তামসী, রাজসী চ। পূর্ব্বা যথা (ভাঃ ৩।২৯।৮)—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ২৩১ ॥

অনন্তর কেবলস্বরূপসিদ্ধা উদাহৃত হইতেছে। তন্মধ্যে উপাসকগণের সঙ্কল্পগুণানুসারে সকামা এবং কৈবল্যকামা সেই সেই গুণবিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব তামসী ও রাজসীভেদে সকামা দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তামসী, যথা—যে ক্রোধযুক্ত ভিন্নদৃক্ পুরুষ হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য অভিসন্ধি করিয়া আমার প্রতি ভক্তি করেন, তিনি তামসভক্ত নামে অভিহিত হন। ২৩১।

অভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য; সংরম্ভী সক্রোধঃ; ভিন্নদৃক্ স্বস্মিন্নিব সর্ব্বত্র যৎ সুখং দুঃখং চ তত্তদবেত্তা নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ। উত্তরা যথা (ভাঃ ৩।২৯।৯)—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্‌যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ২৩২ ॥

"অভিসন্ধি করিয়া" অর্থাৎ সঙ্কল্প করিয়া; "সংরম্ভী" অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত; "ভিন্নদৃক্" অর্থাৎ নিজের মধ্যে যেরূপ সুখদুঃখ বর্ত্তমান সেইরূপ সমস্ত প্রাণিমধ্যেই সুখদুঃখ বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহা যিনি অবগত নহেন, তাদৃশ অনুকম্পারহিত পুরুষ। রাজসী, যথা—যে পৃথগ্‌ভাব পুরুষ বিষয়সমূহ, যশঃ বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া অর্চ্চাদিতে আমার অর্চ্চন করেন, তিনি রাজসভক্ত নামে কথিত হন ॥ ২৩২ ॥

পৃথক্ মত্তোঽন্যত্র বিষয়াদিষ্বেব ভাবঃ স্পৃহা যস্য ন তু ময়ীতি রাজসত্বহেতুতা দর্শিতা। অথ কৈবল্যকামা সাত্ত্বিক্যেব। সা যথা (ভাঃ ৩।২৯।১০)—

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥ ২৩৩ ॥

"পৃথগ্‌ভাব" এইপদে "পৃথক্" অর্থাৎ আমা হইতে অন্যত্র বিষয়াদিতেই "ভাব" অর্থাৎ স্পৃহা যাহার, পরন্তু আমাতে স্পৃহা নহে তাদৃশ পুরুষ উক্ত হইয়া থাকে। অতএব রাজসত্বের কারণ দর্শিত হইল। অনন্তর 'কৈবল্যকামা' কেবলমাত্র সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে। যথা—যে পৃথগ্‌ভাব পুরুষ মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া পরতত্ত্বে কর্ম্মার্পণ করেন অথবা যষ্টব্যবুদ্ধিতে যাগ করেন, তিনি সাত্ত্বিক নামে কথিত হইয়া থাকেন ॥ ২৩৩ ॥

কর্ম্মনির্হারং মোক্ষমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ পরমেশ্বরে যো বা কর্ম্মার্পণং কুরুতে যো বা যষ্টব্যং সর্ব্বেষাং নিত্যবিধিপ্রাপ্তত্বেনাবশ্যমেব তৎপূজনং কর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা, ন তু ভক্তিতত্ত্বজ্ঞানেন যো যজেৎ পরমেশ্বরং পূজয়তি; অতএব পূর্ব্ববৎ পৃথগ্‌ভাবঃ ভক্তেঃ পৃথক্ মোক্ষমেব পুরুষার্থত্বেন ভাবয়ন্ স সাত্ত্বিক উচ্যতে। উত্তরস্যাপি তাৎপর্য্যং কর্ম্মনির্হার এব ভবেদিতি।

উক্তঞ্চ (ভাঃ ১১।২৫।২৬) "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী" ইতি, (ভাঃ ১১।২৫।২৪) "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্" ইতি, (ভাঃ ১১।২৫।২৯) "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থম্" ইতি চ তৎসাধনসাধ্যয়োঃ সগুণত্বম্। অত্রত্যোদাহরণং যজেদিত্যুত্তরার্দ্ধমেব। অথ যস্যা এবোৎকর্ষজ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতাঃ, সা ভক্তিমাত্রকামত্বান্নিষ্কামা নির্গুণা কেবলাস্বরূপসিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চনাখ্যত্বেন সর্ব্বোর্দ্ধং পূর্ব্বমপ্যভিহিতা। তামাহ, (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥২৩৪॥

অতএব তাহাই আত্যন্তিকফলরূপে অর্থাৎ অপবর্গ-নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। "হে ভগবন্! তাঁহারা আপনার আত্যন্তিক প্রসাদও গণনা করেন না" ইত্যাদি বাক্যানুসারেও এই সাযুজ্য আত্যন্তিকপ্রলয়রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে আশঙ্কা এই যে—গুণত্রয়ের অতিক্রমপূর্ব্বক ভগবৎসাক্ষাৎকারই অপবর্গ-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে সাযুজ্য কিরূপে অপবর্গরূপে কীর্ত্তিত হয়? ইহার উত্তর এই যে—ভগবৎসাক্ষাৎকারের অপবর্গত্ব স্বতঃ-সিদ্ধই হইয়া থাকে, অতএব বলিতেছেন যে—"যাহাদ্বারা" অর্থাৎ কদাচিৎও অপরিত্যাজ্য যে ধর্ম্মদ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া পুরুষ "মদ্ভাববিষয়ে" অর্থাৎ বিদ্যমানতাবিষয়ে অর্থাৎ সাক্ষাৎকারবিষয়ে "উপপন্ন হয়" অর্থাৎ সমর্থ হয়।

এই বিষয়ে পঞ্চমস্কন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"এই ভারতবর্ষে মানবগণের যথাবিহিত বর্ণ-ধর্ম্মানুসারে অপবর্গও সিদ্ধ হইয়া থাকে।" "রাগাদিধর্ম্মরহিত, বাক্যাতীত, নিরাধার, সর্ব্বভূতাত্মস্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদি বিবিধ গতিজনক অবিদ্যাগ্রন্থিচ্ছেদনদ্বারা প্রাপ্য অহৈতুক ভক্তিযোগই উক্ত অপবর্গস্বরূপ।"

অতএব নির্গুণ-ভক্তিও বহুপ্রকার জানিতে হইবে। এই প্রকরণের প্রারম্ভেও তাহা উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে কল্যাণি! মার্গসমূহদ্বারা বহুবিধ ভক্তিযোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। স্বভাবগুণমার্গহেতু পুরুষগণের ভাব বিভিন্ন হয়।" "মার্গসমূহদ্বারা" অর্থাৎ প্রকারবিশেষদ্বারা। অতএব "স্বভাবগুণমার্গহেতু" অর্থাৎ ভক্তিযোগের বৃত্তি-ভেদস্বরূপ শ্রবণাদিহেতু, "ভাবমার্গহেতু" অর্থাৎ অভিমানের বৃত্তিভেদস্বরূপ দাস্যাদিহেতু এবং "গুণমার্গহেতু" অর্থাৎ তমঃ প্রভৃতি গুণসমূহের হিংসাদিবৃত্তিভেদহেতু পুরুষগণের "ভাব" অর্থাৎ অভিপ্রায় বিভিন্ন হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের মুক্তাফলটীকায় এরূপ উক্ত হইয়াছে—"ইহা আত্যন্তিক, যেহেতু ইহার পর এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ইহারই "ভক্তিযোগ" এই আখ্যা হইয়া থাকে, যেহেতু যৌগিকার্থক্রমে ভক্তিশব্দের ইহাতেই মুখ্যরূপে প্রবৃত্তি হইতেছে। অন্যান্য সর্ব্বত্র ফলেই অনুরাগ দৃষ্ট হয় পরন্তু বিষ্ণুবিষয়ে অনুরাগ দৃষ্ট হয় না, যেহেতু তত্তৎস্থলে ফলের লাভ না হইলে ভক্তির ত্যাগই হইয়া থাকে।" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলিতেছেন, যথা—"এই ভগবানের ভজনই ভক্তিশব্দবাচ্য। ঐহিক ও পারত্রিক উপাধিসমূহের নিরাস-সহকারে এই ভগবানে মনঃকল্পনই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য-নামেও অভিহিত হয়।" শতপথ-শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ বলিয়াছিলেন যে—অতএব পুরুষ প্রেমহেতু আত্মহিতার্থ শ্রীহরির ভজন করিবেন।" "প্রেমহেতু" অর্থাৎ প্রীতিমাত্রকামনায় যে আত্মহিত সেই আত্মহিতের জন্য। স্বীয় মাতার প্রতি শ্রীকপিলদেবের উক্তি ॥ ২৩৪ ॥

তদেবং বহুধা সাধিতৈষা অকিঞ্চনা আত্যন্তিকীত্যাদিসংজ্ঞা ভক্তির্দ্বিবিধা—বৈধী, রাগানুগা চেতি। তত্র বৈধী শাস্ত্রোক্তবিধিনা প্রবর্ত্তিতা। স চ বিধির্দ্বিবিধঃ। তত্র প্রথমঃ—প্রবৃত্তিহেতুঃ, তদনুক্রমকর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যানাং জ্ঞানহেতুশ্চ। প্রথমস্তূদাহৃতঃ, (ভাঃ ১।২।১৪)—

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"

ইত্যাদিনা। দ্বিতীয়শ্চার্চ্চনব্রতাদিগতঃ। তমাহ, (ভাঃ ১১।২৭।৫৩)—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ২৩৫ ॥

নৈরপেক্ষ্যেণ অহৈতুকেন। অহৈতুকভক্তিযোগ এব কথং স্যাৎ তত্রাহ—ভক্তিযোগমিতি। এবং (ভাঃ ১১।২৭।৮)—

"যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ। যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়া তন্নিবোধ মে ॥" ইত্যাদ্যুক্তবিধিনা। (১১।২৭।) শ্রীভগবান্ ॥ ২৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্তক্রমে বহুপ্রকারে সাধিতা, অকিঞ্চনা, আত্যন্তিকী প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্টা এই ভক্তি—বৈধী ও রাগানুগা-ভেদে দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শাস্ত্রোক্তবিধানানুসারে প্রবর্ত্তিতা ভক্তিকে বৈধী বলা হয়। উক্ত বিধিও দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিহেতু এবং তদীয় অনুক্রম কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞানহেতু।

"অতএব সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং পূজা করিবে" ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তি-হেতু বিধির উদাহরণ দর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্চ্চন-ব্রতাদিগত বলিয়া জানিবে। তাহার উদাহরণ, যথা—

পুরুষ নৈরপেক্ষ্য ভক্তিযোগদ্বারা আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এইরূপে আমার পূজা করেন তিনিই ভক্তিযোগ লাভ করিতে পারেন ॥ ২৩৫ ॥

"নৈরপেক্ষ্য" অর্থাৎ অহৈতুক। অহৈতুক ভক্তিযোগ কিরূপে লব্ধ হয় তাহাই "যিনি এইরূপে আমার পূজা করেন" ইত্যাদি বাক্যে উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ—"যেকালে পুরুষ স্বাধিকারপ্রবৃত্ত বেদশাস্ত্রোক্ত উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত যেরূপ বিধানানুসারে আমার পূজা করিবেন তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর" ইত্যাদি বাক্যোক্তবিধিক্রমেও তাহা উক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৩৫ ॥

এবমেকাদশীজন্মাষ্টম্যাদিগতোঽপি জ্ঞেয়ঃ। অথ বৈধীভেদাঃ শরণাপত্তিশ্রীগুর্ব্বাদিসৎসেবাশ্রবণ-কীর্ত্তনাদয়ঃ। এতে চ প্রত্যেকমপি দ্বিত্রাদয়ঃ সমুদিত্যাপি কারণানি ভবন্তি, তথা শ্রবণাৎ। তত্র প্রথমতঃ শরণাপত্তিঃ। ষড়্‌বর্গাদ্যবিকৃতসংসারভয়বাধ্যমান এব হি শরণং প্রবিশত্যনন্যগতিঃ। ভক্তিমাত্রকামোঽপি তৎকৃতভগবদ্বৈমুখ্যবাধ্যমানঃ। অনন্যগতিত্বঞ্চ দ্বিধা দর্শ্যতে। আশ্রয়ান্তরস্যাভাবকথনেন, নাতিপ্রজ্ঞয়া কথঞ্চিদাশ্রিতস্যান্যস্য ত্যজনেন চ। পূর্ব্বেণ যথা (ভাঃ ১০।৩।২৭)—

"মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্, লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য, স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥" ইতি।

উত্তরেণ যথা (ভাঃ ১১।১২।১৪-১৫)—

"তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্। যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥" ইতি।

"চোদনাং শ্রুতিং, প্রতিচোদনাং স্মৃতিম্" ইতি টীকা চ। শ্রীগীতাসু চ (১৮।৬৬) "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি।

তস্যাঃ শরণাপত্তের্লক্ষণং বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥" ইতি।

অঙ্গাঙ্গি-ভেদেন ষড়্‌বিধা; তত্র গোপ্তৃত্বে বরণমেবাঙ্গি,—শরণাগতিশব্দেনৈকার্থ্যাৎ, অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যে তদ্ভক্তাদীনাং, শরণাগতস্য ভাবস্য বা। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ (ভাঃ ৩।১৬।৩৫)—"ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ" ইত্যাদিপ্রকারঃ। আত্মনিক্ষেপঃ—

"কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোক্ত-প্রকারঃ। যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে চাষ্টাক্ষরস্য নমঃ-শব্দব্যাখ্যানে,—

"অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রিস্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে ॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ। তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে। তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ ॥" ইতি।

অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—
"অহঙ্কারনিবৃত্তানাং কেশবো নহি দূরগঃ। অহঙ্কারযুতানাং হি মধ্যে পর্ব্বতরাশয়ঃ ॥" ইতি।

অতএব তৃতীয়ে ব্রহ্মস্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানিনঃ সংসারঃ শ্রূয়তে, (ভাঃ ৩।৯।৯)—
"যাবৎ পৃথকৃত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ,-মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত, ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা ॥" ইতি।

কার্পণ্যং,—"পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ" ইত্যাদি প্রকারম্।

গোপ্তৃত্বে বরণঞ্চ, যথা নারসিংহে—
"ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শরণং দেবদেবং জনার্দ্দনম্। ইতি যঃ শরণং প্রাপ্তস্তং ক্লেশাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥"

ইতি প্রকারম্। তদপি ত্রিপ্রকারং কায়িকত্বাদি-ভেদেন; যথোক্তং ব্রহ্মপুরাণে—
"কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ। ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফলভাগিনঃ ॥" ইতি।

ব্যাখ্যাতং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—
"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥" ইতি।

তদেবং যস্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাপত্তিস্তস্য ঝটিত্যেব সম্পূর্ণফলা। অন্যেষান্তু যথাসম্পত্তিযথাক্রমঞ্চেতি জ্ঞেয়ম্। তামেতাং শরণাপত্তিং শ্লাঘতে, (ভাঃ ১১।১৯।৯)—

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে, সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি,-দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥ ২৩৬ ॥

শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখদূরীকরণং নিজমাধুরীণাং সর্ব্বতোবর্ষঞ্চাত্রাভিহিতম্ ॥ (১১।১৯।) উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৩৬ ॥

এইরূপে একাদশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি বিষয়ক বিধিও জানিতে হইবে। অনন্তর শরণাগতি, শ্রীগুরু প্রভৃতি সজ্জনগণের সেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতিও বৈধীভক্তির ভেদরূপে জ্ঞাতব্য। ইহারা প্রত্যেকে দুই, তিন বা ততোধিক অঙ্গসহ একত্র হইয়াও ভারপ্রাপ্তির কারণরূপে শ্রুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শরণাগতির লক্ষণ এই যে, ষড়্‌বর্গাদিরূপ রিপুদ্বারা অবিকৃত সংসারভয়ে আক্রান্ত হইয়াই অনন্যগতি পুরুষ শরণাগত হয়। যিনি ভক্তিমাত্রকামী তিনিও ষড়্‌বর্গাদিজনিত ভগবদ্বৈমুখ্যদ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই শরণাগত হইয়া থাকেন। আশ্রয়ান্তরের অভাবকথন এবং অনতিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক কোন প্রকারে অপর আশ্রিতের পরিত্যাজন—এই দুই প্রকারে অনন্যগতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত, যথা—"হে ভগবন্! মর্ত্ত্যপুরুষ মৃত্যুরূপ কালসর্প হইতে ভীত হইয়া নিখিললোকে পলায়ন করিয়াও নির্ভয় প্রাপ্ত হয় নাই; পরন্তু অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে ভবদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থচিত্তে শয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং মৃত্যু তাহার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে।"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যথা—"হে উদ্ধব! অতএব তুমি চোদনা (শ্রুতি), প্রতিচোদনা (স্মৃতি), প্রবৃত্তি (বিধি), নিবৃত্তি (নিষেধ), শ্রোতব্য এবং শ্রুত সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে নিখিলজীবের অন্তর্য্যামী আমাকেই একমাত্র আশ্রয় কর। তাহা হইলে আমার দ্বারাই অকুতোভয় হইবে।"

টীকায় "চোদনা" শব্দের অর্থ শ্রুতি এবং "প্রতিচোদনা" শব্দের অর্থ স্মৃতি উক্ত হইয়াছে।

শ্রীগীতায়ও—"হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবতন্ত্রে এই শরণাপত্তির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—"আনুকূল্যবিষয়ক সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য-পরিত্যাগ, 'তিনি রক্ষা করিবেন'—এইরূপ বিশ্বাস, রক্ষকরূপে তাঁহার বরণ, আত্মনিক্ষেপ এবং কার্পণ্য—এই ষড়্‌বিধা শরণাগতি হইয়া থাকে।" এই ছয় প্রকারের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব জানিতে হইবে। তন্মধ্যে 'শরণাগতি' এই শব্দের সহিত সমানার্থ-বিশিষ্টত্বনিবন্ধন রক্ষকরূপে তাঁহার বরণই অঙ্গিস্বরূপ এবং অন্য পাঁচটী তাহার পরিকর (সহকারিস্বরূপ) বলিয়া অঙ্গরূপে জ্ঞাতব্য। "আনুকূল্য" ও "প্রাতিকূল্য" শব্দের অর্থ তদীয় ভক্তাদির অথবা শরণাগত পুরুষের অথবা ভাবের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য। "রক্ষা করিবেন - এইরূপ বিশ্বাস" অর্থাৎ "ত্রিলোকাধীশ্বর সেই ভগবান্ আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন"—ইত্যাদি বাক্যোক্তক্রমে বিশ্বাস।

"আত্মনিক্ষেপ" পদের অর্থ—"হৃদয়স্থিত সেই অজ্ঞাত কোন দেবকর্ত্তৃক আমি যেরূপে নিযুক্ত হইতেছি সেইরূপই করিতেছি" এই গৌতমীয়তন্ত্রোক্তনিয়মানুসারে জ্ঞাতব্য। অতএব পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষরমন্ত্রস্থিত "নমঃ"-শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে যে—"নমঃ" শব্দের "ম"কার অহঙ্কারবাচক এবং "ন"কার তাহার নিষেধক, সুতরাং "নমঃ" শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন এবং তদধীনজীবনবিশিষ্ট বলিয়া নিঃশেষরূপে স্বকীয় সামর্থ্যবিধি পরিত্যাগ করিবে। ঈশ্বরের সামর্থ্যানুসারে তাহার কোন বস্তুই অলভ্য হয় না। যে জীব তাঁহার প্রতি সর্ব্বভার অর্পণ করিয়াছেন তিনি স্বস্থভাবে শয়ন করিয়া থাকেন। অতএব তদীয় কৃত্যবিশিষ্ট হইয়াই যাবতীয় কার্য্যের আচরণ করিবে।" অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—"কেশব অহঙ্কার-নিবৃত্ত পুরুষগণের দূরবর্ত্তী নহেন, পরন্তু যাহারা অহঙ্কারযুক্ত তাহাদের ও ভগবানের মধ্যে পর্ব্বতরাশি ব্যবধায়ক রহিয়াছে।" অতএব তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মস্তবে স্বাতন্ত্র্যাভিমানী জীবের সংসার শ্রুত হইয়াছে। যথা—

"হে ভগবন্! জীব যে-কাল পর্য্যন্ত আপনার কল্পিত বিষয়মায়াবলযুক্ত এই আত্মপার্থক্য অর্থাৎ আত্মার দেহাদি-ভাব দর্শন করে তাবৎকালপর্য্যন্ত কর্ম্মফলবিশিষ্ট এবং বিবিধদুঃখপ্রাপক এই সংসার বস্তুতঃ ব্যর্থ হইলেও তাহার সম্বন্ধে এই সংসারের নিবৃত্তি হয় না।"

"কার্পণ্য" শব্দে—"হে ভগবন্! আপনার অপেক্ষা অধিক কারুণিক অপর কেহ নাই এবং আমার অপেক্ষাও অধিক শোচনীয় আর কেহ নাই" ইত্যাদি বাক্যগত দৈন্যপ্রকাশ জানিতে হইবে।

রক্ষকরূপে বরণবিষয়ে নারসিংহ পুরাণে এরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে ভগবন্! আমি দেবদেব জনার্দ্দন-রূপী আপনার শরণাগত হইতেছি—এইরূপে যিনি আমায় শরণাগত হ'ন আমি তাঁহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।" এই রক্ষকরূপে বরণ কায়িক, বাচনিক এবং মানসিকভেদে ত্রিবিধ। যথা ব্রহ্মপুরাণে—"যাঁহারা কর্ম্ম, মনঃ ও বাক্যদ্বারা শ্রীহরিকে শরণ করিয়াছেন যম তাঁহাদের শাসনে সমর্থ হ'ন না এবং তাঁহারা মুক্তিফলভাগী হইয়া থাকেন।" শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও উক্ত হইয়াছে যে—"যে শরণাগত পুরুষ বাক্যদ্বারা—'হে ভগবন্! আমি আপনারই আশ্রিত হইয়াছি' এইরূপ উচ্চারণ, মনদ্বারা তাদৃশ চিন্তা এবং শরীর দ্বারা তদীয় ক্ষেত্র আশ্রয়সহকারে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করেন তিনিই সুখী হইয়া থাকেন।" অতএব যাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না শরণাগতি হয় তাহার সত্বরই উহা সম্পূর্ণফলপ্রদা হইয়া থাকে, অপর পুরুষগণের সম্পদনুসারে এবং যথাক্রমে তাহার সিদ্ধি জানিতে হইবে। এই শরণাপত্তির প্রশংসা, যথা—

হে ভগবন্! এই ঘোর সংসারমার্গে ত্রিতাপদ্বারা আক্রান্ত সন্তপ্তচিত্ত পুরুষের পক্ষে অমৃতরাশিবর্ষণশীল ভবদীয় পাদপদ্মযুগলরূপছত্র ব্যতীত অন্য আশ্রয় দর্শন করিতেছি না ॥ ২৩৬ ॥

এস্থলে শরণাগতগণের সর্ব্বদুঃখদূরীকরণ এবং সর্ব্বত্র নিজমাধুরীবর্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥ ২৩৬ ॥

তদেবং শরণাপত্তির্বিবৃতা। অস্যাশ্চাপূর্ব্বত্বং—তাং বিনা তদীয়ত্বাসিদ্ধেঃ।

তত্র যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিধ্যতি—

"শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জ্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতিক্রম্য যান্তি তদ্‌বৈষ্ণবং পদম্ ॥"

ইতি গারুড়াৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্।

পূর্ব্বত্র যথা সপ্তমে শ্রীনারদবাক্যম্ (ভাঃ ৭।১৫।২২-২৫)—

"অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ ॥
আন্বিক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া। যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া ॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥" ইতি।

উত্তরত্র বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্—

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্। গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥" ইতি।

অন্যত্র—

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ ॥" ইতি।

অতএব সেবামাত্রন্তু নিত্যমেব। যথা চান্যত্র পরমেশ্বরবাক্যম্—

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥" ইতি।

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে—

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্‌গুরুম্। পূজয়েদ্ বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্‌বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ ॥" ইত্যাদি।

পাদ্মে দেবদ্যুতিস্তুতৌ—

"ভক্তি র্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্‌বরিষ্ঠা গুরৌ যদি। মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ ॥" ইতি।

তস্মাদন্যদ্ ভগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে। যথোক্তমাগমে পুরশ্চরণফলপ্রসঙ্গে—

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্। সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥" ইতি।

তদেতদাহ (ভাঃ ১০।৮০।৩৪)—

নাহমিজ্যা-প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ২৩৭ ॥

টীকা চ "জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্। অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ, নাহমিতি। ইজ্যা গৃহস্থধর্ম্মঃ, প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্মোপনয়নং, তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাম্; তথা তপসা বনস্থধর্ম্মেন; উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা। অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং, যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়া।" ইত্যেষা। অত্র জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং ভগবন্নিষ্ঠঞ্চেতি দ্বিবিধম্। তত্র পূর্ব্বত্র তথৈব ব্যাখ্যা। উক্তং ত্বেবম্,—ইজ্যা পূজা, প্রজাতির্বৈষ্ণবদীক্ষা, তপঃ সমাধিঃ, উপশমো ভগবন্নিষ্ঠেতি॥ (১০।৮০।) শ্রীভগবান্ শ্রীদামবিপ্রম্॥ ২৩৭॥

এইরূপে শরণাগতি বিবৃত হইল। এই শরণাপত্তি ব্যতীত তদীয়ত্ব অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধিত্ব সিদ্ধ হয় না বলিয়া ইহার অপূর্ব্বত্ব জানিতে হইবে।

যদিও —"যাঁহারা ধ্যানযোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়া থাকেন" এই গরুড়পুরাণবাক্যানুসারে শরণাগতিদ্বারাই সমস্ত সিদ্ধ হয়, তথাপি ভজনাস্বাদনের বৈশিষ্ট্যলাভেচ্ছু পুরুষ সমর্থ হইলে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশক বা ভগবন্মন্ত্রোপদেশক শ্রীগুরুর সেবা করিবেন। যেহেতু তাঁহার অনুগ্রহই নিজের বিবিধ প্রতিকারদ্বারা দুষ্পরিহার্য্য অনর্থসমূহের নিবৃত্তি এবং ভগবানের পরমানুগ্রহবিষয়ে মূলস্বরূপ।

শ্রীগুরুকৃপাদ্বারা অনর্থনিবৃত্তিবিষয়ে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যও এইরূপ, যথা—"অসঙ্কল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কামপরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচারদ্বারা ভয়, আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান দ্বারা শোক-মোহ, মহাপুরুষসেবাদ্বারা দম্ভ, মৌনদ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, কামাদিচেষ্টারাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই অনায়াসে জয় করিতে সমর্থ হন।"

শ্রীগুরুর অনুগ্রহদ্বারা ভগবানের পরমানুগ্রহসিদ্ধিবিষয়ে বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য এইরূপ— "যাহা মন্ত্র তাহাই সাক্ষাৎ গুরুস্বরূপ এবং যিনি গুরু তিনিই সাক্ষাৎ হরিস্বরূপ, সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে—"শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু রক্ষক হইয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীগুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না, অতএব সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুকেই প্রসন্ন করিবে।" অতএব নিত্যকালই শ্রীগুরুসেবা উক্ত হইয়াছে। অন্যত্র শ্রীভগবদ্বাক্যও এইরূপ "পুরুষ প্রথমতঃ গুরুপূজা করিয়া অনন্তর আমার পূজা করিলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অন্যথা অর্থাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমে পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে।"

অতএব শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবচন—"যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন, সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?" ইত্যাদি।

পদ্মপুরাণে দেবহূতিস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে যে—"শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্ত্তমান শ্রীগুরুর প্রতিও যদি সেরূপ উত্তমভক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সত্যানুসারে শ্রীহরি আমাকে নিজ স্বরূপ প্রদর্শন করান।" অতএব গুরুসেবাব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না। আগমে পুরশ্চরণফল বর্ণনপ্রসঙ্গে এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"সিদ্ধরসসংস্পর্শে (অর্থাৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সংস্কৃত পারদের সংস্পর্শে) তাম্র যেরূপ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুর সান্নিধ্যবশতঃ শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

অতএব বলিয়াছেন যে—

সর্ব্বভূতাত্মা আমি গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি ইজ্যা, প্রজাতি, তপঃ বা উপশমদ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। ২৩৭।

টীকা—"জ্ঞানপ্রদ গুরু অপেক্ষা অধিক সেব্য অপর কেহ নাই ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভজন অপেক্ষা আর কোন অধিক ধর্ম্মও নাই, ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। "ইজ্যা" অর্থাৎ গৃহস্থধর্ম্ম। "প্রজাতি"—প্রকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ উপনয়ন; ইহাদ্বারা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ "তপঃ" অর্থাৎ বানপ্রস্থধর্ম্ম। "উপশম" অর্থাৎ যতিধর্ম্ম। "আমি" অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতাত্মা হইয়াও গুরুশুশ্রূষাদ্বারা যাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, এই সকল ধর্ম্মদ্বারা (ইজ্যাদি দ্বারা) তাদৃশ সন্তুষ্ট হই না" (এই পর্য্যন্ত টীকাবাক্য)।

এস্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ভগবন্নিষ্ঠ—এই দ্বিবিধ জ্ঞান। তন্মধ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব পক্ষে টীকায় শ্লোকের তাদৃশী ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবন্নিষ্ঠত্বপক্ষে—"ইজ্যা" অর্থাৎ পূজা, "প্রজাতি" অর্থাৎ বৈষ্ণবদীক্ষা, "তপঃ" অর্থাৎ সমাধি, "উপশম" অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠা। শ্রীদামবিপ্রের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৩৭ ॥

শ্রীগুর্ব্বাজ্ঞয়া তৎসেবনাবিরোধেন চ অন্যেষামপি বৈষ্ণবানাং পূজনং শ্রেয়ঃ। অন্যথা দোষঃ স্যাৎ; যথা শ্রীনারদোক্তৌ—

"গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ। স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলম্ ॥" ইতি।

যঃ প্রথমং (ভাঃ ১১।৩।২১) "শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতম্" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণং গুরুং নাশ্রিতবান্, তাদৃশগুরোশ্চ মৎসরাদিতো মহাভাগবতসৎকারাদাবনুমতিং ন লভতে, স প্রথমত এব ত্যক্তশাস্ত্রো ন বিচার্য্যতে। উভয়সঙ্কটপাতো হি তস্মিন্ ভবত্যেব। এবমাদিকাভিপ্রায়েণৈব—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥"

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ; বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥"

ইতি স্মরণাৎ, তস্য বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন" ইত্যাদিবচনবিষয়ত্বাচ্চ।

যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়াস্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ। স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥"

ইতি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়দৃষ্ট্যা, কৃপাং বিনা তস্মিন্ চিত্তারত্যা চ।

অথ সর্ব্বস্যৈব ভাগবতচিহ্নধারিমাত্রস্য তু যথাযোগ্যং সেবা-বিধানম্। তত্র মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা—প্রসঙ্গরূপা, পরিচর্য্যারূপা চ। তত্র প্রসঙ্গরূপা যথা (ভাঃ ১১।১২।১-২)—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥ ২৩৮ ॥

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে, অন্যথা দোষ হয়। যথা শ্রীনারদবাক্য—"যিনি গুরু সমীপবর্ত্তী থাকিলে প্রথমতঃ অপরের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার পূজন নিষ্ফল হয়।"

যিনি প্রথমে—"শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই (অর্থাৎ উক্তলক্ষণ-রহিত গুরুর আশ্রয় স্বীকার করিয়াছেন) এবং মাৎসর্য্যাদি-দোষবশতঃ তাদৃশগুরুর নিকট হইতে মহাভাগবত-গণের সৎকারাদি বিষয়ে অনুমতি লাভ করেন নাই, তিনি প্রথমতই শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া এস্থলে তাঁহার বিষয় বিচারিত হইতেছে না। যেহেতু তাঁহার সম্বন্ধে উভয় সঙ্কটপাতই হইয়া থাকে। এতাদৃশ অভিপ্রায়েই শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে—"যিনি ন্যায়রহিত উপদেশ প্রদান করেন এবং যিনি অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই চিরকালের জন্য ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকেন।" অতএব তাদৃশগুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে। আর যদি তিনি বৈষ্ণববিদ্বেষী হ'ন তাহা হইলে—"কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানভিজ্ঞ, উন্মার্গগামী এবং গর্ব্বিত গুরুর পরিত্যাগই বিহিত হইয়া থাকে" এই স্মৃতিবাক্যানুসারে এবং তাঁহার বৈষ্ণবভাবরাহিত্যবশতঃ "অবৈষ্ণবোপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা পুরুষ নরক-গামী হয়" ইত্যাদিবচনের বিষয়ত্বনিবন্ধন তাদৃশ গুরু পরিত্যাজ্যই হইয়া থাকেন।

যথা-কথিত লক্ষণ শ্রীগুরুর অবিদ্যমানে যে কোন এক মহাভাগবতের নিত্যসেবন পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ হইয়া থাকে। তিনিও শ্রীগুরুর ন্যায় সমবাসনাবিশিষ্ট এবং নিজের প্রতি কৃপালুচিত্ত হইলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে—"যে-পুরুষের যাদৃশ-গুণবিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গলাভ হয় তিনি, স্পর্শমণির সংস্পর্শে কাচপ্রভৃতিও যেরূপ তদ্‌গুণবিশিষ্ট হয় সেইরূপ উক্তপুরুষের গুণ প্রাপ্ত হন, অতএব পুরুষ নিজ সম্প্রদায়স্থিত উত্তমপুরুষগণেরই সঙ্গ করিবেন" এই বাক্যে সমানবাসনাবিশিষ্ট পুরুষগণের সঙ্গই উক্ত হইয়াছে; এইরূপ উক্ত পুরুষের যদি নিজের প্রতি কৃপা না থাকে তাহা হইলে নিজেরও তাঁহার প্রতি পূজ্যত্ববুদ্ধির উদয় হয় না; অতএব কৃপালুচিত্ত-পুরুষের গ্রহণ উক্ত হইয়াছে। অতএব ভাগবতচিহ্নধারী সকলেরই যথাযোগ্য সেবাবিধান করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রসঙ্গরূপা এবং পরিচর্য্যা-রূপা-ভেদে মহাভাগবতসেবা দ্বিবিধা হইয়া থাকে। প্রসঙ্গরূপা সেবার দৃষ্টান্ত, যথা—

"হে উদ্ধব! সর্ব্বাসক্তিবিনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ রুদ্ধ করে—যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্ট, পূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞসমূহ, ছন্দঃসমূহ, তীর্থসমূহ, নিয়মসমূহ এবং যমসমূহ সেরূপ রুদ্ধ করিতে পারে না।" ২৩৮।

পূর্ব্বাধ্যায়ে (ভাঃ ১১।১১।৪৭)—

"ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। লভতে ময়ি সদ্‌ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥"

—ইত্যনেন সাধুসেবয়া ভক্তিনিষ্ঠা-জননে সাধনান্তর-সব্যপেক্ষত্বমিবোক্তম্। তত্রেষ্ট-শব্দেন সপ্তম-স্কন্ধোক্তরীত্যাগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসচাতুর্ম্মাস্যযাগপশুযাগবৈশ্বদেববলিহরণান্যুচ্যন্তে। পূর্ত্ত-শব্দেন সুরা-লয়ারামকূপবাপীতড়াগপ্রপানসত্রাণ্যুচ্যন্তে। অত্র তু "ইষ্টং হবিষ্যাগ্নৌ যজেত মাম্" ইত্যাদাবগ্নিহোত্রাদ্যুপ-লক্ষিতং পূর্ত্তমুদ্যানোপবনাক্রীড়েত্যাদ্যুপলক্ষিতং জ্ঞেয়ম্।

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণেষ্টাপূর্ত্তেন যো মাং যজেত স মৎস্মৃতিস্তত্র সাধুসেবয়া সতাং প্রসঙ্গেন মদ্‌ভক্তিমন্তরঙ্গ-ভক্তিনিষ্ঠাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তত্রাগ্নিহোত্রাদীনাং ভক্তৌ প্রবেশোঽগ্ন্যন্তর্যামিরূপভগবদ-ধিষ্ঠানত্বেনাগ্ন্যাদিসন্তর্পণাৎ। কূপারামাদীনাঞ্চ তৎপরিচর্য্যার্থং ক্রিয়মাণত্বাৎ তত্র প্রবেশঃ। তদেবং সৎসঙ্গস্য সর্ব্বাপেক্ষত্বমুক্তম্। পুনশ্চ, তত্রৈব তস্য স্বাতন্ত্র্যেণ যথেষ্টফলদাতৃত্বং সর্ব্বাপেক্ষয়া পরমসামর্থ্যঞ্চ বক্তুং পরমগুহ্যমুপদিষ্টম্ (ভাঃ ১১।১১।৪৯)—

"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥" ইতি।

এতাদৃশমহিমত্বেনানুক্তত্বাৎ। তদেতৎ পরমগুহ্যত্বমাহ,—ন রোধয়তীতি। ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ; দক্ষিণা দানমাত্রম্; যজ্ঞো দেবপূজা; ছন্দাংসি রহস্যমন্ত্রাঃ; যথা সৎসঙ্গো মামবরুন্ধে বশীকরোতি, তথা যোগো ন বশীকরোতি, ন চ সাঙ্খ্যমিত্যাদিকোঽন্বয়ঃ। তত্তস্তেঽপি কিঞ্চিদ্বশীকুর্ব্বন্তীত্যর্থলব্ধে-র্ভগবৎপরা এব জ্ঞেয়াঃ, ন চ সাধারণাঃ। অতএব চ "ব্রতান্যেকাদশ্যাদীনি" ইতি টীকাকারাঃ।

ন চৈতাবতৈষাং নিত্যানাং বৈষ্ণবব্রতানামকর্ত্তব্যত্বং প্রাপ্তমেকস্য ফলাতিশয়সামর্থ্যপ্রশংসয়েতরস্য নিত্যত্ব-নিরাকরণাযোগাৎ। যথা কর্ম্মাধিকারিণঃ—

"ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখে হুতৈঃ॥" ইতি শ্রুত্বাপি পূর্ব্বোক্তম্ "অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ" ইতি বিধিং ন পরিত্যক্তুং শক্নুবন্তি, তদ্বৎ। ভক্ত্যধি-কারিণশ্চ যথা "মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" (ভাঃ ১১।১৯।২১) ইতি শ্রুত্বাপি দীক্ষানন্তরং নিত্যতয়া প্রাপ্তাং ভগবৎপূজাং ত্যক্তুং ন শক্নুবন্তি তদ্বদিতি। অতএব স্কান্দে—

"ষড়্‌ভির্মাসোপবাসৈস্তু যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্। বিষ্ণোর্নৈবেদ্যসিক্থেন তৎ ফলং ভুজ্যতাং কলৌ॥" ইত্যপি ন বাধকম্। একাদশ্যাদৌ হি নিত্যত্বেঽপ্যানুষঙ্গিকমেব মহাফলদত্বং তত্র তত্র মতম্।

অতএব নিত্যত্বরক্ষণার্থমপি তাদৃশং বৈষ্ণবং ব্রতমবশ্যমেব কর্ত্তব্যমিত্যাগতম্। নিত্যবৈষ্ণব-ব্রতত্বাদিকঞ্চৈকাদশ্যাদেরর্চ্চনপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ দর্শয়িষ্যামঃ। অতএব পূর্ব্বাধ্যায়ে টীকাকারৈরপি (ভাঃ ১১। ১১।৩২) "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ইত্যত্র "বিদ্ধৈকাদশীকৃষ্ণৈকাদশ্যুপবাসানুপবাসানিবেদ্যশ্রাদ্ধাদয়ো যে ভক্তিবিরুদ্ধা ধর্ম্মাস্তান্ সংত্যজ্য ইত্যর্থঃ" ইত্যুক্তম্। প্রথম চ শ্রীভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে, (ভাঃ ১।৯।২৭) "ভগবদ্ধর্ম্মান্" ইত্যত্র "হরিতোষকান্ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপান্" ইতি, (ভাঃ ৩।১।১৯) "ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি" ইত্যত্র তৃতীয়ে চ "একাদশ্যাদীনি" ইতি ব্যাখ্যাতম্। অতএব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রতস্য শ্রীমদম্বরীষস্য সচ্ছিরোমণেরাচারদর্শনাৎ তদেব নিশ্চীয়ত ইতি।

অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। বশীকরণমত্র দ্বিবিধং—মুখ্যং গৌণঞ্চ। তত্র মুখ্যেন প্রেম লভ্যতে (ভাঃ ৫।৬।১৮) "অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ইতি ন্যায়েন। অতএব গৌণেনান্যৎ ফলম্। অত্র মুখ্যং শ্রীগোপ্যাদৌ, গৌণং বাণাদৌ। উভয়ত্র বশীকরণত্বং ফলদানোন্মুখীকরণতয়োপচর্য্যতে। তদেতদ্বশীকরণে দৃষ্টান্তমাহ, (ভাঃ ১১।১২।৩-৬)—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে ॥ ২৩৯ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে—"যে পুরুষ সমাহিতচিত্তে এইরূপ ইষ্টাপূর্ত্তদ্বারা আমার পূজা করেন, সেই মদীয় স্মৃতিসম্পন্ন পুরুষ সাধুসেবাদ্বারা মদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন" এই শ্লোকদ্বারা সাধুসেবাকর্তৃক ভক্তিনিষ্ঠাজননবিষয়ে সাধনান্তরের অপেক্ষার ন্যায় বাক্য উক্ত হইয়াছে। উক্তস্থলে "ইষ্ট"-শব্দে সপ্তমস্কন্ধোক্তরীত্যনুসারে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্যযাগ, পশুযাগ ও বৈশ্বদেববলিপ্রদান এবং "পূর্ত্ত"-শব্দে দেবালয়, উদ্যান, কূপ, বাপী, তড়াগ ও পানীয়সত্র উক্ত হইতেছে। পরন্তু এস্থলে "ইষ্ট"-শব্দে "ঘৃতদ্বারা অগ্নিতে আমার যাগ করিবে" ইত্যাদিবাক্যোক্ত অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা উপলক্ষিত কর্ম্ম এবং "পূর্ত্ত"-শব্দে "উদ্যান, উপবন, বিহারস্থান" ইত্যাদিবাক্যোপলক্ষিত কর্ম্ম জানিতে হইবে।

যিনি "এইরূপ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ইষ্টাপূর্ত্তদ্বারা আমার পূজা করেন সেই মদীয়স্মৃতিযুক্ত পুরুষ সেই পূজায় "সাধুসেবা" অর্থাৎ সজ্জনগণের প্রসঙ্গদ্বারা "সদ্‌ভক্তি" অর্থাৎ অন্তরঙ্গভক্তিনিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। অগ্নির অন্তর্য্যামিস্বরূপ ভগবানের অধিষ্ঠানরূপে অগ্ন্যাদির সন্তর্পণ করা হয় বলিয়া উক্তস্থলে অগ্নিহোত্রাদিকে ভক্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে। এইরূপ কূপ, উদ্যান প্রভৃতিও তাঁহার পরিচর্য্যার্থ ক্রিয়মাণ হওয়ায় তাদৃশ পূর্ত্তকর্ম্ম ভক্তির অন্তর্গত হইয়াছে। এইরূপে সৎসঙ্গকে অন্যান্যক্রিয়ার অপেক্ষাযুক্তরূপে বলা হইয়াছে। পুনরায় উক্তস্থানেই ঐ সৎসঙ্গের স্বতন্ত্ররূপে যথেষ্টফলদানকর্তৃত্ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরমসামর্থ্য বলিবার জন্য পরমগুহ্যত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"হে যদুনন্দন উদ্ধব! অনন্তর এই পরমগুহ্যবিষয় শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার ভক্ত, সুহৃৎ এবং সখা অতএব ইহা অত্যন্ত গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট বর্ণনা করিব।"

এই সাধুসঙ্গের ন্যায় অপর কোন অনুষ্ঠানেরই ঈদৃশমাহাত্ম্য উক্ত না হওয়ায় ইহাকেই পরমগুহ্য বলিয়াছেন। "হে উদ্ধব! সর্ব্বাসক্তিবিনাশক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ রুদ্ধ করে" ইত্যাদিবাক্যে অনন্তর ঐ পরমগুহ্যত্বই উক্ত হইতেছে। উক্ত বাক্যে "ত্যাগ"-শব্দে সন্ন্যাস, "দক্ষিণা"-শব্দে দানমাত্র, "যজ্ঞ"-শব্দে দেবপূজা, "ছন্দসমূহ"-শব্দে রহস্যমন্ত্রসমূহ উক্ত হইয়াছে। সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ "রুদ্ধ করে" অর্থাৎ বশীভূত করে যোগ সেইরূপ বশীভূত করে না, সাংখ্য সেইরূপ বশীভূত করে না—ইত্যাদিরূপে অন্বয় করিতে হইবে। "সেইরূপ বশীভূত করে না" এই উক্তিদ্বারা তাহারা কিঞ্চিৎ বশীভূত করে, এইরূপ অর্থ লব্ধ হইতেছে বলিয়া তাহাদিগকেও ভগবৎপররূপেই জানিতে হইবে অর্থাৎ ঐ ক্রিয়াসমূহ যদি ভগবৎপররূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলেই তাহারা কিঞ্চিদ্রূপে বশীকরণে সমর্থ হয়, পরন্তু সাধারণরূপে অনুষ্ঠিত হইলে নহে। অতএব টীকাকারগণও "ব্রতসমূহ" অর্থাৎ একাদশ্যাদিব্রতসমূহ—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

এই শ্লোকে সৎসঙ্গের তাদৃশমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া একাদশ্যাদি-রূপ নিত্য বৈষ্ণবব্রতসমূহের অকর্ত্তব্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। যেহেতু কোন এক অনুষ্ঠানের ফলাতিশয়প্রদানসামর্থ্যবিষয়ক প্রশংসাদ্বারা ইতর অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব নিরাকরণ হইতে পারে না। কর্ম্মাধিকারিগণ যেরূপ—"হে রাজন্! বিপ্রমুখে হব্যরূপে প্রদত্ত অন্নাদিদ্বারা সর্ব্বযজ্ঞভুক্ ভগবান্ যেরূপ পূজিত হন, অগ্নিমুখে প্রদত্ত ঘৃতাদিদ্বারা সেরূপ পূজিত হন না" এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও "অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা যাগ করিবে" এই পূর্ব্বোক্ত বিধি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না এবং ভক্ত্যধিকারিগণ যেরূপ—"আমার ভক্তের পূজা আমার পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা" এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও দীক্ষানন্তর নিত্যকর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত ভগবদর্চ্চন ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ এস্থলেও সাধুসেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে শ্রুত হইলেও অন্যান্য নিত্যব্রতসমূহের অকরণ হইতে পারে না। অতএব—"ষণ্মাস উপবাসহেতু যে ফল লাভ কীর্ত্তিত হইয়াছে শ্রীহরির নৈবেদ্যের একগ্রাসমাত্রভোজনেও কলিযুগে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে" এইবাক্যও তাদৃশ উপবাসের বাধক হয় না। একাদশ্যাদিব্রত নিত্য হইলেও তত্তৎস্থানে আনুষঙ্গিকরূপেই তাহাদের মহাফলদাতৃত্ব সম্মত হইয়াছে।

অতএব নিত্যত্বরক্ষণার্থও তাদৃশ বৈষ্ণবব্রত অবশ্যই কর্ত্তব্য—এইরূপ তাৎপর্য্য লব্ধ হইল। একাদশ্যাদির নিত্য-বৈষ্ণবব্রতত্ব প্রভৃতি স্বরূপ অর্চ্চনপ্রসঙ্গে কিঞ্চিদ্ভাবে প্রদর্শিত হইবে। অতএব—"এইরূপ গুণদোষ জানিয়াও যিনি আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট স্বকীয় সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তমরূপে গণ্য হইয়া থাকেন"—পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকারকর্ত্তৃকও "ধর্ম্মপরিত্যাগ" এই পদের অর্থ—বিদ্ধৈকাদশীতে উপবাস, কৃষ্ণৈকাদশীতে অনুপবাস এবং ভগবানে অনিবেদিত বস্তুদ্বারা শ্রাদ্ধাদি করা প্রভৃতি ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের পরিত্যাগ উক্ত হইয়াছে। প্রথমস্কন্ধে শ্রীভীষ্মযুধিষ্ঠিরসংবাদে "ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ" এই পদের ব্যাখ্যায়ও—"হরিতোষণ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপ ভগবদ্ধর্ম্মসমূহ"—এইরূপ অর্থ উক্ত হইয়াছে। "তিনি হরিতোষণ ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন" এই তৃতীয়স্কন্ধোক্ত বচনের টীকায়ও তাদৃশ ব্রতশব্দের অর্থ একাদশ্যাদিব্রতসমূহ উক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবন্মহাপ্রসাদৈকব্রত সজ্জনশিরোমণি শ্রীমদম্বরীষমহারাজের আচারদর্শন হইতে তাহাই নিশ্চিত হইতেছে।

অনন্তর প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ হইতেছে। এস্থলে সৎসঙ্গদ্বারা ভগবানের যে বশীকরণ উক্ত হইয়াছে, ঐ বশীকরণ মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে—"হে বৎস! এরূপ হইলেও ভগবান্ মুকুন্দ ভজনশীল পুরুষগণের মুক্তিই দান করেন পরন্তু ভক্তিযোগ কাহাকেও দান করেন না" এই ন্যায়ানুসারে মুখ্যবশীকরণদ্বারা প্রেম লব্ধ হইয়াছে; অতএব গৌণবশীকরণদ্বারা অন্যফলেরই লাভ হয়। শ্রীগোপীপ্রভৃতিতে এই মুখ্যবশীকরণ এবং বাণপ্রভৃতিতে গৌণবশীকরণ দৃষ্ট হইয়াছে। পরবর্ত্তিস্থলে অর্থাৎ বাণাদির সম্বন্ধে বশীকরণত্ব-শব্দের অর্থ ফলদানবিষয়ে উন্মুখীকরণত্বরূপে উপচরিত হইয়া থাকে। এই বশীকরণবিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, যথা—

সৎসঙ্গদ্বারা দৈতেয়, যাতুধান, মৃগ, খগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যমধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী এবং অন্ত্যজগণ, এইরূপ রজস্তমঃস্বভাব ত্বাষ্ট্র কায়াধবপ্রভৃতি, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষ, গজ, গৃধ্র, বণিক্পথ, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে গোপীগণ এবং যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞপত্নীগণ এইরূপ অপর অনেকেই তত্তদ্যুগে আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩৯ ॥

দৈতেয়াস্তদুপলক্ষিতাসুরদানবাশ্চ; যাতুধানাঃ রাক্ষসাঃ; তজ্জাতিষু দিগ্দর্শনং,—ত্বাষ্ট্রেত্যাদি। ত্বাষ্ট্রো বৃত্রাসুরঃ; বৃত্রাসুরস্য সৎসঙ্গঃ প্রাগ্জন্মনি শ্রীনারদাঙ্গিরসোঃ সঙ্গঃ শ্রীসঙ্কর্ষণসঙ্গশ্চ প্রসিদ্ধঃ। কায়াধবঃ কয়াধুপুত্রঃ প্রহ্লাদঃ। অস্য মাতৃগর্ভে শ্রীনারদসঙ্গঃ। আদিশব্দগৃহীতান্ পূর্ব্বোক্তজাতিক্রমেণ কতিচিদ্ গণয়তি,—বৃষেতি। বৃষপর্ব্বা দানবঃ,—অয়ং হি জাতমাত্রমাতৃপরিত্যক্তো মুনিপালিতো বিষ্ণুভক্তো বভূবেতি পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধিঃ। বলেঃ শ্রীপ্রহ্লাদসঙ্গঃ শ্রীবামনসঙ্গশ্চ; তদনন্তরমেব ভক্ত্যুদ্বোধদর্শনাৎ। বাণস্য বলিমহেশভগবৎসঙ্গঃ,—অস্য ভুজকর্ত্তনানন্তরং জ্ঞাতবিষ্ণুমহিম্নো মহাভাগবতমহেশপ্রাপ্তিরিব স্বপ্রাপ্তির্ব্বিবক্ষ্যতে। ময়ো দানবঃ,—অস্য সভা-নির্ম্মাণাদৌ পাণ্ডবসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ, অন্তে তৎপ্রাপ্তিস্তু জ্ঞেয়া। বিভীষণো যাতুধানঃ,—অস্য হনুমৎসঙ্গো ভগবৎসঙ্গশ্চ। সুগ্রীবাদ্যা গজান্তা মৃগাঃ; অত্র ঋক্ষো জাম্ববান্,—তস্য ভগবৎসঙ্গঃ; গজো গজেন্দ্রঃ,—অস্য পূর্ব্বজন্মনি সৎসঙ্গঃ উন্নেয়ঃ, উত্তরজন্মান্তে ভগবৎসঙ্গশ্চ। গৃধ্রো জটায়ুনামা খগঃ—অস্য শ্রীগরুড়দশরথাদিসঙ্গঃ শ্রীসীতাদর্শনং শ্রীভগবদ্দর্শনঞ্চ। গন্ধর্ব্বাদীংস্তনতিপ্রসিদ্ধত্বেনানুদাহৃত্য মনুষ্যেষু বৈশ্যাদীনুদাহরতি,—বণিক্পথস্তুলাধারঃ—অস্য ভারতে জাজলিমুনিগন্ধর্ব্বপ্রসঙ্গে প্রোক্তমহিম্নঃ সৎসঙ্গোঽন্বেষণীয়ঃ; ব্যাধো ধর্ম্মব্যাধঃ; শূদ্রোঽস্ত্যজোঽপি।

অত্রাদিবারাহে কথেয়ম্—ক্বচিৎ প্রাচীনকলিযুগে বসুনাম্না বৈষ্ণবেন রাজ্ঞা প্রাগ্জন্মনি মৃগভ্রান্ত্যা নিহতো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মরাক্ষসতাং প্রাপ্তস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রাপঞ্চিকবিষ্ণুলোকগমনসময়ে তচ্ছরীরং প্রবিষ্টঃ, পুনশ্চ তস্য তদ্ভোগান্তে রাজতাং প্রাপ্তস্য দেহাৎ তৎকর্ত্তৃকব্রহ্মপারাখ্যস্তবপাঠতেজসা নির্গতস্তৎকৃতধর্ম্মব্যাধসংজ্ঞঃ হিংসাতিশয়বিমুখঃ পর্য্যবসানে দৃষ্টনীলাদ্রিনাথঃ তঞ্চ স্তুতবান্ প্রাপ্ত-তদালিঙ্গনস্তৎসাযুজ্যমবাপেতি।

কুব্জায়া ভগবৎসঙ্গঃ পূর্ব্বজন্মনি চ নারদসঙ্গ ইতি মাথুরহরিবংশপ্রসিদ্ধম্। গোপ্যোঽত্র সাধারণ্যঃ, শ্রীকৃষ্ণব্রজে তদানীং বিবাহাদিনা সমাগতাঃ। আসাং তন্নিত্যপ্রেয়সীবৃন্দসঙ্গঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপো ভগবৎসঙ্গশ্চ। যজ্ঞপত্নীনাং শ্রীকৃষ্ণগুণকথকলোকসঙ্গস্তৎসঙ্গশ্চ। অপরে দৈতেয়াদয়োঽন্যে চ। তেষাং সৎসঙ্গব্যতিরিক্তসাধনাভাবমাহ, (ভাঃ ১১।১২।৭)—

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ২৪০ ॥

"দৈতেয়"-পদে তদুপলক্ষিত অসুর এবং দানবগণেরও গ্রহণ হইয়াছে। "যাতুধান"-অর্থে রাক্ষস। উক্ত জাতিসমূহের মধ্যে দিগ্দর্শনরূপে (অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদর্শনপ্রসঙ্গে) ত্বাষ্ট্রপ্রভৃতি উক্ত হইতেছে। "ত্বাষ্ট্র" অর্থাৎ বৃত্রাসুর; তাহার পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদ ও অঙ্গিরা ঋষির সঙ্গ এবং শ্রীসঙ্কর্ষণসঙ্গরূপ সৎসঙ্গ প্রসিদ্ধ আছে; "কায়াধব" অর্থাৎ কয়াধুপুত্র শ্রীপ্রহ্লাদ; গর্ভদশায় তাঁহার শ্রীনারদসঙ্গ হইয়াছিল। মূলশ্লোকে "কায়াধবাদি" এই পদস্থিত "আদি"-শব্দদ্বারা পরিগৃহীত কতিপয় জীব পূর্ব্বোক্তজাতিক্রমে "বৃষপর্ব্বা" ইত্যাদিরূপে গণিত হইতেছেন। "বৃষপর্ব্বা" অর্থাৎ তন্নামক দানব; ইনি জাতমাত্রই মাতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এবং মুনিকর্ত্তৃক পালিত হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন—পুরাণান্তরে এইরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। বলির শ্রীপ্রহ্লাদসঙ্গ এবং শ্রীবামনসঙ্গ হইয়াছিল; যেহেতু তদনন্তরই ভক্তির উদ্বোধ দৃষ্ট হইয়াছে। বাণের বলি, মহাদেব এবং শ্রীভগবানের সঙ্গ হইয়াছিল। ভুজচ্ছেদনানন্তর বিষ্ণুমহিমাভিজ্ঞ বাণাসুরের মহাভাগবত মহাদেবের প্রাপ্তির ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। "ময়" অর্থাৎ তন্নামক দানব; পাণ্ডব-গণের সভানির্ম্মাণকালে ইহার পাণ্ডবসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ এবং অন্তে ভগবৎপ্রাপ্তি জ্ঞাতব্য। "বিভীষণ" অর্থাৎ তন্নামক রাক্ষস; তাঁহার হনুমৎসঙ্গ ও ভগবৎসঙ্গ প্রসিদ্ধ। সুগ্রীব, হনুমান্, ঋক্ষ এবং গজ ইঁহারা মৃগজাতীয় (পশুজাতীয়)। তন্মধ্যে "ঋক্ষ" অর্থাৎ জাম্ববান্; তাঁহার ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল। "গজ" অর্থাৎ গজেন্দ্র; ইহার পূর্ব্বজন্মে সৎসঙ্গ অনুমানাদিগম্য এবং পরজন্মের অবসানে ভগবৎসঙ্গ প্রসিদ্ধ। "গৃধ্র" অর্থাৎ জটায়ুনামক পক্ষী; ইহার পূর্ব্বে শ্রীগরুড়, শ্রীদশরথ প্রভৃতির সঙ্গ এবং পশ্চাৎ শ্রীসীতাদর্শন ও শ্রীভগবদ্দর্শন হইয়াছিল। অনন্তর অনতিপ্রসিদ্ধত্বহেতু গন্ধর্ব্বাদির উদাহরণ প্রদর্শন না করিয়া মনুষ্যমধ্যে বৈশ্যাদির উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। "বণিক্‌পথ" অর্থাৎ তুলাধারনামক বৈশ্য। মহাভারতে জাজলিমুনি এবং গন্ধর্ব্বের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তথায় ইহার সৎসঙ্গ অন্বেষণীয়। "ব্যাধ" অর্থাৎ ধর্ম্মব্যাধ, শূদ্র এবং অন্ত্যজ।

ইহার সম্বন্ধে আদিবারাহে এইরূপ কথা বর্ত্তমান রহিয়াছে—কোন এক প্রাচীন কলিযুগে বসুনামক এক বৈষ্ণব নরপতিকর্ত্তৃক এক ব্রাহ্মণ মৃগভ্রমে নিহত হইয়া ব্রহ্মরাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর উক্ত ব্রহ্মরাক্ষস রাজার প্রাপঞ্চিক বিষ্ণুলোকগমনকালে তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়। রাজা উক্ত বিষ্ণুলোকভোগান্তে পুনরায় রাজত্বপ্রাপ্ত হইয়া 'ব্রহ্মপার'-নামক স্তব পাঠ করিলে উক্ত স্তব পাঠের মাহাত্ম্যে উক্ত ব্রহ্মরাক্ষস তদীয় দেহ হইতে নির্গত এবং

তৎকর্ত্তৃক 'ধর্ম্মব্যাধ'-নামে আখ্যাত হইয়া হিংসাতিশয্যবিমুখ এবং পরিণামে নীলাদ্রিনাথের দর্শনে তাঁহার স্তবহেতু তদীয় আলিঙ্গনলাভে তৎসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুব্জার ভগবৎসঙ্গ এবং পূর্ব্বজন্মে শ্রীনারদসঙ্গ মাথুরহরিবংশে প্রসিদ্ধ। "গোপী"-শব্দে যে-সকল গোপী তৎকালে বিবাহাদিপ্রসঙ্গে ব্রজে আগমন করিয়াছিল তাদৃশ সাধারণ গোপীগণই উক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভগবানের নিত্যপ্রেয়সীগণসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিরূপ ভগবৎসঙ্গ হইয়াছিল। যজ্ঞপত্নীগণের কৃষ্ণগুণকথক জনগণের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হইয়াছিল। এইরূপ "অপর" অর্থাৎ দৈত্যাদি অন্য অনেকেই আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের সৎসঙ্গব্যতীত অন্যসাধনের অভাব বলিতেছেন, যথা—

হে উদ্ধব! তাহারা অনধীতশ্রুতিগণ, অনুপাসিতমহত্তম, অব্রত এবং অতপ্ততপস্ক হইয়াও সৎসঙ্গহেতু আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৪০ ॥

ন অধীতাঃ শ্রুতিগণা যৈঃ। তদর্থঞ্চ নোপাসিতা মহত্তমা যৈঃ। কিঞ্চ, অকৃতব্রতা অকৃত-তপস্কাশ্চ পূর্ব্ববদধ্যয়নাদিকং ভগবৎপ্রীণনমেব গ্রাহ্যম্। অত্রৈকেষাং বৃত্রাদীনাং প্রাগ্ জন্মাদৌ সাধনান্তরং যৎ, তদপি সৎসঙ্গানুষঙ্গসিদ্ধমিত্যভিপ্রেত্য সৎসঙ্গস্যৈব তত্তৎ ফলমুক্তম্। ধর্ম্মব্যাধাদীনান্তু কেবলস্যৈব তস্যেতি জ্ঞেয়ম্। 'সৎসঙ্গ'-শব্দেনাত্র মম সঙ্গো মদীয়াদীনাঞ্চ সঙ্গ ইত্যভিধাপ্যতে। উভয়ত্রাপি মৎসম্বন্ধিত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র স্বস্যাপি সত্ত্বাৎ সৎসঙ্গপ্রকরণে স্বসঙ্গোঽপ্যন্তর্ভাবিতঃ। যত্তু পুরা ভাগবতসঙ্গেনৈব ভগবৎকৃপা ভবতীত্যুক্তং তত্তু তৎসাম্মুখ্যজন্মন্যেব। অত্র তু স এব ভাগবতসঙ্গঃ সাধনবিশেষত্বেনোচ্যতে ইতি ন দোষঃ। যদি বাত্র কুত্রচিৎ সাম্মুখ্যজন্মকারণমপি ভগবৎসঙ্গো ভবেৎ, তদাপ্যেবমাচক্ষ্মহে। সচ্ছব্দার্থমবতারমঙ্গীকৃত্য যৎ কদাচিৎ সর্ব্বত্র কৃপাং বিতনোতি ভগবান্, তচ্চ সৎসম্বন্ধেনৈবেত্যতো নাভ্যুপগমহানিরিতি।

অথ মুখ্যং বশীকরণমসম্ভাবিতসাধনান্তরেণ সৎসঙ্গমাত্রেণ শ্রীগোপ্যাদীনাং দর্শয়তি (ভাঃ ১১।১২।৮)—

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৪১ ॥

"অনধীতশ্রুতিগণ" অর্থাৎ যাহাদিগকর্ত্তৃক শ্রুতিগণ অধীত হন নাই তাদৃশ, অতএব "অনুপাসিতমহত্তম" অর্থাৎ যাহাদিগকর্ত্তৃক মহত্তমগণ উপাসিত হন নাই; এইরূপ "অব্রত" অর্থাৎ অকৃতব্রত; এবং "অতপ্ততপস্ক" অর্থাৎ তপস্যা করে নাই; এস্থলে অধ্যয়নাদিকৃত্যসমূহও পূর্ব্বের ন্যায় ভগবৎপ্রীণনরূপ অধ্যয়নাদিরূপেই গ্রাহ্য হইতেছে। উল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৃত্রপ্রভৃতি কতিপয়ের পূর্ব্বজন্মাদিতে যে সাধনান্তর শ্রুত হয় তাহাও সৎসঙ্গেরই অনুসঙ্গসিদ্ধ বলিয়া সৎসঙ্গেরই তত্তৎফলসমূহ উক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মব্যাধাদির সম্বন্ধে কেবলমাত্র সৎসঙ্গেরই ফলরূপে ভগবৎপ্রাপ্তি জানিতে হইবে। এস্থলে "সৎসঙ্গ"—আমার সঙ্গ এবং মৎসম্বন্ধী পুরুষাদির সঙ্গরূপ অর্থ অভিহিত হইবে। যেহেতু উভয়স্থলেই আমার সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অভিপ্রায়েই তন্মধ্যে নিজেরও সত্ত্বহেতু সৎসঙ্গপ্রকরণে স্বসঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পরন্তু পূর্ব্বে যে ভাগবতসঙ্গহেতুই ভগবৎকৃপা হইয়া থাকে এরূপ বলিয়াছেন, তাহা ভগবৎসাম্মুখ্যজন্মরূপ কৃপাবিষয়েই জানিতে হইবে। এস্থলে সেই ভাগবতসঙ্গই সাধনবিশেষরূপে উক্ত হইতেছে, সুতরাং কোন দোষ হয় নাই। আর যদিও বা কোন স্থলে ভগবৎসঙ্গ সাম্মুখ্যজননেরকারণও হয় তাহা হইলেও এরূপ বলিব যে—ভগবান্ যে কদাচিৎ "সৎ"-শব্দের অর্থভূত অবতার-রূপ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র কৃপা বিস্তার করেন, তাহাও সৎসম্বন্ধবশতঃই করিয়া থাকেন, অতএব কোনরূপ প্রতিজ্ঞাহানি হয় না।

অনন্তর শ্রীগোপ্যাদির সম্বন্ধে সাধনান্তরসম্ভাবনারহিত কেবলমাত্র সৎসঙ্গহেতু মুখ্যবশীকরণ প্রদর্শিত হইতেছে—

গোপীগণ, গোসমূহ, নগসমূহ, মৃগসমূহ এবং অন্যান্য মূঢ়চিত্ত নাগ ও সিদ্ধগণ কেবল ভাবদ্বারাই আমাকে সাক্ষাদ্ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ২৪১ ॥

ভাবেন প্রকরণপ্রাপ্তসৎসঙ্গমাত্রজন্মনা প্রীত্যা ; ভাবোঽত্র বশীকারমুখ্যত্বে চিহ্নম্—(ভাঃ ৯।৪।৬৬) "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা" ইত্যাদেঃ, (ভাঃ ১১।১৪।২১) "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদেশ্চ। গাবোঽপি গোপীবদাগন্তুক্য এব জ্ঞেয়াঃ ; নগা যমলার্জ্জুনাদয়ঃ ; মৃগা অপি পূর্ব্ববৎ ; নাগাঃ কালিয়াদয়ঃ ; যমলার্জ্জুনকালিয়য়োঃ প্রাপ্তিস্তদানীন্তন-তৎক্ষণিকভগবৎপ্রাপ্ত্যাবশ্যম্ভাবি-নিত্যপ্রাপ্তিমপেক্ষ্যোক্তা ; সিদ্ধাঃ পূর্ব্ববৎ দ্বিবিধাৎ সৎসঙ্গাৎ। স তু তেষাং ভাবো যোগাদিভিরপ্রাপ্য এবেতি, (ভাঃ ১১।১২।২) "যথাবরুন্ধে" ইত্যত্র যথাশব্দার্থস্য পরাকাষ্ঠা। তামেব ব্যনক্তি (ভাঃ ১১।১২।৯)—

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥ ২৪২ ॥

যং ভাবম্। অত্রাপি যোগাদয়ো ভগবৎপরা এব, যোগাদিভির্যত্নবানপীত্যনেন তৎপ্রাপ্ত্যর্থং প্রযুজ্যমানত্বাবগমাৎ। এষ্বপি শ্রীগোপীনামেব পরমকাষ্ঠা-প্রাপ্তিং দর্শয়িতুম্ (ভাঃ ১১।১১।৪৯) "অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতো যদুনন্দন" ইত্যেতৎপূর্ব্বোক্তপরমগুহ্যত্বস্য পরমকাষ্ঠাং দর্শয়িতুং (ভাঃ ১১।১২।১০) "রামেণ সার্দ্ধম্" ইত্যাদিপ্রকরণমনুসন্ধেয়ম্ ॥ (১১।১২।) শ্রীভগবান্ ॥ ২৪২ ॥

"ভাবদ্বারা" অর্থাৎ প্রকরণানুসারে প্রাপ্ত সৎসঙ্গমাত্র হইতে উৎপন্ন প্রীতিদ্বারা। "সৎস্ত্রীগণ যেরূপ ভক্তিদ্বারা সৎপতিকে বশীভূত করেন, সেইরূপ ভক্তগণও ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বাক্য এবং "আমি এক-মাত্র ভক্তিদ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকি" ইত্যাদি বাক্যানুসারে এস্থলে "ভাব"-শব্দ বশীকরণমুখ্যত্ববিষয়ে চিহ্নস্বরূপ। পূর্ব্বে গৌণ-বশীকরণের উদাহরণে উল্লিখিত গোপীগণের ন্যায় এস্থলে গোসমূহও আগন্তুকই জানিতে হইবে। "নগসমূহ" অর্থাৎ যমলার্জ্জুনাদি বৃক্ষসমূহ। "মৃগ"-অর্থে পূর্ব্ববৎ আগন্তুক মৃগসমূহ। "নাগ" অর্থাৎ কালিয়প্রভৃতি। যমলার্জ্জুন এবং কালিয়ের সম্বন্ধে তৎকালে ক্ষণিকভগবৎপ্রাপ্তিদ্বারা অবশ্যম্ভাবী যে নিত্যপ্রাপ্তি তাহা লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধগণ পূর্ব্ববৎ দ্বিবিধ সৎসঙ্গহেতুই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই গোপী প্রভৃতির সেই ভাব যোগাদি-দ্বারাও দুর্লভ বলিয়াই "যথাবরুন্ধে" (অর্থাৎ আমাকে যেরূপ ভাবে রুদ্ধ করে)—এই পূর্ব্বোক্ত-বাক্যে "যথা"-শব্দের অর্থের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। মূলশ্লোকে তাহাই প্রকাশিত হইতেছে, যথা—

পুরুষ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, শাস্ত্রব্যাখ্যা, বেদাদিপাঠ এবং সন্ন্যাসদ্বারা, যত্নবান্ হইয়াও যাহা লাভ করিতে পারেন না ॥ ২৪২ ॥

"যাহা" অর্থাৎ যে ভাব লাভ করিতে পারেন না। এস্থলেও যোগাদিশব্দে ভগবৎপরযোগাদিই উক্ত হইয়াছে, যেহেতু—"যোগাদিদ্বারা যত্নবান্ হইয়াও" এইবাক্যে এস্থলে উক্তযোগাদি ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য প্রযুজ্যমানরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। ইহাদের মধ্যেও শ্রীগোপীগণেরই পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিপ্রদর্শনের জন্য—"হে যদুনন্দন উদ্ধব! অনন্তর এই পরমগুহ্য শ্রবণ কর" এই পূর্ব্বোক্ত পরমগুহ্যত্বের পরাকাষ্ঠাদর্শনার্থ "আমি বলদেবের সহিত" ইত্যাদি প্রকরণ অনুসন্ধেয়। (এই নয়টী শ্লোকই) শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৪২ ॥

এষ চ সৎসঙ্গো জ্ঞানং বিনাপি কৃতোঽর্থদ এব স্যাদিত্যাহ, (ভাঃ ৩।২৩।৫৫)—

বৈষ্ণবমাত্রাণাঞ্চ যথাযোগ্যমারাধনং যথা ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

"তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ। প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥" ইতি।

ব্যতিরেকেণাপি পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" ইতি।

তত্র (ভাঃ ৪।২১।১২)—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্। অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

ইতি শ্রীপৃথুচরিতানুসারেণ যৎকিঞ্চিজ্জাতাবপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

ইতি নারদোক্তিদৃষ্টান্তেন বা। যথোক্তং পাদ্মে—

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেঽপ্যবৈষ্ণবাঃ। ন দ্রষ্টব্যা ন প্রষ্টব্যা ন বক্তব্যাঃ কদাচন॥"

তত্র মাঘমাহাত্ম্যে চ—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

ইতিহাসসমুচ্চয়ে—

"স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তম। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥" ইতি।

অন্যথা দোষশ্রবণঞ্চ, তত্রৈব—

"শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥" ইতি।

ভক্তিবৈশিষ্ট্যে তু বৈশিষ্ট্যমপি দৃশ্যতে; যথা গারুড়ে—

"মদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনম্। মৎকথাশ্রবণে প্রীতিঃ স্বরনেত্রাদিবিক্রিয়া॥
বিষ্ণোশ্চ কারণং নৃত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনম্। স্বয়মভ্যর্চ্চনং চৈব যো বিষ্ণুং নোপজীবতি॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স বিপ্রেন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স জ্ঞানী স চ পণ্ডিতঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ॥" ইতি।

অতএবাহ ভগবান্—

"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥" ইতি।

অতএব জ্ঞানভক্তিমহিম্না সতা দুর্ব্বাসসাপি শ্রীমদম্বরীষস্য পাদগ্রহণমপ্যাচরিতম্। কিন্তু অম্বরীষস্যানভীষ্টমেব তদিতি তত্রৈব ব্যক্তত্বাৎ, শ্রীভগবতা শ্রীমদুদ্ধবাদিভিশ্চ ব্রাহ্মণমাত্রস্য বন্দনাচ্চ, ইতরবৈষ্ণবৈস্তু তৎ সর্ব্বথা ন মন্তব্যম্ (ভাঃ ১০।৬৪।৪১)—

"বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। ঘ্নন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ॥"

ইতি ভগবদাদেশভঙ্গপ্রসঙ্গাচ্চ। "শ্বপাকমিব নেক্ষেত" ইত্যাদিকন্তু তদ্দর্শনাসক্তিনিষেধপরত্বেন সমাধেয়ম্; দৃশ্যতে যুধিষ্ঠিরদ্রৌপদ্যাদীনামশ্বত্থাম্নি তথা ব্যবহারঃ। বৈষ্ণবপূজকৈস্তু বৈষ্ণবানামাচারোঽপি ন বিচারণীয়ঃ,—(গী ৯।৩০) "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদেঃ। যথোক্তং গারুড়ে—

"বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো মিথ্যাচারোঽপ্যনাশ্রমী। পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥" ইতি।

তদেতদুদাহৃতমেব, (ভাঃ ৩।৩৩।৭) "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্" ইত্যাদৌ ;—অত্র শ্বপচশব্দো যৌগিকার্থ-পুরস্কারেণৈব বর্ত্ততে। ততো দুর্জ্জাতিত্বেন দুরাচারত্বেনাপি নাবমন্তব্যস্তদ্ভক্তজনঃ ; স্বাবমন্তৃত্বে তু সুতরাম্। অতএবোক্তং গারুড়ে—

"কৃষ্ণাক্ষরস্তু শৃণ্বন্ বৈ তথা ভাগবতেরিতম্। প্রণামপূর্ব্বং তং ক্ষান্ত্যা যো বদেদ্ বৈষ্ণবো হি সঃ॥" ইতি।

তদেবং মহদাদিসেবা দর্শিতা। অস্যাশ্চ শ্রবণাদিতঃ পূর্ব্বত্বং ; (ভাঃ ৫।৫।২)—"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে,-স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।" ইত্যুক্তেঃ। তেভ্যো মহদ্ভ্যস্ত্বন্যদপি কিমপি পরম-মঙ্গলায়নং জায়তে ; যথা (ভাঃ ১১।২৬।২৮-৩১)—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥ ২৪৭॥

তেষু (ভাঃ ১১।২৬।২৭) "সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণেষু ; ভক্তিং প্রেম। অতএবোক্তং শ্রীরুদ্রেণ (ভাঃ ৪।২৪।৫৭)—

"ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥" ইতি।

শ্রীশৌনকেনাপি (ভাঃ ১।১৮।১৩)—"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গম্" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। তত্রানু-ষঙ্গিকং ফলং সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। বিভাবসুমগ্নিম্। উপাস্যবুদ্ধ্যা শ্রয়মাণস্য হোমাদ্যর্থং জ্বালয়ত ইত্যর্থঃ। তস্য যথা শীতাদিকমপ্যেতি। ভয়ং দুষ্টজীবাদিকৃতম্। তথা সাধূন্ সেবমানস্য কর্ম্মাদিজাড্যম্। আগামিসংসারভয়ং তন্মূলমজ্ঞানঞ্চ নশ্যতীত্যর্থঃ॥ (১১।২৬।) শ্রীভগবান্॥ ২৪৭॥

বৈষ্ণবমাত্রেরই যথাযোগ্য আরাধন-বিষয়ে ইতিহাসসমুচ্চয়ে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে—

"অতএব বিষ্ণুর প্রসন্নতালাভের জন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ট করিবে। বিষ্ণু ইহাদ্বারাই অনুগ্রহবিষয়ে সুমুখ হইয়া থাকেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ব্যতিরেকভাবেও ইহা উক্ত হইয়াছে, যথা—

"যে ব্যক্তি শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়া তদীয়ভক্তগণের অর্চ্চন করেন না, তাদৃশ পুরুষ ভাগবতরূপে জ্ঞাতব্য নহেন পরন্তু কেবলমাত্র দাম্ভিক বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন।"

সে বিষয়ে—"ব্রাহ্মণগণ এবং অচ্যুতগোত্র (অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ) ব্যতীত সর্ব্বত্রই সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধারী উক্ত পৃথু মহারাজের আদেশ অস্খলিত ছিল।"—এই শ্রীপৃথুচরিতানুসারে এস্থলেও বৈষ্ণবশব্দে যে কোন জাতিতে উৎপন্ন ভগবদ্ভক্ত উত্তম পুরুষ বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকেন।

"যে পুরুষের বর্ণাদিসূচক যে লক্ষণ উক্ত হইল যদি ঐ লক্ষণ অন্যবর্ণাদিযুক্ত পুরুষেও লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও উক্ত বর্ণাদিবিশিষ্টরূপেই নির্দ্দেশ করিবে"—এই শ্রীনারদবচনও এস্থলে প্রমাণস্বরূপ।

এসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আছে—"এবিষয়ে বহু বলিবার প্রয়োজন কি ? যে সকল ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব, তাহাদিগকে কখনও দেখিবে না, প্রশ্ন করিবে না এবং কোন কিছু বলিবে না।"

সে বিষয়ে পদ্মপুরাণে মাঘ-মাহাত্ম্যেও উক্ত হইয়াছে যে—

"শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালকে যে-প্রকার দর্শন করিতে নাই, সেই-প্রকার ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব হইলে তাহাকেও দর্শন করিবে না। পরন্তু বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন। শূদ্রকুলোদ্ভূত পুরুষগণও ভগবদ্ভক্ত হইলে তাঁহারা শূদ্ররূপে গণ্য নহেন, পরন্তু তাঁহারা ভাগবতরূপেই গণনীয়। পক্ষান্তরে যাহারা শ্রীহরির ভক্ত নহেন তাদৃশ যে-কোন-বর্ণজাত পুরুষগণই শূদ্ররূপে গণ্য হইয়া থাকেন।"

ইতিহাসসমুচ্চয়বচন, যথা—"হে দ্বিজবর! চণ্ডালকুলোৎপন্ন ভগবদ্ভক্তেরও স্মরণ, সম্ভাষণ বা পূজা করিলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

অন্যথা উক্ত গ্রন্থেই দোষও শ্রুত হইয়াছে, যথা—

"যে ব্যক্তি শূদ্রকুলজাত, নিষাদকুলজাত অথবা শ্বপচকুলজাত ভগবদ্ভক্তকে তত্তৎকুলোৎপন্ন ইতরপুরুষগণের তুল্যরূপে দর্শন করে, তাদৃশপুরুষ নিশ্চয়ই নরকগামী হইয়া থাকে।"

ভক্তিবৈশিষ্ট্যসত্ত্বে তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যই দৃষ্ট হইতেছে। যথা গরুড়পুরাণে—

"(১) মদীয় ভক্তজনের প্রতি বাৎসল্য, (২) পূজা-বিষয়ে অনুমোদন, (৩) মদীয় কথা-শ্রবণে প্রীতি, (৪) স্বরনেত্রাদির বিকার, (৫) ভগবৎপ্রীতির জন্য নৃত্য, (৬) তদর্থে দম্ভপরিত্যাগ, (৭) স্বয়ং অর্চ্চন এবং (৮) বিষ্ণুকে জীবিকা না করা—এই অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছপুরুষেও বর্ত্তমান, সেই পুরুষ বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং পণ্ডিতরূপে গণনীয় হইয়া থাকেন। তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে এবং শ্রীহরির ন্যায় তাঁহারও পূজা করিবে।"

অতএব শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"চতুর্ব্বেদজ্ঞপুরুষও অভক্ত হইলে আমার প্রিয় হন না, পরন্তু চণ্ডালও ভক্ত হইলে আমার প্রিয় হইয়া থাকেন, তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহা হইতে দান গ্রহণ করিবে এবং তিনি আমার ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকেন।"

অতএব জ্ঞানভক্তি-মাহাত্ম্যশালী সজ্জন দুর্ব্বাসা শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের পাদগ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত মহারাজের অনভীষ্টরূপে তথায়ই প্রকাশিত হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীউদ্ধবাদিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণমাত্রেরই বন্দন দৃষ্ট হওয়ায় নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবগণ কোনরূপেই ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিজের পাদগ্রহণ অভিলাষ করিবেন না।

বিশেষতঃ তাদৃশ অভিলাষ করিলে—"হে যাদবগণ! ব্রাহ্মণ অপরাধী হইলেও তাঁহার প্রতি হিংসা করিবে না এবং তিনি হিংসা করিলে বা অভিশাপ প্রদান করিলেও সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করিবে।"—এই ভগবদাজ্ঞা ভঙ্গও হইয়া থাকে। অতএব অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে "শ্বপাকের ন্যায় দর্শন করিবে না।"—এই পূর্ব্বোক্ত নিষেধবাক্যের অর্থ এই যে, তাঁহার দর্শনে আসক্ত হইবে না। শ্রীযুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী প্রভৃতির অশ্বত্থামার প্রতি তাদৃশ ব্যবহারই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবপূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার-সম্বন্ধেও বিচার করিবেন না। যেহেতু গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—"সুদুরাচার পুরুষও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে তিনি সাধু এবং সম্যগ্ ব্যবসায়যুক্তরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন।"

গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে—

"বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচার এবং অনাশ্রমী হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় সমস্তলোক পবিত্র করিয়া থাকেন।"

"হে ভগবন্! যাঁহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাদৃশ শ্বপচও গরিষ্ঠ হইয়া থাকেন"—ইত্যাদি-বাক্যে ইহা উদাহৃতই হইয়াছে। এস্থলে "শ্বপচ" শব্দ ("শ্বানং পচতি যঃ সঃ" অর্থাৎ যে কুক্কুরমাংস পাক করে—এইরূপ ব্যক্তি) যৌগিকার্থেই বর্ত্তমান। অতএব ভগবদ্ভক্ত পুরুষ দুর্জ্জাতি বা দুরাচার হইলেও অবমাননীয় নহেন সুতরাং তিনি যদি নিজের অবমানন করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অবমানন করিবে না। অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—

"যিনি ভগবদ্‌ভক্তকর্ত্তৃক উচ্চারিত রুক্ষবচন শ্রবণ করিয়াও সহিষ্ণুতাসহকারে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মধুর ভাষায় সম্ভাষণ করেন, তিনিই বৈষ্ণবনামে অভিহিত হইয়া থাকেন।"

এইরূপে মহাপুরুষাদির সেবা দর্শিত হইল। "মহৎসেবাই বিমুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গই তমোদ্বাররূপে উক্ত হইয়াছে"—এই বাক্যানুসারে এই মহৎসেবা শ্রবণাদির পূর্ব্বকর্ত্তব্যরূপেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেহেতু উক্ত মহাপুরুষগণ হইতে পরম মঙ্গলের কারণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

হে মহাভাগ! উক্ত মহাভাগগণের মধ্যে সর্ব্বদা আমার গুণকীর্ত্তনকথা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐসকল কথা তাঁহাদের সেবক মানবগণের পাপরাশি দূরীভূত করিয়া থাকে। যাঁহারা মদ্‌গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও আদরসহকারে তাহার শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং অনুমোদন করেন, তাঁহারা মদ্‌বিষয়ে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানানন্দময় অনন্তগুণ ব্রহ্মরূপী আমাতে যিনি ভক্তি লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ সাধুপুরুষের লব্ধব্যরূপে অন্য কোন বস্তুই অবশিষ্ট থাকে না। ভগবান্ বিভাবসুর (অগ্নির) উপশ্রয়-(আশ্রয়-) কারী পুরুষের যেরূপ শীত, ভয় এবং তমঃ (অন্ধকার) দূরীভূত হয়, সেইরূপ সাধুসেবনরত পুরুষেরও সমস্ত অজ্ঞানাদি দোষ দূরীভূত হইয়া আমার প্রতি প্রেমভক্তি লাভ হয়॥ ২৪৭॥

"উক্ত মহাভাগগণের মধ্যে" অর্থাৎ "নিরপেক্ষ মদ্‌গতচিত্ত পুরুষগণই সৎশব্দবাচ্য"-ইত্যাদিলক্ষণোক্ত পুরুষগণের মধ্যে। "মদ্‌বিষয়ে ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন"—এইবাক্যে "ভক্তি"-শব্দের অর্থ প্রেম। অতএব শ্রীরুদ্রবচন—"ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষগণের সংসর্গবিশিষ্ট ক্ষণার্দ্ধকালের সহিতও আমি স্বর্গ বা মুক্তিকে তুল্যজ্ঞান করি না, সুতরাং বিনশ্বর মর্ত্ত্যরাজ্যাদির কথা আর কি বলিব?" অতএব শ্রীশৌনককর্ত্তৃকও পূর্ব্বের ন্যায়—"ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গের লেশমাত্রের সহিতও স্বর্গাদির তুলনা করি না" ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে। "ভগবান্ বিভাবসুর"—ইত্যাদি দৃষ্টান্তবাক্যদ্বারা সৎসঙ্গের আনুষঙ্গিক ফল কথিত হইতেছে। "বিভাবসু" অর্থাৎ অগ্নি। "উপশ্রয়কারী" অর্থাৎ উপান্তবুদ্ধিতে আশ্রয়কারী অর্থাৎ হোমাদির জন্য প্রজ্জ্বলনকারী পুরুষের যেরূপ শীতাদি দূরীভূত হয়। "ভয়" অর্থাৎ দুষ্টজীবাদিকৃত ভয়। সাধুগণের সেবনরত পুরুষেরও সেইরূপ "শীত" অর্থাৎ কর্ম্মাদিজনিত জড়ত্ব, "ভয়" অর্থাৎ আগামী সংসারভয় এবং "তমঃ" অর্থাৎ সংসারমূলক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ শ্রীভগবানের উক্তি॥ ২৪৭॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং শ্রবণম্। তচ্চ নামরূপগুণলীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ। তত্র নামশ্রবণং যথা (ভাঃ ৬।১৬।৪৪)—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ॥ ২৪৮॥

তাদৃশস্যাপি সকৃচ্ছ্রবণেঽপি মুক্তিফলপ্রাপ্তেরুত্তমস্য তচ্ছ্রবণে তু পরমভক্তিরেব ফলমিত্যভিপ্রেতম্॥ (৬।১৬।) চিত্রকেতুঃ শ্রীসঙ্কর্ষণম্॥ ২৪৮॥

অনন্তর ক্রমানুসারে প্রাপ্ত 'শ্রবণ' অভিহিত হইতেছে। নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শব্দসমূহের শ্রবণেন্দ্রিয়স্পর্শই 'শ্রবণ'-নামে কথিত হয়। তন্মধ্যে নাম-শ্রবণ, যথা—

হে ভগবন্! যাঁহার নাম একবার মাত্র শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে বিমুক্ত হয়, তাদৃশ আপনার দর্শনহেতু মানবগণের অখিলপাপক্ষয় অসম্ভব নহে॥ ২৪৮॥

তাদৃশ (চণ্ডাল) পুরুষেরও একবারমাত্র শ্রবণেই মুক্তিফলপ্রাপ্তিহেতু উত্তমপুরুষের তৎশ্রবণে পরমভক্তিই ফলরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে॥ শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর উক্তি॥ ২৪৮॥

অথ রূপশ্রবণম্ (ভাঃ ৩।৯।৫)—

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং, জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং, নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ২৪৯ ॥

তু শব্দঃ (ভাঃ ৩।৯।৪) "যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ" ইতিপূর্ব্বোক্তনিন্দিতানাং ভগবদ্রূপানাদরবতাং প্রতিযোগ্যর্থনির্দ্দেশে নির্দ্দিষ্টঃ। অনেন যেঽত্র এতদ্বিরোধিনো ভবন্তি, ত এব পূর্ব্বোক্তা অসৎপ্রসঙ্গা ইতি গম্যতে। চরণমাত্রনির্দ্দেশো ভক্ত্যতিশয়েন। গন্ধং বর্ণাকারাদিমাধুর্য্যং কর্ণবিবরৈর্জ্জিঘ্রন্তি নাসাবিবরৈঃ পরমামোদমিব তৈরাস্বাদয়ন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতির্বেদস্তদনুগামি-শব্দান্তরঞ্চ, সৈব বাতস্তেন প্রাপিতম্। ততঃ পরয়া চ ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়া গৃহীতচরণস্ত্বং নাপয়াতুং শক্নোষি ॥ (৩।৯।) ব্রহ্মা শ্রীগর্ভোদশায়িনম্ ॥ ২৪৯ ॥

অনন্তর রূপশ্রবণ, যথা—

কিন্তু, হে নাথ! যাঁহারা শ্রুতিবাতনীত ভবদীয় চরণপদ্মকোষগন্ধ কর্ণবিবরদ্বারা আঘ্রাণ করেন, তাঁহাদের পরমভক্তিদ্বারা আপনি গৃহীতচরণ হইয়া তাদৃশ নিজজনগণের হৃদয়পদ্ম হইতে কখনও অপগত হন না ॥ ২৪৯ ॥

মূলশ্লোকে "তু" (কিন্তু) শব্দদ্বারা এই শ্লোকোক্ত পুরুষগণকে "হে দেব! অসৎসঙ্গী নরকগামী পুরুষগণই আপনার অনাদর করিয়া থাকে"। ইত্যাদিপূর্ব্বশ্লোকোক্ত ভগবদ্রূপাবজ্ঞাকারী নিন্দিতপুরুষগণের প্রতিযোগী অর্থাৎ বিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে—এস্থলে যাহারা ইহাদের বিরোধী হয় তাহারা পূর্ব্বশ্লোকে অসৎসঙ্গী উক্ত হইয়াছে। এস্থলে ভক্ত্যতিশয়হেতু চরণমাত্রের নির্দ্দেশ হইয়াছে। "গন্ধ" অর্থাৎ বর্ণাকৃতি প্রভৃতির মাধুর্য্য "কর্ণবিবরদ্বারা আঘ্রাণ করেন" অর্থাৎ নাসাবিবরদ্বারা পরমসৌরভ আস্বাদনের ন্যায় কর্ণবিবরদ্বারা তাদৃশ মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। "শ্রুতিবাতনীত"—এই পদস্থিত "শ্রুতি"-শব্দের অর্থ বেদ ও তদনুগামী শাস্ত্রান্তর, তাহাই "বাত" অর্থাৎ বায়ুস্বরূপ, তদ্দ্বারা "নীত" অর্থাৎ প্রাপিত। অতএব "পরমভক্তি" অর্থাৎ প্রেমভক্তিদ্বারা "গৃহীতচরণ" অর্থাৎ চরণে ধৃত হইয়া আপনি তাঁহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে সমর্থ হন না ॥ শ্রীগর্ভোদশায়ী নারায়ণের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥ ২৪৯ ॥

অথ গুণশ্রবণম্ (ভাঃ ১২।৩।১৪-১৫)—

কথা ইমাস্তে কথিতা মহাত্মনাং, বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো, বচোবিভূতীর্ন তু পারমার্থ্যম্ ॥
যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ, সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং, কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ ॥ ২৫০ ॥

টীকা চ "রাজবংশানুকীর্ত্তনস্য তাৎপর্য্যমাহ,—কথা ইমা ইতি। বিজ্ঞানং বিষয়াসারতাজ্ঞানং; ততো বৈরাগ্যং, তয়োর্বিবক্ষয়া। পরেয়ুষাং মৃতানাং বচোবিভূতীর্বাগ্বিলাসমাত্ররূপাঃ। পারমার্থ্যং পরমার্থ-যুক্তং কথনং ন ভবতীত্যর্থঃ। কস্তর্হি পুরুষাণামুপাদেয়ঃ পরমার্থস্তমাহ,—যস্তিতি। নিত্যং প্রত্যহং তত্রাপ্যভীক্ষ্ণম্" ইত্যেষা। অত্র যৎ ক্বচিৎ শ্রীরামলক্ষণাদয়োঽপি তেষাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈরাগ্যার্থং ছত্রিন্যায়েন পঠ্যন্তে, তন্নিরস্যতে। অতো যদ্যপি (ভাঃ ১।১।৩) "নিগমকল্পতরোঃ" ইত্যাদ্যনুসারেণ

সর্ব্বস্যৈব প্রসঙ্গস্য রসরূপত্বং, তথাপি ক্বচিৎ সাক্ষাদ্‌ভক্তিময়শাস্ত্রাদিরসরূপত্বং ক্বচিত্তদুপকরণশাস্ত্রাদি-রসরূপত্বঞ্চ সমর্থনীয়ম্। অস্তি হি তত্র তত্র ভক্তিরসেষ্বপি তারতম্যমিতি। গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ। তদ্‌গুণকীর্ত্তেঃ স্বভাব এবম্ভাবিতি শ্রীগীতাস্বপি দৃষ্টম্, (গী ১১।৩৬) "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ" ইত্যাদৌ। অত্র মহাভাগবতানামপি ভগবত ইব গুণশ্রবণং মতম্, (ভাঃ ১।১৬।৬)—

"তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্। অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥"

ইতি শৌনকোক্তেঃ। যদ্যপ্যত্র গুণশব্দেন রূপলীলয়োরপি সৌষ্ঠবং গৃহ্যতে, তথাপি তৎ-প্রাধান্যনির্দ্দেশাৎ পৃথক্ গ্রহণম্। এবমুত্তরত্রাপি। ভক্তিং প্রেমাণম্; অমলাং কৈবল্যাদীচ্ছা-রহিতাম্॥ (১২।৩।) শ্রীশুকঃ॥ ২৫০॥

অনন্তর গুণশ্রবণ উক্ত হইতেছে। যথা—

হে রাজন্! যাঁহারা লোকমধ্যে যশোবিস্তারপূর্ব্বক মৃত হইয়াছেন, তাদৃশ মহাত্মগণের এই বাক্যবিভূতিস্বরূপ কথাসমূহ বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষায় কথিত হইল, পরন্তু ইহা পারমার্থ্য নহে। উত্তমশ্লোক শ্রীহরির যে গুণানুবাদ নিরন্তর অমঙ্গলবিনাশনরূপে গীত হয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বিমলভক্তিকামী পুরুষ তাহাই প্রত্যহ অভীক্ষ্ণ শ্রবণ করিবেন। ২৫০।

টীকা—"রাজবংশানুকীর্ত্তনের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—"হে রাজন্! যাঁহারা" ইত্যাদি। "বিজ্ঞান" অর্থাৎ বিষয়-সমূহের অসারতাজ্ঞান এবং তজ্জনিত "বৈরাগ্য" এই উভয়ের "বিবক্ষায়" অর্থাৎ বর্ণনকামনায়। "পরেয়ু" অর্থাৎ মৃত। "বাক্য বিভূতিস্বরূপ" অর্থাৎ বাগ্‌বিলাসমাত্ররূপ। পরন্তু "পারমার্থ্য" অর্থাৎ পরমার্থযুক্ত কথন নহে। তাহা হইলে পুরুষ-গণের উপাদেয় পরমার্থ কি? এই প্রশ্নাশঙ্কায় উত্তরস্বরূপ—"উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির" ইত্যাদি বাক্য উক্ত হইয়াছে। নিত্য অর্থাৎ প্রত্যহ; তন্মধ্যেও "অভীক্ষ্ণ" অর্থাৎ নিরন্তর" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

বৈরাগ্যার্থ পূর্ব্বোক্ত রাজগণের মধ্যে ছত্রিন্যায়ানুসারে শ্রীরামলক্ষ্মণাদি উক্ত হইলেও পর শ্লোকে তাহা নিরস্ত হইয়াছে।

(ছত্রধারী গমনশীল বহুলোকের সঙ্গে একজন বা দুইজন ছত্রশূন্য থাকিলেও লোক যেরূপ তাহা লক্ষ্য না করিয়া অধিকাংশের ছত্র দর্শন করিয়া তদনুসারেই "ছত্রিগণ যাইতেছে" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলেও শ্রীরামলক্ষ্মণাদির কথা পরমার্থযুক্ত হইলেও অন্যান্য বর্ণিত রাজগণের চরিতকথা পরমার্থযুক্ত না হওয়ায় তাঁহাদেরই সংখ্যা-ধিক্যহেতু তদনুসারেই এস্থলে কথাসমূহের সাধারণতঃ অপরমার্থত্ব উক্ত হইয়াছে, পরন্তু পরশ্লোকের দ্বারা শ্রীরামলক্ষ্মণাদির চরিতকথার পরমার্থত্বই উপলব্ধ হইতেছে।)

অতএব "এই ভাগবতগ্রন্থ নিগমকল্পতরুর গলিতফলস্বরূপ"—ইত্যাদিবাক্যানুসারে যদিও এই গ্রন্থের সমস্ত প্রসঙ্গই রসস্বরূপ, তথাপি কোন স্থলে সাক্ষাদ্‌ভক্তিময় শাস্ত্রাদিরসরূপত্ব এবং কোনস্থলে তদুপকরণভূত শাস্ত্রাদিরসরূপত্ব সমর্থনীয় হইয়া থাকে। যেহেতু তত্তদ্‌ভক্তিরসসমূহের মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। "গুণানুবাদ" এইবাক্যে—"গুণ"-শব্দের অর্থ কারুণ্য প্রভৃতি। অমঙ্গলবিনাশন বা কৃষ্ণভক্ত্যুৎপাদনাদি তদীয়গুণকীর্ত্তনের স্বভাবরূপে শ্রীগীতাশাস্ত্রেও—"হে হৃষীকেশ! আপনার কীর্ত্তনদ্বারা জগৎ যে প্রহৃষ্ট এবং অনুরক্ত হয়" ইত্যাদিবাক্যে উক্ত হইয়াছে।

এস্থলে—"হে মহাভাগ! যদি উক্ত বৃত্তান্ত কৃষ্ণকথাশ্রিত অথবা তদীয় পাদপদ্মমকরন্দাস্বাদনরত সজ্জনগণের কথাশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহা বর্ণন করুন" এই শৌনকবাক্যানুসারে ভগবদ্‌গুণশ্রবণের ন্যায় মহাভাগবতগণের গুণ-শ্রবণও সম্মত হইয়াছে। এস্থলে যদ্যপি "গুণ"-শব্দে রূপ এবং লীলার সৌষ্ঠবও গৃহীত হয়, তথাপি তদুভয়ের প্রাধান্য-নির্দ্দেশহেতু গুণশ্রবণ হইতে পৃথগ্‌রূপে তাহাদের শ্রবণ গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থলেও জানিতে হইবে। "ভক্তি" অর্থাৎ প্রেম। "অমলা" অর্থাৎ কৈবল্যাদিবাসনারহিতা। শ্রীশুকদেবের উক্তি। ২৫০।

কিঞ্চ, (ভাঃ ৫।১২।১৩)—

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ, প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমানোঽনুদিনং মুমুক্ষো,-র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥ ২৫১ ॥

মুমুক্ষোরপি কিং পুনর্ভক্তিমাত্রেচ্ছোঃ। সতীং মুমুক্ষাদ্যন্যকামনারহিতাম্। তদন্যা তু ব্যভিচারিণীতিভাবঃ। (৫।১২।) শ্রীব্রাহ্মণো রহূগণম্ ॥ ২৫১ ॥

গুণশ্রবণবিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত যথা—

যেসকল মহাভাগবতগণের সভায় বিষয়বার্ত্তাপ্রসঙ্গনাশন ভগবদ্গুণানুবাদ প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হয়, তাঁহাদের মুখোদ্গীর্ণ সেই সকল কথা সতত আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষবাসনা বিদূরিত হইয়া ভগবান্ বাসুদেবে শুদ্ধরতির উদয় হয় ॥ ২৫১ ॥

"মুমুক্ষুর" অর্থাৎ মুমুক্ষু পুরুষেরও সন্মতি প্রদান করে, অতএব ভক্তিমাত্রকামী পুরুষের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? "সন্মতি" অর্থাৎ মুমুক্ষাদিবাসনান্তররহিতা মতি। এতদ্ভিন্না মতি ব্যাভিচারিণী—ইহাই তাৎপর্য্য॥ রহূগণের প্রতি শ্রীব্রাহ্মণের (জড়ভরতের) উক্তি ॥ ২৫১ ॥

ব্যতিরেকেণ চ (ভাঃ ১০।১।৪)—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্, ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ, পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ২৫২ ॥

নিবৃত্তেত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণ মুক্তমুমুক্ষুবিষয়িজনানাং গ্রহণম্। পশুঘ্নো ব্যাধঃ; তস্য হি "রাজপুত্র চিরং জীব মা জীব মুনিপুত্রক। জীব বা মর বা সাধো ব্যাধ মা জীব মা মর॥"

—ইতি ন্যায়েন বিষয়সুখেঽপি তাৎপর্য্যং নাস্তি। ন চ তদভিজ্ঞত্বমস্তি বিশেষতস্তু কথারসজ্ঞানে পরমগূঢ়ত্বাৎ সামর্থ্যং নাস্ত্যেব; যদ্বা দৈত্যস্বভাবস্য যস্য নিন্দামাত্রতাৎপর্য্যং, স এব হিংসকত্বেন পশুঘ্ন-শব্দেনোচ্যতে। পশুঘ্নো ব্যাধঃ; সোঽপি মৃগাদীনাং সৌন্দর্য্যাদিকং গুণমগণয়ন্নেব হিংসামাত্রতৎপর ইতি। ততো রসগ্রহণাভাবাৎ যুক্তমুক্তং বিনা পশুঘ্নাদিতি। উভয়থাপি তদ্বহির্মুখেভ্যো গালিপ্রদান এব তাৎপর্য্যম্; যথা তৃতীয়ে শ্রীমৈত্রেয়স্য (ভাঃ ৩।১৩। ৫০)—

"কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ, পুরাকথানাং ভগবৎকথা-সুধাম্। আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা,-মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥" ইতি (১০।১।) শ্রীরাজানং শ্রীশুকঃ॥ ২৫২॥

ব্যতিরেকভাবে বলিতেছেন, যথা—

এই শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ পুরুষগণকর্ত্তৃক উপগীয়মান হইয়া থাকে, ইহা ভবৌষধ এবং শ্রোত্রমনোঽভিরামস্বরূপ। অতএব পশুঘ্ন ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ তাহা হইতে বিরত হইতে পারে ? ॥ ২৫২ ॥

"নিবৃত্ততৃষ্ণ" ইত্যাদি বিশেষণত্রয়দ্বারা মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী—এই ত্রিবিধ জনগণ গৃহীত হইয়াছেন। (ইহা "নিবৃত্ততৃষ্ণপুরুষগণকর্ত্তৃক উপগীয়মান" অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণেরও আদরণীয়, "ভবৌষধ" অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের সেবনীয় এবং "শ্রোত্রমনোঽভিরাম" অর্থাৎ বিষয়সুখাভিলাষিগণেরও কামনীয় ।।

"পশুঘ্ন" অর্থাৎ ব্যাধ। "হে রাজপুত্র ! তুমি চিরকাল ইহলোকে জীবিত থাক (যেহেতু তুমি সর্ব্বদা ভোগেই আসক্ত হইয়া কোন পুণ্যানুষ্ঠান কর নাই, অতএব তোমার পরলোক সুখপ্রদ নহে), হে মুনিপুত্র ! তুমি আর ইহলোকে জীবিত থাকিওনা (যেহেতু ইহলোকে তোমায় তপস্যাদিজনিত কষ্টই বর্ত্তমান, পরন্তু তপস্যাদিজনিত পুণ্যহেতু তোমার

পরলোকসুখকর, অতএব তোমার সত্বর পরলোকপ্রাপ্তিই সঙ্গত); হে সাধো! তোমার জীবন, মরণ—উভয়ই সমান (অর্থাৎ চিত্তশান্তিনিবন্ধন তোমার উভয় লোকই সুখপ্রদ); হে ব্যাধ! তুমি জীবিত থাকিও না, কিম্বা মৃত্যুমুখে পতিতও হইও না (অর্থাৎ যেহেতু তুমি নিরন্তর হিংসারত অতএব ইহলোকেও তোমার বিষয়সুখের অবসর নাই, সুতরাং জীবনে কোন ফল নাই। পক্ষান্তরে হিংসার পরিণামরূপে পরলোকও কষ্টকর বলিয়া তোমার মরণেও আবশ্যক নাই); এই ন্যায়ানুসারে 'পশুঘ্ন' অর্থাৎ ব্যাধের বিষয়সুখেও তাৎপর্য্য নাই, এবং তদ্‌বিষয়ক অভিজ্ঞত্বও নাই। বিশেষতঃ পরমগূঢ়ত্ব-নিবন্ধন কথারসজ্ঞানে একেবারেই সামর্থ্য নাই।

অথবা দৈত্যস্বভাবাপন্ন যে পুরুষের শ্রীহরিগুণবিষয়ে নিন্দামাত্রেই তাৎপর্য্য, তাদৃশপুরুষই হিংসকত্বহেতু এস্থলে 'পশুঘ্ন'-শব্দে উক্ত হইয়াছে। যেহেতু পশুঘ্ন—ব্যাধ; সেও মৃগপ্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদিগুণের গণনা না করিয়াই কেবলমাত্র হিংসাতৎপর হইয়া থাকে। অতএব রসগ্রহণাভাবহেতু—'পশুঘ্নব্যতীত' এই বাক্য সঙ্গতরূপেই উক্ত হইয়াছে।

'পশুঘ্ন'-শব্দের এই উভয়বিধ ব্যাখ্যাপক্ষেই ভগবদ্‌বহির্ম্মুখগণের প্রতি গালিপ্রদানই তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য। যেরূপ তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীমৈত্রেয় বলিয়াছেন যে—"অহো পশুব্যতীত পুরুষার্থসারজ্ঞ কোন্ পুরুষ পুরাবৃত্তসমূহের অন্তর্গত এই ভব-বিনাশন ভগবৎকথামৃত কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান করিয়া তাহা হইতে বিরত হইতে পারে?" শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ২৫২ ॥

অথ লীলাশ্রবণম্ (ভাঃ ২।৩।১২)—

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ২৫৩ ॥

যৎ যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশম্?—আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তমুপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ; যতো যত্র যাসু কথাসু তদ্ধেতুরাত্মপ্রসাদশ্চ তৎপ্রসাদহেতুর্বিষয়ানা-সক্তিশ্চ, কিং বহুনা, তৎফলং যৎ কৈবল্যং তদপি, (গী ১৮।৫৪) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ, সম্মতঃ পন্থাঃ প্রাপ্তিদ্বারং যত্র সঃ প্রেমাখ্যো ভক্তিযোগোঽপি, যাসু শ্রুতমাত্রাসু তত্তদনপেক্ষ্যৈব ভবতি, তাসু হরিকথাসু তচ্চরিতেষু কঃ শ্রবণসুখেন নির্বৃতঃ সন্ অন্যত্রানির্বৃতো বা রতিং রাগং ন কুর্য্যাৎ ॥ (২।৩।) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্। ২৫৩ ॥

অনন্তর লীলাশ্রবণ উক্ত হইতেছে, যথা—

যাহাতে আপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-জ্ঞান, আত্মপ্রসাদ, উভয়লোকে গুণসমূহে অসঙ্গ এবং কৈবল্যসম্মতপথ ভক্তিযোগ উৎপন্ন হয় তাদৃশ হরিকথাসমূহে নির্বৃত হইয়া কোন্ পুরুষ রতি না করিয়া থাকে? ॥ ২৫৩ ॥

"যাহাতে" অর্থাৎ যে কথাসমূহে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কীদৃশ তাহাই বলিতেছেন—"আপ্রতিনিবৃত্ত-গুণোর্ম্মিচক্র"—"আ" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে "প্রতিনিবৃত্ত" অর্থাৎ উপরত হইয়াছে "গুণোর্ম্মি" অর্থাৎ রাগাদিগুণের "চক্র" অর্থাৎ সমূহ যে জ্ঞানহইতে, তাদৃশ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ যে কথাসমূহে উক্তজ্ঞানহেতু আত্মপ্রসাদ এবং আত্মপ্রসাদহেতু উভয়লোকে "গুণসমূহে অসঙ্গ" অর্থাৎ বিষয়ানাসক্তি হইয়া থাকে। এমন কি "কৈবল্যসম্মতপথ ভক্তিযোগ" অর্থাৎ জ্ঞানের ফলস্বরূপ যে "কৈবল্য" তাহাদ্বারাও "ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্তপুরুষ" ইত্যাদিবাক্যানুসারে "সম্মত" হইয়াছে যে "পথ" অর্থাৎ প্রাপ্তিদ্বাররূপ যে প্রেমসংজ্ঞক ভক্তিযোগ তাহাও উক্তকথাসমূহের শ্রবণমাত্রেই অপরসাধনসমূহের অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাদৃশ "হরিকথাসমূহে" অর্থাৎ তদীয় চরিতসমূহে কোন পুরুষ শ্রবণসুখে নির্বৃত হইয়া অথবা (মূলশ্লোকে "কোঽনির্বৃতঃ" এইরূপ "অ"কারলোপযুক্ত পাঠ কল্পনা করিলে) "অনির্বৃত" অর্থাৎ অন্যত্র বিষয়ে অনির্বৃত (অশান্ত) হইয়া "রতি" অর্থাৎ অনুরাগ না করিয়া থাকে ॥ পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ২৫৩ ॥

কিং বহুনা, এতদর্থমেবাস্য মহাপুরাণস্যাবির্ভাব ইতি (ভাঃ ১৫।৮) "ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্" ইত্যাদৌ (ভাঃ ১৫।১৩) "সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্" ইত্যাদৌ চ বর্ণিতম্। সা চ লীলা দ্বিবিধা—সৃষ্ট্যাদিরূপা লীলাবতারবিনোদরূপা চ। তয়োরুত্তরা তু প্রশস্ততরেত্যাশয়েনাহ, (ভাঃ ২।৬।৪৬)—

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি, লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ।

আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষা,-ননুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥ ২৫৪ ॥

যদ্যপি পূর্ব্বম্ (ভাঃ ২।৬।৪২) "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" ইত্যাদিগ্রন্থেন পুরুষং কালাদি-তচ্ছক্তিং মনআদি তৎকার্য্যং ব্রহ্মাদি তদ্গুণাবতারান্ দক্ষাদি তত্তদ্বিভূতীশ্চোক্তবানস্মি, তেন চ সৃষ্ট্যাদিলীলাঃ, তথাপি, যান্ হে ঋষে! পুরুষস্য ভূম্নো লীলাবতারান্ প্রাধান্যেন আমনন্তি, তানেব ইমান্ মম হৃদয়াধিরূঢ়ান্ কর্ণকষায়শোষান্ তদিতরশ্রবণরাগহন্তৄন্, কিঞ্চ সুপেশান্ পরমমনোহরান্ অনুক্রমিষ্যে। তদনুক্রমেণ আ সম্যক্ পীয়তাম্ ॥ (২।৬।) শ্রীব্রহ্মা নারদম্ ॥ ২৫৪ ॥

অধিক কি, এই লীলা শ্রবণের জন্যই যে শ্রীহরিবিষয়ক এই মহাপুরাণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা—"হে ব্যাসদেব! আপনি মহাভারত প্রভৃতি অন্যগ্রন্থসমূহে ভগবান্ শ্রীহরির বিমল যশঃ প্রায়শঃ কীর্ত্তন করেন নাই" ইত্যাদি এবং "অতএব আপনি নিখিল লোকের বন্ধনবিমোচনার্থ একাগ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীহরির লীলাসমূহ স্মরণ করুন্" ইত্যাদি শ্রীনারদবচনে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত লীলা 'সৃষ্টিপ্রভৃতিরূপা' এবং 'লীলাবতারবিনোদরূপা'—এই দুই প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শেষোক্ত লীলা প্রশস্ততরা হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন যে—

হে ঋষে! বিরাট্ পুরুষের যে লীলাসমূহ প্রাধান্যতঃ বর্ণিত হইয়া থাকে সেই কর্ণকষায়শোষ-সুপেশ লীলাবতার সমূহের অনুক্রম করিতেছি, তাহা সম্যক্ পান কর ॥ ২৫৪ ॥

যদিও পূর্ব্বে—"প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক পুরুষ ঐ বিরাট্ পুরুষের আদ্যাবতার" ইত্যাদি গ্রন্থে পুরুষ, কালাদি তদীয়শক্তি, মনঃপ্রভৃতি তৎকার্য্য, ব্রহ্মাদি তদ্গুণাবতারসমূহ এবং দক্ষপ্রভৃতি বিভূতিসমূহ বর্ণন করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিলীলাও বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি—"হে ঋষে! বিরাট্ পুরুষের যে লীলাবতারসমূহ শ্রেষ্ঠরূপে বেদাদি শাস্ত্রগণ বর্ণন করিয়াছেন, আমার হৃদয়গত, "কর্ণকষায়শোষ" অর্থাৎ বিষয়ান্তরশ্রবণাকাঙ্ক্ষানাশক এবং "সুপেশ" অর্থাৎ পরমমনোহর সেই লীলা-বতারসমূহের অনুক্রম (বর্ণন আরম্ভ) করিতেছি। উক্ত অনুক্রমানুসারে তাহাই "আপান" অর্থাৎ "আ" —সম্যক্ "পান" অর্থাৎ শ্রবণ কর ॥ শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥ ২৫৪ ॥

এবং (ভাঃ ১০।৮৭।২১) "দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায়" ইত্যাদৌ বেদস্তুতাবপি তচ্ছ্লাঘা দ্রষ্টব্যা। অতএব প্রথমে (ভাঃ ১।২।৩৪) "ভাবয়ত্যেষঃ" ইত্যাদৌ "লীলাবতারানুরতঃ" ইতি তদ্বিশেষণং দত্তম্। তথাচ শ্রীভগবদ্গীতাসু (৪।৯)—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥" ইতি।

এষা খলু মর্ত্ত্যশরীরমপি পার্ষদভাবেন জিতমৃত্যুকং বিদধাতি। যথাহ (ভাঃ ৩।১৪।৫-৬)—

সাধু বীর ত্বয়া পৃষ্টমবতারকথাং হরেঃ।

যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মর্ত্ত্যানাং মৃত্যুপাশবিশাতনীম্ ॥

যয়োত্তানপদঃ পুত্রো মুনিনা গীতয়ার্ভকঃ।

মৃত্যোঃ কৃত্বৈব মূর্দ্ধ্ন্যঙ্‌ঘ্রিমারুরোহ হরেঃ পদম্ ॥২৫৫॥

মুনিনা শ্রীনারদেন ; অতস্তেন ভগবদবতারকথাপি তং প্রতি শ্রাবিতাস্তীতি গম্যতে। তেন শরীরেণৈব মৃত্যুজয়ঃ পার্ষদত্বঞ্চোক্তম্ (ভাঃ ৪।১২।২৯)—

"পরীত্যাভ্যর্চ্চ্য ধিষ্ণ্যাগ্র্যং কৃতস্বস্ত্যয়নো দ্বিজৈঃ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ম্ ॥"

ইতি। (৩।১৪।) শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

এইরূপ—"দুর্ব্বোধ আত্মতত্ত্বজ্ঞাপনের জন্য আপনি প্রকটিত হইলে" ইত্যাদি বেদস্তুতিতেও লীলাশ্রবণপ্রশংসা দ্রষ্টব্য। অতএব প্রথমস্কন্ধে—"দেবতির্য্যগ্ মনুষ্যাদিমধ্যে লীলাবতারানুরত এই লোককর্ত্তা ভগবান্ সত্ত্বগুণদ্বারা লোক-পালন করিয়া থাকেন" এইবাক্যে ভগবানের বিশেষরূপে "লীলাবতারানুরত" এই পদটী প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীগীতাশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে—"হে অর্জ্জুন। যিনি আমার ঈদৃশ দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম তত্ত্বতঃ অবগত হন, তিনি দেহ-ত্যাগান্তে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত না হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এই লীলা মর্ত্ত্যদেহবিশিষ্ট পুরুষকেও পার্ষদভাবে জিতমৃত্যু করিয়া থাকে। যথা—

হে বীর বিদুর ! যেহেতু আপনি মর্ত্ত্যগণের মৃত্যুপাশচ্ছেদিনী শ্রীহরির এই অবতারকথা শ্রবণ জন্য প্রশ্ন করিয়া-ছেন, সেইজন্য আপনার এই প্রশ্ন অতিশয় উত্তম হইয়াছে। মুনি নারদ কর্ত্তৃক বর্ণিতা এই অবতারকথাদ্বারা শিশু ধ্রুব মৃত্যুর মস্তকে পদবিন্যাস-সহকারে শ্রীহরির পদে (বৈকুণ্ঠে) আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫৫ ॥

"মুনিকর্ত্তৃক" অর্থাৎ শ্রীনারদ কর্ত্তৃক। অতএব তিনি তাঁহাকে ভগবানের অবতারকথাও শ্রবণ করাইয়াছিলেন—ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে। তাঁহার সশরীরেই মৃত্যুজয় এবং পার্ষদত্বও উক্ত হইয়াছে। যথা—"তৎকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্ত্যয়ন সম্পাদন করিলে তিনি হিরণ্ময়রূপধারণপূর্ব্বক উক্ত বিমানপ্রবরের পরিক্রমা ও অর্চ্চন করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।" শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি ॥ ২৫৫ ॥

তদেবং নামাদিশ্রবণমুক্তম্। অত্র তৎপরিকরশ্রবণমপি জ্ঞেয়ং, (ভাঃ ৩।১৩।৪) "শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য, নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ। তত্তদ্গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ,-পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্" ইত্যাদৌ। তত্র যদ্যপ্যেকতরেণাপি ব্যুৎক্রমেণাপি সিদ্ধির্ভবত্যেব, তথাপি প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নামরূপগুণেষু তৎপরিকরেষু চ সম্যক্ স্ফুরিতেষ্বেব লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োর্জ্ঞেয়ম্। ইদঞ্চ শ্রবণং শ্রীমন্মহন্মুখরিতং চেন্মহামাহাত্ম্যং, জাতরুচীনাং পরমসুখদঞ্চ। তচ্চ দ্বিবিধম্ ; মহদাবির্ভাবিতং মহৎকীর্ত্ত্যমানঞ্চেতি। তত্র শ্রীভাগবতমুপলক্ষ্য পূর্ব্বং যথা (ভাঃ ১।৩।৪০)—

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥ ২৫৬ ॥

অত্র তন্মাহাত্ম্যসূচনার্থমেব তৎকর্ত্তৃকত্ববচনম্ ॥ (১।৩।) শ্রীসূতঃ ॥ ২৫৬ ॥

এইরূপে নামাদিশ্রবণ উক্ত হইল। "যাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে শ্রীহরিপাদপদ্ম বিরাজমান, তাঁহাদের গুণানুশ্রবণও পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পুরুষগণের বহু প্রয়াসলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের মুখ্যার্থরূপে প্রশংসিত হইয়াছে"—এইবাক্যানুসারে এস্থলে ভগবৎ-পরিকরগণের গুণাদিশ্রবণও জানিতে হইবে। নামাদিশ্রবণবিষয়ে যদিও একতরের দ্বারা কিম্বা ব্যতিক্রমানুষ্ঠানদ্বারাও অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তথাপি অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য প্রথমতঃ নামশ্রবণই অপেক্ষণীয় হয়। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে

রূপশ্রবণদ্বারা হৃদয়ে রূপের উদয় হয় ; তদ্দ্বারা গুণসমূহের স্ফূর্ত্তি হয়। অনন্তর নাম, রূপ, গুণ এবং তদীয় পরিকরসমূহের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইলেই সুষ্ঠুরূপে লীলাসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে—এই অভিপ্রায়েই সাধনক্রম লিখিত হইয়াছে। এইরূপ কীর্ত্তন এবং স্মরণবিষয়েও জ্ঞাতব্য।

এই শ্রবণ শ্রীমহাজনমুখরিত হইলে মহামাহাত্ম্যযুক্ত এবং জাতরুচিপুরুষগণের পরমসুখপ্রদ হইয়া থাকে। মহাজনকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত এবং মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমানরূপে ঐ শ্রবণ দ্বিবিধ। মহাজনকর্ত্তৃক আবির্ভাবিতবিষয়ে শ্রীভাগবতকেই দৃষ্টান্তরূপে লক্ষ্য করিয়া এরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—

ভগবান্ ব্যাসদেব উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির চরিতাত্মক সর্ব্ববেদতুল্য এই ভাগবত নামক পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ২৫৬ ॥

এস্থলে তদীয়মাহাত্ম্যসূচনার্থই ভগবান্ ব্যাদেবের রচিতরূপে বর্ণন করা হইয়াছে ॥ শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি ॥২৫৬॥

যথা বা (ভাঃ ১।১।৩) "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্" ইত্যাদৌ। অত্র শ্রীশুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতত্বেন পরমসুখদত্বমুক্তম্। এতদুপলক্ষণত্বেন শ্রীলীলাশুকাদ্যাবির্ভাবিতকর্ণামৃতাদি-গ্রন্থা অপি ক্রোড়ীকর্ত্তব্যাঃ। অথ মহৎকীর্ত্ত্যমানং যথা (ভাঃ ৪।২০।২৫)—

স উত্তমঃশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো, ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং, কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ২৫৭ ॥

"ন কাময়ে নাথ তদপি" ইত্যাদিপূর্ব্বোক্তানুসারাৎ স্বসুখাতিশয়েন কৈবল্যসুখতিরস্কারী মহতাং মুখাদ্ বিগলিতো ভবৎপদাম্ভোজমাধুর্য্যলেশস্যাপি সম্বন্ধী শব্দাত্মকোঽনিলো বিস্মৃতপরমতত্ত্বাত্মকত্বদীয়-জ্ঞানানামস্মাকং ত্বদীয়াং স্মৃতিমপি যচ্ছতি। তস্মাৎ তথাবিধস্য তস্য পরমসাধ্যসাধনাত্মকত্বাদলমন্যৈর্বরৈরি-ত্যর্থঃ ॥ (৪।২০।) পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ২৫৭ ॥

এইরূপ—"নিগমকল্পতরুর গলিতফলস্বরূপ এই ভাগবত শ্রীশুকদেবের মুখসংস্পর্শে অমৃতদ্রবসংযুক্ত হইয়া" ইত্যাদি বাক্যেও তাহা উক্ত হইয়াছে। এস্থলে শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে অমৃতদ্রবসংযুক্ত হওয়ায় পরমসুখপ্রদত্ব উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বারা উপলক্ষিত হওয়ায় শ্রীলীলাশুকপ্রভৃতি মহাপুরুষগণকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি গ্রন্থও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। অনন্তর মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমানবিষয়ে দৃষ্টান্ত, যথা,—

হে উত্তমঃশ্লোক ! মহাপুরুষগণের মুখচ্যুত ভবদীয়পাদপদ্মসুধাকণাসম্বন্ধীসেইবায়ু বিস্মৃততত্ত্বমার্গ মাদৃশ কুযোগি-গণের পুনরায় স্মৃতি প্রদান করিয়া থাকে, অতএব বরসমূহদ্বারা কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২৫৭ ॥

"হে নাথ ! আমি তাদৃশ কৈবল্যও কামনা করিনা"—ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যানুসারে যাহা কৈবল্যসুখকেও তিরস্কার করিয়া থাকে, তাদৃশ মহাজনমুখবিগলিত ভবদীয়পাদপদ্মমাধুর্য্যলেশসম্বন্ধী শব্দরূপ যে বায়ু, তাহা পরমতত্ত্বস্বরূপ ভবদীয় জ্ঞানবিষয়ে বিস্মৃতিযুক্ত আমাদিগকে ভবদীয়-স্মৃতিই প্রদান করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশশব্দশ্রবণই পরমসাধ্যসাধনস্বরূপ বলিয়া অন্য বরসমূহের আবশ্যক নাই। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রীপৃথুমহারাজের উক্তি ॥ ২৫৭ ॥

তদেবং মহামাহাত্ম্যং মহাসুখপ্রদত্বঞ্চোক্তম্। তদেতদুভয়মপ্যত্রাহ দ্বাভ্যাম্ (৪।২৯।৪০-৪১)—

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র,-পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ,-স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥ ২৫৮ ॥

তস্মিন্ সাধুসঙ্গে; মহদ্ভির্মুখরিতাঃ কীর্ত্তিতাঃ; শেষঃ সারঃ; অবিতৃষোঽলংবুদ্ধিশূন্যাঃ; গাঢ়ত্বং সাবধানত্বম্; অশনং ক্ষুৎ ॥ ২৫৮ ॥

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ২৫৯ ॥

যৈরেতৈরশনাদিভিরুপদ্রুতঃ সন্ কথামৃতনিধৌ রতিং ন করোতি, তানেতান্ মহৎকীর্ত্ত্যমানানি ভগবদ্যশাংসি স্বমাহাত্ম্যেন দূরীকৃত্য স্বসুখমনুভাবয়ন্তীতি পদ্যদ্বয়যোজনার্থঃ। (৪।২৯।) শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষম্ ॥ ২৫৯ ॥

এইরূপে মহামাহাত্ম্য এবং মহাসুখপ্রদত্ব উক্ত হইল। শ্লোকদ্বয়ে তদুভয়েরই কীর্ত্তন করিতেছেন, যথা—

তাহাতে (সাধুসঙ্গে) মহাজনমুখরিত মধুসূদনচরিতপীযূষশেষসরিৎসমূহ প্রবাহিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অবিতৃষ্ণ হইয়া গাঢ়কর্ণদ্বারা তাহা পান করেন, অশন, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। ২৫৮।

"তাহাতে" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গে। মহাজনগণকর্ত্তৃক "মুখরিত" অর্থাৎ কীর্ত্তিত। "শেষ" অর্থাৎ সার। "অবিতৃষ্ণ" অর্থাৎ পর্য্যাপ্তবুদ্ধিশূন্য। "গাঢ়কর্ণ" অর্থাৎ সাবধানকর্ণ। "অশন" অর্থাৎ ক্ষুধা। এইরূপ—

এই নিখিল জীবলোক স্বভাবজাত এই সকলদ্বারা নিত্য উপদ্রুত হইয়া শ্রীহরির কথামৃতনিধিবিষয়ে রতি করে না ।২৫৯।

এই ক্ষুধাতৃষ্ণাদি যেসকল স্বাভাবিক ধর্ম্মদ্বারা উপদ্রুত হইয়া জীবলোক শ্রীহরির কথামৃতনিধিবিষয়ে রতি করে না, মহাজনকীর্ত্ত্যমান ভগবদ্যশঃসমূহ নিজমাহাত্ম্যবলে সেইসকল ধর্ম্মকে দূরীভূত করিয়া জীবলোককে নিজসুখ অনুভব করাইয়া থাকে—এইরূপে এস্থলে উভয়শ্লোকের সম্মিলিত অর্থ জ্ঞাতব্য। প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদের উক্তি। ২৫৯ ।

তত্রাপি শ্রবণে শ্রীভাগবতশ্রবণন্তু পরমশ্রেষ্ঠং তস্য তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্বাৎ পরমরসময়ত্বাচ্চ তত্র পূর্ব্বস্মাদ্ যথা (ভাঃ ১।১।২)—

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২৬০॥

মহামুনিঃ সর্ব্বমহন্মহনীয়চরণপঙ্কজঃ শ্রীভগবান্। অত্র কিংবা পরৈরিত্যাদিনা শব্দস্বাভাবিক-মাহাত্ম্যং দর্শিতম্। (১।১।) শ্রীব্যাসঃ ॥ ২৬০ ॥

উক্ত শ্রবণমধ্যেও শ্রীভাগবতশ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ, তাঁহার তাদৃশপ্রভাবময়শব্দাত্মকত্ব এবং পরমরসময়ত্ব-এই উভয় কারণে পরমশ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমহেতু বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—

মহামুনিকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতবিষয়ে শ্রবণেচ্ছু কৃতিগণকর্ত্তৃক ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন, কিন্তু অপরশাস্ত্রসমূহদ্বারা সদ্যঃ তাহা হয় না। ২৬০ ।

"মহামুনি" অর্থাৎ নিখিলমহাজনগণের পূজ্যপাদ শ্রীভগবান্। এস্থলে "অপরশাস্ত্রসমূহদ্বারা" ইত্যাদিবাক্যদ্বারা ইহার শব্দসমূহের স্বাভাবিকমাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীব্যাসদেবের উক্তি। ২৬০ ।

উত্তরস্মাদ্ যথা—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬১ ॥

তদ্‌রস এবামৃতং তেন তৃপ্তস্য ॥ (১২।১৩।) শ্রীসূতঃ ॥ ২৬১ ॥

দ্বিতীয়হেতুবিষয়ে দৃষ্টান্ত, যথা—

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রের সারভূতরূপে সম্মত হইয়া থাকে। তদ্‌রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন বিষয়েই রতি উৎপন্ন হয় না ॥ ২৬১ ॥

"তদ্‌রস" অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভাগবতরসরূপ যে অমৃত তাহাদ্বারা তৃপ্ত পুরুষের। শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি ॥ ২৬১ ॥

অত্রৈবং বিবেচনীয়ম্; শ্রীভগবন্নামাদেঃ শ্রবণং তাবৎপরমং শ্রেয়ঃ; তত্রাপি মহাদাবির্ভাবিত-প্রবন্ধাদেঃ; তত্র মহৎকীর্ত্ত্যমানস্য; ততোঽপি শ্রীভাগবতস্য। তত্রাপি চ মহৎকীর্ত্ত্যমানস্যেতি। অত্র (ভাঃ ১১।৩।৪৮) "মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" ইতিবৎ নিজাভীষ্টনামাদিশ্রবণন্তু মুহুরাবর্ত্তয়িতব্যম্। তত্রাপি সবাসনমহানুভবমুখাৎ। সর্ব্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণন্তু পরমভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে তস্য পূর্ণভগবত্ত্বাদিতি। এবং কীর্ত্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্। তত্র যৎ স্বয়ং সংপ্রতি কীর্ত্ত্যতে, তদপি শ্রীশুকদেবাদিমহৎকীর্ত্তিতচরত্বেনানু-সন্ধায় কীর্ত্তনীয়মিতি।

তদেবং শ্রবণং দর্শিতম্; অস্য চ কীর্ত্তনাদিতঃ পূর্ব্বত্বং তদ্বিনা তত্তদজ্ঞানাৎ। বিশেষতশ্চ, যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্ত্তনস্য শ্রবণভাগ্যং ন সম্পদ্যতে, তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্ত্তনীয়মিতি তৎপ্রাধান্যাৎ। অতএবোক্তং (ভাঃ ১।৫।১১) "তদ্‌বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবঃ" ইত্যাদৌ টীকাকৃদ্ভিঃ "যৎ যানি নামানি বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি, শ্রোতরি সতি গৃণন্তি, অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তীতি।"

অথাতঃ কীর্ত্তনম্; তত্র পূর্ব্ববন্নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। নাম্নো যথা (ভাঃ ৬।২।১০)—

> সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
> নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্‌বিষয়া মতিঃ ॥ ২৬২ ॥

টীকা চ "সুনিষ্কৃতং শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তমিদমেব। তত্র যতো নামব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতি" ইত্যেষা। অতঃ স্বাভাবিক-তদীয়াবেশহেতুত্বেন তদীয়স্বরূপভূতত্বাৎ পরমভাগবতানাং তদেকদেশশ্রবণমপি প্রীতিকরম্।

যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিববাক্যম্—

"রকারাদীনি নামানি শৃণ্বতো দেবি জায়তে। প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া ॥" ইতি।

তদেবং সতি পাপক্ষয়মাত্রং লক্ষণং কিয়দিতি ভাবঃ ॥ (৬২।) শ্রীবিষ্ণুদূতা যমদূতান্ ॥ ২৬২ ॥

এস্থলে এইরূপ বিচার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের নামাদিশ্রবণই প্রথমতঃ পরমশ্রেয়ঃস্বরূপ, তন্মধ্যেও মহাজনকর্ত্তৃক আবির্ভাবিত প্রবন্ধাদির শ্রবণ অধিক, তন্মধ্যেও মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান হইলে ততোঽধিক এবং তন্মধ্যেও শ্রীভাগবতশ্রবণ তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। ঐ ভাগবত যদি পুনরায় মহাজনকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে জানিতে হইবে। অর্চ্চনবিষয়ে যেরূপ—"নিজ অভিমত কোন মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চন করিবে" এই নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ এই নামশ্রবণবিষয়েও নিজ অভীষ্টনামাদি শ্রবণ বারম্বার আবর্ত্তিত করিতে হইবে। তাহাও তদ্‌বিষয়ে বাসনাযুক্ত মহানুভব পুরুষের মুখ হইতেই করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবৎস্বরূপ; অতএব সকলের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণ কেবলমাত্র পরমভাগ্যহেতুই সম্ভবপর হইয়া থাকে।

এইরূপ কীর্ত্তনাদিবিষয়েও জ্ঞাতব্য ; তন্মধ্যে যাহা সম্প্রতি নিজকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইতেছে তাহাও পূর্ব্বে শ্রীশুক-দেবাদিমহাজনগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে—এইরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রবণ প্রদর্শিত হইল। শ্রবণব্যতীত কীর্ত্তনাদিবিষয়ে জ্ঞান হয় না বলিয়া এই শ্রবণকে তাহাদের অপেক্ষা পূর্ব্বকর্ত্তব্যরূপে জানিতে হইবে। বিশেষতঃ সাক্ষাৎ মহাজনকৃত কীর্ত্তনের শ্রবণবিষয়ে ভাগ্য না হইলেই নিজে পৃথক্ কীর্ত্তন করিতে হইবে—এইরূপ নিয়মহেতুও তাদৃশশ্রবণেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। অতএব—"উক্ত বাগ্‌বিসর্গ জন-সমূহের পাপ নাশ করিয়া থাকে" ইত্যাদি শ্লোকের টীকাকার বলিয়াছেন যে—"যে নামসমূহ বক্তা বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সাধুগণ শ্রবণ করেন, শ্রোতা বিদ্যমান থাকিলে তৎসমীপে কীর্ত্তন করেন এবং বক্তা বা শ্রোতা না থাকিলে স্বয়ংই গান করেন।"

অনন্তর কীর্ত্তন উক্ত হইতেছে। এবিষয়েও শ্রবণের ন্যায় নামরূপাদির ক্রম জানিতে হইবে। নামকীর্ত্তন, যথা—

এই নামোচ্চারণই সমস্ত পাপিগণের সুনিষ্কৃত, যাহা হইতে বিষ্ণুর তদ্‌বিষয়ে মতি হইয়া থাকে ॥ ২৬২ ॥

টীকা—"সুনিষ্কৃত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। "যাহা হইতে" অর্থাৎ যে নামোচ্চারণ হইতে বিষ্ণুর "তদ্‌বিষয়ে" অর্থাৎ নামোচ্চারণকারী পুরুষের সম্বন্ধে "মতি" অর্থাৎ 'এইব্যক্তি আমার সম্বন্ধীয় এবং সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষণীয়' এই-রূপ মতিগতি হইয়া থাকে" (এই পর্য্যন্ত টীকা)। অতএব এই নাম ভগবৎস্বরূপভূত এবং স্বভাবতঃ তদ্‌বিষয়ে আবেশ-জনক বলিয়া তাহার একদেশশ্রবণেও পরমভাগবতগণের প্রীতিকর হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে শ্রীশিবকর্ত্তৃকও এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে দেবি ! 'র'কারাদি নামসমূহের শ্রবণকালে 'রাম' নামশঙ্কায় সর্ব্বদা আমার চিত্তে প্রীতির উদয় হইয়া থাকে।" অতএব উক্ত নামের সম্বন্ধে কেবলমাত্র পাপক্ষয় অতি সাধারণলক্ষণরূপেই জ্ঞাতব্য। যমদূতগণের প্রতি শ্রীবিষ্ণুদূতগণের উক্তি ॥ ২৬২ ॥

ফলন্ত্বিদমেব যদাহ (ভাঃ ১১।২।৪০)—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়,-ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ২৬৩ ॥

এবং (ভাঃ ১১।২।৩৯) "শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণেঃ" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারং ব্রতং বৃত্তং যস্য তথা ভূতোঽপি স্বপ্রিয়াণি স্বাভীষ্টানি যানি নামানি তেষাং কীর্ত্তনেন জাতানুরাগস্তত এব চিত্তদ্রবাদ্ দ্রুতচিত্তঃ তত্রোচিতভাববৈচিত্রীভির্হসতীত্যাদি। অত্র তৃতীয়াশ্রুত্যা নামকীর্ত্তনস্যৈব সাধকতমত্বং লব্ধম্। তদেবম্ 'এবং ব্রতঃ'ইত্যত্রাপিশব্দোঽপ্যধ্যাহৃতঃ। অতএব (ভাঃ ১১।২।৪২) "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" ইত্যাদ্যুত্তরপদ্যে টীকা চূর্ণিকা—"নন্বিয়মারূঢ়যোগিনামপি বহুজন্মভির্দুর্লভা গতিঃ কথং নামকীর্ত্তনমাত্রেণৈ-কস্মিন্ জন্মনি ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তমাহ,—ভক্তিরিতি" ইত্যেষা। ইত্থমুত্থাপিতঞ্চ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং সহস্রনামভাষ্যে চ পুরাণান্তরবচনম্—

"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো, নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জে,-ন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ ॥" ইতি।

অত্র গতভীরিত্যাদয়ো গুণা নাম্নৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থা ন তু কীর্ত্তনাঙ্গভূতাঃ। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বং তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি ; যথা বিষ্ণুধর্ম্মে সর্ব্বপাতকাতিপাতক-মহাপাতককারি-দ্বিতীয়ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে ব্রাহ্মণ উবাচ—

"যদ্যেতদখিলং কর্ত্তুং ন শক্লোসি ব্রবীমি তে। স্বল্পমন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি ॥"

অত্র "সর্ব্বাপরাধকৃদপি" ইত্যাদৌ শ্রীবিষ্ণুযামলবাক্যমপ্যনুসন্ধেয়ম্—

"মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্তু কীর্ত্তয়েৎ। তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥" ইতি।

"সতাং নিন্দা" ইত্যনেন হিংসাদীনাং বচনাগোচরত্বং দর্শিতম্।

নিন্দাদয়স্তু যথা স্কান্দে শ্রীমার্কণ্ডেয়-ভগীরথসংবাদে—

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে॥
হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পততানি ষট্॥" ইতি।

তন্নিন্দাশ্রবণেঽপি দোষ উক্তঃ (ভাঃ ১০।৭৪।৪০)—

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাৎ চ্যুতঃ॥" ইতি।

ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্যৈব; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণ-পরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ; যথোক্তং দেব্যা (ভাঃ ৪।৪।১৭)—

"কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে, ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
জিহ্বাং প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে,-চ্ছিন্দ্যাদসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥" ইতি।

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" ইত্যত্রৈবমনুসন্ধেয়ম্; শ্রূয়তেঽপি (গী ১০।৪১)—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥" ইতি।

"ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ" ইতি। (ভাঃ ৩।২৮।২২)—

"যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্ন্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ" ইতি। (ভাঃ ২।৬।৩২)—

"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥" ইতি।

তথা মাধ্বভাষ্যদর্শিতানি বচনানি; যথা ব্রহ্মাণ্ডে—

"রুদ্রং দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ। তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্ব্বসংরোধনাদ্ধরঃ। কৃত্ত্যাত্মকমিমং দেহং যতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥
কৃত্তিবাসাস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ। বৃংহণাদ্ব্রহ্মনামাসৌ ঐশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥" ইতি।

বামনে—

"ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ। অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥" ইতি।

স্কান্দে—

"ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্॥" ইতি।

ব্রাহ্মে—

"চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি। উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ॥
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥" ইতি।

তদেবং শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ তস্মাৎ সকাশাৎ শিবস্য গুণনামাদিকং ভিন্নং শক্ত্যন্তরসিদ্ধমিতি যো ধিয়াপি পশ্যেদিত্যর্থঃ। দ্বয়োরভেদতাৎপর্য্যেণ যষ্ঠ্যন্তত্বে সতি শ্রীবিষ্ণোশ্চেত্য-পেক্ষ্য 'চ'-শব্দঃ ক্রিয়েত। তৎপ্রাধান্যবিবক্ষয়ৈব 'শ্রী'শব্দশ্চ তত্রৈব দত্তঃ। অতএব শিবনামাপরাধ ইতি 'শিব'শব্দেন মুখ্যতয়া শ্রীবিষ্ণুরেব প্রতিপাদিত ইত্যভিপ্রেতম্। সহস্রনামাদৌ চ 'স্থাণু' 'শিবাদি' শব্দাস্তথৈব।

অথ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং—যথা পাষণ্ডমার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্।

তথার্থবাদঃ স্তুতিমাত্রমিদমিতি মননম্।

কল্পনং তন্মাহাত্ম্যগৌণতাকরণায় গত্যন্তরচিন্তনম্; যথোক্তং কৌর্ম্মে ব্যাসগীতায়াম্—

"দেবদ্রোহাদ্‌গুরুদ্রোহঃ কোটিকোটিগুণাধিকঃ। জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তস্মাৎ কোটিগুণাধিকম্॥"

ইতি। যত্তু শ্রুতনামমাহাত্ম্যস্যাপ্যজামিলস্য (ভাঃ ৬।২।২৯) "সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে" ইত্যেতদ্‌বাক্যং, তৎ খলু স্বদৌরাত্ম্যমাত্রদৃষ্ট্যা। নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা ত্বগ্রে বক্ষ্যতে, (ভাঃ ৬।২।৩২-৩৩) "তথাপি মে দুর্ভগস্য" ইত্যাদিদ্বয়ম্।

নাম্নো বলাদিতি, যদ্যপি ভবেন্নাম্নো বলেনাপি কৃতস্য পাপস্য তেন নাম্না ক্ষয়ঃ, তথাপি যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থস্বরূপং সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরমঘৃণাস্পদং পাপবিষয়ং সাধয়তীতি পরমদৌরাত্ম্যম্। ততঃ কদর্থয়ত্যেব তন্নাম চেতি তৎপাপকোটি-মহত্ত্বমস্যাপরাধস্যাপাতো বাঢ়মেব। ততো যমৈর্বহুভির্যমনিয়মাদিভিঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য ক্রমেণ প্রাপ্তাধি-কারৈরনেকৈরপি দণ্ডধরৈর্বা কৃতদণ্ডস্য তস্য শুদ্ধাভাবো যুক্ত এব;—"নামাপরাধযুক্তানাম্" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণানুসারেণ পুনরপি সন্ততনামকীর্ত্তনমাত্রস্য তত্র প্রায়শ্চিত্তত্বাৎ, "সর্ব্বাপরাধকৃদপি" ইত্যাদ্যুক্ত্যনু-সারেণ নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্‌ভক্তিমতোঽপ্যধঃপাতলক্ষণভোগনিয়মাচ্চ। তত ইন্দ্রস্যাশ্বমেধাখ্যভগবদ্‌-যজন-বলেন বৃত্রহত্যা-প্রবৃত্তিস্তু লোকোপদ্রবশান্তিং তদীয়াসুরভাবখণ্ডনঞ্চেচ্ছ্ণাম্‌ঋষীণামঙ্গীকৃতত্বান্ন দোষ ইতি মন্তব্যম্।

অথ ধর্ম্মব্রতত্যাগেতি—ধর্ম্মাদিভিঃ সাম্যমননমপি প্রমাদোঽপরাধো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব চ—

"বেদাক্ষরাণি যাবন্তি পঠিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ॥"

ইত্যতিদেশেনাপি নাম্ন এব মাহাত্ম্যমায়াতি। উক্তং হি—"মধুরং মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলম্" ইতি। তথা শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে চ—

"ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ। অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

স্কান্দে পার্ব্বত্যুক্তৌ চ—

"মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন। গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥"

পাদ্মে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্" ইতি।

অথাশ্রদ্দধান ইত্যাদিনোপদেষ্টুরপরাধং দর্শয়িত্বোপদেশ্যস্যাহ,—শ্রুত্বেতি;—যতঃ অহংমমাদি-পরমঃ অহন্তামমতাদ্যেকতাৎপর্য্যেণ তস্মিন্ননাদরবানিত্যর্থঃ। "নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্"

ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদিনিমিত্তক'পাষণ্ড'শব্দেন চ দশাপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্। তথা তদ্বিধানামেবাপরাধান্তরমুক্তং পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যে—

"অবমন্য প্রযান্তি যে ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ। তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা ॥" ইতি।

এতেষাঞ্চাপরাধানামনন্যপ্রায়শ্চিত্তত্বমেবোক্তং তত্রৈব—

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্। অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥" ইতি।

অত্র সৎপ্রভৃতিষ্বপরাধে তু তৎসন্তোষার্থমেব সন্ততনামকীর্ত্তনাদিকং সমুচিতম্ ;—অম্বরীষচরিতাদৌ তদেকক্ষম্যত্বেনাপরাধানাং দর্শনাৎ। উক্তঞ্চ নামকৌমুদ্যাম্—"মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তকঃ তদনুগ্রহো বা" ইতি। তস্মাদ্ গত্যন্তরাভাবাৎ সাধূক্তম্ (ভাঃ ২।১।১১)—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাম্" ইতি। (২।১।) শ্রীশুকঃ ॥ ২৬৫ ॥

অতএব প্রথমস্কন্ধান্তে মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রেয়োজিজ্ঞাসাবাক্যসমূহের বর্ণনানন্তর দ্বিতীয়স্কন্ধারম্ভে তদ্বিষয়ে সর্ব্বোত্তম উত্তর বলিবার জন্য প্রথমতঃ—"হে রাজর্ষে! আমি দ্বাপরযুগের শেষভাগে পিতা ব্যাসদেবের নিকট হইতে 'ভাগবত' নামক এই বেদতুল্য পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি নির্গুণব্রহ্মবাদে সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াও শ্রীহরির লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া যে উপাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং যে উপাখ্যানের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইলে পুরুষগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সত্বর অব্যভিচারিণী মতির উদয় হয়, আপনার নিকট সেই ভাগবতোপাখ্যান বর্ণন করিব, যেহেতু আপনি পরমভাগবতরূপে প্রসিদ্ধ" এইরূপে শ্রীভাগবতের পরমমাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক অনন্তর শ্রীভাগবতের উপক্রমেই নানাঙ্গবিশিষ্ট উক্ত পুরাণপ্রবরের শ্রীভগবদুন্মুখতানিবন্ধন ভগবন্নামকীর্ত্তনই উপদেশ করিতেছেন। তন্মধ্যেও তাহা সমস্তের পক্ষেই পরমসাধন এবং পরমসাধ্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—

হে রাজন্! এই অভয় হরিনামকীর্ত্তনই নির্ব্বিদ্যমান, ইচ্ছাশীল এবং যোগিগণের সম্বন্ধে নির্ণীত হইয়াছে ॥২৬৫॥

টীকা—"সাধকগণের এবং সিদ্ধগণেরও ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়ঃ অন্য কিছুই নাই ; ইহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন। "ইচ্ছাশীল" অর্থাৎ কামিগণের সম্বন্ধে এই হরিনামকীর্ত্তনই কামানুরূপ বিবিধ ফলসাধক। "নির্ব্বিদ্যমান" অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে ইহাই মোক্ষসাধন। "যোগিগণের" অর্থাৎ জ্ঞানিগণের সম্বন্ধেও ইহাই ফলরূপে নির্ণীত হইয়াছে, অর্থাৎ এবিষয়ে আর কোন প্রমাণ বলিতে হয় না" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

এই নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরেই প্রশস্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। যথা—"আমি লজ্জাশূন্য হইয়া শ্রীহরির নামসমূহ পাঠ করিয়া" ইত্যাদি শ্রীনারদোক্তি আছে। এই হরিনামকীর্ত্তনে পদ্মপুরাণবর্ণিত দশবিধ অপরাধ পরিত্যাগ করিবে। এবিষয়ে সনৎকুমারবাক্য —"মানব সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং কোন নরাধম শ্রীহরির সম্বন্ধে অপরাধ করিলেও কদাচিৎ নামাশ্রয় করিয়া অবশ্যই উদ্ধার লাভ করিতে পারে, পরন্তু সর্ব্বসুহৃৎস্বরূপ নামসম্বন্ধে অপরাধ করিলে অধঃপতিতই হইয়া থাকে।"

দশাপরাধ, যথা—"সজ্জনগণের নিন্দা নামসম্বন্ধে পরম অপরাধ বিস্তার করে, যেহেতু নাম যে সজ্জনগণের নিকট হইতে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সজ্জনগণের নিন্দা তিনি কোনরূপেই সহ্য করিতে পারেন না(১), যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদি বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন দর্শন করে, সেই ব্যক্তিও হরিনামবিষয়ে অহিতকারী (২), গুরুর অবজ্ঞা (৩), শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা (৪), হরিনামে অর্থবাদ (৫) এবং কল্পন (৬)—এই সকলও শ্রীহরিনামসম্বন্ধে অপরাধস্বরূপ। নামবলে যাহার পাপকার্য্যে মতি জন্মে, যমসমূহদ্বারাও তাহার শুদ্ধি হয় না (৭)। ধর্ম্ম, ব্রত, দান, যজ্ঞ প্রভৃতি যাবতীয় শুভানুষ্ঠানের সহিত শ্রীহরিনামের সাম্যজ্ঞানও শ্রীহরিনামসম্বন্ধে প্রমাদ জানিবে (৮)। শ্রদ্ধারহিত, বিমুখ এবং

শ্রবণেচ্ছাশূন্য পুরুষের প্রতি হরিনামোপদেশও মঙ্গলময়নামাপরাধস্বরূপ হইয়া থাকে (৯)। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে নরাধম তদ্‌বিষয়ে প্রীতিরহিত এবং অহঙ্কারমমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়, তাদৃশ পুরুষও নামবিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকে (১০)।"

'মানব সর্ব্ববিধ অপরাধ করিয়াও' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তবাক্যবিষয়ে শ্রীবিষ্ণুযামলের এই বচনও অনুসন্ধানযোগ্য হইয়া থাকে। যথা—"যে ব্যক্তি ইহলোকে শ্রদ্ধার সহিত আমার নামসমূহ কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার কোটী অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকি, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।" সজ্জনগণের নিন্দা" এই বাক্যদ্বারা তাঁহাদের সম্বন্ধে হিংসাদি বাক্যেরও আগোচররূপেই দর্শিত হইয়াছে (অর্থাৎ যেহেতু নিন্দাই অপরাধজনক, সুতরাং হিংসাদিসম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?)।

স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে নিন্দাদিসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—"যে মূঢ় মানবগণ বৈষ্ণব-মহাপুরুষগণের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণের সহিত মহারৌরবনামক নরকে পতিত হয়। যে-ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের প্রতি হিংসা, নিন্দা, বিদ্বেষ, অনভিনন্দন, ক্রোধ বা দর্শনে নিরানন্দ প্রকাশ করে, তাহার এই ষড়্‌বিধ অপরাধ পতনকারণ হইয়া থাকে।"

নিন্দাশ্রবণেও দোষ উক্ত হইয়াছে, যথা—"যে ব্যক্তি ভগবান্ বা ভগবদ্‌ভক্ত পুরুষের নিন্দা শ্রবণ করিয়া উক্ত নিন্দাস্থান হইতে প্রস্থান না করেন, তিনিও পুণ্যচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইয়া থাকেন।" অসমর্থপুরুষের সম্বন্ধেই 'নিন্দা-ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান' উক্ত হইয়াছে, পরন্তু সমর্থপুরুষ নিন্দুকের জিহ্বা ছেদন করিবেন। অসমর্থপুরুষের তাদৃশনিন্দাশ্রবণে প্রাণপরিত্যাগও কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যথা, শ্রীদেবীবচন—"নিরঙ্কুশ (স্বেচ্ছাচারী) জনগণ ধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষকে তিরস্কার করিলে যদি উক্ত তিরস্কারকারী জনগণের বিনাশে অথবা নিজপ্রাণপরিত্যাগে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক উক্ত ক্ষেত্র হইতে নির্গত হইবে। আর সমর্থ হইলে দুর্জ্জনগণের কটুভাষিণী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিবে—ইহাই ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়া থাকে।"

"যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদি" ইত্যাদি বাক্যেও এরূপ দোষ অনুসন্ধেয়। যথা, গীতাশ্রুতি—"হে অর্জ্জুন! জগতে বিভূতিশালী, শ্রী-সম্পন্ন বা তেজস্বী যে যে প্রাণী বিদ্যমান, তৎসমুদয়ই আমার তেজোংশজাত বলিয়া অবগত হইবে।" এইরূপ—"ব্রহ্মা এবং আমি শিব যাঁহার অংশের অংশস্বরূপ।" "যাঁহার পাদপদ্মনির্গতা গঙ্গারূপিণী নদীশ্রেষ্ঠার সলিলরূপ তীর্থ মস্তকে ধারণহেতু শিব শিবস্বরূপ অর্থাৎ পরম সুখী হইয়াছেন।" "আমি তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি, শিব তাঁহার বশীভূত হইয়া সংহার এবং ত্রিশক্তিধারী শ্রীহরি পুরুষরূপে বিশ্বের পালন করিয়া থাকেন।

এইরূপ মাধ্বভাষ্যপ্রদর্শিত বচনসমূহেও উক্ত হইয়াছে। যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—"জনার্দ্দন রুদ্রকে দ্রাবিত করেন বলিয়া স্বয়ং রুদ্রনামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকেন। এইরূপ তিনিই ঈশনহেতু ঈশান এবং মহত্ত্বহেতু মহাদেব নামেও কথিত হন। সংসারসাগরবিমুক্ত যে-সকল লোক নাকপান অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ভোগ করেন, তাঁহাদের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া এই বিষ্ণুই পিনাকী বলিয়া জানিবে। তিনি সুখাত্মকত্ব-নিবন্ধন শিব, সর্ব্বসংহারহেতু হর, কৃত্ত্যাত্মক (চর্ম্মাত্মক) এই দেহকে প্রবর্ত্তকরূপে বসন অর্থাৎ আচ্ছাদন করায় কৃত্তিবাস, বিরেচনহেতু বিরিঞ্চি, বৃংহণ অর্থাৎ বর্দ্ধনহেতু ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য্যহেতু ইন্দ্রনামে খ্যাত হইয়া থাকেন। এইরূপে পুরুষোত্তম এক ত্রিবিক্রমই বেদ এবং শাস্ত্রসমূহে নানাশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।"

বামনপুরাণবচন—"নারায়ণপ্রভৃতি নামসমূহ অন্য কাহারও প্রতিপাদকরূপে সন্দিগ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু এক বিষ্ণুই অন্যনামসমূহের গতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।"

স্কন্দপুরাণবচন—"সম্রাট্ যেরূপ আশ্রিত সামন্তরাজগণকে নিজরাজধানী প্রদান না করিয়া তাহাদিগকে অন্যত্র পৃথক্ পৃথক্ স্থান প্রদান করেন, সেইরূপ পুরুষোত্তম শ্রীহরিও অন্যদেবতাপ্রভৃতিকে নারায়ণপ্রভৃতি স্বীয়নামসমূহ প্রদান না করিয়া অন্যান্য নাম প্রদান করিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্মপুরাণ-বচন—"কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ, পদ্মভূঃ ইত্যাদি স্বীয় বিশেষনাম এবং শিবকে উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন, কপালী ইত্যাদি স্বীয় বিশেষনাম প্রদান করিয়াছিলেন।"

অতএব শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বাত্মকরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া—"যে পুরুষ সেই বিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদি ভিন্ন অর্থাৎ শক্ত্যন্তরসিদ্ধ—ইহা বুদ্ধিদ্বারাও দর্শন করে, তাদৃশ পুরুষ হরিনামবিষয়ে অহিতকারী" এইরূপ তাৎপর্য্য জ্ঞাতব্য।

এস্থলে মূলশ্লোকে "শিবস্য শ্রীবিষ্ণোঃ" এই বাক্যের "শ্রীবিষ্ণোঃ" এই পদ যদি পঞ্চম্যন্ত না হইয়া ষষ্ঠ্যন্তরূপেই অভিপ্রেত হইত অর্থাৎ "শিবের এবং শ্রীবিষ্ণুর গুণনামাদি" এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "শ্রীবিষ্ণোঃ" এই পদের পর সমুচ্চয়বোধক একটী "চ"কার অবশ্যই প্রদত্ত হইত। পরন্তু তাহা প্রদত্ত না হওয়ায় "শ্রীবিষ্ণোঃ" এই পদটী পঞ্চম্যন্ত জানিয়া "শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদি" এইরূপ পূর্ব্বোক্ত অর্থই সঙ্গতরূপে জ্ঞাতব্য। অতএব এস্থলে উভয়ের অভেদই তাৎপর্য্য নহে। "শ্রীবিষ্ণোঃ" এই পদে "শ্রী" শব্দও বিষ্ণুরই প্রাধান্যবিবক্ষায় প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব পরশ্লোকে "শিবনামাপরাধ" এই বাক্যে শিবশব্দেও মুখ্যত্বহেতু শ্রীবিষ্ণুই প্রতিপাদিত হইয়াছেন,—ইহাই অভিপ্রেত। সহস্রনামাদিতেও 'স্থাণু' 'শিব' প্রভৃতি শব্দ তাঁহারই নামরূপে উক্ত হইয়াছে।

অনন্তর শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দন উক্ত হইতেছে। যথা—

দত্তাত্রেয় এবং ঋষভদেবের উপাসক পাষণ্ডিগণের পাষণ্ডমার্গানুসারে বেদাদি শাস্ত্রনিন্দা।

"হরিনামে অর্থবাদ" অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে হরিনামের যে সকল অতুলনীয় মাহাত্ম্য দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল স্তুতিবাক্যমাত্র—এইরূপ নির্ণয়। "কল্পন" অর্থাৎ তন্মাহাত্ম্যের গৌণত্বপ্রতিপাদনার্থ উপায়ান্তর চিন্তা।

কূর্ম্মপুরাণে ব্যাসগীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে—

"দেবদ্রোহ অপেক্ষা গুরুদ্রোহ কোটিকোটিগুণে অধিক দোষজনক এবং গুরুদ্রোহ অপেক্ষাও জ্ঞানাপবাদরূপ নাস্তিক্য কোটিগুণে অধিক দোষজনক হইয়া থাকে।"

পরন্তু নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও অজামিল—"তাদৃশ পাপাচারী আমি নিশ্চয়ই অতিভীষণ নরকে পতিত হইব" ইত্যাদিরূপে যে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র নিজের দুষ্কর্ম্মচিন্তাহেতুই জানিতে হইবে। কিন্তু নামমাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ শ্লোকদ্বয়ে আশ্বস্তভাবই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা—

"আমি তাদৃশ দুর্ভাগা হইলেও পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, যাহা হইতে অদ্য এই দেবশ্রেষ্ঠগণের দর্শন লাভ করিয়াছি এবং তজ্জন্য আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে। অন্যথা ম্রিয়মাণ অশুচি বৃষলীপতির (শূদ্রা রমণীর স্বামীর) জিহ্বা হরিনামগ্রহণে সমর্থ হইতে পারে না।

"নামবলে পাপবুদ্ধি"—যদিও নামবলে অনুষ্ঠিত পাপসমূহ উক্ত নামদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষ যে-নামবলে পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের চরণারবিন্দসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই নামবলেই পরমঘৃণাস্পদ পাপবিষয়ের সাধন পরমদৌরাত্ম্যস্বরূপই হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন নামকে নিকৃষ্টই করা হয় বলিয়া অনুষ্ঠিত পাপ অপেক্ষাও কোটিগুণেঅধিক অপরাধ নিশ্চিতই উপস্থিত হইয়া থাকে। পরন্তু—"মানব সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তবাক্যানুসারে ভগবদ্ভক্তিসম্পন্ন নামাপরাধিপুরুষেরও অধঃপাতনিয়মহেতু এবং "নামাপরাধী পুরুষগণ পুনরায় নিরন্তর নামকীর্ত্তন করিলে ঐ নামসমূহই তাহাদিকে পাপমুক্ত করিয়া থাকে" এই বাক্যানুসারে কেবলমাত্র পুনরায় নিরন্তর নামকীর্ত্তনই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। অতএব "যমসমূহদ্বারা" অর্থাৎ অনেক যমনিয়মাদি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অথবা "যমসমূহদ্বারা" অর্থাৎ ক্রমশঃ অধিকারপ্রাপ্ত বহুকৃতান্তদ্বারা দণ্ডিত হইলেও তাহার বিশুদ্ধির অভাব সঙ্গতই হইয়া থাকে। অতএব অশ্বমেধরূপ ভগবদ্যজ্ঞবলে ইন্দ্রের যে বৃত্রবধরূপ পাপপ্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র লোকোপদ্রবশান্তি এবং বৃত্রাসুরের অসুরভাবখণ্ডনবিষয়ে অভিলাষী ঋষিগণের আদেশে অঙ্গীকৃত বলিয়াই কোন দোষ নাই, মনে করিতে হইবে।

"ধর্ম্ম-ব্রত-দান" ইত্যাদি—অর্থাৎ ধর্ম্মাদির সহিত শ্রীহরিনামের সাম্যজ্ঞানও "প্রমাদ" অর্থাৎ অপরাধ হইয়া থাকে। অতএব—"দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক পঠিত বেদসমূহ যাদৃশ ফলদায়ক হয়, কীর্ত্তিত হরিনামসমূহও তাদৃশ হইয়া থাকে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই" এই অতিদেশবাক্যেও শ্রীহরিনামেরই মাহাত্ম্য লব্ধ হইতেছে। শ্রীভাগবতেও—"এই কৃষ্ণনাম নিখিলবেদকল্পলতিকার উত্তমফলস্বরূপ, ইহা অতি সুমধুর এবং পরমমঙ্গলময়" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ বিষ্ণুধর্ম্মে—"যিনি 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক বেদচতুষ্টয়ই অধীত হইয়াছে।" স্কন্দপুরাণে শ্রীপার্ব্বতীবাক্য—"হে বৎস! তুমি ঋক্, যজুঃ বা সামবেদ—ইহাদের কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন না করিয়া নিরন্তর একমাত্র কীর্ত্তনীয় 'গোবিন্দ' এই হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" পদ্মপুরাণে শ্রীরামাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—"শ্রীবিষ্ণুর এক একটী নামই নিখিলবেদ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।"

অনন্তর "শ্রদ্ধারহিত" ইত্যাদিবাক্যে উপদেশকের অপরাধ প্রদর্শনপূর্ব্বক "নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও" ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ্য পুরুষের অপরাধ উক্ত হইতেছে। যেহেতু তাদৃশপুরুষ "অহংমমাদিপরম" অর্থাৎ অহংভাব ও মমত্ববিষয়েই একমাত্র তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়া শ্রীহরিনামে অনাদরযুক্ত, অতএব অপরাধী। "নামৈকং যস্য বাচি শ্রবণপথগতম্" ইত্যাদি-শ্লোকে দেহদ্রবিণাদিনিমিত্তক 'পাষণ্ড' শব্দদ্বারাও দশাপরাধ লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু ঐ সমস্ত পাষণ্ডময় হইয়া থাকে। এইরূপ পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে তাদৃশপুরুষগণেরই অপরাধান্তর উক্ত হইয়াছে, যথা—

"যে-সকল মানব ভগবৎকীর্ত্তন অবজ্ঞা করিয়া অন্যত্র গমন করে, তাহারা উক্ত পাপকর্ম্মহেতু ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে।" এই সকল অপরাধের অপর প্রায়শ্চিত্তের অভাবই তথায় উক্ত হইয়াছে। যথা—"নামাপরাধিপুরুষ-গণের পক্ষে নিরন্তরভাবে উচ্চারিত নামসমূহই পাপনাশক এবং প্রয়োজনসাধক হইয়া থাকে।"

অম্বরীষচরিত প্রভৃতিতে একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনহেতুই অপরাধসমূহ ক্ষমাযোগ্যরূপে দৃষ্ট হওয়ায় এস্থলে সজ্জনাদিবিষয়ে অপরাধ হইলে তাঁহাদের সন্তোষার্থই নিরন্তর নামকীর্ত্তনাদি সমুচিত হইয়া থাকে। শ্রীনাম কৌমুদীতেও উক্ত হইয়াছে যে—"মহাজনবিষয়ে অপরাধ হইলে তৎফলভোগ কিম্বা তদীয় অনুগ্রহই অপরাধের নিবৃত্তিকারক হইয়া থাকে" অতএব অন্যগতির অভাবহেতু—"হে রাজন্! এই হরিনামকীর্ত্তনই নির্ব্বিদ্যমান, ইচ্ছাশীল এবং যোগিগণের সম্বন্ধে নির্ণীত হইয়াছে" এইবাক্য সঙ্গতই উক্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ২৬৫ ॥

এবং শ্রীনারদেনোক্তং বৃহন্নারদীয়ে—

"মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ। মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে ॥" ইতি।

অথ শ্রীরূপকীর্ত্তনম্ (ভাঃ ১১।৩০।৩-৪)—

প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা ইত্যাদৌ যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কীর্ত্ত্যমানা কবীনাম্ ॥ ২৬৬ ॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শোভাসম্পত্তিঃ কীর্ত্ত্যমানা সতী কবীনাং তৎকীর্ত্তকানাং বাচাং তৎকীর্ত্তনেষ্বেব রাগং জনয়তি। অথোক্তং শ্রীচতুঃসনেন (ভাঃ ৩।১৫।৪৯)—"কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু ন স্তাৎ" ইত্যাদৌ "বাচস্তু নস্তুলসিবদ্যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ" ইতি ॥ (১১।৩০।) রাজা শ্রীশুকম্ ॥ ২৬৬ ॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীনারদ-কর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে যে—"মনু এবং মুনীন্দ্রগণও যাঁহার নামমাহাত্ম্যসমূহের পারগমনে সমর্থ হন নাই, নিতান্ত ক্ষুণ্ণবুদ্ধি আমি, কিরূপে তাঁহার ভজন করিব।"

অনন্তর শ্রীরূপকীর্ত্তন ব্যাখ্যাত হইতেছে, যথা—

রমণীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে-রূপে নয়ন লগ্ন হইলে তাহা হইতে তাহার প্রত্যানয়নে সমর্থ হইতেন না, যে-রূপ কর্ণপথে সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তথা হইতে নির্গত না হইয়া চিত্রিততুল্য অবস্থান করিত। যাঁহার

'শ্রী' বর্ণনকালে কবিগণের বাক্যের উল্লাস-বিশেষ উৎপাদনপূর্ব্বক জগতে সুতরাংই তাঁহাদের সম্মান উৎপাদন করিত এবং কুরুসমরে অর্জ্জুনের রথে অবস্থিত যে-রূপ দর্শন করিয়া নিহত বীরগণ তৎসাম্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৬৬ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণরূপের শোভাসম্পত্তি কীর্ত্ত্যমানা হইয়া "কবি" অর্থাৎ তৎকীর্ত্তনকারিগণের বাক্যের তৎকীর্ত্তনেই অনুরাগ উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব শ্রীচতুঃসনকর্ত্তৃকও উক্ত হইয়াছে যে—"হে ভগবন্! আমাদের চিত্ত যদি ভ্রমরের ন্যায় সর্ব্বদা ভবদীয় পাদপদ্মে রত হয়, বাক্য যদি ভবদীয় চরণসম্পর্কে তুলসীর ন্যায় শোভাযুক্ত হয় এবং কর্ণ যদি ভবদীয় গুণগান-দ্বারা পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আমাদের নরকে জন্ম হইলেও কোন দুঃখ নাই ॥" শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীরাজাপরীক্ষিতের উক্তি ॥ ২৬৬ ॥

অথ গুণকীর্ত্তনম্ (ভাঃ ১।৫।২২)—

ইদং হি পুংসস্তপসঃশ্রুতস্য বা, স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো, যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২৬৭ ॥

শ্রুতং বেদাধ্যয়নম্; স্বিষ্টং যাগাদি; সূক্তং মন্ত্রাদিজপঃ; বুদ্ধং শাস্ত্রীয়বোধঃ; দত্তং দানম্; এতেষাং ভগবদর্পিতানাং সতামেবাবিচ্যুতোঽর্থো নিত্যং ফলম্। কিং তৎ? উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানুবর্ণনং যৎ। জাতায়ামপি গুণানুবর্ণনসাধ্যায়াং পরমপুরুষার্থরূপায়াং রতৌ গুণানুবর্ণনস্য প্রত্যুত নিত্যনিত্যোল্লাসাৎ অবিচ্যুতত্বমুক্তম্। তস্মাদবিচ্যুতত্বেন রতিমেবাস্য ফলং সূচয়তি॥ (১।৫।) শ্রীনারদঃ শ্রীব্যাসম্ ॥ ২৬৭ ॥

অনন্তর গুণকীর্ত্তন বর্ণিত হইতেছে, যথা—

উত্তমঃশ্লোকের যে গুণানুবর্ণন—ইহাই পুরুষের তপস্যা, শ্রুত, স্বিষ্ট, সূক্ত, বুদ্ধ এবং দত্ত প্রভৃতির অবিচ্যুত অর্থরূপে কবিগণ-কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে ॥ ২৬৭ ॥

"শ্রুত" অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, "স্বিষ্ট" অর্থাৎ যাগাদি, "সূক্ত" অর্থাৎ মন্ত্রাদিজপ, "বুদ্ধ" অর্থাৎ শাস্ত্রীয়বোধ, "দত্ত" অর্থাৎ দান; এই সকল ভগবানে অর্পিত হইলেই উহারা পুরুষের "অবিচ্যুত অর্থ" অর্থাৎ নিত্যফলরূপে নিরূপিত হইয়াছে। তাহা কি? ইহাই বলিতেছেন—উত্তমঃশ্লোকের যে গুণানুবর্ণন, ইহাই উক্ত নিত্যফলস্বরূপ। গুণানুবর্ণন-সাধ্যা পরমপুরুষার্থরূপা রতি উৎপন্না হইলেও গুণানুবর্ণনের নিত্যনূতন উল্লাসহেতু অবিচ্যুতত্ব উক্ত হইয়াছে। অতএব অবিচ্যুতত্বরূপে রতিই ইহার ফলস্বরূপ সূচিত হইতেছে ॥ শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ২৬৭ ॥

অথ লীলাকীর্ত্তনম্ (ভাঃ ২।৮।৪)—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ২৬৮ ॥

নাতিদীর্ঘেণ স্বল্পেনৈব বিশতে স্ফুরতি। (২।৮।) শ্রীশুকঃ শ্রীপরীক্ষিতম্ ॥ ২৬৮ ॥

অনন্তর লীলাকীর্ত্তন প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান্ শ্রীহরির লীলাসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ নাতিদীর্ঘকালেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকেন ॥ ২৬৮ ॥

"নাতিদীর্ঘ" অর্থাৎ স্বল্পকালেই "প্রবেশ করিয়া থাকেন" অর্থাৎ স্ফুরিত হইয়া থাকেন ॥ শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ২৬৮ ॥

তথা (ভাঃ ১২।১২।৪৯)—

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা, ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং, তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
ইত্যাদি, যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে—ইত্যন্তম্॥ ২৬৯॥

অসতীরসত্যাঃ; অসতাং ভগবতস্তদ্ভক্তেভ্যশ্চান্যেষাং কথা যাসু তাঃ; যৎ যাসু গীর্ষু ন কথ্যতে। উত্তমঃশ্লোকস্য যশোঽনুগীয়তে ইতি তু যৎ তৎ তদীয়লীলাময়ানুগানমেব সত্যমিত্যাদি। কথং সত্যত্বং মঙ্গলত্বঞ্চ? তত্রাহ—ভগবদ্গুণানামুদয়ো গায়কহৃদি স্ফূর্ত্তির্যস্মাৎ তৎ—তদীয়রতিপ্রদমিত্যর্থঃ। স্কান্দে—

"যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা। তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুতবৎসলা॥"

বিষ্ণুধর্ম্মে স্কান্দে চ ভগবদুক্তৌ—

"মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণে রতম্। মৎকথাপ্রীতিমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥" ইতি।

অত্র "চানুগীয়তে" ইত্যনেন সুকণ্ঠতা চেদ্গানমেব কর্ত্তব্যম্, তচ্চ প্রশস্তমিত্যায়াতম্। এবং নামাদীনামপি; উক্তঞ্চ—(ভাঃ ১১।২।৯) "গীতানি নামানি তদর্থকানি, গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ" ইতি।

অন্যত্র চ (ভাঃ ১০।৬৯।৪৫)—

"যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতুঃ, কর্ম্মাণ্যনন্যবিষয়াণি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা, ভক্তির্ভবেদ্ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে॥"

ইতি। গানশক্ত্যভাবে স্বস্মাদুৎকৃষ্টতরস্য প্রাপ্তৌ বা তচ্ছৃণোতি; তদাসক্ত্যভাবে তদনুমোদতে—প্রীত্যর্থঃ। শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে শ্রীবিষ্ণুক্তৌ—

"রাগেণাকৃষ্যতে চেতো গান্ধর্বাভিমুখং যদি। ময়ি বুদ্ধিং সমাস্থায় গায়েথা মম সৎকথাঃ॥" ইতি।

পাদ্মে চ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীভগবদুক্তৌ—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"
"তেষাং পূজাদিকং গন্ধধূপাদ্যৈঃ ক্রিয়তে নরৈঃ। তেন প্রীতিং পরাং যামি ন তথা মম পূজনাৎ॥" ইতি।

তে চ প্রাণিমাত্রাণামেব পরমোপকর্ত্তারঃ কিমুত স্বেষাম্; যথোক্তং নারসিংহে শ্রীপ্রহ্লাদেন—

"তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ॥" ইতি।

অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষপোষাৎ পূর্ব্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ নামসঙ্কীর্ত্তনে যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

ইতি। (১২।১২।) শ্রীসূতঃ॥ ২৬৯॥

এইরূপ—যাহাতে ভগবান্ অধোক্ষজ কীর্ত্তিত না হন, তাদৃশী অসৎকথাযুক্তা মিথ্যাবাক্যাবলী অসতী হইয়া থাকে, পরন্তু ভগবদ্গুণোদয়ই সত্য, মঙ্গল এবং পুণ্যস্বরূপ, ইত্যাদি হইতে—"উত্তমঃশ্লোকের যে যশঃ অনুক্ষণ গীত হইয়া থাকে, তাহাই সত্য। এই পর্য্যন্ত॥ ২৬৯॥

"যাহাতে" অর্থাৎ যে মিথ্যাবাক্যাবলীসমূহে ভগবান্ কীর্ত্তিত না হ'ন এবং যাহা "অসৎকথাযুক্তা" অর্থাৎ ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণব্যতীত অপরপুরুষগণের কথাবিশিষ্টা, তাহা অসতী হইয়া থাকে। উত্তমঃশ্লোকের যে যশঃ অনুক্ষণ গীত হইয়া থাকে তাহাই অর্থাৎ তদীয় লীলাময় কথার অনুকীর্ত্তনই সত্য, মঙ্গল এবং পুণ্যস্বরূপ। সত্যত্ব এবং মঙ্গলত্ববিষয়ের হেতু বলিতেছেন—"ভগবদ্‌গুণোদয়" অর্থাৎ ভগবদ্‌গুণসমূহের "উদয়" অর্থাৎ গায়কহৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয় যাহা হইতে, তাদৃশ অর্থাৎ তদীয়রতিপ্রদ।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—"হে রাজন্! সন্তানবৎসলা ধেনু যেরূপ সন্তানের নিকট গমন করে, সেইরূপ যে-যে-স্থানে হরিকথা প্রবর্ত্তিত হয়, ভগবান্‌ও তত্তৎস্থানে গমন করিয়া থাকেন।"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এবং স্কন্দপুরাণে ভগবদ্‌বাক্যও এইরূপ—"যিনি সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন করিবেন, আমার কথা শ্রবণে আসক্ত হইবেন এবং আমার কথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না।" এস্থলে "অনুক্ষণ গীত" এই বাক্যদ্বারা সুকণ্ঠসত্ত্বে গানই কর্ত্তব্য এবং তাহাই প্রশস্তরূপে উপলব্ধ হইয়াছে।

এইরূপ নামাদিসম্বন্ধেও জানিতে হইবে। এবিষয়ে উক্তও হইয়াছে যে—"লজ্জারহিত হইয়া তদ্‌বিষয়ক গীত এবং নামসমূহ গান করিতে করিতে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিবে।" অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে যে—"হে বৎস! বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীহরি যে-সকল অনন্যসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি তৎসমুদয়ের কীর্ত্তন, শ্রবণ বা অনুমোদন করেন তাঁহার অপবর্গমার্গস্বরূপ শ্রীহরির প্রতি ভক্তি হইয়া থাকে।"

গানের শক্তি না থাকিলে অথবা নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গায়ক পাওয়া গেলে তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, এবং তাহাতেও আসক্তি না থাকিলে যদি তাহার অনুমোদনও করেন তাহা হইলেও ভক্তি হইয়া থাকে।

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবিষ্ণুবাক্য, যথা—"যদি শ্রীগান্ধর্ব্বার প্রতি অনুরাগবশতঃ চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার প্রতি বুদ্ধিসন্নিবেশপূর্ব্বক মদীয় সৎকথা গান করিবে।"

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ভগবদ্‌বচন, যথা—"হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অথবা যোগিগণের হৃদয়ে বাস করি না, পরন্তু আমার ভক্তগণ যে-স্থলে মদ্‌বিষয়ক গান করেন, সেই স্থানেই বাস করিয়া থাকি। মানবগণ গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা মদীয় তাদৃশভক্তগণের যে পূজা করেন, আমি তাহাতেই পরম প্রীত হইয়া থাকি, পরন্তু নিজ পূজাতে তাদৃশ প্রীত হই না।"

তাঁহারা কেবলমাত্র নিজের নহে, পরন্তু প্রাণিমাত্রেরই পরম উপকারক হইয়া থাকেন। যথা নৃসিংহপুরাণে প্রহ্লাদবচন—"হে নৃসিংহদেব! যে-সাধুগণ হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আপনার নামকীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সর্ব্বভূতের অহৈতুক-বান্ধব-স্বরূপ।"

এস্থলে অনেক পুরুষের একত্রিতভাবে কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তননামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাদৃশ সঙ্কীর্ত্তন চমৎকার-বিশেষের পোষণহেতু কীর্ত্তন অপেক্ষাও অধিকরূপে জ্ঞাতব্য। এই নামসঙ্কীর্ত্তনবিষয়ে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এরূপ নিয়ম বলিয়াছেন যে—"তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী, মানদ ব্যক্তিকর্ত্তৃক নিরন্তর শ্রীহরি কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন।" শ্রীগুরুগোস্বামীর উক্তি ॥ ২৬৯ ॥

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির্ভগবতো দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াভির্দীনজনৈকবিষয়াপারকরুণাময়ীতি শ্রুতি-পুরাণাদিবিশ্রুতিঃ। কলৌ চ দীনত্বং যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

"অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। সাঙ্গা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ॥" ইতি।

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় তাননায়াসেনৈব তত্তদ্‌যুগগত-মহাসাধনানাং সর্ব্বেষামেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। অতএব তয়ৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি।

"তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্ত্তনম্। কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্রীত্যৈ সমাচরেৎ॥"

ইতি স্কান্দচাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যবচনানুসারেণ। তদেবমাহ (ভাঃ ১২।৩।৫২)—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ২৭০॥

যদ্ যৎ কৃতাদিষু তেন তেন সাধনেন স্যাৎ তৎ সর্ব্বং কলৌ হরিকীর্ত্তনাদ্ ভবতীতি। অন্যত্র চ—"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্য কেশবম্॥" ইতি। (১২। ৩।) শ্রীশুকঃ॥ ২৭০॥

যাহারা দ্রব্য, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়াবিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তমদ্রব্যজাতিগুণক্রিয়া বর্ত্তমান নাই, ভগবান্ তাহাদের একমাত্র বিষয়রূপে অপারকরুণারূপিণী এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির বিধান করিয়াছেন; ইহা শ্রুতি-পুরাণাদিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই কলিযুগে মানবগণের দীনত্ব বর্ণিতও হইয়াছে, যথা—"অতএব তপস্যা, যোগ, জ্ঞান, যজ্ঞপ্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ কলিযুগে সুনিপুণ পুরুষগণকর্ত্তৃক আচরিত হইলেও তাহা সাঙ্গ হয় না।"

অতএব কলিযুগে স্বভাবতই অতিদীনভাবাপন্ন মানবগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়া এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি তাহাদিগকে অনায়াসে অন্যান্যযুগগত মহাসাধনসমূহের যাবতীয় ফলই প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। যেহেতু তাহাদ্বারাই কলিযুগে ভগবানের বিশেষভাবে সন্তোষ হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে চাতুর্মাস্যমাহাত্ম্যেও এরূপ উক্ত হইয়াছে যে—"শ্রীহরিকীর্ত্তনই জগতে তাদৃশ উত্তম-তপঃস্বরূপ, কলিযুগে বিষ্ণুপ্রীতির জন্য বিশেষরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবে।" অতএব বলিয়াছেন—

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানরত পুরুষের, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজনকারী পুরুষের এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যাশীল পুরুষের যে-ফল হয়, কলিযুগে হরিসংকীর্ত্তন হইতে তাহা হইয়া থাকে। ২৭০।

সত্যপ্রভৃতি যুগে তত্তৎসাধনদ্বারা যে-যে-ফল সিদ্ধ হয়, কলিযুগে হরিসংকীর্ত্তন হইতে তাহার সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে—"পুরুষ সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনদ্বারা যাহা লাভ করেন, কলিযুগে কীর্ত্তন করিয়াই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" শ্রীশুকদেবের উক্তি। ২৭০।

অতএব (ভাঃ ১১।৫।৩৬)—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥ ২৭১॥

গুণজ্ঞাঃ কীর্ত্তনপ্রচাররূপং তদ্‌গুণং জানন্তঃ। অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ সারমাত্র-গ্রহণাঃ কলিং সভাজয়ন্তি। গুণমেব দর্শয়তি,—যত্র প্রচারিতেন সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বঃ ধ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধনসহস্রৈঃ সাধ্যঃ॥ ২৭১॥

অতএব—যাহাতে সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই সমস্ত স্বার্থ লব্ধ হয় সেই কলিযুগকে গুণজ্ঞ সারভাগী আর্য্যগণ সম্মান করিয়া থাকেন। ২৭১।

"গুণজ্ঞ" অর্থাৎ যাঁহারা কলিযুগের কীর্ত্তন-প্রচাররূপ গুণ অবগত আছেন। অতএব তাহার দোষগ্রহণ না করায় 'সারভাগী' অর্থাৎ সারমাত্রগ্রাহী পুরুষগণ কলিযুগের সম্মান করিয়া থাকেন। গুণই প্রদর্শন করিতেছে—"যাহাতে" অর্থাৎ যে-কলিযুগে প্রচারিত সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই অর্থাৎ সাধনান্তর-নিরপেক্ষ কেবল সঙ্কীর্ত্তনদ্বারা "সমস্ত স্বার্থ" অর্থাৎ সত্যাদি-যুগে ধ্যানপ্রভৃতি সাধনসহস্রদ্বারা যে-সকল সাধ্য হয়, তৎসমুদয়ই লব্ধ হইয়া থাকে। ২৭১।

কীর্ত্তনস্যৈব মহিমানমাহ (ভাঃ ১১।৫।৩৭)—

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ২৭২ ॥

অতঃ কীর্ত্তনাৎ; যতো যস্মাৎ কীর্ত্তনাৎ; পরমাং শান্তিং (ভাঃ ১১।১৯।৩৬) "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেঃ" ইতি ভগবদ্বাক্যানুসারেণ ধ্যানাদিভিরপ্যসাধ্যাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং ভগবন্নিষ্ঠাং প্রাপ্নোত্যনুসঙ্গেন সংসারশ্চ নশ্যতি। অতএব ধ্যাননিষ্ঠা অপি কৃতাদিষু প্রজা এতাদৃশীং ভগবন্নিষ্ঠাং ন প্রাপ্তবত্যঃ "মহাভাগবতা নিত্যং কলৌ কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনম্।" ইতি স্কান্দাদ্যনুসারেণ তাদৃশনিষ্ঠা-কারণং কীর্ত্তনমাহাত্ম্যঞ্চ দীনৈক-কৃপাতিশয়শালিনা ভগবতা তদানীং তত্তৎসামর্থ্যাবসরে যস্মাৎ ন প্রকাশিতং, তস্মাৎ ধ্যানাদিসমর্থাস্তাঃ প্রজা জিহ্বোষ্ঠস্পন্দনমাত্রস্য নাতিসাধনত্বং ভবেদিতি মত্বা তন্ন শ্রদ্ধিতবত্যশ্চ ॥ ২৭২ ॥

কীর্ত্তনেরই মহিমা বলিতেছেন, যথা—

যাহা হইতে মানব পরমশান্তি প্রাপ্ত হয় এবং (তাহার) সংসার নষ্ট হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা ইহলোকে ভ্রমণশীল দেহিগণের পরমলাভ আর নাই। ২৭২।

"ইহা অপেক্ষা" অর্থাৎ এই কীর্ত্তন অপেক্ষা। "যাহা হইতে" অর্থাৎ যে কীর্ত্তন হইতে। "পরমা শান্তি" অর্থাৎ "মদ্বিষয়ে বুদ্ধির নিষ্ঠাই শম-নামে অভিহিত হয়"—এই ভগবদ্বাক্যানুসারে ধ্যানাদিদ্বারাও অসাধ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট-ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং আনুসঙ্গিকভাবে সংসারও নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সত্যপ্রভৃতি যুগের প্রজাগণ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়াও এতাদৃশী ভগবন্নিষ্ঠা প্রাপ্ত হ'ন নাই। যেহেতু দীনজনের প্রতি একমাত্র অতি কৃপালু ভগবান্—"কলিযুগে মহাভাগবতগণ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন" এই স্কন্দপুরাণাদির বচনানুসারে ধ্যানাদিসামর্থ্যযুক্ত সত্যপ্রভৃতি যুগে তাদৃশভগবন্নিষ্ঠার কারণভূত কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন নাই, সেই হেতু ধ্যানাদি সমর্থ তৎকালীন প্রজাগণ—'জিহ্বা ও ওষ্ঠদেশের স্পন্দনমাত্ররূপ কীর্ত্তন উত্তমসাধনস্বরূপ হইতে পারে না' এইরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাকে শ্রদ্ধাও করেন নাই। ২৭২।

ততঃ কলিপ্রজানাং পরমভগবন্নিষ্ঠতাং শ্রুত্বা তদর্থং কলাবেব কেবলং নিজজন্ম প্রার্থয়ন্ত ইত্যাহ—(ভাঃ ১১।৫।৩৮)—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ২৭৩ ॥

তৎপরায়ণত্বমত্র তদীয়প্রেমাতিশয়বত্ত্বম্। এতদেব "পরমাং শান্তিম্" ইত্যনেন কার্য্যদ্বারাব্যঞ্জিতম্। (ভাঃ ৬।১৪।৫)—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়াণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা" ইত্যত্র যদ্বৎ। অত্র কলিসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি ন বক্তব্যম্, ভক্তিমাত্রে কালদেশনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। বিশেষতো নামোপলক্ষ্য চ বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে—

"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরের্নামনি লুব্ধক।" ইতি।

স্কান্দে পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যে বিষ্ণুধর্ম্মে চ—"চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ" ইতি।

স্কান্দ এব চ—

"ন দেশকালাবস্থাত্মশুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নামকামিতকামদম্॥" ইতি।

বিষ্ণুধর্ম্মে চ—

"কলৌ কৃতযুগং তস্য কলিস্তস্য কৃতে যুগে। যস্য চেতসি গোবিন্দো হৃদয়ে যস্য নাচ্যুতঃ ॥" ইতি।

ন চ কলাবন্যসাধনাসমর্থত্বাদেব তেনাল্পেনাপি মহৎ ফলং ভবতি, ন তু তস্য গরীয়স্তেনেতি মন্তব্যম্। "যস্মিন্ ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে, বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসাং ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ, কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥

ইতি সমাধিপর্য্যন্তাদপি স্মরণাৎ কৈমুত্যেন কীর্ত্তনস্যৈব গরীয়স্ত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দর্শিতম্।

অতএবোক্তম্—"এতন্নির্বিদ্যমানানাম্" ইত্যাদি। তথা চ—

"অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্বহ্বায়াসেন সাধ্যতে। ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্ ॥"

ইতি বৈষ্ণবচিন্তামণৌ।

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥"

ইত্যন্যত্র; "সর্ব্বাপরাধকৃদপি" ইত্যাদিনামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রে চ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্।

কলৌ চ শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যত ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্।

অতএব, "যদন্যাপি ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈব" ইত্যুক্তম্ (ভাঃ ১১।৫।৩২)—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" ইতি। অত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

ইত্যাদৌ; তস্মাৎ সাধূক্তং (ভাঃ ১১।৫।৩৬) "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ" ইত্যাদিত্রয়ম্ ॥ (১১।৫।) শ্রীকরভাজনো নিমিম্ ॥ ২৭৩ ॥

অনন্তর কলিযুগের প্রজাগণের পরমভগবন্নিষ্ঠা শ্রবণপূর্ব্বক ঐসকল প্রজাগণ কলিযুগেই কেবলমাত্র নিজজন্ম প্রার্থনা করেন, ইহাই বলিতেছেন। যথা—

হে রাজন্! সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, যেহেতু কলিযুগে মানবগণ নারায়ণ-পরায়ণ হইবেন ॥ ২৭৩ ॥

এস্থলে "নারায়ণপরায়ণত্ব" অর্থে নারায়ণে প্রেমাতিশয়বিশিষ্টত্ব। "মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যেও প্রশান্তচিত্ত নারায়ণ-পরায়ণ পুরুষ সুদুর্লভ হইয়া থাকেন ॥"—এই বাক্যের ন্যায় পূর্ব্বশ্লোকের "পরমশান্তি প্রাপ্ত হয়" এইবাক্যের কার্য্যদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে কলিসঙ্গহেতু কীর্ত্তনের গুণোৎকর্ষ হয়—এরূপ বক্তব্য নহে, যেহেতু ভক্তি-মাত্রেই কালদেশনিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ নাম উপলক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মে ক্ষত্রবন্ধুর উপাখ্যানে বলিয়াছেন যে—"হে ব্যাধ! হরিনাম-বিষয়ে দেশনিয়ম, কালনিয়ম কিম্বা উচ্ছিষ্ট অবস্থায় কোনরূপ নিষেধ বর্ত্তমান নাই।"

স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে এবং বিষ্ণুধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে যে—"সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চক্রায়ুধ ভগবানের নামসমূহ কীর্ত্তন করিবে।" স্কন্দপুরাণে—"এই হরিনাম দেশ, কাল, অবস্থা, দেহশুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র-ভাবেই অভিলষিত-কামপ্রদ হইয়া থাকে।" বিষ্ণুধর্ম্মে—"কলিযুগে যাঁহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান, তাঁহার পক্ষে ঐযুগ সত্যযুগস্বরূপ এবং সত্যযুগে যাহার চিত্তে শ্রীহরি বিরাজমান নহেন, তাহার পক্ষে ঐযুগ কলিযুগস্বরূপ হইয়া থাকে।"

কলিযুগে অন্য-সাধন-বিষয়ে মানবগণের সামর্থ্য নাই বলিয়াই অল্পসাধনস্বরূপ হরিনামকীর্ত্তনদ্বারাই মহাফল সিদ্ধ হইয়া থাকে, পরন্তু হরিনামকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বনিবন্ধন নহে—এইরূপ জ্ঞান করা উচিত নহে। যেহেতু—"যাঁহাতে মনোনিবেশ করিলে পুরুষ নরকগামী হয় না, স্বর্গসুখও যাঁহার ধ্যানে বিঘ্নরূপে অনুভূত হয়, যাঁহার প্রতি আত্মমনোনিবেশ করিলে পুরুষগণের পক্ষে ব্রহ্মলোকও ক্ষুদ্ররূপে নির্ণীত হয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তস্থিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির কীর্ত্তন হইতে সমস্ত পাপ যে বিনষ্ট হইবে—এ বিষয়ে আশ্চর্য কি?" এইবাক্যে সমাধি-পর্য্যন্ত স্মরণ হইতেও কৈমুত্যন্যায়ানুসারে বিষ্ণুপুরাণে কীর্ত্তনেরই শ্রেষ্ঠসাধনত্ব দর্শিত হইয়াছে।

অতএব—"হে রাজন্! এই অভয় হরিনামকীর্ত্তনই নির্ব্বিঘ্নমান, ইচ্ছাশীল এবং যোগিগণের সম্বন্ধে নির্ণীত হইয়াছে" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবচিন্তামণিবচনও এইরূপ—"বিষ্ণুর স্মরণ সর্ব্বপাপবিনাশন, উহা বহুপ্রয়াসে সাধিত হয়। ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রদ্বারা যে-কীর্ত্তন, তাহা উক্ত স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, "হে ভরতকুলনন্দন! যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী শতজন্মে বাসুদেব অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহারই মুখে সর্ব্বদা হরিনাম বিরাজমান হইয়া থাকেন।" নামাপরাধভঞ্জনস্তোত্রেও—"মানুষ সর্ব্বপ্রকার অপরাধ করিয়াও শ্রীহরির আশ্রয়হেতু মুক্ত হইয়া থাকে" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীহরিকীর্ত্তনের সমানই সামর্থ্য জ্ঞাতব্য।

পরন্তু কলিযুগে ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক জীবকে উহা গ্রহণ করাইয়া থাকেন বলিয়াই কলিযুগে তাহার প্রশংসা শ্রুত হইয়া থাকে—ইহাই সিদ্ধান্তরূপে জানিতে হইবে। অতএব যদি কলিযুগে অন্যভক্তির অনুষ্ঠানও করিতে হয়, তাহা হইলেও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগেই তাহা করিতে হইবে—এইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"সুবুদ্ধিপুরুষগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞসমূহদ্বারা তাঁহার যজন করিয়া থাকেন।" এই কলিযুগে স্বতন্ত্রনামকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত, যথা—"কলি-যুগে একমাত্র হরিনামই গতিস্বরূপ, এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই।" অতএব—"যাহাতে সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই সমস্ত স্বার্থ লব্ধ হয়, সেই কলিযুগকে গুণজ্ঞ সারভাগী আর্য্যগণ সম্মান করিয়া থাকেন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয় সঙ্গতই উক্ত হইয়াছে॥ শ্রীনিমির প্রতি শ্রীকরভাজনের উক্তি ॥ ২৭৩ ॥

তদেবং কলৌ নামকীর্ত্তনপ্রচারপ্রভাবেনৈব পরমভগবৎপরায়ণত্বসিদ্ধির্দর্শিতা। তত্র পাষণ্ডপ্রবেশেন নামাপরাধিনো যে, তেষান্তু তদ্বহির্ম্মুখত্বমেব স্যাদিতি ব্যতিরেকেণ তদ্দ্রঢ়য়তি (ভাঃ ১২।৩।৪৩-৪৪)—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং, ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং, যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ, পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং, প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ২৭৪॥

স্পষ্টম্॥ (১২।৩) শ্রীশুকঃ॥ ২৭৪॥

এইরূপে কলিযুগে নামকীর্ত্তনপ্রচারবলেই পরমভাগবতত্বসিদ্ধি দর্শিত হইল। তন্মধ্যে পাষণ্ডমতপ্রবেশহেতু যাহারা নামাপরাধী, তাহাদের ভগবদ্বিমুখতাই হইয়া থাকে—ইহা ব্যতিরেকভাবে দৃঢ়নিশ্চয় করিতেছেন। যথা—

হে রাজন্! ত্রিলোকনাথগণ যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া থাকেন, কলিযুগে প্রজাগণ পাষণ্ডমতদ্বারা বিভিন্ন-চিত্ত হইয়া জগতের পরমগুরু সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রায়শঃ পূজা করিবে না। ম্রিয়মাণ পুরুষ আতুর, পতিত, স্খলিত বা অবশভাবেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মবন্ধনবিমুক্ত হইয়া উত্তমগতি লাভ করে, কলিযুগে প্রজাগণ সেই শ্রীহরিকে পূজা করিবে না। ২৭৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। শ্রীশুকদেবের উক্তি। ২৭৪ ॥

তদেবং কীর্ত্তনং ব্যাখ্যাতম্। তত্রাস্মিন্ কীর্ত্তনে নিজদৈন্যনিজাভীষ্টবিজ্ঞপ্তিস্তবপাঠাবপ্যন্তর্ভাব্যৌ। তথা তত্র শ্রীভাগবতস্থিতনামাদিকীর্ত্তনন্তু পূর্ব্ববদন্যদীয়নামাদিকীর্ত্তনাদধিকং জ্ঞেয়ম্; কলৌ তু প্রশস্তং তৎ (ভাঃ ১।৩।৪৫)—

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্ট দৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥" ইতি।

অথ শরণাপত্ত্যাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেৎ (ভাঃ ২।১।১১)—

"এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্" ইত্যাদ্যুক্তত্বান্নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ। তচ্চ মনসানুসন্ধানম্; যদেব নামাদিসম্বন্ধিত্বেন বহুবিধং ভবতি। তত্র স্মরণ-সামান্যম্ (ভাঃ ১১।১৩।১৪)—

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥ ২৭৫॥

যথা যথাবৎ ময্যাবেশ্যত ইত্যেতাবানিত্যর্থঃ। তথা চ স্কান্দে ব্রহ্মোক্তৌ—"আলোচ্য সর্ব্ব-শাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ" ইত্যাদি॥ (১১।১৩।) শ্রীভগবান্॥ ২৭৫॥

এইরূপে 'কীর্ত্তন' ব্যাখ্যাত হইল। নিজদৈন্য ও নিজাভীষ্ট বিজ্ঞাপন এবং স্তবপাঠ এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভূত করিতে হইবে। এইরূপ শ্রীভাগবতস্থিত নামাদির কীর্ত্তন পূর্ব্বের ন্যায় অন্যশাস্ত্রোক্ত নামাদির কীর্ত্তন হইতে অধিক জানিতে হইবে, যেহেতু—"শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-জ্ঞান-প্রভৃতির সহিত স্বধামে গমন করিলে পর কলিযুগে নষ্টদৃষ্টিজনগণের উপকারকরূপে সম্প্রতি এই পুরাণ-সূর্য্য উদিত হইয়াছেন" এই বচনানুসারে কলিযুগে শ্রীভাগবতই প্রশস্ত।

অনন্তর শরণাপত্তিপ্রভৃতিদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে—"হে রাজন্! এই অভয় হরিনামকীর্ত্তনই নির্ব্বিদ্যমান" ইত্যাদিবাক্যানুসারে নামকীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মনদ্বারা উক্ত নামাদির অনুসন্ধানই স্মরণ। ঐ স্মরণই নামাদিসম্বন্ধিরূপে বহুবিধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সামান্যতঃ স্মরণ বলিতেছেন, যথা—

সর্ব্ববিষয় হইতে মন আকর্ষণপূর্ব্বক যথার্থরূপে আমার প্রতি যে সমর্পণ, ইহাই সনকাদি মদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক যোগরূপে উক্ত হইয়াছে॥ ২৭৫॥

আমার প্রতি যথার্থরূপে যে সমর্পণ, এইমাত্রই যোগরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মবাক্যেও—"সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়ন এবং পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে॥ শ্রীভগবানের উক্তি॥ ২৭৫॥

তত্র নামস্মরণং—

"হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃতির্বহুধেচ্ছতা॥"

ইতি জাবালিসংহিতাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নামস্মরণন্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে। তৎকীর্ত্তনা-চ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা।

রূপস্মরণমাহ, (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং, জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ২৭৬॥

পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাং ভক্তিমিতি মুখ্যং ফলমন্যানি ত্বানুষঙ্গিকানি॥ (১২।১২।) শ্রীসূতঃ॥ ২৭৬॥

তন্মধ্যে নাম-স্মরণ, যথা—

"নির্বৃত্তিকামী পুরুষ নিরন্তর বহুভাবে এই হরিনাম জপ, ধ্যান, গান এবং কীর্ত্তন করিবেন" এই জাবালি-সংহিতার বচনানুসারে নাম-স্মরণের কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞাতব্য। এই নামস্মরণ অন্তঃকরণশুদ্ধির অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই নামস্মরণ কীর্ত্তন অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া মূলে স্পষ্ট উদাহরণ প্রদত্ত হয় নাই।

রূপস্মরণ, যথা—

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের নিরন্তর স্মৃতি অমঙ্গলবিনাশ করে এবং মঙ্গল, চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বিজ্ঞানবৈরাগ্য-যুক্ত জ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকে ॥ ২৭৬ ॥

"পরমাত্মভক্তি" অর্থাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রেমলক্ষণাভক্তি। ইহাই মুখ্যফল এবং অপরগুলি আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ ॥ শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি ॥ ২৭৬ ॥

কিঞ্চ, (ভাঃ ১০।৮০।১১)—

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিংন্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ ২৭৭ ॥

স্মরতঃ স্মরতে। সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূয় আত্মানং স্মর্ত্তুর্বশীকরোতীত্যর্থঃ। অর্থকামানিতি বহুবচনং মোক্ষমপ্যন্তর্ভাবয়তি লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন। যস্মাদেবং তন্মাহাত্ম্যং তস্মাদেব গারুড়েঽপীদমুক্তম্—

"একস্মিন্নপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবর্জ্জিতে। দস্যুভির্মুষিতেনেব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভৃশম্॥"

ইতি। (১০।৮০।) শ্রীদামবিপ্রভার্য্যা তম্ ॥ ২৭৭ ॥

এইরূপ—

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজপাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ভক্তগণের অনতিবাঞ্ছিত অর্থকামাদি প্রদানবিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ২৭৭ ॥

"স্মরণকারী পুরুষের" অর্থাৎ স্মরণকারী পুরুষকে। "আত্মপ্রদান করিয়া থাকেন" অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজেকে স্মরণকারী পুরুষের বশীভূত করিয়া থাকেন। "অর্থকামান্" এই পদে বহুবচন প্রয়োগদ্বারা লিঙ্গসামান্য-হেতু মোক্ষও অন্তর্ভূত হইয়াছে। যেহেতু রূপস্মরণের ঈদৃশ-মাহাত্ম্য, সেইহেতু গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে—"যদি একমূহূর্ত্তকালও ধ্যানশূন্যরূপে অতীত হয়, তাহা হইলে দস্যুগণকর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব পুরুষের ন্যায় জীবের তজ্জন্য অতিশয় ক্রন্দন কর্ত্তব্য হইয়া থাকে।" শ্রীদামবিপ্রের প্রতি তদীয় ভার্য্যার উক্তি ॥ ২৭৭ ॥

অথ পূর্ব্ববৎ ক্রমসোপানরীত্যা সুখলভ্যং গুণপরিকরসেবালীলাস্মরণঞ্চানুসন্ধেয়ম্। তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্। যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্। সর্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনোধারণং ধারণা। বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানম্। অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ। ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি।

তত্রস্মরণম্—

"যেন কেনাপ্যুপায়েন স্মৃতোনারায়ণোঽব্যয়ঃ। অপি পাতকযুক্তস্য প্রসন্নঃ স্যান্ন সংশয়ঃ॥"

ইতি বৃহন্নারদীয়াদৌ। ধারণা—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥" ইত্যাদৌ।

ধ্যানম্—

"ভগবচ্চরণদ্বন্দ্বধ্যানং নির্দ্বন্দ্বমীরিতম্। পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেন বিহিতং সুহিতং পরম্॥"

ইতি নারসিংহাদৌ। তত্র নির্দ্বন্দ্বং শীতোষ্ণাদিময়দুঃখপরম্পরাতীতম্; ঈরিতং শাস্ত্রবিহিতম্; তচ্চ পাপিনোঽপি প্রসঙ্গেনাপি পরমুৎকৃষ্টং সুহিতং বিহিতং তত্রৈবেত্যর্থঃ। ধ্রুবানুস্মৃতিশ্চ (ভাঃ ৩।২৯।১১) "মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ" ইত্যাদৌ (ভাঃ ১১।২।৫১) "ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ" ইত্যাদৌ চ। এষৈব শ্রীরামানুজভগবৎপাদৈঃ প্রথমসূত্রে দর্শিতাস্তি। সমাধিমাহ (ভাঃ ১২।১০।৯)—

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ।
ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ॥ ২৭৮॥

তয়োঃ রুদ্রতৎপত্ন্যোঃ। ভগবদংশতচ্ছক্তিত্বাৎ জগদাত্মনোস্তৎপ্রবর্ত্তকয়োরপি। তত্র হেতুঃ—রুদ্ধধীবৃত্তির্ভগবদাবিষ্টচিত্তঃ, (ভাঃ ১২।১০।৬) "ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। তস্মাদ-সংপ্রজ্ঞাত-নাম্নো ব্রহ্মসমাধিতো ভিন্ন এবাসৌ॥ (১২।১০।) শ্রীসূতঃ॥ ২৭৮॥

অনন্তর পূর্ব্ববৎ ক্রমসোপাননিয়মানুসারে সুখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণও অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই স্মরণ পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ', সর্ব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক সামান্য-ভাবে মনোনিবেশের নাম 'ধারণা', বিশেষরূপে রূপাদিচিন্তার নাম 'ধ্যান', উক্ত ধ্যানই অমৃতধারাতুল্য অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে 'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং যে-ধ্যানে কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তুরই স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা 'সমাধি' নামে কথিত হয়।

তন্মধ্যে বৃহন্নারদীয়প্রভৃতিতে এই স্মরণবিষয়ে উক্ত হইয়াছে। যথা—"এই অব্যয়পুরুষ নারায়ণ যে-কোন প্রকারে স্মৃত হইলে পাতকীপুরুষের প্রতিও প্রসন্ন হইয়া থাকেন; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ধারণা, যথা—"বিষয়ধ্যানরত পুরুষের চিত্ত বিষয়সমূহেই আসক্ত হয় এবং অনুক্ষণ মৎস্মরণরত পুরুষের চিত্ত আমাতেই বিলীন হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

ধ্যান-সম্বন্ধে শ্রীনৃসিংহপুরাণাদি বাক্য—"ভগবৎপাদপদ্মযুগলের ধ্যান নির্দ্বন্দ্বরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা পাপিজনেরও প্রসঙ্গক্রমে পরমসুহিতরূপে বিহিত।" তন্মধ্যে "নির্দ্বন্দ্ব" অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিময়দুঃখপরম্পরাতীত। "ঈরিত" অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত। তাহা পাপিজনের প্রসঙ্গক্রমেও "পরম" অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সুহিতরূপে তথায়ই বিহিত হইয়াছে।

ধ্রুবানুস্মৃতি, যথা—"আমার গুণশ্রবণ-মাত্রেই সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি যে অব্যবচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে।" ইত্যাদি এবং "ত্রিভুবনবিভবলাভের জন্যও যাঁহার স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না" ইত্যাদি। শ্রীরামানুজপাদ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রথমসূত্রে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। সমাধি, যথা—

তৎকালে তিনি রুদ্ধধীবৃত্তি হইয়া সেই জগদাত্মা ঈশদ্বয়ের সাক্ষাৎ আগমন এবং নিজ বা বিশ্বসম্বন্ধে কিছুই অবগত হ'ন নাই॥ ২৭৮॥

"সেই ঈশদ্বয়ের" অর্থাৎ রুদ্র এবং তৎপত্নীর। তাঁহারা উভয়ে ভগবানের অংশ এবং তদীয় শক্তি বলিয়া "জগদাত্মা" অর্থাৎ জগৎপ্রবর্ত্তক। অবগত না হওয়ার কারণ বলিতেছেন—"রুদ্ধধীবৃত্তি" অর্থাৎ "ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়াছেন" এই পূর্ব্ববাক্যানুসারে ভগবদাবিষ্টচিত্ত। অতএব অসম্প্রজ্ঞাত নামক ব্রহ্মসমাধি হইতে ইহা ভিন্নই হইয়া থাকে॥ শ্রীসূতগোস্বামীর উক্তি॥ ২৭৮॥

কচিল্লীলাদিযুক্তে চ তস্মিন্নন্যাস্ফূর্ত্তিঃ সমাধিঃ স্যাৎ। যথাহ (ভাঃ ১।৫।১৩)—

উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে, সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৭৯ ॥

স্পষ্টম্। এতদ্রূপো দাসাদিভক্তানাম্। পূর্ব্বস্তু প্রায়ঃ শান্তভক্তানাম্, (ভাঃ ১২।১২।৫২)— "স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-হপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ" ইত্যাদ্যুক্তিভ্যঃ ॥ (১।৫।) শ্রীনারদো ব্যাসম্ ॥ ২৭৯ ॥

কদাচিৎ লীলাদিযুক্ত ভগবদ্বিষয়েও অন্যস্ফূর্ত্তিরহিত সমাধি হইয়া থাকে। যথা—

তুমি সর্ব্ববন্ধনবিমুক্তির জন্য সমাধিদ্বারা উরুক্রম শ্রীহরির উক্ত লীলা অনুক্ষণ স্মরণ কর ॥ ২৭৯ ॥

অর্থ স্পষ্ট। দাসাদিভক্তগণের পক্ষে এই শেষোক্ত সমাধি এবং শান্তভক্তের পক্ষে প্রায়শঃ পূর্ব্বোক্ত সমাধি জ্ঞাতব্য। যথা—"যিনি নিজসুখপূর্ণচিত্ত এবং তন্নিবন্ধন অন্যবস্তুতে আসক্তিরহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মনোরমলীলাসমূহদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া জীবের প্রতি কৃপাহেতু পরমার্থপ্রকাশক এই ভাগবতপুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই নিখিলপাপনাশন ব্যাস-নন্দনকে প্রণাম করিতেছি।" শ্রীব্যাসদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ২৭৯ ॥

অথ রুচিঃ শক্তিশ্চ চেত্তদপরিত্যাগেন পাদসেবা চ কর্ত্তব্যা। সেবা স্মরণসিদ্ধ্যর্থঞ্চ সা কৈশ্চিৎ ক্রিয়তে। তথাচ, বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরবাক্যম্—

"ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যক্ যোগিনঃ পরিতুষ্টয়ে। তথা ভক্তিশ্চ দেবর্ষে ক্রিয়া যোগরতা যথা ॥ ক্রিয়াক্রমেণ যোগোহপি ধ্যানিনঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥" ইতি। যোগোহত্র সমাধিঃ।

পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দ্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াঃ সাদরত্বং বিধীয়তে। সেবা চ কালদেশাদ্যুচিতা পরিচর্য্যাদিপর্য্যায়া। সা যথা (ভাঃ ৪।২১।৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা,-মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।

সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥ ২৮০ ॥

তপস্বিনাং সংসারতপ্তানাং মলং তত্তদ্বাসনাম্। তৎপাদস্যৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ,—যথেতি ॥ (৪।২১।) পৃথুঃ শ্রীবিষ্ণুম্ ॥ ২৮০ ॥

অনন্তর রুচি ও শক্তি থাকিলে স্মরণ পরিত্যাগ না করিয়া পাদসেবাও করিতে হইবে। কেহ কেহ স্মরণ-সিদ্ধির জন্যও এই সেবা করিয়া থাকেন। যথা বিষ্ণুরহস্যে পরমেশ্বরবাক্য—"হে দেবর্ষে! ক্রিয়াযোগরতা ভক্তি আমাকে যেরূপ পরিতুষ্ট করে, ধ্যানরত যোগিগণ আমাকে সেইরূপ সম্যক্ করিতে পারে না। ধ্যানরত পুরুষের ক্রিয়াক্রমানুসারে যোগও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।"এস্থলে "যোগ" শব্দের অর্থ সমাধি।

"পাদসেবা" এই পদে "পাদ"-শব্দ ভক্তিহেতুই (গৌরবে) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন সেবার আদরণীয়তা বিহিত হইতেছে। কালদেশাদিযোগ্য পরিচর্য্যাদিই সেবাশব্দের অর্থ জানিতে হইবে। উক্ত সেবার দৃষ্টান্ত, যথা—

যাঁহার অর্থাৎ যে ভগবানের পাদসেবাকাঙ্ক্ষা প্রত্যহ বৃদ্ধিশীলা হইয়া নিজপদাঙ্গুষ্ঠপ্রসূতা গঙ্গাদেবীর ন্যায় সদ্যই তপস্বিগণের অশেষজন্মার্জ্জিত চিত্তমল বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৮০ ॥

"তপস্বিগণের" অর্থাৎ সংসারতপ্তজনগণের। "মল" অর্থাৎ বিবিধ বিষয়বাসনা। ইহা যে ভগবৎপাদপদ্মেরই মহিমা, তাহাই গঙ্গাদেবীর দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রীপৃথুমহারাজের উক্তি ॥ ২৮০ ॥

তথা (ভাঃ ১০।৫১।৫৫)—

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা,-দকিঞ্চন-প্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে, বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥ ২৮১ ॥

অকিঞ্চনা মোক্ষপর্য্যন্ত-কামনারহিতাঃ। তত্র হেতুঃ—ত্বামারাধ্য কস্ত্বামপবর্গদং সন্তং বৃণীত, অপবর্গদতয়াবির্ভবন্তং সমাশ্রয়েতেত্যর্থঃ। বরমিত্যব্যয়মীষৎপ্রিয়ে। বরমাত্মনো বন্ধনমেব বৃণীত ॥ ২৮১ ॥

এইরূপ —

হে বিভো! অকিঞ্চনজনগণের প্রার্থনীয় ভবদীয়পাদসেবনব্যতীত আমি অন্য কোন বরই প্রার্থনা করি না। হে হরে! কোন্ বিবেকী আপনার আরাধনা করিয়া আপনাকে অপবর্গপ্রদরূপে বরণ করেন? ইহা অপেক্ষা বরং আত্মবন্ধন বরণ করিয়া থাকেন। (অপবর্গ-শব্দের 'ভক্তি' অর্থ করিয়া গোস্বামিপাদগণ অন্যপ্রকার অর্থও করিয়াছেন।) ॥ ২৮১ ॥

"অকিঞ্চন" অর্থাৎ মোক্ষপর্য্যন্তকামনারহিত। এবিষয়ে হেতু বলিতেছেন—কোন্ বিবেকী আপনার আরাধন করিয়া "অপবর্গপ্রদরূপে আপনাকে বরণ করেন?" অর্থাৎ "অপবর্গপ্রদরূপে আবির্ভাবশীল আপনাকে আশ্রয় করেন?" "বরম্" এই অব্যয়পদ ঈষৎপ্রিয়ত্বসূচক। "বরং আত্মবন্ধনই বরণ করেন" অর্থাৎ আত্মবন্ধনও মোক্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ প্রিয় মনে করেন ॥ ২৮১ ॥

অনন্তরঞ্চাস্য (ভাঃ ১০।৫১।৫৬)—

"তস্মাদ্বিসৃজ্যাশিষঃ" ইত্যাদি বাক্যে "নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি ॥ ২৮২ ॥

অত্র সেব্যপাদত্বেনৈব প্রাপ্তস্য তস্য পুরুষোত্তমস্য সচ্চিদানন্দত্বমেবাভিপ্রেতম্। (১০।৫১।) মুচুকুন্দঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৮২ ॥

এই বাক্যের পরই—অতএব হে ঈশ! আমি সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণানুবন্ধ কামসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়, নির্গুণ, নিরঞ্জন, জ্ঞানঘন পরমপুরুষ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ২৮২ ॥

এস্থলে সেব্যপাদত্বরূপেই প্রাপ্ত পুরুষোত্তমের সচ্চিদানন্দত্বই অভিপ্রেত হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীমুচুকুন্দের উক্তি ॥ ২৮২ ॥

অত্র পাদসেবায়াং শ্রীমূর্ত্তিদর্শনস্পর্শপরিক্রমানুব্রজনভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয়-তীর্থ-স্নান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাস্তৎপরিকরপ্রায়ত্বাৎ। যাবজ্জীবং তন্মন্দিরাদি-নিবাসস্তু শরণাপত্তাবন্তর্ভবতি। গঙ্গাদীনাং তৎস্থপ্রাণিবৃন্দানাঞ্চ পরমভাগবতত্বমেবেতি পক্ষে তু তৎসেবাদিকং মহৎসেবাদাবেব পর্য্যবস্যতি। ততো গঙ্গাদিষ্বপি ভক্তিনিদানত্বং ভবেৎ। অতএব (ভাঃ ১।২।১৬)—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥"

ইত্যত্র পুণ্যতীর্থশব্দোক্তস্য গঙ্গাদেঃ পৃথক্ কারণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা তৃতীয়ে (ভাঃ ৩।২৮।২২)—
"যৎপাদনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন, তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ" ইতি।

শিবত্বং নাম হ্যত্র পরম-সুখপ্রাপ্তিরিতি টীকাকৃন্মতম্। তাদৃশসুখত্বঞ্চ ভক্তাবেব পর্য্যবসিতম্। তত সুখান্তরাভাবাৎ। ঊর্দ্ধং ব্রাহ্মে পুরুষোত্তমমুদ্দিশ্য—

"অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনম্। দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্ ॥"

স্কান্দে—

"সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা। দ্বারকাবাসিনঃ সর্ব্বে নরানার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ॥"

পাদ্মপাতালখণ্ডে—

"অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী। দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥"

আদিবারাহে তামুদ্দিশ্য,—"জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম" ইতি। এষু চ স্বোপাসনাস্থানমধিকং সেব্যম্। শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণভগবত্ত্বাৎ তৎস্থানন্তু সর্ব্বেষামেব পূর্ণপুরুষার্থদং ভবেৎ। অতএবাদিবারাহে—

"মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্। মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া॥" ইতি।

তদেবং তুলসীসেবা চ সৎসেবায়ামন্তর্ভাব্যা,—পরমভগবৎপ্রিয়ত্বাত্তস্যাঃ; যথা অগস্ত্য-সংহিতায়াং গারুড়সংহিতায়াঞ্চ—

"বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য রামস্য জনকাত্মজা। প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্ব্বলোকৈকপাবনী॥" ইতি।

স্কান্দে—

"রতিং বধ্নাতি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা। দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ॥

নিরীক্ষিতা নরৈর্যৈস্তু তুলসীবনবাটিকা। রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্॥"

স্কান্দ এব তুলসীস্তবে—"তুলসীনামমাত্রেণ প্রীণাত্যসুরদর্পহা" ইতি। তদেবং পাদসেবা ব্যাখ্যাতা, প্রসঙ্গসঙ্গত্যা গঙ্গাদি-সেবা চ।

অথার্চ্চনম্; তচ্চাগমোক্তাবাহনাদিক্রমকম্; তন্মার্গে শ্রদ্ধা চেদাশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেষত পৃচ্ছেৎ; তথোদাহৃতম্ (ভাঃ ১১।৩।৪৮)—"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সংদর্শিতাগমঃ" ইত্যাদিনা। যদ্যপি শ্রীভাগবত-মতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি; তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধের-ভিহিতত্বাৎ; তথাপি শ্রীনারদাদিবর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব,—

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্নীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥"

ইত্যাগমাৎ। দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ; যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডাদাবষ্টাক্ষরাদিকমধিকৃত্য বিবৃতমস্তি। যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষাম্বর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ; যথোক্তং শ্রীবসুদেবং প্রতি মুনিভিঃ (ভাঃ ১০।৮৪।৩৭)—

"অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ। যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥" ইতি।

তদকৃত্বা হি নিষ্কিঞ্চনবৎ কেবলস্মরণাদিনিষ্ঠত্বে বিত্তশাঠ্যপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্; ততোঽশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্ধীনমেব তৎ। ততশ্চ (ভাঃ ১।৩।৩৮) "যোঽমায়য়া সন্ততয়ানুবৃত্ত্যা" ইত্যাদ্যুপদেশাদ্ভ্রশ্যেৎ। কিঞ্চ গৃহস্থানাং পরিচর্য্যামার্গে দ্রব্যসাধ্য-তয়ার্চ্চনমার্গাদবিশেষেণ প্রাপ্তেঽপ্যর্চ্চনমার্গস্যৈব প্রাধান্যমত্যন্তবিধিসাপেক্ষত্বাত্তেষাম্। তথা গার্হস্থ্য-

ধর্ম্মস্য দেবতাযাগস্য শাখাপল্লবাদিসেকস্থানীয়স্য মূলসেকরূপং তদর্চ্চনমিত্যপি তদকরণে মহান্ দোষঃ, অতঃ স্কান্দে শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যম্—

"কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে। তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ॥" ইতি।

দীক্ষিতানান্তু সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে; যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্। অপূজ্যভোজনং কুর্ব্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ ॥" ইত্যাদি।

অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নেয়ে—

"পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্ভক্তিতো হরিম্। শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ ॥" ইতি।

যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ। কচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি; তথা চ—

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে" ইতি। কিঞ্চাস্মিন্নর্চ্চনমার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়স্ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্ত্তব্যা। অথ শাস্ত্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্। দীক্ষা যথাগমে—

"দ্বিজানামুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥
তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥" ইতি।

শাস্ত্রীয়বিধানঞ্চ যথা বিষ্ণুরহস্যে—

"অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্। কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥" ইতি।

ভক্ত্যা পরমাদরেণৈব শতভাগং প্রাপ্নোত্যন্যথা তাবন্তমপি নেত্যর্থঃ। বিধৌ তু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ানুসার এব প্রমাণম্; যতো বিষ্ণুরহস্যে—

"অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥"

কৌর্ম্মে—"সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্। চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥"

বৈষ্ণবতন্ত্রে—

"যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি। নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥" ইতি।

তথাহ (ভাঃ ৯।৪।২১)—

"এবং সদা" ইত্যাদৌ "তন্নিষ্ঠবিপ্রাভিহিতঃ শশাস হ" ইতি ॥ ২৮৩ ॥

অম্বরীষ ইতি প্রকরণলব্ধম্ ॥ (৯।৪।) শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮৩ ॥

এই পাদ সেবায় শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, তৎস্পর্শ, তৎপরিক্রমা, তদনুগমন, ভগবন্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরা প্রভৃতি তদীয়তীর্থে গমন, স্নান প্রভৃতি প্রায়শঃ তৎপরিকরস্বরূপ বলিয়া এই পাদসেবারই অন্তর্গত জানিতে হইবে। যাবজ্জীবন তদীয় মন্দিরাদিতে বাস শরণাপত্তিরই অন্তর্গত। গঙ্গাপ্রভৃতি এবং তত্রত্য প্রাণিসমূহ পরমভাগবত বলিয়া পক্ষান্তরে তাহাদের সেবা-প্রভৃতি মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব গঙ্গাদিও ভক্তির কারণ হইয়া থাকেন। এই জন্যই—"হে বিপ্রগণ! শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির মহৎসেবা এবং পুণ্যতীর্থসেবাহেতু ভগবান্ শ্রীহরির কথাবিষয়ে রুচি জন্মিয়া থাকে।" এই শ্লোকে পুণ্যতীর্থশব্দে উক্ত গঙ্গাদির পৃথক্‌কারণত্ব ব্যাখ্যা করিতে হয়। যথা: তৃতীয় স্কন্ধে—"যাঁহার পাদপদ্মপ্রসূতা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীর সলিলরূপতীর্থ মস্তকে ধারণহেতু শিব শিব হইয়াছেন।"

টীকাকারের মতে এস্থলে "শিবত্ব" অর্থে পরমসুখপ্রাপ্তি অর্থাৎ শঙ্কর পরমসুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাদৃশ সুখভাব একমাত্র ভক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়, যেহেতু তদপেক্ষা অধিক সুখ আর নাই। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্র-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে—"এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দশযোজনপর্য্যন্ত অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেবতাগণ তন্মধ্যস্থিত প্রাণিমাত্রকেই চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।" স্কন্দপুরাণে—"সংবৎসর, ষণ্মাস, একমাস বা একপক্ষও দ্বারকাবাস করিলে নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন।" পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—"অহো এই মথুরা অতি ধন্যা এবং বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠস্বরূপা, যেহেতু এস্থানে একদিনমাত্র বাস করিলেই হরিভক্তিলাভ হইয়া থাকে।" আদিবারাহেও মথুরাসম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন যে—"জন্মভূমি (অর্থাৎ মথুরা) আমার প্রিয়া হইয়া থাকে।" ইহাদের মধ্যেও নিজের উপাসনাক্ষেত্র অধিক সেব্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভগবৎস্বরূপ বলিয়া তদীয়ক্ষেত্র সকলেরই পূর্ণপুরুষার্থপ্রদ হয়।

অতএব আদিবারাহে—"যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র আসক্তি করে, উক্ত মূঢ় আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণশীল হয়।" এইরূপ তুলসীসেবাও সেবারই অন্তর্ভূত করিতে হইবে, যেহেতু তিনি ভগবানের পরমপ্রিয়া। অগস্ত্যসংহিতা এবং গারুড়সংহিতায়ও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"জনকনন্দিনী সতীদেবী ভগবান্ রামচন্দ্রের যেরূপ প্রিয়া, সর্ব্বলোকপাবনী তুলসীদেবীও ত্রিলোকনাথ শ্রীহরির সেইরূপ প্রিয়া। স্কন্দপুরাণে—"দেবদেব জগদীশ্বর শ্রীহরি সর্ব্বদা বিশেষতঃ কলিযুগে তুলসীকানন ব্যতীত অন্যত্র অনুরক্ত হ'ন না। যাঁহারা তুলসীবন দর্শন করিয়াছেন কিম্বা যথাবিধি তাঁহার রোপণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" স্কন্দপুরাণে তুলসীস্তবে "তুলসীর নামশ্রবণেই অসুরদর্পনাশন শ্রীহরি প্রীত হইয়া থাকেন।" এইরূপে পাদসেবা এবং প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে গঙ্গাপ্রভৃতির সেবা উক্ত হইল।

অনন্তর অর্চ্চন উক্ত হইতেছে। আগমোক্ত আবাহনাদিক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই অর্চ্চন-নামে অভিহিত হয়। যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে মন্ত্রগুরুর আশ্রিত হইয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন।

"লব্ধানুগ্রহ পুরুষ আচার্য্য হইতে অর্চ্চনপ্রণালী অবগত হইয়া অভীষ্টমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চন করিবেন।" ইত্যাদি বাক্যে তাহা উদাহৃত হইয়াছে। যদিও শ্রীভাগবতমতে অর্চ্চনব্যতীতও শরণাগতি প্রভৃতির যে-কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধি-কথনহেতু পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি শ্রীনারদাদিমহাজনগণের মার্গানুসরণশীল যে-সকল পুরুষ ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যেহেতু আগমে উক্ত হইয়াছে যে—

"দীক্ষাক্রিয়া পুরুষকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক তদীয় পাপক্ষয় করে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক উহা 'দীক্ষা'-নামে উক্ত হইয়াছে। অতএব গুরুকে প্রণাম এবং সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া যথাবিধি দীক্ষা ও বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিবেন।" "দিব্যজ্ঞান"-শব্দে এস্থলে শ্রীমন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞান এবং তদ্দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ-জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড প্রভৃতি স্থলে অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র অধিকার করিয়া ইহাই বিবৃতি হইয়াছে।

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনমার্গই মুখ্য। শ্রীবসুদেবের প্রতি মুনিগণও এরূপ বলিয়াছেন যে—"বিশুদ্ধ লব্ধবিত্তদ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চনই গৃহস্থ-দ্বিজগণের পক্ষে মঙ্গললাভের মার্গ স্বরূপ হইয়া থাকে"। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চনপুরুষের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্যাপরাধ উপস্থিত হয়। অপরদ্বারা অর্চ্চনসম্পাদন করিলে নিজের বিষয়াদি-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আলস্যই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চ্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ পুরুষ "যিনি অমায়িক নিরন্তর আনুগত্যসহকারে" ইত্যাদি উপদেশ হইতে ভ্রষ্টই হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ গৃহস্থগণের পক্ষে দ্রব্যসাধ্যত্বনিবন্ধন পরিচর্য্যামার্গ অর্চ্চনমার্গ হইতে অবিশিষ্টরূপে প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার,

অত্যন্ত বিধিসাপেক্ষ বলিয়া অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। এইরূপ ভগবদর্চ্চন গৃহস্থধর্ম্মোচিত শাখাপল্লবাদিসেচন স্থানীয় দেবতাযাগের মূলসেচনস্বরূপ বলিয়াও তাহার অননুষ্ঠানে মহাদোষ ঘটে। অতএব স্কন্দপুরাণে প্রহ্লাদবচন—"হে রাজন্! যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণ-যোগ্য নহে, যেহেতু তাহা অভক্ষ্যতুল্য কথিত হইয়াছে।" দীক্ষিতগণের অর্চ্চন না করিলে নরকপাত শ্রুত হয়। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—"পুরুষ দিবসে এক, দুই বা তিনবার শ্রীহরির পূজা করিবেন। তাঁহার পূজা না করিয়া ভোজন করিলে নরকগমন হইয়া থাকে" ইত্যাদি।

অশক্ত ও অযোগ্যপুরুষের সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—"যিনি পূজিতাবস্থায় বা পূজাকালে ভক্তি-সহকারে শ্রীহরির দর্শন করেন এবং যিনি শ্রদ্ধাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন, তিনিও যোগের ফললাভ করিয়া থাকেন।" এস্থলে "যোগ"-শব্দের অর্থ পঞ্চরাত্রাদিনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াযোগ। অর্চ্চনবিষয়ে কোনস্থলে মানসপূজাও বিহিত হইয়া থাকে। যথা পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে "হে প্রিয়ে! মানসপূজা সমস্ত মানবগণের সম্বন্ধে সাধারণ জানিতে হইবে।"

বিশেষতঃ এই অর্চ্চনমার্গে নিয়তভাবে বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে। অতএব পূর্ব্বে দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য, অনন্তর শাস্ত্রীয়বিধানও শিক্ষণীয় হইয়া থাকে। দীক্ষা বিষয়ে আগমে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে—"অনুপনীত দ্বিজগণের যেরূপ নিজ কর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, এবং উপনয়নের পর যেরূপ তদ্বিষয়ে অধিকার হয়, সেইরূপ অদীক্ষিত পুরুষ-গণের মন্ত্র এবং দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার নাই; অতএব নিজকে দীক্ষিত করিবেন।"

শাস্ত্রীয়বিধানশিক্ষা-বিষয়ে বিষ্ণুরহস্যবচন—"পুরুষ বিধিবচন না জানিয়া কেবল ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন করিলে বিধানোক্ত অর্চ্চনাপেক্ষা শতভাগের একভাগ ফল লাভ করিয়া থাকেন।" "ভক্তি" অর্থাৎ পরমাদরসহকারে করেন বলিয়াই শতভাগের একভাগ ফললাভ হয়, অন্যথা তাবন্মাত্র ফললাভও হয় না। বিধিবিষয়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ানু-সরণই প্রমাণ-স্বরূপ। যেহেতু বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে যে,—"যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সদা অর্থাৎ প্রত্যহ বিষ্ণুর অর্চ্চন করেন, তাঁহাদেরই বাক্য গ্রহণযোগ্য, যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুতুল্যরূপে সম্মত।" এইরূপ কূর্ম্মপুরাণে—"বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদ, কৃতব্রত, সদাচারী বৈষ্ণব বিপ্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যত্নপূর্ব্বক তদুপদিষ্ট বিষয়ের আচরণ করিবে।" বৈষ্ণবতন্ত্রে—"গুরু, জপ্যমন্ত্র এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বচন গ্রহণ করিবে না।" শ্রীভাগবতও এরূপ বলিয়াছেন যে,—

'এইরূপে সদা' ইত্যাদিস্থলে তিনি অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যে-সকল কর্ম্ম হইতে সর্ব্বত্র পরমাত্মবস্তুর ভাবনা হয়, তাদৃশ স্বীয় কর্ম্মসমূহ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পরমপুরুষ ভগবান্ অধোক্ষজে সমর্পণ-সহকারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন॥" ২৮৩॥

ইহা অম্বরীষ নামক প্রকরণ-লব্ধ। (৯।৪।) শ্রীশুকদেবের উক্তি॥ ২৮৩॥

নন্বু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃ শব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদৃষিভি-শ্চাহিতশক্তিবিশেষোঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থফলপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যেঽলব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা? উচ্যতে—যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্য-শীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিরাত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসঙ্গতমিতি তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি; যথা শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—

"বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ॥" ইতি।
এবং সাধ্যত্বাদিপরীক্ষানপেক্ষা চ ক্বচিৎ শ্রূয়তে; যথোক্তং মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্—
"সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি স্যুর্বৈষ্ণবা নারসিংহকাঃ। সাধ্যসিদ্ধসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জ্জিতাঃ॥" ইতি।
তন্ত্রান্তরে—
"নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ॥" ইতি।
সনৎকুমারসংহিতায়াম্—
"সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ অরিশ্চৈব চ নারদ। গোপালেষু ন বোদ্ধব্যঃ স্বপ্রকাশো যতঃ স্মৃতঃ॥"
অন্যত্র—"সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু। দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং প্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ॥" ইত্যাদি। মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—
"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"
ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে (ভাঃ ৪।১৮।৩-৫)—
"অস্মিংল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপায়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥" ইতি।
অতএবোক্তং পাদ্মে শ্রীনারায়ণ-নারদ-সংবাদে—
"মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিবদৃষে। তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি সঃ॥" ইতি।
তদেতদর্চ্চনং দ্বিবিধং—কেবলং, কর্ম্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্ব্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং দর্শিতমাবির্হোত্রেণ (ভাঃ ১১।৩।৪৮) "য আশু হৃদয়গ্রন্থিম্" ইত্যাদৌ, উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)—
"যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥" ইতি।
অত্র শ্রীমদগস্ত্যসংহিতা চ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত ১।২।৪১ শ্লোকঃ)—
"যথা বিধিনিষেধৌ চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ। তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকম্॥" ইতি।
উত্তরং ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বত্তাযাদৃচ্ছিকভক্ত্যনুষ্ঠানবত্তাদিলক্ষণলক্ষিতশ্রদ্ধানাং তথা তদ্বৈপরীত্য-লক্ষিত-শ্রদ্ধানামপি প্রতিষ্ঠিতানাং তদ্ভক্তিবার্ত্তানভিজ্ঞবুদ্ধিষু সাধারণবৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানলোপোঽপি মাভূদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্। যথা (ভাঃ ১১।২৭।৬-১১)

"ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য" ইত্যাদৌ
সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্‌সংকল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্॥ ইত্যাদি ॥ ২৮৪ ॥

স্পষ্টম্॥ (১১।২৭।) শ্রীভগবান্॥ ২৮৪॥

এস্থলে আশঙ্কা এই যে, মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মকই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহা নমঃ-শব্দাদিদ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক সমর্পিত-শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত নিজের সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক হয়। তন্মধ্যে কেবল ভগবানের নামসমূহই অন্য নিরপেক্ষভাবেই পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব মন্ত্রসমূহের নাম অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য লব্ধ হইতেছে না বলিয়া তদ্বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা হয় কেন?

তাহার উত্তর এই যে—যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচার্থ শ্রীঋষিপ্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন; অতএব তাহার লঙ্ঘন হইলে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতেছেন। সুতরাং উভয়ের কোনটাই অসঙ্গত হয় না, এইহেতু তদ্বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা নাই। যথা শ্রীরামমন্ত্রের উদ্দেশ্যে রামার্চ্চনচন্দ্রিকার উক্তি—"বৈষ্ণব-মন্ত্রসমূহের মধ্যেও রামমন্ত্র অধিক ফলযুক্ত হয় এবং গাণপত্যাদি মন্ত্র হইতে তাহা কোটি কোটি গুণে অধিক হইয়া থাকে। হে বিপ্রবর! এই মন্ত্র দীক্ষা, পুরশ্চরণ এবং ন্যাসবিধান ব্যতীত জপমাত্রেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।"

এইরূপ কোন স্থলে সাধ্যত্বাদি পরীক্ষার অনপেক্ষাও শ্রুত হয়। যথা মন্ত্রদেবপ্রকাশিকাবচন—"সৌরমন্ত্র এবং নারসিংহক বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহ সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ ও অরিবিচাররহিত হইয়া থাকে।" অন্যতন্ত্রবচন,—"নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ এবং প্রসাদস্মুখ বৈদিকমন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।" সনৎকুমারসংহিতাবচন—"হে নারদ, গোপালমন্ত্রে সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ এবং অরি-জ্ঞান করিতে হইবে না; যেহেতু তাহা স্বপ্রকাশরূপে উক্ত হইয়াছে।" অন্যত্র—"এই গোপালমন্ত্র সর্ব্ব-বর্ণগত, সর্ব্বাশ্রমগত, নানাজন্মনক্ষত্রবিশিষ্ট জনগণের ও নারীগণের সর্ব্বাগ্রে অভিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকে।" মর্য্যাদাবিষয়ে ব্রহ্মযামলবচন—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিশাস্ত্র এবং পঞ্চরাত্রবিধিব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।" চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথিবীকর্ত্তৃকও এইরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে। যথা—

"তত্ত্ব-দর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক-বিষয়ে মানবগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য উপায়সমূহের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে-পুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে সেই পূর্ব্বজনপ্রদর্শিত উপায়সমূহের সম্যক্ আচরণ করেন, তিনি সত্বর সেইসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ যে-পুরুষ ঐসকল উপায়ের অনাদরপূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষার্থ-সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার আরব্ধ পুরুষার্থসমূহও বারম্বার অসিদ্ধ হইয়া থাকে।"

অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণসংবাদে উক্ত হইয়াছে—"হে ঋষে! আমার যে-ভক্ত বিধিনির্দ্দেশক্রমে আমার অর্চ্চন করেন, তাঁহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন সম্ভব হয় না এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় হইয়া থাকেন।" এই অর্চ্চন দ্বিবিধ,—কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। শ্রীআবির্হোত্রকর্ত্তৃক—"যিনি সত্বর জীবাত্মার অহঙ্কারবন্ধনপরিহার ইচ্ছা করেন, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধান-ক্রমে শ্রীহরির ভজন করিবেন" ইত্যাদি বাক্যে নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীলগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্চ্চন প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীনারদও বলিয়াছেন যে,—"যে-কালে ভগবান্ কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তিত হইয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তৎকালে উক্ত ব্যক্তি লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্মবিষয়ে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"

এবিষয়ে শ্রীঅগস্ত্যসংহিতা-বচন—"বিধি ও নিষেধসমূহ যেরূপ মুক্ত পুরুষকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ যিনি যথাবিধি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন, তাঁহাকেও বিধি-নিষেধসমূহ স্পর্শ করিতে পারে না।" ব্যবহারচেষ্টাতিশয্য এবং যাদৃচ্ছিক ভক্ত্যনুষ্ঠানযুক্ত-রূপে যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এইরূপ গৃহস্থগণের এবং তদ্বৈপরীত্যরূপেও যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থগণের সম্বন্ধে দ্বিতীয়প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন দর্শিত হইয়াছে।

যাহারা ভগবদ্ভক্তিবার্ত্তায় অনভিজ্ঞ, তাদৃশ পুরুষগণের যাহাতে বৈদিক সাধারণকর্ম্মানুষ্ঠানেরও লোপ না হয়, সেইহেতুই তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থভক্তগণ লোকশিক্ষার জন্যই কর্ম্মমিশ্রভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা—

হে উদ্ধব, এই অনন্ত অপার কর্ম্মকাণ্ডের অবধি নাই। ইত্যাদি বাক্যানন্তর—

"বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদাঃ॥" ইতি।
এবং সাধ্যত্বাদিপরীক্ষানপেক্ষা চ ক্বচিৎ শ্রূয়তে; যথোক্তং মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্—
"সৌরমন্ত্রাশ্চ যেঽপি স্যুর্বৈষ্ণবা নারসিংহকাঃ। সাধ্যসিদ্ধসুসিদ্ধারিবিচারপরিবর্জ্জিতাঃ॥" ইতি।
তন্ত্রান্তরে—
"নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রসাদপ্রবণস্য চ। বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীনৈব শোধয়েৎ॥" ইতি।
সনৎকুমারসংহিতায়াম্—
"সাধ্যঃ সিদ্ধঃ সুসিদ্ধশ্চ অরিশ্চৈব চ নারদ। গোপালেষু ন বোদ্ধব্যঃ স্বপ্রকাশো যতঃ স্মৃতঃ॥"

অন্যত্র—"সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু। দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং প্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ॥" ইত্যাদি। মর্য্যাদা যথা ব্রহ্মযামলে—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"
ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীপৃথিব্যা চতুর্থে (ভাঃ ৪।১৮।৩-৫)—
"অস্মিংল্লোকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃ প্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপায়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ॥" ইতি।
অতএবোক্তং পাদ্মে শ্রীনারায়ণ-নারদ-সংবাদে—
"মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিবদৃষে। তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি সঃ॥" ইতি।
তদেতদর্চ্চনং দ্বিবিধং—কেবলং, কর্ম্মমিশ্রঞ্চ। তয়োঃ পূর্ব্বং নিরপেক্ষাণাং শ্রদ্ধাবতাং দর্শিতমাবির্হোত্রেণ (ভাঃ ১১।৩।৪৮) "য আশু হৃদয়গ্রন্থিম্" ইত্যাদৌ, উক্তঞ্চ শ্রীনারদেন (ভাঃ ৪।২৯।৪৬)—
"যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ। স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥" ইতি।
অত্র শ্রীমদগস্ত্যসংহিতা চ (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত ১।২।৪১ শ্লোকঃ)—
"যথা বিধিনিষেধৌ চ মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ। তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকম্॥" ইতি।
উত্তরং ব্যবহারচেষ্টাতিশয়বত্ত্বাযাদৃচ্ছিকভক্ত্যনুষ্ঠানবত্ত্বাদিলক্ষণলক্ষিতশ্রদ্ধানাং তথা তদ্বৈপরীত্য-লক্ষিত-শ্রদ্ধানামপি প্রতিষ্ঠিতানাং তদ্ভক্তিবার্ত্তানভিজ্ঞবুদ্ধিষু সাধারণবৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানলোপোঽপি মাভূদিতি লোকসংগ্রহপরাণাং গৃহস্থানাং দর্শিতম্। যথা (ভাঃ ১১।২৭।৬-১১)

"ন হ্যন্তোঽনন্তপারস্য" ইত্যাদৌ
সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্সংকল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্॥ ইত্যাদি ॥ ২৮৪ ॥

স্পষ্টম্॥ (১১।২৭।) শ্রীভগবান্॥ ২৮৪ ॥

এস্থলে আশঙ্কা এই যে, মন্ত্রসমূহ ভগবন্নামাত্মকই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তাহা নমঃ-শব্দাদিদ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক সমর্পিত-শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত নিজের সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক হয়। তন্মধ্যে কেবল ভগবানের নামসমূহই অন্য নিরপেক্ষভাবেই পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব মন্ত্রসমূহের নাম অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য লব্ধ হইতেছে না বলিয়া তদ্বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা হয় কেন ?

তাহার উত্তর এই যে—যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষগণের তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচার্থ শ্রীঋষিপ্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন স্থলে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন ; অতএব তাহার লঙ্ঘন হইলে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতেছেন। সুতরাং উভয়ের কোনটীই অসঙ্গত হয় না, এইহেতু তদ্বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা নাই। যথা শ্রীরামমন্ত্রের উদ্দেশ্যে রামার্চ্চনচন্দ্রিকার উক্তি—"বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহের মধ্যেও রামমন্ত্র অধিক ফলযুক্ত হয় এবং গাণপত্যাদি মন্ত্র হইতে তাহা কোটি কোটি গুণে অধিক হইয়া থাকে। হে বিপ্রবর ! এই মন্ত্র দীক্ষা, পুরশ্চরণ এবং ন্যাসবিধান ব্যতীত জপমাত্রেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।"

এইরূপ কোন স্থলে সাধ্যত্বাদি পরীক্ষার অনপেক্ষাও শ্রুত হয়। যথা মন্ত্রদেবপ্রকাশিকাবচন—"সৌরমন্ত্র এবং নারসিংহক বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহ সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ ও অরিবিচাররহিত হইয়া থাকে।" অন্যতন্ত্রবচন,—"নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ এবং প্রসাদস্মুখ বৈদিকমন্ত্রের সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।" সনৎকুমারসংহিতাবচন—"হে নারদ, গোপালমন্ত্রে সাধ্য, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ এবং অরি-জ্ঞান করিতে হইবে না ; যেহেতু তাহা স্বপ্রকাশরূপে উক্ত হইয়াছে।" অন্যত্র—"এই গোপালমন্ত্র সর্ব্ববর্ণগত, সর্ব্বাশ্রমগত, নানাজন্মনক্ষত্রবিশিষ্ট জনগণের ও নারীগণের সর্ব্বাগ্রে অভিবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকে।" মর্য্যাদাবিষয়ে ব্রহ্মযামলবচন—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিশাস্ত্র এবং পঞ্চরাত্রবিধিব্যতীত ঐকান্তিকী হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে।" চতুর্থস্কন্ধে শ্রীপৃথিবীকর্ত্তৃকও এইরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে। যথা—

"তত্ত্ব-দর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক-বিষয়ে মানবগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য উপায়সমূহের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যে-পুরুষ শ্রদ্ধাসহকারে সেই পূর্ব্বজনপ্রদর্শিত উপায়সমূহের সম্যক্ আচরণ করেন, তিনি সত্বর সেইসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্ যে-পুরুষ ঐসকল উপায়ের অনাদরপূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষার্থ-সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার আরব্ধ পুরুষার্থসমূহও বারম্বার অসিদ্ধ হইয়া থাকে।"

অতএব পদ্মপুরাণে শ্রীনারায়ণসংবাদে উক্ত হইয়াছে—"হে ঋষে ! আমার যে-ভক্ত বিধিনির্দ্দেশক্রমে আমার অর্চ্চন করেন, তাঁহার স্বপ্নেও কোন বিঘ্ন সম্ভব হয় না এবং তিনি সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় হইয়া থাকেন।" এই অর্চ্চন দ্বিবিধ,—কেবল ও কর্ম্মমিশ্র। শ্রীআবির্হোত্রকর্ত্তৃক—"যিনি সত্বর জীবাত্মার অহঙ্কারবন্ধনপরিহার ইচ্ছা করেন, তিনি তন্ত্রোক্ত বিধান-ক্রমে শ্রীহরির ভজন করিবেন" ইত্যাদি বাক্যে নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাশীলগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অর্চ্চন প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীনারদও বলিয়াছেন যে,—"যে-কালে ভগবান্ কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হৃদয়ে চিন্তিত হইয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তৎকালে উক্ত ব্যক্তি লৌকিক এবং বৈদিক কর্ম্মবিষয়ে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া থাকে।"

এবিষয়ে শ্রীঅগস্ত্যসংহিতা-বচন—"বিধি ও নিষেধসমূহ যেরূপ মুক্ত পুরুষকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ যিনি যথাবিধি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করেন, তাঁহাকেও বিধি-নিষেধসমূহ স্পর্শ করিতে পারে না।" ব্যবহারচেষ্টাতিশয্য এবং যাদৃচ্ছিক ভক্ত্যানুষ্ঠানযুক্ত-রূপে যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিতা হয়, এইরূপ গৃহস্থগণের এবং তদ্বৈপরীত্যরূপেও যাঁহাদের শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থগণের সম্বন্ধে দ্বিতীয়প্রকার অর্থাৎ কর্ম্মমিশ্র অর্চ্চন দর্শিত হইয়াছে।

যাহারা ভগবদ্ভক্তিবার্ত্তায় অনভিজ্ঞ, তাদৃশ পুরুষগণের যাহাতে বৈদিক সাধারণকর্ম্মানুষ্ঠানেরও লোপ না হয়, সেইহেতুই তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত গৃহস্থভক্তগণ লোকশিক্ষার জন্যই কর্ম্মমিশ্রভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যথা—

হে উদ্ধব, এই অনন্ত অপার কর্ম্মকাণ্ডের অবধি নাই। ইত্যাদি বাক্যানন্তর—

বেদকর্ত্তৃক যাঁহার সম্বন্ধে যে সন্ধ্যোপাসনাপ্রভৃতি কর্ম্মসমূহ বিহিত হইয়াছে, তিনি পরমেশ্বরবিষয়েই সঙ্কল্পযুক্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের সহিত কর্ম্মনির্হারিণী মদীয়পূজা সম্পাদন করিবেন। ইত্যাদি ॥ ২৮৪ ॥

অর্থ স্পষ্ট ॥ শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৮৪ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চৈবমেব শ্রীনারায়ণবাক্যং শ্রাদ্ধকথনারম্ভে—

"নাচরেদ্ যস্তু সিদ্ধোঽপি লৌকিকং ধর্ম্মমগ্রতঃ। উপপ্লবাচ্চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি নারদ ॥

বিবেকজ্ঞৈরতঃ সর্ব্বৈর্লোকাচারো যথা স্থিতঃ। আদেহপাতাদ্ যত্নেন রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥" ইতি।

এতেষাঞ্চ দ্বিবিধা কর্ম্মব্যবস্থা,—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ অন্তর্যামিশ্রীভগবদ্দৃষ্ট্যৈব সর্ব্বারাধনং বিহিতম্; বিষ্ণুযামলাদৌ তু—

"বিষ্ণুপাদোদকেনৈব পিতৄণাং তর্পণক্রিয়া। বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্ ॥"

ইত্যাদিপ্রকারেণ বিহিতমিতি। যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশদুর্গাদ্যা বর্ত্তন্তে, তে হি বিষ্বক্সেনাদিবৎ ভগবতো নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা যে পরে মায়াশক্ত্যাত্মকা গণেশদুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি, (ভাঃ ২।৯।১০)—"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে" ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাত্মকা এব তে; যত এব চ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেঽপি দুর্গা-নাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মকস্বরূপভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষ্বপি দৃশ্যতে।

যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে—

"ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্। জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।

দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ॥" ইতি।

অতএব শ্রীভগবদভেদেনোক্তং গৌতমীয়কল্পে—"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ" ইতি। "ত্বমেব পরমেশানি অস্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা" ইত্যাদিকন্তু বিরাট্পুরুষমহাপুরুষয়োরিব কেষাঞ্চিদভেদো-পাসনাবিবক্ষয়ৈবোক্তম্। সা হি মায়াংশরূপা তদধীনে প্রাকৃতেঽস্মিন্ লোকে মন্ত্ররক্ষা-লক্ষণসেবার্থং নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাত্মকদুর্গায়া দাসীয়তে ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।

মায়াতীতবৈকুণ্ঠাবরণকথনে যথোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"সত্যাচ্যুতানন্তদুর্গাবিষ্বক্সেনগজাননাঃ। শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্ ॥

ঐন্দ্রকাগ্নেয়যাম্যানি নৈঋতং বারুণং তথা। বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥

সাধ্যা মরুদ্গণাশ্চৈব বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ। নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ ॥

তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ন নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত ইতি বৈ শ্রুতিঃ ॥" ইতি।

কিঞ্চ, ভগবদংশরূপা এব তে।

যথোক্তং ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরষড়ঙ্গাদিদেবতাভেদকথনারম্ভে—

"সর্ব্বত্র দেবদেবোঽসৌ গোপবেশধরো হরিঃ। কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" ইতি ॥

অতো নামমাত্রসাধারণ্যেনানন্যভক্তৈর্ন ভেত্তব্যম্। কিন্তু ভাগবতনিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বাদ্বিষ্বক্-সেনাদিবৎ সংকার্য্যা এব তে; (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে" ইত্যাদৌ

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ" ইত্যাদি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনেন তদসংকারে দোষশ্রবণাৎ।

অতস্তানেবোদ্দিশ্যাহ (ভাঃ ১১।২৭।২৯)—

দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥ ২৮৫ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ড এব চ—

"তস্মাদবৈদিকানাঞ্চ দেবানামর্চ্চনং ত্যজেৎ : স্বতন্ত্রপূজনং যচ্চ বৈদিকানামপি ত্যজেৎ ॥
অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্। তদাবরণ-সংস্থানং দেবস্য পরিতোঽর্চ্চয়েৎ ॥
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ। হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ ॥"

ইত্যাদি। (১১।২৭।) উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবান্ ॥ ২৮৫ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রাদ্ধকথনারম্ভে শ্রীনারায়ণ-বাক্যও এইরূপ—"হে নারদ, সিদ্ধপুরুষও যদি উপস্থিত লৌকিক-ধর্ম্মের আচরণ না করেন, তাহা হইলে উপপ্লববশতঃ ধর্ম্মের গ্লানি হইয়া থাকে। অতএব বিবেকী পুরুষগণ দেহপাত-পর্য্যন্ত যত্নসহকারে যথাস্থিত লোকাচারসমূহের রক্ষা করিবেন।" ইহাদের সম্বন্ধে কর্ম্মব্যবস্থা দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদিতে সর্ব্বত্র অন্তর্যামী শ্রীভগবানের দর্শন-সহকারে সর্ব্বারাধন বিহিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিষ্ণুযামলাদিতে—"শ্রীবিষ্ণুপাদোদক-দ্বারাই পিতৃতর্পণ এবং বিষ্ণুনৈবেদ্যান্ন দ্বারাই দেবতান্তরের পূজা করিবে", এইরূপ বিধান রহিয়াছে। ভগবানের পীঠাবরণপূজায় গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি যাঁহারা পূজ্যরূপে বর্ত্তমান, তাঁহারা বিষ্বক্সেনপ্রভৃতির ন্যায় ভগবানের নিত্যবৈকুণ্ঠসেবক হইয়া থাকেন। অতএব মায়াশক্ত্যাত্মক গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি হইতে তাঁহারা ভিন্ন।

যেহেতু ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে—"যে-স্থানে মায়া বর্ত্তমান নাই, সুতরাং রাগলোভাদির কথা আর বক্তব্য কি ?" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ভগবৎস্বরূপশক্ত্যাত্মকরূপেই জ্ঞাতব্য। অতএব শ্রুতিতন্ত্রপ্রভৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রগণেও দুর্গানামক ভগবদ্‌ভক্ত্যাত্মকস্বরূপভূতশক্তিবৃত্তিবিশেষের অধিষ্ঠাতৃত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে উক্ত হইয়াছে যে,—"ভক্তিশব্দের অর্থ ভজনসম্পত্তি। প্রকৃতি প্রিয়-পুরুষের ভজন করিয়া থাকেন। পরমাত্মার পরিপূর্ণ-রসবল্লভা সেই প্রকৃতি অত্যন্ত দুঃখে জ্ঞাত হন বলিয়া বিদ্বদ্‌গণকর্ত্তৃক দুর্গানামে উক্তা হইয়াছেন।" অতএব গৌতমীয়কল্পে—"যিনি কৃষ্ণ, তিনিই দুর্গা ; যিনি দুর্গা, তিনিই কৃষ্ণ" এইরূপে অভেদোক্তি হইয়াছে। "হে পরমেশ্বরি ! তুমিই ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা" ইত্যাদি বাক্য বিরাট্ পুরুষের ও মহাপুরুষের অভেদোপাসনার ন্যায় কোন কোন পুরুষের পক্ষে অভেদোপাসনা-কথনেচ্ছায়ই উক্ত হইয়াছে। মায়াংশরূপা এই দুর্গা তদধীন এই প্রাকৃত-লোকমধ্যে মন্ত্ররক্ষারূপসেবাকার্য্যে নিযুক্তা হইয়া চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গার দাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, পরন্তু স্বয়ং সেবাধিষ্ঠাত্রী নহেন।

মায়াতীত বৈকুণ্ঠাবরণকথনপ্রসঙ্গে পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডবচন, যথা—"সত্য, অচ্যুত, অনন্ত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গজানন, শঙ্খনিধি, পদ্মনিধি ও লোকগণ চতুর্থ আবরণরূপে উক্ত হইয়াছেন। ঐন্দ্রক, আগ্নেয়, যাম্য, নৈর্ঋত, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও ঐশান—ইহারা মুনিগণকর্ত্তৃক সপ্তম আবরণরূপে উক্ত হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠরূপ পরমধামে সাধ্য ও মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেবগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলেই নিত্যরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই প্রাকৃতস্বর্গে উক্ত দেবগণ অনিত্য, যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা (দেবগণ) স্বর্গের মহিমা বৃদ্ধি করেন। বিশেষতঃ তাঁহারা ভগবানেরই অংশস্বরূপ।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদকথনারম্ভে এইরূপই উক্ত হইয়াছে—"গোপবেশধারী সেই দেবদেব শ্রীহরিই সর্ব্বত্র বিরাজমান্, পরন্তু কেবলমাত্র রূপভেদ-হেতুই তাঁহাদের নামভেদ উক্ত হইয়াছে।"

অতএব নামমাত্রে সাম্যহেতু অনন্যভক্তগণ ভয় করিবেন না, পরন্তু ভাগবতত্ব ও নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বহেতু বিষ্বক্‌সেনাদির ন্যায় তাঁহাদের সৎকারই করিবেন। "ত্রিধাতুময় শবতুল্য এই শরীরে যাহার আত্মবুদ্ধি" ইত্যাদিস্থলে "যিনি গোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া তদ্‌গণান্তর্গত অন্যান্যের অর্চ্চন করেন না" ইত্যাদি পদ্মপুরাণস্থ উত্তরখণ্ড-বাক্যানুসারে তাঁহাদের অসৎকারে দোষই শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন যে—

দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্‌সেন, গুরুগণ এবং দেবগণ—ইঁহাদিগকে দেবতার অভিমুখে নিজ নিজ স্থানে অবস্থিতরূপে প্রোক্ষণাদিদ্বারা পূজা করিবেন ॥ ২৮৫ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে—"অতএব অবৈদিক দেবগণের অর্চ্চন এবং বৈদিকদেবগণেরও স্বতন্ত্র অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন। প্রথমতঃ জগৎপূজ্য নারায়ণ শ্রীহরির পূজা করিয়া পশ্চাৎ দেবতার চতুর্দ্দিকে তদীয় আবরণদেবসমূহের পূজা করিবেন। বৈষ্ণবপুরুষ শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশিষ্ট তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন এবং তদুচ্ছিষ্টদ্বারাই হোম করিবেন" ইত্যাদি। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৮৫ ॥

ভূতাদিপূজা তু তৎপূজাঙ্গত্বে বিহিতাপি ন কর্ত্তব্যা ;—তদাবরণ-দেবতাত্বাভাবাৎ। নিষিদ্ধঞ্চ তত্রৈব—

"যক্ষাণাঞ্চ পিশাচানাং মদ্যমাংসভুজাং তথা। দিবোকসানাং ভজনং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥" ইতি।

অতএবাবশ্যকপূজ্যানামন্যেষাং তৎস্বীকৃতৈরপি মদ্যাদিভিঃ পূজা নিষিদ্ধা যথা সঙ্কর্ষণাদীনাম্।

অথ পীঠপূজায়াং যেঽপ্যধর্ম্মাদ্যা বর্ত্তন্তে গুণত্রয়ঞ্চ, তানি তু পাদ্মোত্তরখণ্ডে স্পষ্টান্যপি ন সন্তি ; তথা স্বায়ম্ভুবাগমেঽপি। তস্মান্নাদরণীয়ানি। কেচিত্ত নারদপঞ্চরাত্রে দৃষ্ট্যা তান্যন্যথৈব ব্যাচক্ষতে ; যথোক্তং তত্রৈব—"অধর্ম্মাদ্যচতুষ্কন্ত অশ্রেয়সি নিয়োজনম্" ইত্যধার্ম্মিকাদিষু তত্তদন্তর্যামিশক্তিরধর্ম্মাদ্যমিত্যর্থঃ। তথা পীঠপূজায়াং ভগবদ্ধামে শ্রীগুরুপাদুকা-পূজনমেবং সঙ্গচ্ছতে ; যথা—

"য এব ভগবানত্র ব্যষ্টিরূপতয়া ভক্তাবতারত্বেন শ্রীগুরুরূপো বর্ত্ততে, স এব তত্র সমষ্টিরূপতয়া স্ববামপ্রদেশে সাক্ষাদবতারত্বেনাপি তদ্রূপো বর্ত্ততে ॥ ইতি।

তথা যে চাত্র শ্রীরামাদ্যুপাসনায়াং মৈন্দদ্বিবিদাদয় আবরণদেবতাস্তে তু তদীয়নিত্যধামগতা নিত্যাঃ শুদ্ধাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। যথাক্রূরাঘমর্ষণে তেন শ্রীপ্রহ্লাদাদয়ো দৃষ্টাঃ। য এব শ্রীপ্রহ্লাদঃ পৃথ্বীদোহনেঽপি বৎসোঽভূৎ—তদানীং তজ্জন্মাভাবাৎ, চাক্ষুষমন্বন্তর এব হিরণ্যকশিপোর্জাতত্বাৎ।

অন্যে তু স্ব-স্ব-ধাম্নি নিত্যপ্রাকট্যস্যৈব শ্রীরামাদেঃ প্রপঞ্চপ্রাকট্যাবসরং প্রাপ্য তৎসাহায্যার্থং নিত্যপার্ষদমৈন্দদ্বিবিদাদিশক্ত্যাবেশিনো জীবাঃ সুগ্রীবাদি-ভাগবতদ্বেষিবালিপ্রভৃতি-সম্বন্ধাদুত্তরকালে ভগবদ্দ্বেষিনরকাসুরাদিসঙ্গাচ্চ দুষ্টভাবা ভবন্তীত্যবধেয়ম্ ;—প্রপঞ্চলোকমিশ্রত্বেনৈব প্রাকট্যসম্ভবাৎ।

অথ শ্রীকৃষ্ণগোকুলোপাসনায়ামপি যৎ শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামাবরণত্বং, তত্তু তচ্ছক্তিবিশেষরূপাণাং তাসাং বিমলাদীনামিবান্তর্ধানগতত্বেনৈব মন্যন্তে। যথা তে শঙ্খচক্রগদামুদ্রাদিধারণং শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নত্বেনৈব স্বীকুর্ব্বন্তি ; যথা চ দ্বারান্তঃপার্শ্বয়োর্গঙ্গাযমুনয়োঃ পূজ্যমানয়োর্গঙ্গা শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রসিদ্ধা মানসগঙ্গেতি মন্যন্তে। তথা চ বিষ্বক্‌সেনাদয়ো ভদ্রসেনাদয় ইতি।

শ্রীকৃষ্ণপীঠপূজায়াং শ্বেতদ্বীপ-ক্ষীরসমুদ্রপূজা চ গোলোকাখ্যস্য তদ্ধাম্নোঽপি শ্বেতদ্বীপেতি নামত্বাৎ, কামধেনুকোটিনিঃসৃতদুগ্ধপূরবিশেষস্য চ তত্র স্থিতত্বাৎ ; যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং (৫।৫৬) তদ্বর্ণনান্তে—

"স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্, নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ। ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং, বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥" ইতি।

এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। তথা সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলান্যপ্রাকৃতান্যতিশৈত্যতাপগুণপরিত্যাগেনৈব বর্ত্তন্তে। তত্র সর্ব্বকল্যাণগুণবস্তূনামেবাভিধানায় প্রাকৃতনিষেধাৎ; যথা নৃসিংহতাপন্যাম্—"তদ্বা এতৎ পরং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি যত্র ন সূর্য্যো ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি ন যত্র নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র নাগ্নির্দহতি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষঃ" ইত্যাদি। তদেবং কর্ম্মমিশ্রত্বাদি-নিরসনপ্রসঙ্গসঙ্গত্যা তৎপরিকরা ব্যাখ্যাতাঃ।

অথ তেষাং শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতির্ব্যাখ্যায়তে। তত্র ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎসেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহভাবনাপর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানুকূল্যাৎ। এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্, অহংগ্রহো-পাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ। ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্যপ্রায়মেব,—তদীয়চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশুদ্ধসত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্।

অথ কেশবাদিন্যাসাদীনাং যত্রাধমাঙ্গবিষয়ত্বং তত্র তন্মূর্ত্তিং ধ্যাত্বা তত্তন্মন্ত্রাংশ্চ জপ্ত্বৈব তত্তদঙ্গস্পর্শ-মাত্রং কুর্য্যাৎ; ন তু তত্তন্মন্ত্রদেবতাস্তত্র তত্র ন্যস্তা ধ্যায়েৎ—ভক্তানাং তদনৌচিত্যাৎ।

অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগতমেব; হৃদয়কমলগতন্তু যোগিমতম্—"স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। অতএব মানসপূজা চ তত্রৈব চিন্তনীয়া। কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ, যৎ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রূয়তে তত্রৈব চিন্ত্যম্—"গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ" ইত্যত্রৈবকারাৎ। তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন তিষ্ঠতি, কিন্তু তেজোময়প্রতিমাকারেণৈবেতি।

অথ বহিরুপচারৈরন্তঃপূজায়াং বেণ্বাদিপূজা তদঙ্গজ্যোতির্বিলীনাঙ্গস্য স্বস্যাঙ্গে নিবিষ্টস্য তস্য তন্মুখা-দাবেব ভাব্যা; ন তু স্বমুখাদৌ। তথা বেণ্বাদিতদ্ভূষণমুদ্রাদর্শনম্,—স্বমুখাদৌ তথা বেণ্বাদি যৎ ক্রিয়তে, তচ্চ তস্মৈ তদীয়তত্তৎপ্রিয়বস্তূনাং দর্শনার্থমেব ন তু স্বস্যৈবাঙ্গে তানি ভাব্যন্ত ইতি—পূর্ব্বহেতোরেব।

তথা মানসাদিপূজায়াং ভূতপূর্ব্ব-তৎপরিকরলীলাসংবলিতত্বমপি ন কল্পনাময়ং, কিন্তু যথার্থমেব; যতস্তস্য প্রাকট্যসময়ে লীলাস্তৎপরিকরাশ্চ যে প্রাদুর্বভূবুস্তাদৃশাশ্চাপ্রকটমপি নিত্যং তদীয়ে ধাম্নি সংখ্যাতীতা এব বর্ত্তন্তে। অসুরাস্তু ন তত্র চেতনাঃ কিন্তু যন্ত্রময়তৎপ্রতিমা-নিভা জ্ঞেয়াঃ; (ভাঃ ১০।১৪।৬১)—"এবং বিহারৈঃ", ইত্যাদৌ "নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটপ্লবনাদিভিঃ" ইতিবত্তত্তল্লীলানাং নানাপ্রকাশৈঃ কৌতুকেনানুক্রিয়মাণত্বাৎ ভগবৎসন্দর্ভাদৌ হি তথা স-ন্যায়ং দর্শিতাস্তি।

অথ মানসপূজামাহাত্ম্যম্; যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যম্—

"অয়ং যো মানসো যোগো জরাব্যাধিভয়াপহঃ" ইত্যাদৌ—

"যশ্চৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সকৃৎ কুর্য্যান্মহামতে। ক্রমোদিতেন বিধিনা তস্য তুষ্যাম্যহং মুনে ॥" ইতি।

এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি—মনোময্যা মূর্ত্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ (ভাঃ ১১।৩।৫০) "অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ" ইত্যাবির্হোত্রবচনেন 'বা' শব্দাৎ।

অথ পূজাস্থানানি বিচার্য্যন্তে ; তানি চ বিবিধানি। তত্র শালগ্রামাদিকং তত্তদ্ভগবদাকারাধিষ্ঠানমিতি চিন্ত্যম্, আকারবৈলক্ষণ্যাৎ "শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। [illegible] স্বেষ্টাকারস্যৈব ভগবতোঽধিষ্ঠানং সুষ্ঠুসিদ্ধিকরম্, তস্মিন্নেবাযত্নতস্তদীয়প্রাকট্যাৎ—(ভাঃ ১১।৩।৪৮) "মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ" ইত্যুক্তেঃ। শ্রীকৃষ্ণাদীনান্তু মথুরাদিক্ষেত্রং মহাধিষ্ঠানম্,—"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তথা তত্তন্মন্ত্রধ্যেয়বৈভবত্বেন মথুরাবৃন্দাবনাদীনাং শ্রীগোপালতাপন্যাদৌ প্রখ্যাতত্বাৎ। মথুরাদিক্ষেত্রাণ্যেবান্যত্রাধিষ্ঠানে ধ্যানেন প্রকাশ্য তেষু ভগবাংশ্চিন্ত্যতে। অথ শ্রীমৎপ্রতিমায়ান্তু তদাকারৈকরূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি,আকারৈক্যাৎ।

"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিংবা প্রতিমায়াং হরের্ময়া"—ইতি ভাবনান্তরে দোষশ্রবণাচ্চ। এবমেব শ্রীভবতা (ভাঃ ১১।২৭।১৩) "চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্" ইত্যুক্তম্ ; 'প্রতিষ্ঠা'—প্রতিমা, 'জীবস্য' জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম 'মন্দিরং' মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ ; যদ্বা, 'প্রতিষ্ঠা'-লক্ষণেন কর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তা প্রতিমা মম তদাস্পদং ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে "বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব" ইতি সান্নিধ্যকরণমন্ত্রবিশেষানন্তরং মন্ত্রান্তরম্—

"যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ। তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্" ইতি।

অথবা 'জীবমন্দিরং'—সর্ব্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠেত্যর্থঃ। পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎপরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি ; ভেদস্ফূর্ত্তের্ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যুচিতম্। ইত্থমেবোক্তং ভগবতা (ভাঃ ১১।২৭।৩২)—

"বস্ত্রোপবীতাভরণপত্রস্রগ্‌গন্ধলেপনৈঃ। অলংকুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥"

ইত্যত্র মামিতি সপ্রেমেতি চ। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে তামধিকৃত্য অম্বরীষং প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাক্যম্—

"তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্। পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী॥
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ। উপর্য্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ॥" ইত্যাদি।

অতএব তৎপূজায়ামাবাহনাদিকমিত্থং ব্যাখ্যাতমাগমে—

"আবাহনঞ্চাদরেণ সম্মুখীকরণং প্রভোঃ। ভক্ত্যা নিবেশনং তস্য সংস্থাপনমুদাহৃতম্॥
তবাস্মীতি তদীয়ত্বদর্শনং সন্নিধাপনম্। ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্তস্থাপনং সংনিরোধনম্॥
সকলীকরণং প্রোক্তং তৎসর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনম্॥" ইতি॥

অত্র শূদ্রাদিপূজিতার্চ্চা-পূজা-নিষেধবচনমবৈষ্ণবশূদ্রাদিপরমেব,—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥" ইত্যুক্তেঃ।

অথ সপ্তমে (ভাঃ ৭।১৪।৩৩)—"পাত্রম্" ইত্যাদৌ শ্রীনারদোক্তৌ অধিষ্ঠানবিচারে শ্রীমদর্চ্চাতোঽপি যঃ পুরুষমাত্রাতিশয়স্তত্রাপি জ্ঞানী ; স চ কৈবল্যকামো ভক্ত্যাশ্রয়ঃ।

তস্মিন্ প্রকরণে (ভাঃ ৭।১৫।২)—"জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি" ইত্যুপসংহারে জ্ঞানিন এব দানপাত্রত্বেন পরমোৎকর্ষোক্তেঃ ; অন্যত্র তু, "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী" (ভাঃ ১০।৯।২১) "নায়ং সুখাপো ভগবান্" ইত্যাদৌ, (ভাঃ ৬।১৪।৪) "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্" ইত্যাদৌ চ, ভক্তস্যৈব ততোঽপ্যুৎকর্ষঃ, কিমুত

তদুপাস্যায়াঃ শ্রীমদর্চ্চায়াঃ। অতএব তামুদ্দিশ্যোক্তম্—"নানুব্রজতি যো মোহাৎ" ইত্যাদি।

তথাপি "পাত্রম্" ইত্যাদীনামর্থোঽপি ক্রমেণ দর্শ্যতে (ভাঃ ৭।১৪।৩৪-৩৫)—

পাত্রং তত্র নিরুক্তং বৈ কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরেবৈক উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্॥
দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ॥ ২৮৬॥

তত্র রাজসূয়ে॥ ২৮৬॥

ভূতাদিপূজা তদীয় পূজাঙ্গরূপে বিহিত হইলেও তাহা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহারা তাঁহার আবরণদেবতাস্বরূপ নহে। পদ্মপুরাণেই তাহা নিষিদ্ধও হইয়াছে। যথা—"যক্ষগণ, পিশাচগণ ও মদ্যমাংসভোজী দেবগণের পূজা সুরাপানতুল্য কথিত হইয়া থাকে।" অতএব অবশ্যপূজ্য অন্যান্য দেবগণের মধ্যেও যদি কাহারও মদ্যাদিসেবন অভ্যস্তও থাকে, তথাপি তাহাদ্বারা পূজা করিবে না। যেরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিলেও পূজায় তাহা নিষিদ্ধ।

পীঠপূজায় অধর্ম্ম প্রভৃতি এবং গুণত্রয় যাহা পূজারূপে বর্ত্তমান আছে, তাহা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে উল্লিখিত হয় নাই। এইরূপ স্বায়ম্ভুবাগমেও তাহারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব তাহারা গ্রাহ্য নহে। কেহ কেহ নারদপঞ্চরাত্র-বচনানুসারে তাহাদের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন। যথা নারদপঞ্চরাত্রে—"অধর্ম্মাদিচতুষ্টয়ের অশ্রেয়োবিষয়ে নিয়োগই জ্ঞাতব্য।" অর্থাৎ অধার্ম্মিকপ্রভৃতিতে তাহাদের অন্তর্যামিশক্তিই অধর্ম্মাদি হইয়া থাকে। এইরূপ পীঠপূজায় ভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদুকাপূজন এইরূপেই সঙ্গত হইয়া থাকে। যথা—"যে ভগবান্ই ইহলোকে ব্যষ্টিভাবে ভক্তাবতারবেশে শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান, তিনিই সমষ্টিরূপে নিজ বামদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপে শ্রীপাদুকাকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এইরূপ শ্রীরামাদির উপাসনায়ও মৈন্দদ্বিবিদপ্রভৃতি যে-সকল আবরণদেবতা বর্ত্তমান, তাঁহারাও তদীয় নিত্য-ধামগত নিত্য ও শুদ্ধস্বরূপ হইয়া থাকেন। যেরূপ অক্রূর যমুনাজলে অঘমর্ষণকালে ভগবৎপার্ষদরূপে উক্ত নিত্যধামগত প্রহ্লাদপ্রভৃতিকেই দর্শন করিয়াছিলেন। যেহেতু যে প্রহ্লাদ পৃথ্বীদোহনকালেও বৎসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই হিরণ্যকশিপু-নন্দন প্রহ্লাদের এই মন্বন্তরে জন্ম হয় নাই পরন্তু চাক্ষুষমন্বন্তরেই হিরণ্যকশিপু হইতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল।

মৈন্দদ্বিবিদপ্রভৃতি ভাগবতবর্ণিত ভগবদ্বিদ্বেষী বানরগণ উক্ত নিত্যধামগত পার্ষদগণ হইতে ভিন্ন, পরন্তু উক্ত জীবগণ নিজ নিজ লোকে নিত্যপ্রাকট্যবিশিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রাদির প্রপঞ্চপ্রাকট্যকালে তাঁহার সাহায্যার্থ নিত্যপার্ষদস্বরূপ মৈন্দদ্বিবিদ প্রভৃতির শক্ত্যাবেশবিশিষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎকালে সুগ্রীবাদি ভাগবতগণের প্রতি বিদ্বেষশীল বালিপ্রভৃতির সংসর্গে এবং পরবর্ত্তিকালে ভগবদ্বিদ্বেষী নরকাসুরপ্রভৃতির সঙ্গবশতঃ দুষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে। প্রপঞ্চলোকমিশ্রত্বহেতুই তাহাদের প্রাকট্য সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গোকুলোপাসনায়ও শ্রীরুক্মিণীপ্রভৃতি, যাহাদের আবরণত্ব দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকে শাস্ত্রজ্ঞগণ বিমলাদি-তদীয়শক্তিসমূহের ন্যায় অন্তর্দ্ধামগত শক্তিবিশেষরূপেই মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ পণ্ডিতগণ শঙ্খচক্রগদাচিহ্নাদিধারণ শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নরূপে এবং দ্বারাস্তঃপার্শ্বস্থা পূজনীয়া গঙ্গাযমুনার অন্তর্গতা গঙ্গাকে শ্রীগোবর্দ্ধন প্রসিদ্ধা মানসগঙ্গারূপে স্বীকার করিয়া থাকেন।

এইরূপ বিষ্বক্সেন প্রভৃতি এবং ভগ্নসেনাদি সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য। শ্রীকৃষ্ণপীঠপূজায় শ্বেতদ্বীপ ও ক্ষীরসমুদ্রের পূজাকে শ্রীগোলোকসংজ্ঞক তদীয় ধামের পূজারূপেই মানিতে হইবে, যেহেতু তাঁহার শ্বেতদ্বীপ এই নাম এবং তথায় কামধেনুকোটিক্ষরিত দুগ্ধপ্রবাহবিশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মসংহিতায় গোলোকবর্ণনে এইরূপ উক্তও হইয়াছে, যথা—যে-স্থানে কামধেনুসমূহ হইতে বিশাল ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে এবং যে-স্থানে নিত্যকালের নিমেষার্দ্ধসময়ও অতীত

হয় না, আমি সেই শ্বেতদ্বীপের ভজন করিতেছি ; এই পৃথিবীতে বিরলপ্রচার কতিপয় পুরুষই তাঁহাকে গোলোকরূপে অবগত আছেন।" এইরূপ অন্যত্রও জ্ঞাতব্য। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিমণ্ডলও অপ্রাকৃত এবং নাতিশীতোষ্ণরূপেই বর্ত্তমান। যেহেতু উক্ত ধামে সর্ব্বকল্যাণগুণময় বস্তুসমূহের কথনার্থই প্রাকৃত নিষেধ হইয়াছে। যথা নৃসিংহতাপনীশ্রুতি—"মন্ত্ররাজগুরু শ্রীহরির এই সেই পরমধাম – যে-স্থানে দুঃখাদি নাই, যে-স্থানে সূর্য্য প্রকাশিত হয় না, যে-স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয় না, যে-স্থানে চন্দ্র প্রকাশিত হয় না, যে-স্থানে নক্ষত্রগণ প্রকাশ-প্রাপ্ত হয় না, যে-স্থানে অগ্নি দগ্ধ করে না, যে-স্থানে মৃত্যু প্রবিষ্ট হয় না এবং যে-স্থানে কোন দোষ বর্ত্তমান নাই" ইত্যাদি। এইরূপে কর্ম্মমিশ্রত্বাদিনিরাসবিষয়ে প্রসঙ্গ-সঙ্গতিক্রমে তদীয় পরিকরগণের ব্যাখ্যা করা হইল।

সম্প্রতি সেই শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। যাঁহারা ভগবৎসেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাদৃশ ভক্তগণ নিজাভীষ্টভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্ষদদেহভাবনাপর্য্যন্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন, যেহেতু তাহাই নিজের অনুকূল। এইরূপ যে-যে-স্থলে নিজাভীষ্টদেবতারূপে নিজের চিন্তা বিহিত হইয়াছে, তত্তৎস্থানেই পার্ষদরূপে চিন্তা জানিতে হইবে। যেহেতু অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধভক্তগণের অনভীষ্ট, সেইজন্য তাদৃশস্থলে প্রায়শঃ উভয়ের তুল্যত্ব লক্ষ্য করিয়াই ঐক্য অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ পার্ষদগণ তদীয় চিচ্ছক্তির বৃত্তিভূত বিশুদ্ধ-সত্ত্বাংশবিগ্রহস্বরূপ। অনন্তর কেশবাদিন্যাস প্রভৃতির সম্বন্ধে যাহাতে অধমাঙ্গের বিষয়ত্ব বর্ত্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্ত্তির ধ্যান এবং তত্তন্মন্ত্রসমূহের জপ করিয়াই কেবলমাত্র তত্তদঙ্গসমূহের স্পর্শ করিবে, পরন্তু তত্তৎস্থানে তত্তন্মন্ত্রদেবতাগণকে বিন্যস্ত-রূপে ধ্যান করিবে না। যেহেতু ভক্তগণের পক্ষে তাহা অনুচিত। অনন্তর মুখ্য ধ্যান, ভগবানের ধামগতরূপেই করিবে, হৃদয়কমলগতধ্যান যোগিগণেরই সম্মত। এবিষয়ে—"রম্যবৃন্দাবনমধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে" ইত্যাদি উক্তও হইয়াছে। অতএব মানসপূজাও তথায়ই জানিবে। "নিখিলভূতান্তর্যামী ভগবান্ গোলোকেই বাস করেন" এইবাক্যে "গোলোকেই" এইরূপ নির্দ্ধারণহেতু কামগায়ত্রীর ধ্যানও—যাহা সূর্য্যমণ্ডলে শ্রুত হয়, তাহাও তদীয় ধামগতরূপেই চিন্ত-নীয়। সূর্য্যমণ্ডলে বৃন্দাবনেশ্বর ভগবান্ সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না, পরন্তু তেজোময় প্রতিমাকারেই অবস্থান করেন।

অনন্তর বাহ্যোপচারসমূহদ্বারা মানসপূজায় বেণুপ্রভৃতির যে পূজা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভগবানের অঙ্গকান্তিতে বিলীনাঙ্গ নিজের অঙ্গসমূহে নিবিষ্ট ভগবানের মুখাদিতেই চিন্তা করিবে, নিজের মুখাদিতে নহে। এইরূপ বেণুপ্রভৃতি তদীয় ভূষণমুদ্রা-দর্শনও জানিবে। নিজের মুখাদিতে যে তাদৃশরূপে বেণুপ্রভৃতি গৃহীত হয়, তাহা কেবলমাত্র ভগবান্‌কে তদীয় উক্ত প্রিয়বস্তুসমূহের প্রদর্শনার্থই জ্ঞাতব্য, পরন্তু পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবশতই তৎসমুদয় নিজ অঙ্গে চিন্তিত হয় না।

এইরূপ মানসাদিপূজায় ভূতপূর্ব্ব তদীয় পরিকরলীলাযুক্তত্বও কাল্পনিক নহে, পরন্তু যথার্থই জ্ঞাতব্য। যেহেতু তাঁহার প্রাকট্যসময়ে যে-সকল লীলা ও পরিকরসমূহ আবির্ভূত হইয়াছিল, তদীয় নিত্যধামে তাদৃশ অসংখ্য লীলা ও পরি-করসমূহ অপ্রকটভাবেও নিত্যকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। তত্রত্য অসুরগণ কিন্তু চেতন নহে, পরন্তু যন্ত্রময় অসুর-প্রতিমা-তুল্য। "এইরূপে রামকৃষ্ণ ব্রজমধ্যে লুক্কায়ন, সেতুবন্ধন, মর্কটতুল্য উল্লম্ফন প্রভৃতি কৌমারোচিত বিহারসমূহের দ্বারা কৌমারকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন" ইত্যাদি লীলার ন্যায় তত্তল্লীলাসমূহের নানাবিধ প্রকাশদ্বারা কৌতুকবশতঃ ঐ অসুরপ্রতিমাদির অনুকরণ হইয়া থাকে। ইহা ভগবৎসন্দর্ভাদিতে যুক্তিসহকারে দর্শিত হইয়াছে।

অনন্তর মানসপূজামাহাত্ম্য উক্ত হইতেছে। যথা নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক—"এই মানসযোগ জরাব্যাধি-বিনাশক" ইত্যাদি বাক্যে—"হে মুনে, যিনি পরমভক্তিসহকারে যথাক্রমোক্তবিধানানুসারে একবারও ইহার অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকি" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ভগবদর্চ্চনপ্রসঙ্গে যে অষ্টবিধ মূর্ত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে মানসীমূর্ত্তি অষ্টমস্থানীয়া বলিয়া কোনস্থলে এই মানসপূজা স্বতন্ত্ররূপেও হইয়া থাকে। শ্রীঅম্বরীষোত্রকথিত—"অর্চ্চাদিতে বা হৃদয়ে যথালব্ধ উপচারদ্বারা" ইত্যাদি বাক্যে 'বা' শব্দদ্বারাও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অনন্তর পূজাস্থানসমূহ বিচারিত হইতেছে। উক্ত পূজাস্থান বিবিধ, তন্মধ্যে শালগ্রামাদি ভগবানের আকৃতিসমূহ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া আকারসমূহের অধিষ্ঠানরূপেই জ্ঞাতব্য। শাস্ত্রেও—"যে-স্থানে শালগ্রামশিলা বর্ত্তমান, তথায় শ্রীহরি সন্নিহিত রহিয়াছেন" এইরূপ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যেও স্বাভীষ্টাকৃতিবিশিষ্ট ভগবানেরই অধিষ্ঠান সম্যক্ সিদ্ধিপ্রদ হয়। যেহেতু "নিজ অভীষ্টমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাপুরুষের অর্চ্চন করিবে" ইত্যাদি বাক্যানুসারে তাদৃশাধিষ্ঠানেই অনায়াসে তদীয় প্রাকট্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির সম্বন্ধে মথুরাদিক্ষেত্র মহাধিষ্ঠানস্বরূপ। যেহেতু—"যে-স্থানে ভগবান্ হরি নিত্যকাল সন্নিহিত রহিয়াছেন, তাহাই মথুরাক্ষেত্র" এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে তত্তন্মন্ত্রের ধ্যেয়বৈভবরূপে মথুরাবৃন্দাবনাদি বর্ণিত হইয়াছে। অন্য স্থানে অবস্থিত থাকিলেও মথুরাদিক্ষেত্রকেই ধ্যানযোগে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে ভগবানের ধ্যান করিতে হয়। শ্রীপ্রতিমায় নিজ অভীষ্ট আকারের সমানরূপেই ধ্যান হইয়া থাকে, যেহেতু তথায় আকারগত ঐক্য রহিয়াছে।

"অথবা আমি কি শ্রীহরির প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম" (যেহেতু আমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে) ইত্যাদি বাক্যে বিসদৃশচিন্তায় দোষই অবগত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন যে—"চলা ও অচলা এই দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠাই জীবমন্দির।" "প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ প্রতিমা, "জীবমন্দির" অর্থাৎ জীবয়িতা পরমাত্মরূপী আমার "মন্দির" অর্থাৎ মদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত একাকারত্বাস্পদ। অথবা প্রতিষ্ঠারূপ ক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিমা আমার সহিত একত্বপ্রাপ্ত হইয়া থাকে—এইরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে এইরূপই উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে বিষ্ণো! আপনি সন্নিহিত হউন" এই সান্নিধ্যকরণমন্ত্রবিশেষের অনন্তর—"আপনার যাহা পরমতত্ত্ব এবং যাহা জ্ঞানময় শরীর, তৎসমুদয় এই দেহে একত্রলীনরূপে অবগত হউন" এইরূপ মন্ত্রান্তর উক্ত হইয়াছে।

অথবা "জীবমন্দির" অর্থাৎ সর্ব্বজীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবান্‌ই প্রতিমাস্বরূপ এইরূপ অর্থ হইয়া থাকে। পরমোপাসকগণ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন করেন। যেহেতু ভেদস্ফূর্ত্তি ভক্তিবিচ্ছেদক বলিয়া তাদৃশ ঐক্যদর্শনই সঙ্গত হয়। ভগবান্‌ও এই অভিপ্রায়েই—"মদীয় ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মালা এবং গন্ধলেপনদ্বারা সপ্রেমে যথোচিতরূপে আমাকে অলঙ্কৃত করিবেন" এইবাক্যে "আমাকে" এবং "সপ্রেমে" এইরূপ পদদ্বয়ের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে প্রতিমাবিষয়ে অম্বরীষমহারাজের প্রতি বিষ্ণুবচন এইরূপ—"হে রাজন্! তুমি তাঁহাতে (প্রতিমাতে) চিত্ত সমাবেশপূর্ব্বক অন্য আশ্রয়সমূহ পরিত্যাগ কর। যেহেতু উক্ত প্রতিমাই ভক্তিসহকারে পূজিতা ও চিন্তিতা হইয়া তোমার উপকারিণী হইবেন। তুমি গমন, অবস্থান, নিদ্রা এবং ভোজনকালে তাঁহাকেই নিজের অগ্রে, পশ্চাদ্দেশে, উর্দ্ধভাগে, অধোদেশে এবং পার্শ্বে চিন্তা করিয়া" ইত্যাদি।

অতএব তৎপূজায় আগমে এইরূপ আবাহনাদিরীতি উক্ত হইয়াছে। যথা—"আদরসহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই 'আবাহন', ভক্তি-সহকারে তাঁহার নিবেশনই 'সংস্থাপন', আমি আপনারই হইয়া থাকি—এই তদীয়ত্বভাবপ্রদর্শনই 'সন্নিধাপন', ক্রিয়াসমাপ্তিপর্য্যন্ত স্থাপনই 'সন্নিরোধন' এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গপ্রকাশনই 'সকলীকরণ'-নামে কথিত হইয়া থাকে।"

এস্থলে শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণবশূদ্রাদিসম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—"ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবতই হইয়া থাকেন। পরন্তু যাহারা শ্রীহরির ভক্ত নহে, তাদৃশ সর্ব্ববর্ণগত ব্যক্তিই শূদ্ররূপে জ্ঞাতব্য"। সপ্তমস্কন্ধে—"পাত্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণ শ্রীহরিকেই তথায় পাত্ররূপে নির্ণয় করিয়াছেন" ইত্যাদি নারদবাক্যে অধিষ্ঠানবিচারে শ্রীঅর্চ্চা হইতেও যিনি মনুষ্যদেহমাত্রাবলম্বী তিনি, তন্মধ্যেও যিনি জ্ঞানী এবং কৈবল্যকামী ভক্ত্যাশ্রয়ী তিনিই সুপাত্র।

যেহেতু উক্ত প্রকরণের শেষে—"জ্ঞাননিষ্ঠকে দান করিবে" এইবাক্যে দানপাত্ররূপে জ্ঞানিপুরুষেরই পরমোৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে। অন্যত্র—"অভক্ত চতুর্ব্বেদীও আমার প্রিয় নহেন", "এই ভগবান্ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ-সুখলভ্য" এবং "মুক্তসিদ্ধগণের মধ্যেও" ইত্যাদিবাক্যে জ্ঞানী অপেক্ষাও ভক্তের উৎকর্ষ উক্ত হইয়াছে। অতএব তৎকর্ত্তৃক উপাস্য

উক্ত হইয়াছে। অতএব তৎকর্তৃক উপাস্যা প্রতিমার উৎকর্ষবিষয়ে আর বক্তব্য কি? এই হেতুই সেই প্রতিমা-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুপ্রতিমার অনুগমন না করে" ইত্যাদি। "পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ" ইত্যাদিবাক্যের অর্থও ক্রমশঃ দর্শিত হইতেছে। যথা—

হে রাজন্! এই চরাচর জগৎ যন্ময়, সেই এক শ্রীহরিই পাত্রজ্ঞগণকর্তৃক সে-স্থানে পাত্ররূপে নির্ণীত হইয়াছেন। যেহেতু সেস্থানে দেবগণ, ঋষিগণ, তপোযোগাদিসিদ্ধ পুরুষগণ এবং সনকাদি ব্রহ্মসুতগণ উপস্থিত থাকিলেও শ্রীহরিকেই সকলে অগ্রপূজার পাত্ররূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন। ২৮৬।

"তাহাতে" অর্থাৎ রাজসূয়ে। ২৮৬।

(ভাঃ ৭।১৪।৩৬)—জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ, ইত্যাদি ॥ ২৮৭ ॥

সর্ব্বেষাং জীবানামাত্মনশ্চ তর্পণরূপা সৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮৭ ॥

জীবরাশিপরিব্যাপ্ত এই ব্রহ্মাণ্ডকোষরূপ মহাবৃক্ষের শ্রীহরি মূলস্বরূপ বলিয়া শ্রীহরির পূজাই সর্ব্বজীবাত্মতর্পণ স্বরূপ হইয়া থাকে। ২৮৭।

"সর্ব্বজীবাত্মতর্পণ" অর্থাৎ শ্রীহরির পূজাই সমস্ত জীবগণের এবং নিজেরও তর্পণরূপা হইয়া থাকে। ২৮৭ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩৭)—"পুরাণ্যনেন" ইত্যাদি ॥ ২৮৮ ॥

জীবেন জীবয়িত্রা জীবান্তর্যামিরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ২৮৮ ॥

এই শ্রীহরিকর্তৃক মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি এবং দেবতারূপ পুরসমূহ বিরচিত হইয়াছে। উক্ত পুরুষ জীবরূপে ঐ পুরসমূহে শয়ন করিয়া থাকেন। ২৮৮ ॥

"জীবরূপে" অর্থাৎ জীবয়িতৃরূপে অর্থাৎ জীবান্তর্যামিরূপে। ২৮৮ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩৮)—"তেষ্বেব ভগবান্" ইত্যাদি ॥ ২৮৯ ॥

তস্মাত্তারতম্যবর্ত্তনাৎ পুরুষঃ প্রায়ো মনুষ্যঃ পাত্রম্। তত্র জ্ঞান্যাদিকং বিশিষ্টমিতি ভগবদ্বর্ত্তনস্যাতিশয়াৎ। তত্রাপি আত্মা যাবান্ যথা জ্ঞানাদিপরিমাণাদিকস্তথাসৌ পাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৮৯ ॥

হে রাজন্! ভগবান্ ঐ পুরসমূহেই তারতম্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অতএব পুরুষই পাত্র এবং তন্মধ্যেও যে-যে-স্থলে যে-যে-প্রকারে যাবৎপরিমিত জ্ঞানাংশ প্রতীয়মান হয়, তিনিও সেইরূপভাবেই তত্তৎস্থানে পাত্র হইয়া থাকেন। ২৮৯।

"অতএব" অর্থাৎ তারতম্যাবস্থানহেতু "পুরুষ" অর্থাৎ মনুষ্যই প্রায়শঃ পাত্র হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে জ্ঞানি-প্রভৃতিতে ভগবানের অবস্থানের আতিশয্যহেতু জ্ঞানিপ্রভৃতি বিশিষ্টপাত্র এবং তন্মধ্যেও আত্মা যাবৎপরিমিত ও যে প্রকারে অর্থাৎ জ্ঞানাদিপরিমাণবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, তিনিও তদনুসারেই পাত্র হইয়া থাকেন। ২৮৯ ॥

এবং স্থিতেঽপি কালেনোপাসকদোষোৎপত্তৌ সত্যাং বেদদৃষ্ট্যা বিশিষ্টমধিষ্ঠানান্তরং প্রকাশিতমিত্যাহ (ভাঃ ৭।১৪।৩৯)—

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ২৯০ ॥

মিথোঽবজ্ঞানমসম্মানস্তস্মিন্নাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং দৃষ্ট্বা ক্রিয়ায়ৈ পূজার্থমর্চ্চা কৃতা তৎ-পরিচর্য্যামার্গদর্শনায় সা প্রকাশিতেত্যর্থঃ। এতেন তাদৃশদোষযুক্তেষ্বপি কার্য্যসাধকত্বাৎ শ্রীমদর্চ্চায়া

আধিক্যমেব ব্যঞ্জিতম্। "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্" ইত্যত্র চাল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ, নৃসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাম্বরীষাদীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ ॥ ২৯০ ॥

এইরূপ ব্যবস্থাসত্ত্বেও কালক্রমে উপাসকগণের মধ্যে দোষ উৎপন্ন হইলে বেদশাস্ত্রানুসারে বিশিষ্ট অধিষ্ঠানান্তর প্রকাশিত হইলেন, তাহাই বলিতেছেন, যথা—

হে রাজন্! অনন্তর উক্ত নরগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞানাত্মতা দর্শন করিয়া ত্রেতাদিকালে পণ্ডিতগণ-কর্তৃক ক্রিয়ার জন্য শ্রীহরির অর্চ্চা কৃত হইয়াছিলেন ॥ ২৯০ ॥

"পরস্পর অবজ্ঞানাত্মতা" অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি যে "অবজ্ঞান" অর্থাৎ অসম্মান তদ্‌বিষয়ে "আত্মা" অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাদের, তাদৃশভাব দর্শন করিয়া "ক্রিয়ার জন্য" অর্থাৎ পূজাদির জন্য অর্চ্চা কৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তদীয়পরিচর্য্যামার্গ-প্রদর্শনের জন্য অর্চ্চা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাদৃশদোষযুক্তপুরুষগণের মধ্যেও কার্য্যসাধকত্বহেতু শ্রীমূর্ত্তির প্রাধান্যই সূচিত হইল। "প্রতিমা অল্পবুদ্ধিগণের" ইত্যাদিস্থলেও অল্পবুদ্ধিগণেরও প্রতিমা পূজা কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য। যেহেতু নৃসিংহপুরাণাদিতে-ব্রহ্মা অম্বরীষপ্রভৃতিরও প্রতিমাপূজা শ্রুত হইয়াছে ॥ ২৯০ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৪০)—"ততোঽর্চ্চায়াম্" ইত্যাদি ॥ ২৯১ ॥

তত এবং প্রভাবাৎ। কেচিদিত্যধিষ্ঠানবৈশিষ্ট্যেন পূর্ব্বতোঽপ্যুত্তমসাধনতৎপরা ইত্যর্থঃ। নন্ববজ্ঞাবৎ দ্বেষেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গবারণেচ্ছয়া প্রস্তুতপুরুষরূপাধিষ্ঠানাদর-রক্ষেচ্ছয়া চ তং বারয়তি,—(ভাঃ ৭।১৪।৪০) উপাস্তাপীতি ॥ ২৯১ ॥

অতএব কেহ কেহ অর্চ্চামধ্যে অর্চ্চনদ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন। উক্ত অর্চ্চা পুরুষ-(মনুষ্য-) বিদ্বেষিগণকর্তৃক উপাসিতা হইলেও তাহাদের সিদ্ধিপ্রদান করেন না ॥ ২৯১ ॥

"অতএব" অর্থাৎ এইরূপ মাহাত্ম্যহেতু "কেহ কেহ" অর্থাৎ অধিষ্ঠানবৈশিষ্ট্যহেতু পূর্ব্বাপেক্ষাও উত্তমসাধনতৎ-পরগণ। অবজ্ঞার ন্যায় বিদ্বেষেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অতিপ্রসঙ্গনিবারণ এবং প্রস্তাবিত পুরুষরূপ অধিষ্ঠানের আদররক্ষণকামনায় বিদ্বেষ নিষেধ করিতেছেন—"উক্ত অর্চ্চা পুরুষদ্বেষিকর্তৃক" ইত্যাদি ॥ ২৯১ ॥

অথ পুরুষেষু পূর্ব্বোক্তবিশেষং জাত্যাদিনা বিবৃণোতি (ভাঃ ৭।১৪।৪১)—

"পুরুষেষ্বপি" ইত্যাদি ॥ ২৯২ ॥

যো ধত্তে তং সুপাত্রং বিদুঃ ॥ ২৯২ ॥

অনন্তর পুরুষগণের মধ্যে জাত্যাদিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিবৃত হইতেছে। যথা—

হে রাজেন্দ্র! পুরুষগণের মধ্যেও ব্রাহ্মণই সুপাত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। যেহেতু যিনি তপস্যা, বিদ্যা ও তুষ্টি-দ্বারা শ্রীহরির শরীরস্বরূপ বেদ ধারণ করেন ॥" ২৯২ ॥

যিনি ধারণ করেন তিনিই (অর্থাৎ সেই বেদজ্ঞ পুরুষই) সুপাত্ররূপে অবগত হইয়াছেন ॥ ২৯২ ॥

পূর্ব্বোক্তং ব্রাহ্মণরূপং পাত্রমেব স্তৌতি (ভাঃ ৭।১৪।৪২)—

"নন্বস্য" ইত্যাদিনা ॥ ২৯৩ ॥

জগদাত্মনো জগতি লোকসংগ্রহধর্ম্মাদিপ্রবর্ত্তনেন তন্নিয়ন্তৃরিত্যর্থঃ। দৈবতং পূজ্যত্বেন দর্শিতম্ ॥ (৭।১৪।)। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৯৩ ॥

উক্ত হইয়াছে। অতএব তৎকর্ত্তৃক উপাস্যা প্রতিমার উৎকর্ষবিষয়ে আর বক্তব্য কি ? এই হেতুই সেই প্রতিমা-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুপ্রতিমার অনুগমন না করে" ইত্যাদি। "পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ" ইত্যাদিবাক্যের অর্থও ক্রমশঃ দর্শিত হইতেছে। যথা—

হে রাজন্! এই চরাচর জগৎ যন্ময়, সেই এক শ্রীহরিই পাত্রজ্ঞগণকর্ত্তৃক সে-স্থানে পাত্ররূপে নির্ণীত হইয়াছেন। যেহেতু সেস্থানে দেবগণ, ঋষিগণ, তপোযোগাদিসিদ্ধ পুরুষগণ এবং সনকাদি ব্রহ্মসুতগণ উপস্থিত থাকিলেও শ্রীহরিকেই সকলে অগ্রপূজার পাত্ররূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন ॥ ২৮৬ ॥

"তাহাতে" অর্থাৎ রাজসূয়ে ॥ ২৮৬ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩৬)—জীবরাশিভিরাকীর্ণঃ, ইত্যাদি ॥ ২৮৭ ॥

সর্ব্বেষাং জীবানামাত্মনশ্চ তর্পণরূপা সৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮৭ ॥

জীবরাশিপরিব্যাপ্ত এই ব্রহ্মাণ্ডকোষরূপ মহাবৃক্ষের শ্রীহরি মূলস্বরূপ বলিয়া শ্রীহরির পূজাই সর্ব্বজীবাত্মতর্পণ স্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ২৮৭ ॥

"সর্ব্বজীবাত্মতর্পণ" অর্থাৎ শ্রীহরির পূজাই সমস্ত জীবগণের এবং নিজেরও তর্পণরূপা হইয়া থাকে ॥ ২৮৭ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩৭)—"পুরাণ্যনেন" ইত্যাদি ॥ ২৮৮ ॥

জীবেন জীবয়িত্রা জীবান্তর্যামিরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ২৮৮ ॥

এই শ্রীহরিকর্ত্তৃক মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি এবং দেবতারূপ পুরসমূহ বিরচিত হইয়াছে। উক্ত পুরুষ জীবরূপে ঐ পুরসমূহে শয়ন করিয়া থাকেন ॥ ২৮৮ ॥

"জীবরূপে" অর্থাৎ জীবয়িতৃরূপে অর্থাৎ জীবান্তর্যামিরূপে ॥ ২৮৮ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩৮)—"তেষ্বেব ভগবান্" ইত্যাদি ॥ ২৮৯ ॥

তস্মাত্তারতম্যবর্ত্তনাৎ পুরুষঃ প্রায়ো মনুষ্যঃ পাত্রম্। তত্র জ্ঞান্যাদিকং বিশিষ্টমিতি ভগবদ্বর্ত্তনস্যাতিশয়াৎ। তত্রাপি আত্মা যাবান্ যথা জ্ঞানাদিপরিমাণাদিকস্তথাসৌ পাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৮৯ ॥

হে রাজন্! ভগবান্ ঐ পুরসমূহেই তারতম্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অতএব পুরুষই পাত্র এবং তন্মধ্যেও যে-যে-স্থলে যে-যে-প্রকারে যাবৎপরিমিত জ্ঞানাংশ প্রতীয়মান হয়, তিনিও সেইরূপভাবেই তত্তৎস্থানে পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ২৮৯ ॥

"অতএব" অর্থাৎ তারতম্যাবস্থানহেতু "পুরুষ" অর্থাৎ মনুষ্যই প্রায়শঃ পাত্র হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে জ্ঞানি-প্রভৃতিতে ভগবানের অবস্থানের আতিশয্যহেতু জ্ঞানিপ্রভৃতি বিশিষ্টপাত্র এবং তন্মধ্যেও আত্মা যাবৎপরিমিত ও যে প্রকারে অর্থাৎ জ্ঞানাদিপরিমাণবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়, তিনিও তদনুসারেই পাত্র হইয়া থাকেন ॥ ২৮৯ ॥

এবং স্থিতেঽপি কালেনোপাসকদোষোৎপত্তৌ সত্যাং বেদদৃষ্ট্যা বিশিষ্টমধিষ্ঠানান্তরং প্রকাশিত-মিত্যাহ (ভাঃ ৭।১৪।৩৯)—

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥ ২৯০ ॥

মিথোঽবজ্ঞানমসম্মানস্তস্মিন্নাত্মা বুদ্ধির্যেষাং তেষাং ভাবং দৃষ্ট্বা ক্রিয়ায়ৈ পূজাদ্যর্থমর্চ্চা কৃতা তৎ-পরিচর্য্যামার্গদর্শনায় সা প্রকাশিতেত্যর্থঃ। এতেন তাদৃশদোষযুক্তেষ্বপি কার্য্যসাধকত্বাৎ শ্রীমদর্চ্চায়া

আধিক্যমেব ব্যঞ্জিতম্। "প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাম্" ইত্যত্র চাল্পবুদ্ধীনামপীত্যর্থঃ, নৃসিংহপুরাণাদৌ ব্রহ্মাম্বরীষা-দীনামপি তৎপূজাশ্রবণাৎ ॥ ২৯০ ॥

এইরূপ ব্যবস্থাসত্ত্বেও কালক্রমে উপাসকগণের মধ্যে দোষ উৎপন্ন হইলে বেদশাস্ত্রানুসারে বিশিষ্ট অধিষ্ঠানান্তর প্রকাশিত হইলেন, তাহাই বলিতেছেন, যথা—

হে রাজন্! অনন্তর উক্ত নরগণের মধ্যে পরস্পর অবজ্ঞানাত্মতা দর্শন করিয়া ত্রেতাদিকালে পণ্ডিতগণ-কর্তৃক ক্রিয়ার জন্য শ্রীহরির অর্চ্চা কৃত হইয়াছিলেন ॥ ২৯০ ॥

"পরস্পর অবজ্ঞানাত্মতা" অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি যে "অবজ্ঞান" অর্থাৎ অসম্মান তদ্‌বিষয়ে "আত্মা" অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাদের, তাদৃশভাব দর্শন করিয়া "ক্রিয়ার জন্য" অর্থাৎ পূজাদির জন্য অর্চ্চা কৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তদীয়পরিচর্য্যামার্গ-প্রদর্শনের জন্য অর্চ্চা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাদৃশদোষযুক্তপুরুষগণের মধ্যেও কার্য্যসাধকত্বহেতু শ্রীমূর্ত্তির প্রাধান্যই সূচিত হইল। "প্রতিমা অল্পবুদ্ধিগণের" ইত্যাদিস্থলেও অল্পবুদ্ধিগণেরও প্রতিমা পূজা কর্ত্তব্য, এইরূপ অর্থই জ্ঞাতব্য। যেহেতু নৃসিংহপুরাণাদিতে-ব্রহ্মা অম্বরীষপ্রভৃতিরও প্রতিমাপূজা শ্রুত হইয়াছে ॥ ২৯০ ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৪০)—"ততোঽর্চ্চায়াম্" ইত্যাদি ॥ ২৯১ ॥

তত এবং প্রভাবাৎ। কেচিদিত্যধিষ্ঠানবৈশিষ্ট্যেন পূর্ব্বতোঽপ্যুত্তমসাধনতৎপরা ইত্যর্থঃ। নন্ববজ্ঞাবৎ দ্বেষেঽপি সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাতিপ্রসঙ্গবারণেচ্ছয়া প্রস্তুতপুরুষরূপাধিষ্ঠানাদর-রক্ষেচ্ছয়া চ তং বারয়তি,—(ভাঃ ৭।১৪।৪০) উপাস্তাপীতি ॥ ২৯১ ॥

অতএব কেহ কেহ অর্চ্চামধ্যে অর্চ্চনদ্বারা শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন। উক্ত অর্চ্চা পুরুষ-(মনুষ্য-) বিদ্বেষিগণকর্তৃক উপাসিতা হইলেও তাহাদের সিদ্ধিপ্রদান করেন না ॥ ২৯১ ॥

"অতএব" অর্থাৎ এইরূপ মাহাত্ম্যহেতু "কেহ কেহ" অর্থাৎ অধিষ্ঠানবৈশিষ্ট্যহেতু পূর্ব্বাপেক্ষাও উত্তমসাধনতৎ-পরগণ। অবজ্ঞার ন্যায় বিদ্বেষেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অতিপ্রসঙ্গনিবারণ এবং প্রস্তাবিত পুরুষরূপ অধিষ্ঠানের আদররক্ষণকামনায় বিদ্বেষ নিষেধ করিতেছেন—"উক্ত অর্চ্চা পুরুষদ্বেষিকর্তৃক" ইত্যাদি ॥ ২৯১ ॥

অথ পুরুষেষু পূর্ব্বোক্তবিশেষং জাত্যাদিনা বিবৃণোতি (ভাঃ ৭।১৪।৪১)—

"পুরুষেষ্বপি" ইত্যাদি ॥ ২৯২ ॥

যো ধত্তে তং সুপাত্রং বিদুঃ ॥ ২৯২ ॥

অনন্তর পুরুষগণের মধ্যে জাত্যাদিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ বিবৃত হইতেছে। যথা—

হে রাজেন্দ্র! পুরুষগণের মধ্যেও ব্রাহ্মণই সুপাত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছেন। যেহেতু যিনি তপস্যা, বিদ্যা ও তুষ্টি-দ্বারা শ্রীহরির শরীরস্বরূপ বেদ ধারণ করেন ॥" ২৯২ ॥

যিনি ধারণ করেন তিনিই (অর্থাৎ সেই বেদজ্ঞ পুরুষই) সুপাত্ররূপে অবগত হইয়াছেন ॥ ২৯২ ॥

পূর্ব্বোক্তং ব্রাহ্মণরূপং পাত্রমেব স্তৌতি (ভাঃ ৭।১৪।৪২)—

"নন্বস্য" ইত্যাদিনা ॥ ২৯৩ ॥

জগদাত্মনো জগতি লোকসংগ্রহধর্ম্মাদিপ্রবর্ত্তনেন তন্নিয়ন্তরিত্যর্থঃ। দৈবতং পূজ্যত্বেন দর্শিতম্। (৭।১৪।)। শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৯৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ পাত্রেরই প্রশংসা করিতেছেন, যথা—

হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণগণ পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করেন ; ইঁহারা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দৈবতস্বরূপ ॥ ২৯৩ ॥

"জগদাত্মা" অর্থাৎ জগতে লোকসংগ্রহ-ধর্ম্মাদি-প্রবর্ত্তনহেতু তাহার নিয়ামক। "দৈবত" এই পদ পূজ্যস্বরূপেই দর্শিত হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদবচন ॥ ২৯৩ ॥

অথ তদনন্তরাধ্যায়স্যাদাবেব তেষু সর্ব্বোৎকৃষ্টমাহ দ্বাভ্যাম্ (ভাঃ ৭।১৫।১-২)—

কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠা নৃপাপরে।
স্বাধ্যায়েঽন্যে প্রবচনে কেচন জ্ঞানযোগয়োঃ ॥
জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি কব্যান্যানন্ত্যমিচ্ছতা।
দৈবে চ তদভাবে স্যাদিতরেভ্যো যথার্হতঃ ॥ ২৯৪ ॥

অনেন যথাত্র মুমুক্ষুপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিপূজৈব মুখ্যা, পুরুষান্তরপূজা তু তদভাব এব, তথা প্রেম-ভক্তিকামানাং প্রেমভক্তপূজা জ্ঞেয়া। ততঃ প্রেমভক্তানামপি যচ্চিত্তস্য পরমাশ্রয়রূপং তদভিব্যক্তেঃ সুতরামেবার্চ্চায়া আধিক্যমপি। এবং তদাশ্রয়রূপস্য বিলক্ষণপ্রকাশস্থানত্বাদেব শ্রীবিষ্ণোর্ব্যাপকত্বেঽপি শালগ্রামাদিষু নির্দ্ধারণম্। তচ্চ পুরুষবন্নান্তর্যামিদৃষ্ট্যপেক্ষং, কিন্তু স্বভাবনির্দ্দেশপরমেব। তন্নিবাস-ক্ষেত্রাদীনাং মহাতীর্থত্বাপাদনাদিনা কীকটাদীনামপি কৃতার্থত্বকথনাৎ। তথাচ স্কান্দে—

"শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্। তত্র দানং জপো হোমঃ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥"

পাদ্মে—

"শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ। কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥" ইতি। তস্মাদর্চ্চায়া আধিক্যমেব হি স্থিতম্ ॥ (৭।১৫।) শ্রীনারদো যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৯৪ ॥

অনন্তর পরবর্ত্তী অধ্যায়ের প্রথমেই শ্লোকদ্বয়দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র বলিতেছেন। যথা—

দ্বিজগণের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম্মনিষ্ঠ, কেহ কেহ তপোনিষ্ঠ, কেহ কেহ বেদপাঠনিষ্ট, কেহ কেহ বেদব্যাখ্যানিষ্ঠ, কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ এবং কেহ কেহ যোগনিষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তফলকামী পুরুষ জ্ঞাননিষ্ঠকেই হব্য (দেবতার উদ্দেশ্যে দেয় বস্তু) এবং কব্যসমূহ (পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় বস্তুসমূহ) প্রদান করিবেন। জ্ঞানিপুরুষের অভাবে যথাবিধি অন্যান্য পুরুষগণকে তাহা প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৯৪ ॥

ইহাদ্বারা যেরূপ মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে জ্ঞানিপুরুষের পূজাই এস্থলে মুখ্য এবং তাঁহার অভাবস্থলেই অন্যপুরুষের পূজা স্থাপিত হইল, সেইরূপ প্রেমভক্তিকামিগণের সম্বন্ধেও প্রেমভক্তপূজাই মুখ্য জানিতে হইবে।

অতএব প্রেমভক্তগণেরও চিত্তের যাহা (যে শ্রীমূর্ত্তি) পরমাশ্রয়স্বরূপ, সেই ভগবদ্‌বস্তুর অভিব্যক্তিস্বরূপ বলিয়া এই অর্চ্চা সুতরাংই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।

এইরূপ প্রেমভক্তগণের চিত্তের পরমাশ্রয়স্বরূপ শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক হইলেও শালগ্রামাদি তাঁহার বিশেষ প্রকাশ-স্থান বলিয়া শালগ্রামাদিতে তাঁহার নির্দ্ধারণ (অর্থাৎ ইহাতেই শ্রীবিষ্ণু অবস্থিত এইরূপ নির্ণয়) হইয়া থাকে।

ঈদৃশ নির্দ্ধারণ মনুষ্যমধ্যে অন্তর্যামিদৃষ্টির ন্যায় অন্তর্যামিদৃষ্টির অপেক্ষায় নহে, পরন্তু স্বভাবনির্দ্দেশপরই হইয়াছে। যেহেতু শ্রীহরির নিবাসক্ষেত্রাদির মহাতীর্থত্বপ্রতিপাদনাদিদ্বারা কীকটপ্রভৃতি দেশেরও কৃতার্থতা বর্ণিত হইয়াছে।

যথা স্কন্দপুরাণবাক্য—"যে স্থানে শালগ্রামশিলা অবস্থিত, তাহা যোজনত্রয় পর্য্যন্ত তীর্থরূপে পরিগণিত হয় এবং তৎস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোমক্রিয়া কোটিগুণাধিক ফলজনক হইয়া থাকে।" পদ্মপুরাণবচন—"অপুণ্যকীকটনামক দেশেও শালগ্রামের নিকটে চতুর্দ্দিকে ক্রোশপরিমিত ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মনুষ্য বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" অতএব অর্চ্চার আধিক্যই নির্ণীত হইল। যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদবচন ॥ ২৯৪ ॥

অথাধিষ্ঠানান্তরাণি চৈবম্; যথা (ভাঃ ১১।১১।৪২-৪৬)—

সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥
সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাম্।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥
বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ ॥
স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাম্ ॥
ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ ॥২৯৫॥

টীকা চ "ইদানীমেকাদশপূজাধিষ্ঠানান্যাহ,—সূর্য্য ইতি। হে ভদ্র! অধিষ্ঠানভেদেন পূজাসাধনভেদমাহ—সূর্য্য ইতি ত্রিভিঃ। ত্রয্যা বিদ্যয়া"; সূক্তৈরুপস্থানাদিনা; অঙ্গ! হে উদ্ধব! মুখ্যধিয়া প্রাণদৃষ্ট্যা; তোয়ে তোয়াদিভির্দ্রব্যৈস্তর্পণাদিনা; স্থণ্ডিলে ভুবি; মন্ত্রহৃদয়ৈ রহস্যমন্ত্রন্যাসৈঃ; সর্ব্বাধিষ্ঠানেষু ধ্যেয়মাহ,—ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষ্বিতি। ইতি অনেন প্রকারেণ; এষু ধিষ্ণ্যেষু ইত্যেষা।

অত্র সর্ব্বত্র চতুর্ভুজস্যৈবানুসন্ধানে সত্যপি দ্বিধা গতিঃ—একাধিষ্ঠানপরিচর্য্যয়ৈবাধিষ্ঠাতুরুপাসনালক্ষণা—মন্দিরলেপনাদিনা তদধিষ্ঠাতৃপ্রতিষ্ঠায়া ইব; যথা "বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা" "গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা" ইত্যাদি। যতো বন্ধুসৎকারো বৈষ্ণববিষয়কঃ, ঈশ্বরে তু প্রভুভাব উপদিশ্যতে, (ভাঃ ১১।২।৪৬)—"ঈশ্বরে তদধীনেষু" ইত্যাদৌ। তথা গোসংপ্রদানকমেব যবসাদিভোজনদানং যুজ্যতে, ন তু শ্রীচতুর্ভুজসংপ্রদানকম্, অভক্ষ্যত্বাৎ (ভাঃ ১১।১১।৪১)—

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ। তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥" ইতি।

তত্রৈব পূর্ব্বমুক্তম্। অন্যা তু সাক্ষাদধিষ্ঠাতুরুপাসনালক্ষণা—যথা "হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া", "তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ" ইত্যাদি। অত্রাগ্ন্যাদৌ তদন্তর্যামিরূপস্যৈব চিন্তনং কার্য্যম্; ন জাতু নিজপ্রেমসেবাবিশেষাশ্রয়স্বাভীষ্টরূপবিশেষস্য। স তু সর্ব্বথা পরমসুকুমারত্বাদিবুদ্ধিজনিতয়া প্রীত্যৈব সেবনীয়ঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতৈব (ভাঃ ১১।২৭।৩২)—"বস্ত্রোপবীতাভরণৈঃ" ইত্যাদি। তেষাং যথা ভক্তিরীত্যা পরমেশ্বরস্যাপি তথা ভাবঃ শ্রূয়তে; যথা শ্রীনারদীয়ে—

"ভক্তিগ্রাহ্যো হৃষীকেশো ন ধনৈর্ধরণীসুরাঃ। ভক্ত্যা সংপূজিতো বিষ্ণুঃ প্রদদাতি সমীহিতম্॥
জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ। পরিতোষং ব্রজত্যাশু তৃষ্ণার্ত্তঃ সুজলৈর্যথা॥" ইতি।
অত্র দৃষ্টান্ত উপজীব্যো বৈপরীত্যে তু দোষশ্চ; যথা গ্রীষ্মে জলস্থস্য পূজা প্রশস্তা বর্ষাসু নিন্দিতা; যদুক্তং গারুড়ে—

"শুচিশুক্রগতে কালে যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্। জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাৎ॥
ঘনাগমে প্রকুর্ব্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দ্দনম্। যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্॥" ইতি।
এবমন্যত্রাপি। পরিচর্য্যাবিধৌ তদ্দেশকালসুখদানি শতশো বিহিতানি; তদ্বিপরীতানি নিষিদ্ধানি চ। বিষ্ণুযামলে—"বিষ্ণোঃ সর্ব্বর্তুচর্য্যা চ" ইতি। অতএবোক্তম্ (ভাঃ ১১।১১।৪১)—"যদ্যদিষ্টতমং লোকে" ইত্যাদি। তত্র তত্রেষ্টমন্ত্রধ্যানস্থলং চ সর্ব্বর্তুসুখময়-মনোহর-রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময়ত্বেনৈব ধ্যাতুং বিহিতমস্তি; অন্যথা তত্তদাগ্রহস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। তস্মাদগ্ন্যাদৌ তত্তদন্তর্যামিরূপ এব ভাব্য ইতি স্থিতম্॥ (১১।১১।৪২-৪৬) শ্রীভগবান্॥ ২৯৫ ॥

অনন্তর অন্যান্য অধিষ্ঠানও এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—

হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, আত্মা এবং সমস্ত ভূতগণ আমার পূজার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। সূর্য্যে ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা, অগ্নিতে হবির্দ্বারা, ব্রাহ্মণে আতিথ্যদ্বারা, গোসমূহে তৃণাদিদ্বারা, বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সৎকারদ্বারা, হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা, বায়ুতে মুখ্যধীর দ্বারা, জলে জলপ্রমুখ দ্রব্যসমূহদ্বারা, স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়-দ্বারা, আত্মমধ্যে ভোগদ্বারা এবং সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ আমরা পূজা করিবে। এইরূপে ইহাদের মধ্যে শঙ্খচক্রগদাপদ্মসমন্বিত মদীয় চতুর্ভুজ প্রশান্তরূপ ধ্যান করিয়া সমাহিতচিত্তে অর্চ্চন করিবে॥ ২৯৫॥

টীকা—"সম্প্রতি একাদশবিধ পূজাধিষ্ঠান বলিতেছেন—সূর্য্য ইত্যাদি। হে ভদ্র! অনন্তর "সূর্য্যে" ইত্যাদিক্রমে শ্লোকত্রয়ে অধিষ্ঠানভেদে পূজার সাধনভেদ বলিতেছেন। "ত্রয়ীবিদ্যাদ্বারা" অর্থাৎ সূক্তানুসারে উপস্থানাদিদ্বারা। "অঙ্গ" অর্থাৎ হে উদ্ধব! "মুখ্যধীর দ্বারা" অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টিদ্বারা। জলে "জলপ্রমুখদ্রব্যদ্বারা" অর্থাৎ তর্পণাদিদ্বারা। "স্থণ্ডিলে" অর্থাৎ ভূমিতে "মন্ত্রহৃদয়" অর্থাৎ রহস্যমন্ত্রন্যাসদ্বারা। অনন্তর "এইরূপে ইহাদের মধ্যে" ইত্যাদিবাক্যে সর্ব্ববিধ অধিষ্ঠানে ধ্যেয়বস্তু বলিতেছেন। "এইরূপে" অর্থাৎ এই প্রকারে, "ইহাদের মধ্যে" অর্থাৎ এই অধিষ্ঠানসমূহে" (এই পর্য্যন্ত টীকা)॥

এস্থলে সর্ব্বত্র চতুর্ভুজেরই অনুসন্ধান হইলেও দ্বিবিধ মার্গ জানিতে হইবে। তন্মধ্যে মন্দিরলেপনাদিদ্বারা যেরূপ তদধিষ্ঠাতৃ প্রতিমার উপাসনা হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠানবস্তুর পরিচর্য্যাদ্বারাই অধিষ্ঠাতৃপুরুষের উপাসনা একপ্রকার মার্গ। এই মার্গানুসারেই "বৈষ্ণবে বন্ধুযোগ্য সৎকারদ্বারা, গোসমূহে তৃণাদিদ্বারা" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। যেহেতু "ঈশ্বরে প্রেম, তদধুগত পুরুষে মৈত্রী" ইত্যাদিবাক্যে ঈশ্বরে প্রভুভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে; অতএব এস্থলে বন্ধুভাব যেরূপ বৈষ্ণবেই সঙ্গত হয়, সেইরূপ তৃণাদিভোজ্যদ্রব্যপ্রদানেও গোসমূহই সম্প্রদান-কারক সঙ্গত হয়, পরন্তু এই দানে চতুর্ভুজ বিষ্ণু সম্প্রদানকারক হইবেন না, যেহেতু উহা তাহার অভক্ষ্য। "জগতের লোকের যাহা যাহা অভীষ্টতম এবং নিজেরও যাহা অতিপ্রিয়, তৎ-সমুদয়ই আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে এবং তাদৃশ দানই অক্ষয় হইয়া থাকে" এই পূর্ব্ব বাক্যে উৎকৃষ্ট প্রিয়বস্তুর দানই উক্ত হইয়াছে।

সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতৃপুরুষের উপাসনা অন্যপ্রকার মার্গ। যথা—"হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠাদ্বারা, জলে জলপ্রমুখ দ্রব্যাদি-দ্বারা" ইত্যাদি। এইস্থলে অগ্নিপ্রভৃতির মধ্যে তদন্তর্যামিরূপেরই ধ্যান করিতে হইবে, পরন্তু নিজপ্রেমসেবাবিশেষের আশ্রয়ভূত স্বাভীষ্টরূপ বিশেষের ধ্যান নহে। যেহেতু তাদৃশ স্বাভীষ্টরূপবিশেষ কেবলমাত্র পরমসুকুমারত্বাদিবুদ্ধিজনিতা

প্রীতিসহকারেই সেবনীয় হইয়া থাকেন। যথা শ্রীভগবদ্‌বচন—"মদীয়ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মাল্য এবং গন্ধলেপনদ্বারা প্রেমসহকারে যথোচিতরূপে আমাকে অলঙ্কৃত করিবেন।"

এই ভক্তগণের ভক্তিরীত্যনুসারে পরমেশ্বরেরও তাদৃশভাব শ্রুত হইয়া থাকে। যথা শ্রীনারদীয়বচন—"হে বিপ্রগণ! হৃষীকেশ ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হইয়া থাকেন, পরন্তু তিনি ধনগ্রাহ্য নহেন। শ্রীহরি ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। তৃষ্ণার্ত্ত পুরুষ যেরূপ উত্তম পানীয়জললাভে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ সর্ব্বক্লেশনাশন জগন্নাথ শ্রীহরিও জলমাত্রদ্বারা পূজিত হইলেও সত্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।" এস্থলে দৃষ্টান্ত আশ্রয়ণীয়। বিপরীতভাবে দোষ হয়। যথা—গ্রীষ্মে জলপূজা প্রশস্তা এবং বর্ষায় তাহা নিন্দিতা হইয়া থাকে। যথা গরুড়পুরাণবচন—"যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে বিবিধপুষ্পদ্বারা জলস্থ শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তাঁহারা যমনির্য্যাতন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হে রাজন্! যাহারা বর্ষাকালে নারায়ণকে জলস্থ করে, তাহাদের নিশ্চয়ই নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।" এইরূপ অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে।

পরিচর্য্যাবিধিতে তাহার দেশ, কাল ও সুগন্ধবস্তুসমূহ বহুপ্রকার বিহিত হইয়াছে। বিষ্ণুযামলে—"বিষ্ণুর সর্ব্বঋতুতে পূজা" ইত্যাদিবাক্যে তাহার বিপরীত দেশকালাদি নিষিদ্ধও হইয়াছে। অতএব—"জগতে যাহা যাহা নিজে অভীষ্টতম" ইত্যাদি বলিয়াছেন। তত্তৎশাস্ত্রে সর্ব্বকালসুখকর মনোরমশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময় ক্ষেত্রই ইষ্টমন্ত্রধ্যানের স্থলরূপে চিন্তনীয় বলিয়া বিহিত হইয়াছে। অন্যথা তত্তদ্‌বিষয়ক আগ্রহের ব্যর্থতাই হয়। অতএব অগ্নিপ্রভৃতিতে তাহাদের অন্তর্যামিরূপই চিন্তনীয়, ইহা নিশ্চিত হইল। শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৯৫ ॥

অথ নৈবেদ্যার্পণপ্রসঙ্গে যঃ ক্রমদীপিকা-দর্শিতোঽনিরুদ্ধ-নামাত্মকো মন্ত্রস্তস্য স্থানে শ্রীকৃষ্ণৈকান্তিক-ভক্তাস্তু তন্মূলমন্ত্রমেবেচ্ছন্তি। তথা যচ্চ তন্মুখজ্যোতিরনুগতত্বেন ধ্যাতুং বিধীয়তে, তত্ত ভোজনসময়ে তন্মুখপ্রসাদমেব মন্যন্তে। ভোজনন্তু যথা লোকসিদ্ধমেব নরলীলত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য।

অথ জপে মন্ত্রার্থস্য নানাত্বেঽপি পুরুষার্থানুকূল এবাসৌ চিন্ত্যঃ, যথা শ্রীমদষ্টাক্ষরাদাবাত্মনিবেদনলক্ষণ-চতুর্থ্যাদ্যভাববতি মন্ত্রে তদনুসন্ধানেনেতি। এবমন্যেঽপি পূজাবিধয়ো যথাযথং যোজনীয়াঃ। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বাসাং ভক্তীনামেব শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্বরূপেণ দ্বিবিধো হি ভেদঃ সম্মত ইতি। তদেতদর্চ্চনং ফলেনাহ (ভাঃ ১১।২৭।৪৯)—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥ ২৯৬ ॥

অনন্তর নৈবেদ্যার্পণপ্রসঙ্গে অনিরুদ্ধনামাত্মক যে মন্ত্র ক্রমদীপিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তাহার স্থানে মূলকৃষ্ণমন্ত্রই ইচ্ছা করেন। এইরূপ তাঁহার যে মুখ্যজ্যোতিঃ অনুগতরূপে ধ্যানার্থ বিহিত হইয়াছে তাহাও তাঁহারা তদীয়ভোজনকালীন মুখপ্রসন্নতাস্বরূপই মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরলীলাবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধি-ক্রমেই জ্ঞাতব্য। অনন্তর জপে মন্ত্রার্থ নানাবিধ হইলেও পুরুষার্থের অনুকূলরূপেই তাহা চিন্তনীয় হইয়া থাকে। যথা—আত্মনিবেদনলক্ষণ চতুর্থীবিভক্তিপ্রভৃতির অভাবযুক্ত শ্রীঅষ্টাক্ষরাদিমন্ত্রে তাদৃশ চতুর্থীপ্রভৃতির অনুসন্ধান করিতে হয়।

এইরূপ অন্যান্য পূজাবিধিও যথাযোগ্যক্রমে সঙ্গমনীয় হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার ভক্তিরই শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্বরূপে দ্বিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি এই অর্চ্চনের ফল বলিতেছেন, যথা—

পুরুষ এইরূপে বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগমার্গানুসারে অর্চ্চন করিয়া আমার নিকট হইতে উভয়তঃ অভীষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯৬ ॥

'উভয়তঃ' ইহামুত্র চ। যথা (ভাঃ ১১।২৭।৫৩)—

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥ ২৯৭ ॥

'নৈরপেক্ষ্যেণ' নিরুপাধিনা 'ভক্তিযোগেন' প্রেম্ণা। স চ ভক্তিযোগ এবং পূজায়াঃ স্যাদিত্যাহ,—ভক্তীতি ॥ (১১।২৭।৫৩) উদ্ধবম্ শ্রীভগবান্ ॥ ২৯৭ ॥

"উভয়তঃ" অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে। যথা—

পুরুষ নৈরপেক্ষ্য ভক্তিযোগদ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি এরূপভাবে আমার পূজা করেন, তিনিই ভক্তিযোগ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯৭ ॥

"নৈরপেক্ষ্য" অর্থাৎ নিরুপাধিক। "ভক্তিযোগ" অর্থাৎ প্রেম। সেই ভক্তিযোগ এইরূপ পূজা হইতে হইয়া থাকে, তাহাই বলিতেছেন—"যিনি এরূপভাবে" ইত্যাদি ॥ উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ২৯৭ ॥

যানি চাত্র বৈষ্ণবচিহ্নানি নির্ম্মাল্যধারণচরণামৃতপানাদীন্যঙ্গানি তেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্যবৃন্দং শাস্ত্রসহস্রেষ্বনুসন্ধেয়ম্। অথার্চ্চনাধিকারিনির্ণয়ঃ (ভাঃ ১১।২৭।৪)—

এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥ ২৯৮ ॥

সর্ব্ববর্ণানাং ত্রৈবর্ণিকানাম্; তথা চ স্মৃত্যর্থসারে, পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে—

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীভিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্। কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥
শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্। সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা ॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু। পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥" ইতি।

বিষ্ণুধর্ম্মে—

"দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ। ভক্তিরষ্টবিধা যস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥
তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্। সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জ্জনম্ ॥
তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া। তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নামোপজীবতি ॥
ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে। স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥" ইতি।

কিঞ্চ, তত্ত্বসাগরে—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥" ইতি।

অথ (ভাঃ ১১।৫।২১) "কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুঃ" ইত্যাদিনা যুগভেদে যশ্চোপাসনায়ামাবির্ভাবভেদ উচ্যতে, স চ প্রায়িক এব। তেভ্যশ্চতুর্ভ্যোঽন্যেষামুপাসনাশাস্ত্রাদেব; অন্যথেতরোপাসনায়াঃ কালাসমাবেশঃ স্যাৎ। শ্রূয়ন্তে চ সর্ব্বত্র যুগে সর্ব্বোপাসকাস্তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি সর্ব্বদাপি যথেচ্ছং সর্ব্ব এবাবির্ভাবাঃ পূজ্যা ইতি স্থিতম্। অতঃ "এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানাম্" ইত্যাদিকং সর্ব্বসম্মতমেব ॥ (১১।২৭।৪) উদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ২৯৮ ॥

এই অর্চ্চনে নির্ম্মাল্যধারণ, চরণামৃতপানপ্রভৃতি যে-সকল বৈষ্ণবচিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য অসংখ্য শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। অনন্তর অর্চ্চনাধিকারিনির্ণয় করিতেছেন, যথা—

হে মানদ! এই অর্চ্চন সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ববিধাশ্রম এবং স্ত্রী-শূদ্রগণের সম্বন্ধেও উত্তমশ্রেয়োরূপে সম্মত মনে করি॥২৯৮॥

"সর্ব্ববর্ণ" অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকগণ। স্মৃত্যর্থসার এবং পদ্মপুরাণ-বৈশাখমাহাত্ম্যেও এরূপ উক্ত হইয়াছে যে—"স্ত্রী এবং শূদ্রগণকর্ত্তৃকও আগমোক্তমার্গানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুপূজা কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্ত্রীগণ হৃদয়ে পতির চিন্তা করিয়া বিষ্ণুপূজা করিবেন। শূদ্রগণেরও নামদ্বারাই দেবতার্চ্চন হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই বেদানুযায়ী আগমমার্গানুসারে পূজা করিবেন। পতির প্রিয়হিতকারিণী রমণীদিগেরও শ্রীবিষ্ণুপূজাদিতে অধিকার আছে। শাস্ত্রে চিরকালই এরূপ বিহিত হইয়াছে।"

বিষ্ণুধর্ম্মে—"দেবতা, মন্ত্র, মন্ত্রপ্রদগুরু—ইঁহাদের প্রতি যাঁহার অষ্টবিধভক্তি বর্ত্তমান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তজনে বাৎসল্য, পূজায় অনুমোদন, শুদ্ধচিত্তে সর্ব্বদা অর্চ্চন, তদ্বিষয়ে দম্ভপরিত্যাগ, ভগবৎকথা-শ্রবণে অনুরাগ, ভগবৎকথাশ্রবণে অঙ্গবিকার, সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ এবং একমাত্র তদীয়নামের আশ্রয়গ্রহণ—এই অষ্টবিধ-ভক্তি যদি কোন ম্লেচ্ছপুরুষেও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তিনি মুনি, সত্যবাদী এবং যশস্বী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

তত্ত্বসাগরে—"রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা কাংস্য যেরূপ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা মানবমাত্রেরই দ্বিজত্বপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।" অনন্তর—"সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ" ইত্যাদি বাক্যে যুগভেদে উপাসনায় যে আবির্ভাবভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা সাধারণ নিয়মই জানিতে হইবে; যেহেতু উক্ত চতুর্ব্বিধ আবির্ভাবের অতিরিক্ত অন্যান্য আবির্ভাবসমূহেরও উপাসনাশাস্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি চতুর্যুগে কেবলমাত্র উক্ত চতুর্ব্বিধ আবির্ভাবেরই নিয়ত উপাসনাবিধান হয়, তাহা হইলে উক্ত চতুর্ব্বিধ আবির্ভাবের অতিরিক্ত অন্যান্য আবির্ভাবসমূহের উপাসনার আর কাল সম্ভবপর হয় না। পরন্তু শাস্ত্রাদিতে সমস্ত যুগেই সর্ব্ববিধ আবির্ভাবের উপাসনার কথা উপাসকগণের প্রসঙ্গে শ্রবণ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বজন-কর্ত্তৃকই সর্ব্বযুগে সর্ব্ববিধ আবির্ভাবই পূজ্য হইয়া থাকেন—ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং—"হে মানদ! এই অর্চ্চন সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্ববিধাশ্রম" ইত্যাদিবচন সর্ব্বসম্মতই হইয়া থাকে॥ শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধবের উক্তি॥ ২৯৮॥

তদেতদর্চ্চনং ব্যাখ্যাতম্। অস্যাঙ্গানি চাগমাদৌ জ্ঞেয়ানি। তথা শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীকার্ত্তিকব্রতৈকাদশী-মাঘস্নানাদিকমত্রৈবান্তর্ভাব্যম্। তত্র জন্মাষ্টমী যথা বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে—

"তুষ্ট্যর্থং দেবকীসূনোর্জয়ন্তীসম্ভবং ব্রতম্। কর্ত্তব্যং বিত্তশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনৈরপি॥
অকুর্ব্বন্ যাতি নিরয়ং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥" ইতি।

তথা—

"কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোঽন্যদ্ ব্রতমুপাসতে। নাপ্নোতি সুকৃতং কিঞ্চিদ্দৃষ্টং শ্রুতমথাপি বা॥" ইতি।

বিত্তাশাঠ্যঞ্চোক্তমষ্টমে (ভাঃ ৮।১৯।৩৭)—

"ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ। পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥" ইতি।

অথ কার্ত্তিকো যথা স্কান্দে "একতঃ সর্ব্বতীর্থানি" ইত্যাদিকমুক্ত্বা,—

"একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে।
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ॥" ইতি।

"অব্রতেন ক্ষিপেদ্যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্। তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥" ইতি।

অথৈকাদশী তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। তত্র সামান্যতঃ বিষ্ণুধর্ম্মে—"বৈষ্ণবো বাথ সৌরো বা কুর্য্যাদেকাদশীব্রতম্" ইতি। সৌরপুরাণে—"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যেতৎ সমাচরেৎ" ইতি। বিশেষতশ্চ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষানন্তরাবশ্যককৃত্যকথনে—"সময়াংশ্চ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদৌ—

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি। জাগরং নিশি কুর্ব্বীত বিশেষাচ্চার্চ্চয়েদ্বিভুম্॥" ইতি।

বিষ্ণুযামলেঽপি তৎকথনে,—দিগ্‌বিদ্ধৈকাদশীব্রতম্—

"শুক্লাকৃষ্ণাবিভেদশ্চাসদ্ব্যাপারো ব্রতে তথা। শক্তৌ ফলাদিভুক্তিশ্চ শ্রাদ্ধঞ্চৈকাদশীদিনে।
দ্বাদশ্যাঞ্চ দিবাস্বাপস্তুলস্যাবচয়স্তথা॥"

তত্র বিষ্ণোর্দিবাস্নানমপি নিষিদ্ধত্বেনোক্তম্। পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ বৈষ্ণবধর্ম্মকথনে—"দ্বাদশীব্রত-নিষ্ঠতা" ইতি। তথা স্কান্দে কাশীখণ্ডে সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে চ চন্দ্রশর্ম্মণো ভগবদ্ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা—

"অদ্য প্রভৃতি কর্ত্তব্যং যন্ময়া কৃষ্ণ তচ্ছৃণু। একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কর্ত্তব্যো জাগরঃ সদা॥
মহাভক্ত্যাত্র কর্ত্তব্যং প্রত্যহং পূজনং তব। পলার্দ্ধেনাপি বিদ্ধন্তু মোক্তব্যং বাসরং তব॥
ত্বৎপ্রীত্যাষ্টৌ ময়া কার্য্যা দ্বাদশ্যাং ব্রতসংযুতাঃ॥" ইত্যাদিকা।

তত্ত উক্তমাগ্নেয়ে—"একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ" ইতি।

গৌতমীয়ে—

"বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥" ইতি।

মৎস্য-ভবিষ্যপুরাণয়োঃ—

"একাদশ্যাং নিরাহারো যদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বাদশীদিনে। শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥"ইতি।

স্কান্দে—

"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকচ্যুতো ভবেৎ॥" ইতি।

অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব,—তেষামন্যভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মন্নপানাদ্যমৌষধম্। অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত যদাহারায় কল্পিতম্॥
অনিবেদ্যন্তু ভুঞ্জানঃ প্রায়শ্চিত্তীভবেন্নরঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণোর্ভুঞ্জীত সর্ব্বদা॥" ইতি।

জাগরস্যাপি নিত্যত্বং যথা স্কান্দে উমা-মহেশ্বর-সংবাদে—

"সম্প্রাপ্তে বাসরে বিষ্ণোর্যে ন কুর্ব্বন্তি জাগরম্। ভস্যতে সুকৃতং তেষাং বৈষ্ণবানাঞ্চ নিন্দয়া॥
মতির্ন জায়তে যস্য দ্বাদশ্যাং জাগরং প্রতি। ন হি তস্যাধিকারোঽস্তি পূজনে কেশবস্য হি॥" ইতি।

তদ্‌ব্রতস্য বিষ্ণুপ্রীতিদত্বঞ্চ শ্রূয়তে, পাদ্মোত্তরখণ্ডে—

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি দ্বাদশ্যাঞ্চ বিধানকম্। তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সন্তুষ্টোঽভূজ্জনার্দ্দনঃ॥" ইতি।

ভবিষ্যে—

"একাদশী মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপবিনাশিনী। ভক্তেস্তু দীপনী বিষ্ণোঃ পরমার্থগতিপ্রদা॥" ইতি।

অতএব শ্রীমদম্বরীষাদীনাং ভক্ত্যেকনিষ্ঠানাং মহাপ্রসাদৈকভুজাং তদ্‌ব্রতং দর্শয়তা শ্রীভাগবতেনাপি তদন্তরঙ্গবৈষ্ণবধর্ম্মত্বেন সম্মতমিতি দিক্। পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে চ—ব্রাহ্মণকন্যায়াঃ কার্ত্তিকব্রতৈকাদশী-ব্রতপ্রভাবাৎ শ্রীমৎসত্যভামাখ্য-ভগবৎপ্রেয়সীপদপ্রাপ্তিরপি শ্রূয়তে। কিং বহুনা ?

অথ মাঘ সৌপর্ণে—

"দুর্ল্লভো মাঘমাসস্তু বৈষ্ণবানামতিপ্রিয়ঃ। দেবতানামৃষীণাঞ্চ মুনীনাং সুরনায়ক।
বিশেষেণ শচীনাথ মাধবস্যাতিবল্লভঃ॥" ইতি।

স্কান্দে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

"সর্ব্বপাপবিনাশায় কৃষ্ণসন্তোষণায় চ। মাঘস্নানং সদা কার্য্যং বর্ষে বর্ষে চ নারদ॥" ইতি।

ভবিষ্যোত্তরে—

"একবিংশগণৈঃ সার্দ্ধং ভোগান্ ভুক্ত্বা যথেপ্সিতম্। মাঘমাস্যুষসি স্নাত্বা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"ইতি।

এবং শ্রীরামনবমীবৈশাখব্রতাদয়শ্চাত্র জ্ঞেয়াঃ। এতৎসর্ব্বমপি সদাচারকথনদ্বারা বিধত্তে (ভাঃ ৩।১।১৯)—

"গাং পর্য্যটন্নিত্যাদৌ—ব্রতানি চেরে হরিতোষণানীতি ॥ ২৯৯ ॥

ব্রতানি একাদশ্যাদীনীতি। বিদুর ইতি প্রকরণলব্ধম্ ॥ (৩।১।) শ্রীশুকঃ ॥ ২৯৯ ॥

এইরূপে অর্চ্চন বর্ণিত হইল। ইহার অঙ্গসমূহ আগমাদিতে জ্ঞাতব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্ত্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি ইহারই অন্তর্ভূতরূপে জ্ঞাতব্য।

তন্মধ্যে জন্মাষ্টমীসম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মনারদসংবাদবচন—"ভক্তজনগণ বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে দেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্য তদীয় জন্মাষ্টমীব্রত পালন করিবেন। তাহার অনুষ্ঠান না করিলে পুরুষ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত-কালপর্য্যন্ত নরকপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।" এইরূপ—"যে-ব্যক্তি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ঐহিক বা পারত্রিক কিঞ্চিন্মাত্র সুকৃতও প্রাপ্ত হন না।"

অষ্টমস্কন্ধে বিত্তশাঠ্যাভাব এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—"পুরুষ ধর্ম্ম, যশঃ, অর্থ, কাম এবং স্বজনগণের উদ্দেশ্যে বিত্তকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিলে ইহলোক এবং পরলোকে সুখী হইয়া থাকেন।"

কার্ত্তিকব্রতসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—"সমস্ত তীর্থসমূহ নিবেবন একদিকে" ইত্যাদিবচনা-নন্তর—"হে বৎস! নিরন্তর বিষ্ণুপ্রীতিদায়ক কার্ত্তিকমাস অপরদিকে বর্ত্তমান। হে নারদ! এই কার্ত্তিকমাসে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্যকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে—ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি।" "যিনি ব্রতরহিতভাবে দামোদরপ্রিয় কার্ত্তিকমাস যাপন করেন, তিনি সর্ব্বধর্ম্মরহিত হইয়া তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

অনন্তর একাদশীব্রত উক্ত হইতেছে। অবৈষ্ণবপুরুষসম্বন্ধেও ইহার নিত্যত্ব জানিতে হইবে। তদ্‌বিষয়ে বিষ্ণু-ধর্ম্মে সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে যে—"বৈষ্ণব বা সৌর যে কোন পুরুষই একাদশীব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।" সৌরপুরাণে—"বৈষ্ণব বা শৈব অথবা সৌর সকলেই ইহার (একাদশী ব্রতের) অনুষ্ঠান করিবেন।" বিশেষতঃ নারদপঞ্চরাত্রে দীক্ষানন্তর অবশ্যকৃত্যসমূহের কথনপ্রসঙ্গে—"অনন্তর আচারসমূহের বর্ণন করিতেছি" ইত্যাদিক্রমে বলিয়াছেন যে—"উভয়পক্ষেরই একাদশীতিথিতে ভোজন করিবে না, রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং বিশেষভাবে শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে।"

বিষ্ণুযামলেও একাদশীপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—"দিগ্‌বিদ্ধৈকাদশীব্রত, শুক্ল-কৃষ্ণ-বিভেদ, ব্রতে অসদ্‌ব্যাপার, সামর্থ্যসত্ত্বে ফলাদিভক্ষণ, একাদশীদিনে শ্রাদ্ধক্রিয়া, দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসীচয়ন প্রভৃতি নিষিদ্ধ থাকে।"

এইরূপ তাহাতে বিষ্ণুর দিবাস্নানও নিষিদ্ধ হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বৈষ্ণবধর্ম্মকথনপ্রসঙ্গেও—"দ্বাদশী-ব্রতনিষ্ঠতা" এইরূপ কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে সৌপর্ণদ্বারকামাহাত্ম্যে ও চন্দ্রশর্ম্মার ভগবদ্‌ধর্ম্মবিষয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবচন উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে কৃষ্ণ! অদ্যাবধি আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ করুন। আমি একাদশীতে ভোজন করিব না, উক্তদিনে সর্ব্বদা জাগরণ করিব, প্রত্যহ পরমভক্তিসহকারে আপনার পূজা করিব, অর্দ্ধপলমাত্রকালদ্বারা দশমীবিদ্ধ হইলেও উক্ত দিবসে ব্রত পরিত্যাগ করিব এবং আপনার প্রতি প্রীতিবশতঃ দ্বাদশীতে ব্রতসংযুক্ত অষ্টবিধ অনুষ্ঠান করিব" ইত্যাদি।

অতএব অগ্নিপুরাণবচন—"একাদশীতে ভোজন করিবে না, তাহা উত্তম বৈষ্ণবব্রত।" গৌতমীয়তন্ত্রবচন—বৈষ্ণব যদি একাদশীতিথিতে প্রমাদবশতঃ ভোজন করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিষ্ণুপূজা বৃথা হয় এবং তিনি ঘোরতর নরকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" মৎস্যপুরাণ এবং ভবিষ্যপুরাণবচন—"শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশীতিথিতে উপবাসপূর্ব্বক দ্বাদশীতে ভোজন করিলে তাহা উত্তম বৈষ্ণবব্রত হইয়া থাকে।"

স্কন্দপুরাণে—"যিনি একাদশীতে ভোজন করেন, তিনি মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, গুরুঘাতী এবং বিষ্ণু-লোকচ্যুত হইয়া থাকেন।" **একাদশীতে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব-অর্থে মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগই জ্ঞাতব্য।** যেহেতু অন্যভোজন তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যকালই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—"পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি এবং ঔষধপ্রভৃতি যে-সকল দ্রব্য আহারের জন্য কল্পিত হয়, তাহার কোন বস্তুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবেন না। পুরুষ নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। অতএব সমস্ত বস্তুই বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াই সর্ব্বদা ভোজন করিবেন।

জাগরণেরও নিত্যত্ব জ্ঞাতব্য, যথা স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে—"যাহারা একাদশীদিবসে জাগরণ করে না, তাহাদের এবং বৈষ্ণবনিন্দকগণের সুকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহার দ্বাদশীতিথিতে জাগরণে ইচ্ছা না হয়, শ্রীহরির, পূজায় তাহার অধিকার নাই।"

উক্ত ব্রত বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদরূপেও শ্রুত হইয়া থাকে; যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—"হে দেবি! দ্বাদশীর বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীজনার্দ্দন এই তিথির স্মরণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।"

ভবিষ্যপুরাণে—"এই একাদশীতিথি মহাপুণ্যা, সর্ব্বপাপবিনাশিনী, বিষ্ণুভক্তির উদ্দীপনী এবং পরমার্থগতিদায়িনী হইয়া থাকে; অতএব শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপ্রসাদৈকভোজী ভক্ত্যেকনিষ্ঠ শ্রীঅম্বরীষপ্রভৃতির একাদশীব্রত প্রদর্শনদ্বারা উহা অন্তরঙ্গবৈষ্ণবধর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যেও ব্রাহ্মণকন্যার কার্ত্তিকব্রত এবং একাদশীব্রতপ্রভাবে শ্রীসত্যভামারূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-পদপ্রাপ্তি শ্রুত হইয়া থাকেন সুতরাং অধিককথন বাহুল্যমাত্র।

অনন্তর মাঘমাসসম্বন্ধে গরুড়পুরাণবচন—"হে সুরনায়ক ইন্দ্র! এই দুর্লভ মাঘমাস বৈষ্ণব, দেবতা, ঋষি এবং মুনিগণের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয় হইয়া থাকে।" স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদসংবাদে—"হে নারদ! সর্ব্বপাপবিনাশ এবং শ্রীকৃষ্ণসন্তোষলাভের জন্য প্রতিবর্ষে সর্ব্বদা মাঘস্নান কর্ত্তব্য।"

ভবিষ্যোত্তরে—"পুরুষ মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া একবিংশ পুরুষের সহিত যথেষ্টসুখভোগপূর্ব্বক বিষ্ণুলোকে গমন করেন।" এইরূপে এস্থলে শ্রীরামনবমী, বৈশাখব্রত প্রভৃতিও জানিতে হইবে। "পৃথিবীপর্য্যটনসহকারে" ইত্যাদি বাক্যে সদাচারকথনদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তই কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা—

তিনি হরিতোষণ-ব্রতসমূহের আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ২৯৯ ॥

"ব্রতসমূহ" অর্থাৎ একাদশীব্রতপ্রভৃতি। "তিনি" অর্থাৎ বিদুর—ইহা প্রস্তাব হইতেই জানা যাইতেছে। শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ২৯৯ ॥

এবং তাদৃশব্রতেষ্বপি তত্তদুপাসকানাং স্বস্বেষ্টদৈবতব্রতং সুষ্ঠ্বেব বিধেয়মিত্যাগতম্। তথাস্মিন্ পাদসেবার্চ্চনমার্গে "যানৈর্বা পাদুকৈর্বাপি গমনং ভগবদ্গৃহে" ইত্যাদিনাগমোক্তা যে দ্বাত্রিংশদপরাধাস্তথা "রাজান্নভক্ষণং চৈবম্" ইত্যাদিনা বারাহোক্তা যে চ তৎসংখ্যকাস্তথা "মম শাস্ত্রং বহিষ্কৃত্য হ্যস্মাকং য প্রপদ্যতে" ইত্যাদিনা তদুক্তা যে চান্যে বহবস্তে সর্ব্বে,—

"মমার্চ্চনাপরাধা যে কীর্ত্ত্যন্তে বসুধে ময়া। বৈষ্ণবেন সদা তে তু বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥"

ইতি বারাহানুসারেণ পরিত্যাজ্যা ; ইত্যাশয়েনাহ (ভাঃ ১১।২৭।১৭-১৮)—

শ্রদ্ধয়োপাহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি ॥
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে। ৩০০ ॥

শ্রদ্ধাভক্তিশব্দাভ্যামত্রাদর এব বিধীয়তে। অপরাধাস্তু সর্ব্বেঽনাদরাত্মকা এব, প্রভুত্বাবমানতশ্চ। তস্মাদপরাধনিদানমত্রানাদর এব পরিত্যাজ্য ইত্যর্থঃ ॥ (১১।২৭।) উদ্ধবং শ্রীভগবান্ ॥ ৩০০ ॥

এইরূপ, তাদৃশব্রতসমূহের মধ্যেও উপাসকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ব্রত সম্যগ্ভাবেই কর্ত্তব্য, ইহা উপলব্ধ হইতেছে। এইরূপ, এই পাদসেবনমার্গে—"যানারোহণ বা পাদুকাপরিধানপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন" ইত্যাদিক্রমে আগমোক্ত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ, এইরূপ—"রাজান্নভক্ষণ" ইত্যাদিক্রমে বরাহপুরাণোক্ত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ এবং "আমার শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যে আমাকে আশ্রয় করে" ইত্যাদিক্রমে যে বহু অপরাধ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়—

"হে বসুন্ধরে ! মৎকর্ত্তৃক আমার অর্চ্চনে যে-সকল অপরাধ উক্ত হইতেছে, বৈষ্ণবগণ যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।" এই বরাহপুরাণবচনানুসারে পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে ; এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন যে—

ভক্তকর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত জলমাত্রও আমার প্রিয় হইয়া থাকে। পরন্তু অভক্তকর্ত্তৃক উপহৃত প্রভূত দ্রব্যও আমার সন্তোষজনক হয় না ॥ ৩০০ ॥

এস্থলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিশব্দদ্বারা আদরই বিহিত হইতেছে। সমস্ত অপরাধই অনাদরস্বরূপ ও প্রভুত্বের অবমাননজন্য হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে অপরাধের মূলকারণ অনাদরই পরিত্যাজ্য জানিবে। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ৩০০ ॥

মহতামনাদরস্তু সর্ব্বনাশক ইত্যাহ (ভাঃ ৪।৩১।২১)—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং, হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে, বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ৩০১ ॥

অধনাশ্চ তে আত্মধনা ভগবদেকধনাশ্চ তে প্রিয়া যস্য সঃ। রসজ্ঞো ভক্তিরসিকো হরিঃ। কে কুমনীষিণ ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—শ্রুতেতি। পাপমপরাধম্ ॥ (৪।৩১।) শ্রীনারদঃ প্রচেতসম্ ॥ ৩০১ ॥

'মহাজনগণের অনাদর সর্ব্ববিনাশক' এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে—

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সৎকুল এবং সৎক্রিয়াজনিত গর্ব্বহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্মধনপ্রিয় রসজ্ঞ শ্রীহরি তাদৃশ কুমনীষিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। ৩০১।

যাঁহারা "অধন" অর্থাৎ নির্ধন অথচ "আত্মধন" অর্থাৎ একমাত্র ভগবৎস্বরূপধনবিশিষ্ট, তাদৃশ পুরুষগণ যাঁহার প্রিয়, সেই শ্রীহরি। "রসজ্ঞ" অর্থাৎ ভক্তিরসিক। কাহারা কুমনীষী তাহা বলিতেছেন,—"যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান" ইত্যাদি। "পাপ" অর্থাৎ অপরাধ। প্রচেতোগণের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ৩০১ ॥

কিঞ্চ (ভাঃ ৫।১০।২৫)—

ন বিক্রিয়া বিশ্বসুহৃৎসখস্য, সাম্যেন বীতাভিমতেস্তবাপি।
মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্, নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ৩০২ ॥

স্পষ্টম্ ॥ (৫।১০।) রহূগণঃ শ্রীভরতম্ ॥ ৩০২ ॥

এইরূপ—

যদিও সর্ব্বত্র সমদর্শনহেতু নিজদেহবিষয়ে অভিমানরহিত এবং বিশ্বের সুহৃৎ ও সখাস্বরূপ আপনার কোনরূপ বিকার নাই, তথাপি স্বকৃতমহাজনাবমাননাহেতু মাদৃশপুরুষ শূলপাণিতুল্য অতিসমর্থ হইলেও সত্বরই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৩০২ ॥

অর্থ স্পষ্ট। শ্রীভরতের প্রতি শ্রীরহূগণের উক্তি ॥ ৩০২ ॥

অথ তথাপি প্রামাদিকে ভগবদপরাধে পুনর্ভগবৎপ্রসাদনানি কর্ত্তব্যানি। যথা স্কান্দে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসোক্তৌ—

"অহন্যহনি যো মর্ত্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেত্তু বৈ। দ্বাত্রিংশদপরাধাংস্তু ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" ইতি।

তত্রৈব দ্বারকামাহাত্ম্যে—

"সহস্রনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি। অপরাধসহস্রেণ ন স লিপ্যেৎ কদাচন ॥" ইতি।

তত্রৈব রেবাখণ্ডে—

"দ্বাদশ্যাং জাগরে বিষ্ণোর্যঃ পঠেত্তুলসীস্তবম্। দ্বাত্রিংশদপরাধানি ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" ইতি।

তত্রৈবান্যত্র—

"তুলস্যা রোপণং কার্য্যং শ্রাবণেন বিশেষতঃ। অপরাধসহস্রাণি ক্ষমতে পুরুষোত্তমঃ ॥" ইতি।

তত্রৈবান্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে—

"তুলস্যা কুরুতে যস্তু শালগ্রামশিলার্চ্চনম্। দ্বাত্রিংশদপরাধাংশ্চ ক্ষমতে তস্য কেশবঃ ॥" ইতি।

অন্যত্র—

"যঃ করোতি হরেঃ পূজাং কৃষ্ণশস্ত্রাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধসহস্রাণি নিত্যং হরতি কেশবঃ ॥" ইতি।

আদিবারাহে—

"সংবৎসরস্য মধ্যে তু তীর্থে শৌকরকে মম। কৃতোপবাসঃ স্নানেন গঙ্গায়াং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
মথুরায়াং তথাপ্যেবং সাপরাধঃ শুচির্ভবেৎ।
অনয়োস্তীর্থয়োরেকং যঃ সেবেৎ সুকৃতী নরঃ। সহস্রজন্মজনিতানপরাধান্ জহাতি সঃ ॥" ইতি।

'শৌকরকে' শূকরক্ষেত্রাখ্যে। মহদপরাধস্তু চাটুকারাদিনা বা, তৎপ্রীত্যর্থকৃতেন, নিরন্তরদীর্ঘকালীন-ভগবন্নামকীর্ত্তনেন বা তং প্রসাদ্য ক্ষমাপনীয় ইত্যবোচামৈব ;—তৎপ্রসাদং বিনা তদসিদ্ধেঃ।

অতএবোক্তং শ্রীশিবং দক্ষেণ (ভাঃ ৪।৭।১৫)—

"যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং, ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিগণয্য তন্মাম্।

অর্ব্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্, দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ॥" ইতি।

এবমুত্তরত্রাপি জ্ঞেয়ম্।

অথ বন্দনম্ ;—তচ্চ যদ্যপ্যর্চ্চনাঙ্গত্বেনাপি বর্ত্ততে, তথাপি কীর্ত্তন-স্মরণবৎ স্বাতন্ত্র্যেণাপীত্যভিপ্রেত্য পৃথগ্বিধীয়তে। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। বন্দনস্য পৃথগ্‌বিধানম্ চানন্তগুণৈশ্বর্য্যশ্রবণাৎ তদ্গুণানুসন্ধানপাদ-সেবাদৌ বিধৃতদৈন্যানাং নমস্কারমাত্রে কৃতাধ্যবসায়ানামর্থে। স এব নমস্কারস্তস্যার্চ্চনত্বেনাপ্যতিদিষ্টঃ ; যথা নারসিংহে—

"নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ॥" ইতি।

তদেতদ্বন্দনং যথা (ভাঃ ১০।১৪।৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ ৩০৩॥

যস্মাৎ (ভাঃ ১০।১৪।৭)—"গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুম্" ইত্যাদিনা তাদৃশত্বমুচ্যতে, 'তৎ' তস্মাৎ। 'নমঃ' নমস্কারম্। 'মুক্তিপদে' নবমপদার্থস্য মুক্তেরপ্যাশ্রয়ে পরিপূর্ণদশমপদার্থে ; যদ্বা, মুক্তিরিহ পঞ্চমস্থগত্যানুসারেণ প্রেমৈব তৎপদে তদ্বিষয়ে পরিপূর্ণভগবল্লক্ষণে ত্বয়ি দায়ভাগ্‌ভবতি—ভ্রাতৃবণ্টন ইব—ত্বং তস্য দায়ত্বেন বর্ত্তস ইত্যর্থঃ। মুক্তিমাত্রং তু সকৃন্নমস্কারেণৈবাসন্নং স্যাৎ ; যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—

"দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্। একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্য দৈশিকঃ॥" ইতি।

'তত্তে' ইত্যত্র "সুসমীক্ষমাণঃ প্রতীক্ষমাণঃ" ইতি টীকা ; যদ্বা, প্রতিক্ষণং নিরুপাধিকৃপয়ৈব প্রভুণা তথা তথা ক্রিয়মাণামনুকম্পাং সুষ্ঠুরূপামীক্ষমাণস্তত্রানন্দীভবন্ তাং সম্যক্ পশ্যন্ বিভাবয়ন্ তথা হৃদা ; যদ্বা বাচা, যদ্বা বপুষা, নমো বিদধজ্জন ইত্যাদি ব্যাখ্যা জ্ঞেয়া। নমস্কারেঽপরাধাশ্চৈতে পরিহর্ত্তব্যাঃ, বিষ্ণুস্মৃত্যাদিদৃষ্ট্যা, যে খলু একহস্তকৃতত্ব-বস্ত্রাবৃতদেহত্ব-ভগবদগ্রপৃষ্ঠ-বামভাগাত্যন্তনিকট-গর্ভমন্দির-গতত্বা-দিময়াঃ॥ (১০।১৪।) শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবন্তম্॥ ৩০৩॥

তথাপি যদি প্রমাদবশতঃ ভগবদপরাধ হয়, তাহা হইলে পুনরায় ভগবৎপ্রসাদজনক কার্য্য করিবে। যথা স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে শ্রীব্যাসবচন—"যে মানব প্রত্যহ এক অধ্যায়মাত্রও গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, শ্রীহরি তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।" স্কন্দপুরাণে দ্বারকামাহাত্ম্যে—"যিনি সহস্রনামমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সহস্র অপরাধে কখনও লিপ্ত হন না।" স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে—"যিনি দ্বাদশীতে জাগরণপূর্ব্বক তুলসীস্তব

"যাঁহার" অর্থাৎ যে ভগবানের "নামশ্রবণমাত্রই" অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে তত্তদ্ভজন দূরে থাকুক, যে-কোনরূপে নাম-শ্রবণমাত্রই। সুতরাং "আমি দাস"—এইরূপ অভিমানে সম্যগ্‌রূপে ভজনশীল পুরুষগণের সর্ব্ববিধ সাধন ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ তদধিক অন্য কিছুই নাই। শ্রীঅম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বাসার উক্তি ॥ ৩০৫ ॥

অথ সখ্যম্; তচ্চ হিতাশংসনময়ং বন্ধুভাবলক্ষণম্, (ভাঃ ১০।১৪।৩২)—"যন্মিত্রং পরমানন্দম্" ইত্যত্র তথৈব মিত্রপদন্যাসাৎ। যথা রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্—

"পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রসাদাদিষু শেরতে। মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥" ইতি।

অস্য চোত্তরত্র পাঠঃ প্রেমবিশ্রম্ভবদ্ভাবনাময়ত্বেন দাস্যাদপ্যুত্তমত্বাপেক্ষয়া। কিঞ্চ, পরমেশ্বরেঽপি যৎ সখ্যং শাস্ত্রে বিধীয়তে তন্নাশ্চর্য্যং—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" ইতি তদ্ভাবস্যাপি বিধানশ্রবণাৎ। কিন্তু তদ্ভাবস্তৎসেবা-বিরুদ্ধ ইতি শুদ্ধভক্তৈরুপেক্ষ্যতে, সখ্যন্তু পরমসেবানুকূলমিত্যুপাদীয়ত ইতি। তদেতৎ সাক্ষাদ্ভজনাত্মকং দাস্যং সখ্যঞ্চ টীকায়ামপি দর্শিতমস্তি (ভাঃ ১০।৮১।৩৬),—"তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-দাস্যং পুনর্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ" ইত্যত্র শ্রীদামবিপ্রবাক্যে, যথা—

"শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যং দৃষ্ট্বা তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে,—তস্যেতি। সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনঞ্চ মৈত্রী উপকারকত্বঞ্চ দাস্যং সেবকত্বঞ্চ, তৎ সমাহারৈকবচনং, তস্য তৎসম্বন্ধিনো মে মম স্যাৎ, ন তু বিভূতিঃ" ইত্যেষা। অত্র নববিধায়াং সাধ্যত্বাৎ প্রেমা নান্তর্ভাব্যতে; মৈত্রী তু সখ্য এবান্তর্ভাব্যেতি দাস্য-সখ্যে এব গৃহীতে। অত্র চ তাভ্যাং কর্ম্মার্পণ-বিশ্বাসৌ ন ব্যাখ্যাতৌ,—সাক্ষাদ্ভক্তিত্বাভাবাৎ। কর্ম্মার্পণস্য ফলং ভক্তির্বিশ্বাসশ্চ ভক্ত্যভিনিবেশহেতুরিতীহ পূর্ব্বমুক্তম্। তচ্চ ভগবদ্বিষয়হিতাশংসনময়ং সখ্যং,—ভগবৎকৃতহিতাশংসনস্য নিত্যত্বাৎ, তেন সহ তস্য নিত্যসহবাসাচ্চ ভজনবিশেষেণাপি বিশিষ্টং সম্পাদয়িতুং নাতিদুষ্করং স্যাদিত্যাহ (ভাঃ ৭।৭।৩৮)—

> কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে,-রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
> স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং, সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৩০৬ ॥

"ছিদ্রবৎ" আকাশবদলিপ্তত্বেন সদা বর্ত্তমানস্য; নাতিপ্রয়াসে হেতুঃ—সর্ব্বেষাং দেহিনাং যঃ স্ব আত্মা শুদ্ধং স্বরূপং তস্য, সামান্যতঃ সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষতয়ৈব সখা, যথাবসরং বহিরন্তঃকরণবিষয়াদিলক্ষণ-মায়িক্যা নিজপ্রেমাদিলক্ষণামায়িক্যাশ্চ সম্পত্তের্দানেন হিতাশংসী যস্তস্য হরেঃ। তস্মাদারোপিতানাং নশ্বরাণাং বিষয়াণাং জায়াপত্যাদীনামুপার্জ্জনৈঃ কিমিতি ॥ (৭।৭।) শ্রীপ্রহ্লাদোঽসুরবালকান্ ॥ ৩০৬ ॥

অনন্তর সখ্য বর্ণিত হইতেছে। হিতাশংসনরূপ বন্ধুভাবই সখ্যনামে কথিত হয়। "অহো পরমানন্দ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদের মিত্র, সেই নন্দগোপব্রজবাসিগণের ভাগ্য আশ্চর্য্যজনক"—এই শ্লোকে তাদৃশ অর্থেই মিত্রশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা রামার্চ্চনচন্দ্রিকাবচন—"পরিচর্য্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে মনুষ্যমূর্ত্তিতে দর্শন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্য রাত্রিকালে ভগবন্মন্দিরে শয়ন করিয়া থাকেন।"

এই সখ্য-প্রেম প্রণয়যুক্ত ভাবনাময় বলিয়া দাস্য অপেক্ষাও উত্তমত্বনিবন্ধন দাস্যের পরে পঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রে—"স্বয়ং দেবরূপ না হইয়া দেবতার অর্চ্চন করিবে না" ইত্যাদি বাক্যে দেবভাবপ্রাপ্তিও বিহিত হইয়াছে, সুতরাং পরমেশ্বর-

বিষয়ে সখ্যভাবপ্রাপ্তির বিধান আশ্চর্য্যজনক নহে। পরন্তু শুদ্ধভক্তগণ নিজের দেবভাবপ্রাপ্তি ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া তাহার উপেক্ষা এবং সখ্যভাব সেবার পরমানুকূল বলিয়া তাহারই গ্রহণ করিয়া থাকেন। "আমার জন্মজন্মান্তরে এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধেই সৌহৃদ্য-সখ্য-মৈত্রী-দাস্য হউক" এই শ্রীদামবিপ্র-বাক্যে টীকায়ও এই সাক্ষাদ্ ভজনাত্মক দাস্য ও সখ্য দর্শিত হইয়াছে। টীকা যথা—"শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল দর্শনপূর্ব্বক "তৎসম্বন্ধী আমার" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তদ্ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। "সৌহৃদ" অর্থাৎ প্রেম, "সখ্য" অর্থাৎ হিতাশংসন, "মৈত্রী" অর্থাৎ উপকারকত্ব, "দাস্য" অর্থাৎ সেবকত্ব। এই সৌহৃদ-প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে সমাহারদ্বন্দ্বসমাসে একবচন হইয়াছে। "তাহার" অর্থাৎ তৎসম্বন্ধী আমার ইহাই হউক, পরন্তু বিভূতি নহে" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

এস্থলে সাধ্যত্বনিবন্ধন প্রেমকে নববিধভক্তির অন্তর্ভূত করা হয় নাই। মৈত্রী সখ্যেই অন্তর্ভাবযোগ্য বলিয়া দাস্য ও সখ্যই গৃহীত হইয়াছে। এস্থলে এই দুইটী দ্বারা কর্ম্মার্পণ এবং বিশ্বাস ব্যাখ্যাত হয় নাই, যেহেতু তাহাতে সাক্ষাদ্ ভক্তিত্বের অভাব রহিয়াছে। পরন্তু কর্ম্মার্পণের ফলই ভক্তিস্বরূপ এবং বিশ্বাসও ভক্তিবিষয়ে অভিনিবেশের হেতুস্বরূপ—ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভগবদ্‌বিষয়ে হিতাশংসনই (অর্থাৎ ভক্তকর্ত্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই) এস্থলে সখ্যপদে উক্ত হইয়াছে। ভক্তবিষয়ে ভগবান্ যে হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার নিত্যত্ব-হেতু ভক্তের সখ্যসেবাও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময়। ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্যসহবাসবশতঃ এবং ভজনবিশেষদ্বারাও বিশিষ্টত্বসম্পাদন অতি দুষ্কর নহে, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন যে—

হে অসুরবালকগণ! যিনি স্বয়ং অশেষদেহিগণের আত্মা, অবিশেষে সখা ও নিজহৃদয়ে ছিদ্রবৎ অবস্থিত, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি? অর্থাৎ অতিপ্রয়াসের কোন কথাই আসে না। অতএব বিষয়োপপাদনের আবশ্যক কি?॥ ৩০৬॥

"ছিদ্রবৎ" অর্থাৎ সর্ব্বদা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত। অনতিপ্রয়াসের কারণ বলিতেছেন—যিনি সমস্ত দেহিগণের নিজ 'আত্মা' অর্থাৎ শুদ্ধস্বরূপ। "সামান্যতঃ" অর্থাৎ সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষরূপে (পক্ষপাতশূন্যরূপে) "সখা", অর্থাৎ যথাকালে বহিঃ ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ মায়িকসম্পত্তি ও নিজপ্রেমাদিরূপ অমায়িকসম্পত্তির দানহেতু যিনি হিতাশংসী সেই শ্রীহরির। অতএব "বিষয়োপপাদনে" অর্থাৎ জায়াপুত্রপ্রভৃতি কল্পিত নশ্বর বিষয়সমূহের উপার্জ্জনে আবশ্যক কি? অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি॥ ৩০৬॥

তদ্ যথা (ভাঃ ৯।৪।৬৬)—

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ৩০৭॥

অত্র দৃষ্টান্তেনাংশতঃ সখ্যাত্মিকা ভক্তির্লক্ষ্যতে॥ (৯।৪।) শ্রীবৈকুণ্ঠো ভগবান্ দুর্ব্বাসসম্॥ ৩০৭॥

যথা—সৎস্ত্রীগণ সৎপতিকে যেরূপ বশীভূত করে, আমার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও ভক্তিদ্বারা আমাকে সেইরূপ বশীভূত করিয়া থাকেন॥ ৩০৭॥

এস্থলে দৃষ্টান্তদ্বারা আংশিকভাবে সখ্যভক্তি লক্ষিত হইতেছে। দুর্ব্বাসার প্রতি শ্রীহরির উক্তি॥ ৩০৭॥

এবঞ্চ (ভাঃ ৪।১২।৩৬)—

শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ।
যান্ত্যঞ্জসাচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবাঃ॥ ৩০৮॥

অচ্যুত এব প্রিয়বান্ধবো যেষাম্; অচ্যুতস্য পদং তৎসনাথং লোকম্। অচ্যুতশব্দাবৃত্ত্যা ফলস্য কেনাপ্যংশেন ব্যভিচারিত্বং নেতি দর্শ্যতে॥ (৪।১২।) শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরম্॥ ৩০৮॥

আরও—শান্ত, সমদর্শী, শুদ্ধ, সর্ব্বভূতানুরঞ্জন, অচ্যুতপ্রিয়বান্ধবগণ সত্বর অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩০৮॥

"অচ্যুতপ্রিয়বান্ধবগণ" অর্থাৎ অচ্যুতই প্রিয়বান্ধব যাঁহাদের তাঁহারা। "অচ্যুতপদ" অর্থাৎ তদধিষ্ঠিত লোক। 'অচ্যুত' শব্দের আবৃত্তিদ্বারা উক্ত ফলের সর্ব্বাংশে অব্যভিচারিত্ব দর্শিত হইতেছে। বিদুরের প্রতি শ্রীমৈত্রেয়ের উক্তি॥৩০৮॥

অথ আত্মনিবেদনম্; তচ্চ দেহাদিশুদ্ধাত্মপর্য্যন্তস্য সর্ব্বতোভাবেন তস্মিন্নেবার্পণম্। তৎকার্য্যং চাত্মার্থচেষ্টাশূন্যত্বং তন্ন্যস্তাত্মসাধনসাধ্যত্বং তদর্থৈকচেষ্টাময়ত্বঞ্চ। ইদং হ্যাত্মার্পণং গোবিক্রয়বৎ, বিক্রীতস্য গোর্বর্দ্ধনার্থং বিক্রীতবতা চেষ্টা ন ক্রিয়তে। তস্য চ শ্রেয়ঃসাধকঃ স ক্রীতবানেব স্যাৎ। স চ গৌস্তস্যৈব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ, ন পুনর্বিক্রীতবতোঽপীতি। ইদমেবাত্মার্পণং শ্রীরুক্মিণীবাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯)—"তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি" ইতি।

অত্র কেচিদ্দেহার্পণমেবাত্মার্পণমিতি মন্যন্তে, যথা ভক্তিবিবেকে—

"চিন্তাং কুর্য্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ। তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥" ইতি।

কেচিচ্ছুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞার্পণমেব, যথা শ্রীমদালকমন্দারস্তোত্রে—

"বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
দতয়ং তব পাদপদ্ময়ো,-রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥" ইতি।

কেচিচ্চ দক্ষিণহস্তাদিকমপ্যর্পয়ন্তস্তেন তৎকর্ম্মমাত্রং কুর্ব্বতে, ন তু দেহাদিকর্ম্মেত্যাদ্যপি দৃশ্যতে। তদেতৎ সর্ব্বাত্মকং সকার্য্যমাত্মনিবেদনং যথা (ভাঃ ৯।৪ ১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো,-র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া, যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥ ৩০৯॥

চকার অর্পয়ামাস। কৃষ্ণপদারবিন্দয়োরিত্যাদিকমুপলক্ষণং তৎসেবাদীনাম্। লিঙ্গং শ্রীমূর্ত্তিঃ; আলয়স্তদ্ভক্তস্তন্মন্দিরাদিঃ; শ্রীমত্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজসম্বন্ধি যৎ সৌরভং তস্মিন্; তদর্পিতে মহাপ্রসাদান্নাদৌ; কামং সঙ্কল্পং চ দাস্যে নিমিত্তে। কথং চকার? যথা যেন প্রকারেণ উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ সা ভবেদিতি। অত্র সর্ব্বথা তত্রৈব সঞ্জাতাত্মনিক্ষেপঃ কৃতঃ ইতি বৈশিষ্ট্যাপত্ত্যা স্মরণাদিদ্বয়োপাসনস্যৈবাত্মার্পণত্বম্। এবমেবোক্তম্ (ভাঃ ১১।১৯।২০)—"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্" ইত্যারভ্য (ভাঃ ১১।১৯।২৪)—"এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণাম্" ইতি। যথা স্মরণকীর্ত্তনপাদসেবনময়মুপাসনমেব আগমোক্তবিধিময়ত্ব-বৈশিষ্ট্যাপত্ত্যার্চ্চনমিত্যভিধীয়তে, ততো নাবিবিক্তত্বম্। স্নানপরিধানাদিক্রিয়া

চাস্য ভগবৎসেবা-যোগ্যত্বায়ৈবেতি, তত্রাপি নাত্মার্পণভক্তিহানিরিত্যনুসন্ধেয়ম্। এতদাত্মার্পণং শ্রীবলাবপি স্ফুটং দৃশ্যতে। উদাহৃতঞ্চেদমাত্মার্পণং (ভাঃ ৭।৬।২৬) "ধর্ম্মার্থকামঃ" ইত্যাদিনা শ্রীপ্রহ্লাদমতে। (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)—"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা" ইত্যাদিনা শ্রীভগবন্মতেঽপি। তদেতদাত্মনিবেদনং ভাবং বিনা ভাববৈশিষ্ট্যেন চ দৃশ্যতে; পূর্ব্বং যথা—"মর্ত্ত্যো যদা" ইত্যাদি; উত্তরং যথৈকাদশ এব (ভাঃ ১১।১১।৩৫)—"দাস্যেনাত্মনিবেদনম্" ইতি। যথা চ রুক্মিণীবাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯) "আত্মার্পিতশ্চ ভবতঃ" ইতি ॥ (৯।৪।) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্ ॥ ৩০৯ ॥

অনন্তর আত্মনিবেদন বিবৃত হইতেছে। দেহ হইতে শুদ্ধাত্মপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্ব্বতোভাবে ভগবানে সমর্পণই আত্মনিবেদন-নামে কথিত হয়। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্যতা, নিজের সাধনসাধ্যসমূহের তাঁহাতেই অর্পণ ও তাঁহার উদ্দেশ্যেই একমাত্র চেষ্টাশীলতাই তাহার কার্য্যস্বরূপ। গো-বিক্রয়ের পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্য বিক্রয়কারীর যেরূপ আর চেষ্টা করিতে হয় না, পরন্তু সেই ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গরুও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্যনির্ব্বাহক হয়, পরন্তু বিক্রেতার কোন কার্য্য করে না, এই আত্মনিবেদন সম্বন্ধেও তাদৃশ নিয়ম জানিবে। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে এই আত্মনিবেদনই উক্ত হইয়াছে, যথা—"হে বিভো! অতএব আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন।"

এস্থলে কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করেন। যথা ভক্তিবিবেকে—"বিক্রয়কারী পুরুষ যেরূপ বিক্রীত পশুর রক্ষণবিষয়ে কোন চিন্তা করে না, সেইরূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহ সমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে।" কেহ কেহ শুদ্ধক্ষেত্রজ্ঞের অর্পণই আত্মার্পণ বলেন। যথা শ্রীআলকমন্দারুস্তোত্রে—"হে প্রভো! আমি এই শরীর প্রভৃতিতে যে-কোনরূপে এবং যাদৃশগুণানুসারে যে কোন প্রকারেই অবস্থিত হইয়া থাকি, তাহাই অদ্য ভবদীয়-পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি।" কেহ কেহ দক্ষিণহস্তাদিও অর্পণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভগবৎকর্ম্মমাত্র করিয়া থাকেন, পরন্তু দেহাদিকর্ম্ম করেন না—এরূপও দেখা যায়। শ্রীভাগবতে কার্য্যের সহিত এতৎসমুদয়াত্মক আত্মনিবেদন উক্ত হইতেছে। যথা—তিনি চিত্ত কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্তযুগল শ্রীহরির মন্দিরমার্জ্জনাদিতে, কর্ণ অচ্যুত-বিষয়ক সৎকথাশ্রবণে, নেত্রযুগল মুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি ও আলয়দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভৃত্যগাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণ তৎপাদসরোজ-সৌরভ যুক্ত তুলসীর আঘ্রাণে, রসনা তদর্পিত বস্তুতে, পদযুগল শ্রীহরির ক্ষেত্রভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্মবন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, পরন্তু আত্মসুখকামনায় নহে; ইহাতে উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্-ভক্তবিষয়িণী রতি হইয়া থাকে ॥ ৩০৯ ॥

"করিয়াছিলেন" অর্থাৎ অর্পণ করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে" ইত্যাদি বাক্য তদীয়সেবাপ্রভৃতির উপলক্ষণ জানিতে হইবে। "লিঙ্গ" অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তি। "আলয়" অর্থাৎ তদীয়ভক্ত ও তদীয় মন্দিরাদি। "শ্রীতুলসীর তৎপাদসরোজসৌরভে" অর্থাৎ তদীয় পাদপদ্মসম্বন্ধবশতঃ শ্রীতুলসীর যে সৌরভ তাহাতে। "তদর্পিতবস্তুতে" অর্থাৎ মহাপ্রাসাদান্ন প্রভৃতিতে। "কাম" অর্থাৎ সঙ্কল্প, "দাস্যে" অর্থাৎ দাস্যনিমিত্তে। অর্পণের হেতু বলিতেছেন—"যাহাতে" অর্থাৎ যে প্রকারে উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতি হয়। এস্থলে সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরির প্রতিই সমষ্টিরূপে আত্মনিক্ষেপ কৃত হইয়াছে বলিয়া বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তিহেতু স্মরণাদিময়ী উপাসনাই আত্মার্পণ। "আমার অমৃতময়কথায় শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার অনুকীর্ত্তন" ইত্যাদিক্রমে—"হে উদ্ধব! যাঁহারা এবম্বিধ ধর্ম্মসমূহদ্বারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, তাঁহাদের মদ্বিষয়ে ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং অন্য কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না" এই বাক্যে তাদৃশ আত্মনিবেদনই উক্ত হইয়াছে। যেহেতু স্মরণকীর্ত্তনপাদসেবনময় উপাসনাকৃত্যই আগমোক্তবিধিময়ত্ববৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তিহেতু অর্চ্চন নামে কথিত হয়, তাহা হইতে অপৃথগ্ ভাব নহে। নিজের স্নান, বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি কার্য্য ভগবৎসেবারই যোগ্যত্বসম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ

ভক্তির হানি হয় না জানিতে হইবে। শ্রীবলিমহারাজেও এই আত্মার্পণ স্ফুটরূপে লক্ষিত হয়। "ধর্ম্মার্থকাম" ইত্যাদিক্রমে শ্রীপ্রহ্লাদবচনে এবং "মনুষ্য যে-কালে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মনিবেদন করেন" ইত্যাদিক্রমে শ্রীভগবদ্বাক্যেও এই আত্মার্পণ উদাহৃত হইয়াছে। এই আত্মনিবেদন ভাবরহিতরূপে এবং ভাববিশিষ্টরূপে দ্বিবিধ দৃষ্ট হয়। "মনুষ্য যে-কালে সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক" ইত্যাদি ভাবরহিত আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত। ভাববৈশিষ্ট্যযুক্ত আত্মনিবেদন, যথা একাদশ স্কন্ধে—"দাস্যসহকারে আত্মনিবেদন" ইত্যাদি। এইরূপ শ্রীরুক্মিণীবাক্যে—"আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি।" শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৩০৯ ॥

তদেবং বৈধী ভক্তির্দর্শিতা। অস্যাশ্চোক্তানামঙ্গানামনুক্তানাঞ্চ কুত্রচিৎ কস্যাপ্যঙ্গাস্যান্যত্র তু তদিতরস্য যন্মহিমাধিক্যং বর্ণ্যতে, তৎ তত্তচ্ছ্রদ্ধা-ভেদেন তত্তৎপ্রভাবোল্লাসাপেক্ষয়েতি ন পরস্পরবিরুদ্ধত্বম্। অধিকারিভেদেন হ্যৌষধাদীনামপি তাদৃশত্বং দৃশ্যতে।

অথ **রাগানুগা**; তত্র বিষয়িণঃ স্বাভাবিকো বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ঃ প্রেমা রাগঃ, যথা চক্ষুরাদীনাং সৌন্দর্য্যাদৌ; তাদৃশ এবাত্র ভক্তস্য শ্রীভগবত্যপি রাগ ইত্যুচ্যতে। স চ রাগো বিশেষণভেদেন বহুধা দৃশ্যতে (ভাঃ ৩।২৫।৩৮)—"যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্" ইত্যাদৌ। তত্র 'প্রিয়ো' যথা তদীয়প্রেয়সীনাম্; 'আত্মা' পরব্রহ্মরূপঃ শ্রীসনকাদীনাম্; 'সুতঃ' শ্রীব্রজেশ্বরাদীনাম্; 'সখা' শ্রীশ্রীদামাদীনাম্; 'গুরুঃ' শ্রীপ্রদ্যুম্নাদীনাম্; কস্যাপি 'ভ্রাতা', কস্যাপি 'মাতুলেয়ঃ', কস্যাপি 'বৈবাহিকঃ' ইত্যাদিরূপঃ স এক এব তেষু বহুপ্রকারত্বেন 'সুহৃদঃ' সম্বন্ধিনাম্; 'দৈবমিষ্টং' তদীয়সেবকানাং শ্রীদারুকপ্রভৃতীনামিতি প্রসিদ্ধম্।

অত্র শ্রীমত্যাং মোহিন্যাং যঃ খলু-রুদ্রস্য ভাবো জাতঃ স তু নাঙ্গীকৃতোঽনুক্তত্বাৎ, তস্য মায়ামোহিতত্বৈব তাদৃশভাবাভ্যুপগমাচ্চ।

তদেবং তত্তদভিমানলক্ষণভাববিশেষেণ স্বাভাবিকরাগস্য বৈশিষ্ট্যে সতি তত্তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণপাদসেবনবন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া ভক্তিস্তেষাং রাগাত্মিকা ভক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ সাধ্যায়াং রাগলক্ষণায়াং ভক্তিগঙ্গায়াং তরঙ্গরূপত্বাৎ সাধ্যত্বমেবেতি ন তু সাধনপ্রকরণেঽস্মিন্ প্রবেশঃ।

অতো রাগানুগা কথ্যতে। যস্য পূর্ব্বোক্তে রাগবিশেষে রুচিরেব জাতাস্তি ন তু রাগবিশেষ এব স্বয়ং, তস্য তাদৃশরাগসুধাকর-করাভাসসমুল্লসিতহৃদয়স্ফটিকমণেঃ শাস্ত্রাদিশ্রুতাসু তাদৃশ্যা রাগাত্মিকায়া ভক্তেঃ পরিপাটীষ্বপি রুচির্জায়তে। ততস্তদীয়ং রাগং রুচ্যানুগচ্ছন্তী সা রাগানুগা তস্যৈব প্রবর্ত্ততে। এষৈবাবিহিতেতি কেষাঞ্চিৎ সংজ্ঞা, রুচিমাত্রপ্রবৃত্ত্যা বিধিপ্রযুক্তত্বেনাপ্রবৃত্তত্বাৎ। ন চ বক্তব্যং বিধ্যনধীনস্য ন সম্ভবতি ভক্তিরিতি। (ভাঃ ২।১।৭)—"প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ" ইত্যত্র শ্রূয়তে। ততো বিধিমার্গভক্তির্বিধিসাপেক্ষেতি সা দুর্ব্বলা ইয়ন্তু স্বতন্ত্রৈব প্রবর্ত্ততে ইতি প্রবলা চ জ্ঞেয়া। তত এবাস্যা জন্মলক্ষণং ভক্তিব্যতিরেকেণান্যত্রানভিরুচিত্বমিত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ম্; যথোক্তং তৃতীয়ে শ্রীবিদুরেণ ভগবৎকথারুচিমুপলক্ষ্য (ভাঃ ৩।৫।১৩)—

"সা শ্রদ্ধধানস্য বিবর্দ্ধমানা, বিরক্তিমন্যত্র করোতি পুংসঃ।
হরেঃ পদানুস্মৃতিনির্বৃতস্য, সমস্তদুঃখাপ্যয়মাশু ধত্তে ॥" ইতি।

সা—পূর্ব্বোক্তা কথাগৃহীতা মতিস্তদ্রুচিরিত্যর্থঃ। বিধিনিরপেক্ষত্বাদেব পূর্ব্বাভ্যাং দাস্যসখ্যাভ্যামেতদীয়য়োস্তয়োর্ভেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ।

অতএব বিধ্যুক্তক্রমোঽপি নাস্যামত্যাদৃতঃ, কিন্তু রাগাত্মিকাশ্রুতক্রম এব। তত্র রাগাত্মিকায়াং রুচির্যথা (ভাঃ ১১।৮।৩৫)—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ ৩১০॥

এইরূপে বৈধী ভক্তি দর্শিত হইল। এই বৈধী ভক্তির উক্ত এবং অনুক্ত অঙ্গসমূহের মধ্যে কোনও স্থলে কোনও এক অঙ্গের এবং অপরস্থানে অপর এক অঙ্গের যে মাহাত্ম্যাধিক্য বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা তত্তদ্বিষয়ক শ্রদ্ধাভেদে তত্তদ্বিষয়ের প্রভাবোল্লাসের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে, অতএব পরস্পর কোনও বিরোধ হয় না। যেহেতু অধিকারিভেদে ঔষধাদির মধ্যেও এইরূপ মাহাত্ম্যাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনন্তর রাগানুগা ভক্তি বর্ণিত হইতেছে। বিষয়ীর বিষয়সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। যেরূপ চক্ষুঃপ্রভৃতির সৌন্দর্য্যাদিবিষয়ে স্বাভাবিক সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী প্রীতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এস্থলে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে প্রেম, তাহাই রাগ নামে উক্ত হইয়া থাকে। বিশেষণভেদে এই রাগ বহুপ্রকার দৃষ্ট হয়। যথা—"আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃদ্গণ এবং ইষ্টদেব হইয়া থাকি" ইত্যাদি বাক্যে। তন্মধ্যে তিনি প্রেয়সীগণের পক্ষে 'প্রিয়', শ্রীসনকাদির নিকট 'আত্মা' অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীব্রজেশ্বর প্রভৃতির নিকট 'সুত', শ্রীদামাদির নিকট 'সখা', শ্রীপ্রদ্যুম্নাদির নিকট 'গুরু', কাহারও 'ভ্রাতা', কাহারও 'মাতুল', কাহারও 'বৈবাহিক' ইত্যাদিরূপে তিনি একাকীই তাহাদের পক্ষে বহুপ্রকারে 'সুহৃৎ' এবং দারুক প্রভৃতি সেবকগণের নিকট 'ইষ্টদেব'-রূপে প্রসিদ্ধ। শ্রীমোহিনীরূপী ভগবানের প্রতি শ্রীরুদ্রের যে ভাব হইয়াছিল, এস্থলে তাহা রাগরূপে অঙ্গীকৃত হয় নাই; যেহেতু তাহা অনুক্ত এবং তিনি মায়ামোহিত হইয়াই তাদৃশভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাববিশেষদ্বারা স্বাভাবিকরাগের বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তি হইলে তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্মনিবেদনপ্রায়া তাঁহাদের ভক্তি 'রাগাত্মিকা ভক্তি' নামে কথিত হয়। রাগরূপা সাধ্যা ভক্তিগঙ্গার তরঙ্গরূপা বলিয়া এই রাগাত্মিকা ভক্তি সাধ্যস্বরূপাই হইয়া থাকেন, পরন্তু এই সাধনপ্রকরণে তাঁহার প্রবেশ নাই।

অনন্তর রাগানুগা কথিত হইতেছে। যাঁহার পূর্ব্বোক্তরাগবিশেষে রুচিমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহার হৃদয়স্ফটিকমণি তাদৃশ রাগসুধাকরের কিরণাভাসে সমুল্লসিত হইলে শাস্ত্রাদি হইতে অবগত তাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটিসমূহেও তাঁহার রুচি হইয়া থাকে। অনন্তর রুচিদ্বারা তদীয় রাগের অনুগমনশীলা সেই রাগানুগা ভক্তি তাঁহারই সম্বন্ধে প্রবৃত্তা হইয়া থাকে। ইহা কেবল রুচিমাত্র হইতেই প্রবৃত্তা হয় বলিয়া, পরন্তু বিধিপ্রযুক্তরূপে প্রবৃত্তা হয় না বলিয়া কাহারও মতে ইহার 'অবিহিতা' এইরূপ সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বিধির অনধীন পুরুষের ভক্তি সম্ভবপর নহে, এরূপ বলা যায় না; যেহেতু—"হে রাজন্! প্রায়শঃ বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত নৈর্গুণ্যস্থিত মুনিগণও শ্রীহরির গুণানুকথনে রত হইয়া থাকেন" এরূপ শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব বিধিমার্গভক্তি বিধিসাপেক্ষা বলিয়া দুর্ব্বলা এবং এই রাগানুগা স্বতন্ত্ররূপেই প্রবৃত্তা হয় বলিয়া প্রবলা জানিতে হইবে। অতএব 'ভক্তিব্যতিরেকে অন্যত্র অনভিরুচি' প্রভৃতিও ইহার জন্মলক্ষণরূপে জ্ঞাতব্য। তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীবিদুর ভগবৎকথারুচির উদ্দেশে এইরূপই বলিয়াছেন যে—"শ্রদ্ধাশীল পুরুষের সম্বন্ধে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীলা হইয়া ইতরবিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া থাকে, অনন্তর তাহা শ্রীহরির পাদপদ্মানুস্মরণহেতু স্বস্থচিত্ত পুরুষের পক্ষে সত্বর সর্ব্বদুঃখ বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

পাঠ করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।" স্কন্দপুরাণে অন্যত্র—"বিশেষতঃ শ্রাবণ মাসে তুলসীরোপণ কর্ত্তব্য; তাহাতে পুরুষোত্তম শ্রীহরি সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।" স্কন্দপুরাণে অন্যত্র কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে—"যিনি তুলসীদ্বারা শালগ্রামার্চ্চন করেন, কেশব তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন।" অন্যত্র—"যিনি শ্রীকৃষ্ণের শস্ত্রচিহ্নসমূহ ধারণপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করেন, কেশব সর্ব্বদা তাঁহার সহস্র অপরাধ হরণ করিয়া থাকেন।"

আদিবারাহে—"অপরাধের পর সম্বৎসরমধ্যে মদীয় শৌকরকতীর্থে উপবাসপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিলে পুরুষ শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অপরাধী পুরুষ মথুরায় এরূপ ক্রিয়াদ্বারাও শুদ্ধ হইয়া থাকেন। যিনি উক্ত তীর্থদ্বয়ের একটীরও সেবা করেন, সেই সুকৃতী পুরুষ সহস্রজন্মজনিত অপরাধসমূহের পরিহার করিয়া থাকেন।"

"শৌকরক তীর্থে" অর্থাৎ শূকরক্ষেত্রনামক তীর্থস্থানে। মহাজনগণের প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধ স্তুতিবাক্যাদিদ্বারা অথবা তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সম্পাদিত নিরন্তর দীর্ঘকাল ভগবন্নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া ক্ষমা করাইতে হইবে। যেহেতু তাঁহাদের প্রসাদব্যতীত উক্ত অপরাধের ক্ষমা সিদ্ধ হয় না।

অতএব শ্রীশিবের প্রতি দক্ষবচন—"হে দেব! আমি তত্ত্বজ্ঞানরাহিত্যবশতঃ সভামধ্যে দুর্ব্বাক্যবাণসমূহে আপনাকে বিদ্ধ করিলেও আপনি তাহা গণনা না করিয়া করুণার্দ্র দৃষ্টিদ্বারা পূজ্যতমপুরুষের নিন্দাহেতু অধঃপতনশীল আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং আপনি স্বভাবসিদ্ধ পরবিষয়ক অনুগ্রহহেতুই স্বয়ং তুষ্ট হইয়াছেন, পরন্তু আমার প্রত্যুপকারে সামর্থ্য নাই।" এইরূপ পরবর্ত্তিস্থলেও জ্ঞাতব্য।

অনন্তর বন্দন বিচারিত হইতেছে। যদিও অর্চ্চনাঙ্গরূপেও বন্দন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণের ন্যায় স্বতন্ত্ররূপেও ইহা অনুষ্ঠেয়—এই অভিপ্রায়েই পৃথক্ বিহিত হইতেছে। এইরূপ অন্যান্য ভক্তিসম্বন্ধেও জানিতে হইবে।

যাঁহারা তদীয় অনন্তগুণৈশ্বর্য্যশ্রবণহেতু তদীয়গুণানুসন্ধান, পাদসেবাপ্রভৃতিতে দৈন্যভাবাপন্ন হইয়া কেবলমাত্র নমস্কারেই অধ্যবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জন্য বন্দনের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। তাদৃশ এই নমস্কার তাঁহার অর্চ্চনরূপেও অতিদিষ্ট হইয়া থাকে। যথা নৃসিংহপুরাণে—"এই নমস্কাররূপ যজ্ঞ সর্ব্ববিধ যজ্ঞমধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে কথিত হইয়াছে। একমাত্র সাষ্টাঙ্গনমস্কারদ্বারাই পুরুষ শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" এই বন্দন বলিতেছেন, যথা—

হে প্রভো! অতএব যিনি আপনার অনুকম্পা-সুসমীক্ষমাণ হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে আপনার নমোবিধান-সহকারে জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হইয়াথাকেন॥৩০৩॥

"অতএব" অর্থাৎ যেহেতু "হে প্রভো! গুণাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আপনার গুণসমূহের পরিমাণে কেহই সমর্থ নহে", ইত্যাদিক্রমে আপনার তাদৃশ অপরিমেয়গুণত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেই হেতু "নমঃ" অর্থাৎ নমস্কার। "মুক্তিপদে" অর্থাৎ নবমপদার্থস্বরূপ মুক্তিরও আশ্রয়ভূত পরিপূর্ণ দশমপদার্থে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে। অথবা মুক্তিশব্দ এস্থলে পঞ্চমস্কন্ধস্থ গদ্যানুসারে প্রেমেরই বাচক; সেই মুক্তির পদে অর্থাৎ বিষয়স্বরূপপরিপূর্ণ-ভগবদাত্মক আপনাতে "দায়ভাগী হইয়া থাকেন" অর্থাৎ ভ্রাতৃবণ্টনের ন্যায় আপনি তাঁহার দায়স্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন। কেবল মুক্তি একবার নমস্কারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মে—"অপার দুর্গমসংসারমহারণ্যে ধাবমান মানবগণের পক্ষে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।"

"হে প্রভো! অতএব যিনি আপনার কৃপা সুসমীক্ষমাণ হইয়া" এই শ্লোকের টীকায় "সুসমীক্ষমাণ" পদের অর্থ 'প্রতীক্ষমাণ' উক্ত হইয়াছে। অথবা প্রতিক্ষণ নিরুপাধিক কৃপাবশতঃই প্রভুকর্ত্তৃক তত্তদ্রূপে সম্পাদিতা অনুকম্পা সুষ্ঠুরূপে ঈক্ষমাণ হইয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে আনন্দযুক্ত হইয়া তাহাকে সম্যক্ দর্শন ও চিন্তা করিয়া এবং তদ্রূপে হৃদয়, বাক্য বা শরীরদ্বারা যিনি নমস্কার বিধান করেন—ইত্যাদি ব্যাখ্যা জ্ঞাতব্য। নমস্কারবিষয়েও বিষ্ণুস্মৃতিপ্রভৃতিশাস্ত্রানুসারে একহস্তকৃতত্ব, বস্ত্রাবৃতদেহত্ব, ভগবানের অগ্রে পশ্চাদ্দেশে বামভাগে অতিনিকটে ও গর্ভমন্দিরমধ্যে নমস্কারানুষ্ঠান প্রভৃতি অপরাধস্বরূপ বলিয়া পরিত্যাজ্য। শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীব্রহ্মার বাক্য॥৩০৩॥

অথ দাস্যম্ ; তচ্চ শ্রীবিষ্ণোর্দাসম্মন্যত্বম্—

"জন্মান্তরসহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী। দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ" ইত্যুক্তলক্ষণম্। অস্তু তাবদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতীতি অভিপ্রেত্যৈবোত্তরত্র নির্দ্দেশশ্চ তস্য। যথোক্তম্—"জন্মান্তর" ইত্যেতৎপদ্যস্যৈবান্তে,—"কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ" ইতি।

শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতৌ (ভাঃ ৭।৯।৫০) "তত্তেঽর্হত্তম" ইত্যাদিপদ্যে তু নমঃ-স্তুতি-সর্ব্বকর্ম্মার্পণ-পরিচর্য্যা-চরণস্মৃতি-কথাশ্রবণাত্মকং দাস্যং টীকায়াং সম্মতম্। শ্রীমদুদ্ধববাক্যে চ (ভাঃ ১১।৬।৪৬)—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্ গন্ধ-বাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৩০৪ ॥

তত্র তত্র চ কার্য্যদ্বারৈব নির্দ্দিষ্টম্ ; উদাহরণন্তু (ভঃ ৯।৪।১৮-২০)—"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" ইত্যাদৌ "কামঞ্চ দাস্যে, ন তু কামকাম্যয়া" ভোগেচ্ছয়া তং চকারেতি বাসনান্তরব্যবচ্ছেদঃ ॥ (৯।৪।) শ্রীশুকঃ পরীক্ষিতম্ ॥ ৩০৪ ॥

অনন্তর দাস্য বর্ণিত হইতেছে। শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্য। যথা—"যাঁহার অতীত সহস্রজন্মের পুণ্যফলে 'আমি বাসুদেবের দাস'—এইরূপ মতি হয়, তিনি সর্ব্বলোক উদ্ধার করিতে পারেন।" ভজনপ্রয়াস দূরে থাকুক, কেবল-মাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে—এই অভিপ্রায়েই অর্চ্চনাদির পরে তাহার নির্দ্দেশ হইয়াছে। যেমন—"যাঁহার অতীত সহস্রজন্মের" ইত্যাদি শ্লোকের পরই—"সংযতেন্দ্রিয় তদ্গতপ্রাণ পুরুষগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?" এরূপ উক্ত হইয়াছে। শ্রীপ্রহ্লাদস্তুতিতে—"অতএব হে অর্হত্তম !" ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নমস্কার, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণ, পরিচর্য্যা, চরণস্মৃতি এবং কথাশ্রবণরূপ দাস্য অভিপ্রেত হইয়াছে। শ্রীউদ্ধববাক্যও এইরূপ, যথা—

হে ভগবন্ ! আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্যই জয় করিব ॥ ৩০৪ ॥

তত্তৎস্থলে কার্যদ্বারাও তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—"তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মযুগলে মন"—ইত্যাদি স্থলে—"তদীয় দাস্যবিষয়েই কাম স্বীকার করিয়াছিলেন, পরন্তু কামকামনায় নহে।" "কামকামনায়" অর্থাৎ ভোগেচ্ছায় তাহা করেন নাই—এই উক্তিদ্বারা ইতর-বাসনার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৩০৪ ॥

তদেতদ্দাস্যসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বমপি ভজনং মহত্তরং ভবতীত্যাহ (ভাঃ ৯।৫।১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥ ৩০৫ ॥

যস্য ভগবতো নামশ্রবণমাত্রেণ যথা কথঞ্চিত্তচ্ছ্রবণেন, কিং পুনঃ সম্যক্ তত্তদ্ভজনেনেত্যর্থঃ। তর্হি দাসোঽস্মীত্যভিমানেন সম্যগেব ভজতাং সর্ব্বত্র সাধনে সাধ্যে চ কিমবশিষ্যতে—তদধিকমন্যৎ কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ (৯।৫।) দুর্ব্বাসা শ্রীমদম্বরীষম্ ॥ ৩০৫ ॥

অন্য ভজনসমূহও এই দাস্যসম্বন্ধবশতঃই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন—

যাঁহার নামশ্রবণমাত্রই পুরুষ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদপুরুষের (শ্রীভগবানের) দাসগণের সম্বন্ধে কোন্ বস্তু প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে ? ॥ ৩০৫ ॥

"তাহা" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তা কথাগৃহীতা মতি অর্থাৎ তদ্বিষয়িণী রুচি। বিধিনিরপেক্ষত্বনিবন্ধনই পূর্ব্বোক্ত দাস্য-সখ্য হইতে এতৎসম্বন্ধী দাস্য-সখ্যের ভেদও জানিতে হইবে। অতএব এই রাগানুগভক্তিতে বিধ্যুক্ত ক্রমও অত্যাদৃত হয় নাই, পরন্তু রাগাত্মিকশাস্ত্রগত ক্রমই আদৃত হইয়াছে।

উক্ত রাগাত্মিকায় রুচি, যথা—ইনি শরীরিগণের প্রিয়তম, সুহৃৎ, স্বামী এবং আত্মস্বরূপ। আমি আত্মপ্রদান-দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া রমার ন্যায় তাঁহার সহিত রমণ করিব ॥ ৩১০ ॥

অত্র স্বাভাবিকসৌহৃদ্যাদিধর্ম্মৈস্তস্মিন্নেব স্বাভাবিকপতিত্বং স্থাপয়িত্বা পরস্যৌপাধিকপতিত্ব-মিত্যভিপ্রেতম্। অন্যত্র "পত্যাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতা" ইতি ছান্দোগ্যপরিশিষ্টানুসারেণ কৃত্রিমমেকাত্মত্বম্; তস্মিন্ পরমাত্মনি তু স্বভাবত এবেত্যাত্মশব্দস্যাপ্যভিপ্রায়ঃ। এবং যদ্যপি তস্মিন্ পতিত্বমনাহার্য্যমেবাস্তি, তথাপ্যাত্মনৈব মূলভূতেনৈব তং বিশেষতঃ ক্রীত্বা যথান্যাপি কন্যা বিবাহাত্মকেন স্বাত্মসমর্পণেন কঞ্চিৎ পতিত্বেনোপাদত্তে তথা-ভাবেনাশ্রিত্য অনেন পরমমনোহররূপেণ তেন সহ রমে রমা লক্ষ্মীর্যথা। তদেবং তস্যাঃ পিঙ্গলায়াঃ স্বরুচির্দ্যোতিতা। রাগানুগায়াং প্রবৃত্তিরপীদৃশী; (ভাঃ ১১।৮।৪০)—

সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেতদ্যথালাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ ৩১১ ॥

অমুনেতি ভাবগর্ভরমণেন সহ। আত্মনা মনসৈব তাবদ্বিহরামি,—রুচিপ্রধানস্য মার্গস্যাস্য মনঃপ্রধানত্বাৎ; তৎপ্রেয়সীরূপেণাশ্রদ্ধায়াস্তাদৃশভজনে প্রায়ো মনসৈব যুক্তত্বাৎ। অনেন শ্রীমৎ-প্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্যৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্। এবং পিতৃত্বাদিভাবেষ্বপ্যনুসন্ধেয়ম্। (১১। ৮।) শ্রীপিঙ্গলা স্বগতম্ ॥ ৩১১ ॥

এস্থলে স্বাভাবিকসৌহৃদ্যাদিধর্ম্মসমূহদ্বারা তাঁহারই স্বাভাবিকপতিরূপত্ব স্থাপনপূর্ব্বক অপর পুরুষের ঔপাধিক পতিত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। "যেহেতু চরুমন্ত্রাহুতিব্রতা হইয়া তিনি একত্ব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন"—এই ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট-বচনানুসারে অন্যত্র পতিতে কৃত্রিম আত্মত্বই জ্ঞাতব্য। পরন্তু এই পরমাত্মায় স্বভাবতঃই পতিত্ব বর্ত্তমান; এই হেতুই আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপে যদিও তাঁহাতে পতিত্ব স্বভাবতঃই বর্ত্তমান, তথাপি মূল্যস্বরূপ আত্মদ্বারাই" তাঁহাকে "বিক্রয়" অর্থাৎ বিশেষরূপে ক্রয় করিয়া অর্থাৎ অপর কোন কন্যাও যেরূপ বিবাহরূপ আত্মসমর্পণদ্বারা কোন পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করে, সেইরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত অর্থাৎ এই পরমমনোহর শ্রীহরির সহিত "রমা" অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় রমণ করিব। এইরূপে পিঙ্গলার স্বরুচি প্রকাশিত হইল। রাগানুগায় প্রবৃত্তিও ঈদৃশীই হইয়া থাকে,—"আমি সন্তুষ্টা, শ্রদ্ধাযুক্তা ও যথালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবনধারিণী হইয়া রমণস্বরূপ ইঁহার সহিতই আত্মদ্বারা বিহার করিব ॥ ৩১১ ॥

"ইঁহার সহিত" অর্থাৎ ভাবগর্ভ রমণের সহিত। "আত্মদ্বারা" অর্থাৎ মনোদ্বারাই বিহার করিব। যেহেতু এই রুচিপ্রধানমার্গে মনেরই প্রাধান্য, তদীয় প্রেয়সীরূপে যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হন নাই, তাঁহার প্রায়শঃ মনোদ্বারাই তাদৃশ ভজন হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা শ্রীপ্রতিমাদিতে তাদৃশী প্রেয়সীগণেরও ঔদ্ধত্য পরিহৃত হইল। পিতৃত্বাদিভাবসমূহেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীপিঙ্গলার স্বগত উক্তি ॥ ৩১১ ॥

এবং প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী দর্শিতা। এষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কামকলায়ামপি দৃষ্টা সেবকত্বাত্ত্বভিমান-ময্যাং রুচির্ভক্তিশ্চান্যত্র জ্ঞেয়া (ভাঃ ৭।৯।২৪)—"তস্মাদমূস্তনুভৃতাম্" ইত্যাদৌ "উপনয় মাং নিজভৃত্য-পার্শ্বম্" ইতি শ্রীপ্রহ্লাদবচনবৎ ; যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদৌ—

"কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে। চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্ব্বিতি বক্ষ্যসি ॥" ইতি।

যথা স্কান্দে সনৎকুমারপ্রোক্তসংহিতায়াং প্রভাকর-রাজোপাখ্যানে—

"অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্ম্মানুচিন্তয়ন্। বাসুদেবং জগন্নাথং সর্ব্বাত্মানং সনাতনম্ ॥
অশেষোপনিষদ্বেদ্যং পুত্রীকৃত্য বিধানতঃ। অভিষেচয়িতুং রাজা স্বরাজ উপচক্রমে ॥
ন পুত্রমভ্যর্থিতবান্ সাক্ষাদ্ভূতাজ্জনার্দ্দনাৎ ॥"

অগ্রে ভগবদ্বরশ্চ, "অহন্তে ভবিতা পুত্রঃ" ইত্যাদি। অতএবোক্তং নারায়ণব্যূহস্তবে—

"পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মাতৃবদ্ধরিম্। যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ ॥" ইতি।

অত্র পত্যাদিবদিতি ধ্যেয়স্য, পিতৃবদিতি ধ্যাতুর্বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। তথা মাতৃবদিতি বতিপ্রত্যয়েন প্রসিদ্ধতন্মাতৃজনাভেদভাবনা নৈবাঙ্গীক্রিয়তে, কিন্তু তদনুগতভাবনৈব। এবং পিতৃভাবাদাবপি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা ভগবত্যহংগ্রহোপাসনাবত্তেষ্বপি দোষঃ স্যাৎ। তথা ধ্যায়ন্তীতি পূর্ব্বোক্তং মনঃপ্রধানত্বমেবোরীকৃতম্। 'অপি'-শব্দেন তত্তদ্রাগসিদ্ধানাং কৈমুত্যমাক্ষিপ্যতে।

ননু "চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" ইত্যনেন পূর্ব্বমীমাংসায়াং বিধিনৈবাপূর্ব্বং জায়ত ইতি শ্রূয়তে, তথা "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্তপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা" ইত্যাদিনা যামলে শ্রুত্যাদেরেকতরোক্তক্রমনিয়মং বিনা দোষঃ শ্রূয়তে, তথা—

"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ॥"

ইত্যত্র শ্রুত্যাদ্যুক্তাবশ্যকক্রিয়া-নিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং বৈষ্ণবত্ব-ব্যাঘাতকং শ্রূয়তে, কথং তর্হি বিধি-নিরপেক্ষয়া তথা সিদ্ধিঃ? উচ্যতে—শ্রীভগবন্নামগুণাদিষু বস্তুশক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ, ন ধর্ম্মবত্তক্তেশ্চোদনা-সাপেক্ষত্বম্ ; অতো জ্ঞানাদিকং বিনাপি ফললাভো বহুত্র শ্রুতোঽস্তি।

চোদনা তু যস্য স্বতঃপ্রবৃত্তির্নাস্তি তদ্বিষয়ৈব ; তথা ক্রমবিধিশ্চ তদ্বিষয়ঃ। তস্মিন্নেব নানাবিক্ষে-পবতি রুচ্যভাবেন রাগাত্মিকভক্তিশৈলীমনভিজানতি। সত্যামপি (ভাঃ ১১।২।৩৫)—"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে" ইত্যাদিন্যায়েন যথাকথঞ্চিদনুষ্ঠানতঃ সিদ্ধৌ সুষ্ঠু বর্ত্মপ্রবেশায় ক্রমশশ্চিত্তাভিনিবেশায় চ মর্য্যাদা-রূপঃ স নির্ম্মীয়তে। অন্যথা সম্ভতদ্বক্ত্যুন্মুখতাকর-তাদৃশরুচ্যভাবাৎ মর্য্যাদানভিপত্তেশ্চাধ্যাত্মিকাদি-ভিরুৎপাতৈর্বিহন্যতে চ স ইতি ; ন তু স্বয়ং প্রবৃত্তিমত্যপি মর্য্যাদা-নির্ম্মাণং, তস্য রুচ্যৈব ভগবন্মনো-রম-রাগাত্মিক-ক্রমবিশেষাভিনিবেশাৎ। তদুক্তং স্বয়মেব (ভাঃ ১১।১১।৩৩)—"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাম্" ইত্যাদিনা। রাগাত্মিক-ভক্তিমতাং দুরভিসন্ধিনাপ্যনুকরণমাত্রেণ তাদৃশত্বপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে ; যথা ধাত্রীত্বানু-করণেন পূতনায়াঃ ; তদুক্তং, "সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা" ইতি। কিমুত তদীয়রুচিমদ্ভিস্তাদৃশনিরন্তর-সম্যাগ্‌ভক্ত্যনুষ্ঠানেন ; তদুক্তম্ (ভাঃ ১০।৬।৩৫-৩৬)—

"পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা। জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে। যচ্ছন্ প্রিয়তরং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥" ইতি।

অত উক্তম্ (ভাঃ ১১।২০।৩৬)—"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ" ইতি। একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা; সা রুচ্যৈব বা শাস্ত্রবিধ্যাদরেণৈব বা জায়তে। ততো রুচের্বিরলত্বাদুত্তরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বং তত্তস্যৈকান্তিমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। ততস্তদনুষ্ঠৈব নিন্দা—"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ" ইত্যাদিনা; ন তু রুচিভাবেঽপি তন্নিন্দা যুক্তা,—"পূতনা" ইত্যাদেঃ। তথাচোক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে—
"স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ন চ বেদোদিতং মহৎ। বিনৈব ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥" ইতি। প্রীতিরত্র তাদৃশরুচিঃ। তদেবমত্র শাস্ত্রানাদরস্যৈব নিন্দা, ন তু তদজ্ঞানস্য। "ধাবন্নিমীল্য বা" ইত্যাদেঃ। গৌতমীয়তন্ত্রে ত্বিদমপ্যুক্তম্—
"ন জপো নার্চ্চনং নৈব ধ্যানং নাপি বিধিক্রমঃ। কেবলং সন্ততং কৃষ্ণচরণাম্ভোজভাবিনাম্।" ইতি।

অজাততাদৃশরুচিনা তু সদ্বিশেষাদরমাত্রাদৃতা রাগানুগাপি বৈধীসংবলিতৈবানুষ্ঠেয়া; তথা লোক-সংগ্রহার্থং প্রতিষ্ঠিতেন জাততাদৃশরুচিনা চ। অত্র মিশ্রত্বে চ যথাযোগং রাগানুগয়ৈকীকৃত্যৈব বৈধী কর্ত্তব্যা। কেচিদষ্টাদশাক্ষরধ্যানং গোদোহনসময়বংশীবাদ্যসমাকৃষ্টতত্তৎসর্ব্বময়ত্বেন ভাবয়ন্তি; যথা চৈকে তাদৃশমুপাসনং সাক্ষাদ্‌ব্রজজনবিশেষায়ৈব মহ্যং শ্রীগুরুচরণৈর্মদভীষ্টবিশেষসিদ্ধ্যর্থমুপদিষ্টং ভাবয়ামি। সাক্ষাত্তু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনং সেবমান এবাস ইতি ভাবয়ন্তি। অথ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি-নিন্দিতমাত্রস্যাবশ্যকক্রিয়া-নিষেধয়োরুল্লঙ্ঘনং দ্বিবিধম্। তৌ হি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তৌ ভক্তিশাস্ত্রোক্তৌ চেতি। ভগবদ্ভক্তিবিশ্বাসেন দৌঃশীল্যেন বা পূর্ব্বয়োরকরণকরণপ্রত্যাসত্তৌ, ন বৈষ্ণবভাবাদ্ ভ্রংশঃ (ভাঃ ১১।৫।৪১)—"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্" ইত্যাদ্যুক্তেঃ, (গীঃ ৯।৩০)—"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদ্যুক্তেশ্চ। তাদৃশরুচিমতি তু তয়ৈব রুচ্যা দ্বিষ্টত্বাদপুনর্ভবাদ্যানন্দস্যাপি বাঞ্ছা নাস্তি, কিমুত পরমঘৃণাস্পদস্য; অতস্তত্র স্বত এব ন প্রবৃত্তিঃ। প্রমাদাদিনা কদাচিজ্জাতং চেদ্বিকর্ম্ম তৎক্ষণাদেব নশ্যত্যপি; উক্তঞ্চ (ভাঃ ১১।৫।৪২)—"বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" ইতি।

অথ বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্তৌ তৌ তর্হি বিষ্ণুসন্তোষৈকপ্রয়োজনাবেব ভবতঃ। তয়োশ্চ তাদৃশত্বে শ্রুতে সতি তদীয়রাগরুচিমতঃ স্বত এব প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী স্যাতাং,—তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজ্জাতেঃ। অতএব ন তত্র স্বানুগমামানরাগাত্মকসিদ্ধভক্তবিশেষেণ কৃতত্বাকৃতত্বয়োরনুসন্ধানঞ্চাপেক্ষ্যং স্যাৎ। কিন্তু তৎকৃতত্বে সতি বিশেষেণাগ্রহো ভবতীত্যেব বিশেষঃ। অত্র ক্বচিচ্ছাস্ত্রোক্তক্রমবিধ্যপেক্ষা চ রাগরুচ্যৈব প্রবর্ত্তিতেতি রাগানুগান্তঃপাত এব।

যে চ শ্রীগোকুলাদিবিরাজিরাগাত্মিকানুগাস্তৎপরাস্তে তু শ্রীকৃষ্ণক্ষেমতৎসংসর্গান্তরায়াভাবাদি-কাম্যাত্মকতদভিপ্রায়রীত্যৈব বৈষ্ণবলৌকিকধর্ম্মানুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি। অতএব রাগানুগায়াং রুচেরেব সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকত্বাৎ "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যেতদ্বাক্যস্য ন তদ্বর্ত্মভক্তবিষয়ত্বম্; (গীঃ ৯।৩০)—"অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" ইত্যাদি বিরোধান্ন চ বিধিবর্ত্মভক্ত বিষয়ত্বম্। কিন্তু বাহ্যশাস্ত্র-নির্ম্মিতবুদ্ধর্ষভদত্তাত্রেয়াদি-ভজনবর্ত্মবিষয়ত্বমেব। তথোক্তম্—

"বেদধর্ম্মবিরুদ্ধাত্মা যদি দেবং প্রপূজয়েৎ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্॥" ইতি।

রাগানুগায়াং বিধ্যপ্রবর্ত্তিতায়ামপি ন বেদবাহ্যত্বম্,—বেদবৈদিকপ্রসিদ্ধৈব সা তত্র তত্র রুচিত্বাৎ। বেদেষু বুদ্ধাদীনাস্তু বর্ণনং বেদবাহ্যং বিরুদ্ধত্বেনৈব; যথা (ভাঃ ১।৩।২৪)—

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাজিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥" ইত্যাদি।

তস্মাদ্ভবত্যেব রাগানুগা সমীচীনা, তথা বৈধীতোঽপ্যতিশয়বতী চ। মর্য্যাদা-বচনং ত্বাবেশার্থমেবেতি দর্শিতম্। স পুনরাবেশো যথা রুচিবিশেষলক্ষণমানসভাবেন স্যাৎ, ন তথা বিধিপ্রেরণয়া—স্বারসিকমনোধর্ম্মত্বাত্তস্য। তত্র চাস্তাং তাবদনুকূলভাবঃ, পরমনিষিদ্ধেন প্রতিকূলভাবেনাপ্যাবেশো ঝটিতি স্যাৎ; তদাবেশসামর্থ্যেন প্রতিকূলদোষহানিঃ স্যাৎ, সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিশ্চ স্যাদিতি। ভাবমার্গস্য বলবত্ত্বে দৃষ্টান্তোঽপি দৃশ্যতে। তত্র যত্ত্বনুকূলভাবঃ স্যাত্তদা পরমৈকান্তিসাধ্যএবাসৌ।

অথ ভাবমার্গসামান্যস্য বলবত্ত্বং দর্শয়িতুং প্রকরণমুত্থাপ্যতে; শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ (ভাঃ ৭।১।১৫)—

অহো অত্যদ্ভুতং হ্যেতদ্দুর্লভৈকান্তিনামপি।
বাসুদেবে পরে তত্ত্বে প্রাপ্তিশ্চৈদ্যস্য বিদ্বিষঃ॥ ৩১২॥

এইরূপে প্রেয়সীত্বাভিমানময়ী রাগানুগা দর্শিত হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কামকলায়ও ইহা দৃষ্ট হইয়াছে। "অতএব আমি কোন ভোগই প্রার্থনা করি না" ইত্যাদি শ্রীপ্রহ্লাদবচনে—"হে দেব! আমাকে আপনার ভৃত্যগণের পার্শ্বে উপনীত করুন্" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সেবকত্বাদ্যভিমানবতীবিষয়ে রুচিভক্তি অন্যত্র জ্ঞাতব্য। যথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবচন—"হে জগৎপতে! আপনি কোন্‌কালে শ্রীদেবীর সহিত একত্র অবস্থিত হইয়া চামরসঞ্চালনে ব্যগ্রহস্ত আমাকে গম্ভীর-বচনে—এইরূপ কর—এই আদেশ প্রদান করিবেন।"

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-প্রোক্তসংহিতায় প্রভাকররাজোপাখ্যানে এরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"সেই রাজা অপুত্র হইলেও তাদৃশ অপুত্রত্ব নিজেরই কর্ম্মফলরূপে চিন্তা করিয়া পুত্র ইচ্ছা করিলেন না। তিনি সর্ব্বোপনিষদ্‌বেদ্য সর্ব্বাত্মা সনাতন জগন্নাথ বাসুদেবকে বিধানানুসারে পুত্র করিয়া অভিষেকে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সাক্ষাদ্ভূত শ্রীহরির নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন না।" অনন্তর—"আমি তোমার পুত্র হইব" ইত্যাদিক্রমে ভগবান্ বরপ্রদানও করিয়াছেন।

অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে উক্ত হইয়াছে যে—"যাঁহারা সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া পতি পুত্র সুহৃৎ ভ্রাতা পিতা এবং মাতার ন্যায় শ্রীহরিকে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।" এস্থলে পতি পুত্র সুহৃৎ এবং ভ্রাতার ন্যায় এই পর্য্যন্ত অংশ ধ্যেয় শ্রীহরির বিশেষণ অর্থাৎ তাঁহাকে পতিপ্রভৃতি-জ্ঞানে ধ্যান করিতে হইবে। "পিতার ন্যায়" এই অংশ ধ্যানকর্ত্তা পুরুষের বিশেষণ। এইরূপ "মাতৃবৎ" এই পদে সাদৃশ্যবাচক "বতুপ্" প্রত্যয়দ্বারা তদীয়-মাতৃজনের সহিত নিজের অভেদভাবনা অঙ্গীকৃত হয় নাই। পরন্তু তাঁহাদের অনুগতরূপেই নিজের ভাবনা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এইরূপ পিতৃভাবাদিস্থলেও জ্ঞাতব্য (অর্থাৎ নিজেকে তদীয়পিতৃজনের অনুগতরূপে ভাবনা করিতে হইবে)। অন্যথা ভগবদ্‌বিষয়ে অহংগ্রহোপাসনার ন্যায় তাঁহাদের সম্বন্ধেও দোষ হইয়া থাকে। এইরূপ "ধ্যান করেন" এই পদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মনঃপ্রাধান্যও স্বীকৃত হইয়াছে। "তাঁহাদিগকেও" এইস্থলে মূলে "অপি" শব্দদ্বারা তদ্রাগসিদ্ধগণের প্রতি প্রণাম সুতরাংই জ্ঞাপিত হইতেছে।

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে—পূর্ব্বমীমাংসায় "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এই সূত্রে বিধিদ্বারাই অপূর্ব্ব অর্থাৎ ক্রিয়াফলস্বরূপধর্ম্মের উৎপত্তি শ্রুত হইয়াছে। এইরূপ—"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি এবং পঞ্চরাত্রবিধিব্যতীত ঐকান্তিকী

হরিভক্তি উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে” ইত্যাদি যামলে শ্রুত্যাদির একতরপ্রতিপাদিত নিয়ম ব্যতীত দোষ শ্রুত হইয়াছে। এইরূপ—“শ্রুতি এবং স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ, যে ব্যক্তি তাহার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলেও আজ্ঞাচ্ছেদী এবং আমার বিদ্বেষী বলিয়া অবৈষ্ণব হইয়া থাকে”—এইশ্লোকে শ্রুত্যাদিবর্ণিত আবশ্যক কৃত্য এবং নিষেধের উল্লঙ্ঘন বৈষ্ণবত্বের ব্যাঘাতজনকরূপেই দৃষ্ট হইতেছে। অতএব বিধি-নিরপেক্ষা রাগানুগা-দ্বারা কিরূপে সিদ্ধি হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে—শ্রীভগবানের নামগুণাদিতে বস্তুশক্তির সিদ্ধিনিবন্ধন ধর্ম্মের ন্যায় ভক্তির বিধিসাপেক্ষতা নাই, অতএব জ্ঞানাদিব্যতীতও অনেকস্থলে ফললাভ শ্রুত হইয়া থাকে।

যাঁহার স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি নাই, তাঁহার বিষয়েই বিধির অপেক্ষা রহিয়াছে, এইরূপ ক্রমবিধিও তাঁহার সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য। “এই ভক্তিমার্গে নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও পুরুষ স্খলিত হয় না।” এই নিয়মানুসারে যথাকথঞ্চিদ্-রূপে অনুষ্ঠাতৃপুরুষের সিদ্ধি শ্রুত হইলেও নানাবিক্ষেপযুক্ত এবং রুচির অভাববশতঃ রাগাত্মিকভক্তিরীতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদৃশপুরুষের সম্বন্ধেই সম্যগ্‌রূপে মার্গপ্রবেশার্থ এবং ক্রমশঃ চিত্তাভিনিবেশার্থ মর্য্যাদারূপ বিধি নির্ম্মিত হইয়াছে।

অন্যথা তদীয় নিরন্তরভক্তির উন্মুখত্বজনক তাদৃশ রুচির অভাববশতঃ এবং মর্য্যাদার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন আধ্যাত্মিকাদি উৎপাতসমূহদ্বারা তাদৃশ পুরুষ প্রতিহতই হইয়া থাকেন। যাঁহার স্বতঃপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, তাঁহার সম্বন্ধে বিধিপ্রণয়ন আবশ্যক নহে, যেহেতু রুচিদ্বারাই তাঁহার ভগবদ্‌বিষয়ক মনোরম রাগাত্মিকক্রমবিশেষে অভিনিবেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভগবান্ স্বয়ংও ইহা বলিয়াছেন যে—“যাঁহারা আমার সচ্চিদানন্দাদিরূপত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব এবং দেশকালাপরিচ্ছিন্নত্বরূপ স্বরূপ জানিয়াই হউক্ বা না জানিয়াই হউক্ অনন্যভাবে ভজন করেন, তাঁহারা আমার ভক্ততমরূপে সম্মত।” দুরভিসন্ধিসহকারেও রাগাত্মিকভক্তিশালিগণের অনুকরণমাত্রেই তাদৃশত্বপ্রাপ্তি শ্রুত হইয়া থাকে। যেরূপ ধাত্রীত্বের অনুকরণহেতু পূতনার তাদৃশগতি-প্রাপ্তি হইয়াছিল। অতএব উক্ত হইয়াছে যে—“পূতনাও যাঁহার প্রতি বিদ্বেষিতুল্য ব্যবহার করিয়া সবংশে সদ্গতিলাভ করিয়াছিল।” সুতরাং তদীয়রুচিযুক্ত পুরুষগণ নিরন্তর তাদৃশ সম্যগ্ ভক্ত্যনুষ্ঠানদ্বারা যে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন, এবিষয়ে আর বক্তব্য কি? অতএব বলিতেছেন—“লোকবালঘাতিনী রুধিরাশনা পূতনা জিঘাংসাসহকারেও শ্রীহরিকে স্তন প্রদান করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব যিনি তদীয় মাতৃগণের ন্যায় অনুরক্তচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর বস্তু প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?”

অতএব বলিয়াছেন যে—“আমার একান্ত ভক্তগণের সম্বন্ধে গুণদোষোদ্ভব গুণসমূহ অর্থাৎ বিধিনিষেধজাত পুণ্যাপাপাদি উৎপন্ন হয় না।” “একান্তিত্ব” অর্থে ভক্তিনিষ্ঠা, উহা রুচি অথবা শাস্ত্রবিধির প্রতি আদরহেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব রুচির বিরলত্ব এবং শাস্ত্রবিধির অনাদরস্থলেও যে ঐকান্তিকীত্ব, তাহা উক্ত একান্তিমানী পুরুষের দম্ভ-মাত্রই জানিতে হইবে। অতএব “শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধি ব্যতীত” ইত্যাদি বচনে তদুল্লেখপূর্ব্বকই নিন্দা হইয়াছে। পরন্তু “লোকবালঘাতিনী পূতনা” ইত্যাদিবাক্যবশতঃ রুচিসত্ত্বে তাদৃশ ঐকান্তিকীত্ব নিন্দাযোগ্য হয় না।

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও বলিয়াছেন যে—“যাহারা ভগবৎপ্রীতিব্যতীতই স্বতন্ত্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরন্তু বেদোক্ত মহৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা পাষণ্ডিরূপে উক্ত হইয়া থাকে”। এস্থলে “প্রীতি” শব্দের অর্থ তাদৃশ রুচি। অতএব এস্থলে শাস্ত্রানাদরই নিন্দিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক অজ্ঞান নিন্দিত হয় নাই। যেহেতু—“এই ভাগবতমার্গে নেত্রনিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্ত হইলেও পুরুষ পতিত হয় না” এই বাক্যে শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞানিপুরুষেরও পুরুষার্থলাভ দৃষ্ট হয়। গৌতমীয়তন্ত্রে এরূপও উক্ত হইয়াছে যে—“নিরন্তর কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-ভাবনারত পুরুষগণের জপ, অর্চ্চন, ধ্যান বা কোন বিধিক্রম অপেক্ষিত হয় না।”

যাঁহার তাদৃশ রুচি উৎপন্ন হয় নাই, সেই পুরুষ সজ্জনবিশেষের আদরমাত্রে আদৃতা রাগানুগাভক্তিরও

অনুষ্ঠান বৈধীভক্তিযুক্তরূপেই করিবেন। এইরূপ যাঁহার তাদৃশ রুচি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠিত পুরুষও লোকশিক্ষার জন্য বৈধীভক্তিযুক্তরূপেই অনুষ্ঠান করিবেন। এখানে বৈধীর সহিত রাগানুগার যে মিশ্রণের কথা বলা হইল, তাহাতে কিন্তু, রাগানুগার সহিত যথাযোগ্যভাবে মিল রাখিয়াই বৈধী আনুষ্ঠেয়া। কেহ কেহ অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রের ধ্যান গোদোহনকালীন বংশীবাদ্যদ্বারা সমাকৃষ্ট তত্তৎসর্ব্বময়রূপেই চিন্তা করেন। যেরূপ কেহ কেহ মনে করেন যে—শ্রীগুরুদেব আমার অভীষ্টবিশেষসিদ্ধির জন্য সাক্ষাৎ ব্রজজনবিশেষরূপী আমার প্রতি তাদৃশী উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন মনে করিতেছি, পরন্তু আমি সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবায় নিযুক্তই আছি। "শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে নিন্দিত পুরুষের আবশ্যক কৃত্য এবং নিষেধের উল্লঙ্ঘন ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ও ভক্তিশাস্ত্রোক্তভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে।

ভগবদ্ভক্তির প্রতি বিশ্বাসবশতঃ যদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অবশ্যকৃত্য অনুষ্ঠিত না হয় কিম্বা যদি দৌঃশীল্যবশতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ কৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ও হইলে বৈষ্ণবত্ব হইতে পুরুষের পতন হয় না। যেহেতু শাস্ত্রে—"সেই ভক্তপুরুষ দেব, ঋষি, ভূত, পিতৃ এবং মনুষ্যগণের নিকট ঋণী নহেন" এবং "যদি সুদুরাচার পুরুষও অনন্যভাবে আমার ভজন করেন, তাহা হইলে সাধুরূপেই গণ্য হইয়া থাকেন" ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। তাদৃশরুচিবিশিষ্ট পুরুষের সেই রুচিহেতুই মোক্ষ প্রভৃতি আনন্দও বিদ্বিষ্ট এবং অপ্রার্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং পরমঘৃণাস্পদ নিষিদ্ধ কার্য্যের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? অতএব তাহাতে স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতেই পারে না, পরন্তু প্রমাদাদিবশতঃ যদি কখনও বিকর্ম্ম সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ নষ্টও হইয়া থাকে। এরূপ উক্তও হইয়াছে যে—"তাদৃশভক্তের সম্বন্ধে কোনরূপে বিকর্ম্মের উপস্থিতি হইলেও তদীয় হৃদয়স্থ শ্রীহরিই তাহার পরিহার করিয়া থাকেন।"

অনন্তর বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্য এবং নিষেধের উল্লঙ্ঘন বিচারিত হইতেছে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত আবশ্যককৃত্যের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধকৃত্যের পরিহার একমাত্র বিষ্ণুসন্তোষার্থই হইয়া থাকে; সুতরাং এই উভয়ের তাদৃশ প্রয়োজন অবগত হইলে তদীয়রাগরুচিযুক্ত পুরুষের স্বতঃই আবশ্যককৃত্যে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধ-কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি হয়, যেহেতু তদীয়সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবনস্বরূপ। অতএব তাদৃশ প্রীতিবিষয়ে স্বয়ং যেরাগের অনুগমন করিতেছেন, তাদৃশ রাগাত্মকসিদ্ধভক্তবিশেষকর্ত্তৃক কৃতত্ব এবং অকৃতত্বের অনুসন্ধানও অপেক্ষণীয় হয় না। পরন্তু তৎকৃতত্ব (প্রীতিকৃতত্ব) হইলে বিশেষরূপেই আগ্রহ হইয়া থাকে, ইহাই প্রভেদ। এ বিষয়ে কোন স্থলে রাগরুচিদ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির অপেক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে বলিয়া উহা রাগানুগারই অন্তর্গত।

যাঁহারা শ্রীগোকুলাদিবিরাজিত রাগাত্মিকার অনুগত ও তৎপর, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ও তদীয়সংসর্গবিষয়ক বিঘ্নসমূহের বিনাশ প্রভৃতির কামনারূপ তদভিপ্রায়ানুসারেই বৈষ্ণব ও লৌকিকধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব রাগানুগায় রুচিই সদ্ধর্ম্মপ্রবর্ত্তিকা বলিয়া—"শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞাস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্য রাগানুগমার্গস্থিত ভক্তবিষয়ক নহে, এবং "যদি সুদুরাচার পুরুষও অনন্যভাবে আমার ভজন করেন" ইত্যাদি শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বিধিমার্গভক্তবিষয়কও নহে, পরন্তু ভগবদ্‌বহির্ম্মুখশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বুদ্ধ ঋষভ দত্তাত্রেয় প্রভৃতির ভজনমার্গবিষয়কই হইয়া থাকে। যথা—"বেদধর্ম্মবিরুদ্ধচিত্ত পুরুষ যদি শ্রীহরির পূজা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রলয়কালপর্য্যন্ত ঘোর নরক-গামী হইয়া থাকে"।

রাগানুগা বিধিদ্বারা অপ্রবর্ত্তিতা হইলেও তাহা বেদবাহ্যা নহে, যেহেতু তত্তদ্বিষয়করুচিত্বনিবন্ধন উহা বেদবৈদিক-প্রসিদ্ধাই হইয়া থাকে। বেদে বেদবাহ্য বুদ্ধাদির বর্ণন বিরুদ্ধত্বরূপেই হইয়াছে। যথা—"অনন্তর কলিযুগ সংপ্রবৃত্ত হইলে অসুরগণের মোহনের জন্য কীকটদেশে বুদ্ধ নামক অজিনসুত জন্মগ্রহণ করিবেন" ইত্যাদি।

অতএব রাগানুগা সমীচীনা এবং বৈধী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠাই হইয়া থাকে। মর্য্যাদাবচন কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণাবেশের জন্যই হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। উক্ত আবেশ রুচিবিশেষরূপ মানসভাবহেতু যেরূপ হয়, বিধির প্রেরণাদ্বারা সেরূপ হয় না; যেহেতু তাহা চিত্তের সহজ ধর্ম্ম। আবেশ বিষয়ে অনুকূলভাবের কোন কথাই নাই, এমন কি পরমনিবিষ্ট প্রতিকূল ভাবদ্বারাও (শ্রীকৃষ্ণে) সত্বর আবেশ সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং তদাবেশসামর্থ্যবশতঃ প্রতিকূলদোষের বিনাশ ও সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তিও হয়—ভাবমার্গের বলবত্ত্ববিষয়ে এরূপ দৃষ্টান্তও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই ভগবদ্‌বিষয়ে আবেশে যদি অনুকূলভাব হয়, তাহা হইলে তাহা পরমৈকান্তিপুরুষের সাধনসাধ্যই হইয়া থাকে।

অনন্তর ভাবমার্গমাত্রেরই বলবত্ত্বপ্রদর্শনের জন্য প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে। যথা—শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—

অহো ইহা অতিশয় অদ্ভুত যে, একান্তিগণেরও যাহা দুর্ল্লভ হয়, বিদ্বেষী শিশুপালের পরমতত্ত্ব বাসুদেবে তাদৃশপ্রাপ্তি সংঘটিত হইল ॥ ৩১২ ॥

একান্তিনাং পরমজ্ঞানিনামপি, যতস্তস্য সা ন সম্ভবতি। (ভাঃ ৭।১।১৬)—

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সর্ব্ব এব বয়ং মুনে।
ভগবন্নিন্দয়া বেণো দ্বিজৈস্তমসি পাতিতঃ ॥ ৩১৩ ॥

"একান্তিগণের" অর্থাৎ পরমজ্ঞানিগণেরও। যেহেতু তাঁহাদের তাদৃশপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না।

হে মুনিবর, আমরা সকলে ইহা অবগত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ভগবানের নিন্দাহেতু বেণরাজা কেন দ্বিজগণকর্ত্তৃক তমোমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিলেন ॥ ৩১৩ ॥

তমসি নরকে,—বহুনরকাদি-ভোগানন্তরমেব পৃথুজন্মপ্রভাবোদয়েন তস্য সদ্‌গতিশ্রবণাৎ। (ভাঃ ৭।১।১৭)—

দমঘোষসুতঃ পাপ আবাল্য কলভাষণাৎ।
সংপ্রত্যমর্ষী গোবিন্দে দন্তবক্রশ্চ দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩১৪ ॥

ইত্যাদি। স্পষ্টম্ ॥ ৩১৪ ॥

"তমোমধ্যে" অর্থাৎ নরকে। বহুনরকাদিভোগের অনন্তরই পৃথুজন্মপ্রভাবোদয়বশতঃ তাঁহার সদ্‌গতি শ্রুত হইয়া থাকে। যথা—

এই শিশুপাল ও দুর্ম্মতি দন্তবক্র মধুরভাষণোচিত বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষযুক্তই ছিল। ইত্যাদি ॥ ৩১৪ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥ ৩১৪ ॥

তত্রোত্তরং। শ্রীনারদ উবাচ যথা—অহো ভগবন্নিন্দকস্য নরকপাতেন ভাব্যমিতি বদতস্তব কোঽভিপ্রায়ঃ ?—ভগবৎপীড়াকরত্বাদ্বা তদভাবেঽপি সুরাপানাদিবন্নিষিদ্ধনিন্দাশ্রবণাদ্বা। তত্র তাবদ্বিমূঢ়ৈর্জনৈর্নিন্দাদিকং প্রাকৃতান্ তমআদিগুণানুদ্দিশ্যৈব প্রবর্ত্ততে। ততঃ প্রকৃতিপর্য্যন্তাশ্রয়স্য তৎকৃতনিন্দাদেরপ্রাকৃতগুণবিগ্রহাদৌ তস্মিন্ প্রবৃত্তির্নাস্ত্যেব। ন চ জীববৎ প্রকৃতিপর্য্যন্তে বস্তুজাতে ভগবদভিমানোঽস্তি। ততশ্চ তেন তস্য পীড়াপি নাস্ত্যেব। তদেতদাহ সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ (ভাঃ ৭।১।২২-২৪)—

নিন্দন-স্তব-সংকার-ন্যক্কারার্থং কলেবরম্।
প্রধান-পরয়ো রাজন্নবিবেকেন কল্পিতম্ ॥ ৩১৫ ॥

এস্থলে উত্তর—শ্রীনারদ বলিলেন—(প্রথমতঃ টীকাকার উত্তরবচনের আশয় প্রকাশ করিতেছেন) ভগবানের নিন্দাকারী পুরুষের অবশ্যই নরকপাত উচিত, ইহা বলিবার অভিপ্রায় কি? উক্ত পুরুষ ভগবানের পীড়াজনক বলিয়া নরকগামী হইবে? অথবা পীড়াজনক না হইলেও কেবলমাত্র সুরাপানাদির ন্যায় নিষিদ্ধ ভগবন্নিন্দার আচরণহেতুই নরকগামী হইবে? যদি বল, ভগবানের পীড়াজনক বলিয়াই নরক হইবে, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত নহে, যেহেতু মূঢ়-পুরুষগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নিন্দাদি, প্রাকৃত তমঃপ্রভৃতি গুণের উদ্দেশ্যেই প্রবৃত্ত হয়। অতএব তৎকৃত নিন্দাদির আশ্রয় প্রকৃতিপর্য্যন্তই হইয়া থাকে, সুতরাং অপ্রাকৃতগুণবিগ্রহবিশিষ্ট ভগবানের তাদৃশ নিন্দার প্রবৃত্তি সম্ভবপরই হয় না। জীবের ন্যায় প্রকৃতিপর্য্যন্ত বস্তুসমূহে ভগবানের অভিমান নাই, অতএব তাদৃশ নিন্দাহেতু তাঁহার পীড়াও নাই। ইহাই সার্দ্ধশ্লোকত্রয়ে বলিতেছেন, যথা—

হে রাজন্! নিন্দন, স্তব, সৎকার এবং ন্যক্কারের বোধের জন্য প্রধান এবং পুরুষের অবিবেকবশতঃ জীব-সকলের কলেবর কল্পিত হইয়াছে ॥ ৩১৫ ॥

নিন্দনং দোষকীর্ত্তনম্; ন্যক্কারস্তিরস্কারঃ; নিন্দনস্তত্যাদি-জ্ঞানার্থং প্রধানপুরুষয়োরবিবেকেন জীবানাং কলেবরং কল্পিতম্ রচিতম্। ততশ্চ,—(ভাঃ ৭।১।২৪-২৫)

হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্যথা।
বৈষম্যমিহ ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥
যন্নিবদ্ধোঽভিমানোঽয়ং তদ্বধাৎ প্রাণিনাং বধঃ।
তথা ন যস্য কৈবল্যাদভিমানোঽখিলাত্মনঃ।
পরস্য দমকর্ত্তুর্হি হিংসা কেনাস্য কল্প্যতে ॥ ৩১৬ ॥

"নিন্দন" অর্থাৎ দোষকীর্ত্তন, 'ন্যক্কার" অর্থাৎ তিরস্কার। নিন্দাস্তুতি প্রভৃতির জ্ঞানার্থ প্রধান ও পুরুষের অবিবেকবশতঃ জীবগণের কলেবর "কল্পিত" অর্থাৎ রচিত হইয়াছে। অনন্তর—

হে রাজন্! ইহলোকে দেহাভিমানহেতু ভূতগণের যেরূপ "আমার" "আমি" ইত্যাদি বৈষম্য হয়, সেইরূপ তদভিমানহেতু দণ্ডপারুষ্য হইতে হিংসাও হইয়া থাকে, এবং যাহাতে (যে দেহে) এই অভিমাননিবদ্ধ তাহার বধহেতু প্রাণিগণের বধ বোধ হয়, পরন্তু কৈবল্যহেতু অখিলাত্মরূপী যে পুরুষের তাদৃশ অভিমান হয় না, সেই দমকর্ত্তা পরপুরুষের হিংসা কি প্রকারে কল্পিত হইতে পারে? ॥ ৩১৬ ॥

ইহ প্রাকৃতে লোকে যথা তৎকলেবরাভিমানেন ভূতানাং মমাহমিতি বৈষম্যং ভবতি, যথা তৎকৃতাভ্যাং দণ্ডপারুষ্যাভ্যাং তাড়ননিন্দাভ্যাং নিমিত্তভূতাভ্যাং হিংসা চ ভবতি, যথা যস্মিন্নিবদ্ধোঽভি-মানস্তস্য দেহস্য বধাৎ প্রাণিনাং বধশ্চ ভবতি, তথা যস্যাভিমানো নাস্তীত্যর্থঃ। অস্য পরমেশ্বরস্য হিংসা কেন হেতুনা কল্প্যতে, অপি তু ন কেনাপীত্যর্থঃ। তথাভিমানাভাবে হেতুঃ—কৈবল্যাৎ, "দেহেন্দ্রিয়াসু-হীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্" ইতি কৈমুত্যাদিপ্রাপ্তশুদ্ধত্বাৎ—তাদৃশনিন্দাদ্যগম্যশুদ্ধসচ্চিদানন্দবিগ্রহাদিত্বাদি-

ত্যর্থঃ। তস্য তদগম্যত্বঞ্চ—(গীঃ ৭।২৫) "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতাতঃ তাদৃশবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ—অখিলানামাত্মভূতস্য ; তত্র হেতুঃ—পরস্য প্রকৃতিবৈভবসঙ্গরহিতস্য। হিংসায়া অবিষয়ত্বে হেত্বন্তরং—দমকর্ত্তুঃ পরমাশ্চর্য্যানন্তশক্তিত্বাৎ সর্ব্বেষামেব শিক্ষাকর্ত্তুরিতি।

তদেবং যস্মাদ্ভগবতো নিন্দাদিকৃতং বৈষম্যং নাস্তি, তস্মাদ্ যেন কেনাপ্যুপায়েন সকৃদ্ যদঙ্গ-প্রতিমান্তরাহিতেত্যাদিবৎ তদাভাসমপি ধ্যায়তস্তদাবেশাৎ তত্র বৈরেণাপি ধ্যায়তস্তদাবেশেনৈব নিন্দাদি-কৃতপাপস্যাপি নাশাৎ তৎসাযুজ্যাদিকং যুক্তমিত্যাশয়েনাহ—তস্মাদিত্যাদিভিঃ। তথা হি (ভাঃ ৭।১।২৬)—

তস্মাদ্‌বৈরানুবন্ধেন নির্ব্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্ ॥৩১৭॥

"ইহলোকে" অর্থাৎপ্রাকৃতলোকে, যেরূপ সেই দেহাভিমানহেতু প্রাণিগণের "আমার" "আমি" এরূপ বৈষম্য হয়, সেইরূপ অভিমানকৃত "দণ্ডপারুষ্য" অর্থাৎ তাড়ননিন্দানিমিত্ত হিংসাও হইয়া থাকে। যাহাতে (যেদেহে) অভিমান নিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই দেহের বধহেতু যেরূপ প্রাণিগণের বধ বোধ হয়, সেইরূপ যাঁহার অভিমান নাই, তাদৃশ এই পরমে-শ্বরের হিংসা কি হেতুবশতঃ কল্পিত হইতে পারে ? অর্থাৎ কোন হেতুদ্বারাই কল্পিত হইতে পারে না। তাদৃশ অভিমানের অভাববিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"কৈবল্যহেতু" অর্থাৎ "দেহেন্দ্রিয়-প্রাণহীন বৈকুণ্ঠপুরবাসিগণের" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অবগুপ্রাপ্ত শুদ্ধত্বহেতু অর্থাৎ তাদৃশনিন্দাদির অগম্য-শুদ্ধসচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদিহেতু। তাঁহার নিন্দাদির অগম্যত্ব—"আমি যোগমায়াসমাবৃত বলিয়া সকলের নিকটে প্রকাশিত হই না" ইত্যাদি গীতাবাক্যানুসারে জ্ঞাতব্য। তাঁহার তাদৃশ জীববৈলক্ষণ্যবিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"অখিলাত্মরূপী"। তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"পর" অর্থাৎ প্রকৃতি-বৈভব-সঙ্গরহিত। হিংসার অবিষয়ত্ববিষয়ে অপরহেতু বলিতেছেন—"দমকর্ত্তা" অর্থাৎ পরমাশ্চর্য্যানন্তশক্তি-নিবন্ধন সমস্তেরই শিক্ষাকর্ত্তা।

অতএব, যেহেতু ভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই, সেই হেতু যে-কোন উপায়ে—"একবারমাত্র যাঁহার প্রতিমা হৃদয়ে স্থাপিত হইলে" ইত্যাদির ন্যায় তাঁহার আভাসমাত্রেরও ধ্যান করিলে—এমন কি তদাবেশহেতু বৈরসহ-কারেও ধ্যান করিলে তদাবেশদ্বারাই নিন্দাদিকৃত পাপেরও নাশ হয় বলিয়া তদীয় সাযুজ্যাদি সঙ্গতই হইয়া থাকে,—এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন যে—

অতএব বৈরানুবন্ধ, নির্ব্বৈর, ভয়, স্নেহ অথবা কাম—ইহাদের যে-কোনরূপে শ্রীভগবানে মন-সংযোগ করিবে। ভগবান্ হইতে পৃথক্ কিছু দর্শন করিবে না॥ ৩১৭॥

যুঞ্জ্যাদিতি স্নেহকামাদীনাং বিধাতুমশক্যত্বাৎ সম্ভাবনায়ামেব লিঙ্—বৈরানুবন্ধাদীনামেকতরেণাপি যুঞ্জ্যাৎ ধ্যায়েৎ চেৎ, তদা ভগবতঃ পৃথক্ নেক্ষতে তদাবিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। বৈরানুবন্ধো বৈরভাবাবিচ্ছেদঃ ; নির্ব্বৈরং বৈরাভাবমাত্রমৌদাসীন্যমুচ্যতে, তেন কামাদিরাহিত্যমপ্যায়াতি—বৈরাদিভাবরাহিত্যমিত্যর্থঃ। তেন বা বৈরাদিভাবরাহিত্যেন যুঞ্জ্যাৎ—বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ধ্যায়েৎ—ধ্যানোপলক্ষিতং ভক্তিযোগং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। স্নেহঃ কামাতিরিক্তঃ পরস্পরমকৃত্রিমঃ প্রেমবিশেষঃ ; স তু সাধকে তদ্‌ভিরুচিরেব। তদেবং সর্ব্বেষাং তদাবেশ এব ফলমিতি স্থিতে ঝটিতি তদাবেশসিদ্ধয়ে তেষু ভাবময়মার্গেষু নিন্দিতেনাপি বৈরেণ বিধিময্যা ভক্তের্ন সাম্যমিত্যাহ (ভাঃ ৭।১।২৭)—

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৩১৮ ॥

স্নেহ, কাম প্রভৃতিভাব বিধানের অযোগ্য বলিয়া "যুঞ্জ্যাৎ" (অর্থাৎ যোগ করিবে) এই পদে সম্ভাবনায়ই "লিঙ্" বিভক্তি হইয়াছে, বিধ্যর্থে "লিঙ্" হয় নাই। যদি বৈরানুবন্ধপ্রভৃতির একতরদ্বারাও "যোগ" অর্থাৎ ধ্যান করা হয়, তাহা হইলে ভগবান্ হইতে "পৃথক্ দর্শন করিবেন না" অর্থাৎ পুরুষ তদাবিষ্ট হইয়া থাকেন। "বৈরানুবন্ধ" অর্থাৎ বৈরভাবের অবিচ্ছেদ (নিরন্তর বৈরভাব)। "নির্ব্বৈর" অর্থাৎ বৈরভাবের অভাবমাত্র অর্থাৎ ঔদাসীন্য। তদ্দ্বারা কামাদিশূন্যত্বও লব্ধ হইতেছে, সুতরাং বৈরাদিভাবরাহিত্যই জানিতে হইবে। তাদৃশ বৈরাদিভাবরাহিত্যসহকারে যোগ করিবেন অর্থাৎ বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধিতে (অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রের বিধান—অতএব কর্ত্তব্য এই জ্ঞানে) ধ্যান করিবেন অর্থাৎ ধ্যানোপলক্ষিত ভক্তিযোগ করিবেন। "স্নেহ" অর্থাৎ কামাতিরিক্ত পরস্পরের অকৃত্রিম প্রেমবিশেষ। সাধক পুরুষে তদভিরুচিই স্নেহনামে জ্ঞাতব্য। এইরূপে সকলের পক্ষে তদাবেশই ফলরূপে নির্ণীত হওয়ায় সত্বর তদাবেশসম্পাদনে ভাবময়মার্গের নিন্দিত বৈরভাবও যেরূপ সমর্থ হয়, এবিষয়ে বিধিময়ী ভক্তিও তাহার সমান হয় না। অতএব বলিতেছেন যে—

মর্ত্ত্যপুরুষ বৈরানুবন্ধহেতু ভগবানে যেরূপ তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত হইতে পারেন, ভক্তিযোগদ্বারা সেইরূপ হইতে পারেন না, ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি জানিবে ॥ ৩১৮ ॥

বৈরানুবন্ধেনেতি ভয়স্যাপ্যুপলক্ষণম্। যথা শৈঘ্র্যেণ তন্ময়তাং তদাবিষ্টতাম্, ভক্তিযোগেন বিহিতত্বমাত্রবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন তু ন তথা। আস্তাং তাদৃশবস্তুশক্তিযুক্তস্য তেষু প্রকাশমানস্য ভগবতো ভগবদ্বিগ্রহাভাসস্য বা বার্ত্তা, প্রাকৃতেঽপি তদ্ভাবমাত্রস্য ভাব্যাবেশফলং মহদ্দৃশ্যত ইতি সদৃষ্টান্তং তদেব প্রতিপাদয়তি (ভাঃ ৭।১।২৭ ২৮)—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে ॥
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া ॥ ৩১৯ ॥

"বৈরানুবন্ধ" এই পদটী এস্থলে ভয়েরও উপলক্ষণ অর্থাৎ ভয়হেতুও তাদৃশতন্ময়ত্ব জ্ঞাতব্য। "যেরূপ" অর্থাৎ যেরূপ সত্বর "তন্ময়ত্ব" অর্থাৎ তদাবিষ্টত্বপ্রাপ্ত হন, "ভক্তিযোগদ্বারা" অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রের বিধান বলিয়া কর্ত্তব্য—এইরূপ বুদ্ধিহেতু অনুষ্ঠিত কৃত্যদ্বারা তাদৃশতন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। উক্ত পুরুষগণের মধ্যে প্রকাশমান তাদৃশবস্তুশক্তিযুক্ত ভগবান্ বা ভগবদ্বিগ্রহাভাসের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃতবস্তুবিষয়েও তদ্ভাবমাত্রের ভাব্যপদার্থাবেশরূপ মহৎ ফল দৃষ্ট হয়, ইহাই দৃষ্টান্তসহকারে প্রতিপাদন করিতেছেন, যথা—

পেশস্কারী কীটকর্ত্তৃক ভক্ষণার্থ নিজগৃহে আনীত ও আবদ্ধ অন্য জাতীয় কীট সংরম্ভ ও ভয়যোগে সর্ব্বদা ঐ পেশস্কারী কীটের স্মরণ করিতে করিতে তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ মায়ামনুজরূপী ভগবান্ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবে অনুচিন্তাহেতু পূতপাপ পুরুষগণও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৩১৯।

সংরম্ভো দ্বেষো ভয়ঞ্চ; তাভ্যাং যোগস্তদাবেশস্তেন তৎস্বরূপতাং—তস্য স্বমাত্মীয়ং রূপমাকৃতির্যত্র তত্তাং তৎসারূপ্যমিত্যর্থঃ। এবমিতি এবমপীত্যর্থঃ। নরাকৃতিপরব্রহ্মত্বাৎ মায়য়ৈব প্রাকৃতমনুজতয়া

প্রতীয়মানে। ননু কীটস্থ পেশস্কৃদ্দ্বেষে পাপং ন ভবতি, তত্র তু তৎ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ,—বৈরেণ যানুচিন্তা তদাবেশস্তয়ৈব পূতপাপ্মানস্তদ্ধ্যানাবেশস্য তাদৃক্‌শক্তিত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ শাস্ত্রবিহিতেনৈব ভগবদ্ধর্ম্মেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ, ন চ তদবিহিতেন কামাদিনেতি বাচ্যম্। যতঃ (ভাঃ ৭।১।২৯)—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মন ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ ॥৩২০ ॥

"সংরম্ভ" অর্থাৎ দ্বেষ এবং ভয়—এই উভয়ের যোগ অর্থাৎ তদাবেশহেতু "তৎস্বরূপতা অর্থাৎ তাহার "স্ব" অর্থাৎ আত্মীয় "রূপ" অর্থাৎ আকৃতি আছে যাহাতে তাদৃশভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। "এইরূপ" অর্থাৎ এই-রূপই "মায়ামনুজরূপী" অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বহেতু কেবলমাত্র মায়াদ্বারাই প্রাকৃতমনুষ্যরূপে প্রতীয়মান। কীটের পেশস্কারীর প্রতি বিদ্বেষে পাপ হয় না, কিন্তু এস্থলে ভগবদ্বিদ্বেষে পাপ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে—বৈরহেতু "অনুচিন্তা" অর্থাৎ তদাবেশ, তাহাদ্বারাই পূতপাপ হইয়া থাকেন। যেহেতু তদীয় ধ্যানাবেশের তাদৃশী শক্তি রহিয়াছে। শাস্ত্রবিহিতভগবদ্‌ধর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধি হয়, পরন্তু শাস্ত্রে যাহা অবিহিত, তাদৃশ কামাদিদ্বারা তাহা হয় না, ইহা বলা যায় না। যেহেতু—

ভক্তিদ্বারা যেরূপ মনোনিবেশহেতু তদ্‌গতি লাভ হয়, সেইরূপ বহু জীব কাম, দ্বেষ, ভয় এবং স্নেহবশতঃ ঈশ্বরে মনোনিবেশপূর্ব্বক তদঘ পরিত্যাগ করিয়া তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩২০ ॥

যথা বিহিতয়া ভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবেশ্য তদ্‌গতিং গচ্ছন্তি, তথৈবাবিহিতেনাপি কামাদিনা বহবো গতা ইত্যর্থঃ। তদঘং তেষু কামাদিষু মধ্যে যৎ দ্বেষভয়য়োরঘং ভবতি, তদ্ধিত্বৈব। ভয়স্যাপি দ্বেষসম্বলিতত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ কামমপ্যঘং মন্যন্তে ; তত্রেদং বিচার্য্যতে,—ভগবতি কাম এব কেবলঃ পাপাবহঃ ; কিং বা পতিভাবযুক্তঃ, অথবা উপপতিভাবযুক্ত ইতি। স এব কেবল ইতি চেৎ, স কিং দ্বেষাদিগণপাতিত্বাৎ তদ্বৎ, স্বরূপেণৈব বা, পরমশুদ্ধে ভগবতি যদধরপানাদিকং যচ্চ কামুকত্বাদ্যারোপণং তেনাতিক্রমেণ বা, পাপশ্রবণেন বা। নাদ্যেন (ভাঃ ১০।২৯।১৩)—

"উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥"

ইত্যত্র দ্বেষাদেন্যক্কৃতত্বাৎ তস্যতুস্তুতত্বাৎ। অতশ্চ 'প্রিয়াঃ' ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষঃ। তাদৃশীনাং কামো হি প্রেমৈকরূপঃ (ভাঃ ১০।৩১।১৯)—

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।"

ইত্যাদাবতিক্রম্যাপি স্বসুখং তদানুকূল্য এব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ।

সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো রিরংসাপ্রায়ত্বেন শ্রীগোপীনামিব কেবলতত্তাৎপর্য্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে, ন তু স্বরূপতঃ (ভাঃ ১০।৪৮।৭)—"সানঙ্গতপ্তকুচয়োঃ" ইত্যাদৌ "অনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী" ইতি, "পরিরভ্য কান্ত মানন্দমূর্ত্তিম্" ইতি কার্য্যদ্বারা তৎস্তুতেঃ। তত্রাপি (ভাঃ ১০।৪৮।৯)—"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ" ইত্যত্র প্রীত্যভিব্যক্তেশ্চ। অতএব (ভাঃ ১০।৪৮।৮)—

"সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্। অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥" ইতি। (ভাঃ ১০।৪৮।১১)—

"দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ ॥"

ইতি চৈবং যোজয়ন্তি ; কৈবল্যমেকান্তিত্বং তেন যো নাথঃ সেবনীয়স্তং ; পুরা তাদৃশত্রিবক্রত্বাদি-লক্ষণদৌর্ভাগ্যবত্যপি। অহো আশ্চর্য্যে ; অঙ্গরাগার্পণলক্ষণেন ভগবদ্ধর্ম্মাংশেন কারণেন সম্প্রতীদং (ভাঃ ১০।৪৮।৯)—"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া। রমস্ব" ইত্যাদিলক্ষণং সৌভাগ্যমযাচতেতি। অতঃ (ভাঃ ১০।৮০।২৫)—"কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা। শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥" ইতি শ্রীদামবিপ্রমুদ্দিশ্যান্তঃপুরজনবচনবদেব তথোক্তিঃ। নন্থ কামুকী সা কিমিতি শ্লাঘ্যতে ? তত্রাহ,—দুরারাধ্যমিতি। যো মনোগ্রাহ্যং প্রাকৃতমেব বিষয়ং বৃণীতে কাময়তে, অসাবেব কুমনীষী ; সা তু ভগবন্তমেব কাময়ত ইতি পরমস্থমনীষিণ্যেবেতি ভাবঃ। তদেবং তস্য কামস্য দ্বেষাদি-গণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপাবহত্বং পরিহৃতম্।

অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাদধরপানাদিরূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি নাতিক্রমহেতুঃ ; যতো (ব্রঃ-স্থঃ ২।১।৩৩) "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" ইতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বভাবত এব সিদ্ধা। তত্র চ শ্রীভূলীলাদি-ভিস্তস্য তাদৃশলীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রলীলা-বিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাৎ, তাদৃশ-লীলারসমোহস্বাভাবিকং ভগবত্ত্বাদ্যননুসন্ধানমপি কামুকত্বাদিমননমপি চ তদভিরুচিতত্বেনৈবাবগম্যতে। তথা তৎপ্রেয়সীজনানামপি তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাৎ ততো ন্যূনত্বাভাবাচ্চ তদধরপানা-দিকমপি নাননুরূপং পূর্ব্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব চ। ন চ প্রাকৃতবামাজনে দোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ,—তদ্-যোগ্যং তাদৃশং ভাবং স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বঞ্চ প্রাপ্যৈব তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রাপ্তেঃ। অথ পাপশ্রবণেন চ ন পাপাবহোঽসৌ কামঃ, তদশ্রবণাদেব। অতঃ পতিভাবযুক্তে চ তত্র সুতরাং ন দোষঃ, প্রত্যুত স্তুতিঃ শ্রূয়তে (ভাঃ ১০।৯০।২৭)—

"যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসম্বাহনাদিভিঃ। জগদ্গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥" ইতি।

মহানুভাবমুনীনামপি তদ্ভাবঃ শ্রূয়তে ; যথা শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং কৌর্ম্মবচনম্—

"অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্ ॥" ইতি।

অতএব বন্দিতং 'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ' ইত্যাদিনা। অথোপপতিভাবেন চ ন পাপবহোঽসৌ (ভাঃ ১০।২৯।৯)—"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" ইত্যাদিনা তাভিরেবোত্তরিতত্বাৎ, (ভাঃ ১০।৩৩।৩৫) —"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদিনা শ্রীশুকদেবেন চ, (ভাঃ ১০।৩২।২২) "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ" ইত্যত্র "নিরবদ্যসংযুজাম্" ইত্যনেন স্বয়ং শ্রীভগবতা চ। তাদৃশানামন্যে-ষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে ; যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সবিগ্রহম্ ॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥" ইতি।

অতঃ পুরুষেষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বাৎ ন প্রাকৃতকামদেবোদ্ভাবিতঃ প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ, কিন্তু (ভাঃ ১০।৩২।২)—"সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" ইতি শ্রবণাদাগমাদৌ তস্য কামত্বেনোপাসনাচ্চ ভগবতৈ-

প্রতীয়মানে। ননু কীটস্য পেশস্কৃদ্দ্বেষে পাপং ন ভবতি, তত্র তু তৎ স্যদিত্যাশঙ্ক্যাহ,—বৈরেণ যানুচিন্তা তদাবেশস্তয়ৈব পূতপাপ্মানস্তদ্ধ্যানাবেশস্য তাদৃক্‌শক্তিত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ শাস্ত্রবিহিতেনৈব ভগবদ্ধর্ম্মেণ সিদ্ধিঃ স্যাৎ, ন চ তদবিহিতেন কামাদিনেতি বাচ্যম্। যতঃ (ভাঃ ৭।১।২৯)—

কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥৩২০॥

"সংরম্ভ" অর্থাৎ দ্বেষ এবং ভয়—এই উভয়ের যোগ অর্থাৎ তদাবেশহেতু "তৎস্বরূপতা অর্থাৎ তাহার "স্ব" অর্থাৎ আত্মীয় "রূপ" অর্থাৎ আকৃতি আছে যাহাতে তাদৃশভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। "এইরূপ" অর্থাৎ এই-রূপই "মায়ামনুজরূপী" অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বহেতু কেবলমাত্র মায়াদ্বারাই প্রাকৃতমনুষ্যরূপে প্রতীয়মান। কীটের পেশস্কারীর প্রতি বিদ্বেষে পাপ হয় না, কিন্তু এস্থলে ভগবদ্বিদ্বেষে পাপ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যে—বৈরহেতু "অনুচিন্তা" অর্থাৎ তদাবেশ, তাহাদ্বারাই পূতপাপ হইয়া থাকেন। যেহেতু তদীয় ধ্যানাবেশের তাদৃশী শক্তি রহিয়াছে। শাস্ত্রবিহিতভগবদ্ধর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধি হয়, পরন্তু শাস্ত্রে যাহা অবিহিত, তাদৃশ কামাদিদ্বারা তাহা হয় না, ইহা বলা যায় না। যেহেতু—

ভক্তিদ্বারা যেরূপ মনোনিবেশহেতু তদ্গতি লাভ হয়, সেইরূপ বহু জীব কাম, দ্বেষ, ভয় এবং স্নেহবশতঃ ঈশ্বরে মনোনিবেশপূর্ব্বক তদঘ পরিত্যাগ করিয়া তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥৩২০॥

যথা বিহিতয়া ভক্ত্যা ঈশ্বরে মন আবেশ্য তদ্গতিং গচ্ছন্তি, তথৈবাবিহিতেনাপি কামাদিনা বহবো গতা ইত্যর্থঃ। তদঘং তেষু কামাদিষু মধ্যে যৎ দ্বেষভয়য়োরঘং ভবতি, তদ্ধিত্বৈব। ভয়স্যাপি দ্বেষসম্বলিতত্বাদঘোৎপাদকত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ কামমপ্যঘং মন্যন্তে; তত্রেদং বিচার্য্যতে,—ভগবতি কাম এব কেবলঃ পাপাবহঃ; কিং বা পতিভাবযুক্তঃ, অথবা উপপতিভাবযুক্ত ইতি। স এব কেবল ইতি চেৎ, স কিং দ্বেষাদিগণপাতিত্বাৎ তদ্বৎ, স্বরূপেণৈব বা, পরমশুদ্ধে ভগবতি যদধরপানাদিকং যচ্চ কামুকত্বাদ্যারোপণং তেনাতিক্রমেণ বা, পাপশ্রবণেন বা। নাদ্যেন (ভাঃ ১০।২৯।১৩)—

"উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ। দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥"

ইত্যত্র দ্বেষাদের্দৃষ্টান্তত্বাৎ তস্যতুল্যত্বাৎ। অতশ্চ 'প্রিয়াঃ' ইতি স্নেহবৎ কামস্যাপি প্রীত্যাত্মকত্বেন তদ্বদেব ন দোষঃ। তাদৃশীনাং কামো হি প্রেমৈকরূপঃ (ভাঃ ১০।৩১।১৯)—

"যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।"

ইত্যাদাবতিক্রম্যাপি স্বসুখং তদানুকূল্য এব তাৎপর্য্যদর্শনাৎ।

সৈরিন্ধ্র্যাস্তু ভাবো রিরংসাপ্রায়ত্বেন শ্রীগোপীনামিব কেবলতত্তাৎপর্য্যাভাবাত্তদপেক্ষয়ৈব নিন্দ্যতে, ন তু স্বরূপতঃ (ভাঃ ১০।৪৮।৭)—"সানঙ্গতপ্তকুচয়োঃ" ইত্যাদৌ "অনন্তচরণেন রুজো মৃজন্তী" ইতি, "পরিরভ্য কান্ত মানন্দমূর্ত্তিম্" ইতি কার্য্যদ্বারা তৎস্তুতেঃ। তত্রাপি (ভাঃ ১০।৪৮।৯)—"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ" ইত্যত্র প্রীত্যাভিব্যক্তেশ্চ। অতএব (ভাঃ ১০।৪৮।৮)—

"সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্। অঙ্গরাগার্পণেনাহো দুর্ভগেদমযাচত ॥" ইতি। (ভাঃ ১০।৪৮।১১)—

"দুরারাধ্যং সমারাধ্য বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। যো বৃণীতে মনোগ্রাহ্যমসত্ত্বাৎ কুমনীষ্যসৌ॥"

ইতি চৈবং যোজয়ন্তি ; কৈবল্যমেকান্তিত্বং তেন যো নাথঃ সেবনীয়স্তং ; পুরা তাদৃশত্রিবক্রত্বাদি-লক্ষণদৌর্ভাগ্যবত্যপি। অহো আশ্চর্য্যে ; অঙ্গরাগার্পণলক্ষণেন ভগবদ্ধর্ম্মাংশেন কারণেন সম্প্রতীদং (ভাঃ ১০।৪৮।৯)—"সহোষ্যতামিহ প্রেষ্ঠ দিনানি কতিচিন্ময়া। রমস্ব" ইত্যাদিলক্ষণং সৌভাগ্যমযাচতেতি। অতঃ (ভাঃ ১০।৮০।২৫)—"কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা। শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ॥" ইতি শ্রীদামবিপ্রমুদ্দিশ্যান্তঃপুরজনবচনবদেব তথোক্তিঃ। ননু কামুকী সা কিমিতি শ্লাঘ্যতে ? তত্রাহ,—দুরারাধ্যমিতি। যো মনোগ্রাহ্যং প্রাকৃতমেব বিষয়ং বৃণীতে কাময়তে, অসাবেব কুমনীষী ; সা তু ভগবন্তমেব কাময়ত ইতি পরমসুমনীষিণ্যেবেতি ভাবঃ। তদেবং তস্য কামস্য দ্বেষাদি-গণান্তঃপাতিত্বং পরিহৃত্য তেন পাপাবহত্বং পরিহৃতম্।

অথ কামুকত্বাদ্যারোপণাদ্যধরপানাদিরূপস্তত্র ব্যবহারোঽপি নাতিক্রমহেতুঃ ; যতো (ব্রঃ-সূঃ ২।১।৩৩) "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" ইতি ন্যায়েন লীলা তত্র স্বভাবত এব সিদ্ধা। তত্র চ শ্রীভূলীলাদি-ভিস্তস্য তাদৃশলীলায়াঃ শ্রীবৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যসিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রলীলা-বিনোদস্য তস্যাভিরুচিতত্বাবগমাৎ, তাদৃশ-লীলারসমোহস্বাভাবিকং ভগবত্ত্বাদ্যননুসন্ধানমপি কামুকত্বাদিমননমপি চ তদভিরুচিতত্বেনৈবাবগম্যতে। তথা তৎপ্রেয়সীজনানামপি তৎস্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বেন পরমশুদ্ধরূপত্বাৎ ততো ন্যূনত্বাভাবাচ্চ তদধরপানা-দিকমপি নাননুরূপং পূর্ব্বযুক্ত্যা তদভিরুচিতমেব চ। ন চ প্রাকৃতবামাজনে দোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ,—তদ্-যোগ্যং তাদৃশং ভাবং স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্বঞ্চ প্রাপ্যৈব তদিচ্ছয়ৈব তৎপ্রাপ্তেঃ। অথ পাপশ্রবণেন চ ন পাপাবহোঽসৌ কামঃ, তদশ্রবণাদেব। অতঃ পতিভাবযুক্তে চ তত্র সুতরাং ন দোষঃ, প্রত্যুত স্তুতিঃ শ্রূয়তে (ভাঃ ১০।৯০।২৭)—

"যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসম্বাহনাদিভিঃ। জগদ্গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ॥" ইতি।

মহানুভাবমুনীনামপি তদ্ভাবঃ শ্রূয়তে ; যথা শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং কৌর্ম্মবচনম্—

"অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে। ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্॥" ইতি।

অতএব বন্দিতং 'পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ' ইত্যাদিনা। অথোপপতিভাবেন চ ন পাপবহোঽসৌ (ভাঃ ১০।২৯।৯)—"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" ইত্যাদিনা তাভিরেবোত্তরিতত্বাৎ, (ভাঃ ১০।৩৩।৩৫)—"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" ইত্যাদিনা শ্রীশুকদেবেন চ, (ভাঃ ১০।৩২।২২) "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ" ইত্যত্র "নিরবদ্যসংযুজাম্" ইত্যনেন স্বয়ং শ্রীভগবতা চ। তাদৃশানামন্যে-ষামপি তদ্ভাবো দৃশ্যতে ; যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনম্—

"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥" ইতি।

অতঃ পুরুষেষ্বপি স্ত্রীভাবেনোদ্ভবাদ্ভগবদ্বিষয়ত্বাৎ ন প্রাকৃতকামদেবোদ্ভাবিতঃ প্রাকৃতঃ কামোঽসৌ, কিন্তু (ভাঃ ১০।৩২।২)—"সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ" ইতি শ্রবণাদাগমাদৌ তস্য কামত্বেনোপাসনাচ্চ ভগবতৈ-

তৈকোদ্ভাবিতোঽপ্রাকৃত এবাসৌ কাম ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীমদুদ্ধবাদীনাং পরমভক্তানামপি চ তৎশ্লাঘা শ্রূয়তে ; (ভাঃ ১০।৪৭।৫৮)—"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ" ইত্যাদৌ। কিং বহুনা ? শ্রুতীনামপি তদ্ভাবো বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধঃ ; যতস্তত্র শ্রুতয়োঽপি নিত্যসিদ্ধগোপিকা-ভাবাভিলাষিণ্যস্তদ্রূপেণৈব তদ্‌গণান্তঃপাতিন্যো বভূবুরিতি প্রসিদ্ধিঃ। এতৎপ্রসিদ্ধিসূচকমেবৈতদুক্তং তাভিরেব (ভাঃ ১০।৮৭।২৩)—

"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য,-ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো, বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥" ইতি।

বিস্পষ্টশ্চায়মর্থঃ—যদ্‌ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং শাস্ত্রদৃষ্ট্যা প্রয়াসবাহুল্যেন মুনয় উপাসতে, তদরয়োঽপি যস্য স্মরণাৎ তদুপাসনাং বিনৈব যযুঃ। তথা স্ত্রিয়ঃ শ্রীগোপসুভ্রুবস্তে তব শ্রীনন্দনন্দনরূপস্যোরগেন্দ্রদেহতুল্যৌ যৌ ভুজদণ্ডৌ তত্র বিষক্তধিয়ঃ সত্যস্তবৈবাঙ্ঘ্রি সরোজসুধাস্তদীয়স্পর্শবিশেষজাতপ্রেমমাধুর্য্যাণি যযুঃ। বয়ং শ্রুতয়োঽপি সমদৃশস্তত্তুল্যভাবাঃ সত্যঃ সমাস্তাদৃশগোপিকাত্বপ্রাপ্ত্যা তৎসাম্যমাপ্তাস্ত এবাঙ্ঘ্রি সরোজসুধা যযিম ইত্যর্থঃ। অর্থবশাদ্বিভক্তিবিপরিণামঃ। অঙ্ঘ্রীতি সাদরোক্তিঃ।

অত্র তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাদিত্যনেন ভাবমার্গস্য ঝটিত্যর্থসাধনত্বং দর্শিতম্। 'সমদৃশঃ' ইত্যনেন রাগানুগায়াএব তত্রসাধকতমত্বং ব্যঞ্জিতম্। অন্যথা সর্ব্বসাধনসাধ্যবিদুষ্যঃ শ্রুতয়োঽন্যথৈব প্রবর্ত্তেরন্। তথা স্মরণপরযুগ্মদ্বয়েঽস্মিন্ স্বস্বযুগ্মে প্রথমস্য মুখ্যত্বং দ্বিতীয়স্য গৌণত্বং দর্শিতম্। উভয়ত্রাপ্যপিশব্দ-সাহিত্যো-নোত্তরত্র পাঠাদেকার্থতাপ্রাপ্তেঃ। অতঃ স্ত্রিয় ইতি নিত্যাঃ শ্রীগোপিকাএব তা জ্ঞেয়াঃ। তথৈব শ্রুতি-ভিরপি শ্রীকৃষ্ণনিত্যধাম্নি তা দৃষ্টা ইতি বৃহদ্বামন এব প্রসিদ্ধম্।

তদেবং সাধু ব্যাখ্যাতং (ভাঃ ৭।১।২৯)—'কামাদ্দ্বেষাৎ' ইত্যাদৌ 'তদঘং হিত্বা' ইত্যত্র তেষু মধ্যে দ্বেষভয়য়োর্যদঘমিত্যাদি। অথ 'বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ' ইত্যত্র নিদর্শনমাহ (ভাঃ ৭।১।৩০)—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো, দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্, যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৩২১॥

যেরূপ বিহিতভক্তিদ্বারা ঈশ্বরে মনোনিবেশপূর্ব্বক জীবগণ তদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপই অবিহিত কামাদিদ্বারাও অনেকে তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। "তদঘ" অর্থাৎ সেই কামাদির মধ্যে দ্বেষ ও ভয়ে যে "অঘ" অর্থাৎ পাপ হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়াই তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভয়ও এস্থলে অতিদ্বেষযুক্ত বলিয়া পাপজনকরূপে জ্ঞাতব্য। এস্থলে কেহ কেহ কামকেও পাপ মনে করেন। এবিষয়ে এরূপ বিচার হইতেছে যে—ভগবানের বিষয়ে কেবলকামই পাপ-জনক কিম্বা পতিভাবযুক্ত কাম অথবা উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপজনক ? যদি বল, কেবলকামই পাপজনক, তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে—তাহা কি দ্বেষপ্রভৃতিভাবসমূহের অন্তর্গত বলিয়া দ্বেষাদির ন্যায় স্বরূপতঃই পাপজনক অথবা পরমশুদ্ধ ভগবদ্বিষয়ে অধরপানপ্রভৃতি এবং কামুকত্বাদিভাবের আরোপণাত্মক অতিক্রমহেতু (মর্য্যাদালঙ্ঘনহেতু) পাপজনক অথবা শাস্ত্রে কামবিষয়ে পাপশ্রবণহেতুই পাপজনক ? তন্মধ্যে প্রথম কারণ বলিতে পার না। যেহেতু—"হে রাজন্ শিশুপাল শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষ করিয়াও যেরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে তোমার নিকট বলা হইয়াছে, অতএব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া হইয়া থাকেন, সেই গোপিকাগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ?" এই শ্লোকে দ্বেষাদিকে কামের সমানরূপে কীর্ত্তন না করিয়া নীচই বলা হইয়াছে। অতএব "প্রিয়া" এই পদদ্বারা স্নেহের ন্যায় কামও প্রীত্যা-

অকত্বনিবন্ধন স্নেহেরই ন্যায় দোষজনক নহে, ইহা জ্ঞাপিত হইল; যেহেতু তাদৃশীগণের কাম প্রেমৈকস্বরূপই হইয়া থাকে। "হে প্রিয়! আমরা আপনার যে চরণকমল ব্যথিত হইবে মনে করিয়া কর্কশ স্তনোপরি সভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়াছি" ইত্যাদিস্থলে গোপিকাগণের নিজসুখ অতিক্রম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যেই তাৎপর্য্য দৃষ্ট হইয়াছে।

সৈরিন্ধ্রীর ভাব শ্রীগোপীগণের ভাবের ন্যায় কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট না হইয়া রমণেচ্ছা-বহুল হওয়ায় গোপীগণের ভাবের সহিত তুলনায়ই নিন্দিত হইয়া থাকে, পরন্তু স্বরূপতঃ নিন্দিত নহে, যেহেতু—"সেই সৈরিন্ধ্রী শ্রীহরির চরণ আঘ্রাণ এবং তদ্দ্বারা কামসন্তপ্তকুচযুগল, হৃদয় ও নেত্রযুগলের পীড়া পরিহারপূর্ব্বক বাহুযুগলদ্বারা স্তনযুগল মধ্যগত আনন্দবিগ্রহ প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিয়া অতিদীর্ঘ সন্তাপ দূরীভূত করিয়াছিল" এইস্থলে কার্য্যদ্বারা তাহার স্তুতি করা হইয়াছে। তন্মধ্যেও "হে প্রিয়তম! এস্থানে আমার সহিত বাস করুন্"—এইবাক্যে প্রীতিরও অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। অতএব—"অহো সেই দুর্ভগা (সৈরিন্ধ্রী) অঙ্গরাগপ্রদানদ্বারা এইরূপে কৈবল্যনাথ সেই দুষ্প্রাপ্য ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া ইহা প্রার্থনা করিয়াছিল" এই শ্লোক এবং "যিনি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর দুরারাধ্য বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনো-গ্রাহ্য অসদ্‌বস্তু বরণ করেন, তিনি কুমনীষী হইয়া থাকেন" এই শ্লোকের এইরূপ অর্থযোজনা করিয়া থাকেন, যথা—"কৈবল্য" অর্থাৎ একান্তিত্ব, তদ্দ্বারা যিনি "নাথ" অর্থাৎ সেবনীয়। "দুর্ভগা" অর্থাৎ পূর্ব্বে তাদৃশ ত্রিবক্রত্বাদিরূপ দৌর্ভাগ্য-যুক্তা হইয়াও। "অহো" আশ্চর্য্যসূচক পদ। অঙ্গরাগপ্রদানরূপ ভগবদ্‌ধর্ম্মাংশের আচরণহেতু সম্প্রতি "ইহা প্রার্থনা করিয়াছিল" অর্থাৎ "হে প্রিয়তম! এস্থানে আমার সহিত কতিপয় দিবস বাস এবং রমণ করুন্" ইত্যাদিরূপ সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। অতএব শ্রীদামবিপ্রের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণান্তঃপুরজনকথিত—"এই শ্রীহীন, ইহলোকে নিন্দিত, অধম, অবধূত ভিক্ষু পূর্ব্বে এমন কোন্ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল"—এই উক্তির ন্যায়ই সৈরিন্ধ্রীসম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে। অনন্তর—এই কামুকীর ঈদৃশ প্রশংসার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কায়ই উত্তর বলিতেছেন—যিনি "মনোগ্রাহ্য" অর্থাৎ প্রাকৃতবিষয় "বরণ করেন" অর্থাৎ প্রার্থনা করেন, তিনিই কুমনীষী, পরন্তু সৈরিন্ধ্রী ভগবান্‌কেই কামনা করিয়াছে, অতএব সুমনীষীই হইয়া থাকে। এইরূপে কামের দ্বেষপ্রভৃতিগণান্তর্গতত্ব পরিহারপূর্ব্বক তন্নিবন্ধন পাপজনকত্বও পরি-হৃত হইল।

অনন্তর দ্বিতীয়কল্পের বিচার করিতেছেন যে—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কামুকত্বাদির আরোপণ এবং অধরপানাদি অতি-ক্রমজনক (মর্য্যাদালঙ্ঘনজনক) হয় না। যেহেতু "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" এই সূত্রানুসারে তাঁহাতে স্বভাবতঃই লীলা সিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে শ্রী, ভূ, লীলাপ্রভৃতির সহিত শ্রীবৈকুণ্ঠাদিতে তাঁহার তাদৃশলীলা নিত্যসিদ্ধা বলিয়া তাহা স্বতন্ত্র-লীলাবিনোদ সেই ভগবানেরই অভিলষিতরূপে অবগত হওয়ায়, সুতরাং লীলাকালে সহচরীগণকর্ত্তৃক তাঁহার ভগবদ্-ভাবের অননুসন্ধান এবং তাঁহার প্রতি কামুকত্বাদিভাবের আরোপ তাদৃশলীলারসজনিত মোহের স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া তাহা তাঁহার অভীষ্টরূপেই জ্ঞাত হইতেছে। এইরূপ তাঁহার প্রেয়সীগণও তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিগ্রহস্বরূপ বলিয়া পরম-শুদ্ধ এবং তাঁহার অপেক্ষা অন্যূনই হইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের তদীয়াধরপানাদি অসঙ্গত নহে, পরন্তু পূর্ব্বযুক্তিক্রমে তাহা ভগবানের অভীষ্টই জানিতে হইবে। প্রাকৃতরমণীগণেরও এ বিষয়ে দোষপ্রসঙ্গ হয় না, যেহেতু প্রাকৃতরমণীগণও ভগবানের ইচ্ছানুসারেই তদ্বিষয়ে যোগ্য তাদৃশভাব এবং স্বরূপশক্তিবিগ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াই তাদৃশ আচরণ করিয়া থাকেন।

অনন্তর তৃতীয় কল্পের বিচার করিতেছেন যে—শাস্ত্রে পাপশ্রবণহেতুই পাপ হইবে, এই নিয়মানুসারেও উক্ত কাম পাপজনক হইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে ভগবানের প্রতি কামভাবে কোন পাপ শ্রুত হয় নাই। সুতরাং ভগবদ্বিষয়ে সামান্যতঃ কামই যেহেতু দোষজনক হয় না, সেই হেতু পতিভাবযুক্ত কামে কোনরূপেই দোষ হয় না, পরন্তু তাহার প্রশংসাই শ্রুত হইতেছে। যথা—"যাঁহারা পতিবুদ্ধিতে প্রেমসহকারে পাদমর্দ্দনাদিক্রিয়াদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের

পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যাসম্বন্ধে আর কি বর্ণন করিব ?" মহানুভব মুনিগণেরও তাদৃশভাব শ্রুত হয়। যথা শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃত কৌর্ম্মবচন—"মহামতি অগ্নিপুত্রগণ তপস্যাদ্বারা স্ত্রীত্ব এবং জগৎকারণ অজ ও বিভু বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।

অতএব—"যাঁহারা সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা এবং মাতার ন্যায় শ্রীহরিকে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি"—এই শ্লোকে পতিবুদ্ধিযুক্তাগণের প্রণাম করা হইয়াছে। এইরূপ ভগবদ্‌বিষয়ে উপপতিভাবযুক্ত কামও পাপজনক নহে। যেহেতু—"হে নাথ! ধর্ম্মজ্ঞ আপনি পতিপুত্রসুহৃদ্‌গণের যে সেবা স্ত্রীগণের স্বধর্ম্মরূপে উপদেশ করিতেছেন, আমাদের সেই স্বধর্ম্ম উপদেশকস্বরূপ আপনার বিষয়েই সিদ্ধ হউক, যেহেতু আপনিই প্রাণিগণের প্রিয়বন্ধু এবং পরমাত্মস্বরূপ" এইবাক্যে গোপীগণই এবিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ—"গোপীগণ, তৎপতিগণ এবং সমস্ত দেহিগণের অন্তঃকরণে যিনি বিচরণ করেন, সেই বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরমপুরুষই লীলাবিগ্রহধারী হইয়া এই রাসলীলার নায়কত্ব করিয়াছেন"—এইবাক্যে শ্রীশুকদেবও তদ্‌বিষয়ক দোষের পরিহার করিয়াছেন। "আমি দেবগণের ন্যায় দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা নিরবদ্যসংযোগশালিনী (অনিন্দনীয়-সংযোগশালিনী) তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না" এইবাক্যে "নিরবদ্যসংযোগশালিনী" এই পদদ্বারা শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং এবিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন। এই গোপীগণের ন্যায় অন্যান্যেরও তাদৃশ উপপতিভাব দৃষ্ট হয়।

যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডবচন—"পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ তথায় সুবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সম্ভোগ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত এবং গোকুলে উদ্ভূত হইয়া কামসহকারে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া অনন্তর ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।" অতএব পুরুষগণের মধ্যেও স্ত্রীভাবে উদ্ভব এবং ভগবদ্‌বিষয়ত্ব-নিবন্ধন উক্ত কাম প্রাকৃতকামদেব কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে, পরন্তু "তিনি সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ" এইরূপ শ্রবণহেতু এবং আগমাদিতে কামদেবরূপে তাঁহার উপাসনাহেতু উক্ত কাম একমাত্র ভগবৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত অপ্রাকৃত কামরূপেই জ্ঞাতব্য। "এই গোপবধূগণই পৃথিবীতে সার্থক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন" ইত্যাদিবাক্যে শ্রীউদ্ধবপ্রভৃতি পরমভক্তগণ-কর্ত্তৃকও তাঁহাদের প্রশংসা হইয়াছে। এমন কি শ্রুতিগণেরও তাদৃশভাব বৃহদ্‌বামনে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যেহেতু শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধগোপিকাভাবাভিলাষী হইয়া তদ্রূপেই তদ্‌গণান্তর্গত হইয়াছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রুতিগণের উক্তি হইতেই তাদৃশ প্রসিদ্ধির সূচনা হইতেছে। যথা—"হে দেব! মুনিগণ প্রাণ, মনঃ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমপূর্ব্বক হৃদয়ে যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, অরিগণও স্মরণহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ উরগেন্দ্র-দেহতুল্য ভুজদণ্ডযুগলে বিষক্তচিত্ত স্ত্রীগণ এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন আমরাও তাঁহাদের সমান হইয়া আপনার অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে—মুনিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্ব্বক প্রয়াসবাহুল্যসহকারে ব্রহ্মসংজ্ঞক যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, অরিগণও যাঁহার স্মরণহেতু উপাসনা-ব্যতীতই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপস্ত্রীগণ অর্থাৎ শ্রীগোপসুন্দরী-গণ শ্রীনন্দনন্দনরূপী আপনার উরগেন্দ্রদেহতুল্য (সর্পরাজদেহতুল্য) যে ভুজদণ্ডযুগল, তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আপনারই "অঙ্ঘ্রি সরোজসুধা" অর্থাৎ তৎস্পর্শবিশেষজাত প্রেমমাধুর্য্যরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ "আমরা" অর্থাৎ শ্রুতিগণও "সমদৃষ্টিসম্পন্ন" অর্থাৎ তত্তুল্যভাবযুক্ত এবং "সমান হইয়া" অর্থাৎ তাদৃশগোপিকাভাবপ্রাপ্তিহেতু তৎসাম্য প্রাপ্ত হইয়া সেই অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাই প্রাপ্ত হইয়াছি। এস্থলে "যযুঃ" এই ক্রিয়াপদটির পূর্ব্বেশে (উত্তম পুরুষের বহুবচনের কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বয় প্রয়োজনে) "যযিম" এই প্রকার বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। "অঙ্ঘ্রি" এই শব্দটী আদরসূচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এস্থলে—"অরিগণও স্মরণহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল" এই উক্তিদ্বারা ভাবমার্গের সত্বরপ্রয়োজনসাধনক্ষমতা

দর্শিত হইয়াছে। "সমদৃষ্টি" এই পদদ্বারা রাগানুগাই তদ্‌বিষয়ে সাধকতমা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠসাধনরূপে প্রকাশিত হইল। অন্যথা নিখিলসাধ্যসাধনাভিজ্ঞ শ্রুতিগণ অন্যপ্রকারেই প্রবৃত্ত হইতেন। এই স্মরণরত যুগলদ্বয়ের মধ্যে (অর্থাৎ মুনিগণ ও অরিগণ (১) এবং স্ত্রীগণ ও শ্রুতিগণ (২) এই উভয়যুগলমধ্যে) প্রত্যেকযুগলে প্রথমটী মুখ্য এবং দ্বিতীয়টী গৌণরূপে (অর্থাৎ প্রথমযুগলে মুনিগণ মুখ্য, অরিগণ গৌণ এবং দ্বিতীয়যুগলে স্ত্রীগণ মুখ্য শ্রুতিগণ গৌণরূপে) দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু উভয়স্থলেই "অপি" শব্দের সহিত "অরিগণ" এবং "শ্রুতিগণ" পশ্চাৎপঠিত হওয়ায় একার্থত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব "স্ত্রীগণ" এইপদে তাঁহাদিগকে নিত্য শ্রীগোপিকাগণ বলিয়াই জানিবে। শ্রুতিগণকর্ত্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে তাঁহারা তদ্রূপেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা বৃহদ্‌বামনে প্রসিদ্ধ।

অতএব—"কাম, দ্বেষ, ভয় এবং স্নেহবশতঃ" ইত্যাদিশ্লোকে "তদঘ পরিত্যাগ করিয়া" এই বাক্যে সেই কামাদির মধ্যে দ্বেষ ও ভয়ে যে "অঘ" অর্থাৎ পাপ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া—ইত্যাদি ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

অনন্তর—"বহু জীব তদ্‌গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে"—এই বাক্যের নিদর্শনস্বরূপ বলিতেছেন, যে—

হে বিভো! গোপীগণ কাম, কংস ভয়, শিশুপালপ্রভৃতি রাজগণ দ্বেষ, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ আপনারা স্নেহ এবং আমরা ভক্তিহেতু (তদ্‌গতিপ্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৩২১ ॥

গোপ্য ইতি সাধকচরীণাং গোপীবিশেষাণাং পূর্ব্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে। বয়মিতি যথা শ্রীনারদস্য হি (ভাঃ ১।৬।২৯)—"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্" ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা পার্ষদদেহত্বে সিদ্ধে তেন স্বয়ং বয়মিতি পূর্ব্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে।

তত্রৈব বৈধী ভক্তিঃ, অধুনা লব্ধরাগস্য তস্য (ভাঃ ১১।২০ ৪৬)—

"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ ॥"

ইতি ন্যায়েন, বিধানধীনা রাগাত্মিকৈব বিরাজত ইতি। অতএব 'তদ্‌গতিং গতাঃ' ইতি তেষাং ফলপ্রাপ্তেরপ্যতীতত্বনির্দ্দেশঃ। অত্র তা গোপ্য ইবাধুনিক্যশ্চ তদ্‌গুণাদিশ্রবণেনৈব তদ্ভাবা ভবেয়ুঃ। যথোক্তং (ভাঃ ১০।৯০।২৬)"শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ। উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ ॥" ইতি।

অথবা পার্ষদচরস্যাপি চৈদ্যস্যাগন্তুকোপদ্রবাভাস-নাশদর্শনেনৈব সাধকত্ব-নির্দ্দেশঃ। সম্বন্ধাদ্ যঃ স্নেহো রাগস্তস্মাদ্‌বৃষ্ণয়ো যূয়মিত্যেকম্ (ভাঃ ৭।১।২৫)—"তস্মাদ্‌বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদৌ (ভাঃ ৭।১।২৯)—"কামাৎ" ইত্যাদৌ চোক্তস্যৈবাস্যোদাহরণবাক্যেঽস্মিন্ তদৈকার্থ্যাবশ্যকত্বাৎ (ভাঃ ৭।১।৩১)—"পঞ্চানাং" ইতি বক্ষ্যমাণানুরোধাৎ, উভয়ত্রাপি সম্বন্ধস্নেহয়োর্দ্বয়োরপি বিদ্যমানত্বাচ্চ সম্বন্ধগ্রহণং রাগস্যৈব বিশেষত্বজ্ঞাপনার্থম্। গোপীবদত্রাপি সাধকচরা বৃষ্ণিবিশেষাঃ পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষাশ্চ পূর্ব্বাবস্থামবলম্ব্য সাধকত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ। অতঃ সম্বন্ধজ-স্নেহোঽপি তদভিরুচিমাত্রং জ্ঞেয়ম্।

ভক্ত্যা বিহিতয়া। অস্য এব প্রতিলব্ধত্বেন ভাবমার্গং নির্দ্দেষ্টুমুপক্রান্তত্বাৎ। যদি দ্বেষেণাপি সিদ্ধিস্তর্হি বেণঃ কিমিতি নরকে পাতিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ (ভাঃ ৭।১।৩১)—

কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ॥ ৩২২ ॥

পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তপস্যাসম্বন্ধে আর কি বর্ণন করিব ?" মহানুভব মুনিগণেরও তাদৃশভাব শ্রুত হয়। যথা শ্রীমধ্বাচার্যধৃত কৌর্ম্মবচন—"মহামতি অগ্নিপুত্রগণ তপস্যাদ্বারা স্ত্রীত্ব এবং জগৎকারণ অজ ও বিভু বাসুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।

অতএব—"যাঁহারা সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা এবং মাতার ন্যায় শ্রীহরিকে ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকেও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি"—এই শ্লোকে পতিবুদ্ধিযুক্তাগণের প্রণাম করা হইয়াছে। এইরূপ ভগবদ্‌বিষয়ে উপপতিভাবযুক্ত কামও পাপজনক নহে। যেহেতু—"হে নাথ! ধর্ম্মজ্ঞ আপনি পতিপুত্রসুহৃদ্‌গণের যে সেবা স্ত্রীগণের স্বধর্ম্মরূপে উপদেশ করিতেছেন, আমাদের সেই স্বধর্ম্ম উপদেশকস্বরূপ আপনার বিষয়েই সিদ্ধ হউক, যেহেতু আপনিই প্রাণিগণের প্রিয়বন্ধু এবং পরমাত্মস্বরূপ" এইবাক্যে গোপীগণই এবিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ—"গোপীগণ, তৎপতিগণ এবং সমস্ত দেহিগণের অন্তঃকরণে যিনি বিচরণ করেন, সেই বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী পরমপুরুষই লীলাবিগ্রহধারী হইয়া এই রাসলীলার নায়কত্ব করিয়াছেন"—এইবাক্যে শ্রীশুকদেবও তদ্‌বিষয়ক দোষের পরিহার করিয়াছেন। "আমি দেবগণের ন্যায় দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা নিরবদ্যসংযোগশালিনী (অনিন্দনীয়-সংযোগশালিনী) তোমাদের প্রত্যুপকার করিতে পারিব না" এইবাক্যে "নিরবদ্যসংযোগশালিনী" এই পদদ্বারা শ্রীভগবান্‌ও স্বয়ং এবিষয়ের সমর্থন করিয়াছেন। এই গোপীগণের ন্যায় অন্যান্যেরও তাদৃশ উপপতিভাব দৃষ্ট হয়।

যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডবচন—"পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ তথায় সুবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সম্ভোগ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত এবং গোকুলে উদ্ভূত হইয়া কামসহকারে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া অনন্তর ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।" অতএব পুরুষগণের মধ্যেও স্ত্রীভাবে উদ্ভব এবং ভগবদ্‌বিষয়ত্ব-নিবন্ধন উক্ত কাম প্রাকৃতকামদেব কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম নহে, পরন্তু "তিনি সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ" এইরূপ শ্রবণহেতু এবং আগমাদিতে কামদেবরূপে তাঁহার উপাসনাহেতু উক্ত কাম একমাত্র ভগবৎকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত অপ্রাকৃত কামরূপেই জ্ঞাতব্য। "এই গোপবধূগণই পৃথিবীতে সার্থক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন" ইত্যাদিবাক্যে শ্রীউদ্ধবপ্রভৃতি পরবভক্তগণ-কর্ত্তৃকও তাঁহাদের প্রশংসা হইয়াছে। এমন কি শ্রুতিগণেরও তাদৃশভাব বৃহদ্‌বামনে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যেহেতু শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধগোপিকাভাবাভিলাষী হইয়া তদ্রূপেই তদ্‌গণান্তর্গত হইয়াছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীমদ্‌-ভাগবতেও শ্রুতিগণের উক্তি হইতেই তাদৃশ প্রসিদ্ধির সূচনা হইতেছে। যথা—"হে দেব! মুনিগণ প্রাণ, মনঃ এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমপূর্ব্বক হৃদয়ে যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, অরিগণও স্মরণহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ উরগেন্দ্র-দেহতুল্য ভুজদণ্ডযুগলে বিষক্তচিত্ত স্ত্রীগণ এবং সমদৃষ্টিসম্পন্ন আমরাও তাঁহাদের সমান হইয়া আপনার অঙ্ঘ্রিসরোজসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে—মুনিগণ শাস্ত্রদৃষ্টিপূর্ব্বক প্রয়াসবাহুল্যসহকারে ব্রহ্মসংজ্ঞক যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, অরিগণও যাঁহার স্মরণহেতু উপাসনা-ব্যতীতই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপস্ত্রীগণ অর্থাৎ শ্রীগোপসুন্দরী-গণ শ্রীনন্দনন্দনরূপী আপনার উরগেন্দ্রদেহতুল্য (সর্পরাজদেহতুল্য) যে ভুজদণ্ডযুগল, তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আপনারই "অঙ্ঘ্রি সরোজসুধা" অর্থাৎ তৎস্পর্শবিশেষজাত প্রেমমাধুর্য্যরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ "আমরা" অর্থাৎ শ্রুতিগণও "সমদৃষ্টিসম্পন্ন" অর্থাৎ তত্তুল্যভাবযুক্ত এবং "সমান হইয়া" অর্থাৎ তাদৃশগোপিকাভাবপ্রাপ্তিহেতু তৎসাম্য প্রাপ্ত হইয়া সেই অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাই প্রাপ্ত হইয়াছি। এস্থলে "যযুঃ" এই ক্রিয়াপদটির [illegible]বেশে (উত্তম পুরুষের বহুবচনের কর্ত্তৃপদের সহিত অন্বয় প্রয়োজনে) "যযিম" এই প্রকার বিভক্তির পরিবর্ত্তন করিতে হইল। "অঙ্ঘ্রি" এই শব্দটী আদরসূচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এস্থলে—"অরিগণও স্মরণহেতু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল" এই উক্তিদ্বারা ভাবমার্গের সত্বরপ্রয়োজনসাধনক্ষমতা

দর্শিত হইয়াছে। "সমদৃষ্টি" এই পদদ্বারা রাগানুগাই তদ্বিষয়ে সাধকতমা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠসাধনরূপে প্রকাশিত হইল। অন্যথা নিখিলসাধনাভিজ্ঞ শ্রুতিগণ অন্যপ্রকারেই প্রবৃত্ত হইতেন। এই স্মরণরত যুগলদ্বয়ের মধ্যে (অর্থাৎ মুনিগণ ও অরিগণ (১) এবং স্ত্রীগণ ও শ্রুতিগণ (২) এই উভয়যুগলমধ্যে) প্রত্যেকযুগলে প্রথমটী মুখ্য এবং দ্বিতীয়টী গৌণরূপে (অর্থাৎ প্রথমযুগলে মুনিগণ মুখ্য, অরিগণ গৌণ এবং দ্বিতীয়যুগলে স্ত্রীগণ মুখ্য শ্রুতিগণ গৌণরূপে) দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু উভয়স্থলেই "অপি" শব্দের সহিত "অরিগণ" এবং "শ্রুতিগণ" পশ্চাৎপঠিত হওয়ায় একার্থত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। অতএব "স্ত্রীগণ" এইপদে তাঁহাদিগকে নিত্য শ্রীগোপিকাগণ বলিয়াই জানিবে। শ্রুতিগণকর্তৃকও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামে তাঁহারা তদ্রূপেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা বৃহদ্বামনে প্রসিদ্ধ।

অতএব—"কাম, দ্বেষ, ভয় এবং স্নেহবশতঃ" ইত্যাদিশ্লোকে "তদঘ পরিত্যাগ করিয়া" এই বাক্যে সেই কামাদির মধ্যে দ্বেষ ও ভয়ে যে "অঘ" অর্থাৎ পাপ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া—ইত্যাদি ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।

অনন্তর—"বহু জীব তদ্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছে"—এই বাক্যের নিদর্শনস্বরূপ বলিতেছেন, যে—

হে বিভো! গোপীগণ কাম, কংস ভয়, শিশুপালপ্রভৃতি রাজগণ দ্বেষ, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ আপনারা স্নেহ এবং আমরা ভক্তিহেতু (তদ্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছি) ॥ ৩২১ ॥

গোপ্য ইতি সাধকচরীণাং গোপীবিশেষাণাং পূর্ব্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে। বয়মিতি যথা শ্রীনারদস্য হি (ভাঃ ১।৬।২৯)—"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্" ইত্যাদ্যুক্তরীত্যা পার্ষদদেহত্বে সিদ্ধেতেন স্বয়ং বয়মিতি পূর্ব্বাবস্থামেবাবলম্ব্যোচ্যতে।

তত্রৈব বৈধী ভক্তিঃ, অধুনা লব্ধরাগস্য তস্য (ভাঃ ১১।২০ ৪৬)—

"ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ। গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ ॥"

ইতি ন্যায়েন, বিধানধীনা রাগাত্মিকৈব বিরাজত ইতি। অতএব 'তদ্গতিং গতাঃ' ইতি তেষাং ফলপ্রাপ্তেরপ্যতীতত্বনির্দ্দেশঃ। অত্র তা গোপ্য ইবাধুনিক্যশ্চ তদ্গুণাদিশ্রবণেনৈব তদ্ভাবা ভবেয়ুঃ। যথোক্তং (ভাঃ ১০।৯০।২৬)"শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ। উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ ॥" ইতি।

অথবা পার্ষদচরস্যাপি চৈদ্যস্যাগন্তুকোপদ্রবাভাস-নাশদর্শনেনৈব সাধকত্ব-নির্দ্দেশঃ। সম্বন্ধাদ্ যঃ স্নেহো রাগস্তস্মাদ্বৃষ্ণয়ো যূয়ঞ্চেত্যেকম্ (ভাঃ ৭।১।২৫)—"তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদৌ (ভাঃ ৭।১।২৯)—"কামাৎ" ইত্যাদৌ চোক্তস্যৈবাস্যোদাহরণবাক্যেঽস্মিন্ তদৈকার্থ্যাবশ্যকত্বাৎ (ভাঃ ৭।১।৩১)—"পঞ্চানাং" ইতি বক্ষ্যমাণানুরোধাৎ, উভয়ত্রাপি সম্বন্ধস্নেহয়োর্দ্বয়োরপি বিদ্যমানত্বাচ্চ সম্বন্ধগ্রহণং রাগস্যৈব বিশেষত্ব-জ্ঞাপনার্থম্। গোপীবদত্রাপি সাধকচরা বৃষ্ণিবিশেষাঃ পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষাশ্চ পূর্ব্বাবস্থামবলম্ব্য সাধকত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ। অতঃ সম্বন্ধজ-স্নেহোঽপি তদভিরুচিমাত্রং জ্ঞেয়ম্।

ভক্ত্যা বিহিতয়া। অস্য এব প্রতিলব্ধত্বেন ভাবমার্গং নির্দ্দেষ্টুমুপক্রান্তত্বাৎ। যদি দ্বেষেণাপি সিদ্ধিস্তর্হি বেণঃ কিমিতি নরকে পাতিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ (ভাঃ ৭।১।৩১)—

কতমোঽপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি ॥ ৩২২ ॥

"গোপীগণ" এই পদ ভূতপূর্ব্ব সাধক গোপীবিশেষগণের পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বকই উক্ত হইয়াছে। যেরূপ "সেই ভগবান্ আমাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিঅনুসারে শুদ্ধভাগবতদেহ প্রদান করিলে" ইত্যাদিরীতিক্রমে শ্রীনারদের পার্ষদদেহত্ব সিদ্ধ হইলেও তিনি এই শ্লোকে নিজের পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বকই "আমরা ভক্তিহেতু" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই পূর্ব্বাবস্থায়ই বৈধী ভক্তি ছিল। পরন্তু সম্প্রতি লব্ধরাগ তাঁহার (শ্রীনারদের) "আমার একান্তভক্তগণের গুণদোষ-জনিত গুণসমূহ বর্ত্তমান নাই। গুণদোষদর্শনই দোষ এবং তদুভয়বর্জ্জিতভাবই গুণরূপে জ্ঞাতব্য"—এই ন্যায়ানুসারে বিধির অনধীনা রাগাত্মিকাই বর্ত্তমান। অতএব "তদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছি"—এই বাক্যে অতীতকালসূচক বিভক্তিযুক্ত-ক্রিয়াপদ দ্বারা তাঁহাদের তাদৃশফলপ্রাপ্তির অতীতত্ব-নির্দ্দেশ হইয়াছে। এবিষয়ে উক্ত গোপীগণের ন্যায় আধুনিক রমণী-গণও তদ্গুণাদিশ্রবণেই তদ্ভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। যথা—"যিনি উত্তমগানসমূহে উত্তমরূপে গীত হইয়া অথবা যে কোন গানে যে কোনরূপে গীত হইয়া শ্রবণমাত্রেই বলপূর্ব্বক রমণীগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তাঁহার সাক্ষাৎকারিণীগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? অথবা ভূতপূর্ব্বপার্ষদ শিশুপালের সম্বন্ধেও আগন্তুক উপদ্রবাভাসের (বৈরভাবের) নাশদর্শনেই সাধকত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে। "সম্বন্ধস্নেহ" অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ যে "স্নেহ" অর্থাৎ অনুরাগ, তাহাহেতু বৃষ্ণিগণ এবং আপনারা—এইরূপে একত্র অন্বয়। অতএব "বৈরানুবন্ধহেতু" ইত্যাদি এবং "কাম, দ্বেষ, ভয়" ইত্যাদিস্থলে বর্ণিত অর্থেরই উদাহরণ-বাক্যস্বরূপ এইশ্লোকে তাহাদের সহিত সমানার্থ আবশ্যক বলিয়া এবং "পঞ্চপ্রকারের মধ্যে" এই ভবিষ্যদ্বাক্যের অনু-রোধে এবং উভয়স্থলেই সম্বন্ধ ও স্নেহ—এই উভয়েরই বিদ্যমানত্বহেতু "সম্বন্ধ"-শব্দগ্রহণ অনুরাগেরই বিশেষত্ব-জ্ঞাপনার্থ জানিতে হইবে। গোপীগণের ন্যায় এস্থলেও ভূতপূর্ব্ব বৃষ্ণিবিশেষগণ এবং পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষগণ পূর্ব্বাবস্থাবলম্বনেই সাধকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব সম্বন্ধজনিত স্নেহও সেই সম্বন্ধবিশেষের অভিরুচিমাত্ররূপেই জ্ঞাতব্য।

"ভক্তিহেতু" অর্থাৎ বিহিতভক্তিহেতু। যেহেতু ভাবমার্গনির্দ্দেশের জন্য প্রথমতঃ প্রতিলব্ধরূপে এই বিহিতভক্তিরই উপক্রম হইতেছে। সম্প্রতি আশঙ্কা এই যে—যদি দ্বেষহেতুও সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বেণ কি জন্য নরকে পাতিত হইলেন ? ইহার উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন, যে—

পুরুষের প্রতি পঞ্চপ্রকারের মধ্যে বেণ কতমও নহেন ॥ ৩২২ ॥

পুরুষং ভগবন্তং প্রতি লক্ষীকৃত্য পঞ্চানাং বৈরানুবন্ধাদীনাং মধ্যে বেণঃ কতমোঽপি ন স্যাৎ। তস্য তং প্রতি প্রাসঙ্গিকনিন্দামাত্রাত্মকং বৈরং, ন তু বৈরানুবন্ধঃ। ততস্তীব্রধ্যানাভাবাৎ পাপমেব তত্র প্রতি-ফলিতমিতি ভাবঃ। ততোঽসুরতুল্যস্বভাবৈরপি তস্মিন্ স্বমোক্ষার্থং বৈরভাবানুষ্ঠানসাহসং ন কর্ত্তব্যমিত্য-ভিপ্রেতম্। অতএব (ভাঃ ১১।২।৩৪)—"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ" ইত্যাদেরপাতিব্যাপ্তির্ব্যাহন্যতে,—অনভিপ্রেতত্বেনাপ্রোক্তত্বাৎ। যস্মাদেবং (ভাঃ ৭।১।৩১)—

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৩২৩ ॥

অত্রাপি পূর্ব্ববন্নিবেশয়েদিতি সম্মতিমাত্রং, ন বিধিঃ। কেনাপি তেষ্বপ্যুপায়েষু যুক্ততমেনৈকেনে-ত্যর্থঃ। অহো যস্তাদৃশবহুপ্রযত্নসাধ্যবৈধভক্তিমার্গেণ চিরাৎ সাধ্যতে, স এবাচিরাদ্ভাববিশেষমাত্রেণ, তত্র চ দ্বেষাদিনাপি ; তস্মাদেবংভূতে পরমসদ্গুণস্বভাবে তস্মিন্ দূরেঽস্তু পামরজনভাবস্য বৈরস্য বার্ত্তা, কো বাধম ঔদাস্যমবলম্ব্য প্রীতিমপি ন কুর্য্যাদিতি রাগানুগায়ামেব তচ্চ যুক্ততমত্বমঙ্গীকৃতং ভবতি ॥ (৭।১।) শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩২৩ ॥

"পুরুষের প্রতি" অর্থাৎ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত "পঞ্চপ্রকারের" অর্থাৎ বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভাবের মধ্যে বেণ "কতমও নহেন" অর্থাৎ কোন ভাবযুক্তই নহেন। ভগবানের প্রতি তাহার প্রাসঙ্গিকনিন্দামাত্ররূপ বৈরভাবই হইয়াছিল, পরন্তু বৈরানুবন্ধ (নিরন্তর বৈরভাব) হয় নাই। অতএব তীব্রধ্যানের অভাবহেতু তাহাতে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল। সুতরাং অসুরতুল্যস্বভাব পুরুষগণও নিজের মুক্তির জন্য তাঁহার প্রতি বৈরভাবানুষ্ঠানে সাহস করিবেন না—ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব "অজ্ঞ পুরুষগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবৎকর্ত্তৃক যে সকল উপায় প্রোক্ত হইয়াছে, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি বাক্যেরও এস্থলে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল (অর্থাৎ এই বৈরভাব উক্ত শ্লোকবর্ণিত ভাগবতধর্ম্ম হইল না), যেহেতু অনভিপ্রেত বলিয়া এই বৈরভাব ভগবৎকর্ত্তৃক আত্মলাভের উপায়রূপে প্রোক্তই হয় নাই। যেহেতু এইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান—

অতএব যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবেন ॥ ৩২৩ ॥

এস্থলেও "নিবেশ করিবেন" এই পদ পূর্ব্বের ন্যায় সম্মতিমাত্র, পরন্তু বিধি নহে। "যে কোন উপায়ে" অর্থাৎ উক্ত উপায়সমূহের মধ্যেও যুক্ততম কোন উপায়ে। অহো যিনি তাদৃশবহুপ্রযত্নসাধ্যবৈধভক্তিমার্গে বহুকালে সাধ্য হন, তিনিই ভাববিশেষমাত্রদ্বারা, এমন কি দ্বেষপ্রভৃতিদ্বারাও অচিরেই সাধ্য হইয়া থাকেন, অতএব এবম্বিধ পরমসদ্‌গুণস্বভাব ভগবদ্‌বিষয়ে পামরজনচিন্তনীয় বৈরভাবের বার্ত্তা দূরে থাকুক, এমন অধম কে আছে, যে ঔদাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতি না করিয়া থাকে ?—এইরূপে রাগানুগায়ই পূর্ব্বোক্ত যুক্ততমত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদবচন ॥ ৩২৩ ॥

তদেবং ভাবমার্গসামান্যস্যৈব বলবত্ত্বেঽপি কৈমুত্যেন রাগানুগায়ামেবাভিধেয়ত্বমাহ (ভাঃ ১১।৫।৪৮)—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্ব,-পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ, তদ্ভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৩২৪ ॥

আকৃতিধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাম্। এবমেবোক্তম্ গারুড়ে—

"অজ্ঞানিনঃ সুরবরং সমধিক্ষিপন্তো, যং পাপিনোঽপি শিশুপাল-সুযোধনাদ্যাঃ।
মুক্তিং গতাঃ স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ, কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাম্ ॥" ইতি।

অতঃ (ভাঃ ৭।১।২৬)—"যথা বৈরানুবন্ধেন" ইত্যত্র বৈরানুবন্ধস্য সর্ব্বত আধিক্যং ন যোজনীয়ম্। যচ্চ, (ভাঃ ৩।১৬।৩০)—

"ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্। প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥"

ইতি জয়বিজয়ৌ প্রতি বৈকুণ্ঠবচনং, তদপি তদপরাধাভাসভোগার্থমেব সংরম্ভযোগাভাসং বিধত্তে,—তৎপ্রাপ্তেস্তয়োঃ স্বাভাবিকসিদ্ধত্বাৎ, যুদ্ধলীলার্থমেব তৎপ্রপঞ্চনাৎ।

অত্র দ্বেষাদাবপি কেচিদ্ভক্তিত্বং মন্যন্তে। তদসৎ; 'ভক্তিঃ' 'সেবাদি' শব্দানামানুকূল্য এব প্রসিদ্ধে-র্বৈরে তদ্বিরোধত্বেন তদসিদ্ধেশ্চ।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ভক্তিদ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোঽবগম্যতে,—

"যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে কচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ ॥"

ইত্যত্র চ। নন্বু, (ভাঃ ৩।২।২৪)—"মন্যেঽসুরান্ ভাগবতান্" ইত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে তেষামপি ভাগবতত্বং নির্দ্দিশ্যতে। মৈবম্; যতঃ 'মন্যে' ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাৎ, ন স্বয়ং ভাগবতত্বং তত্রাস্তীত্যেবং

"গোপীগণ" এই পদ ভূতপূর্ব্ব সাধক গোপীবিশেষগণের পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বকই উক্ত হইয়াছে। যেরূপ "সেই ভগবান্ আমাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিঅনুসারে শুদ্ধভাগবতদেহ প্রদান করিলে" ইত্যাদিরীতিক্রমে শ্রীনারদের পার্ষদদেহত্ব সিদ্ধ হইলেও তিনি এই শ্লোকে নিজের পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বকই "আমরা ভক্তিহেতু" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই পূর্ব্বাবস্থায়ই বৈধী ভক্তি ছিল। পরন্তু সম্প্রতি লব্ধরাগ তাঁহার (শ্রীনারদের) "আমার একান্তভক্তগণের গুণদোষ-জনিত গুণসমূহ বর্ত্তমান নাই। গুণদোষদর্শনই দোষ এবং তদুভয়বর্জ্জিতভাবই গুণরূপে জ্ঞাতব্য"—এই ন্যায়ানুসারে বিধির অনধীনা রাগাত্মিকাই বর্ত্তমান। অতএব "তদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছি"—এই বাক্যে অতীতকালসূচক বিভক্তিযুক্ত-ক্রিয়াপদ দ্বারা তাঁহাদের তাদৃশফলপ্রাপ্তির অতীতত্ব-নির্দ্দেশ হইয়াছে। এবিষয়ে উক্ত গোপীগণের ন্যায় আধুনিক রমণী-গণও তদ্‌গুণাদিশ্রবণেই তদ্‌ভাবযুক্ত হইয়া থাকেন। যথা—"যিনি উত্তমগানসমূহে উত্তমরূপে গীত হইয়া অথবা যে কোন গানে যে কোনরূপে গীত হইয়া শ্রবণমাত্রেই বলপূর্ব্বক রমণীগণের চিত্ত আকর্ষণ করেন, তাঁহার সাক্ষাৎকারিণীগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? অথবা ভূতপূর্ব্বপার্ষদ শিশুপালের সম্বন্ধেও আগন্তুক উপদ্রবাভাসের (বৈরভাবের) নাশদর্শনেই সাধকত্ব নির্দ্দেশ হইয়াছে। "সম্বন্ধস্নেহ" অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ যে "স্নেহ" অর্থাৎ অনুরাগ, তাহাহেতু বৃষ্ণিগণ এবং আপনারা—এইরূপে একত্র অন্বয়। অতএব "বৈরানুবন্ধহেতু" ইত্যাদি এবং "কাম, দ্বেষ, ভয়" ইত্যাদিস্থলে বর্ণিত অর্থেরই উদাহরণ-বাক্যস্বরূপ এইশ্লোকে তাহাদের সহিত সমানার্থ আবশ্যক বলিয়া এবং "পঞ্চপ্রকারের মধ্যে" এই ভবিষ্যদ্‌বাক্যের অনু-রোধে এবং উভয়স্থলেই সম্বন্ধ ও স্নেহ—এই উভয়েরই বিদ্যমানত্বহেতু "সম্বন্ধ"-শব্দগ্রহণ অনুরাগেরই বিশেষত্ব-জ্ঞাপনার্থ জানিতে হইবে। গোপীগণের ন্যায় এস্থলেও ভূতপূর্ব্ব বৃষ্ণিবিশেষগণ এবং পাণ্ডবসম্বন্ধিবিশেষগণ পূর্ব্বাবস্থাবলম্বনেই সাধকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অতএব সম্বন্ধজনিত স্নেহও সেই সম্বন্ধবিশেষের অভিরুচিমাত্ররূপেই জ্ঞাতব্য।

"ভক্তিহেতু" অর্থাৎ বিহিতভক্তিহেতু। যেহেতু ভাবমার্গনির্দ্দেশের জন্য প্রথমতঃ প্রতিলব্ধরূপে এই বিহিতভক্তিরই উপক্রম হইতেছে। সম্প্রতি আশঙ্কা এই যে—যদি দ্বেষহেতুও সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে বেণ কি জন্য নরকে পাতিত হইলেন? ইহার উত্তরস্বরূপ বলিতেছেন, যে—

পুরুষের প্রতি পঞ্চপ্রকারের মধ্যে বেণ কতমও নহেন ॥ ৩২২ ॥

পুরুষং ভগবন্তং প্রতি লক্ষীকৃত্য পঞ্চানাং বৈরানুবন্ধাদীনাং মধ্যে বেণঃ কতমোঽপি ন স্যাৎ। তস্য তং প্রতি প্রাসঙ্গিকনিন্দামাত্রাত্মকং বৈরং, ন তু বৈরানুবন্ধঃ। ততস্তীব্রধ্যানাভাবাৎ পাপমেব তত্র প্রতি-ফলিতমিতি ভাবঃ। ততোঽসুরতুল্যস্বভাবৈরপি তস্মিন্ স্বমোক্ষার্থং বৈরভাবানুষ্ঠানসাহসং ন কর্ত্তব্যমিত্য-ভিপ্রেতম্। অতএব (ভাঃ ১১।২।৩৪)—"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাঃ" ইত্যাদেরপ্যতিব্যাপ্তির্ব্যাহন্যতে,—অনভিপ্রেতত্বেনাপ্রোক্তত্বাৎ। যস্মাদেবং (ভাঃ ৭।১।৩১)—

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ॥ ৩২৩ ॥

অত্রাপি পূর্ব্ববন্নিবেশয়েদিতি সম্মতিমাত্রং, ন বিধিঃ। কেনাপি তেষ্বপ্যুপায়েষু যুক্ততমেনৈকেনে-ত্যর্থঃ। অহো যস্তাদৃশবহুপ্রযত্নসাধ্যবৈধভক্তিমার্গেণ চিরাৎ সাধ্যতে, স এবাচিরাদ্ভাববিশেষমাত্রেণ, তত্র চ দ্বেষাদিনাপি; তস্মাদেবংভূতে পরমসদ্‌গুণস্বভাবে তস্মিন্ দূরেঽস্তু পামরজনভাবস্য বৈরস্য বার্ত্তা, কো বাধম ঔদাস্যমবলম্ব্য প্রীতিমপি ন কুর্য্যাদিতি রাগানুগায়ামেব তচ্চ যুক্ততমত্বমঙ্গীকৃতং ভবতি ॥ (৭।১।) শ্রীনারদঃ শ্রীযুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩২৩ ॥

"পুরুষের প্রতি" অর্থাৎ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া প্রবর্ত্তিত "পঞ্চপ্রকারের" অর্থাৎ বৈরানুবন্ধ প্রভৃতি পঞ্চবিধ ভাবের মধ্যে বেণ "কতমও নহেন" অর্থাৎ কোন ভাবযুক্তই নহেন। ভগবানের প্রতি তাহার প্রাসঙ্গিকনিন্দামাত্ররূপ বৈরভাবই হইয়াছিল, পরন্তু বৈরানুবন্ধ (নিরন্তর বৈরভাব) হয় নাই। অতএব তীব্রধ্যানের অভাবহেতু তাহাতে পাপই প্রতিফলিত হইয়াছিল। সুতরাং অসুরতুল্যস্বভাব পুরুষগণও নিজের মুক্তির জন্য তাঁহার প্রতি বৈরভাবানুষ্ঠানে সাহস করিবেন না—ইহাই অভিপ্রেত হইয়াছে। অতএব "অজ্ঞ পুরুষগণের অনায়াসে আত্মলাভের জন্য ভগবৎকর্ত্তৃক যে সকল উপায় প্রোক্ত হইয়াছে, তাহাই ভাগবতধর্ম্ম বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি বাক্যেরও এস্থলে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল (অর্থাৎ এই বৈরভাব উক্ত শ্লোকবর্ণিত ভাগবতধর্ম্ম হইল না), যেহেতু অনভিপ্রেত বলিয়া এই বৈরভাব ভগবৎকর্ত্তৃক আত্মলাভের উপায়রূপে প্রোক্তই হয় নাই। যেহেতু এইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান—

অতএব যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবেন ॥ ৩২৩ ॥

এস্থলেও "নিবেশ করিবেন" এই পদ পূর্ব্বের ন্যায় সম্মতিমাত্র, পরন্তু বিধি নহে। "যে কোন উপায়ে" অর্থাৎ উক্ত উপায়সমূহের মধ্যেও যুক্ততম কোন উপায়ে। অহো যিনি তাদৃশবহুপ্রযত্নসাধ্যবৈধভক্তিমার্গে বহুকালে সাধ্য হন, তিনিই ভাববিশেষমাত্রদ্বারা, এমন কি দ্বেষপ্রভৃতিদ্বারাও অচিরেই সাধ্য হইয়া থাকেন, অতএব এবম্বিধ পরমসদ্‌গুণস্বভাব ভগবদ্‌বিষয়ে পামরজনচিন্তনীয় বৈরভাবের বার্ত্তা দূরে থাকুক, এমন অধম কে আছে, যে ঔদাস্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রীতি না করিয়া থাকে ?—এইরূপে রাগানুগায়ই পূর্ব্বোক্ত যুক্ততমত্ব অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদবচন ॥ ৩২৩ ॥

তদেবং ভাবমার্গসামান্যস্যৈব বলবত্ত্বেঽপি কৈমুত্যেন রাগানুগায়ামেবাভিধেয়ত্বমাহ (ভাঃ ১১।৫।৪৮)—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-শাল্ব,-পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ, তত্সাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ ৩২৪ ॥

আকৃতিধিয়ঃ তত্তদাকারা ধীর্যেষাম্। এবমেবোক্তম্ গারুড়ে—

"অজ্ঞানিনঃ সুরবরং সমধিক্ষিপন্তো, যং পাপিনোঽপি শিশুপাল-সুযোধনাদ্যাঃ।
মুক্তিং গতাঃ স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ, কঃ সংশয়ঃ পরমভক্তিমতাং জনানাম্ ॥" ইতি।

অতঃ (ভাঃ ৭।১।২৬)—"যথা বৈরানুবন্ধেন" ইত্যত্র বৈরানুবন্ধস্য সর্ব্বত আধিক্যং ন যোজনীয়ম্। যচ্চ, (ভাঃ ৩।১৬।৩০)—

"ময়ি সংরম্ভযোগেন নিস্তীর্য্য ব্রহ্মহেলনম্। প্রত্যেষ্যতং নিকাশং মে কালেনাল্পীয়সা পুনঃ ॥"

ইতি জয়বিজয়ৌ প্রতি বৈকুণ্ঠবচনং, তদপি তদপরাধাভাসভোগার্থমেব সংরম্ভযোগাভাসং বিধত্তে,—তৎপ্রাপ্তেস্তয়োঃ স্বাভাবিকসিদ্ধত্বাৎ, যুদ্ধলীলার্থমেব তৎপ্রপঞ্চনাৎ।

অত্র দ্বেষাদাবপি কেচিদ্ভক্তিত্বং মন্যন্তে। তদসৎ; 'ভক্তিঃ' 'সেবাদি' শব্দানামানুকূল্য এব প্রসিদ্ধে-র্বৈরে তদ্বিরোধত্বেন তদসিদ্ধেশ্চ।

পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ভক্তিদ্বেষাদীনাঞ্চ ভেদোঽবগম্যতে,—

"যোগিভির্দৃশ্যতে ভক্ত্যা নাভক্ত্যা দৃশ্যতে ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাচ্চ জনার্দ্দনঃ ॥"

ইত্যত্র চ। নন্বু, (ভাঃ ৩।২।২৪)—"মন্যেঽসুরান্ ভাগবতান্" ইত্যাদৌ শ্রীমদুদ্ধববাক্যে তেষামপি ভাগবতত্বং নির্দ্দিশ্যতে। মৈবম্; যতঃ 'মন্যে' ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষাবগমাৎ, ন স্বয়ং ভাগবতত্বং তত্রাস্তীত্যেবং

সিদ্ধ্যতীতি। সা চোৎপেক্ষা তেন তচ্ছোকোৎকণ্ঠাবতা কেবলদর্শনভাগ্যাংশেনৈব রচিতা যুক্তৈব ; যথা,—হন্ত বয়মেব তদ্বহির্ম্মুখাঃ, যেষামন্তিমসময়ে তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসম্ভাবনাপি ন বিদ্যতে, যেভ্যশ্চাসুরা অপি ভাগবতাঃ, যে খলু তদানীং তন্মুখচন্দ্রমসো দর্শনসৌভাগ্যং প্রাপুরিতি, তস্মান্ন দ্বেষাদৌ কথঞ্চিদপি ভক্তিত্বম্। (১১।৫।) শ্রীনারদঃ শ্রীবসুদেবম্॥ ৩২৪ ॥

এইরূপে ভাবমার্গমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থিত হইলেও কৈমুত্যন্যায়ে রাগানুগাই অভিধেয়রূপে বলিতেছেন। যথা—

শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব প্রভৃতি রাজগণ শয়ন, আসন প্রভৃতি সর্ব্বত্র বৈরভাবেও যাঁহাকে ধ্যান করিয়া তদীয় গতিবিলাসাদিদ্বারা আকৃতিধী হইয়া তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি অনুরক্তচিত্ত পুরুষগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ॥ ৩২৪ ॥

"আকৃতিধী" অর্থাৎ তত্তদাকারবুদ্ধিবিশিষ্ট। গরুড়পুরাণেও এইরূপই উক্ত হইয়াছে যে,—"শিশুপাল, দুর্য্যোধন প্রভৃতি অজ্ঞানী পাপিগণও যে দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্মরণমাত্রই নিষ্পাপ হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাঁহার প্রতি পরমভক্তিশালী জনগণের সেই মুক্তিবিষয়ে আর সন্দেহ কি ?"

অতএব—"বৈরানুবন্ধহেতু মনুষ্য যেরূপ তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, ভক্তিযোগে সেরূপ হয় না" এই বাক্যে বৈরানুবন্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে জ্ঞাতব্য নহে। জয়বিজয়ের প্রতি—"তোমরা আমার প্রতি সংরম্ভযোগহেতু (ক্রোধযোগহেতু) ব্রহ্মশাপ উত্তীর্ণ হইয়া অল্পকালমধ্যেই পুনরায় আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে" এই ভগবদ্‌বচনেও তাদৃশ অপরাধাভাসের ভোগার্থই সংরম্ভযোগের আভাসমাত্র বিহিত হইতেছে। পরন্তু বস্তুতঃপক্ষে এই বিধান ব্যতীত স্বভাবতঃই তাঁহাদের উভয়ের তাদৃশ সংরম্ভযোগপ্রাপ্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, যেহেতু ভগবৎকর্ত্তৃক যুদ্ধলীলার জন্যই তাদৃশভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

এস্থলে কেহ কেহ দ্বেষপ্রভৃতিও ভক্তিরূপে মনে করেন ; পরন্তু তাহা অসঙ্গত, যেহেতু 'ভক্তি' 'সেবা' প্রভৃতি শব্দ আনুকূল্যার্থেই প্রসিদ্ধ এবং বৈরভাবে আনুকূল্যের বিরোধহেতু ভক্তিসিদ্ধি হয় না। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও ভক্তি, দ্বেষ প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। "যোগিগণ ভক্তিদ্বারা জনার্দ্দনকে দর্শন করেন, অভক্তিদ্বারা কখনও তাঁহাকে দর্শন করা যায় না, এইরূপ রোষ এবং মৎসরভাবহেতুও তাঁহার দর্শন সম্ভবপর হয় না" এই বাক্যেও ভক্তি এবং দ্বেষাদির পার্থক্য উক্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে—"আমি অসুরগণকে ভাগবত মনে করি" এই উদ্ধববাক্যে তাঁহাদিগকেও ত' ভাগবতরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ?" তাহার উত্তর এই যে —তাহাদের সম্বন্ধে তাদৃশ ভাগবতত্ব জ্ঞাতব্য নহে। কারণ "মনে করি" এই পদদ্বারা উৎপ্রেক্ষারই সূচনাহেতু তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ ভাগবতত্বের অভাবই সিদ্ধ হইতেছে। (যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেইরূপে আশঙ্কা করাই উৎপ্রেক্ষা। "মনে করি", "আশঙ্কা করি" ইত্যাদি পদ উৎপ্রেক্ষার সূচক।) শ্রীকৃষ্ণবিয়োগশোকোৎকণ্ঠিত শ্রীউদ্ধবকর্ত্তৃক অসুরগণের সম্বন্ধে কেবলমাত্র ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ ভাগ্যাংশহেতুই তাদৃশী উৎপ্রেক্ষা রচিতা বলিয়া সঙ্গতই হইয়াছে। এস্থলে উৎপ্রেক্ষার প্রণালী এইরূপ—অহো আমরাই শ্রীকৃষ্ণবিমুখ, যেহেতু আমাদের অন্তিমসময়ে তদীয় মুখচন্দ্রদর্শনের সম্ভাবনাও নাই। আমাদিগের অপেক্ষা অসুরগণই ভাগবত, যেহেতু তাহারা অন্তিমকালে তদীয় মুখচন্দ্রদর্শনসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব দ্বেষ প্রভৃতিতে বস্তুতঃ কোনরূপেই ভক্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। শ্রীবসুদেবের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি ॥ ৩২৪ ॥

তদেবং রাগানুগা সাধিতা। সা চ শ্রীকৃষ্ণ এব মুখ্যা, (ভাঃ ৭।১।৩০)—"গোপ্যঃ কামাৎ" ইত্যাদিনা তস্মিন্নেব দর্শিতত্বাৎ, দৈত্যানামপি দ্বেষেণাপি তস্মিন্নেবাবেশলাভদর্শনাৎ, সিদ্ধিপ্রাপ্তেশ্চ। নান্যত্র তু কুত্রাপ্যংশিন্যংশে বা। অতএবোক্তং (ভাঃ ৭।১।৩১)—"তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে" ইত্যাদি।

অতস্তাদৃশঝটিত্যাবেশহেতূপাসনালাভাদেব স্বয়মেকাদশে বৈধোপাসনা স্বস্মিন্নোক্তা, কিন্ত্বন্যত্র চতুর্ভুজাকার এব। তত্র চ শুদ্ধস্য রাগস্য শ্রীগোকুলে এব দর্শনাৎ, তত্র নু রাগানুগা মুখ্যতমা, যত্র খলু স্বয়ং ভগবানপি তেষাং পুত্রাদিভাবেনৈব বিলসতি, (গীঃ ৪।১১)—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদেঃ, (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)—"মল্লানামশনিঃ" ইত্যাদেঃ, "স্বেচ্ছাময়স্য"ইত্যস্মাচ্চ। ততশ্চ ভক্তকর্তৃকভোজনপানস্নপনবীজনাদিলক্ষণ-লালনেচ্ছাপি তস্যাকৃত্রিমৈব জায়তে।

সাধারণভক্তিসদ্ভাবেনৈব হি (গীঃ ৯।২৬)—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

ইত্যুক্তম্। শ্রীশুকদেবেন চ তদেতদেবাকাঙ্ক্ষয়া শ্লাঘিতম্ (ভাঃ ১০।১৫।১৭)—

"পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ। অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥"

—ইত্যাদিনা। নানেন চৈশ্বর্য্যস্য হানিঃ,—তদানীমপি তস্যৈশ্বর্য্যস্যান্যত্র স্ফুরদ্রূপত্বাৎ, ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্য চেশিতরি প্রশংসনীয়স্বভাবত্বাদেব; যথা শ্রীব্রজেশ্বরীবদ্ধ এব যমলার্জ্জুনমোক্ষং কৃতবান্। তাদৃশৈশ্বর্য্যেঽপি তস্মিন্ শ্রীব্রজেশ্বরীবশ্যতৈব শ্রীশুকদেবেন বন্দিতা (ভাঃ ১০।৯।১৯)—"এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যে চান্যাপি তদীয়রাগানুগাপরাস্তেষামপি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনত্বাদিমাত্রধর্ম্মৈরুপাসনাযুক্তা; যথা গোবর্দ্ধনোদ্ধরণলব্ধবিস্ময়ান্ শ্রীগোপান্ প্রত্যুক্তং স্বয়ং ভগবতৈব বিষ্ণুপুরাণে—

"যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি। তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি॥" ইতি।

"তদার্চ্চাবন্ধুসদৃশী বান্ধবাঃ ক্রিয়তাং ময়ি" ইতি বা পাঠঃ; তথা,—

"নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ। অহং বো বান্ধবো জাতো নাতশ্চিন্ত্যমতোঽন্যথা॥" ইতি।

(ভাঃ ১০।৩।৪৫)—"যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বাসকৃৎ" ইত্যত্র তু শ্রীবসুদেবাদীনামৈশ্বর্য্য-জ্ঞানপ্রধানত্বাৎ দ্ব্যাত্মিকৈব ভগবদনুমতির্জ্ঞেয়া। প্রাগ্জন্মন্যপি তয়োস্তপআদি প্রধানৈব ভক্তিরুক্তা। অতঃ শ্রীব্রজেশ্বর্য্যাঃ পুনস্তন্মুখদৃষ্টবৈভবত্বমশ্লাঘিত্বা পুত্রস্নেহময়ীং মায়াম্যেকপর্য্যায়াং তৎকৃপামেব বহুমন্যমানস্তা-দৃশভাগ্যঞ্চ শ্রীবসুদেবদেবক্যোর্নাস্তীতি বিস্পষ্টয়ন্ তস্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বরস্য চ ভাগ্যং তাদৃশবাল্যলীলোচ্ছল্য-মানপুত্রভাবেন রাজমানমতিশ্লাঘিতবান্ রাজা, (ভাঃ ১০।৮।৪৬)—"নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্" ইত্যাদিদ্বয়েন। শ্রীমুনিরাজশ্চ তাদৃশ তৎপ্রেমৈব শ্লাঘিতবান্, (ভাঃ ১০।৯।১৯)—"এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা" ইত্যাদিনা।

তদেবং শ্রীবসুদেবদেবক্যাবুপলক্ষ্য শ্রীনারদোঽপি সাধকান্ প্রতি (ভাঃ ১১।৫।৪৭)—দর্শনালিঙ্গ-নালাপৈঃ" ইত্যাদিনা যদুপদিষ্টবান্, তত্র টীকা চ যথা—"পুত্রোপলালনেনৈব ভাগবতধর্ম্মসর্ব্বস্বনিষ্পত্তেঃ" ইত্যেষা। তথা (ভাঃ ১১।৫।৪৯)—"মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে" ইত্যেতদপি তদবিরোধেন টীকায়ামেবমবতারিতম্;—যথা, "ননু পুত্রস্নেহশ্চেন্মোক্ষহেতুস্তর্হি সর্ব্বেঽপি মুচ্যেরন্? তত্রাহ—মাপত্য-বুদ্ধিমিতি ইত্যেতৎ। তস্মিন্নপত্যত্বং প্রাপ্তেঽপি তস্মিন্ তাদৃশভাবনাবশংগতেঽপ্যস্তি স্বাভাবিকং পার-মৈশ্বর্য্যমধিকমিতি ভাবঃ। যদ্বা পূর্ব্ববন্নার্থোঽড়াগমঃ, কিন্ত্বকারো নিষেধে 'অভাবে নহ্য নো ন' ইতি শব্দকোষাৎ। ততো নিষেধদ্বয়াদপত্যবুদ্ধিমেব কুর্ব্বিত্যর্থঃ।

অতএব জ্ঞানাজ্ঞানয়োরনাদরেণ কেবলরাগানুগায়া এবানুষ্ঠিতিঃ প্রশস্তা, (ভাঃ ১১।১১।৩৩)—"জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ শ্রীগোকুল এব রাগাত্মিকায়াঃ শুদ্ধত্বাৎ, তদনুগা ভক্তিরেব মুখ্যতমেতি সাধ্বেবোক্তম্। তদেবমন্যত্রাসম্ভবতয়া রাগানুগামাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা পূর্ণভগবত্তা-দৃষ্ট্যা চ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনস্য মাহাত্ম্যং মহদেব সিদ্ধং ; তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য।

অথ তদ্ভজনমাত্রস্য মাহাত্ম্যমুপক্রমত এব যথা (ভাঃ ১।২।৫)—

"মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোঽহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলম্। যৎকৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসীদতি॥" ইতি।

তত্রৈতদ্বক্তব্যম্—পূর্ব্বং মনসঃ প্রসাদহেতুঃ পৃষ্টঃ ; অনেন তু শ্রীকৃষ্ণপ্রশ্নমাত্রস্য তদ্ধেতুতোক্তা ; ন তু (ভাঃ ১।২।৬)—"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদিনা তদীয়ানন্তরপ্রকরণে যথা মহতা প্রযত্নেন কর্ম্মা-র্পণমারভ্য ভক্তিনিষ্ঠাপর্য্যন্ত এব জাতে প্রাদুর্ভাবান্তরভজনস্য তদ্ধেতুতোক্তা, অত্র তু ন তথেতি। অতএবাব-তারান্তরকথায়া অপি তদভিনিবেশ এব ফলমিত্যাহ (ভাঃ ২।৮।২-৩)—

হরেরদ্ভুতবীর্য্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি॥
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষে কলেবরম্ ॥৩২৫॥

হরেস্তদবতাররূপস্য। অখিলাত্মনি সর্ব্বাংশিনি কৃষ্ণে শ্রীমদর্জ্জুনসখে। (২।৮।) রাজা শ্রীশুকদেবম্॥ ৩২৫॥

এইরূপে রাগানুগা সাধিত হইল। তাহাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই মুখ্যা হইয়া থাকে। যেহেতু "গোপীগণ কামহেতু" ইত্যাদিবাক্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়েই তাহা দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ দৈত্যগণেরও দ্বেষহেতু তাঁহাতেই আবেশলাভ এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তি দৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু অন্য কোন অংশী বা অংশে তাহা দৃষ্ট হয় নাই। অতএব বলিয়াছেন —"এইহেতু যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে।" অতএব (নিজবিষয়ে) তাদৃশ সত্বর আবেশজনিকা (রাগানুগা) উপাসনার প্রাপ্তিহেতু স্বয়ং একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজবিষয়ে বৈধোপাসনা না বলিয়া অন্য চতুর্ভুজাকারবিগ্রহ-বিষয়েই বৈধোপাসনা বলিয়াছেন। তন্মধ্যেও শ্রীগোকুলেই শুদ্ধরাগ দৃষ্ট হওয়ায়, তথায়ই রাগানুগা মুখ্যতমা জানিতে হইবে। যেহেতু যে-স্থানে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্রাদিভাবেই বিলাসশালী হইতেছেন। এ বিষয়ে—"যাহারা আমাতে যে-ভাবে প্রপন্ন হয়" ইত্যাদি, "মল্লগণের নিকট বজ্ররূপে" ইত্যাদি এবং "সেই স্বেচ্ছাময় পুরুষের" ইত্যাদি বাক্য এস্থলে প্রমাণস্বরূপ। অতএব ভক্তকর্ত্তৃক তদীয় ভোজন, পান, স্নপন, বীজন প্রভৃতিরূপ লালনেচ্ছাও তাঁহার সম্বন্ধে অকৃত্রিমই হইয়া থাকে।

"যিনি ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করেন, আমি সেই প্রযতচিত্ত পুরুষের ভক্তিপূর্ব্বক উপহৃত তদ্বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকি" এই বচন সাধারণভক্তিসদ্ভাবেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃকও আকাঙ্ক্ষাদ্বারা তাদৃশী ব্রজসেবাই প্রশংসিত হইয়াছে, যথা—"কেহ কেহ উক্ত মহাপুরুষের পাদসংমর্দ্দন করিয়াছেন, অপর নিষ্পাপ পুরুষ-গণ ব্যজনদ্বারা বায়ুসঞ্চালন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। পরন্তু এই গোকুলভাবদ্বারা তদীয় ঐশ্বর্য্যের হানি হয় না, যেহেতু তৎকালেও তদীয় ঐশ্বর্য্য অন্যত্র প্রকাশিতরূপে বর্ত্তমানই থাকে। ভগবান্ জগদীশ্বরের ভক্তেচ্ছাময়ত্বস্বভাব প্রশংসনীয়ই হয়। যেরূপ শ্রীব্রজেশ্বরীকর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াই যমলার্জ্জুন মোচন করিয়াছিলেন। তিনি তাদৃশৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইলেও তাঁহার মধ্যে শ্রীব্রজেশ্বরীর যে বশ্যত্বভাব দৃষ্ট হইয়াছে, শ্রীশুকদেব তাহারই বন্দন করিয়াছেন, যথা—"হে রাজন্! ঈশ্বর-সহিত এই বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র কৃষ্ণরূপী শ্রীহরি এইরূপে ভৃত্যবশ্যভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন"। অতএব

সম্প্রতিও যাঁহারা তদীয় রাগানুগাপরায়ণ, তাঁহাদের ও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনত্বাদিরূপ ধর্ম্মমাত্রবিশিষ্টরূপেই তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। যথা বিষ্ণুপুরাণে ভগবান্ গোবর্দ্ধনধারণহেতু বিস্মিত শ্রীগোপগণের প্রতি স্বয়ংই বলিয়াছেন যে—"আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্লাঘ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা আমার প্রতি নিজবন্ধুজনসদৃশী বুদ্ধি করিবে।"

এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে—"তাহা হইলে হে বান্ধবগণ! তোমরা বন্ধুসদৃশী পূজা করিবে" এইরূপ বিকল্পপাঠও দৃষ্ট হয়। এইরূপ—"আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি, পরন্তু আমি তোমাদেরই বান্ধব, অতএব অন্যপ্রকার চিন্তা করিও না।" শ্রীবসুদেবপ্রভৃতির ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যহেতুই—"তোমরা উভয়ে নিরন্তর পুত্রভাবে এবং ব্রহ্মভাবে আমাকে চিন্তা করিয়া মদীয় পরমগতি প্রাপ্ত হইবে" এই বাক্যে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উভয়ভাবাত্মিকা অনুমতি হইয়াছে। পূর্ব্বজন্মেও দেবকীবসুদেবের তপস্যাদি প্রধানা ভক্তিই উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধে ভগবদ্রূপে তদ্বৈভবদর্শনরূপ কার্য্যের প্রশংসা না করিয়া মায়াপ্রভৃতির সমপর্য্যায়বিশিষ্টা পুত্রস্নেহময়ী ভগবৎকৃপারই বহুমানন এবং শ্রীবসুদেবদেবকীসম্বন্ধে তাদৃশ ভাগ্যের অভাব প্রকাশসহকারে শ্রীব্রজেশ্বরীও শ্রীব্রজেশ্বরের সম্বন্ধে তাদৃশ বাল্যলীলোচ্ছলিত পুত্রভাবদ্বারা বিরাজমান ভাগ্যের অতি প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—"হে ব্রহ্মন্! শ্রীনন্দমহারাজ তাদৃশ মহাসমৃদ্ধিজনক কোন্ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং শ্রীহরি যাঁহার স্তনপান করিয়াছেন, সেই মহাভাগা যশোদাই বা এরূপ কি করিয়াছিলেন? স্বয়ং পিতামাতাও (বসুদেব-দেবকীও) শ্রীকৃষ্ণের যে উদারবাল্যলীলা প্রাপ্ত হন নাই এবং অদ্যাপি পৃথিবীতে কবিগণ লোকপাপবিনাশন যে বাল্যচরিতের কীর্ত্তন করেন, তাহা যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই নন্দ যশোদা ঈদৃশ কোন্ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন?" শ্রীমুনিরাজও—"হে রাজন্! ঈশ্বরসহিত এই বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র কৃষ্ণরূপী শ্রীহরি এইরূপে ভৃত্যবশ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন" এই বাক্যে তাদৃশ তৎপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন।

এইরূপ শ্রীবসুদেব এবং দেবকীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীনারদও সাধকগণের প্রতি—"শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পুত্রস্নেহকারী তোমরা উভয়ে তাঁহার দর্শন, আলিঙ্গন, আলাপ, শয়ন, আসন ও ভোজনাদিদ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়াছ" এই বাক্যে যে উপদেশ করিয়াছেন, উক্ত শ্লোকের টীকায়ও উক্ত হইয়াছে যে—"পুত্রোপলালনদ্বারাই তোমাদের ভাগবতধর্ম্মসর্ব্বস্বসিদ্ধি হইয়াছে"। এইরূপ—"সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি করিও না" এই বাক্যও পূর্ব্ববাক্যের অবিরোধে টীকায় এরূপে অবতারিত হইয়াছে। যথা—"পুত্রস্নেহ যদি মোক্ষহেতু হয়, তাহা হইলে সকলেই মুক্ত হইতে পারে; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"সর্ব্বেশ্বরেশ্বর" ইত্যাদি। তিনি পুত্রত্ব এবং পুত্রত্বভাবনাবশীভূতত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহাতে স্বভাবতঃ পারমৈশ্বর্য্যত্বরূপ অতিরিক্ত ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। অথবা শ্লোকস্থ—"মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ" (অপত্যবুদ্ধি করিও না) এইবাক্যে "মা" এই নিষেধার্থক অব্যয়যোগে ব্যাকরণনিয়মানুসারে "অকৃথা" এই ক্রিয়াপদের "অ"-কারাগম অসঙ্গত হইলেও আর্ষবচন অথবা ছন্দোঽনুরোধে "অ"-কারাগম হইয়াছে, এরূপ যে টীকায় উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। যেহেতু এই "অ"-কার তাদৃশ বিভক্তি-পরে আগমভূত অ-কার নহে, পরন্তু এই অ-কার নিষেধার্থক। শব্দকোষে অভাবার্থে (নিষেধার্থে) "নহি" "অ" "নো" "ন" শব্দ উক্ত হইয়াছে। অতএব এস্থলে নিষেধসূচক "মা" এবং "অ" এই শব্দদ্বয় দ্বারা অবশেষে "অপত্যবুদ্ধি করিবে" এইরূপ বিধি প্রতিপাদিত হইয়াছে। (যথা—"মা"—না, "অপত্যবুদ্ধিম্"—পুত্র বুদ্ধি, "অ"—ন, "কৃথা"—করিও—এইরূপ অর্থবশতঃ 'পুত্রবুদ্ধি করিও না' এইরূপে নিষেধদ্বয়ের অর্থাধীন "পুত্রবুদ্ধি করিও" এইরূপ বিধিই লব্ধ হইল)।

অতএব "যাঁহারা দেশকালপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বাত্মা সচ্চিদানন্দাদিস্বরূপ আমাকে জানিয়াই হউক অথবা তাদৃশভাবে আমাকে না জানিয়াই হউক, অনন্যভাবে ভজন করেন, তাঁহারা আমার ভক্ততমরূপে সম্মত"—এই বাক্যে জ্ঞানাজ্ঞানের

অনাদরপূর্ব্বক কেবল রাগানুগার অনুষ্ঠানই প্রশংসিত হইয়াছে। অতএব শ্রীগোকুলেই রাগাত্মিকার শুদ্ধত্বহেতু তদনুগা-ভক্তিই মুখ্যতমা—এইরূপ উক্তি সঙ্গতই হইয়াছে। সুতরাং অন্যভজনে যাহা অসম্ভব, তাদৃশ রাগানুগামাহাত্ম্য দর্শনহেতু এবং পূর্ণভগবত্ত্বদর্শনহেতু শ্রীকৃষ্ণভজনের মাহাত্ম্য মহদ্রূপেই সিদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যেও বিশেষতঃ শ্রীগোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনই তাদৃশ মহৎস্বরূপ হইয়া থাকে। অনন্তর তদীয়ভজনমাত্রের মাহাত্ম্যবিষয়ে উপক্রমই করিতেছেন, যথা—"হে মুনিগণ! যাহাদ্বারা চিত্ত সুপ্রসন্ন হয়, আপনারা যেহেতু সেই কৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন, অতএব আপনারা আমার নিকট লোকমঙ্গলকর উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন"।

এস্থলে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বে মুনিগণ চিত্তপ্রসাদের হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই শ্লোকে উত্তরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রশ্নমাত্রই চিত্তপ্রসাদের হেতুরূপে বলিয়াছেন। পরন্তু "তাহাই পুরুষের পরমধর্ম্ম" ইত্যাদিক্রমে তৎপরবর্ত্তি প্রকরণে যেরূপভাবে মহাপ্রযত্নসহকারে কর্ম্মার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠাপর্য্যন্ত উৎপন্ন হইলেই প্রাদুর্ভাবান্তরভজন চিত্তপ্রসাদের হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কিন্তু তাদৃশ প্রয়াসাদি উক্ত হয় নাই। অতএব অবতারান্তর কথারও শ্রীকৃষ্ণাভিনিবেশই ফলস্বরূপ, ইহাই বলিতেছেন, যথা—

হে মহাভাগ! অদ্ভুতবীর্য্য শ্রীহরির লোকমঙ্গল কথাসমূহ বর্ণন করুন, যাহাতে আমি অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নিঃসঙ্গ-ভূত চিত্তের নিবেশপূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিতে পারি ॥ ৩২৫ ॥

"শ্রীহরির" অর্থাৎ তদীয় অবতাররূপের। "অখিলাত্মা" অর্থাৎ সর্ব্বাংশী, "শ্রীকৃষ্ণ" অর্থাৎ অর্জ্জুন-সখা। শ্রীশুক-দেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের উক্তি ॥ ৩২৫ ॥

তথা শ্রীমদুদ্ধবসংবাদান্তে চ যথা—তত্র যদ্যপি পূর্ব্বাধ্যায়সমাপ্তৌ উক্তায়া জ্ঞানযোগচর্য্যায়া ভক্তি-সহভাবেনৈব স্বফলজনকত্বং শ্রীভগবতোক্তং তথাপি তাং জ্ঞানযোগচর্য্যামংশতোঽপ্যনঙ্গীকুর্ব্বতা পরমৈ-কান্তিনা শ্রীমদুদ্ধবেন (ভাঃ ১১।২৯।১-২)—

"সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ। যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রহ্যঞ্জসাচ্যুত ॥
প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্ষিতাঃ ॥"

ইত্যত্র স্ববাক্যে তস্যা দুষ্করত্বেন প্রায়ঃ ফলপর্য্যবসায়িত্বাভাবেন চোক্তত্বাৎ, শুশ্রূষমাণায়া ভক্তেস্তু সুকরত্বেনাবশ্যকফলপর্য্যবসায়িত্বেন চাভিপ্রেতত্বাৎ তদ্ভক্তিরেব কর্ত্তব্যেতি স্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং তাং জ্ঞানযোগচর্য্যামনাদৃত্য ভক্তিমেবাঙ্গীকুর্ব্বাণাস্তব শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব ভক্তিং তাদৃশাস্তু জ্ঞানযোগাদিফলা-নাদরেণৈব কুর্ব্বন্তীতি পুনরাহ চতুর্ভিঃ (ভাঃ ১১।২৯।৩)—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং, হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি,-স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥ ৩২৬ ॥

শ্রীউদ্ধবসংবাদান্তেও এরূপ জ্ঞাতব্য। উক্তস্থলে যদিও পূর্ব্বাধ্যায়সমাপ্তিকালে বর্ণিত জ্ঞানযোগানুষ্ঠান ভক্তি-সহজাত হইলেই নিজফলজনকরূপে শ্রীভগবৎকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে, তথাপি আংশিকভাবেও উক্ত জ্ঞানযোগানুষ্ঠানের অস্বীকারকারী পরমৈকান্তী শ্রীউদ্ধব—"হে অচ্যুত! অসংযত পুরুষের পক্ষে আমি এই যোগানুষ্ঠান সুদুষ্কর মনে করি, অতএব পুরুষ যাহাতে অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারেন, আপনি আমার নিকট তাহা বর্ণন করুন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! মনোনিগ্রহে প্রবৃত্ত যোগিগণ কিঞ্চিন্মাত্র মনোনিগ্রহেই ক্লান্ত হইয়া সম্পূর্ণনিগ্রহের অভাবহেতু প্রায়শঃ বিষণ্ণ হইয়া থাকেন।"

এই নিজবাক্যে যোগানুষ্ঠানের দুষ্করত্ব এবং ফলপর্য্যন্তস্থায়িত্বশূন্যত্ব বর্ণন করিয়া এবং শুশ্রূষমাণা ভক্তির সুকরত্ব ও আবশ্যকফলপর্য্যন্তস্থায়িত্ব অভিপ্রায় করিয়া উক্ত ভক্তিই কর্ত্তব্য হইয়া থাকে—এইরূপ স্বাভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব ভক্তগণ জ্ঞানযোগানুষ্ঠানের অনাদরপূর্ব্বক ভক্তির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানযোগাদির ফলের অনাদর-সহকারেই আপনার শ্রীকৃষ্ণরূপেরই ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহাই শ্লোকচতুষ্টয়ে পুনরায় ক্রমশঃ উক্ত হইতেছে। যথা—

হে কমলনয়ন! বিশ্বেশ্বর! অতএব হংসগণ সুখে তোমার আনন্দপ্রদ পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহারা যোগ, কর্ম্মসমূহ ও ভবদীয় মায়াদ্বারা বিহত হন না এবং মানীও হন না ॥ ৩২৬ ॥

যস্মাদেবং কেচন বিষীদন্তি, অথাত অতএব যে হংসাঃ সারাসারবিবেকচতুরাস্তে তু সমস্তানন্দপূরকং পদাম্বুজমেব নু নিশ্চিতং সুখং যথা স্যাত্তথা শ্রয়েরন্ সেবন্তে,—পদাম্বুজস্য সম্বন্ধিপদানুক্তিঃ সাক্ষাদ্দৃশ্যমান-তদীয়পদাম্বুজাভিব্যঞ্জনার্থা। অমী চ শুদ্ধভক্তা যোগকর্ম্মভিস্তন্মায়য়া চ বিহতাঃ কৃতভক্ত্যনুষ্ঠানান্তরায়া ন ভবন্তি, যতো ন চ মানিনস্তে মানিনোঽপি ন ভবন্তি। পুরুষার্থসাধনে ভগবতো নিরুপাধিদীনজনকৃপায়া এব সাধকতমত্বং মন্যন্তে, ন যোগিপ্রভৃতিবৎ স্বপ্রযত্নস্যেত্যর্থঃ।

এবংভূতস্য ভক্তস্য জ্ঞানযোগাদীনাং যৎফলং তন্মাত্রং ন কিন্ত্বন্যন্মহদেবেত্যাহ (ভাঃ ১১।২৯।৪)—

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো, দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং, শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৩২৭ ॥

যেহেতু পূর্ব্বোক্ত যোগিগণ বিষণ্ণ হইয়া থাকেন, অতএব যাঁহারা "হংস" অর্থাৎ সারাসারবিবেকচতুর, তাঁহারা নিখিলানন্দপূরক পাদপদ্মমাত্র নিশ্চিতভাবে সুখে "আশ্রয় করিয়া থাকেন" অর্থাৎ সেবা করেন। এস্থলে পাদপদ্মের সম্বন্ধিবস্তু অর্থাৎ যাঁহার পাদপদ্ম, সেই বস্তুটীর উল্লেখ না থাকায়, তাহা সাক্ষাৎ দৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেরই সূচনার্থ হইয়াছে। "ইঁহারা" অর্থাৎ এই শুদ্ধভক্তগণ যোগ, কর্ম্মসমূহ এবং ভবদীয় মায়াদ্বারা "বিহত" অর্থাৎ ভক্ত্যনুষ্ঠানে অন্তরায়-যুক্ত হন না, অতএব তাঁহারা মানীও হন না। তাঁহারা পুরুষার্থসাধনবিষয়ে দীনজনের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপাই সাধকতমরূপে মনে করেন, পরন্তু যোগিপ্রভৃতির ন্যায় স্বীয়প্রযত্নকেই তদ্বিষয়ে সাধকতম মনে করেন না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

এইরূপ ভক্তগণের সম্বন্ধে জ্ঞানযোগ প্রভৃতির যে ফল, সেই ফলমাত্রই ঘটে না, পরন্তু অন্য মহাফলই হইয়া থাকে। অতএব বলিতেছেন যে,—

হে অচ্যুত! অশেষবন্ধো! আপনি যে অনন্যশরণ দাসগণের আত্মসাৎ হইয়া থাকেন, ইহা বিচিত্র কি? যেহেতু ঈশ্বরগণের সুরম্যকিরীটের অগ্রভাগদ্বারা যাঁহার পাদপীঠ সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছে, তাদৃশ আপনি স্বয়ং (শ্রীবৃন্দাবনের) মৃগগণের সহিত সহভাবে অর্থাৎ সখ্যে রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩২৭ ॥

অশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্যশরণেষু; যদ্বা, অশেষাণামসুরপর্য্যন্তানাং যো বন্ধুর্মোক্ষাদিদানৈর্নিরুপাধি-হিতকারী, হে তথাভূত! তবৈতৎ কিং চিত্রম্? যদনন্যশরণেষু জ্ঞানযোগকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানবিমুখেষু দাসেষু শুদ্ধভক্তেষু বলিপ্রভৃতিষ্বাত্মসাত্ত্বং তেষাং য আত্মা তদধীনত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং (ভাঃ ১১।১৪।২০)—"ন সাধয়তি মাং যোগঃ" ইত্যাদি। তস্য তব তথাভূতেষু ন জাতিগুণাদ্যপেক্ষা চেত্যন্তরঙ্গলীলায়ামপি দৃশ্যতে ইত্যাহ,—য ইতি। সহেতি সহভাবং সখ্যমিত্যর্থঃ। মৃগৈর্বৃন্দাবনচারিভিঃ, স্বয়ন্তু কথম্ভূতোঽপি ঈশ্বরাণা-

মিত্যাদিলক্ষণোঽপি, ঈশ্বরাঃ শ্রীশিবব্রহ্মাদয়ঃ। জ্ঞানযোগাদিপরমফলরূপাপি যা মুক্তিস্তাং দৈত্যেভ্যো দদাসি। পাণ্ডবাদিষু সখ্যদৌত্য-বীরাসনাদিস্থিতিবৎ দাসানান্তু স্বয়মধীনো ভবসি। অত এবংভূতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব তব ভক্তির্মুখ্যেতি ভাবঃ। ফলিতমাহ (ভাঃ ১১।২৯।৫)—

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং, সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়ে নু ভূত্যৈ, কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ৩২৮ ॥

অনন্যশরণদাসগণের "অশেষবন্ধো!"। অথবা অসুরপর্য্যন্ত অশেষজীবের যিনি বন্ধু অর্থাৎ মোক্ষাদিদান দ্বারা নিরুপাধিক হিতকারী তাঁহার সম্বোধন হইয়াছে। আপনি যে "অনন্যশরণ" অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ, "দাসগণের" অর্থাৎ বলিপ্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের "আত্মসাৎ" অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মার অধীন হইয়া থাকেন, ইহা আপনার পক্ষে বিচিত্র নহে। অতএব নিজেই বলিয়াছেন যে—"হে উদ্ধব! মদ্‌বিষয়িণী বলবতী ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা এবং ত্যাগ সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।" তাদৃশ আপনার উক্ত দাসগণের সম্বন্ধে জাতিগুণাদিরও অপেক্ষা থাকে না, ইহা অন্তরঙ্গলীলায়ও দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু "মৃগগণের" অর্থাৎ বৃন্দাবন-চারি-মৃগগণের "সহভাবে" অর্থাৎ সখ্যে রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বয়ং কীদৃশস্বরূপ তাহাই—ঈশ্বরগণের ইত্যাদিবাক্যে বলিয়াছেন। "ঈশ্বরগণ" অর্থাৎ শ্রীশিবব্রহ্মা প্রভৃতি। জ্ঞানযোগাদির যাহা পরমফল, তাহা আপনি দৈত্যগণকে দান করেন, পরন্তু দাসগণের সম্বন্ধে পাণ্ডবপ্রভৃতির যেরূপ সখ্য, দৌত্য, সারথ্যাদিদ্বারা অধীন ছিলেন, সেইরূপ অধীন হইয়া থাকেন। অতএব এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণরূপী আপনার ভক্তিই মুখ্যা হইয়া থাকে—ইহাই ভাবার্থ। ফলিতার্থ বলিতেছেন, যথা—

হে দেব! কোন্ স্বকৃতবিৎ পুরুষ সেই অখিলাত্মদয়িতেশ্বর ও আশ্রিতগণের সর্ব্বার্থপ্রদ আপনাকে পরিত্যাগ করেন? এইরূপ কোন্ পুরুষ ভূতি বা বিস্মৃতির জন্য অন্য কোন ভজন করেন? হে প্রভো! আপনার পাদরজঃসেবক আমাদের কোন্ বিষয়ই বা সিদ্ধ না হয়? ॥ ৩২৮ ॥

তমেবংভূতং ত্বাং স্বকৃতবিৎ (ভাঃ ৩।২৮।১৩)—"প্রসন্নবদনাম্ভোজং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্" ইত্যাদি শ্রীকপিলদেবোপদেশতঃ স্বসৌন্দর্য্যাদি-স্ফূর্ত্তিলক্ষণং স্বস্মিন্ কৃতং ত্বদীয়োপকারং যো বেত্তি স কো নু বিসৃজেৎ (ভাঃ ৩।২৮।৩৪)—"তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে" ইতি তদুপদিষ্টাধিকারিবিশেষবৎ পরিত্যজেৎ?—ন কোঽপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্‌যস্ত্যজতি, স কৃতঘ্ন এবেতি ভাবঃ। কথংভূতং ত্বাম্? স্বরূপত এবাখিলানামাত্মনাং দয়িতং প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠম্ ঈশ্বরঞ্চেত্যাদি। তথা, নু বিতর্কে, ত্বদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি দেবতান্তরং ধর্ম্মজ্ঞানাদি-সাধনং বা ভূত্যৈ ঐশ্বর্য্যায় সংসারস্য বিস্মৃতয়ে মোক্ষায় বা কো ভজেৎ?—ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্মাকন্তু তত্তৎফলমপি ত্বদ্ভক্তেরেবান্তর্ভূতমিত্যাহ,—কিংবেতি। বা-শব্দেন তত্রাপ্যনাদরঃ সূচিতঃ। তদুক্তং (ভাঃ ১১।২০।৩২)—"যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা" ইত্যাদি।

নন্বু কথং তত্তৎফলমপি বিসৃজতি, ন তু মাং, কিং বা মম কৃতং, তত্রাহ (ভাঃ ১১।২৯।৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ, ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব,-ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ৩২৯ ॥

হে ঈশ্বর! কবয়ঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মতুল্যায়ুষোঽপি তৎকালপর্য্যন্তং ভজন্তোঽপীত্যর্থঃ। তব কৃত-

মুপকারং ঋদ্ধমুদঃ উপচিতত্বদ্ভক্তিপরমানন্দাঃ সন্তঃ স্মরন্তঃ অপচিতিং প্রত্যুপকারমানৃণ্যমিতি যাবৎ, তাং ন উপয়ন্তি পশ্যন্তি ; তস্মান্ন বিসৃজেদিত্যুক্তম্। কৃতমাহ,—যো ভবান্ তনুভৃতাং ত্বৎকৃপাভাজনত্বেন কেষাঞ্চিৎ সফলতনুধারিণাং বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণান্তশ্চৈত্তাবপুষা চিত্তস্ফুরিতধ্যেয়াকারেণাশুভং ত্বদ্ভক্তিপ্রতিযোগি সর্ব্বং বিধুন্বন্ স্বগতিং স্বানুভবং ব্যনক্তীতি। (১১।২৯।) শ্রীমদুদ্ধবঃ ॥ ৩২৯ ॥

"স্বকৃতবিৎ" অর্থাৎ যিনি "প্রসন্নবদনকমলশালী, পদ্মগর্ভারুণনয়ন" ইত্যাদি কপিলদেবের উপদেশানুসারে নিজের চিত্তাদিতে ভবদীয়সৌন্দর্য্যাদিস্ফূর্ত্তিরূপ আপনার কৃত উপকার অবগত হইতেছেন, তাদৃশ কোন্ পুরুষ আপনাকে পরিত্যাগ করেন ? অর্থাৎ "তাদৃশ পুরুষ অনন্তর চিত্তকেও ধীরে ধীরে ধ্যেয়রস্ত হইতে পৃথক্ করিয়া থাকেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত অধিকারিবিশেষের ন্যায় আপনাকে পরিত্যাগ করেন ? পরন্তু কেহই সেরূপ পরিত্যাগ করেন না। অতএব যিনি ত্যাগ করেন, তিনি কৃতঘ্ন ইহাই তাৎপর্য্য। আপনি কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—স্বরূপতঃই অখিল আত্মগণের "দয়িত" অর্থাৎ প্রাণকোটিপ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বর ইত্যাদি। এইরূপ 'নু'—বিতর্কে ; কোন্ পুরুষ "ভূতি" অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য এবং "সংসারবিস্মৃতি" অর্থাৎ মোক্ষের জন্য ভবদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য কোন দেবতা বা ধর্ম্মজ্ঞানাদিসাধনের ভজন করেন ? অর্থাৎ কেহই করেন না। বিশেষতঃ আমাদের তাদৃশ অন্যসাধনসম্ভূত ফলও আপনার ভক্তিরই অন্তর্গত এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—কিং বা ইত্যাদি, অর্থাৎ হে প্রভো ! আপনার পাদরজঃ সেবক আমাদের কোন্ বিষয়ই বা সিদ্ধ না হয় ? "কোন্ বিষয়ই বা" এই "বা" শব্দদ্বারা তাঁহাদের তাদৃশবিষয়ের প্রতি অনাদরই সূচিত হইয়াছে। অতএব বলিয়াছেন— "কর্ম্মসমূহদ্বারা যাহা লব্ধ হয়, তপস্যাদ্বারা যাহা লব্ধ হয়" ইত্যাদি।

তাঁহারা কিহেতু সেই ফলসমূহকে ত্যাগ করেন ? আমাকে ত্যাগ করেন না কেন ? আমাদ্বারা তাঁহাদের কোন্ কার্য্য সাধিত হয় ? ইত্যাদি আশঙ্কায় বলিতেছেন, যে—

হে ঈশ ! যে আপনি তনুভৃদ্‌গণের অন্তরে ও বহির্দ্দেশে আচার্য্য ও চৈত্ত্যবিগ্রহের দ্বারা অশুভ বিনষ্ট করিয়া স্বগতি প্রকাশ করেন, কবিগণ ব্রহ্মায়ুঃসম্পন্ন এবং ঋদ্ধমোদযুক্ত হইয়া স্মরণ করিয়াও সেই আপনার কৃত উপকারের অপচিতি উপগত হন না ॥ ৩২৯ ॥

হে ঈশ্বর ! "কবিগণ" অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞগণ ব্রহ্মার তুল্য আয়ুঃসম্পন্ন অর্থাৎ তাবৎকালপর্য্যন্ত ভজনশীল হইয়া এবং "ঋদ্ধমোদ" অর্থাৎ সম্বর্দ্ধিতভক্তিপরমানন্দযুক্ত হইয়া স্মরণ করিয়াও "অপচিতি" অর্থাৎ প্রত্যুপকার বা ঋণমুক্তি "উপগত হন না" অর্থাৎ দর্শন করেন না। অতএব 'ত্যাগ করেন না'—এরূপ উক্ত হইয়াছে। ভগবৎকৃত উপকার বলিতেছেন— যে আপনি "তনুভৃদ্‌গণের" অর্থাৎ ভবৎকৃপাভাজনত্বহেতু সফলদেহধারী কতিপয় পুরুষের বহির্দ্দেশে আচার্য্যবিগ্রহ এবং অন্তরে "চৈত্ত্যবিগ্রহ" অর্থাৎ চিত্তে স্ফুরিত ধ্যেয়বিগ্রহদ্বারা "অশুভ" অর্থাৎ আপনার ভক্তির বিরোধী ভাবসমূহকে বিনষ্ট করিয়া "স্বগতি" অর্থৎ স্বানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥ ৩২৯ ॥

তথৈব স্বভক্তেরতিশয়িত্বং শ্রীভগবানপি তদনন্তরমুবাচ। তত্র চ তাদৃশান্ প্রতি শুদ্ধাং স্বভক্তিং (ভাঃ ১১।২৯।৮)—"হন্ত তে কথয়িষ্যামি" ইত্যাদিচতুর্ভিরুক্ত্বাপ্যতাদৃশান্ প্রতি চ করুণয়া স্বভজনপ্রবর্ত্তনার্থমন্যদ্বিচারিতবান্ চতুর্ভিঃ। যতঃ প্রায়শো লোকাঃ স্পর্দ্ধাদিপরাঃ কথঞ্চিদন্তর্মুখত্বেঽপি সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপত্বদ্ভজনমাত্রজ্ঞানিন ইত্যালোচ্য কৃপয়া তেষাং স্পর্দ্ধাদীন্ ঝটিতি দূরীকর্ত্তুং স্বস্মিন্নেবান্তর্মুখীকর্ত্তুঞ্চ (গীঃ ১০।৪২)—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যাদ্যুক্ততদন্তর্য্যামিরূপস্বাংশস্য ভজনস্থানে স্বভজনমুপদিষ্টবান্। যথা (ভাঃ ১১।২৯।১২)—

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ৩৩০ ॥

অনন্তর শ্রীভগবান্‌ও ঈদৃশক্রমেই নিজভক্তির সর্ব্বোত্তমত্ব বলিয়াছেন। তন্মধ্যেও "হন্ত তে কথয়িষ্যামি" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়ে তাদৃশ পুরুষগণের প্রতি বিশুদ্ধ স্বভক্তি বর্ণনপূর্ব্বক পশ্চাৎ তাদৃশভাবরহিত ইতর পুরুষগণের প্রতি করুণা-হেতু নিজভজনপ্রবৃত্তির জন্য অপর শ্লোকচতুষ্টয়ে অন্য বিচার করিয়াছেন। যেহেতু জগতে অধিক লোকই কেবলমাত্র স্পর্দ্ধাদিপরায়ণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কপঞ্চিৎপ্রকারে অন্তর্ম্মুখীনত্ব সংঘটিত হইলেও তাহারা "সর্ব্বান্তর্যামিরূপে তোমাকেই ভজন করিতে হইবে" ভগবানে এই জ্ঞানমাত্রেই অভিজ্ঞ হয়, পরন্তু ভগবত্তত্ত্বভজনে অভিজ্ঞ হয় না—এইরূপ আলোচনা-পূর্ব্বক কৃপাহেতু সত্বর তাহাদের স্পর্দ্ধাদি দূর করিয়া স্বীয় ভগবত্তত্ত্বেই অন্তর্ম্মুখ করিবার জন্য—"আমি একাংশদ্বারা এই সমগ্র জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থান করিতেছি" ইত্যাদি বাক্যোক্ত অন্তর্যামিরূপ স্বাংশবস্তুর ভজনস্থানে নিজ-ভজনের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সর্ব্বভূতে এবং আত্মমধ্যে আকাশতুল্য অপাবৃত, বাহ্য ও অভ্যন্তরে স্থিত আত্মস্বরূপ আমাকেই দর্শন করিবেন ॥ ৩৩০ ॥

টীকা চ—"অন্তরঙ্গাং ভক্তিমাহ—মামিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনি চাত্মানমীশ্বরং স্থিতং মামেবেক্ষেত" ইত্যেষা। কথংভূতমীশ্বরম্?—বহিরন্তঃ পূর্ণমিত্যর্থঃ; তৎ কুতঃ? অপাবৃতমনাবরণম্; তদপি কুতঃ? যথা খমসঙ্গত্বাদ্বিভুত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অত্র মামেবেতি শ্রীকৃষ্ণরূপমেবেক্ষেত, ন তু কেবলান্তর্যামি-রূপমিত্যভিপ্রায়েণৈবান্তরঙ্গাং ভক্তিমাহেতি ব্যাখ্যাতম্। ততশ্চ (ভাঃ ১১।২৯।১৩-১৪)—

ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্ মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥
ব্রাহ্মণে পুক্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥ ৩৩১ ॥

টীকা—"মামেব ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন। সর্ব্বভূতে এবং আত্মমধ্যে অবস্থিত "আত্ম-স্বরূপ" অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপেস্থিত আমাকেই দর্শন করিবেন" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

ঈশ্বর কিরূপ, তাহা বলিতেছেন—"বাহ্য ও অভ্যন্তরে স্থিত" অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ। পূর্ণত্বের হেতু বলিতেছেন—"অপাবৃত" অর্থাৎ আবরণশূন্য। আবরণশূন্যত্বের হেতু বলিতেছেন—"আকাশতুল্য" অর্থাৎ আকাশের ন্যায় অসঙ্গত্ব এবং বিভুত্বহেতু আবরণশূন্য। এস্থলে "আমাকেই" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপই দর্শন করিবেন, পরন্তু কেবলান্তর্যামিরূপ দর্শন করিবেন না—এই অভিপ্রায়েই টীকাকার—"অন্তরঙ্গা ভক্তি বলিতেছেন" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনন্তর বলিতেছেন, যে—

হে মহাদ্যুতে বিদুর! যিনি কেবলজ্ঞানাশ্রয় করিয়াও ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, চৌর ও ব্রহ্মণ্য, সূর্য্য ও স্ফুলিঙ্গ, অক্রূর ও ক্রূরচিত্ত পুরুষে সমদর্শী এবং এইরূপে সমস্ত ভূতগণকে মদ্ভাবে স্থিত মনে করিয়া সম্মান করেন, তিনি পণ্ডিতরূপে সম্মত ॥ ৩৩১ ॥

কেবলং জ্ঞানং অন্তর্যামিদৃষ্টিমাশ্রিতোঽপি; ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন তেষু মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য যো ভাবোঽস্তিত্বং তদ্বিশিষ্টতয়া মন্যমানঃ সভাজয়ন্ পণ্ডিতো মতঃ। মদ্দৃষ্ট্যা ব্রাহ্মণাদিষু সমদৃক্ সমং মামেব পশ্যতীতি। ততশ্চ (ভাঃ ১১।২৯।১৫)—"নরেষ্বভীক্ষ্ণম্" ইত্যাদিনা

তাদৃশস্বোপাসনাবিশেষস্য ঝটিতি স্পর্দ্ধাদিক্ষয়লক্ষণং ফলমুক্ত্বা—(ভাঃ ১১।২৯।১৬)—"বিসৃজ্য" ইত্যাদিনা তথাদৃষ্টিসাধনং সর্ব্বনমস্কারমুপদিশ্য (ভাঃ ১১।২৯।১৭)—"যাবৎ" ইত্যাদিনা তাদৃশোপাসনায়া অবধিঞ্চ সর্ব্বত্র স্বতঃ স্বস্ফূর্ত্তিমুক্ত্বা (ভাঃ ১১।২৯।১৮)—"সর্ব্বম্" ইত্যাদিনা (ভাঃ ৪।৩০।২০)—

"নব্যবদ্ধৃদয়ে যজ্জ্ঞো ব্রহ্মৈতদ্ব্রহ্মবাদিভিঃ। ন মুহ্যন্তি ন শোচন্তি ন হৃষ্যন্তি যতো গতাঃ॥"

ইতি প্রচেতসঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে তট্টীকায়াঞ্চ "তস্য ভগবতঃ প্রতিপদ-নব্যস্ফূর্ত্তিরেব ব্রহ্মেতি" ইতি যদুক্তং, তদেব তৎফলমিত্যুক্ত্বা যদ্বা, "কথমস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি" ইতি গোপালতাপনীপ্রসিদ্ধ-ব্রহ্মেত্যভিধান-"নরাকৃতিপরব্রহ্ম" রূপস্ফূর্ত্তিস্তৎফলমিত্যুক্ত্বা তেনৈব তাদৃশোপাসনাং সর্ব্বোর্দ্ধমপি প্রশংসতি (ভাঃ ১১।২৯।১৯)—

অয়ং হি সর্ব্বকল্পনাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ ॥ ৩৩২ ॥

"কেবলজ্ঞান" অর্থাৎ অন্তর্যামিদৃষ্টি আশ্রয় করিয়াও যিনি "এইরূপে" অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্তপ্রকারে সমস্ত ভূতগণকে "মদ্ভাবে" অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার যে "ভাব" অর্থাৎ অস্তিত্ব বর্ত্তমান, তদ্বিশিষ্টরূপে মনে করিয়া সম্মান করেন, তিনি পণ্ডিতরূপে সম্মত। মদ্দৃষ্টিহেতু ব্রাহ্মণাদি সকলে "সমদর্শী" অর্থাৎ সমরূপে অবস্থিত আমার দর্শনকারী। অনন্তর—"যিনি নরগণের মধ্যে নিরন্তর মদ্ভাব ধ্যান করেন, তাঁহার অহঙ্কার স্পর্দ্ধা অসূয়া তিরস্কার নষ্ট হইয়া থাকে" এই শ্লোকে তাদৃশ নিজ উপাসনায় সত্বর স্পর্দ্ধাদিক্ষয়রূপ ফল কীর্ত্তন করিয়া "তিনি উপহাসশীল নিজ বান্ধবগণ, উচ্চনীচদৃষ্টি এবং দৈহিকী লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবেন" এই শ্লোকে তাদৃশ দৃষ্টিসাধনস্বরূপ সর্ব্বনমস্কারের উপদেশপূর্ব্বক "যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মদ্ভাব উপজাত না হয়, ততকাল কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবেন" এই শ্লোকে সর্ব্বত্র স্বভাবতঃ ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তিই তাদৃশ উপাসনার সীমারূপে বর্ণনসহকারে অতঃপর—"সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিহেতু সঞ্জাতজ্ঞাননিবন্ধন তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে; অতএব তিনি মুক্তসংশয় এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী হইয়া সর্ব্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন" এই শ্লোকদ্বারা "যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবগণ মোহ শোক ও হর্ষ প্রাপ্ত হয় না, সেই আমি এই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকি।

অতএব মৎকথাশ্রবণহেতু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বরূপ আমি ব্রহ্মবাদিগণকে দ্বার করিয়া শ্রোতৃগণের হৃদয়ে প্রতিক্ষণ নূতনরূপে প্রবেশ করিয়া থাকি"—এই প্রচেতোগণের প্রতি ভগবদ্বর্ণিত শ্লোকে এবং তাহার টীকায় 'সেই ভগবানের প্রতিক্ষণ নূতনত্ব-স্ফূর্ত্তিই ব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই তৎফলরূপে বর্ণন করিয়া অথবা 'কিরূপে এই অবতারের ব্রহ্মত্ব হইতে পারে' এই আশঙ্কা করিয়া গোপালতাপনীপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংজ্ঞক নরাকার পরব্রহ্মের স্ফূর্ত্তিই তৎফলরূপে বর্ণনপূর্ব্বক সেইহেতুই তাদৃশ উপাসনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপেই প্রশংসা করিতেছেন, যথা—

সর্ব্বভূতে কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা মদ্ভাবই সর্ব্বকল্পের মধ্যে সধ্রীচীনরূপে আমার সম্মত হইয়া থাকে। ৩৩২।

সর্ব্বকল্পানাং সর্ব্বোপায়ানাং সধ্রীচীনঃ সমীচীনঃ; মদ্ভাবো মম শ্রীকৃষ্ণরূপস্য ভাবনা। এতচ্চ শ্রীকৃষ্ণভজনস্যান্তর্য্যামিভজনাদপ্যাধিক্যং শ্রীগীতোপসংহারানুসারেণৈবোক্তম্; তথা হি (গীঃ ১৮।৬১-৬৬)—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া। বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" ইতি।

অত্র চ গুহ্যং পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং জ্ঞানং, গুহ্যতরমন্তর্যামিজ্ঞানং, সর্ব্বগুহ্যতরং তন্মনস্ত্বাদিলক্ষণং তদেক-শরণত্বলক্ষণঞ্চ তদুপাসনমিতি সমানম্। এবং শ্রীগীতাস্বেব নবমাধ্যায়েঽপি (গীঃ ৯।১)—

"ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে। জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥"

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণার্থং প্রশস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্বভজনশ্রদ্ধাহীনান্ নিন্দন্, তচ্ছ্রদ্ধাবতঃ প্রশস্তবান্ স্বয়মেব, যথা (গীঃ ৯।১১-১৩)—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥" ইতি।

মাম্ অব—অনাদরেণ মানুষীং তনুমাশ্রিতং জানন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বান্তর্যামিভজনাদপ্যুত্তমত্বেন তদনন্তরঞ্চ "সর্ব্বগুহ্যতমং" ইত্যত্র সর্ব্বগ্রহণাৎ সর্ব্বত উত্তমত্বেন শ্রীকৃষ্ণভজনে সিদ্ধে তদবতারান্তরভজনাৎ সুতরামেবোত্তমতা সিধ্যতি। অথ তামেব কৈমুত্যেনাপ্যাহ (ভাঃ ১১।২৯।২১)—

যো যো ময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তত্রায়াসোঽনিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম ॥ ৩৩৩ ॥

"সর্ব্বকল্পের" অর্থাৎ সর্ব্ববিধ উপায়ের মধ্যে "সধ্রীচীন" অর্থাৎ সমীচীন। "মদ্ভাব" অর্থাৎ কৃষ্ণরূপী আমার ভাবনা। অন্তর্যামি ভজন হইতেও শ্রীকৃষ্ণভজনেরই এই আধিক্য শ্রীগীতার উপসংহারবচনানুসারেই উক্ত হইয়াছে, যথা—

"হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর নিজ মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় ভূতগণকে ভ্রমণ করাইয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে-ছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহারই শরণাগত হও, তাহা হইলে তদনুগ্রহে পরমশান্তি এবং নিত্যস্থান লাভ করিবে। আমি তোমার নিকট গুহ্য হইতেও গুহ্যতর এই জ্ঞানের উপদেশ করিলাম, তুমি সর্ব্বতোভাবে বিচারপূর্ব্বক যেরূপ অভীষ্ট হয়, সেইরূপই অনুষ্ঠান কর। হে অর্জ্জুন! অতঃপর তুমি আমার সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য শ্রবণ কর, যেহেতু তুমি আমার অতিশয় ইষ্টজন, অতএব তোমাকে হিতবাক্য বলিব। তুমি মদ্‌গতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যজনরত হও এবং আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি আমার প্রিয়, অতএব তোমার নিকট ইহা প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলিতেছি যে—তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত করিব, অতএব তুমি শোক করিও না।"

এস্থলে 'গুহ্যজ্ঞান' অর্থে—পূর্ব্বাধ্যায়বর্ণিত জ্ঞান, 'গুহ্যতরজ্ঞান' অর্থে—অন্তর্যামিজ্ঞান এবং 'সর্ব্বগুহ্যতরজ্ঞান' অর্থে—ভগবদ্‌গতচিত্তত্বাদিরূপ জ্ঞান ও একমাত্র তাঁহারই শরণাগতিরূপ জ্ঞান; অতএব অর্থ সমানই হইতেছে। এই শ্রীগীতার নবমাধ্যায়েও—"হে অর্জ্জুন! অসূয়ারহিত তোমার নিকট বিজ্ঞানসহিত এই গুহ্যতম জ্ঞান বর্ণন করিতেছি, যাহা জ্ঞাত হইয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইবে।" এই "রাজবিদ্যা রাজগুহ্য" ইত্যাদিবাক্যে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের প্রশংসা করিয়া

শ্রীকৃষ্ণরূপী নিজের ভজনে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণের নিন্দাপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে (নিজের ভজনে) শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষগণকে স্বয়ংই প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—

"হে অর্জ্জুন! মূঢ়গণ আমার ভূতমহেশ্বর পরমভাব অবগত হইতে না পারিয়া মনুষ্যশরীরাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞাই করিয়া থাকে। তাহারা রাক্ষসী, আসুরী এবং মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া হতাশ, ব্যর্থকর্ম্মা, ব্যর্থজ্ঞান এবং বিমনস্ক হয়। হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক মহাত্মগণ আমাকে ভূতগণের আদিকারণ অব্যয়স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অনন্যচিত্তে ভজন করেন।" আমাকে "অব" অর্থাৎ অনাদরসহকারে মনুষ্যশরীরাশ্রিতরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বান্তর্যামিভজন হইতেও উত্তমত্বনিবন্ধন এবং অনন্তরও "সর্ব্বগুহ্যতম" ইত্যাদিবাক্যে "সর্ব্ব" শব্দের গ্রহণহেতু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণভজনই সিদ্ধ হওয়ায় তদীয় অবতারান্তরের ভজন হইতেও তদীয় ভজনের উত্তমত্ব সুতরাংই সিদ্ধ হইতেছে।

অনন্তর কৈমুত্যন্যায়েও তাহাই বলিতেছেন, যথা -

হে সত্তম! পরমপুরুষ আমাতে যে যে ধর্ম্ম, তাহা যদি নিষ্ফলের জন্য কল্পিত হয়, তাহা হইলে ভয়াদির ন্যায় তদ্বিষয়ক আয়াস অনিরর্থক হইয়া থাকে ॥ ৩৩৩ ॥

ময়ি মদর্পিতত্বেন কৃতো যো যো ধর্ম্মো বেদবিহিতঃ স স যদি নিষ্ফলায় ফলাভাবায় কল্প্যতে, ফলকামনয়া নার্প্যত ইত্যর্থঃ, তদা তত্র তত্রায়াসঃ শ্রান্তিরনির্থঃ স্যাৎ ব্যর্থো ন ভবতি। নিষ্ফলায়েতি বিশেষণং ফলভোগাদিরূপ-তদ্ভক্ত্যন্তরায়াভাবেনানিরর্থতাতিশয়তাৎপর্য্যম্। তত্রানিরর্থত্বে কৈমুত্যেন শ্রীকৃষ্ণ-লক্ষণস্য স্বস্যাসাধারণভজনীয়তাব্যঞ্জকো দৃষ্টান্তঃ—ভয়াদেরিবেতি। যথা কংসাদৌ মৎসম্বন্ধমাত্রেণ ভয়াদের-প্যায়াসো নিরর্থো ন ভবতি,—মোক্ষসম্পাদকত্বাদিত্যর্থঃ। অথ শ্রীমদুদ্ধববৎ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগতানাং সাধনত্বে সাধ্যত্বে চ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপ এব পরমোপাদেয় ইত্যাহ (ভাঃ ১১।২৯।৩৩)—

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।
যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ ॥ ৩৩৪ ॥

জ্ঞানাদৌ যাবান্ ধর্ম্মাদিলক্ষণশ্চতুর্ব্বিধোঽর্থঃ তাবান্ সর্ব্বোঽপি অহমেব। তত্র জ্ঞানে মোক্ষঃ, কর্ম্মণি ধর্ম্মঃ কামশ্চ, যোগে নানাবিধসিদ্ধিলক্ষণো লৌকিকো বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে চ নানাবিধলৌকিক-শ্চার্থ ইতি চতুর্ব্বিধত্বং জ্ঞেয়ম্। (১১।২৯।) শ্রীভগবান্ ॥ ৩৩৪ ॥

"আমাতে" অর্থাৎ আমার প্রতি অর্পিতরূপে কৃত, যে যে ধর্ম্ম বেদবিহিত হইয়াছে, তাহা যদি "নিষ্ফলের" অর্থাৎ ফলাভাবের জন্য কল্পিত হয় অর্থাৎ ফলকামনায় অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তত্তদ্বিষয়ক "আয়াস" অর্থাৎ পরিশ্রম "অনিরর্থক হয়" অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। "নিষ্ফলের জন্য" এই বিশেষণ পদটী ফলভোগাদিরূপ তদ্ভক্তির অন্তরায়সমূহের অভাবহেতু অনিরর্থকত্বের অতিশয়ত্ববিষয়ে তাৎপর্য্যযুক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অনিরর্থকত্ব সিদ্ধ হইলে কৈমুত্যন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণরূপী নিজের অসাধারণ ভজনীয়তাবিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ—"ভয়াদির ন্যায়" এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। যেরূপ কংসাদিতে মদীয় সম্বন্ধমাত্রহেতু ভয়াদির আয়াসও নিরর্থক হয় নাই, পরন্তু মোক্ষসম্পাদকই হইয়াছে। অনন্তর শ্রীউদ্ধবসদৃশ শ্রীকৃষ্ণৈকানুগত ভক্তগণের সাধনত্ব ও সাধ্যত্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপী স্বয়ংই পরমোপাদেয়—ইহাই বলিতেছেন, যথা—

হে বৎস! মানবগণের জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা ও দণ্ডধারণে যে চতুর্ব্বিধ অর্থ সাধিত হয়, আমিই তোমার সেই সমস্ত হইয়া থাকি ॥ ৩৩৪ ॥

জ্ঞানাদিতে ধর্ম্মাদি যে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সাধিত হয়, তোমার সম্বন্ধে আমিই সেই পুরুষার্থসমূহস্বরূপ। তন্মধ্যে জ্ঞানে মোক্ষ, কর্ম্মে ধর্ম্ম ও কাম, যোগে নানাবিধ সিদ্ধিরূপ অলৌকিক অর্থ এবং বার্ত্তা ও দণ্ডধারণে নানাবিধ লৌকিক অর্থ সিদ্ধ হয়—এইরূপে চতুর্ব্বিধত্ব জ্ঞাতব্য। শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ৩৩৪ ॥

পুনরেবমেব শ্রীমানুদ্ধবোঽপি প্রার্থিবান্ (ভাঃ ১১।২৯।৪০)—

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা চ—"এবং যদ্যপি ত্বয়া বহূপকৃতং তথাপ্যেতাবৎ প্রার্থয় ইত্যাহ,—নমোঽস্ত্বিতি। অনুশাধি অনুশিক্ষয়; অনুশাসনীয়ত্বমেবাহ,—যথেতি। মুক্তাবপ্যনপায়িনী" ইত্যেষা। (১১।২৯।) শ্রীমানুদ্ধবঃ ॥৩৩৫॥

পুনরায় শ্রীউদ্ধবও এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে—

হে মহাযোগিন্! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্মে অনপায়িনী রতি হয়, এই শরণাগত আমাকে সেইরূপ অনুশাসন করুন্ ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—"এইরূপে যদিও আপনি বহু উপকার করিয়াছেন, তথাপি এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, প্রার্থনা বলিতে-ছেন তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি। "অনুশাসন করুন" অর্থাৎ অনুশিক্ষিত করুন্। অনুশাসনীয়তাই বলিতেছেন—"যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্মে" ইত্যাদি। "অনপায়িনী" অর্থাৎ মুক্তিকালেও বর্ত্তমানা।" (এইপর্য্যন্ত টীকা)॥ শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥ ৩৩৫ ॥

অতএবান্যত্রাপ্যভিপ্রেয়ায় (ভাঃ ১১।১৪।৩১)—

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৩৩৬ ॥

টীকাচ—"মুমুক্ষুস্ত্বাং যথা ধ্যায়েৎ, তন্মে বক্তুমর্হসীতি। জিজ্ঞাসোঃ কথনায়, মে পুনরেতৎ ত্বদ্দাস্যমেব পুরুষার্থঃ, ন তু ধ্যানেন কৃত্যমস্তীতি। তদুক্তং (ভাঃ ১১।৬।৪৬) —ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধেত্যাদি" ইত্যেষা। (১১।১৪।) শ্রীমানুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৩৩৬ ॥

অতএব অন্যত্রও এরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, যে—

হে কমলনয়ন! মুমুক্ষু পুরুষ যৎস্বরূপ, যাদৃশ আপনাকে যে-প্রকারে ধ্যান করিবেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন্। পরন্তু আমার ইহাই অর্থাৎ তোমার দাস্যই পুরুষার্থ ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—"মুমুক্ষু যে প্রকারে আপনার ধ্যান করিবেন, তাহা আমাকে বলুন্। যেহেতু যদি সেবিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসু হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট তাহা বলিতে হইবে, অতএবই আমার এবিষয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে ; অন্যথা এই ধ্যানদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু আমার নিজের সম্বন্ধে "ইহাই" অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনার দাস্যই পুরুষার্থস্বরূপ। অতএব বলিয়াছেন—"আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্র-অলঙ্কারাদিদ্বারা চর্চ্চিত (অলঙ্কৃত) এবং উচ্ছিষ্টভোজী দাস হইয়া আপনার মায়াকে জয় করিব" (এই পর্য্যন্ত টীকা)॥ শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥ ৩৩৬ ॥

তস্য সর্ব্বাবতারাবতারিত্বপ্রকটিতং পরমশুভস্বভাবত্বং চ স্মৃত্যাহ (ভাঃ ৩।২।২৩)

অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩৩৭ ॥

ধাত্র্যা যা উচিতা গতিস্তামেব ॥ (৩।২।) স শ্রীমদুদ্ধব এব ॥ ৩৩৭॥

অনন্তর সর্ব্বপ্রকার অবতার ও অবতারিগণের মধ্যে যাহা প্রকটিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ পরমগুণস্বভাবত্ব স্মরণপূর্ব্বক বলিতেছেন, যে—

অহো অসাধ্বী পুতনা জিঘাংসাবশতঃ যাঁহাকে স্তনকালকূট পান করাইয়াও ধাত্র্যাচিতগতি লাভ করিয়াছে, সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহাকেই বা আশ্রয় করিব ॥ ৩৩৭ ॥

"ধাত্র্যাচিতগতি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীগণের যে গতি উচিত, সেই গতি। সেই উদ্ধবেরই উক্তি। ৩৩৭।

অনেন তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যাতিশয়ো দর্শিতঃ। তথা (ভাঃ ১০।৬।৩৫) —"পূতনা লোকবালঘ্নী" ইত্যাদৌ চ জ্ঞেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চ (ভাঃ ১০।৭।১)—"যেন যেনাবতারেণ" ইত্যাদিকং বিবৃতমস্তি। অথ গোকুলেঽপি শ্রীমদ্‌ব্রজবধূসহিত-রাসাদিলীলাত্মকস্য পরম-বৈশিষ্ট্যমাহ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ, শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং, হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৩৮ ॥

চকারাদন্যচ্চ ; অথেতি বার্থে,—শৃণুয়াদ্বা বর্ণয়েদ্বা, উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ধ্যানাদেঃ। পরাং যতঃ পরা নাস্যা কুত্রচিদ্বিদ্যতে তাদৃশীম্ ; হৃদ্রোগং কামাদিকমপি শীঘ্রমেব ত্যজতি, অত্র সামান্যতোঽপি পরমত্বসিদ্ধে তত্রাপি পরমশ্রেষ্ঠশ্রীরাধা-সংবলিতলীলাময়তদ্ভজনন্তু পরমতমমেবেতি স্বতঃসিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা,—স্বীয়ভাববিরোধাৎ। রহস্যত্বঞ্চ তস্যাঃ কচিদল্পাংশেন কচিত্তু সর্ব্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ (১০।৩৩।) শ্রীশুকঃ ॥ ৩৩৮ ॥

ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনের মধ্যেও গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ "রুধিরাশনা লোকবালঘাতিনী রাক্ষসী পুতনা জিঘাংসায়ও শ্রীহরিকে স্তনদান করিয়া সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল"—এই শ্লোকেও জ্ঞাতব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও "যে যে অবতারদ্বারা" ইত্যাদি শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। অনন্তর গোকুলেও শ্রীব্রজবধূগণের সহিত রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনের পরমবৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই বিহারবৃত্তান্ত শ্রবণ অথবা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ সত্বর ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই হৃদ্‌রোগস্বরূপ কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩৮ ॥

"এই বিহারবৃত্তান্ত" এইবাক্যে মূলে "চ" কারদ্বারা অন্য বৃত্তান্তও জ্ঞাতব্য। "অথবা" এই পদটি বিকল্পবাচক অর্থাৎ যদি শ্রবণ করেন অথবা যদি বর্ণন করেন। ইহা ধ্যানাদিরও উপলক্ষণ জানিতে হইবে। "পরমাভক্তি" অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা পরমভক্তি অন্যত্র কুত্রাপি নাই। হৃদয়রোগস্বরূপ কামাদিকেও শীঘ্রই ত্যাগ করিয়া থাকেন। এস্থলে সামান্যতঃ গোপবধূগণের সহিত যে বিহার, তাহার শ্রবণেই ভক্তির পরমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তন্মধ্যেও পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত যে লীলা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তদাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজন পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু স্বীয়ভাবের বিরোধহেতু লৌকিকবিকারগ্রস্তেন্দ্রিয় পুরুষগণ এবং পিতৃপুত্রদাসভাবযুক্ত পুরুষগণ রহস্যলীলার উপাসনা করিবেন না। লীলার রহস্যত্ব কোনস্থলে অল্পাংশে এবং কোনস্থলে সর্ব্বাংশে জ্ঞাতব্য ॥ শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৩৩৮ ॥

জ্ঞানাদিতে ধর্ম্মাদি যে চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ সাধিত হয়, তোমার সম্বন্ধে আমিই সেই পুরুষার্থসমূহস্বরূপ। তন্মধ্যে জ্ঞানে মোক্ষ, কর্ম্মে ধর্ম্ম ও কাম, যোগে নানাবিধ সিদ্ধিরূপ অলৌকিক অর্থ এবং বার্ত্তা ও দণ্ডধারণে নানাবিধ লৌকিক অর্থ সিদ্ধ হয়—এইরূপে চতুর্ব্বিধত্ব জ্ঞাতব্য। শ্রীভগবানের উক্তি ॥ ৩৩৪ ॥

পুনরেবমেব শ্রীমানুদ্ধবোঽপি প্রার্থিবান্ (ভাঃ ১১।২৯।৪০)—

নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।
যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা চ—"এবং যদ্যপি ত্বয়া বহূপকৃতং তথাপ্যেতাবৎ প্রার্থয় ইত্যাহ,—নমোঽস্তিতি। অনুশাধি অনুশিক্ষয়; অনুশাসনীয়ত্বমেবাহ,—যথেতি। মুক্তাবপ্যনপায়িনী" ইত্যেষা। (১১।২৯।) শ্রীমানুদ্ধবঃ॥৩৩৫॥

পুনরায় শ্রীউদ্ধবও এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে—

হে মহাযোগিন্! আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্মে অনপায়িনী রতি হয়, এই শরণাগত আমাকে সেইরূপ অনুশাসন করুন্ ॥ ৩৩৫ ॥

টীকা—"এইরূপে যদিও আপনি বহু উপকার করিয়াছেন, তথাপি এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি, প্রার্থনা বলিতেছেন তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি। "অনুশাসন করুন" অর্থাৎ অনুশিক্ষিত করুন্। অনুশাসনীয়তাই বলিতেছেন—"যেরূপে ভবদীয় পাদপদ্মে" ইত্যাদি। "অনপায়িনী" অর্থাৎ মুক্তিকালেও বর্ত্তমানা।" (এইপর্য্যন্ত টীকা)॥ শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥ ৩৩৫ ॥

অত এবান্যত্রাপ্যভিপ্রেয়ায় (ভাঃ ১১।১৪।৩১)—

যথা ত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বা যদাত্মকম্।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৩৩৬ ॥

টীকাচ—"মুমুক্ষুস্ত্বাং যথা ধ্যায়েৎ, তন্মে বক্তুমর্হসীতি। জিজ্ঞাসোঃ কথনায়, মে পুনরেতৎ ত্বদ্দাস্যমেব পুরুষার্থঃ, ন তু ধ্যানেন কৃত্যমস্তীতি। তদুক্তং (ভাঃ ১১।৬।৪৬)—ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধেত্যাদি" ইত্যেষা। (১১।১৪।) শ্রীমানুদ্ধবঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ৩৩৬ ॥

অতএব অন্যত্রও এরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, যে—

হে কমলনয়ন! মুমুক্ষু পুরুষ যৎস্বরূপ, যাদৃশ আপনাকে যে-প্রকারে ধ্যান করিবেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন্। পরন্তু আমার ইহাই অর্থাৎ তোমার দাস্যই পুরুষার্থ ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা—"মুমুক্ষু যে প্রকারে আপনার ধ্যান করিবেন, তাহা আমাকে বলুন্। যেহেতু যদি সেবিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসু হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট তাহা বলিতে হইবে, অতএবই আমার এবিষয় জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে; অন্যথা এই ধ্যানদ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু আমার নিজের সম্বন্ধে "ইহাই" অর্থাৎ কেবলমাত্র আপনার দাস্যই পুরুষার্থস্বরূপ। অতএব বলিয়াছেন—"আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্র-অলঙ্কারাদিদ্বারা চর্চ্চিত (অলঙ্কৃত) এবং উচ্ছিষ্টভোজী দাস হইয়া আপনার মায়াকে জয় করিব" (এই পর্য্যন্ত টীকা)॥ শ্রীউদ্ধবের উক্তি ॥ ৩৩৬ ॥

তস্য সর্ব্বাবতারাবতারিত্বপ্রকটিতং পরমশুভস্বভাবত্বং চ স্মৃত্যাহ (ভাঃ ৩।২।২৩)

অহো বকী যং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৩৩৭ ॥

ধাত্র্যা যা উচিতা গতিস্তামেব ॥ (৩।২।) স শ্রীমদুদ্ধব এব ॥ ৩৩৭॥

অনন্তর সর্ব্বপ্রকার অবতার ও অবতারিগণের মধ্যে যাহা প্রকটিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ পরমগুভস্বভাবত্ব স্মরণপূর্ব্বক বলিতেছেন, যে—

অহো অসাধ্বী পুতনা জিঘাংসাবশতঃ যাঁহাকে স্তনকালকূট পান করাইয়াও ধাত্র্যুচিতগতি লাভ করিয়াছে, সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহাকেই বা আশ্রয় করিব ॥ ৩৩৭ ॥

"ধাত্র্যুচিতগতি" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীগণের যে গতি উচিত, সেই গতি। সেই উদ্ধবেরই উক্তি। ৩৩৭।

অনেন তত্রাপি গোকুললীলাত্মকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভজনমাহাত্ম্যাতিশয়ো দর্শিতঃ। তথা (ভাঃ ১০।৬।৩৫) —"পূতনা লোকবালঘ্নী" ইত্যাদৌ চ জ্ঞেয়ম্। তথা শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে চ (ভাঃ ১০।৭।১)—"যেন যেনাবতারেণ" ইত্যাদিকং বিবৃতমস্তি। অথ গোকুলেঽপি শ্রীমদ্ব্রজবধূসহিত-রাসাদিলীলাত্মকস্য পরম-বৈশিষ্ট্যমাহ (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ, শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং, হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৩৮ ॥

চকারাদন্যচ্চ ; অথেতি বার্থে,—শৃণুয়াদ্বা বর্ণয়েদ্বা, উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ধ্যানাদেঃ। পরাং যতঃ পরা নাস্ত্যা কুত্রচিদ্বিদ্যতে তাদৃশীম্ ; হৃদ্রোগং কামাদিকমপি শীঘ্রমেব ত্যজতি, অত্র সামান্যতোঽপি পরমত্বসিদ্ধে তত্রাপি পরমশ্রেষ্ঠশ্রীরাধা-সংবলিতলীলাময়তদ্ভজনন্ত পরমতমমেবেতি স্বতঃসিধ্যতি। কিন্তু রহস্যলীলা তু পৌরুষবিকারবদিন্দ্রিয়ৈঃ পিতৃপুত্রদাসভাবৈশ্চ নোপাস্যা,—স্বীয়ভাববিরোধাৎ। রহস্যত্বঞ্চ তস্যাঃ ক্বচিদল্পাংশেন ক্বচিত্তু সর্ব্বাংশেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ (১০।৩৩।) শ্রীশুকঃ ॥ ৩৩৮ ॥

ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনের মধ্যেও গোকুললীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনমাহাত্ম্যেরই শ্রেষ্ঠত্ব দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ "রুধিরাশনা লোকবালঘাতিনী রাক্ষসী পুতনা জিঘাংসায়ও শ্রীহরিকে স্তনদান করিয়া সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল"—এই শ্লোকেও জ্ঞাতব্য। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও "যে যে অবতারদ্বারা" ইত্যাদি শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। অনন্তর গোকুলেও শ্রীব্রজবধূগণের সহিত রাসাদিলীলাত্মক শ্রীকৃষ্ণের ভজনের পরমবৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই বিহারবৃত্তান্ত শ্রবণ অথবা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ সত্বর ভগবানে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া অচিরেই হৃদ্‌রোগস্বরূপ কাম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩৮ ॥

"এই বিহারবৃত্তান্ত" এইবাক্যে মূলে "চ" কারদ্বারা অন্য বৃত্তান্তও জ্ঞাতব্য। "অথবা" এই পদটি বিকল্পবাচক অর্থাৎ যদি শ্রবণ করেন অথবা যদি বর্ণন করেন। ইহা ধ্যানাদিরও উপলক্ষণ জানিতে হইবে। "পরমাভক্তি" অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা পরমভক্তি অন্যত্র কুত্রাপি নাই। হৃদয়রোগস্বরূপ কামাদিকেও শীঘ্রই ত্যাগ করিয়া থাকেন। এস্থলে সামান্যতঃ গোপবধূগণের সহিত যে বিহার, তাহার শ্রবণেই ভক্তির পরমত্ব সিদ্ধ হওয়ায় তন্মধ্যেও পরমশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার সহিত যে লীলা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তদাত্মক শ্রীকৃষ্ণভজন পরমতমরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইতেছে। পরন্তু স্বীয়ভাবের বিরোধহেতু লৌকিকবিকারগ্রস্তেন্দ্রিয় পুরুষগণ এবং পিতৃপুত্রদাসভাবযুক্ত পুরুষগণ রহস্যলীলার উপাসনা করিবেন না। লীলার রহস্যত্ব কোনস্থলে অল্পাংশে এবং কোনস্থলে সর্ব্বাংশে জ্ঞাতব্য ॥ শ্রীশুকদেবের উক্তি ॥ ৩৩৮ ॥

তত্র তে ভক্তিমার্গা দর্শিতাঃ। অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলব্ধং সাধনসাধ্যগতং স্বীয়-সর্ব্বস্বভূতং যৎকিমপি রহস্যং, তত্তু ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্; যথাহ (ভাঃ ৮।১৭।২০)—

নৈতৎ পরস্মা আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন।
সর্ব্বং সম্পদ্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতম্ ॥ ৩৩৯ ॥

সম্পদ্যতে ফলদং ভবতি। (৮।১৭।) শ্রীবিষ্ণুরদিতিম্ ॥ ৩৩৯ ॥

উক্ত ভক্তিমার্গসমূহ তথায় (শ্রীভাগবতে) দর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধনসাধ্যগত স্বীয়সর্ব্বস্বভূত যে রহস্য অবগত হওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে। যথা—

হে দেবি! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই তত্ত্ব অন্যকে বলিবে না। দেবগণের ও রহস্য সমস্ত সুগুপ্ত হইলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৩৯ ॥

"সম্পন্ন" অর্থাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে ॥ অদিতির প্রতি শ্রীবিষ্ণুর উক্তি ॥ ৩৩৯ ॥

তদেবং সাধনাত্মিকা ভক্তির্দর্শিতা। তত্র সিদ্ধিক্রমশ্চ শ্রীসূতোপদেশারম্ভে (ভাঃ ১।২।১৬)—"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য" ইত্যাদিনা দর্শিতঃ। যথা চ শ্রীনারদবাক্যে (ভাঃ ১।৫।২৩)—"অহং পুরাতীত-ভবেঽভবম্" ইত্যাদৌ; যথা চ শ্রীকপিলদেববাক্যে (ভাঃ ৩।২৫।২৫)—"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদঃ" ইত্যাদৌ। অত্র কৈবলাকামায়াং (ভাঃ ৩।২৫।২৬)—"ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগঃ" ইত্যাদিনা শুদ্ধায়াং (ভাঃ ৩।২৫। ৩৪)—"নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" ইত্যাদিনা ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। তথা শুদ্ধায়ামেব শ্রীপ্রহ্লাদকৃতদৈত্যবালানুশাসনে (ভাঃ ৭।৭।৩০)—"গুরুশুশ্রূষয়া" ইত্যাদিনা। তমেবং ক্রমমেব সংক্ষিপ্য সদৃষ্টান্তমাহ, (ভাঃ ১১।২।৪২-৪৩)—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি,-রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু,-স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
ইত্যচ্যুতাঙ্‌ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা, ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজং,-স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥ ৩৪০ ॥

টীকা চ—"প্রপদ্যমানস্য হরিং ভজতঃ পুংসো ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা পরেশানুভবঃ প্রেমাস্পদভগবদ্রূপ-স্ফূর্ত্তিস্তয়া নির্বৃতস্য ততোঽন্যত্র গৃহাদিষু বিরক্তিরিত্যেষ ত্রিক এককাল ভজনসমকাল এব স্যাৎ। যথাশ্নতো ভুঞ্জানস্য তুষ্টিঃ সুখং পুষ্টিরুদরভরণং ক্ষুন্নিবৃত্তিশ্চ প্রতিগ্রাসং স্যুঃ। উপলক্ষণমেতৎ। প্রতিসিক্থমপি যথা স্যুস্তদ্বৎ। এবমেবৈকস্মিন্ ভজনে কিঞ্চিৎ প্রেমাদি ত্রিকে জায়মানে অনুবৃত্ত্যা ভজতঃ পরমপ্রেমাদি জায়তে। বহুগ্রাসভোজিন ইব পরমতুষ্ট্যাদি। ততশ্চ ভগবৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবতীত্যাহ,—ইত্যচ্যু-তাঙ্ঘ্রিমিতি" ইত্যেষা।

শান্তিঃ কৃতার্থত্বম্; সাক্ষাদন্তর্বহিশ্চ প্রকটিতপরমপুরুষার্থত্বাদব্যবধানেনৈবেত্যর্থঃ। পূর্ব্বপদ্যে ভক্ত্যাদীনাং তুষ্ট্যাদয়ঃ ক্রমেণৈব দৃষ্টান্তা জ্ঞেয়াঃ,—উত্তরত্রাপ্যেতৎক্রমেণৈব ভক্তিতুষ্ট্যোঃ সুখৈকরূপত্বাৎ, পুষ্ট্যনুভবয়োরাত্মভরণৈকরূপত্বাৎ, ক্ষুদপায়বিরক্ত্যোঃ শান্ত্যেকরূপত্বাৎ। যদ্যপি ভুক্তবতোঽন্নেপি বৈতৃষ্ণ্যং

জায়তে, ভগবদনুভবিনস্তু বিষয়ান্তর এবেতি বৈধর্ম্ম্যং, তথাপি বস্ত্বন্তরবৈতৃষ্ণ্যাংশ এব দৃষ্টান্তো গম্যত ইতি। (১১।২।) শ্রীকবির্নিমিম্ ॥ ৩৪০ ॥

তদেতদ্ব্যাখ্যাতমভিধেয়ম্। অত্রান্যোঽপি বিশেষঃ শাস্ত্র-মহাজন-দৃষ্ট্যানুসন্ধেয়ঃ।

গুরুঃ শাস্ত্রং শ্রদ্ধা রুচিরনুগতিঃ সিদ্ধিরিতি মে
যদেতৎ তৎসর্ব্বং চরণকমলং রাজতি যয়োঃ।
কৃপাপূরস্পন্দস্নপিতনয়নাম্ভোজযুগলৌ,
সদা রাধাকৃষ্ণাবশরণগতী তৌ মম গতিঃ॥

ইতি কলিযুগপাবনস্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতার-শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-
চরণানুচর-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-সভাজন-শ্রীরূপসনাতনানুশাসন-
ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ভক্তিসন্দর্ভো
নাম পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ।

শ্রীভাগবতসন্দর্ভে সর্ব্বসন্দর্ভগর্ভগে।
পঞ্চমো ভক্তিসন্দর্ভঃ সমাপ্তিমিহ সঙ্গতঃ॥

সমাপ্তোঽয়ং পঞ্চমঃ সন্দর্ভঃ।

এইরূপে সাধনাত্মিকা ভক্তি দর্শিত হইল। তদ্বিষয়ে শ্রীসূতগোস্বামীর উপদেশারম্ভে—"শুশ্রূষু শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষের" ইত্যাদিবাক্যে সিদ্ধিক্রম দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ শ্রীনারদের—"আমি পূর্ব্বকালে পূর্ব্বজন্মে" ইত্যাদিবাক্যে এবং শ্রীকপিলদেবের "আমার বীর্য্যজ্ঞানের উপায়স্বরূপ সৎপ্রসঙ্গ হইতে" ইত্যাদিবাক্যেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে কৈবল্যকাম-ভক্তিবিষয়ে "ভক্তিহেতু পুরুষ লৌকিক ও বৈদিক ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে বিরক্ত হইয়া" ইত্যাদিবাক্যে এবং শুদ্ধভক্তিবিষয়ে "মৎপাদসেবারত, মদ্বিষয়ে চেষ্টাশীল কতিপয় পুরুষ আমার সহিত একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্যমুক্তিও প্রার্থনা করেন না" ইত্যাদিবাক্যে ক্রম জ্ঞাতব্য। এইরূপ দৈত্যবালকগণের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের "গুরুশুশ্রূষাদ্বারা" ইত্যাদি-বাক্যেও শুদ্ধভক্তির ক্রমই জানিতে হইবে। সেই ক্রমই সংক্ষেপে দৃষ্টান্তসহ বলিতেছেন যে—

যেরূপ অশনরত পুরুষের প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি এবং ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, সেইরূপ প্রপদ্যমান পুরুষের ভক্তি, পরমেশ্বরানুভব এবং অন্যত্র বিরক্তি—এই তিনটী এককালে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

হে রাজন্! এইরূপে অনুবৃত্তিসহকারে অচ্যুতপাদপদ্মভজনশীল ভাগবতপুরুষের ভক্তি, বৈরাগ্য এবং ভগবজ্-জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে তিনি সাক্ষাৎ পরমশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪০ ॥

টীকা—"প্রপদ্যমান" অর্থাৎ হরিভজনরত পুরুষের, "ভক্তি" অর্থাৎ প্রেম, "পরমেশ্বরানুভব" অর্থাৎ প্রেমাস্পদ ভগবদ্রূপের স্ফূর্ত্তি এবং তদ্ধেতু নির্বৃত হওয়ায় "অন্যত্র" অর্থাৎ গৃহাদিতে বিরক্তি—এই তিনটী "এককালে" অর্থাৎ ভজন-

সমকালেই হইয়া থাকে। যেরূপ "অশনরত" অর্থাৎ ভোজনরত পুরুষের "তুষ্টি" অর্থাৎ সুখ, "পুষ্টি" অর্থাৎ উদরভরণ এবং "ক্ষুধা-নিবৃত্তি" প্রতিগ্রাসে হইয়া থাকে। ইহা উপলক্ষণমাত্র, পরন্তু প্রত্যেক অন্নেই যেরূপ তুষ্ট্যাদি হয়, সেইরূপ জানিতে হইবে। এইরূপে একবার ভজনেই যৎকিঞ্চিদ্‌রূপে প্রেমাদিত্রয় উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুবৃত্তিসহকারে ভজনে বহুগ্রাসভোজীর পরমতুষ্ট্যাদির ন্যায় পরমপ্রেমাদিই হইয়া থাকে। অতএব ভগবৎপ্রসাদে কৃতার্থ হইয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন যে—'এইরূপে অনুবৃত্তিসহকারে অচ্যুতপাদপদ্ম-ভজনশীল' ইত্যাদি" (এই পর্য্যন্ত টীকা)।

"শান্তি" অর্থাৎ কৃতার্থতা। "সাক্ষাৎ" অর্থাৎ অন্তরে ও বহির্দ্দেশে প্রকটিত পরমপুরুষার্থত্বহেতু অব্যবধানে।

পূর্ব্বপদ্যে তুষ্টিপ্রভৃতি যথাক্রমেই ভক্তিপ্রভৃতির দৃষ্টান্তরূপে জ্ঞাতব্য। যেহেতু পরশ্লোকেও এইক্রমেই ভক্তি এবং তুষ্টির সুখৈকরূপত্বহেতু, পুষ্টি এবং ভগবদনুভবের আত্মভরণৈকরূপত্ব হেতু এবং ক্ষুধানিবৃত্তি ও বিরক্তির শান্ত্যেক-রূপত্বহেতু সাদৃশ্য হইয়াছে। যদিও ভোজনান্তে পুরুষের অন্নে বিতৃষ্ণা জন্মে, কিন্তু ভগবদনুভবশালী পুরুষের এইরূপে ভগবানে বিতৃষ্ণা জন্মে না, পরন্তু কেবল ইতরবিষয়েই বিতৃষ্ণা হয় বলিয়া উভয়ের যদিও বৈধর্ম্ম্য রহিয়াছে, তথাপি ইতর-বস্তুবিষয়ক বৈতৃষ্ণ্যাংশেই উভয়ের সাধর্ম্ম্য থাকায় তদ্‌বিষয়েই দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইতেছে। শ্রীনিমির প্রতি শ্রীকবির উক্তি ॥ ৩৪০ ॥

এইরূপে এই অভিধেয়বস্তু ব্যাখ্যাত হইল। এবিষয়ে অন্যান্য বিশেষভাব শাস্ত্র ও মহাজনরীতিদর্শনে অনুসন্ধেয়।

(গ্রন্থসমাপ্তিকালে গ্রন্থকারের উক্তি)—যাঁহাদের (উভয়ের) চরণকমল আমার গুরু, শাস্ত্র, শ্রদ্ধা, রুচি, আনু-গত্য এবং সিদ্ধি—এই সর্ব্ববিধরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যাঁহাদের নয়ন-কমলযুগল কৃপাপ্রবাহের ক্ষরণহেতু অভিষিক্ত হইতেছে, সেই অশরণজনগতি শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার গতি হউন্॥

ইতি কলিযুগপাবন-নিজভজন-বিতরণরূপ প্রয়োজনার্থে অবতীর্ণ
শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-
রাজসভার সম্মানভাজন (পাত্ররাজ) শ্রীরূপ-সনাতন
প্রভুদ্বয়ের শিক্ষাবাণী যাহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান,
সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভের মধ্যে "ভক্তিসন্দর্ভ"
নামক পঞ্চম সন্দর্ভ সমাপ্ত।

সকল সন্দর্ভ যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেই শ্রীভাগবতসন্দর্ভের 'ভক্তিসন্দর্ভ'
নামক পঞ্চম সন্দর্ভ সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম সন্দর্ভ সমাপ্ত।